শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত।

সিদ্ধান্তবাচস্পতি
শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি কর্ত্তৃক সংশোধিত।

শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশোদ্ভব-
শ্রীবিনোদবিহারিগোস্বামিভাগবতরত্ন কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
(১৫৪ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।)

বাণীপ্রেস।
৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।
চৈতন্যাব্দ ৪২৩।

[ডাকমাশুল।০ চারি আনা।] [মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

মধ্যলীলা।

সূচীপত্র।

ইতি মধ্যলীলার সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সম্প্রসীদতু ॥ ১ ॥

যস্য প্রসাদেনান্বয়বোধিনীং হি বিতনোতি।
স শ্যামলালো গুরুর্মে ভগবান্ সংকৃপয়তু ॥

যস্য প্রসাদাৎ অজ্ঞঃ অপি সদ্যঃ (ঝটিতি) সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ। স ভগবান্ (সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পূর্ণঃ) শ্রীচৈতন্যদেবঃ মে (মাং) সম্প্রসীদতু ॥ ১ ॥

যাঁহার কৃপায় অজ্ঞ ব্যক্তিও সদ্য সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে, সেই ভগবান চৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১ ॥

আদিলীলায়াং প্রথমপরিচ্ছেদে গ্রন্থকারকৃত দ্বিতীয় শ্লোকঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥

তত্রৈব পঞ্চদশ শ্লোকঃ—

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ৩ ॥

তত্রৈব ষোড়শ শ্লোকঃ—

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৪ ॥

তত্রৈব সপ্তদশ শ্লোকঃ—

শ্রীমান্-রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃশ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৫ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় শ্রীবাসাদি জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পূর্ব্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
অতএব তার, আমি সূত্র মাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্রমধ্যেই কহিল ॥
এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন ॥
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিলা বর্ণন ॥ ১ ॥

সেই ভাগের ইহা, সূত্র মাত্র যে লিখিব।
ইহা যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস, দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করি তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ॥
ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্রগণ করিয়ে বর্ণন॥
চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাহা যেই করিল লীলা আদিলীলা নাম॥
চব্বিশবৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাহা যেই লীলা তার শেষলীলা নাম॥
শেষলীলার মধ্য অন্ত্য দুই নাম হয়।
লীলাভেদে বৈষ্ণবগণ নাম ভেদ কয়॥২॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ, বৃন্দাবন॥
তাঁহা যেই লীলা তার মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান॥
আদিলীলা মধ্যলীলা অন্ত্যলীলা আর।
এবে মধ্যলীলার কিছু করিয়ে বিস্তার॥
অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি।
আপনে আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্যগীত রঙ্গে॥
নিত্যানন্দ প্রভুরে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিহোঁ গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে॥৩॥
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাহা তাহা প্রেম দান॥
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যেরভক্তি যেঁহো লওয়াইলা সংসার॥
চৈতন্যগোসাঞি যাঁরে বলে বড় ভাই।
তেঁহো কহে মোর প্রভু চৈতন্যগোসাঞি॥
যদ্যপি আপনে হয়েন প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস অভিমান॥
চৈতন্য সেব চৈতন্য গাও লহ চৈতন্য নাম
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ॥
এইমত লোকে চৈতন্যভক্তি লওয়াইল।
দীনহীন-নিন্দকাদি সব নিস্তারিল॥
তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপসনাতন।
প্রভু-আজ্ঞায় দুইভাই আইলা বৃন্দাবন॥৪॥
ভক্তি প্রচারিয়া সর্ব্বতীর্থ প্রকাশিল।
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রচারিল॥
নানাশাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থসার।
মূঢ়াধম জনের যে করিল নিস্তার॥
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় রস করিলা প্রচার॥
হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশমটিপ্পনী আর দশমচরিত॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন।
রূপগোসাঞি কৈলযত তার কে করে গণন
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন॥
রসামৃতসিন্ধু আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বলনীলমণি আর ললিতমাধব॥
দানকেলিকৌমুদী আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশ লীলাছন্দ আর পদ্যাবলী॥ ৫॥
গোবিন্দ বিরুদাবলি তাহার লক্ষণ।
মথুরামাহাত্ম্য আর নাটকলক্ষণ॥
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করে গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীবগোসাঞি।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাঞি॥
শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার।
ভক্তিসিদ্ধান্তের তাতে দেখাইল সার॥

গোপালচম্পূ নাম তার গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর ॥
এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ।
গোষ্ঠী সহিতে কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥
প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি-ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি গমন ॥
রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহিলা চারিমাস।
প্রভু সঙ্গে নৃত্যগীত পরম উল্লাস ॥ ৬ ॥
বিদায় সময়ে প্রভু কহিলা সবারে।
প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥
প্রভু-আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
গোসাঞিঃ মিলিয়া যায় গুণ্ডিচা দেখিয়া ॥
দ্বাদশবৎসর ঐছে করে গতাগতি।
অন্যোন্যে দোঁহার দোঁহ বিনা নাহি স্থিতি ॥
শেষ আর সেই রহে দ্বাদশবৎসর।
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি প্রভুর অন্তর ॥
নিরন্তর রাত্রিদিনে বিরহ উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পড়েন বিষাদে ॥
যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে হইল মিলন ॥
রথযাত্রা আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাহা এই পদমাত্র করয়ে গায়ন ॥ ৭ ॥

তথাহি পদং ॥

সোই! সেইত পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু ॥ ধ্রু ॥
এই ধুয়া গানে নাচেন দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই এ ভাব অন্তর ॥
এই ভাবে নৃত্য মধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
সে শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥৮

তথাহি কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসে চতুর্থাঙ্ক-ধৃতঃ শ্লোকঃ—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানীলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ-
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥৬॥

(হে সখি) যঃ (নায়কঃ) কৌমারহরঃ (কৌমারং হরতি বিবাহেন অপনয়তি, যদ্বা তদবস্থায়াং পরমরসিকত্বেন সম্ভোগেচ্ছোৎপাদনতয়া মন্মানসং হৃতবান্, কেচিত্তু জার ইতি বদন্তি, তৎ শিষ্টজনৈঃ নাদৃতঃ রসাভাসপ্রসঙ্গাৎ) স এব হি (নিশ্চিতং) বরঃ (নান্যঃ) তাঃ (যাসু তত্র ক্রীড়িতং তৎ সজাতীয়াঃ) এব চৈত্রক্ষপাঃ (চৈত্রমাসস্য জ্যোৎস্নাবত্যঃ রাত্রয়ঃ, তথা) তে চ উন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ (উন্মীলিতাঃ বিকশিতাঃ যাঃ মালত্যঃ তাভিঃ সুরভয়ঃ শোভনগন্ধাঃ পূর্ব্ববৎ বহন্তি) প্রৌঢ়াঃ (পরমসুখদাঃ) কদম্বানিলাঃ (কদম্বপুষ্পসম্বন্ধিনো বায়বঃ বহন্তি, পুনঃ) সা (শ্রীরাধা) চ (অহম্ এব) অস্মি (তদবস্থেন বর্ত্তে) তথাপি (যদ্যেবং পাত্রকালবৈশিষ্ট্যমস্তি তথা সতি দেশবৈশিষ্ট্যাভাবেন তাদৃশ সুখোদয়াভাবাৎ) তত্র রেবারোধসি বেতসীতরুতলে সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ (শৃঙ্গার-কৌশল-ক্রীড়াবিষয়ে, মম) চেতঃ (মনঃ) সমুৎকণ্ঠতে (তত্রৈব) বিহর্ত্তুম্ ইচ্ছতি ॥ ৬ ॥

ব্রজ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমে তাদৃশসুখের অভাব সূচনা পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন প্রার্থনা করিয়া নিজাভিপ্রায়-সাধক অন্য-কথিত-পদ্য শ্রীকৃষ্ণাগ্রে নিজসখীর প্রতি কহিতেছেন, হে সখি! যিনি আমার কৌমার কাল হরণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনিই আমার বর। সেই সকল চৈত্রমাসের জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, সেই বিকশিত মালতীর সুগন্ধ, সেই পরমসুখদায়ক মন্দ মন্দ প্রবাহিত কদম্ববন-বায়ু এবং আমিও সেই আছি, তথাপি রেবানদীতটে অশোক তরুতলে

যে সুরত ব্যাপার হইয়াছিল, তাহাতেই আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

এই শ্লোকের অর্থ জানে একলে স্বরূপ।
দৈবে সে বৎসর তাঁহা গিয়াছেন রূপ ॥
প্রভু মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপগোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থশ্লোক করিল তথাই ॥
শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপনার বাসাচালে রাখিল গুঁজিয়া ॥
শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্র স্নান করিতে।
হেনকালে আইলা প্রভু তাহারে মিলিতে ॥
হরিদাস ঠাকুর আর শ্রীরূপ সনাতন।
জগন্নাথমন্দিরে নাহি যায় এই তিনজন ॥৯॥
প্রভু জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া।
নিজগৃহে যান প্রভু এ তিনেরে মিলিয়া ॥
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেইজন।
তারে আসি আপনে মিলে প্রভুর নিয়ম ॥
দৈবে প্রভু আসি যবে উর্দ্ধেতে চাহিলা।
চালেগোঁজা তালপত্রে সেইশ্লোক পাইলা ॥
শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইঞা।
রূপগোসাঞি আসি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া ॥
মোরশ্লোকেরঅভিপ্রায়কেহোনাহিজানে।
মোর মনেরকথা তুই জানিলি কেমনে ॥১০
এত বলি তারে বহু প্রসাদ করিয়া।
স্বরূপগোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লৈয়া ॥
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মন কথা রূপ জানিল কেমতে ॥
স্বরূপ কহিল যাতে জানিল তোমার মন।
তাথে জানি হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥
প্রভু কহে তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন কৈল সর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস বিবেচনে।
তুমি কহিও তারে গূঢ়-রসাখ্যানে ॥
এই সব কথা কহিব আগে বিস্তারিয়া।
সংক্ষেপে উদ্দেশ কহি প্রস্তাব পাইয়া ॥১১

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামীবাক্যম্—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুর-মুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৭ ॥

(কুরুক্ষেত্রযাত্রায়াং লব্ধকৃষ্ণসঙ্গা শ্রীরাধা সখিং প্রতি আহ) সহচরি! সঃ (বৃন্দাবনবিহারী) অয়ং (কিশোরঃ) প্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ (কুরুক্ষেত্রে প্রাপ্তঃ) তথা সা রাধা অহম্ উভয়োঃ তৎ ইদং সঙ্গমসুখং (সঙ্গমেন পরস্পরমিলনেন যৎ সুখং জাতং তৎ যদ্যপ্যেবং) তথাপি অন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে (অন্তঃ বিপিনস্য মধ্যে ক্রীড়ন্ মধুরো যো মুরল্যাঃ পঞ্চমঃ রাগবিশেষঃ তং জোষতি সেবতে তস্মৈ, এতেন তাদৃশ মুরলীগানস্য অন্যত্র অসম্ভবস্য সূচনাৎ তদ্বনস্যোৎকর্ষো ধ্বনিতঃ) কালিন্দীপুলিনবিপিনায় (যমুনাতীরস্থ কাননায়) মে (মম) মনঃ স্পৃহয়তি (তত্র গমনায় সমুৎসুকং ভবতি ॥ ৭ ॥

কুরুক্ষেত্রে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গতি লাভ করতঃ সহচরিকে বলিতেছেন, হে সখি! আমার সহিত বৃন্দাবনবিহারী সেই এই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন এবং আমিও সেই নবযৌবনসম্পন্না রাধা, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছি; পরস্পরের মিলনে সুখও হইতেছে। তথাপি সেই মধুর মুরলীর মৃদুপঞ্চম-স্বরের সেবনকারী যমুনার তীরস্থ নিকুঞ্জ-কাননে যাইতে আমার মন উৎকণ্ঠিত

হইতেছে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমসুখভোগেচ্ছা হইতেছে ॥ ৭ ॥

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ।
জগন্নাথ দেখিয়া যৈছে প্রভুর ভাবন ॥
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন।
যদ্যপি পায়েন তভু ভাবেন ঐছন ॥
রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন।
কাঁহা গোপবেশ কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন ॥
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ১২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাশীতিতমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীগোপীবাক্যম্—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৮ ॥

(গোপ্যঃ) আহুঃ চ (হে) নলিননাভ! অগাধবোধৈঃ (গম্ভীরবুদ্ধিভিঃ, যদ্বা সাক্ষাত্তদ্দর্শনেঽপ্যক্ষুভিতবুদ্ধিরিব তদ্দর্শনেচ্ছয়া মুহুর্ম্মোহেন ক্ষুভিতবুদ্ধিভিঃ) যোগেশ্বরৈঃ (যোগঃ ভক্তিযোগঃ তদীশ্বরৈঃ বশীকৃতঃ ভক্তিযোগৈঃ) হৃদি বিচিন্ত্যং সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং (সংসার এব কূপঃ তস্মিন্ পতিতানাম্ উত্তরণায় উদ্ধারায় অবলম্ব্যত ইতি অবলম্ব্যম্ আশ্রয়রূপং ন তু অস্মাকং বিরহসিন্ধুনিমগ্নানাম্ উদ্ধর্ত্তুং সমর্থমিতিভাবঃ) তে (তব) পদারবিন্দং সদা মনসি জুষাং (ত্বৎকৃপয়া তৎ সেবমানানাং) নঃ (অস্মাকং) গেহং (বৃন্দাবনং প্রতি) উদিয়াৎ ॥ ৮ ॥

কুরুক্ষেত্রে গোপীগণ কহিলেন, হে পদ্মনাভ! তোমার যে চরণকমলকে ভক্তেরা হৃদয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে চিন্তা করেন, জ্ঞানিরা যাঁহাকে পরমপুরুষার্থরূপে ভজনা করেন এবং যাঁহাকে আশ্রয় করতঃ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ সংসারকূপ হইতে উদ্ধার হয়েন। তোমার সেই পাদপদ্ম কি বিরহসমুদ্রে পতিত আমাদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে? তোমার কৃপায় তোমার চরণ সেবাকারিণী আমাদের গৃহের প্রতি অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে কৃপা করিয়া তুমি উদয় হও, তাহা হইলেই আমাদের বিরহানল দূরীভূত হইবে, নচেৎ তোমার স্মরণে সন্তাপের উপশম হইবে না ; যে হেতু আমরা অবলা বিধায়ে যোগেশ্বরগণের ন্যায় ও জ্ঞানিগণের ন্যায় তোমাকে মনে ধারণা করিতে অপারক ॥ ৮ ॥

তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে।
উদয় করয়ে যবে তবে বাঞ্ছা পূরে ॥
ভাগবত শ্লোকার্থ বিশদ করিয়া।
রূপগোসাঞিশ্লোককৈল লোকবুঝাইয়া ॥ ১৩

তথাহি ললিতমাধবে দশমাঙ্কে ষট্‌ত্রিংশশ্লোকঃ—

যা তে লীলারসপরিমলোদ্‌গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভি-শ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্বিহারম্ ॥৯॥

যা (ক্ষৌণী) তে (তব) লীলারসপরিমলোদ্‌গারিবন্যাপরীতা (লীলারসপরিমলোদ্‌গারিণী যা বন্যা বনসমূহঃ তয়া পরীতা ব্যাপ্তা) মাধুরীভিঃ বৃতা (আবৃতা) মাধুরী ধন্যা ক্ষৌণী (ব্রজভূঃ) বিলসতি তত্র (ব্রজভূমৌ) চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ (চটুলাঃ চঞ্চলাঃ পশুপীভাবে [illegible] ভাবেন মোহিতান্তঃকরণং যাসাং তাভিঃ, যদ্বা হে চটুল, অন্যৎসমানং) অস্মাভিঃ (গোপীভিঃ)

সংবীতঃ (বেষ্টিতঃ) বদনোল্লাসিবেণুঃ (বদনেন উল্লাসিতুং শীলমস্যেতি বদনোল্লাসী বেণুঃ যস্য তথাভূতশ্চ সন্) ত্বং বিহারং কলয় (কুরু)॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে কহিলে, শ্রীরাধা কহিলেন, হে সুন্দর! যে মাধুর্য্যময়ী ধন্যরূপা ব্রজপুরী তোমার লীলাস্থান সকলের সৌরভ প্রকাশকারি বনসমূহে পরিবৃতা হইয়া শোভা পাইতেছে; সেই স্থানে গোপীভাবে মোহিতান্তঃকরণ মাদৃশ জনের সহিত মিলিত হইয়া মুরলীরঞ্জিত স্মিতবদনে বংশীধ্বনি করতঃ রাসাদিলীলার অনুষ্ঠান কর; ইহাই প্রার্থনা॥ ৯॥

এই মতে মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথে।
সুভদ্রা সহিত দেখে বংশী নাহি হাতে॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা পাব এই বাঞ্ছা বাড়ে অনুক্ষণ॥
শ্রীরাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
উদ্ঘূর্ণাপ্রলাপ তৈছে প্রভুর হয় রাত্রিদিনে॥১৪
দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।
এইমতে শেষলীলা ত্রিবিধানে কৈল॥
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর কৈল যে কর্ম্ম।
অনন্ত অপার তার কে জানিবে মর্ম্ম॥
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্ দরশন।
মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্রগণন॥
প্রথমসূত্র প্রভুর সন্ন্যাসকরণ।
তবেত চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥
প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ।
তিন দিন কৈল রাঢ়দেশেতে ভ্রমণ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীর লইয়া আইলা যমুনা বলিয়া॥
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহেতে গমন।
প্রথমভিক্ষা কৈল তাহা রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন॥১৫
মাতা ভক্তগণে তাহা করিল মিলন।
সর্ব্ব সমাধান করি কৈল নীলাদ্রিগমন॥
পথে নানালীলা রস দেব দরশন।
মাধবপুরীর কথা গোপাল-স্থাপন॥
ক্ষীরচুরি কথা সাক্ষিগোপাল বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ডভঞ্জন॥
ক্রুদ্ধ হইয়া একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িল ভূমিতে॥
সার্ব্বভৌম লৈয়া আইলা আপন ভবন।
তৃতীয়প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
পাছে আসি মিলি সবে পাইলা আনন্দ॥
তবে সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল।
আপন ঈশ্বর মূর্ত্তি তারে দেখাইল॥১৬॥
তবেত করিল প্রভু দক্ষিণ গমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন॥
জীয়ড়-নৃসিংহে কৈল নৃসিংহস্তবন।
পথে পথে গ্রামে গ্রামে নাম প্রবর্ত্তন॥
গোদাবরীতীর-বনে বৃন্দাবন ভ্রম।
রামানন্দরায় সহ তাহাই মিলন॥
ত্রিমল্ল ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণ নাম প্রবর্ত্তন॥
তবেত পাষণ্ডিগণের করিল দমন।
অহোবল নৃসিংহাদি করিল দর্শন॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির॥
ত্রিমল্লভট্টের গৃহে কৈল প্রভু বাস।
তাহাই রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস॥ ১৭॥
শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্ট পরম পণ্ডিত।
গোসাঞির পাণ্ডিত্য প্রেমে হইলা বিস্মিত

চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণব সনে।
গোঙাইলা নৃত্যগীত কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে॥
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে পুনঃ দক্ষিণ গমন।
পরমানন্দপুরী সনে তাঁহাই মিলন॥
তবে ভট্টমারি হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার।
রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম প্রচার॥
শ্রীরঙ্গপুরীর সঙ্গে হৈল মিলন।
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখ বিমোচন॥
তত্ত্ববাদী সনে কৈল তত্ত্বের বিচার।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তা সবার॥
অনন্ত পুরুষোত্তম শ্রীজনার্দ্দন।
পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল দরশন॥
তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল বিমোচন।
সেতুবন্ধে স্নান রামেশ্বর দরশন॥
তাহাই করিল কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ।
মায়াসীতা হরিলরাবণ তাহাতেলিখন॥১৮
শুনিঞা প্রভুর হৈল আনন্দিত মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ॥
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি নিল।
রামদাস বিপ্রে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল॥
ব্রহ্মসংহিতা কৃষ্ণকর্ণামৃতদুইপুস্তকলিখিঞা।
দুই পুস্তক লঞা আইলা উত্তম জানিঞা॥
পুনরপি নীলাচলে প্রভু গমন করিল।
ভক্তগণে মিলি স্নানযাত্রা দেখিল॥
অনবসরে জগন্নাথের না পাঞা দর্শন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥
ভক্তগণ সঙ্গে দিনকত তাঁহাই রহিল।
গৌড়ের ভক্ত আইসে সমাচার পাইল॥
নিত্যানন্দ ও সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিয়া।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া॥
বিরহে বিহ্বল প্রভু না জানে রাত্রিদিনে॥
হেনকালে গৌড় হৈতে আইলা ভক্তগণে॥
সবে মিলি যুক্তিকরি,তবেকীর্ত্তনআরম্ভিল।
কীর্ত্তনাবেশে প্রভুর মন স্থির হৈল॥১৯॥
পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা।
নীলাচলে আসিবারে তারে আজ্ঞা দিলা॥
রাজআজ্ঞালৈয়া তিঁহোআইলা কথোদিনে
রাত্রিদিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে॥
কাশীমিশ্রে কৃপা প্রদ্যুম্নমিশ্রাদি মিলন।
পরমানন্দপুরী গোবিন্দ কাশীশ্বরাগমন॥
দামোদর স্বরূপ মিলন পরমানন্দ।
শিখিমাহিতী মিলন রায় ভবানন্দ॥
গৌড়দেশ হৈতে সব বৈষ্ণবাগমন।
কুলীনগ্রাম-বাসী সঙ্গে প্রথমমিলন॥
নরহরি-মুকুন্দাদি যত খণ্ডবাসী।
শিবানন্দসেন সঙ্গে মিলিলা সবে আসি॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভুর সঙ্গে ভক্তগণ।
সবা লঞা কৈলা প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন॥
সবা সঙ্গে তবে রথযাত্রা কৈল দরশন।
রথ আগে নৃত্য করি উদ্যান গমন॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে।
গৌড়িয়াভক্তেরেআজ্ঞাদিলবিদায়েরদিনে॥
প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা দরশনে।
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে॥ ২০॥
সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভুর ভিক্ষা পরিপাটী।
ষাঠীর মাতা কহে যাতে রাণ্ডী হউক ষাঠী
বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি-ভক্ত আগমন্।
প্রভুরে দেখিতে সবে করিলা গমন॥
আনন্দে সবারে নিঞা দেন বাসাস্থান।
শিবানন্দ সেন করে সবার পালন॥
শিবানন্দে সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্।
প্রভুর চরণ দেখি হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
পথে সার্ব্বভৌম সহ সবার মিলন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন॥

প্রভুরে মিলিলা সর্ব্ব বৈষ্ণব আসিঞা।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবাকে লইঞা॥
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
রথযাত্রা দরশনে প্রভুর নর্ত্তন॥
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধবিলাস।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস॥
গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি।
হোরাপঞ্চমীতে দেখেলক্ষ্মীদেবীরকেলি॥২১
কৃষ্ণজন্মযাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈলা।
দধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইলা॥
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করেন কীর্ত্তন সদায়॥
বৃন্দাবন যাইতে গৌড়ে করিল গমন।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন॥
পুরীগোসাঞি সঙ্গে বস্ত্রপ্রদান প্রসঙ্গ।
রামানন্দরায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত॥
আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিলা।
গোসাঞি দেখিতে লোক সংঘট্ট হইলা॥
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোকভয়ে রাত্রিতে আইলা কুলীয়া গ্রাম॥
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈলা দরশন॥
কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপালবিপ্রেরক্ষমাইলাশ্রীবাসাপরাধ॥২২
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িল চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে॥
বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ॥
কুলিয়ানগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল।
নির্বৃন্তপুষ্পের শয্যা উপরে পাতিল॥
পথ দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুই পার্শ্বে দুই পুষ্করিণী॥
রত্নবান্ধা ঘাট তাতে প্রফুল্ল কমল।
নানা পক্ষি কোলাহল সুধাসম জল॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।
কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত লৈল বান্ধিয়া॥
আগে মন নাহি চলে না পারে বান্ধিতে।
পথ বান্ধা না যায় নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে॥
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন।
এবারে না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥
কানাইরনাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া।
জানিবে পশ্চাৎ কহিলু নিশ্চয় করিয়া॥২৩
গোসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ॥
যাঁহা যাঁহা যায় তাঁহা কোটি সংখ্য লোক।
দেখিতে আইসে, দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক॥
যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে।
সেই মৃত্তিকা লয় লোক, গর্ত্ত হয় পথে॥
ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপম॥
তাহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ
গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিঞা।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥
বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়।
সেইত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজি যবন কেহো ঞিহার না কর হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন যাহা ইঁহার মন॥
কেশবছত্রিরে রাজা বার্ত্তা যে পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল॥ ২৪॥
ভিক্ষারি সন্ন্যাসি করে তীর্থপর্য্যটন।
তারে দেখিবারে আইসে দুই চারিজন॥
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।
তার হিংসায় লাভ নাহি হয়, মাত্র হানি॥

রাজারে প্রবোধি ছত্রী ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে, প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া ॥
দবীরখাসের রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তিঁহো লাগিলা কহিতে ॥
যে তোমারে রাজ্য দিল যে তোমার গোসাঞা।
তোমার ভাগ্যে তোমার দেশে জন্মিল আসিয়া।
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয় ॥
মোরে কেনে পুছ, তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও, বিষ্ণু অংশ সম ॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয়ে সেইত প্রমাণ ॥
রাজা কহে, শুন মোর চিত্তে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহোঁ নাহিক সংশয় ॥ ২৫ ॥
এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
দবীরখাস আইলা তবে আপনার ঘরে ॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া ॥
অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু স্থানে।
প্রথমে মিলিলা হরিদাস নিত্যানন্দ সনে ॥
তাঁরা দুই জন তবে জানাইল প্রভুরে।
রূপ সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে ॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
দৈন্য রোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল ॥
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে যোড়হাত করি।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয় ॥
নীচজাতি নীচসঙ্গী করি নীচকাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥২৬

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন-ভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চদশাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণবচনম্—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরীহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ॥১০॥

(হে) পুরুষোত্তম, মত্তুল্যঃ পাপাত্মা নাস্তি কশ্চন অপরাধী ন। পরিহারে (অপরাধমার্জ্জন-নিবেদনে) অপি মে (মম) লজ্জা (অতএব) অহং কিং ব্রুবে (কথয়ামি) ॥ ১০ ॥

হে পুরুষোত্তম! আমার ন্যায় পাপাত্মা ও অপরাধী জগতে আর কেহই নাই। বলিতে কি, পাপবিনাশের জন্য আপনার নিকট দীনতা প্রকাশ করিতেও আমার লজ্জা হইতেছে ॥ ১০ ॥

পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর ॥
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ॥
ব্রাহ্মণ জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর।
নীচসেবা না করে নহে নীচের কুর্পর ॥
সবে এক দোষ তার হয় পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার ॥
তোমার নাম লঞা তোমার নিন্দন।
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ ॥
জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণে।
অধম পতিত পাপী আমরা দুই জনে ॥২৭॥
ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহি সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায়ে বান্ধিয়া।
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া ॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি, সবে তোমা বিনে ॥

আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল।
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল॥
সত্য এক বাত কহোঁ, শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।
অখিলব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল॥২৮

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তবচনম্—

ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ॥১১॥

(হে) নাথ ! অগ্রতঃ (প্রথমতঃ) মে (মম) পরমার্থং (বাস্তবম্) একং বিজ্ঞাপনং (নিবেদনং) শৃণু. ন মৃষা (মিথ্যা) যদি মে ন দয়িষ্যসে (দয়াং করিষ্যসি) তদা তব দয়নীয়ঃ (দয়াযোগ্যপাত্রং) দুর্ল্লভঃ॥ ১১॥

হে নাথ ! আমার একটি নিবেদন শ্রবণ করুন, উহা মিথ্যা নহে, যথার্থই। আমার প্রতি যদি তোমার দয়া না হয়, তবে জগতে তোমার দয়ার পাত্র দুর্ল্লভ অর্থাৎ আমি অতি নীচ, আমার প্রতি তোমার দয়ালুতা সফল কর॥ ১১॥

আপন অযোগ্য দেখি মনে পাই ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয়ে লোভ॥
বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চাহে করে।
তৈছে মোর এইবাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে॥২৯

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তবচনম্—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্॥ ১২॥

(হে) নাথ ! প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ (প্রশান্তং নিঃশেষং মনোরথানাম্ অন্তরং তদ্ভিন্নং বিষয়বাসনা যস্য সঃ) ঐকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ (ভূত্বা) সঃ অহং (নীচঃ) ভবন্তম্ এব নিরন্তরঃ অনুচরন্ (পরিচর্য্যাকুর্ব্বন্) কদা জীবিতং (যথাস্থাস্তথা) প্রহর্ষয়িষ্যামি॥ ১২॥

হে নাথ ! সর্ব্ব প্রকারে বিবিধ বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার ঐকান্তিক নিত্যদাস হইয়া, কবে আমি আপনার আদেশানুবর্ত্তী হওতঃ নিরন্তর শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিয়া নিজ জীবনকে আনন্দিত করিব॥ ১২॥

শুনি মহাপ্রভু কহেন শুন রূপ-দবীরখাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপসনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমারদৈন্যেফাটে মোর মন॥
দৈন্যপত্রীলিখি মোরে পাঠাইলে বারবার॥
সেইপত্রীতে জানিঞাছি তোমারব্যবহার।
তোমার হৃদয় ইচ্ছা জানি পত্রী দ্বারে।
শিখাইতেশ্লোকলিখিপাঠাইলতোমারে॥৩০

তথাহি শিক্ষাশ্লোকঃ—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়ণম্॥ ১৩॥

পরব্যসনিনী (পরপুরুষসঙ্গিনী) নারী (কুলবধূঃ) গৃহকর্ম্মসু ব্যগ্রা অপি অন্তঃ (মনসি) নবসঙ্গরসায়ণম্ (নবকিশোর উপপতিসঙ্গমসুখম্) আস্বাদয়তি (এবং গৃহকর্ম্মসু আসক্তাঃ ভক্তাঃ মনসি শ্রীকৃষ্ণলীলারসম্ আস্বাদয়তি)॥ ১৩॥

পরপুরুষাসক্তা কুলরমণী গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা থাকিলেও মনোমধ্যে নিরন্তর নবসহবাস-রসের যেমন আস্বাদন করিয়া থাকে; এরূপ গৃহাসক্ত বৈষ্ণবগণও মনোমধ্যে কৃষ্ণলীলামৃতরস আস্বাদন করিবেন॥ ১৩॥

গৌড়নিকটেআসিতেআমারনাহিপ্রয়োজন
তোমাদোঁহা দেখিতে মোরইহা আগমন॥

এই মোর মন কথা কেহো নাহি জানে।
সবে কহে কেন আইলা রামকেলীগ্রামে॥
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার॥
এত বলি দুঁহার শিরে ধরি নিজ হাতে।
দুই ভাই ধরি প্রভুর পদ নিল মাথে॥
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু কহিল ভক্তগণে।
সবে কৃপা করি উদ্ধারহ দুইজনে॥
দুইজনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে।
হরি হরি বোলে সবে আনন্দিত মনে॥
নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর।
মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি বক্রেশ্বর॥ ৩১॥
সবার চরণ ধরি পড়ে দুই ভাই।
সবে কহে ধন্য তুমি পাইলে গোসাঞি॥
সবা পাশ আজ্ঞা লঞা চলন সময়।
প্রভু-পদে কহে কিছু করিয়া বিনয়॥
ইঁহা হৈতে চল প্রভু ইঁহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীত।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীত॥
যাঁর সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী॥
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়।
তথাপি লৌকিক-লীলা লোক চেষ্টাময়॥
এত কহি চরণ বন্দি গেলা দুই জন।
প্রভুর সে গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন॥
প্রাতেচলিআইলাপ্রভুকানাইর নাটশালা।
দেখিল সকল তাহা কৃষ্ণচরিত-লীলা॥ ৩২॥
সেই রাত্রে তাহা প্রভু চিন্তে মনে মন।
সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে বলিল সনাতন॥

মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না পাইব হবে রসভঙ্গে॥
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনের গমন॥
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গস্নান করি।
নীলাচল যাব বলি চলিল গৌরহরি॥
এইমত প্রভু চলি আইলা শান্তিপুরে।
দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে॥
শচী দেবী আনি তাঁরে কৈল নমস্কার।
সাত দিন তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা ব্যবহার॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা পুনঃ করিলা গমনে।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে॥
জন দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে।
আমামিলিতেআসিহ সবেরথযাত্রাকালে॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত দামোদর।
দুই জন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল॥
দিন কথো তাহা রহি চলিলা বৃন্দাবন।
লুকাইয়া চলিলারাত্রে না জানেকোনজন॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে।
ঝারিখণ্ড পথে কাশী আইলা নানারঙ্গে॥
দিন চারি কাশীতে রহি গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন॥
লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরা বাহির॥
গঙ্গাতীর পথে লঞা প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ আসি প্রভুকে তাঁহাই মিলিলা॥
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা।
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা॥
শ্রীরূপকে শিক্ষা দিয়া পাঠাইলা বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন॥
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিলা সনাতন।
দুই মাস রহি তাঁরে করাইল শিক্ষণ॥

মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া ভক্তি-বল।
সন্ন্যাসিরে কৃপা করি গেলা নীলাচল ॥৩৪॥
ছয় বর্ষ ঐছে প্রভু করিলা বিলাস।
কভু ইতিউতি গতি কভু ক্ষেত্রে বাস ॥
আনন্দে ভক্ত সঙ্গে সদা কীর্ত্তনবিলাস।
জগন্নাথ দরশন প্রেমের বিলাস ॥
মধ্যলীলার করিল এই সূত্র গণন।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ ॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচল আইলা।
আঠারবর্ষ তাঁহা বাস,কাঁহো নাহি গেলা ॥
প্রতিবর্ষ আইসেন গৌড়ের ভক্তগণ।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥
নিরন্তর নৃত্য গীত কীর্ত্তনবিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ ॥
পণ্ডিত গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস ॥
জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপদামোদর ॥
ক্ষেত্রবাসী, রমানন্দরায় প্রভৃতি।
প্রভু সঙ্গে এই সব কৈল নিত্যস্থিতি ॥৩৫॥
শ্রীঅদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, বাসুদেব, মুরারি যত দাস ॥
প্রতিবর্ষ আইসে সঙ্গে রহে চারি মাস।
তাহা সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥
হরিদাসের সিদ্ধি প্রাপ্তি অদ্ভুত সে সব।
আপনে মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব ॥
তবে রূপগোসাঞির পুনরাগমন।
তাঁর হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি সঞ্চারণ ॥
তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড ॥
তবে সনাতন গোসাঞির পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ॥

তুষ্ট হঞা পুনঃ তারে পাঠাইল বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হাতে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে।
তাহারেপাঠাইল গৌড়ে প্রেমপ্রচারিতে ॥
তবেত বল্লভভট্ট প্রভুরে মিলিলা।
কৃষ্ণ নামের অর্থ প্রভু তাহারে কহিলা॥৩৬
প্রদ্যুম্নমিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ স্থানে।
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি তার গুণে ॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ ভ্রাতা।
রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল ত্রাতা ॥
রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইলা।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিলা ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হয় চৌদ্দভুবন।
চতুর্দ্দশভুবনে বৈসে যত জীবগণ ॥
মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রিকের ছলে।
মহাপ্রভু দর্শন করে আসি নীলাচলে ॥
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন ॥
নিজ ভক্তগণে প্রভু কহে সক্রোধ বচন।
কৃষ্ণনাম-গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তন ॥
ঔদ্ধত্য করিতে জানি হৈল সবার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশালে ভুবন ॥ ৩৭ ॥
দশদিকে কোটি কোটি লোক হেনকালে।
জয় কৃষ্ণচৈতন্য বলি করে কোলাহলে ॥
জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার।
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার ॥
বহুদূর হৈতে আইলাম হঞা বড় আর্ত্ত।
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ॥
শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিল হৃদয়।
বাহিরে আসি দরশন দিলা দয়াময় ॥
বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরিহরি।
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি ॥

প্রভু দেখি প্রেমে লোকের আনন্দিত মন।
প্রভুকে ঈশ্বর বলি করয়ে স্তবন ॥
স্তব শুনি প্রভুকে কহয়ে শ্রীনিবাস।
ঘরে গুপ্ত হও, কেনে বাহিরে প্রকাশ ॥
কে শিখাইল এ লোকে কহে কোনবাত।
ইহা সবার মুখ ঢাক দিয়া নিজহাত ॥৩৮॥
সূর্য্য যৈছে উদয় করি চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তৈছে তোমার চরিতে ॥
প্রভু কহেন শ্রীবাস ছাড় বিড়ম্বনা।
সবে মেলি কর মোর কতেক লাঞ্ছনা ॥
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টি দান।
অভ্যন্তর গেলা, লোকের পূর্ণ হৈল কাম ॥
রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ পাশ গেলা।
চিড়া দধি মহোৎসব তাঁহাই করিলা ॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে।
প্রভু তারে সমর্পিল স্বরূপের স্থানে ॥
ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।
এইমত লীলা কৈল ছয় বৎসর ॥
আদি দ্বাদশ বৎসরের এই সূত্রগণ।
শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিস্তার বর্ণন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলাসূত্রবর্ণনং নাম প্রথমপরিচ্ছেদ ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলাল-পদারবিন্দসেবি
বিনোদবিহারিগোস্বামি কৃতাম্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত
মধ্যলীলাসূত্রবর্ণনং নাম প্রথমপরিচ্ছেদ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলা-সূত্রানুবর্ণ্যতে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

প্রভোঃ (শ্রীচৈতন্যস্য) অন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনে অস্মিন্ (মধ্যলীলায়াং) বিচ্ছেদে (দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে) গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদিঃ অনুবর্ণ্যতে (ময়া কীর্ত্ত্যতে) ॥ ১ ॥

এই মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্ত্যলীলার সূত্রবর্ণনে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত প্রলাপাদি অনুবর্ণিত হইতেছে ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশবৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে ॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥
রোমকূপে রক্তোদগম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥ ২ ॥

গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব।
ভিত্তে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব ॥
তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে ॥
চটকপর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
ধাইয়া চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে ॥২॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্চ্ছা যান ॥
কাঁহা নাহি শুনি, যেই ভাবের বিকার।
সে সে ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥
হস্ত পাদ সন্ধি যত বিতস্তি প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয় চর্ম্ম রহে স্থানে ॥
হস্তপাদ শির সব শরীর ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয়, কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥ ৩ ॥
এইমত অদ্ভুতভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা, বাক্যে হা হা হুতাশ ॥
কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥
কাহারে কহিব কথা কেবা জানে দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক।
এই মত বিলাপ করি বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটকশ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥ ৪ ॥

তথাহি শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকে তৃতীয়াঙ্কে নবমশ্লোকে মদনিকাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যম্—

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতিনাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।
অন্যোবেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বা শ্রবং
দ্বিত্রীণ্যেবদিনানিযৌবনমিদং হাহা বিধেঃকা গতিঃ॥২

অন্বয়ঃ হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ, অস্মান্) প্রেমচ্ছেদরুজঃ (প্রেমচ্ছেদেন প্রেমাঙ্কুরস্য ভঙ্গেন যাঃ রুজঃ তাঃ) ন অবগচ্ছতি (জানাতি) চ প্রেম বা স্থানাস্থানং (পাত্রাপাত্রং) ন অবৈতি (জানাতি) মদনঃ অপি নঃ (অস্মান্) দুর্ব্বলাঃ (অবলাঃ, ন) জানাতি। অন্যঃ (জনঃ) অন্যদুঃখম্ অখিলং (পীড়াসমূহং) ন বেদ, নঃ (অস্মাকং) জীবনম্ (অপি ন) আশ্রবং (বিশ্বসনীয়ং ভবতি) ইদং যৌবনং (ধনং) দ্বিত্রীণি এব দিনানি, হাহা বিধেঃ (বিধাতুঃ) কা গতিঃ (কীদৃশী সৃষ্টিঃ) ॥ ২ ॥

হে সখি ! শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রেমবিচ্ছেদজনিত দুঃখ অবগত নহেন। প্রেমও স্থানাস্থান বিচার রহিত। কন্দর্পও আমাদিগকে অবলা বলিয়া জানে না। অন্যেও অন্যের দুঃখ জ্ঞাত নহে। জীবনও বিশ্বাসনীয় নহে এবং যৌবনও অল্পকাল স্থায়ী। হায় ! বিধাতার এ কিরূপ সৃষ্টি ॥ ২ ॥

উপজিলে প্রেমাঙ্কুর,ভাঙ্গিলে যে দুঃখপুর,
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ,
পরনারী বধে সাবধান ॥
সখি হে, না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীতি, হৈল বিপরীত গতি
এবে যায় না রহে পরাণ ॥ ৫ ॥
কুটিল প্রেমা অগেয়ান,নাহিজানেস্থানাস্থান
ভালমন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূরশঠের গুণডোরে,হাতেগলে বান্ধিমোরে
রাখিয়াছে নারি উকাশিতে ॥ ৬ ॥
যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি করে জরজরে,
দুঃখ দেয় না লয় জীবন ॥ ৭ ॥
অন্যের যে দুঃখমনে,অন্যে তাহা নাহিজানে
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার।
অন্যজন কাঁহা লিখি, নাহি জানে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য করিবার ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণকৃপা পারাবার কভু করিবে অঙ্গীকার
সখি তোর ব্যর্থ এ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল,যেন পদ্মপত্রের জল,
ততদিন জীবে কোনজন ॥ ৯ ॥
শতবৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি।
নারীর যৌবনধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন দুই চারি ॥ ১০ ॥
অগ্নি যেন নিজ ধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজ গুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥ ১১ ॥
এতেক বিলাপ করি,বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘাড়িঞা দুঃখের কপাট।
ভাবের তরঙ্গ বলে, নানারূপে মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥ ১২ ॥
তথাহি গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোকঃ—

শ্রীকৃষ্ণরূপাদি-নিষেবনং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণশুষ্কেন্ধন-ভারকাণ্যহো
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবনং (শ্রীকৃষ্ণস্য রূপাদিনাং রূপরসগন্ধস্পর্শানাং নিষেবনং দর্শনাদিকং) বিনা মে (মম) অহানি (দিনানি, তদ্‌গত জীবনানি) অখিলেন্দ্রিয়াণি অলম্ (অত্যর্থং চ) ব্যর্থানি (ভবন্তি। অতএব) অহো পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণি (পাষাণশুষ্ককাষ্ঠসদৃশ ভারো যেষাং তানি) তানি (ইন্দ্রিয়াণি দিনানি চ) কথং (কেন প্রকারেণ) হতত্রপঃ (নির্লজ্জঃ সন্ অহং,)বিভর্ম্মি (ধারয়ামি)॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদির দর্শনাদিরূপ সেবা ব্যতীত আমার ইন্দ্রিয়সমূহ ও জীবনোচিত কাল সকল ব্যর্থ হইতেছে। অহো! আমি নির্লজ্জ হইয়া পাষাণ ও শুষ্ককাষ্ঠ তুল্য মহাভার এই ইন্দ্রিয়বর্গ ও জীবনকে কেন বৃথা ধারণ করিতেছি ॥ ৩ ॥

বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চান্দবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ,পড়ু তার মাথে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥
সখি হে! শুন মোর হত বিধি বল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয় গণ,
কৃষ্ণ বিনু সকল বিফল ॥ ১৩ ॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্রসম, জানিহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥ ১৫ ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ সুচরিত,
সুধাসার স্বাদু বিনিন্দন।
তারস্বাদুযেনাজানে,জন্মিঞা নামৈলকেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বা সম ॥ ১৪ ॥
কৃষ্ণকর পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শনাহি যার,যাউক সেইছারখার,
সেই বপু লৌহ সম জানি ॥ ১৭ ॥
করি এত বিলপন, প্রভু শ্রীশচীনন্দন,
উঘাড়িঞা হৃদয়ের শোক।
দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥ ১৮ ॥

তথাহি শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকে তৃতীয়াঙ্কে একাদশশ্লোকে শ্রীরাধিকাবাক্যম্—

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ ॥
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যাম-স্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ ॥ ৪ ॥

যদা (যস্মিন্কালে বা স্বপ্নে) দৈবাৎ (সৌভাগ্য-বশাৎ) অসৌ মধুরিপুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) লোচনপথং (নয়নগোচরং) যাতঃ (প্রাপ্তঃ) তদা মদনহতকেন (মদন এব হত বৈরিঃ যস্য তেন, যদ্বা মদয়তি হর্ষয়তি ইতি মদনঃ এতেন আনন্দ ব্যঞ্জিতঃ অতএব স এব বৈরিঃ যস্য তেন) অস্মাকং চেতঃ (মনঃ) আহৃতম্ (আচ্ছিদ্য চোরিতম্) অভূৎ। পুনঃ যস্মিন্ (ক্ষণে) এষঃ (কৃষ্ণঃ) দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) পদবীং (মার্গম্) এতি (আগমিষ্যতি) তস্মিন্ (ক্ষণে) অখিলঘটিকাঃ (সমগ্রঘটিকাঃ) রত্নখচিতাঃ বিধাস্যামঃ (বিধানং করবাম)॥ ৪ ॥

সৌভাগ্যবশতঃ যখন শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হইয়াছিলেন, সেই সময় শত্রু মদন বা আনন্দ আমার মনকে হরণ করিয়াছিল অর্থাৎ কন্দর্প বা আনন্দে বিভোর হওয়াতে আমি তাঁহাকে ভালরূপ দর্শন করিতে পারি নাই। পুনরায় যখন ক্ষণকালের জন্যও শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন পাইব, তখন সে সময়ের দণ্ডাদি-সকলকে আমি রত্নালঙ্কারে বিভুষিত করিব ॥ ৪ ॥

যেকালে বা স্বপনে, দেখিল বংশীবদনে,
সেই কালে আইলা দুই বৈরী।
আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইলু নেত্র ভরি ॥ ১৯ ॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সে ঘটি ক্ষণ পল।
দিয়া মালা চন্দন, নানা রত্ন আভরণ,
অলঙ্কৃত করিব সকল ॥ ২০ ॥
ক্ষণে বাহ্য হৈল মন,আগে দেখে দুইজন,
তারে পুছে আমি না চৈতন্য।
স্বপ্নপ্রায়কিদেখিনু,কিবা আমিপ্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ॥ ২১ ॥
শুন, মোর প্রাণের বান্ধব।
নাহি কৃষ্ণপ্রেম ধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥ ২২ ॥
পুনঃ কহে হায় হায়, শুন স্বরূপ রামরায়,
এই মোর হৃদয় নিশ্চয়।
শুনি করহ বিচার, হয় নয় কহ সার,
এত কহি শ্লোক উচ্চারয় ॥ ২৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতোক্তায়ঃ—

কইঅবরহিঅং পেম্মং নহি হোই মানুষেলোএ।
জই হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই ॥ ৫ ॥

কইঅবরহিঅং (কৈতবরহিতং) পেম্মং (প্রেম) মানুষেলোএ (লোকে) নহি (ন) হোই (ভবতি) জই (যদি) কস্স (কস্য) বিরহঃ (প্রেম্ন অন্তর্ধানং) হোই (ভবতি) বিরহে হোন্তম্মি (সতি) কো (কঃ) জীঅই (জীবতি)॥ ৫ ॥

অকৈতব প্রেম মনুষ্যলোকে হয় না। যদি ভাগ্যবশতঃ তাদৃশ প্রেম হয়, তাহা হইলে কাহারও বিরহ হয় না। বিরহ হইলে জীবিত থাকে না ॥ ৫ ॥

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ,না হয় তার বিয়োগ,
বিরহ হৈলে কেহো না জীয়য় ॥ ২৪ ॥

এত কহি শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদভুত,
শুনে দোঁহে এক মন হঞা।
আপন হৃদয় কাজ,কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তভু কহি লাজ বীজ খাঞা॥ ২৫॥

তথাহি মহাপ্রভুপাদোক্ত শ্লোকঃ—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥ ৬॥

হরৌ (শ্রীকৃষ্ণে) মে (মম) দরাপি (ঈষদপি) প্রেমগন্ধঃ (প্রেমাভাসঃ) ন অস্তি (তথাপি) সৌভাগ্যভরম্ (অহং প্রেমবান্ ইতি সৌভাগ্যাতিশয়ং) প্রকাশিতুং ক্রন্দামি। বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বিভর্ম্মি (তৎ) বৃথা॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও শুদ্ধপ্রেমের গন্ধ নাই, তথাপি "আমি বড় প্রেমিক" এরূপ সৌভাগ্য খ্যাপন করিবার জন্য ক্রন্দন করিয়া থাকি। প্রেম থাকিলে কি বংশীবিলাসি শ্রীকৃষ্ণবদনের অদর্শনে বৃথা প্রাণপতঙ্গকে ধারণ করিতেছি॥ ৬॥

অন্বয়ার্থঃ—

দূরে শুদ্ধপ্রেম বন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহ মোর নাহি কৃষ্ণ পায়॥
তবে যে করি ক্রন্দন,স্বসৌভাগ্যপ্রখ্যাপন,
কহি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥ ২৬॥
যাতেবংশীধ্বনিসুখ,না দেখি সে চান্দমুখ,
যদ্যপি নাহিক আলম্বন।
নিজ দেহে করি প্রীতি,কেবলকামেররীতি,
প্রাণকীটেরে করিয়ে ধারণ॥ ২৭॥

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে,না লুকায় অন্যদাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসিবিন্দু॥ ২৮॥
শুদ্ধপ্রেম সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।
কহিবার যোগ্যনহে,তথাপি বাউলে কহে,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়॥ ২৯॥
এই মত দিনে দিনে,স্বরূপ রামানন্দ সনে
নিজভাব করেন বিদিত।
বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥ ৩০॥
এই প্রেম আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যারমনে,তার বিক্রমসেইজানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥ ৩১॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে অষ্টাদশশ্লোকে নন্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যম্—

পীড়াভি-র্নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেনমুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরা-স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥ ৭॥

(হে) সুন্দরি! পীড়াভিঃ (ব্যথাভিঃ) নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য (নবকালকূটস্য যঃ কটুতাগর্ব্বঃ তস্য) নির্ব্বাসনঃ (উৎসরণশীলঃ) মুদাং নিঃস্যন্দেন (ক্ষরণেন) সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ (সুধায়াঃ অমৃতস্য যঃ মধুরিমা মাধুর্য্যং তেন যঃ অহঙ্কারঃ তং সঙ্কোচয়তি খর্ব্বী করোতি যঃ) নন্দনন্দপরঃ (শ্রীকৃষ্ণবিষয়কঃ) প্রেমা যস্য অন্তরে জাগর্ত্তি, অস্য (প্রেম্ণঃ) বক্রমধুরা বিক্রান্তয়ঃ (প্রভাবাঃ) তেন (জনেন) এব স্ফুটং (নিশ্চিতং) জ্ঞায়ন্তে (কেবলম্ অনুভূয়ন্তে ন তু বক্তুং শক্যন্তে তদ্বাচকশব্দাভাবাৎ)॥ ৭॥

ব্যথা দ্বারা সুতীক্ষ্ণ বিষের কটুতাগর্ব্ব-বিনাশক ও প্রীতিপ্রবাহ দ্বারা মাধুর্য্য-জনিত গর্ব্বের খর্ব্বকারক সেই নন্দনন্দন বিষয়ক প্রেম যাহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ঐ প্রেমের বক্র ও মধুর অর্থাৎ সুখ-দুঃখ পরাক্রম জানিতে পারে ॥ ৭ ॥

যেকালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাম সুভদ্রা সাঁথ
তবে জানি আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন, দেখিনু পদ্মলোচন,
যুড়াইল তনু মন নেত্র ॥ ৩২ ॥
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বলে।
গরুড়স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্নখালে,
সেই খাল ভরে অশ্রুজলে ॥ ৩৩ ॥
তাঁহা হৈতে ঘরে আসি, মাটির উপরে বসি
নখে করে পৃথিবী লিখন।
হা হা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন
কাঁহা সেই বংশীবদন ॥ ৩৪ ॥
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাঁহা সেই বংশীগান
কাঁহা সেই যমুনাপুলীন।
কাঁহা রাসবিলাস, কাঁহা নৃত্যগীত হাস,
কাঁহা সেই মদনমোহন ॥ ৩৫ ॥
উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হৈল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানাশ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥ ৩৬ ॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে একচত্বারিংশশ্লোকঃ—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হাহন্ত হাহন্ত কথংনয়ামি॥৮

হা হা (খেদে) হন্ত হন্ত (বিষাদে) অনাথবন্ধো (অনাথানাং ত্যক্তপতীনাং বল্লবীনাং বন্ধুঃ যঃ সঃ) করুণৈকসিন্ধো হরে (চিত্তেন্দ্রিয়হারিন্) ত্বদালোকনং (তদ্দর্শনম্) অন্তরেণ (বিনা) অধন্যানি অমূনি দিনানি কথং (কেন প্রকারেণ) নয়ামি (অতিবাহয়ামি) ॥ ৮ ॥

হে অনাথবন্ধো, হে করুণৈকসিন্ধো, হে হরে! তোমার দর্শন ব্যতীত অধন্য এই দিনান্তর্গত ক্ষণমুহূর্ত্তাদি কাল কিরূপে অতিবাহিত করিব ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ—

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এই রাত্রি দিনে
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন ॥ ৩৭ ॥
উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ ঠাঞি পুছেন উপায়। ৩৮ ॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বাত্রিংশশ্লোকঃ—

তচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি-
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ ৯ ॥

ত্বৎ (তব) শৈশবং মৎ (মম) চাপলং চ ত্রিভুবনাদ্ভুতং (ত্রিভুবনে অদ্ভুতম্) ইতি অবেহি (এতদ্বয়ং) তব বা মম বা অধিগম্যং। বিরলং (কুলবধূনাং তস্য গোচরাদিনা দুর্ল্লভদর্শনং) মুরলীবিলাসিমুগ্ধং মুখাম্বুজম্ ঈক্ষণাভ্যাং (নয়নাভ্যাম্) উদীক্ষিতুং কিং করোমি ॥ ৯ ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার কৈশোর ও আমার চঞ্চলতা ত্রিভুবনে পরমাদ্ভুত; ইহা তোমার ও আমার জানিবার যোগ্য।

অতএব মমতারহিত কুলবধূগণের দুর্লভ তোমার মুরলীযুক্ত মনোহর মুখপদ্মকে উত্তমরূপে নেত্রগোচর করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিব? অর্থাৎ যে উপায়ে তোমার দর্শন পাই, তাহার উপায় তুমিই বল ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ—

তোমার মাধুরী বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাঁহাকরোকাঁহা যাঙ,কাঁহাগেলে তোমাপাঙ
তাহা মোরে কহত আপনি ॥ ৩৯ ॥
নানা ভাবের প্রাবল্য, হৈল সন্ধি শাবল্য,
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্যদৈন্য,রোষামর্ষ আদি সৈন্য
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ ॥ ৪০ ॥
মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবণ,
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনু মনে অবসাদ
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥ ৪১ ॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে চত্বারিংশশ্লোকঃ—

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানুভবিতাসি পদং দৃশো র্মে ॥ ১০ ॥

হে দেব (অন্যাভিঃ সহ দিব্যসীতি) হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো (বেণুনাদাকৃষ্টানাং ভুবনানাং তদ্‌গতস্ত্রীণাম্ অপি বন্ধুঃ ইতি) হে কৃষ্ণ (চিত্তাকর্ষক) হে চপল (বল্লবীবৃন্দভুজঙ্গ) হে করুণৈকসিন্ধো হে রমণ (সদা মাং রময়সীতি) হে নয়নাভিরাম (নয়নানন্দ) হাহা মে (মম) দৃশোঃ পদং (গোচরঃ) কদা নু ভবিতাসি ॥ ১০ ॥

হে পররমণী-বিলাসিন্! হে প্রাণপ্রিয়! হে ভুবনগত-যুবতীবৃন্দবন্ধো! চিত্তাকর্ষক! হে পরনারীচৌর! হে করুণৈকসিন্ধো! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নানন্দ! হায়! কখন তুমি আমার নয়নগোচর হইবে ॥ ১০ ॥

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণস্মরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান।
সোল্লুণ্ঠ বচন রীতি, মদ গর্ব্ব ব্যাজ স্তুতি,
কভু নিন্দা কভু বা সম্মান ॥ ৪২ ॥
তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন।
তুমিআমারদয়িত,মোতেবৈসেতোমার চিত,
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন ॥ ৪৩ ॥
ভুবনের নারীগণ, সবা কর আকর্ষণ,
তাহা কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন পামর,
তোমারে বা কেবা করে মান ॥ ৪৪ ॥
তোমার চপল মতি, না হয় একত্র স্থিতি,
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমিত করুণাসিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু,
তোমায় মোর নাহি কভু রোষ ॥ ৪৫ ॥
তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহুকার্য্যে নাহি অবকাশ।
তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্যবিলাস ॥ ৪৬ ॥
মোরবাক্যনিন্দামানি,কৃষ্ণছাড়িগেলাজানি
শুন মোর এ স্তুতি বচন।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধনপ্রাণ,
হা হা পুনঃ দেহ দরশন ॥ ৪৭ ॥
স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্যাশ্রু স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।

হাসে কান্দে নাচেগায়,উঠিইতিউতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িঞা মূর্চ্ছিত ॥ ৪৮ ॥
মূর্চ্ছায়হৈলসাক্ষাৎকার, উঠিকরেহুহুঙ্কার,
কহে এই আইলা মহাশয়।
কৃষ্ণের মাধুরী গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয় ॥ ৪৯ ॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে অষ্টষষ্টিতমশ্লোকঃ—

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনো নয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥ ১১ ॥

(বিরহবিক্লবাৎ আহ) নু (কিং) মারঃ (যঃ তাবৎ অদৃশ্য এব জগন্মারয়তি সঃ কন্দর্পঃ) স্বয়ম্ (আগতঃ) নু (বিতর্কে, মাধুর্য্যম্ অনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ) মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু (কিং। ন তৎ এতৎ) মাধুর্য্যম্ এব নু মনোনয়নামৃতং নু (কিং, অবয়বম্ অনুভূয় সসভ্রম্ আহ) বেণীমৃজঃ (প্রেষ্যাগতঃ কান্তঃ) নু (কিং। সম্যক্ আলোক্য সানন্দমাহ, ভোঃ) জীবিতবল্লভঃ কৃষ্ণঃ মম লোচনায় (তদানন্দয়িতুম্) অভ্যুদয়তে (প্রকাশয়তি) ॥১১॥

বিরহকাতরা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণাগমন দর্শন করতঃ বলিতেছেন, হে সখি! ইনি কি সাক্ষাৎ কন্দর্প? কিম্বা মাধুর্য্য? অথবা আমার মনো ও নয়নের অমৃত? কিম্বা আমার বেণী উন্মোচনকারী দূরদেশাগত পতি? অহো! এ যে আমার জীবিতবল্লভ নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণ, আমার নয়নের আনন্দ সম্পাদনার্থ উদিত হইলেন ॥ ১১ ॥

তস্যার্থঃ—

কিবাএই সাক্ষাৎকাম, কিবাদ্যুতিমূর্ত্তিমান্,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবামনোনেত্রোৎসব, কিবাপ্রাণেরবল্লভ
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥ ৫০ ॥
গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু মন,
নানা রীতে সতত নাচায়।
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্যহর্ষধৈর্য্যমন্যু
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥ ৫১ ॥
চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভুরাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ ৫২ ॥
পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দেরশুদ্ধসখ্য
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্যরস।
গদাধর জগদানন্দ,স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ,
এই চারিভাবে প্রভু বশ ॥ ৫৩ ॥
লীলাশুক মর্ত্ত্যজন, তার হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।
তাতে মুখ্য রসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্ব ভাবোদয় ॥ ৫৪ ॥
পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাসে,
যত্নেহো আস্বাদ না হইল।
শ্রীরাধারভাবসার,আপনেকরিঅঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥ ৫৫ ॥
আপনে করিআস্বাদনে,শিখাইলভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহিজানেস্থানাস্থান,যারেতারেকৈলদান,
মহাপ্রভু দাতাশিরোমণি ॥ ৫৬ ॥
এই গুপ্তভাবসিন্ধু,ব্রহ্মা না পায় যারবিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
হেন দয়ালু অবতার,ঐছেদাতানাহিআর,
গুণ কেহো নারে বর্ণিবারে ॥ ৫৭ ॥
কহিবার কথানহে,কহিলেকেহোনাবুঝয়ে,
হেন চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।

সেইসেবুঝিতেপারে,চৈতন্যেরকৃপাযারে,
হই তার দাসদাসের সঙ্গ ॥ ৫৮ ॥
চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছুযে শুনিল, তাহা এই বিবরিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥
যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ কৈলশ্লোকময়ে,
ইতর জন নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্ব চিত্ত নারি আরাধিতে ॥ ৫৯ ॥
নাহিকারোস্ববিরোধ,নাহিকারোঅনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবরণ।
যদি হয় রাগ-দ্বেষ, তাহা হয় আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥
যেবানাহিবুঝেকেহো,শুনিতেশুনিতেসেহো,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবেপ্রীতি,জানিবেরসেররীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত ॥ ৬০ ॥
ভাগবত শ্লোকময়,টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
ইহা শ্লোকদুই চারি,তারব্যাখ্যাভাষাকরি,
কেন না বুঝিবে সর্ব্বজন ॥
শেষলীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ,
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ু শেষ,বিস্তারিবলীলাশেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥

আমি বৃদ্ধ জরাতুর,লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি এ বড় বিস্ময় ॥ ৬১ ॥
এই অন্ত্যলীলা সার, সূত্র মধ্যে বিস্তার,
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে,বর্ণিতে নারিব তবে,
এই লীলা ভক্তগণ ধন ॥
সংক্ষেপে এইসূত্রকৈল,যেই ইহানালেখিল,
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি ততদিন জীয়ে,মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার ॥
ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দো সবার শ্রীচরণ,
সবে মোর করহ সন্তোষ।
স্বরূপগোসাঞিরমত,রূপরঘুনাথজানেযত,
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ ॥ ৬২ ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করি মস্তক-ভূষণ ॥
পাঞা যার আজ্ঞা ধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দো তাঁর মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্যবিলাসসিন্ধু, কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬৩ ॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীলা-
সূত্রবর্ণনে প্রেমোন্মাদপ্রলাপবর্ণনং নাম
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলাল-পদারবিন্দসেবি
বিনোদবিহারিগোস্বামি কৃতান্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত অন্ত্যলীলা-
সূত্রকথনে প্রেমোন্মাদপ্রলাপবর্ণনং নাম দ্বিতীয়পরিচ্ছেদ ॥ ২ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি॥ ১॥

যঃ গৌরঃ ন্যাসং (সন্ন্যাসাশ্রমং) বিধায় (গৃহীত্বা) উৎপ্রণয়ঃ (সন্) বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাৎ (প্রেমবৈক্লব্যাৎ) রাঢ়ে (রাঢ়দেশে) ভ্রমন্ (পশ্চাৎ) শান্তিপুরীম্ অয়িত্বা (গত্বা) ইহ (শান্তিপুর্য্যাং) ভক্তৈঃ (সহ) ললাস (শোভিতবান্) তং (গৌরং) নতোঽস্মি॥ ১॥

যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ প্রেমাবিষ্ট হইয়া বৃন্দাবন গমনে অভিলাষী হওতঃ প্রেমাবেশে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীঅদ্বৈতগৃহে আগমন করিয়া ভক্তগণের সহিত শোভিত হইয়াছিলেন, আমি সেই গৌরাঙ্গকে প্রণাম করি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে॥ ১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশচ্ছ্লোকঃ—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥ ২॥

সঃ (অহং) পূর্ব্বতমৈঃ (প্রাচীনৈঃ) মহর্ষিভিঃ অধ্যাসিতাম্ (উপাসিতাম্) এতাং পরাত্মনিষ্ঠাং (পরঃ শুদ্ধঃ যঃ আত্মা জীবঃ তস্য নিষ্ঠাং বিচারিত-লক্ষণং স্বরূপং কেবলম্) আস্থায় মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়া এব দুরন্তপারং (সংসারাখ্যং) তমঃ তরিষ্যামি॥ ২॥

মোহজালাচ্ছন্ন আমি এক্ষণে প্রাচীন মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংসেবিত শুদ্ধ জীবাত্মার প্রকৃত স্বভাব অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীভগবান মুকুন্দের চরণসেবা দ্বারা দুরন্তপার তমঃ স্বরূপ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইব॥ ২॥

প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দসেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেশ ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসারতারণ॥
সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবন গিঞা।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিঞা॥
এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞান নাহি কিবা রাত্রি দিন॥
নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন মুকুন্দ তিন জন।
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন॥
যেই যেই প্রভু দেখে সেই সেই লোক।
প্রেমাবেশে হরি বলে খণ্ডে দুঃখ শোক॥
গোপবালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
হরি হরি বলি উঠে উচ্চ করিয়া॥

শুনি তা সবার নিকট গেলা গৌরহরি।
বোল বোল বলে সবার শিরে হস্ত ধরি॥
তা সবারে স্তুতি করে,তোমরাভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞাহরিনাম॥২॥
গুপ্তে তা সবারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিখাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ॥
বৃন্দাবনপথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীরপথ তবে দেখাইহ তাঁরে॥
তবে প্রভু পুছিলেন শুন শিশুগণ।
কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন॥
শিশু সব গঙ্গাতীর পথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল॥
আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ-গোসাঞি।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত-আচার্য্যের ঠাঞি॥
প্রভু লৈয়া যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহে যেন নৌকা লঞা তীরে॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।
শচী সহ লঞা আইস সব ভক্তগণ॥৩॥
তারে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি দিলা পরিচয়॥
প্রভুকহে শ্রীপাদ তোমার কোথাকে গমন
শ্রীপাদ কহে তোমা সনে যাব বৃন্দাবন॥
প্রভু কহে কত দূরে আছে বৃন্দাবন।
তেঁহো কহেন কর এই যমুনা দর্শন॥
এত বলি তাঁরে নিল গঙ্গা সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা জ্ঞানে॥
আহো ভাগ্য যমুনার পাইল দরশন।
এত বলি যমুনারে করেন স্তবন॥৪॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে পঞ্চমাঙ্কে ত্রয়োদশশ্লোকঃ—

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রী ক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥৩॥

চিদানন্দভানোঃ (চিদানন্দপ্রকাশকস্য) সদানন্দসূনোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সদা পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী (চিন্ময়জলরূপা) অঘানাম্ (অপরাধানাং) লবিত্রী (ছেত্রী) জগৎক্ষেমধাত্রী (জগতানাং মঙ্গলবিধাত্রী) মিত্রপুত্রী (সূর্য্যকন্যা যমুনা) নঃ (অস্মাকং) বপুঃ পবিত্রী ক্রিয়াৎ॥৩॥

চিদানন্দের প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমপাত্রী, চিন্ময়জলরূপা, অপরাধনাশিনী ও জগতের মঙ্গলদায়িনী সূর্য্যপুত্রী যমুনা আমাদের দেহ পবিত্র করুন॥৩॥

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান॥
হেন কালে আচার্য্য নৌকাতে চড়িঞা।
আইলা নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস লঞা॥
আগে আসি রহিলা আচার্য্য নমস্কারকরি।
আচার্য্য দেখি বলে প্রভু মনে সংশয় করি॥
তুমিতঅদ্বৈতগোসাঞিহেথাকেনেআইলা।
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমতে জানিলা॥৫॥
আচার্য্য কহে তুমি যাঁহা তাঁহা বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমারআগমন॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাতীরে আনি মোরে যমুনা কহিলা॥
আচার্য্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদ বচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হইয়া এক ধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥৬॥
পশ্চিমধারে যমুনা বহে তাহা কৈলেস্নান।
আর্দ্র কৌপিন ছাড়, কর শুষ্ক পরিধান॥
প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস॥

এক মুষ্টি অন্ন মুঞি করাইয়াছি পাক।
সুখ রুখ ব্যঞ্জন এক সুপ আর শাক॥
এত বলি নৌকায় চড়াই নিল নিজ ঘর।
পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর॥ ৭॥
প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যানী।
বিষ্ণু সমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি॥
তিন ঠাঁই ভোগ বাঢ়াইল সম করি।
কৃষ্ণের ভোগ বাঢ়াইল ধাতু পাত্রে ধরি॥
বত্তিশা আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে।
দুই ঠাঁই ভোগ বাঢ়াইল ভাল মতে॥ ৮॥
মধ্যে পীত ঘৃত সিক্ত শাল্যন্ন স্তূপ।
চারিদিগে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুদ্গ সুপ॥
সাদ্রক বাস্তুক শাক বিবিধ প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর॥
চাইমরীচ সুক্তা দিঞা সব ফল মূলে।
অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥ ৯॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
নারিকেল শস্য ছেনা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়॥ ১০॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পিষ্ট ইষ্ট॥
বত্তিশা আঁঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দঢ়॥
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন ভরিঞা।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া॥
সঘৃত পায়স নব মৃৎ-কুণ্ডিকা ভরি।
তিনপাত্র ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দিলা ধরি॥ ১১॥
দুগ্ধচিড়া কলা আর দুগ্ধ লকলকী।
যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি॥

দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি॥
অন্নব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসীমঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি॥
তিন শুভ্র পীঠ তার উপরে বসন।
এইরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইল ভোজন॥
আরত্তির কালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল॥১২॥
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইল শয়ন।
আচার্য্য আসি তবে প্রভুরে কৈল নিবেদন
গৃহের ভিতর প্রভু করুন গমন।
দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন॥
মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু বোলাইলা।
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিলা॥
মুকুন্দ কহে মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে।
পাছে মুঞি প্রসাদ পাব তুমি যাহ ঘরে॥১৩
হরিদাস কহে মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিব ভোজন॥
দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর ঘর।
প্রসাদ দেখিঞা প্রভুর আনন্দ অন্তর॥
ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণেরে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরি তাহার চরণ॥
প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য।
আচার্য্যের মন কথা নহে প্রভুর বেদ্য॥১৪
প্রভু কহে বৈস তিনে করিয়ে ভোজন।
আচার্য্য কহে আমি করিব পরিবেশন॥
কোন্ স্থানে বসিব আর আন দুই পাত।
অল্প করি আনি তাহা দেহ ব্যঞ্জন ভাত॥
আচার্য্য কহে বৈস দুঁহে পিড়ির উপরে।
এত বলি হাতে ধরি বসাইল দোঁহারে॥১৫॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসির ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ॥

আচার্য্য কহে ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি॥
ভোজন করহ ছাড় বচন চাতুরী।
প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে না পারি॥
আচার্য্য কহে অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে নার পাতে রহিবেক আর॥
প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে নারিব।
সন্ন্যাসির ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিব॥ ১৮॥
আচার্য্য কহে নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার।
এক এক বারে অন্ন শত শত ভার॥
তিন জনের ভক্ষ্যপিণ্ড। তোমার একগ্রাস।
তার লেখে এই অন্ন নহে পঞ্চ গ্রাস॥
মোর ভাগ্যে মোর গৃহে তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন॥ ১৯॥
এত বলি জল দিল দুই গোসাঞির হাতে।
হাসিঞা লাগিলা দোঁহে ভোজন করিতে॥
নিত্যানন্দ কহে কৈল তিন উপবাস।
আজি পারণা করিতে মনে ছিল বড় আশ॥
আজিহ উপবাস হৈল আচার্য্য নিমন্ত্রণে।
অর্দ্ধপেট না ভরিবেক এই গ্রাসেক অন্নে॥ ২০॥
আচার্য্য কহে হও তুমি তৈর্থিক সন্ন্যাসী।
কভু ফল মূল খাও কভু উপবাসী॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে যে পাইলে মুষ্টেক অন্ন।
ইহাতে সন্তোষ হও, ছাড় লোভ মন॥
নিত্যানন্দ কহে যবে কৈলে নিমন্ত্রণ।
তত দিতে চাহ, যত করিয়ে ভোজন॥ ২১॥
শুনি নিত্যানন্দ-কথা ঠাকুর অদ্বৈত।
কহেন তাহারে কিছু পাইয়া পিরিত॥
ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর পুরিতে।
সন্ন্যাস লইয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে॥
তুমি খাইতে পার দশ বিশ মানের অন্ন।
আমি তাঁহা কাঁহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥

যে পাঞাছ মুষ্ট্যেক অন্ন তাহা খাঞা উঠ।
পাগলাই না করিহ না ছড়াইহ ঝুঠ॥ ২২॥
এইমত হাস্যরসে করেন ভোজন।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন॥
সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য পুনঃ করেন পূরণ।
দোনা ব্যঞ্জনে ভরি করে প্রভুকে প্রার্থন॥
আচার্য্য কহে যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা।
এখনে যে দিয়ে তার অর্দ্ধেক খাইবা॥
নানাযত্নে দৈন্যে প্রভুরে করাইলা ভোজন।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ॥ ২৩॥
নিত্যানন্দ কহে মোর পেট না ভরিল।
লঞা যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল॥
এত বলি একগ্রাস ভাত হাতে লঞা।
উঝালি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা॥
ভাত দুই চারি লাগিল আচার্য্যের অঙ্গে।
ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য্য নাচে বড় রঙ্গে॥ ২৪
অবধূতের ঝুঠা লাগিল মোর অঙ্গে॥
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে॥
তোরে নিমন্ত্রণ কৈল পাইল তার ফল।
তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল॥
আপন সমান মোরে করিবার তরে।
ঝুঠা দিলে বিপ্র বলি ভয় না করিলে॥ ২৫॥
নিত্যানন্দ কহে এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে ঝুঠা কহিলে তুমি কৈলে অপরাধ॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন॥ ২৬॥
আচার্য্য কহে কভু না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ
সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব স্মৃতিধর্ম্ম॥
এত বলি দুই জনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাতে লঞা করাইল শয়ন॥
লবঙ্গ এলাচ বীজ উত্তম রসবাস।
তুলসীমঞ্জরী সহ দিল মুখবাস॥

সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবরে।
সুগন্ধি পুষ্পমালা দিল হৃদয় উপরে ॥২৭॥
আচার্য্য করিতে চাহে পাদসম্বাহন।
সঙ্কোচিত হঞা প্রভু কহেন বচন ॥
বহুত নাচাইলে আমায় ছাড় নাচায়ন।
মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন ॥
তবেত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ইচ্ছায় ভোজন যে আছিল মনে॥২৮
শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ ॥
হরি হরি বোলে লোক আনন্দিত হঞা।
চমৎকার হৈল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া॥২৯
গৌরদেহ-কান্তি, সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ-বস্ত্র-কান্তি তাতে করে ঝলমল ॥
আইসে যায় লোক সব নাহি সমাধান।
লোকের সংঘট্টে দিন হৈল অবসান ॥
সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সংকীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন ॥
নিত্যানন্দ প্রভু বুলে আচার্য্য ধরিঞা।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা ॥৩০॥

ধানশ্রী রাগ ॥

কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ ধ্রু ॥

এই পদ গাই, হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জ্জন ॥
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বলেন বচন ॥
অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলেভাণ্ডিয়া।
ঘরে পাইয়াছি এবে রাখিব বান্ধিয়া ॥৩১॥
এত বলি আচার্য্য আনন্দে করেন নর্ত্তন।
প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সঙ্কীর্ত্তন ॥

প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহে বাড়িল প্রেম জ্বালার তরঙ্গ ॥
ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
গোসাঞি দেখিয়াআচার্য্যনৃত্যসম্বরিল॥৩২
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে ॥
আচার্য্য উঠাইলা প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধরণ ॥
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদ্গদ বচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন॥৩৩

তথাহি পদং ॥

হা হা প্রাণ প্রিয়সখি কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেমবিষে মোর তনু মন জারে ॥ধ্রু॥
রাত্রি দিনে পোড়ে মন সোয়াথ না পাও।
যাহা গেলে কানু পাঙ তাহা উড়ি যাও ॥

এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে।
শুনিঞা প্রভুর চিত্ত অন্তর বিদরে ॥ ৩৪ ॥
নির্ব্বেদ বিষাদামর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য।
প্রভুর শরীরে যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য ॥
জর্জ্জর হইলা প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িলা শ্বাস নাহিক শরীরে ॥
দেখিয়া চিন্তিত হৈলা সব ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ॥
বোল বোল বলি নাচে আনন্দে বিহ্বল।
বুঝন না যায় ভাব-তরঙ্গ প্রবল ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিয়া।
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেত নাচিয়া।
এই মত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে ॥৩৫॥
তিনদিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ॥

তবুত না জানে শ্রম প্রেমে ভাবাবিষ্ট হয়া।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিয়া॥
আচার্য্য গোসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন।
নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন॥
এইমত দশ দিন ভোজন কীর্ত্তন।
একরূপে করি কৈল প্রভুর সেবন॥ ৩৬॥
প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চড়াইয়া।
ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লৈয়া॥
নদীয়া নগরের লোক স্ত্রী বালক বৃদ্ধ।
সব লোক আইলা হৈল সংঘট্ট সমৃদ্ধ॥
প্রাতঃকৃত্য করি করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শচী মাতা লয়া আইলা অদ্বৈত-ভবন॥৩৭॥
শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হয়া।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলেতে করিয়া।
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল॥
অঙ্গ মোছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায়, অশ্রু ভরিল নয়ন॥৩৮॥
কান্দিয়া কহেন শচী, বাছারে নিমাই।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই॥
সন্ন্যাসী হইঞা পুন না দিল দর্শন।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইব মরণ॥
প্রভুত কান্দিয়া কহে শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই॥
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোটিজন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে।
জানি বা না জানি কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমাকে কভু নহিব উদাস॥৩৯॥
তুমি যাঁহা কহ মুঞি তাঁহাই রহিমু।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ সেইত করিমু॥
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার॥

তবে আই লঞা,আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর॥ ৪০॥
একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণ।
সবার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গন॥
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তভু পায় মহাসুখ॥
শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর।
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাম্বর॥
বুদ্ধিমন্তখান নন্দন শ্রীধর বিজয়।
বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয়॥
কত নাম লব যত নবদ্বীপবাসী।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপা দৃষ্টে হাসি॥
আনন্দে নাচয়ে সবে বলি হরি হরি।
আচার্য্য মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥৪১॥
যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে॥
সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্ন পান।
বহুদিন আচার্য্য সবার কৈল সমাধান॥
আচার্য্য গোসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়।
যত দ্রব্য ব্যয় করে পুনঃ তৈছে হয়॥
সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন॥৪২॥
দিনে আচার্য্যের প্রীতি প্রভুর দর্শন।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর হয় ভাবোদয়।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদ্গদ প্রলয়॥
ঘন ঘন পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া।
দেখি শচীমাতা কহে রোদন করিয়া॥
চূর্ণ হৈল হেন বাসো নিমাই কলেবর।
হা হা করি বিষ্ণু পাশ মাগে এই বর॥
বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈনু সেবন।
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ॥

যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই শরীরে॥৪৩॥
এই মত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ ভয় দৈন্য ভাবে হইলা বিকল॥
শ্রীনিবাস আদি যত বিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন॥
শুনি শচী সবাকারে করেন মিনতি।
মুঞি নিমাইর দর্শন আর পাব কতি॥
তোমা সবা সনে হবে অন্যত্র মিলন।
মুঞি অভাগিনীর এই মাত্র দরশন॥
যাবৎ আচার্য্য-গৃহে নিমাইর অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিব সবারে এই মাগো দান॥৪৪॥
শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার।
মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার॥
মাতার বৈয়গ্র্য দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণ একত্র করি বলিল বচন॥
তোমা সবার আজ্ঞা বিনে চলিলাঙ বৃন্দাবন
যাইতে নারিল বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন॥
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস॥
তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসির ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ, যাতে রহে দুই ধর্ম্ম॥৪৫॥
শুনিঞা প্রভুর এই মধুর বচন।
শচী পাশ আচার্য্যাদি করিলা গমন॥
প্রভুর নিবেদন তারে সকল কহিল।
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল॥
তেঁহো যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি সেহো মোর দুঃখ॥

তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যবে দুই কার্য্য হয়॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যৈছে দুই ঘর।
লোক গতাগতি বার্ত্তা পাব নিরন্তর॥৪৬॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু হবে তার আগমন॥
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তার সেই সুখ, সেই নিজ করি মানি॥
শুনি ভক্তগণ তাঁর করেন স্তবন।
বেদ আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন॥
ভক্তগণ প্রভু আগে আসিয়া কহিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল॥
নবদ্বীপবাসী আদি যত লোকগণ।
সবারে সম্মান করি বলিল বচন॥
তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব।
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ তুমি সব॥৪৭॥
ঘর যাঞা কর সদা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচল করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি তোমা সবায় দিব দরশন॥
এত বলি সবাকারে ঈষৎ হাঁসিয়া।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া॥
সবা বিদায় করি প্রভু চলিতে কৈল মন।
হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন॥
নীলাচল চলিলা তুমি মোর কোন গতি।
নীলাচল যাইতে মোর নাহিক শকতি॥
মুঞি অধম তোমার না পাব দরশন।
কেমতে ধরিমু এই পাপিষ্ঠ জীবন॥ ৪৮॥
প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্যে আমার ব্যাকুল হয় মন॥
তোমার লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমাকে নিয়াব আমি শ্রীপুরুষোত্তম॥

তবেত আচার্য্য কহে বিনীত করিয়া।
দিন দুই চারি রহ কৃপাত করিয়া॥
আচার্য্য-বচন প্রভু না করে লঙ্ঘন।
রহিলা অদ্বৈত-গৃহে না কৈলা গমন॥
আনন্দিত হৈলা আচার্য্য, শচী, ভক্তসব।
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহামহোৎসব॥
দিনে কৃষ্ণকথা-রস ভক্তগণ সঙ্গে॥
রাত্রে মহামহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥ ৪৯॥
আনন্দিত হয়া শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লয়া ভক্তগণ॥
আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ্ ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভু আগমনে॥
শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্রমুখ।
ভোজন করাঞা কৈল পূর্ণ নিজ সুখ॥
এইমত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ মেলে।
বঞ্চিল কথোকদিন নানা কুতুহলে॥
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে।
নিজ নিজ গৃহে সবে করহ গমনে॥
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥
পুনরপি আমা সঙ্গে হইব মিলন॥
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রি গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান॥৫০
নিত্যানন্দ-গোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ॥
এই চারি জন আচার্য্য দিল প্রভু সনে।
জননী প্রবোধ করি বন্দিল চরণে॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন॥
নিরপেক্ষ হইয়া প্রভু শীঘ্র যে চলিলা।
কান্দিতেকান্দিতেআচার্য্যপশ্চাতে চলিলা
কথোদূর যাই প্রভু করি যোড়হাত।
আচার্য্য প্রবোধি কহে কিছু মিষ্ট বাত॥৫১
জননী প্রবোধ কর ভক্ত সমাধান।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন॥
গঙ্গাতীরে গেলা প্রভু চারি জন সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ পথে॥
চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অদ্বৈত-গৃহ-বিলাস প্রভুর শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৫২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসকরণাদ্বৈতগৃহে ভোজনবিলাসবর্ণনং নাম তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ॥৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলাল-পদারবিন্দমধুবি বিনোদবিহারিগোস্বামি কৃতান্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত সন্ন্যাস-করণাদ্বৈতগৃহে ভোজনবিলাস বর্ণনং নাম তৃতীয়পরিচ্ছেদ॥ ৩॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎ প্রেম্ণা তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

যস্মৈ দাতুং ক্ষীরভাণ্ডং চোরয়ন্ গোপীনাথঃ (স্বনামখ্যাতঃ বিগ্রহঃ) ক্ষীরচোরাভিধঃ অভূৎ যৎ (যস্য) প্রেম্ণা বশঃ (বশীভূতঃ) সন্ শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীৎ তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

যাঁহাকে প্রদান করিতে ক্ষীরপাত্র চুরি করতঃ রেমুণা গ্রামস্থ শ্রীগোপীনাথ 'ক্ষীরচোরা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং শ্রীগোপাল যাঁহার প্রেমে বশীভূত হওতঃ প্রকট হইয়াছেন, আমি সেই মাধবেন্দ্রপুরীকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥
নীলাদ্রি-গমন জগন্নাথ-দরশন।
সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য প্রভুর মিলন ॥
এই সব লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
বিস্তারিয়া করিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥
সহজে চরিত্র মধুর চৈতন্যবিহার।
বৃন্দাবন দাস মুখে অমৃতের ধার ॥ ১ ॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি বর্ণি যদি তৈছে নাহি শক্তি ॥
চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো করিলা বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥
তার সূত্রে আছে তেঁহো না কৈল বর্ণন।
যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা কথন ॥
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায়ে অপরাধ নহুক আমার ॥
এই মত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারিভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন কুতূহলে ॥
ভিক্ষা লাগি এক দিন একগ্রামে গিয়া।
আপনে বহুত অন্ন আনিল মাগিয়া ॥ ২ ॥
পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে।
তা সবারে কৃপা করি আইলা রেমুণারে ॥
রেমুণাতে গোপীনাথ পরম মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তার দরশন ॥
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ॥
চূড়া পাঞা প্রভু মনে আনন্দিত হৈঞা।
বহু নৃত্যগীত কৈলা ভক্তগণ লঞা ॥
প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেম রূপ গুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ ॥৩॥
নানারূপে প্রীতি কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাহা প্রভু করিলা বঞ্চন ॥
মহাপ্রসাদ ক্ষীর লোভে রহিলা প্রভু তথা।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা ॥
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তাঁর নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেইত আখ্যান ॥
পূর্ব্বে মাধবপুরী লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা করি ॥ ৪ ॥
পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্দ্ধন ॥

প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর দিবা রাত্রি জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান ॥
শৈল পরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি।
গোপাল বালক এক দুগ্ধ ভাণ্ড লঞা।
আসি আগে ধরি কিছু বোলেন হাঁসিয়া॥৫
পুরী এই দুগ্ধ লয়া কর তুমি পান।
মাগি কেনে নাহি খাও কিবা কর ধ্যান ॥
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাঁহার মধুর বাক্যে গেল ভোক শোষ ॥
পুরী কহে কে তুমি কাঁহা তোমার বাস।
কেমতে জানিলে আমি করি উপবাস ॥৬॥
বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহো না রহে উপবাসী
কেহো মাগি খায় অন্ন কেহো দুগ্ধাহার।
অযাচক জনে আমি দিয়েত আহার ॥
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা।
স্ত্রী সব দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইলা ॥
গোদোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
আরবার আসি এই ভাণ্ডটী লইব ॥ ৭ ॥
এত বলি বালক গেলা না দেখিয়ে আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার ॥
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
বাট দেখে সেই বালক পুনঃ না আইল ॥
বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়।
শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্য বৃত্তি লয় ॥
স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লয়া গেলা হাতেতে ধরিয়া ॥৮॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত বৃষ্টি দাবাগ্নিতে দুঃখ বড় পাই ॥
গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জহৈতে
পর্ব্বত উপরে লয়া রাখ ভাল মতে॥
এক মঠ করি তাহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে আমা করাহ স্নপন ॥
বহু দিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন ॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥ ৯ ॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত আমি ইহা অধিকারী ॥
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছ ভয়ে সেবক আমার,গেল পলাইয়া।
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ স্থানে।
ভাল হৈল আইলা আমা কাঢ় সাবধানে ॥
এত বলি সে বালক অন্তর্দ্ধান কৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল ॥ ১০ ॥
কৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভুমিতে ॥
ক্ষণেক রোদন করি মনঃ কৈল ধীর।
আজ্ঞার পালন লাগি হইলা সুস্থির ॥
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রাম মধ্যে গেলা।
সব লোকে একত্র করি কহিতে লাগিলা ॥
গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছেন তাঁরে চল বাহির যে করি॥১১
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে।
কুঠারি কোদালি লহ দ্বার যে করিতে॥
শুনি তার সঙ্গে লোক চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিল প্রবেশে ॥
ঠাকুর দেখিল মাটী তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত ॥
আবরণ দূর করি করিল বিদিতে।
মহাভারি ঠাকুর কেহো নারে চালাইতে॥১২
মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া।
পর্ব্বত উপর গেলা ঠাকুর লইয়া ॥

পাথর সিংহাসন উপর ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নব ঘট লয়া।
গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিয়া॥
নব শত ঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণে গায় গীত
কেহো গায় কেহো নাচে মহোৎসব হৈল।
অনেক সামগ্রী, যত্ন করি আনাইল॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল যত গ্রাম হৈতে।
ভোগ সামগ্রী আইলা সন্দেশাদি কতে॥
তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী করে অভিষেক॥
অঙ্গমলা দূর করি করাইল স্নপন।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিয়া॥
পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
শঙ্খ গঙ্গোদকে কৈল স্নান সমাপন॥ ১৬॥
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করি বস্ত্র পরাইল।
চন্দন তুলসী পুষ্পমালা শ্রীঅঙ্গে দিল॥
ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল॥
দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যত কিছু ছিল॥
সুবাসিত জল নব্যপাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া পুনঃ তাম্বুল অর্পিল॥
আরতি করিয়া কৈল অনেক স্তবন।
দণ্ডবৎ করি কৈল আত্মসমর্পণ॥
গ্রামের যত তণ্ডুল দালি গোধূমাদি চূর্ণ।
সকল আনিঞা দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ॥১৬॥
কুম্ভকারের ঘরে ছিল যত মৃদ্ভাজন।
সব আইল প্রাতে হৈতে চড়িল রন্ধন॥
দশবিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ।
জন চারি পাঁচ রান্ধে নানাবিধ সুপ॥

বন্য শাক ফল মূলে বিবিধ বঞ্জন।
কেহো বড়া বড়ি কড়ি করে বিপ্রগণ॥
জন পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি।
অন্ন ব্যঞ্জন রুটি সব রহে ঘৃতে ভাসি॥
নব বস্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত।
তার পাশে রুটি রাশি উপ পর্ব্বত হৈল।
সুপ ব্যঞ্জন ভাণ্ড সব চৌদিকে ধরিল॥
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী।
পায়স মথনি সর পাশে ধরি আনি॥
হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরীগোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥
অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল।
বহু দিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তার হস্ত স্পর্শে অন্ন পুনঃ তৈছে হৈল॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি।
তার ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাঞি॥
এক দিনের উদ্যোগে ঐছে মহোৎসব হৈল
গোপাল প্রভাবে হৈল অন্যে না জানিল॥
আচমন দিয়া দিল বিড়ার সঞ্চয়।
আরতি করিল লোকে করে জয়-জয়॥
শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া।
নব বস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া॥
তৃণটাটী দিয়া চারি দিক্ আবরিল॥
উপরেহ এক টাটী দিয়া আচ্ছাদিল॥২০॥
পুরী গোসাঞি আজ্ঞা দিল যতেক ব্রাহ্মণে।
আবালবৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে॥
সব লোক বসি ক্রমে ভোজন করিল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল॥
অন্য গ্রামের লোক যেই দেখিতে আইল।
গোপাল দেখিয়া সবে প্রসাদ খাইল॥

পুরীর প্রভাব দেখি লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার ॥২১॥
সকল ব্রাহ্মণ পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই সেই সেবা মধ্যে সব নিয়োজিল ॥
পুনঃ দিনশেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছু ভোগ লাগাই করাইল জলপান ॥
গোপাল প্রকট হৈল দেশে শব্দ হৈল।
আশপাশ গ্রামের লোক দেখিতেআইল২২
একেক দিন একএক গ্রামে লইল মাঙ্গিয়া
অন্নকূট করে সবে হরষিত হয়া ॥
রাত্রিকালে ঠাকুরের করাইয়া শয়ন।
পুরি গোসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন ॥
প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লয়া এক গ্রামের আইল লোকগণ ॥
অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিয়াধরিল২৩
পূর্ব্বদিন প্রায় বিপ্র করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন ॥
ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজ পিরিতি।
গোপালের সহজ প্রীতি ব্রজবাসী প্রতি ॥
মহাপ্রসাদান্ন যত খাইল সব লোক।
গোপাল দর্শনে খণ্ডে সবার দুঃখশোক২৪
আশপাশ ব্রজভূমের যত গ্রাম সব।
এক এক দিন আসি করে মহোৎসব ॥
গোপাল প্রকট শুনি নানা দেশ হৈতে।
নানা দ্রব্য লয়া লোকে লাগিলা আসিতে॥
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি নানাদ্রব্য ভেট ধরে আনি ॥
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ ভক্ষ্য উপহার।
অসংখ্য আইসে নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার ॥
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহোপাকভাণ্ডারকৈলকেহোতপ্রাচীর২৫

এক এক ব্রজবাসী একেক গাভী দিল।
সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল ॥
গৌড় হৈতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরিগোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন
সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হৈল পুরীর আনন্দ বাড়িল ॥
[illegible]ত বৎসর দুই করেন সেবন।
এক দিন পুরীগোসাঞি দেখিলা স্বপন ॥
গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহিযায়
মলয়জ চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায় ॥ ২৬ ॥
মলয়জ আন যাঞা নীলাচল হৈতে।
অন্য হৈতে নহে তুমি চলহ ত্বরিতে ॥
স্বপ্ন দেখি পুরীগোসাঞি হৈলা প্রেমাবেশ
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে চলিলা পূর্ব্বদেশ ॥
সেবার নির্ব্বন্ধ লোক করিল স্থাপন।
আজ্ঞা মাগি গৌড়দেশ করিলা গমন ॥২৭
শান্তিপুর আইলা শ্রীঅদ্বৈতের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দঅন্তরে॥
তার ঠাঁই মন্ত্র লৈল যতন করিয়া।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া ॥
রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন।
তাঁর রূপ দেখি প্রেমাবেশ হৈল মন ॥২৮॥
নৃত্য গীত করি জগমোহনে বসিলা।
কাঁহা কাঁহা ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা ॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে।
উত্তম ভোগ লাগে এথা বুঝি অনুমানে ॥
যৈছে ইহা ভোগ লাগে সকলি শুনিব।
তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাব ॥
এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ বিবরণে ॥ ২৯ ॥
শষ্যাভোগে ক্ষীর লাগে অমৃতকেলি নাম
দ্বাদশ-মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমান ॥

গোপীনাথের ক্ষীর করি প্রসিদ্ধ নাম যার
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহো নাঞিআর
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি পুরী গোসাঞি কিছুমনেবিচারিল৩০
অযাচিত ক্ষীরপ্রসাদ যদি অল্প পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই
এই ইচ্ছায় লজ্জা পায়া বিষ্ণুস্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সরি আরতি বাজিল॥
আরতি দেখিয়া পুরী করি নমস্কার।
বাহির হৈলা কারে কিছু না বলিলা আর
অযাচিত বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস ॥৩১॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীর ইচ্ছা হৈল তাহে মানে অপরাধে॥
গ্রামের শূন্য হাটে বসি করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারি করাইলা ঠাকুরে শয়ন॥
নিজ কৃত্য করি পূজারী করিল শয়ন।
স্বপনে ঠাকুর আসি বলেন বচন॥
উঠহ পূজারি দ্বার করহ মোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়।
তোমরা না জান তাহা আমার মায়ায়৩২
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেত বসিয়া।
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লয়া॥
স্বপ্ন দেখি উঠি পূজারী করিল বিচার।
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার॥
ধড়ার আঁচল তলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি ক্ষীর লৈয়া হইলা বাহির॥
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লয়া।
হাটে হাটে বোলে মাধবপুরীরেচাহিয়া৩৩
ক্ষীর লও এই, যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈলচুরি॥
ক্ষীর লয়া সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥
এত শুনি পুরীগোসাঞি পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারি তারে দণ্ডবৎ কৈল॥
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তারে কহিল পূজারী।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী॥ ৩৪॥
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত।
কৃষ্ণ যে ইহার বশ হয় যথোচিত॥
এত বলি নমস্করি গেলা সে ব্রাহ্মণ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ॥
পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল।
বহির্ব্বাসে বান্ধি সেই ঠিকরি রাখিল॥
প্রতিদিন একটুক করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয় অদ্ভুত কথন॥
ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিলা সর্ব্ব লোক শুনি
দিনে লোক ভিড়হবেমোরপ্রতিষ্ঠাজানি৩৫
এত ভাবি রাত্রিশেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেই স্থানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি॥
চলি চলি আইলা ক্রমে শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল॥
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়।
জগন্নাথ দরশনে মহাসুখ পায়॥
মাধবপুরীশ্রীপাদআইলালোকেহৈলখ্যাতি
সব লোক আসি তারে করে ভক্তিস্তুতি॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত৩৬
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়া।
কৃষ্ণপ্রেম প্রতিষ্ঠা সঙ্গে চলে গড়াইয়া॥
যদ্যপি উদ্বিগ্ন হৈল পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধন॥
জগন্নাথের সেবক যত যতেক মহান্ত।
সবাকে কহিল পুরী গোপাল বৃত্তান্ত॥৩৭॥

গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দন লাগি করিলা যতন॥
রাজপাত্র সনে যার আছে পরিচয়।
তাহা মাগি কর্পূর চন্দন করিল সঞ্চয়॥
এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে।
পুরী গোসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে॥
ঘাটে দান ছাড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে।
রাজলিখা করি দিলপুরীগোসাঞিরকরে॥৩৮
চলিলা মাধবপুরী চন্দন লইয়া।
কথো দিনে রেমুণায় উত্তরিল আসিয়া॥
গোপীনাথের চরণে কৈলা বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিলা অপার॥
পুরী দেখি সেবক সব সম্মান করিল।
ক্ষীর মহাপ্রসাদ দিয়া ভিক্ষা করাইল॥
সেই রাত্রি দেবালয়ে করাইল শয়ন।
শেষরাত্রি হৈল পুরী দেখিল স্বপন॥ ৩৯॥
গোপাল আসিয়া কহে শুন হে মাধব।
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব॥
কর্পূর সহিত ঘষি এ সব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥
গোপীনাথে আর আমার এক অঙ্গ হয়।
ইহা চন্দন দিলে হবে আমার তাপ ক্ষয়॥
না কর আগ্রহ দুঃখ না ভাবিহ মনে।
বিশ্বাসে চন্দন দেহ আমার বচনে॥
এত বলি গোপাল গেলাগোসাঞিজাগিয়া
গোপীনাথেরসেবকগণেআনিল ডাকিয়া৪০
প্রভুর আজ্ঞা হৈল এই কর্পূর চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥
ইহা চন্দন দিলে গোপাল হইব শীতল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল॥
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন॥

পুরী কহে এই দুই ঘষিবে চন্দন।
আর জনা দুই দেহ দিব যে বেতন॥
এই মত প্রত্যহ দেয় চন্দন ঘষিয়া।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া॥
প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত।
তথাই রহিলা পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত॥ ৪১॥
গ্রীষ্মকাল অন্তে পুনঃ নীলাচল গেলা।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা॥
শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃত চরিত।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার।
পুরী সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর॥
দুগ্ধদানছলে কৃষ্ণ যারে দেখা দিল।
তিনবার স্বপ্নে আসি যারে কৃপা কৈল॥
যার প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা।
সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিলা॥৪২॥
যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি॥
কর্পূর চন্দন যার অঙ্গে চড়াইল।
আনন্দে পুরী গোসাঞির প্রেম উথলিল॥
ম্লেচ্ছদেশ কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে ইহা জানিয়া গোপাল॥
মহা দয়াময় প্রভু ভকতবৎসল।
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল॥
পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পরম বিরক্ত মৌনী সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তা ভয়ে দ্বিতীয় জন সঙ্গহীন॥৪৩॥
হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পায়া।
সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিয়া॥
ভোকে রহে তভু ভিক্ষা মাগি নাহি খায়।
হেন জন চন্দনের ভার বহি যায়॥

মণেক চন্দন তোলা বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাব এই আনন্দ প্রচুর॥
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া।
তাহা এড়াইলা রাজপত্র দেখাইয়া॥
ম্লেচ্ছদেশ দূর পথ জগাতি অপার।
কেমনে চন্দন নিব নাহি এ বিচার॥ ৪৪॥
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটি দান দিতে।
তথাপি উৎসাহ মনে চন্দন লইতে॥
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার॥
এই তার গাঢ় প্রেম লোকে দেখাইতে।
গোপাল তারে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল।
আনন্দ বাঢ়য়ে মনে দুঃখ না গণিল॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈলআজ্ঞা দান
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্॥
এই ভক্ত ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহার।
বুঝিতেহো আমা সবার নাহিঅধিকার॥৪৫
এত কহি পড়ে প্রভু তার কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোকচন্দ্রে জগৎ করিয়াছে আলোক
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ সার।
গন্ধ বাঢ়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার॥৪৬
রত্নগণ মধ্যে যৈছে হয় কৌস্তুভমণি।
রসকাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি॥
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী।
তার কৃপায়ে স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহাআস্বাদিতেঅধিকারীআরনাহিচৌঠজন
শেষকালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীরশ্লোকেরসহিতে৪৭

তথাহি পদ্যাবল্যাং চতুস্ত্রিংশদধিক ত্রিংশতাঙ্ক
ধৃত মাধবেন্দ্রপুরীশ্লোকাম্—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দয়িত
ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥ ২॥

অয়ি (কোমল সম্বোধনং) দীনদয়ার্দ্র (দীনানাং ভববিরহ দুঃখিতানাং জনানাং সম্বন্ধে সরসহৃদয়) হে মথুরানাথ (মথুরানগরীপ্রিয়) দয়িত, নাথ (সম্ভোগপতে) কদা (ময়া ত্বম্) অবলোক্যসে ত্বদলোক কাতরং (তব অবলোকনায় নিমিত্তায় কাতরং ব্যাকুলং) হৃদয়ং ভ্রাম্যতি কিং করোমি॥২॥

হে দীনজন সরসহৃদয়! হে মথুরা-নগরীপ্রিয়! হে প্রিয়! হে সম্ভোগপতে! তোমাকে কবে দেখিব। তোমার অদর্শনে কাতর হইয়া আমার মন অস্থির হইয়াছে, এখন কি করি॥ ২॥

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু মূর্চ্ছিত হইলা।
প্রেমেতে বিবশ হয়া ভূমিতে পড়িলা॥
অস্তে ব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র॥
প্রেমোন্মাদ হৈল উঠি ইতিউতি ধায়।
হুঙ্কার করয়েকভুহাসেকান্দেনাচেগায়॥৪৮
অয়ি দীন অয়ি দীন প্রভু বোলে বার বার
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী নেত্রেবহে অশ্রুধার
কম্প স্বেদ পুলকাঙ্গ স্তম্ভ বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
এই শ্লোক উঘারিল প্রেমের কপাট।
গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট৪৯
লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
ঠাকুরের ভোগ সরি আরতি বাজিল॥
ঠাকুর শয়ন করাইয়া পুজারি হইলা বাহির
প্রভু আগে আনি দিল প্রসাদ বার ক্ষীর

ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল।
ভক্তগণ খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল॥
সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল।
পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চ জনে বাঁটিয়া খাইল॥৫০॥
গোপীনাথরূপে যদি করিয়াছেন ভোজন।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ॥
নামসংকীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া॥৫১
শ্রীগোপালগোপীনাথপুরীগোসাঞিরগুণগণ
ভক্তসঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু করে আস্বাদন॥
এইত আখ্যানে কহি দুঁহার মহিমা।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য আরভক্তেরপ্রেমসীমা॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেই জন।
শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই পায় প্রেমধন॥
শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৫২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীচরিতামৃতাস্বাদন
নাম চতুর্থ পরিচ্ছেদ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলাল-পদারবিন্দসেবি-
বিনোদবিহারিগোস্বামি কৃতান্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত শ্রীমাধবেন্দ্র-
পুরীচরিতামৃতাস্বাদনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ। ৪॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমাস্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি॥ ১॥

প্রতিমাস্বরূপঃ ব্রহ্মণ্যদেবঃ যঃ হি পদ্ভ্যাং চলন্ বিপ্রকৃতে (ব্রাহ্মণ-উপকারায়) শতাহগম্যং (শতদিবসেন প্রাপ্যং) দেশং (বিদ্যানগরং) যযৌ তম্ অদ্ভুতেহং সাক্ষিগোপালম্ অহং নতোঽস্মি॥ ১॥

যে ব্রহ্মণ্যদেব প্রতিমাস্বরূপ হইয়াও ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য শতদিবসগম্য বিদ্যানগরে পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন, আমি সেই অদ্ভুত চেষ্টাশালী সাক্ষিগোপালকে প্রণাম করি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রামে।
বরাহ ঠাকুর দেখি করিল প্রণামে॥
নৃত্য গীত কৈল প্রেমে অনেক স্তবন।
সেই রাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন॥ ২॥

কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে।
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে॥
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত করি কথোক্ষণ।
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপালে স্তবন॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি ভক্তগণ সঙ্গে।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে বহু রঙ্গে॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা॥
সাক্ষিগোপালের কথা যেশুনিললোকমুখে
সেই কথা প্রভু আগে কহে নিজমুখে॥
পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুইত ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দোহাঁ করিলা গমন॥ ২॥
গয়া বারাণসী-আদি প্রয়াগ করিয়া।
মথুরা আইলা দোঁহে আনন্দিত হয়া॥
বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশবন দেখি শেষে গেলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে মহাদেবালয়।
সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয়॥
কেশিতীর্থে কালি হ্রদাদিতে করি স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি তাঁহা করিল বিশ্রাম॥
গোপাল সৌন্দর্য্য দোঁহার নিল মন হরি।
সুখ পাঞা রহে তাহা দিন দুই চারি॥৩॥
দুই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধপ্রায়।
আর বিপ্র যুবা তার করেন সহায়॥
ছোট বিপ্র করে সদা তাহার সেবন।
তাহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন॥
বিপ্র কহে তুমি আমার বহু সেবা কৈলা।
সহায় হইয়া মোরে তীর্থ করাইলা॥
পুত্রে হো পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইল শ্রম॥
কৃতঘ্নতা হয় তোমার না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমারে আমি দিব কন্যাদান॥৪॥

ছোট বিপ্র কহে শুন বিপ্র মহাশয়।
অসম্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয়॥
মহাকুলীন তুমি বিদ্যাধনাদি প্রবীণ।
আমি অকুলীন বিদ্যাধনাদি বিহীন॥ ৫॥
কন্যাদান পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা ব্যবহার॥
ব্রাহ্মণসেবাতে কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাহার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ বাঢ়য়॥
বড় বিপ্র কহে তুমি না কর সংশয়।
তোমাকে কন্যা দিব আমি করিল নিশ্চয়॥
ছোট বিপ্র কহে তোমারআছে স্ত্রীপুত্র সব
বহু জ্ঞাতি গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব॥
তা সবার সম্মতি বিনে নহে কন্যাদান।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ॥
ভীষ্মকের ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিলেন দিতে॥৬
বড় বিপ্র কহে কন্যা মোর নিজধন।
নিজধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন॥
তোমারে কন্যা দিব সবাকে করিতিরস্কার
সংশয় না কর তুমি কর অঙ্গীকার॥
ছোট বিপ্র কহে যদি কন্যা দিতে হয় মন
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল।
তুমি জান নিজকন্যা ইহারে আনি দিল॥৭
ছোট বিপ্র কহে ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাব যদি অন্যমত দেখি
এত কহি দুইজন চলিলা দেশেরে।
গুরু বুদ্ধে ছোট বিপ্র বহু সেবা করে॥
দেশে আসি দোঁহে গেলা নিজ নিজ ঘর।
কথোদিনে বড় বিপ্র চিন্তিত অন্তর॥
তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল কেমতে সত্য হয়।
স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতি বন্ধুর জানিব নিশ্চয়॥ ৮॥

এক দিন নিজ লোক একত্র করিল।
তা সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥
শুনি সব গোষ্ঠী তবে করে হাহাকার।
ঐছে বাত মুখে তুমি না আনিহ আর ॥
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনি সব লোক তবে করিবে উপহাস ॥
বিপ্র কহে তীর্থবাক্য কেমনে করি আন।
যে হউ সে হউ আমি দিব কন্যাদান ॥
জ্ঞাতিলোক কহেমোরা তোমারেছাড়িব।
স্ত্রীপুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব ॥ ৯ ॥
বিপ্রকহে সাক্ষী বোলাইয়া করিবেক ন্যায়
জিতি কন্যা লবেক, লাভে ধর্ম্ম যায় ॥
পুত্র কহে প্রতিমা সাক্ষী সেহো দূরদেশে
কে তোমার সাক্ষী দিবে চিন্তা কর কিসে
নাহি কহি না কহিও এ মিথ্যা বচন।
সবে কহিও কিছু মোর না হয় স্মরণ ॥১০॥
তুমি যদি কহ আমি কিছু নাহি জানি।
তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি ॥
এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন।
একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপালচরণ ॥
মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায়, না মরে নিজজন।
দুই রক্ষা কর গোপাল লইনু শরণ ॥
এইমত চিত্তে বিপ্র চিন্তিতে লাগিলা।
আর দিন লঘু বিপ্র তার ঘর আইলা ॥১১
আসিয়া পরমভক্তে নমস্কার করি।
বিনয় করিয়া কহে দুই কর যুড়ি ॥
তুমি মোরে কন্যা দিতেকরিয়াছঅঙ্গীকার
এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার ব্যবহার
এত শুনি সেই বিপ্র মৌন ধরিল।
তার পুত্র ঠেঙ্গা হাতে মারিতে আইল ॥
আরে অধম মোর ভগিনী চাহ বিবাহিতে
বামন হয়া চাহে যেন চাঁদ ধরিতে ॥১২॥

ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইয়া গেল।
আর দিন গ্রামের লোক সভা ত করিল ॥
সব লোক বড় বিপ্রে বোলাইয়া লইল।
তবে সেই লঘু বিপ্র কহিতে লাগিল ॥
এহো মোরেকন্যাদিতেকরিয়াছেঅঙ্গীকার
এবে কন্যা নাহি দেন পুছুন ইহারব্যবহার
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন।
কন্যা কেনে না দেহ যদি দিয়াছ বচন॥১৩॥
বিপ্র কহে শুন লোক মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি কিছু না হয় স্মরণ ॥
এত শুনি তার পুত্র বাক্‌ছল পায়া।
প্রগল্‌ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিয়া ॥
তীর্থযাত্রায় পিতা সঙ্গে ছিল বহুধন।
ধন দেখি এই দুষ্টের লইতে হৈল মন ॥
আর কেহো সঙ্গে নাঞিসবে এই একল।
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিলা পাগল॥১৪
সব ধন লয়া কহে চোর লৈল ধন।
কন্যা দিতে কহিয়াছে উঠাইল বচন ॥
তোমরা সকল লোক করহ বিচারে।
মোর পিতা কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়।
সম্ভবে ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্মভয় ॥
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন মহাজন।
ন্যায় জিনিতে কহে এই অসত্য বচন ॥১৫
এই বিপ্র মোর সেবায় সন্তুষ্ট হইলা।
তোরে আমি কন্যা দিব আপনেকহিলা ॥
তবে আমি নিষেধিল শুন দ্বিজবর।
তোমার কন্যার যোগ্য নহো মুঞি বর ॥
কাঁহা তুমি পণ্ডিত ধনী পরমকুলীন।
কাঁহা মুঞি দরিদ্র মূর্খ নীচ কুলহীন ॥
তভু এই বিপ্র মোরে কহে বারবার।
তোরে কন্যা দিল তুমি কর অঙ্গীকার॥১৬

তবে মুঞি কহিল শুন দ্বিজ মহামতি।
তোমার স্ত্রীপুত্র-জ্ঞাতির নহিব সম্মতি ॥
কন্যা দিতে নারিবে হবে অসত্য বচন।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন ॥
কন্যা তোরে দিল দ্বিধা না করিহ চিত্তে।
আত্মকন্যা দিব কেবা পারে নিষেধিতে ॥
তবে আমি কহিল এই তোমার দৃঢ়মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন ॥
তবে ইহোঁ গোপাল আগে যাইয়া কহিল
তুমি জান এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল॥১৭
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিয়া।
কহিল তাহার পদে বিনতি করিয়া ॥
যদি মোরে এই বিপ্র না করে কন্যা দান।
সাক্ষী বোলাইব তোমা হৈও সাবধান ॥
এই বাতে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যার বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন ॥
তবে বড় বিপ্র কহে এই সত্যকথা।
গোপাল যদি সাক্ষিদেনআপনেআসিএথা॥
তবে কন্যা দিব এই জানিহ নিশ্চয়।
তার পুত্র কহে ভাল এই বাত হয় ॥১৮॥
বড়বিপ্রের মনে কৃষ্ণ সহজে দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তিঁহো করিব প্রমাণ ॥
পুত্রের মনে প্রতিমানাআসিবেসাক্ষীদিতে
দুই বুদ্ধ্যে দুই জনা হইলা সম্মতে ॥
ছোটবিপ্র কহে পত্র করহ লিখন।
পুন যেন নাহি চলে এ সব বচন ॥
তবে সব লোক এক পত্র ত লিখিল।
দোঁহার সম্মতি লয়া মধ্যস্থ রাখিল ॥১৯।
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন সভাজন।
এই বিপ্র সত্যবাক্য ধর্ম্মপরায়ণ ॥
স্ববাক্য ছাড়িতে ইহার নাহি কভু মন।
স্বজন-মৃত্যু ভয়ে কহে লট্‌পটি বচন ॥

ইহার পুণ্যে কৃষ্ণ আনি সাক্ষী বোলাইমু।
তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিমু ॥
এত শুনি নাস্তিক লোক উপহাস করে।
কেহো কহে ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহোপারে
তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ ॥ ২০ ॥
ব্রহ্মণ্যদেব তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয় ॥
কন্যা পাব মনে মোর নাহি এই সুখ।
বিপ্রের প্রতিজ্ঞা যায় এই মোর দুখ ॥
এত জানি সাক্ষী দেহ তুমি দয়াময়।
জানি সাক্ষী না দেয় যেই তার পাপ হয় ॥
কৃষ্ণ কহে যাহ বিপ্র আপন ভবন।
সভা করি আমা তুমি করিহ স্মরণ ॥
আবির্ভূত হয়া আমি তাঁহা সাক্ষী দিব।
প্রতিমা স্বরূপে তাঁহা যাইতে নারিব ॥২১॥
বিপ্র কহে হও যদি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।
তভুতোমারবাক্যেকারোনহিবেপ্রতীতি ॥
এই মূর্ত্তিতে যাইয়া এই শ্রীবচনে।
সাক্ষী দেহ যদি তবে সর্ব্ব লোক মানে ॥
কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কাঁহাও না শুনি।
বিপ্র কহে প্রতিমা হয়া কহ কেনে বাণী ॥
প্রতিমা না হও তুমি সাক্ষাদ্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য সাধন ॥
হাসিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥
উলটি আমারে তুমি না করিহ দর্শনে।
আমাকে দেখিলেআমিরহিবসেই স্থানে২২
নূপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবে।
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীত করিবে ॥
একসের অন্ন রান্ধি করিবে সমর্পণ।
তাহা খায়া তোমার সঙ্গে করিব গমন ॥

আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিলা ব্রাহ্মণ ॥
তার পাছে পাছে গোপাল করিলা গমন ॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন।
উত্তম অন্ন পাক করি করায় ভোজন ॥২৩॥
এইমত চলি বিপ্র নিজদেশ আইল।
গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিল ॥
ইবে মুঞি গ্রামে আইনু যাইমু ভবন।
লোকেরে কহিমু গিয়া সাক্ষীর আগমন ॥
সাক্ষাৎ না দেখিলে মনে প্রতীত না হয়।
ইহাঁ যদি রহে তবে কিছু নাহি ভয় ॥
এত চিন্তি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল।
হাসিয়া গোপালদেব তাহাঞি রহিল ॥২৪
ব্রাহ্মণে কহিল তুমি যাহ নিজ ঘর।
ইহাঞি রহিব আমি না যাব অতঃপর ॥
তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল।
শুনি সব লোক চিত্তে চমৎকার হৈল ॥
আইল সকললোক সাক্ষী দেখিবারে।
গোপাল দেখিয়া হর্ষে দণ্ডবৎ করে ॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি লোকআনন্দিত
প্রতিমা চলিআইলা শুনিহইলা বিস্মিত ॥২৫
তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হয়া।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হয়া ॥
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষীদিল
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যাদান কৈল ॥
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিলা ঈশ্বর।
তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর ॥
দোঁহার সত্যে তুষ্ট হৈলাঙ, দোঁহে মাগ বর
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ অন্তর ॥ ২৬ ॥
যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে।
কিঙ্করেরে দয়া তবে সর্ব্বলোক জানে ॥
গোপাল রহিলা দোঁহে করেন সেবন।
দেখিতে আইসে তবে দেশের সর্ব্বজন ॥

সে দেশের রাজা আইলা আশ্চর্য্য শুনিয়া
পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া ॥
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল।
সাক্ষিগোপাল বুলি নাম খ্যাতি হৈল ॥২৭॥
এইমতে বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল ॥
উৎকলের রাজা পুরুষোত্তমদেব নাম।
সেই দেশ জিনিলেন করিয়া সংগ্রাম ॥
সেই রাজা জিনি লৈল তার সিংহাসন।
মাণিক্য সিংহাসন নাম অনেক রতন ॥২৮॥
পুরুষোত্তমদেব সেই বড় ভক্ত আর্য্য।
গোপালচরণে মাগে চল মোর রাজ্য ॥
তার ভক্তিরসে গোপাল তারে আজ্ঞাদিল
গোপাল লইয়া রাজা কটক আইল ॥
জগন্নাথে আনি দিল রত্ন সিংহাসন।
কটকে গোপালসেবা করিল স্থাপন ॥
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল দর্শনে।
ভক্তে বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে ॥২৯॥
তাহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল মনেতে চিন্তয় ॥
ঠাকুরের নাসিকাতে যদি ছিদ্র থাকিত।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসাতে পরাইত ॥
এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে।
রাত্রিশেষে গোপাল তারে কহেন স্বপনে৩০
বালককালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি
মুক্তা পরাইয়াছিলা বহু যত্ন করি ॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপি আছে আমার নাসাতে
সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে ॥
স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজারে কহিল।
রাজা সঙ্গে মুক্তা লয়া মন্দিরে আইল।
পরাইল নাসায় মুক্তা ছিদ্র দেখিয়া।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হয়া ॥৩১॥

সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি।
এই লাগি সাক্ষিগোপাল নাম হৈল খ্যাতি
নিত্যানন্দ গোসাঞির মুখে গোপালচরিত
শুনি তুষ্ট হৈলা প্রভু স্বভক্ত সহিত ॥
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণ দেখে যেন দোঁহে একমূর্ত্তি ॥ ৩২॥
দোঁহে এক বর্ণ দোঁহে প্রকাণ্ড শরীর।
দোঁহে রক্তাম্বর দোঁহার স্বভাব গম্ভীর ॥
মহাতেজোময় দোঁহে কমলনয়ন।
দোঁহার ভাবাবিষ্টমন চন্দ্রবদন ॥
দোঁহা দেখি নিত্যানন্দপ্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে ॥৩৩॥
এইমত নানারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া ॥
ভুবনেশ্বর পথে যৈছে করিল গমন।
বিস্তারি কহিল তাহা দাস বৃন্দাবন ॥
কমলপুর আসি ভার্গীনদী স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ হাতে প্রভু দণ্ড যে ধরিল ॥৩৪॥
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে
হেথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ডভঙ্গে ॥
তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া।
ভক্তসঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া৩৫
জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা।
দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥
ভক্তগণ আবিষ্ট হৈলা সবে নাচে গায়।
প্রেমাবিষ্ট প্রভুসঙ্গে রাজমার্গে যায় ॥
হাসে নাচে কান্দে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিনক্রোশ পথ হৈল সহস্রযোজন ॥
চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠারনালা
তাঁহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা৩৬

নিত্যানন্দে প্রভু কহে দেহ মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দ বলে দণ্ড হৈল তিন খণ্ড ॥
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমারে ধরিনু।
তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িনু ॥
দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই খণ্ড কাঁহা পড়িল তাহা না জানিল ॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যেই যুক্ত হয় তার কর মোর দণ্ড ॥ ৩৭ ॥
শুনি প্রভু মনে কিছু দুঃখ প্রকাশিলা।
ঈষৎ ক্রোধ ব্যক্তি কিছু সবারে কহিলা ॥
নীলাচলে আনি আমা সবে হিত কৈলা।
সবে দণ্ড ধন ছিল তাহা না রাখিলা ॥
তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে।
কিবা আমি আগে যাই না যাব সহিতে৩৮
মুকুন্দদত্ত কহে প্রভু তুমি চল আগে।
আমি সব পাছে যাব না যাব তোমা সঙ্গে
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহো দুই প্রভুর মতি ॥
এহো কেনে দণ্ডভাঙ্গে, তেঁহো কেনে ভাঙ্গায়
ভাঙ্গাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ এহোঁত দোষায় ॥
দণ্ডভঙ্গ লীলা এই পরম গভীর।
সেই বুঝে দোঁহার পদে, যার ভক্তিধীর৩৯
ব্রহ্মণ্যদেব গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ বক্তা যার শ্রোতা শ্রীচৈতন্য ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়া শুন সর্ব্ব ভক্তগণ।
অচিরাতে পাবে কৃষ্ণচৈতন্য-চরণ ॥
শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৪০ ॥

ইতি সাক্ষিগোপালচরিত বর্ণন নাম
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলাল-পদারবিন্দসেবিবিনোদবিহারিগোস্বামি কৃতাম্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত সাক্ষিগোপাল চরিতবর্ণনং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
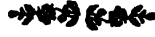
গ্রন্থকারস্য—

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ককর্কশাশয়ম্।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ॥ ১॥

সর্ব্বভূমা (সর্ব্বেভ্যঃ পুরুষাদিভ্যঃ ভূমা মহত্বং যস্য সঃ) যঃ (গৌরচন্দ্রঃ) কুতর্ক কর্কশাশয়ং (কুতর্কেন কর্কশঃ কঠিনঃ আশয়ঃ যস্য তং) সার্ব্বভৌমং ভক্তিভূমানং (ভক্ত্যাস্বাদ্যচতুরম্) আচরৎ (অকরোৎ) তং গৌরচন্দ্রং নৌমি॥ ১॥

কুতর্কজালে কঠিনচিত্ত সার্ব্বভৌমকে যিনি ভক্তিরসিক করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাপুরুষ গৌরচন্দ্রকে স্তুতি করি॥ ১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথমন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে॥
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হৈয়া॥ ১॥
দৈবে সার্ব্বভৌম তাহা করেন দর্শন।
পড়িছা মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা বিস্মিত অপার ২
বহুক্ষণ চেতন নহে ভোগের কাল হৈল।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল॥
শিষ্য পড়িছা দ্বারে প্রভু নিল বহাইয়া।
ঘরে আনি পবিত্রস্থানে রাখিলশোয়াইয়া৩
শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদরস্পন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন॥
সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হৈল॥
বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণমহাপ্রেমের সাত্ত্বিক-বিকার॥৪॥
সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয়।
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সূদ্দীপ্তভাব হয়॥
অধিরূঢ় ভাব যার তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার॥ ৫॥
এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উত্তরিল গিয়া॥
তাহা শুনে লোক কহে অন্যোন্যে বাত।
এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ॥
মূর্চ্ছিত হইলা চেতন না হয় শরীরে।
সার্ব্বভৌম তৈছে তাঁরে লয়া গেলা ঘরে॥
শুনি সবে জানিল এই মহাপ্রভুর কার্য্য।
হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য৬
নদীয়া নিবাসী বিশারদের জামাতা।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো প্রভু-তত্ত্বজ্ঞাতা॥
মুকুন্দ সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয়।
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময়॥
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈলা নমস্কার।
তেঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার ৭
মুকুন্দ কহে প্রভুর ইহা হৈল আগমনে।
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে॥
নিত্যানন্দগোসাঞিরেআচার্য্যকৈলনমস্কার
সবে মেলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা আরবার॥৮॥

মুকুন্দ কহে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচল আইলা সঙ্গে আমা সবা লৈয়া॥
আমা সবা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে।
আমি সব পাছে আইলাঙ তাঁর অন্বেষণে
অন্যোহন্য লোকের মুখে যে কথা শুনিল
সার্ব্বভৌম ঘরে প্রভু অনুমান কৈল॥
ঈশ্বর দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন।
সার্ব্বভৌম লয়া গেলা আপন ভবন॥ ৯॥
তোমার মিলনে মোর যবে হৈল মন।
দৈবে সেই ক্ষণে পাইল তোমার দর্শন॥
চল সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন।
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন॥
এত শুনি গোপীনাথ সবাকে লইয়া।
সার্ব্বভৌম-গৃহে গেলা হরষিত হয়া॥ ১০॥
সার্ব্বভৌম স্থানে গিয়া প্রভুরে দেখিল।
প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ হর্ষ হৈল॥
সার্ব্বভৌমে জানায়া সবা নিল অভ্যন্তরে
নিত্যানন্দগোসাঞিরেতেঁহোকৈল নমস্কারে
সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।
প্রভু দেখি সবার হৈল দুঃখ হর্ষ মন॥১১॥
সার্ব্বভৌম পাঠাইল সবাকে দর্শন করিতে
চন্দনেশ্বর নিজ পুত্র দিল সবার সাথে॥
জগন্নাথ দেখি সবার হইল আনন্দ।
ভাবেতে অবশ হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ॥
সবে মেলি ধরি তাঁরে সুস্থির করিল।
ঈশ্বর-সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল॥১২॥
প্রসাদ পাইয়া সবে আনন্দিত মনে।
পুনরপি শীঘ্র আইলা মহাপ্রভুর স্থানে॥
উচ্চ করি করে সবে নামসংকীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হইল চেতন॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম লৈল প্রভুর পদধূলি১৩

সার্ব্বভৌম কহে শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন।
মুঞি দিব আজি ভিক্ষা মহাপ্রসাদান্ন॥
সমুদ্রস্নান করি মহাপ্রভু শীঘ্র আইলা।
চরণ পাখালি প্রভু আসনে বসিলা॥
বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইলা।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিলা॥১৪॥
সুবর্ণ থালির অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন॥
সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে॥
পিঠা পানা দেহ তুমি ইহা সবাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে, যুড়ি দুই করে॥১৫॥
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন॥
এত বলি পিঠা পানা সব খাওয়াইল।
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইল॥
আজ্ঞা মাগি গেলা গোপীনাথাচার্য্য লয়া।
প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিয়া॥১৬॥
নমো নারায়ণ বলি নমস্কার কৈল।
কৃষ্ণে মতিরস্তু বলি গোসাঞি কহিল॥
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এহোঁ বচনে জানিল॥
গোপীনাথ-আচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম।
গোসাঞিরজানিতেচাহি কাঁহাপূর্ব্বাশ্রম১৭
গোপীনাথ-আচার্য্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুরন্দর॥
বিশ্বম্ভর নাম ইহাঁর তাঁর ইহোঁ পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির হয়েন দৌহিত্র॥ ১৮॥
সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি॥
মিশ্রপুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহাকে পূজ্য করি মানি

নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম তুষ্ট হৈলা।
প্রীতি হঞা গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা ১৯
সহজেই পূজ্য তুমি আর ত সন্ন্যাস।
অতএব জানিহ তুমি আমি তোমার দাস॥
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণুস্মরণ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয় বচন॥
তুমি জগদ্গুরু সর্ব্বলোক হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও শুনাও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা॥
আমি বালক সন্ন্যাসী, ভাল মন্দ নাহি জানি
তোমার আশ্রয় নৈল গুরু করি মানি॥২০॥
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন।
সর্ব্বপ্রকারে করিবে তুমি আমার পালন॥
আজি আমার হৈয়াছিল বড়ই বিপত্তি।
তাহা হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি
ভট্টাচার্য্য কহে একলে তুমি না যাইহ দর্শনে
আমা সঙ্গে যাইহ কিবা আমার লোক সনে
প্রভু কহে মন্দির ভিতর কভু না যাইব।
গরুড়ের পাছে রহি দর্শন করিব॥ ২১॥
গোপীনাথ-আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
তুমি গোসাঞিরে লয়া করাইহ দর্শন॥
আমার মাতৃস্বসা গৃহ নির্জ্জন স্থান।
তাহা বাসা দেহ কর সর্ব্ব সমাধান॥
গোপীনাথ প্রভু লয়া তাঁহা বাসা দিল।
জল, জলপাত্রাদিক সর্ব্ব সমাধান কৈল॥
আর দিন গোপীনাথ প্রভু স্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান দরশন করাইল লয়া॥
মুকুন্দদত্ত লয়া আইলা সার্ব্বভৌম স্থানে।
সার্ব্বভৌম তাঁরে কিছু বলিল বচনে॥২২॥
প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি হয় ইহাঁর উপর॥
কোন সম্প্রদায় সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইহাঁর শুনিতে হয় মন॥ ২৩॥
গোপীনাথ কহে ইহাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
গুরু ইহাঁর কেশব ভারতী মহাধন্য॥
সার্ব্বভৌম কহে এই নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী সম্প্রদায় এহোঁ হয়েন মধ্যম॥২৪॥
গোপীনাথ কহে ইহাঁর নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায় করিল উপেক্ষা॥
ভট্টাচার্য্য কহে ইহাঁর প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইব রক্ষণ॥
নিরন্তর ইহাঁরে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব॥২৫॥
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদা আনিয়া ২৬
শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দোঁহে দুঃখী হৈলা
গোপীনাথাচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা॥
ভট্টাচার্য্য তুমি ইহাঁর না জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের ইহাঁতেই সীমা॥
তাহাতে বিখ্যাত ইহো পরম ঈশ্বর।
অজ্ঞ স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর ২৭
শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে।
আচার্য্য কহে বিজ্ঞমতঅনুভব ঈশ্বর লক্ষণে॥
শিষ্যগণ কহে ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে অনুমানে নহে ঈশ্বর জ্ঞানে
ঈশ্বরের কৃপা লেশ হয়েত যাহারে।
সেইত ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥২৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ ২॥

(হে) দেব (সর্ব্বপ্রকাশক), অথাপি তে

(তব) পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীতঃ এব হি (জনঃ) ভগবন্মহিম্নঃ (ভগবতঃ তব মহিম্নঃ) তত্ত্বং জানাতি। অন্যঃ (তৎপ্রসাদহীনঃ) একঃ (কশ্চিৎ) অপি চিরং বিচিন্বন্ (বিচারয়ন্) অপি ন চ (জানাতি) ॥ ২ ॥

হে ভগবন্! যদ্যপি তোমার অপরিচ্ছিন্ন মাহাত্ম্য প্রকাশ আছে, তথাপি তোমার চরণ-কমলের কৃপা লেশমাত্র দ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তিই তোমার মহিমার তত্ত্ব বিদিত হইতে পারেন, অপর কেহই চিরকাল বিচার করিয়াও বিদিত হইতে পারেন না ॥ ২ ॥

যদ্যপি জগদ্গুরু তুমি শাস্ত্র জ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান ॥
ঈশ্বরের কৃপা লেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে ॥
তোমার নাহিক দোষ শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু জ্ঞাত নহে ॥২৯
সার্ব্বভৌম কহে আচার্য্য কহ সাবধানে।
তোমাতে ঈশ্বর কৃপা ইথে কি প্রমাণে ॥
আচার্য্য কহে, বস্তুবিষয় হয় বস্তুজ্ঞান।
বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ ॥ ৩০ ॥
ইঁহার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ।
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাইয়াছ দর্শন ॥
তভুত ঈশ্বর জ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বর-মায়ায় করে এই ব্যবহার ॥
দেখিলে না দেখে তারে বহির্ম্মুখ জন।
শুনি হাসি সার্ব্বভৌম কহিল বচন ॥
ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি না করিহ রোষ।
শাস্ত্রদৃষ্টে কহি আমি নাহি কিছু দোষ ॥৩১
মহাভাগবত হয় চৈতন্যগোসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাঞি ॥
অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণুনাম।
কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান ॥ ৩২ ॥
শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হৈয়া মনে ॥
শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া তুমি কর অভিমানে ॥
ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুই গ্রন্থবাক্যে নাহি অবধান ॥৩৩॥
সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।
তুমি কহ কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার ॥
কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণু নাম ॥
প্রতিযুগে করে কৃষ্ণ যুগ-অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার ॥৩৪

তথাহি আদিলীলায়াং তৃতীয়ে সপ্তমশ্লোকধৃত শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৩॥

তথাহি তত্রৈব দশমশ্লোকধৃত শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৪ ॥

তথাহি তত্রৈব নবমশ্লোকধৃত মহাভারতবচনম্—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৫ ॥

তোমার আগে এ কথার নাহি প্রয়োজন
ঊষর ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥
তোমার উপরে যবে কৃপা তাঁর হবে।
এ সব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে ॥
তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানা বাদ।
ইহার কি দোষ এই মায়ার প্রসাদ ॥৩৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে ষড়্‌বিংশশ্লোকঃ—

যচ্ছক্তয়োবদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদ-ভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥ ৬ ॥

যচ্ছক্তয়ঃ (যস্য মায়াবিদ্যাঃ শক্তয়ঃ) বদতাং (সমাদধতাং) বাদিনাং বিবাদসংবাদভুবঃ (বিবাদস্য কচিৎ সম্বাদস্য চ ভুব উৎপত্তিহেতবঃ) ভবন্তি। এষাং (বাদিনাং) মুহুঃ আত্মমোহং কুর্ব্বন্তি তস্মৈ অনন্তগুণায় ভূম্নে নমঃ ॥ ৬ ॥

যাঁহার মায়াশক্তির বৃত্তি সকল বাদী ও প্রতিবাদীর বিবাদ ও সংবাদের কারণ হয় এবং আত্মজিজ্ঞাসুরও আত্মবিষয়ক মোহ উৎপাদন করে, আমি সেই অনন্তগুণাকর ভূমা পুরুষকে নমস্কার করি ॥৬॥

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥ ৭ ॥

যথা ব্রাহ্মণাঃ ভাষন্তে তদ্‌যুক্তং চ (যতঃ) সর্ব্বত্র সন্তি হু (ভোঃ) মদীয়াং মায়াং (চিন্ময়শক্তিং নতু অসদ্ব্যক্তিকাম্ অবিদ্যাম্) উদ্‌গৃহ্য (স্বীকৃত্য) বদতাং (জনানাং) কিং দুর্ঘটং ন ॥৭॥

হে উদ্ধব! ব্রাহ্মণগণ যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অযুক্ত নহে; যেহেতু সর্ব্বত্রই সকল তত্ত্ব অন্তর্ভূত আছে। আমার মায়া স্বীকার পূর্ব্বক যিনি যাহা বলেন, তাহা কিছুই দুর্ঘট নহে ॥ ৭ ॥

তবে ভট্টাচার্য্য কহে যাহ গোসাঞিরস্থানে
আমার নামে গণ সহ কর নিমন্ত্রণে ॥
প্রসাদ আনিয়া তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা
পশ্চাৎ আমারে আসি করাইহ শিক্ষা ॥
আচার্য্য ভগিনীপতি শ্যালক ভট্টাচার্য্য।
নিন্দা স্তুতি হাস্যে শিক্ষা করান আচার্য্য৩৬
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হইল সন্তোষ
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ রোষ
গোসাঞির স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
মুকুন্দ সহিতে কহে ভট্টাচার্য্যের কথা।
ভট্টাচার্য্য নিন্দা করে মনে পাই ব্যথা ॥
শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মতি কহ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের আছে অনুগ্রহ৩৭
আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্যে করুণায় কহে কি দোষ ইহাতে
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে।
আনন্দে করিল জগন্নাথদরশনে ॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা ॥
বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিল।
স্নেহভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিল ॥
বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥ ৩৮ ॥
প্রভু কহে মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেইত কর্ত্তব্য আমার তুমি যেই কহ ॥
সাত দিন পর্য্যন্ত করে বেদান্তশ্রবণে।
ভাল মন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে ॥
অষ্টম দিবসে তাঁরে কহে সার্ব্বভৌম।
সাতদিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥
ভাল মন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না বুঝ ইহা বুঝিতে না পারি ॥৩৯
প্রভু কহে মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ ॥

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণমাত্র করি।
তুমি যে কহহ অর্থ বুঝিতে না পারি ॥৪০॥
ভট্টাচার্য্য কহে না বুঝি এই জ্ঞান যার।
বুঝিবার তরে সেই পুছে আরবার ॥
তুমি শুনি শুনি, রহ মৌনমাত্র ধরি।
হৃদয়ে কিআছেতোমারবুঝিতেনাপারি॥৪১
প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল ॥
সূত্রের অর্থ, ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥৪২
সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন ॥৪৩
উপনিষদ্ শব্দের মুখ্য অর্থ যেই হয়।
সেই মুখ্য-অর্থ ব্যাসসূত্রে সব কয় ॥ ৪৪ ॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শব্দেরকরহ লক্ষণা ॥৪৫
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই সে প্রমাণ ॥
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয় ॥৪৬
স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য, যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য হানি হয়ে৪৭
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন ॥
বেদপুরাণে করে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বরলক্ষণ ॥ ৪৮ ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার কহি করহ ব্যাখ্যান ॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি,অপ্রাকৃত করয়ে স্থাপন৪৯

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে হয়-শীর্ষপঞ্চরাত্রবচনম্—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥ ৮ ॥

যা যা শ্রুতিঃ (বেদঃ) নির্ব্বিশেষং (কেবল চিন্মাত্রং) জল্পতি সা সা (শ্রুতিঃ) সবিশেষং (রূপগুণাদিময়ম্) এব অভিধত্তে (অভিধয়া মুখ্যাবৃত্ত্যা কথয়তি) হন্ত (আশ্চর্য্যে) তাসাং (শ্রুতীনাং) বিচারযোগে সতি প্রায়ঃ (বাহুল্যেন) সবিশেষম্ এব বলীয়ঃ (বলবত্তবতি) ॥ ৮ ॥

যে যে শ্রুতি ব্রহ্মবস্তুকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই সেই শ্রুতিই আবার তাঁহাকে সবিশেষও বলিতেছেন। অতএব বিচারে সবিশেষ পক্ষই অধিকাংশ স্থলে বলবান্ হয় ॥ ৮ ॥

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব যেই ব্রহ্মে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয় যাই লয় ॥
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই চিহ্ন তিন ॥৫০ ॥
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন ॥
সে কালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন ॥ ৫১॥
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্র-পরমাণ ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়।
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥৫২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ত্রিংশ শ্লোকঃ—

অহোভাগ্য-মহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৯-॥

পরমানন্দং পূর্ণং সনাতনম্ ব্রহ্ম যন্মিত্রং (যেষাং মিত্রং তেষাং) নন্দগোপব্রজৌকসাং (শ্রীমন্নন্দরাজ-ব্রজবাসিমিত্রাণাং পশুপক্ষিপর্য্যন্তানাং সর্ব্বেষাম এব) অহোভাগ্যম্ অহোভাগ্যং ॥ ৯ ॥

পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণ সনাতন ব্রহ্ম যাঁহাদিগের মিত্র, সেই গোপরাজ নন্দ ও অপরাপর ব্রজবাসীগণের অত্যাশ্চর্য্য ভাগ্য! অত্যাশ্চর্য্য ভাগ্য! ॥ ৯ ॥

অপাণি পাদ শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পাণি চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্ব গ্রহণ ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্যাবৃত্তিছাড়িলক্ষণাতে মাননির্ব্বিশেষ ॥৫৩॥
সড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয় ॥৫৪॥

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভধৃতঃ বিষ্ণুপুরাণবচনম্—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি-রিষ্যতে ॥১০॥
যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলান-বাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥১১॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥ ১২ ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা অপরা অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা অন্যা তৃতীয়া শক্তিঃ ইষ্যতে। (হে) নৃপ, সর্ব্বগা যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা (অবিদ্যয়া) বেষ্টিতা (আশ্লিষ্টা সতি) অত্র (সংসারে) সন্ততান্ (বিচ্ছেদং প্রাপ্য কর্ম্মভিঃ) অখিলান্ সংসারতাপান্ অবাপ্নোতি। (হে) ভূপাল, ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা শক্তিঃ তয়া (অবিদ্যয়া) তিরো-হিতত্বাৎ (সমাবৃতত্বাৎ) চ সর্ব্বভূতেষু (স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রাণিষু) তারতম্যেন বর্ত্ততে (বস্তুতঃ ন ন্যূনাধিক্যা, চিদণুরূপত্বাৎ) ॥ ১০—১২ ॥

বিষ্ণুর শক্তিত্রয়ের মধ্যে চিৎস্বরূপা পরাশক্তি, অপরা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীবশক্তি, তৃতীয়া মায়াশক্তি। হে রাজন্! সর্ব্বগা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তি অবিদ্যা কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া অখিল সংসারের তাপ প্রাপ্ত হয়। হে ভূপাল! অবিদ্যা কর্ত্তৃক আবরণ নিমিত্ত জীবশক্তি সর্ব্বভূতে তারতম্যরূপে বর্ত্তমান প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ অণু-চৈতন্যত্ব হেতু জীবশক্তির তারতম্য নাই ॥ ১০—১২ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে নবমশ্লোকধৃতঃ বিষ্ণুপুরাণবচনম্—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥১৩॥

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥৫৫॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি ॥
ষড়্‌বিধ-ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস ॥ ৫৬ ॥
মায়াধীশ মায়া বশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥৫৭॥

তথাহি আদিলীলায়াং সপ্তমে ষষ্ঠশ্লোকধৃতঃ শ্রীগীতাবচনম্—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥১৪

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য হয় সেই যমদণ্ডী॥ ৫৮॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিক বাদ বৌদ্ধেতে অধিক॥
জীব নিস্তারের হেতু সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥৫৯
পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্য-শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥ ৬০॥
ব্যাসভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥৬১॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বরমাত্র কয়॥৬২॥
প্রণব যে মহাবাক্য সে ঈশ্বরমূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ব বেদ জগৎ উৎপত্তি॥৬৩॥
তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য॥৬৪
এইমত কল্পনা ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অনেক করিল॥
বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল॥৬৫॥
ভগবান্ সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়॥
আর যে যে কহে কিছু সকলি কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে কল্পেন লক্ষণা॥৬৬॥
আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল৬৭

তথাহি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে দ্বিষষ্টিতমাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকে শিবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥১৫॥

(হে শিব) ত্বং কল্পিতৈঃ স্বাগমৈঃ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু মাং চ গোপয় যেন (লোকানাং মদ্বিমুখত্বেন মদ্গোপনকরণেন চ) এষা সৃষ্টিঃ উত্তরোত্তরা (পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তিশালিনী) স্যাৎ (ভবতি)॥ ১৫॥

হে শঙ্কর! তুমি কল্পিত নিজতন্ত্র দ্বারা লোক সকলকে আমা হইতে বিমুখ এবং আমাকে গোপন কর। এইরূপেই উত্তরোত্তর সৃষ্টি চলিবে॥ ১৫॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চবিংশাধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকঃ—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥ ১৬॥

(হে) দেবি, মায়াবাদম্ অসচ্ছাস্ত্রম্ (অসতানাং কৃষ্ণবিমুখানাং শাস্ত্রং) কলৌ ময়া এব ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা (শঙ্করাচার্য্যরূপেণ) বিহিতং (কৃতং, যৎ সদ্ভিঃ) প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধম্ উচ্যতে॥ ১৬॥

হে দেবি! মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র যাহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র বলা যায়, তাহা আমিই শঙ্করাচার্য্যরূপে কলিতে জগতে প্রচার করিয়াছি॥ ১৬॥

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈলা পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয়॥
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥ ৬৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশমশ্লোকঃ—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥১৭॥

আত্মারামাঃ মুনয়ঃ চ নির্গ্রন্থাঃ অপি উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি, ইত্থম্ভূতগুণঃ (আত্মারামাণাম্ অপি আকর্ষণস্বভাবঃ) হরিঃ॥ ১৭ ॥

শ্রীহরিব এমনিই গুণ যে, আত্মারাম মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াও সেই উরুক্রমে ভক্তি করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে শুন মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয় ॥
প্রভু কহে তুমি কি অর্থকরতাহাআগেশুনি
পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি
শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।
তর্কশাস্ত্র মত উঠায় বিবিধ বিধান ॥
নববিধ অর্থ তর্কশাস্ত্র মত লৈয়া।
শুনি মহাপ্রভু কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥
ভট্টাচার্য্য জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্রব্যাখ্যাকরিতেকারো নাহি ঐছেশক্তি
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য প্রতিভায়
ইহা বহি শ্লোকের আছেআরঅভিপ্রায়৭০
ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তার নব অর্থ মধ্যে এক না ছুইল ॥
আত্মারামাদি-শ্লোকে একাদশ পদ হয়।
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয় ॥
তত্তৎপদ প্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লয়া ॥ ৭১ ॥
ভগবান্ তাঁর ভক্তি তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কথন ॥
অন্য যত সাধ্য সাধন করি আচ্ছাদন।
এই তিনে হরে সিদ্ধসাধকের মন ॥

সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।
এই মত নানা অর্থ করিল ব্যাখ্যান ॥ ৭২ ॥
শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার।
ইহোঁত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ইহা না জানিয়া।
মহাঅপরাধ কৈলু গর্ব্বিত হইয়া ॥
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন ৭৩
দেখাইল তারে আগে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥
দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি ॥ ৭৪ ॥
প্রভুর কৃপায় তারে স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম প্রেমদান আদি বর্ণের মহত্ত্ব ॥
শতশ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারেকরিতে৭৫
শুনি প্রভু সুখে তারে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন ॥
অশ্রু কম্প স্বেদ পুলকভরে থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি ৭৬॥
দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত মন।
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ
গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভু প্রতি।
সেই ভট্টাচার্য্যের প্রভু কৈলে এই গতি ॥
প্রভু কহে তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হৈতে।
জগন্নাথ ইহারে কৃপা কৈল ভালমতে ॥
তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হৈয়া ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল ॥৭৭॥
জগৎ তারিলে প্রভু সেহো অল্পকার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য ॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥

স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা।
ভট্টাচার্য্য আচার্য্যদ্বারে ভিক্ষা করাইলা।৭৮।
আর দিনে প্রভু গেলা জগন্নাথ দর্শনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে॥
পূজারি আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন মালা পায়া প্রভু হর্ষ হৈলা॥
সেই প্রসাদান্ন মালা আঁচলে বান্ধিয়া।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হৈয়া॥
অরুণোদয় কালে প্রভুর হৈলা আগমন।
সেই কালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা।
কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাঢ়িলা॥৭৯॥
বাহিরে প্রভুর সনে হৈল দরশন।
আস্তে ব্যস্তে কৈল প্রভুর চরণবন্দন॥
বসিতে আসন দিয়া দোঁহেত বসিলা।
প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তাঁর হস্তে দিলা॥
প্রসাদ পায়া ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হইল।
সন্ধ্যা স্নান দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল॥
চৈতন্যপ্রসাদে মনের জাড্য সব গেল।
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল॥ ৮০॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥ ১৮॥

শুষ্কং (রসবিহীনং) পর্য্যুসিতং (পূর্ব্বদিনপক্কং) দূরদেশতঃ নীতম্ (আনীতং) প্রাপ্তমাত্রেণ (যদাপ্নুয়াৎ তদৈব) ভোক্তব্যম্ অত্র (মহাপ্রসাদভোজন বিষয়ে) কালবিচারণা (নিত্যনৈমিত্তিকাদ্যাবশ্যক কর্ম্মাপেক্ষা) ন॥ ১৮॥

শুষ্ক হউক, পর্য্যুসিত হউক বা দূরদেশ হইতে আনীত হউক, প্রাপ্ত মাত্রেই মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিবে; ইহাতে কালবিচার করিবে না॥ ১৮॥

তথাহি তত্রৈব—

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥ ১৯॥

তত্র (মহাপ্রসাদভোজনে) দেশনিয়মঃ (শুদ্ধ্যশুদ্ধি-স্থান-বিচারঃ) ন তথা কালনিয়মঃ (যোগ্যাযোগ্যত্ব বিচারঃ) ন প্রাপ্তম্ অন্নং (মহাপ্রসাদং) দ্রুতং (তৎক্ষণমেব) শিষ্টৈঃ (বৈদিকাচারসম্পন্নৈঃ জনৈঃ) ভোক্তব্যম্ (ইতি) হরিঃ (স্বয়মেব) অব্রবীৎ॥ ১৯॥

মহাপ্রসাদ ভোজন বিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই, প্রাপ্তমাত্রেই ভোজন করিবে, ইহা শ্রীহরি বলিয়াছেন॥ ১৯॥

দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হয়া কৈলা তারে আলিঙ্গন॥
দুই জন ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন।
দোঁহার স্পর্শেতে দোঁহার প্রফুল্ল হৈল মন
স্বেদ কম্প অশ্রু দোঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হয়া প্রভু কহিতে লাগিলা॥৮১॥
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিলুঁ ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিলুঁ বৈকুণ্ঠে আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥৮২॥
আজি নিষ্কপটে তুমি হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হৈলা তোমারে সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমারমন।
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥৮৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্—

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ ২০ ॥

সঃ এব অনন্তঃ ভগবান্ যেষাং দয়য়েৎ (দয়াং কুর্য্যাৎ, তে চ) যদি নির্ব্যলীকং (নিষ্কপটং যথা-স্যাৎ তথা) সর্ব্বাত্মনা (জ্ঞানকর্ম্মাদি নিরপেক্ষতয়া সর্ব্বতোভাবেন) আশ্রিতপদঃ (আশ্রিত চরণাঃ ভবন্তি) তে দুস্তরাং (তর্ত্তুমশক্যামপি) দেবমায়াং (দেবস্য ভগবতঃ মায়াম্) অতিতরন্তি চ এষাম্ (অকপটেন ভগবচ্চরণাশ্রিতানাং) শ্বশৃগালভক্ষ্যে (শ্বশৃগালানাং ভক্ষ্যে দেহে) মমাহং (মমেতি অহমিতি চ) ইতি ধীঃ (বুদ্ধিঃ) ন (ভবতি)॥ ২০ ॥

সেই অনন্ত ভগবান্ যাঁহাদিগকে কৃপা করেন, তাঁহারা যদি সর্ব্বতোভাবে অকপটে তাঁহার চরণতরি আশ্রয় করেন, তবে দুস্তর মায়াসাগর পার হইতে ও তাঁহার তত্ত্ব বিদিত হইতে পারেন। আর তাঁহাদিগের শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য এই পাঞ্চভৌতিক দেহে অহং মমতাও থাকে না ॥ ২০ ॥

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজস্থানে।
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে
চৈতন্যচরণ বিনে নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনু নাহি করে শাস্ত্রের ব্যাখ্যান ॥
গোপীনাথাচার্য্য তার বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
হরি হরি বলি নাচে করতালি দিয়া ॥৮৪॥
আর দিন ভট্টাচার্য্য চলিলা দর্শনে।
জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভু স্থানে ॥
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্বের দুর্ম্মতি ॥
ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম সংকীর্ত্তন ॥ ৮৫ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং সপ্তমে তৃতীয়শ্লোকধৃতো বৃহন্নারদীয় বচনম্—
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥২১

এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার
শুনি ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার ॥
গোপীনাথাচার্য্য কহে পূর্ব্বে যে কহিল।
শুন ভট্টাচার্য্য তোমার সেইত হইল ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে ॥
তুমি মহাভাগবত আমি তর্ক-অন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে৮৬
বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
কহিল যায়া কর জগন্নাথ দরশন ॥
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লয়া।
ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া।
উত্তম উত্তম প্রসাদ তাহা যে পাইল।
নিজ বিপ্র হাতে দুই জন সঙ্গে দিল ॥
নিজ দুই শ্লোক লেখি এক তালপাতে।
প্রভুকে দিহ বলি দিল জগদানন্দ হাতে৮৭
প্রভুস্থানে আইলা দোঁহে প্রসাদ পত্রী লয়া
মুকুন্দ দত্ত পত্রী বাচিল তাব ঠাঁঞি পায়া
দুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিয়া রাখিল।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুরে লয়া দিল ॥
প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র চিরিয়া ফেলিল।
ভিত্তে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠ কৈল৮৮

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে দ্বাত্রিংশাঙ্কধৃতৌ সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যকৃতৌ শ্লোকৌ—

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ২২ ॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥ ২৩ ॥

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থং (বৈরাগ্যং প্রপঞ্চবস্তুষনাসক্তিঃ, বিদ্যা ভগবত্তত্ত্বানুভবঃ, নিজভক্তিযোগঃ প্রেমভক্তিঃ তেষাং শিক্ষার্থং স্বয়ম্ অনুষ্ঠায় পরান্ শিক্ষয়িতুম্ উপদেষ্টুম্) একঃ (স্বজাতীয় বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যঃ) পুরাণঃ (পুরাপি নব ইতি নির্ব্বিকারঃ) কৃপাম্বুধিঃ পুরুষঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব শরীরং ধর্ত্তুং প্রকটয়িতুং শীলমস্যেতি) অহং তং প্রপদ্যে ॥ ২২ ॥

কালাৎ (কাল প্রভাবাৎ) নষ্টং (সাধারণলোকলোচনাগোচরং) নিজং ভক্তিযোগং প্রাদুষ্কর্ত্তুং (প্রকটয়িতুং) কৃষ্ণচৈতন্যনামা (সন্) আবির্ভূতঃ তস্য পাদারবিন্দে চিত্তভৃঙ্গঃ গাঢ়ং গাঢ়ং (গাঢ়তা প্রকারেণ) লীয়তাং (লীনো ভবতু) ॥২৩॥

বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজ ভক্তিযোগ আপামরগণকে শিক্ষা দিবার জন্য যে পুরাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ দয়া পরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীর ধারণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাগত হইলাম। কালবশে বিলুপ্ত নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশ করিবার জন্য যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন, আমার চিত্তভ্রমর তাঁহার পাদপদ্মে গাঢ়রূপে লীন হউক ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

এই দুই শ্লোক ভক্তকণ্ঠে রত্নহার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার ॥
সার্ব্বভৌম হৈল প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনে সেবা নাহি জানে আন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম ॥
একদিন সার্ব্বভৌম প্রভুস্থানে আইলা।
নমস্কার করি শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥
ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পড়িলা।
শ্লোকশেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা। ৮৯

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকঃ—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভি র্ব্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ২৪ ॥

তৎ (তস্মাৎ) তে অনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণঃ (প্রতীক্ষমাণঃ) আত্মকৃতং (স্বার্জ্জিতং) বিপাকং (কর্ম্মফলম্, অনাসক্তঃ সন্) ভুঞ্জানঃ এব হৃদ্বাগ্বপুর্ভিঃ তে (তুভ্যং) নমঃ বিদধৎ যঃ জীবেত সঃ ভক্তিপদে দায়ভাক্ (ভবতি) ॥ ২৪ ॥

হে প্রভো! যে জন নিখিল কার্য্যে তোমার করুণা অবলোকন করতঃ কায়মনোবাক্যে তোমায় নমস্কার করিয়া তোমার অনুকম্পা প্রতীক্ষায় জীবিত থাকিবে, সেই তোমার দয়াধিকার প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥

প্রভু কহে মুক্তিপদে ইহা পাঠ হয়।
ভক্তিপদে কেনে পড় কি তোমার আশয় ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভক্তি নহে মুক্তি ফল।
ভগবদ্ভক্তি বিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥

কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদিক করে তার সনে॥
সেই দুয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি।
তার মুক্তি ফল নহে যেই করে ভক্তি॥৯০॥
যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ পরকার।
সালোক্য সামীপ্যসারূপ্যসার্ষ্টি সাযুজ্যআর
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥৯১॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয় তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্ম ঈশ্বর সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার॥৯২॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে পঞ্চত্রিংশশ্লোক-ধৃতঃ শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্ —

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥২৫

প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥
মুক্তি পদে যাঁর সেই মুক্তিপদ হয়।
নবম পদার্থ মুক্তের কিম্বা সমাশ্রয়॥৯৩॥
দুই অর্থে কৃষ্ণ কহে কাহে পাঠ ফিরি।
সার্ব্বভৌম কহে ও শব্দ কহিতে না পারি॥
যদ্যপি তোমার অর্থ দুই, শব্দ কয়।
তথাপি অশ্লীলদোষ কহনে না যায়॥৯৪॥
যদ্যপি মুক্তি শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি।
রূঢ়ি বৃত্ত্যে করে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি॥
মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস॥৯৫॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
যে ভট্টাচার্য্য পড়ে, পড়ায় মায়াবাদ।
তাঁর হেন বাক্য স্ফুরে চৈতন্যপ্রসাদ॥
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে॥
ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥৯৬॥
কাশীমিশ্র আদি করি নীলাচলবাসী।
শরণ লইল সবে প্রভুপদে আসি॥
সে সকল কথা আগে করিব বর্ণন।
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন॥
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা নির্ব্বাহন।
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন॥৯৭॥
এই প্রভুর লীলা সার্ব্বভৌমের মিলন।
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ॥
জ্ঞানকর্ম্ম-পাশ হৈতে হয় বিমোচন।
অচিরাৎ পায় সেই চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥৯৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমোদ্ধারণ নাম ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ॥৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলাল-পদারবিন্দসেবি-বিনোদবিহারিগোস্বামি কৃতান্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী-সমন্বিত শ্রীসার্ব্বভৌমোদ্ধারণ নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ॥৬॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।
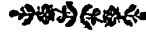
অনুবাদন —

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ॥১॥

যঃ দয়ার্দ্রধীঃ (দয়য়া দ্রবীভূতা ধীঃ বুদ্ধিঃ যস্য সঃ) বাসুদেবং (কুষ্ঠাক্রান্তং তথানামং বিপ্রং) নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার তং ধন্যং চৈতন্যং নৌমি॥ ১ ॥

যিনি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বাসুদেব নামক বিপ্রকে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করতঃ সুরূপ সম্পন্ন এবং ভক্তি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছেন, আমি সেই ধন্য শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করি॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল॥
মাঘ-শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥১॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে তাঁহা বহু নৃত্য গীত কৈল॥
চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌমবিমোচন।
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥
নিজগণ আনি কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করে সবারে শ্রীহস্তে ধরিয়া॥২॥
তোমা সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ ছাড়াযায়,তোমাসবাছাড়িতেনাপারি
তুমি সব এই আমার বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইহা আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে॥
এবে সবা স্থানে মুঞি মাগো এই দানে।
সবে মেলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে॥৩॥
বিশ্বরূপ-উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ॥
বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করে এই ছল॥৪॥
শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাদুঃখ।
বজ্র যেন মাথায় পড়ে শুখাইল মুখ॥
নিত্যানন্দ প্রভু কহে ঐছে কাহে হয়।
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয়॥
এক দুই সঙ্গে চলু না পড় হঠরঙ্গে।
যারে কহ এক দুই সেই চলু সঙ্গে॥
দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে চলি প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি॥
প্রভু কহে আমি নর্ত্তক তুমি সূত্রধার।
যৈছে তুমি নাচাহ তৈছে নর্ত্তন আমার॥
সন্ন্যাস করি আমি চলিলাঙ বৃন্দাবন।
তুমি আমা লৈয়া আইলা অদ্বৈতভবন॥৪॥
নীলাচল আসিতে তুমি ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড
তোমা সবার গাঢ়স্নেহে আমার কার্য্যভঙ্গ
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে॥
কভু যদি ইঁহার বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন আমায়নাহিকহেকথা॥
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাসধর্ম্ম।
তিনবার শীতে স্নান ভুমিতে শয়ন॥

অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ কিছু নাহি কহে মুখে।
ইহার দুঃখ দেখি আমার দ্বিগুণ হয় দুঃখে ॥৫॥
আমি ত সন্ন্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি ॥
ইহার অগ্রেতে আমি না জানি ব্যবহার।
ইহাঁরে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার ॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইহাঁর কৃষ্ণকৃপা হইতে।
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে ॥৬॥
তাতে তুমি সব ইহা রহ নীলাচলে।
দিনকথো আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে ॥
ইহা সবার বশ প্রভু হয় যে যে গুণে।
দোষারোপ ছলে করে গুণ আস্বাদনে ॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য অকথ্য কথন।
আপনে বৈরাগ্য দুঃখ করেন সহন ॥
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায় ॥৭॥
গুণে দোষোদ্গার ছলে সবা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া ॥
তবে চারি জন বহু বিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কিছু না মানিল ॥
তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ সুখ হউক সেই কর্ত্তব্য আমার ॥
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আরবার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার ॥ ৮ ॥
কৌপীন বহির্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু নাহি সঙ্গে যাবে এই মাত্র ॥
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে ॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্র বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ ॥
কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন ॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে ॥৯॥
তবে তার বাক্যে প্রভু কৈল অঙ্গীকারে।
তাহা সবা লয়া গেলা সার্ব্বভৌম ঘরে ॥
নমস্করি সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল।
সবাকারে মিলি প্রভু আসনে বসাইল ॥
নানা কৃষ্ণবার্ত্তা কহি প্রভু কহিল তাহারে।
তোমার ঠাঞি আইলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥
সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তার অন্বেষণে ॥
আজ্ঞা দেহ দক্ষিণে আমি অবশ্য চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে শুভে লেউটি আসিব ॥১০॥
শুনি সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ উত্তর ॥
বহুজন্ম পুণ্যফলে পাইলু তোমার সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিব বিভঙ্গ ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি,তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিনকথো রহ, দেখি তোমার চরণ ॥
তাহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন।
রহিলা দিবস কথো না কৈলা গমন ॥১১॥
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করে নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি প্রভুকে করায় ভোজন ॥
তাহার ব্রাহ্মণী তার নাম ষাঠীর মাতা।
রান্ধি ভিক্ষা দেন তেঁহো আশ্চর্য্য তাঁর কথা ॥
আগেত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ যাত্রা সমাচার ॥১২
দিন চারি রহি প্রভু ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আর দিনে ॥
প্রভুর আগ্রহে ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলা।
প্রভু তেহোঁ জগন্নাথ-মন্দিরে আইলা ॥

দর্শন করি ঠাকুর-পাশ আজ্ঞা মাগিল।
পূজারী প্রভুরে মালা প্রসাদ আনি দিল॥
আজ্ঞা মালা পায়া হর্ষে নমস্কার করি।
আনন্দে দক্ষিণ দেশ চলিলা গৌরহরি॥১৩॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর যত নিজগণ।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন॥
সমুদ্র তীরে তীরে আলালনাথ-পথে।
সার্ব্বভৌম কহিলা আচার্য্য-গোপীনাথে॥
চারি কৌপীন বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা প্রসাদান্ন লঞা আইস বিপ্রদ্বারে॥
তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে মোর এই নিবেদনে॥
রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে॥
শূদ্র বিষয়ি জ্ঞানে তারে উপেক্ষা না করিবে
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥১৪॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক-ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্য ভক্তিরস দুয়ের তিঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্যচেষ্টা তার না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি বৈষ্ণব বলিয়া॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিল তার তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তার যেমন মহত্ত্ব॥১৫॥
অঙ্গীকার করি প্রভু তাহার বচন।
তারে বিদায় দিতে তারে কৈল আলিঙ্গন॥
ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে॥
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাহা পড়িলা সার্ব্বভৌম॥
তারে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত মন॥

মহানুভাবের স্বভাব এই মত হয়।
পুষ্পসম কোমল কঠিন বজ্রময়॥১৬॥

তথাহি ভবভূতিকৃত বীরচরিত্রস্য উত্তরচরিতে তৃতীয়াঙ্কে ত্রয়োবিংশশ্লোকঃ—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥২

বজ্রাৎ অপি কঠোরাণি কুসুমাৎ অপি মৃদূনি॥ লোকোত্তরানাম্ (অলৌকিকানাং) চেতাংসি (অন্তঃকরণানি) বিজ্ঞাতুং কঃ হি ঈশ্বরঃ (সমর্থঃ)॥২॥

বজ্র হইতে কঠিন ও পুষ্প হইতে কোমল মহানুভবগণের চিত্ত জানিতে কে সমর্থ?॥২॥

নিত্যানন্দ-প্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইল।
তার লোকসঙ্গে তার ঘরে পাঠাইল॥
ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ।
বস্ত্র প্রসাদ লয়া তাবৎ আইলা গোপীনাথ॥
সবা সঙ্গে তবে প্রভু আলালনাথ আইলা।
নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা॥
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈল কথোক্ষণ।
দেখিতে আইল তাহা বৈসে যত জন॥১৭॥
চতুর্দ্দিকের লোক সব বলে হরি হরি।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি॥
কাঞ্চন সদৃশ দেহ অরুণ বসন।
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ তাহাতে ভূষণ॥
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার।
যত লোক আইসে কেহো নাহি যায় ঘর॥
কেহো নাচে কেহো গায় শ্রীকৃষ্ণগোপাল।
প্রেমে ভাসিল লোক স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা বাল॥১৮॥
দেখি নিত্যানন্দ-প্রভু কহে ভক্তগণে।
এইরূপ নৃত্য আগে হবে গ্রামে গ্রামে॥

অতিকাল হৈল লোক ছাড়িয়া না যায়।
তবে নিত্যানন্দ গোসাঞিঃ সৃজিল উপায়॥
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইয়া।
তাহা দেখি লোক আইসে চৌদিগে ধাইয়া॥
মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতা মন্দিরে।
নিজগণ প্রবেশি কবাট দিল দ্বারে॥
তবে গোপীনাথ দুই প্রভুকে ভিক্ষা করাইল
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সবে বাঁটি খাইল॥১৯
শুনি শুনি লোক সব আসি বহির্দ্বারে।
হরি হরি বলি লোক কোলাহল করে॥
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন॥
এই মত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক আইসে যায়।
বৈষ্ণব হইল লোক সবে নাচে গায়॥
এইরূপে সেই ঠাঞিঃ ভক্তগণ সঙ্গে।
সেই রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথারঙ্গে॥২০॥
প্রাতঃকালে স্নান করি করিল গমন।
ভক্তগণে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন॥
মূর্চ্ছিত হইয়া সবে ভূমিতে পড়িলা।
তাহা সবা পানে প্রভু ফিরি না চাহিলা॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হয়া।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় পাত্র বস্ত্র লয়া॥
ভক্তগণ উপবাসী তাহাঞিঃ রহিলা।
আর দিন দুঃখী হয়া নীলাচলে আইলা॥
মত্ত সিংহ-প্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম সংকীর্ত্তন॥২১॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্যম্।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং॥
রামরাঘবরামরাঘবরামরাঘব রক্ষমাং।
কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব পাহিমাং॥২২

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বোল হরি হরি।
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥২৩॥
সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন।
কৃষ্ণবলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে, কহ কৃষ্ণ নাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজগ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে দেখে আইসে যত জন।
তাঁহার দর্শন কৃপায় হয় তাঁর সম॥
সেই যাই গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয়।
অন্য গ্রামী আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ।
এই মত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণদেশ॥২৪॥
এইমত পথে যাইতে শত শত জন।
বৈষ্ণব করেন তারে করি আলিঙ্গন॥
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করে যার ঘরে।
সেই গ্রামের লোক আইসে প্রভু দেখিবারে॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সে সব আচার্য্য হয়া তারিল জগত॥২৫॥
এই মত যাবৎ প্রভু গেলা সেতুবন্ধে।
সব দেশ ভক্ত হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে॥
প্রভুরে যে ভজে তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এ সব লীলা সত্য করি লয়॥
অলৌকিক লীলাতে যার না জন্মে বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥ ২৬॥

প্রথমে কহিল প্রভুর যেরূপে গমন।
এইরূপ জানিহ যাবৎ দক্ষিণভ্রমণ ॥
এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থান।
কূর্ম্ম দেখি তাঁরে কৈল স্তবন প্রণাম ॥
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য গীত কৈলা
দেখি সর্ব্ব লোকের চিত্তে চমৎকার হৈলা॥
আশ্চর্য্য শুনি সব লোক আইল দেখিবারে
প্রভু-রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকারে ॥
দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা বলে কৃষ্ণ হরি।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধ বাহু করি॥২৭॥
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম ॥
এই মত পরম্পরায় সব দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥
কথোক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিল।
কূর্ম্মে সেবক বহু সম্মান করিল ॥
যেই যেই ক্ষেত্র যান তাহা এই ব্যবহার।
এক ঠাঞি কহিল না কহিব আরবার ॥
কূর্ম্মনামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধা ভক্ত্যে প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল, বংশ সহ করিল ভক্ষণ ॥ ২৮ ॥
অনেক প্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোসাঞির প্রসাদান্ন সবংশে খাইল ॥
যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে।
আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম কুলধর্ম্ম ॥
কৃপা কর মহাপ্রভু যাও তোমার সঙ্গে।
সহিতে না পারি দুঃখ বিষয়তরঙ্গে ॥ ২৯ ॥
প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা ॥
যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হয়া তার এই দেশ ॥
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥
এইমত যার ঘরে প্রভু করে ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে তারে করান এই শিক্ষা ॥৩০
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে।
যার ঘরে ভিক্ষা করে দুই চারিস্থানে ॥
কূর্ম্মে যৈছে রীত ঐছে কৈল সর্ব্বঠাঞি।
নীলাচল পুনঃ যাবৎ না আইলা গোসাঞি ॥
অতএব ইহাঁ কহিল করিয়া বিস্তার।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার ॥
এইমত সেই রাত্রি তাঁহাই রহিলা।
স্নান করি প্রভু প্রাতঃকালে ত চলিলা ॥
প্রভু অনুব্রজি কূর্ম্ম বহুদূর গেলা।
প্রভু তারে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা ॥৩১॥
বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ সেহো কিড়াময় ॥
অঙ্গ হৈতে সেই কিড়া ভূমি পড়ি যায়।
উঠাইয়া সেই কীট রাখে সেই ঠাঁয় ॥
রাত্রিতে শুনিল তেঁহো গোসাঞির আগমন।
দেখিতে আইলা প্রাতে কূর্ম্মের ভবন ॥৩২॥
প্রভুর গমন কূর্ম্ম মুখেতে শুনিয়া।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলা।
সেই ক্ষণে আসি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা ॥
প্রভুর স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূর গেল।
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥
প্রভুর কৃপা দেখি তার বিস্ময় হৈল মন।
শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করয়ে স্তবন ॥৩৩॥

তথাহি আদিলীলায়াং সপ্তদশে তৃতীয়শ্লোক-ধৃতঃ শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ৩ ॥

বহু স্তুতি করি কহে শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতেই হয় ॥
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥৩৪॥
প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান
নিরন্তর লহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ॥
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিব অঙ্গীকার ॥
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে।
দুই বিপ্রে গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে॥ ৩৫॥
বাসুদেব উদ্ধার এই কহিল আখ্যান।
বাসুদেবামৃতপ্রদ হইল প্রভুর নাম ॥
এইত কহিল প্রভুর প্রথম গমন।
কূর্ম্ম-দরশন বাসুদেব-বিমোচন ॥
শ্রদ্ধা করি করে যেই এ লীলা শ্রবণ।
অবিলম্বে মিলে তারে চৈতন্যচরণ ॥ ৩৬ ॥
চৈতন্যলীলার আদি অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি ॥
ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভক্তগণ।
তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীবাসুদেবোদ্ধারনাম সপ্তম
পরিচ্ছেদ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলাল-পদারবিন্দসেবি-
বিনোদবিহারিগোস্বামি কৃতান্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী-সমন্বিত
শ্রীবাসুদেবোদ্ধার নাম সপ্তম পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য—
সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্তমেঘে স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনাবিতীর্ণৈস্তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রযাতি।

গৌরাব্ধিঃ (গৌর এব প্রেমসমুদ্রঃ) রামাভিধ-ভক্তমেঘে (রামানন্দরায়ঃ নামকঃ এব ভক্তমেঘঃ সিদ্ধান্তামৃতসেচকঃ তস্মিন্) স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি সঞ্চার্য্য অমুনা (রামানন্দমেঘেন) এতৈঃ (স্বভক্তিসিদ্ধান্তামৃতৈঃ) বিতীর্ণৈঃ (বিস্তীর্ণৈঃ) তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং (তানি সিদ্ধান্তচয়ামৃতানি জানন্তি যে তে এব তজ্জ্ঞাঃ তেষাং স্বরূপঃ তজ্জ্ঞত্বং বোধঃ স এব রত্নং তস্য আলয়তাং) প্রযাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১ ॥

শ্রীগৌররূপ সিন্ধু রামানন্দ রায় নামক ভক্তরূপ মেঘে স্বভক্তি সিদ্ধান্তরূপ অমৃত

সঞ্চার করত: তৎকর্তৃক বর্দ্ধিত সেই সিদ্ধান্তামৃত দ্বারা সিদ্ধান্তবোধ স্বরূপ রত্নগণের আলয় হইলেন।। ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পূর্ব্ব-রীতে প্রভু আগে করিল গমনে।
জিয়ড় নৃসিংহ-ক্ষেত্রে গেলা কথোদিনে ॥১॥
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য গীত স্তুতি ॥
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখ পদ্মভৃঙ্গ ॥ ২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকস্য শ্রীস্বামি কৃত টীকায়াং ধৃতাগমঃ—
উগ্রো-হপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানা-মন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥ ২ ॥

স্বপোতানাং (সম্বন্ধে শান্তোঽপি) অন্যেষাং (গজাদীনাং সম্বন্ধে) উগ্রবিক্রমঃ কেশরী ইব অয়ং নৃকেশরী (নৃসিংহঃ, অসুরাণাং সম্বন্ধে) উগ্রঃ অপি স্বভক্তানাং (সম্বন্ধে) অনুগ্রঃ (শান্তঃ) এব ॥ ২ ॥

সিংহ যেমন স্ব-সন্তানগণের নিকট অনুগ্র হইয়া অন্যের (শাবকদ্রোহিগণের) সম্বন্ধে উগ্র ; তদ্রূপ শ্রীনৃসিংহদেব স্ব ভক্তগণের সম্বন্ধে শান্তমূর্ত্তি হইয়াও অভক্তের নিকট ভয়ঙ্কর ॥ ২ ॥

এই মত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহসেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল ॥
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন ॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে।
দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান নাহি রাত্রি দিবসে ॥৩॥
পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সব লোকগণে।
গোদাবরীতীরে চলি আইলা কথোদিনে ॥
গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥
সেই বনে কথোক্ষণ করি নৃত্য গান।
গোদাবরী পার হয়া কৈল তাহা স্নান ॥৪॥
ঘাট ছাড়ি কথো দূরে জল সন্নিধানে।
বসিয়া করেন প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তনে ॥
হেন কালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায় ॥৫
তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমত কৈল তেঁহো স্নানাদি তর্পণ ॥
প্রভু তাঁরে দেখি জানিল এই রামরায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায় ॥
তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্বসন্ন্যাসিদেখিয়া ॥৬॥
সূর্য্যশতসমকান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমল লোচন ॥
দেখিয়া তাহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার ॥
উঠি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
তারে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ ॥৭॥
তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ।
তেঁহো কহে সেই হও দাস শূদ্র মন্দ ॥
তবে প্রভু কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন ॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহাআলিঙ্গিয়া দোঁহেভূমিতেপড়িলা ॥৮॥
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখে শুনি গদগদ কৃষ্ণবর্ণ ॥৯॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ গণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার ॥

এইত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্ম সম।
শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন॥
এই মহারাজ মহা পণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ॥
সুস্থ হয়া দোঁহে সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা॥১০॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণ।
মিলিতে তোমারে মোরে করিল যতন॥
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন॥১১॥
রায় কহে সর্ব্বভৌম করেন ভৃত্যজ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান॥
তার কৃপায় পাইলু তোমার চরণ দর্শন।
আজি সফল হইল মোর মনুষ্যজনম॥১২॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হয়া তাঁর প্রেমাধীন॥
কাঁহা তুমি ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর দর্শন তোমায় বেদে নিষেধয়।
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা-বেদভয়॥১৩॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দকর্ম্ম।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম।
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহা আগমন।
কৃপা করি মোরে আসি দিলা দরশন॥
মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥১৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে গর্গং প্রতি শ্রীনন্দবাক্যম্—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিনাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কচিৎ॥ ৩॥

(হে) ভগবন্! মহদ্বিচলনং (মহতাং বিচলনং স্বাশ্রমাৎ অন্যত্র গমনং ন সম্ভবতি প্রয়োজনাভাবাৎ। যদি কচিৎ গমনং ভবতি তদা) দীনচেতসাং (ব্যাকুলতয়া বিবেকে অসমর্থং চেতঃ যেষাং তেষাং) গৃহিনাং নৃণাং নিঃশ্রেয়সায় (মঙ্গলায়) কল্পতে অন্যথা (স্বপ্রয়োজনায়) ন (ঘটতে॥৩॥

হে ভগবন্! ভবাদৃশ মহান্ ব্যক্তিরা যে নিজ আশ্রম হইতে অন্যত্র গমন করিয়া থাকেন, তাহা স্বপ্রয়োজন জন্য নহে; পরন্তু দীনচিত্ত গৃহিগণের মঙ্গলেরই জন্য। অন্যথা, আপনাদিগের কোন প্রয়োজন না থাকায় তাহা ঘটিতে পারে না॥ ৩॥

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনি সবার বদনে।
সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রুনয়নে॥
আকৃতে প্রকৃতে তোমার ঈশ্বরলক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ॥১৫॥
প্রভু কহে তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন॥
আনের কা কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমিও তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সর্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥১৬॥
এইমত দোঁহে স্তুতি করে দোঁহার গুণে।
দোঁহে দোঁহা দরশনে আনন্দিত মনে॥
হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
নিমন্ত্রণ মানিল তারে বৈষ্ণব জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥

তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন ॥ ১৭ ॥
রায় কহে আইলা যদি পামর শোধিতে।
দর্শনমাত্র শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে ॥
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন ॥
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহনে না যায়।
তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রামরায় ॥ ১৮ ॥
প্রভু যাঞা সেই বিপ্র-ঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুই জনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল ॥
প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া।
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া ॥
দণ্ডবৎ কৈলা রায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জন কথা কন বসি রহঃস্থানে ॥ ১৯ ॥
প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥২০॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে অষ্টমাধ্যায়ে নবমশ্লোকঃ—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্ ॥ ৪ ॥

বর্ণাশ্রমাচারবতা (বেদপুরাণাগমাদ্যুক্তাচারবতা) পুরুষেণ পরঃ পুমান্ বিষ্ণুঃ আরাধ্যতে (এষ এব) পন্থা, অন্যঃ (শ্রুত্যুক্তধর্ম্মপরিত্যাগেন) তৎ (বিষ্ণোঃ) তোষকারণং ন (ভবতি) ॥ ৪ ॥

মনুষ্য যে বেদ, পুরাণ ও আগমোক্ত অধিকারানুরূপ বর্ণাশ্রমাচার পালন করেন, তাহাতেই পরম পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়। অতএব ইহাই বিষ্ণু সন্তোষের উপায়, এতদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ॥ ৪ ॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার ॥২১॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং নবমাধ্যায়ে সপ্তবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৫ ॥

(হে) কৌন্তেয়! যৎ (দেহমাত্রসাধকং লৌকিকং কর্ম্ম) করোষি যৎ (দেহধারণার্থম্ অন্নাদিকম্) অশ্নাসি যৎ (সৎপাত্রেভ্যঃ অন্নহিরণ্যাদিকং) দদাসি যৎ তপস্যসি (প্রত্যব্দমজ্ঞাতদুরিতক্ষয়ে চান্দ্রায়াদি আচরসি) তৎ (সর্ব্বং) মদর্পণং (যথাস্যাত্তথা) কুরুষ্ব ॥ ৫ ॥

হে অর্জ্জুন! যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোগ কর, যাহা কিছু হবন কর, যাহা কিছু দান কর, যে কোন তপস্যা কর, সে সকলই আমাতে অর্পণ কর ॥৫॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার॥২২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥৬

যঃ (জনঃ) গুণান্ (ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্) দোষান্ (তত্ত্যাগে চিত্তমালিন্যাদীন্) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) অপি ময়া (বেদরূপেণ) আদিষ্টান্ (উপাদিষ্টান্) সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মাচারণের গুণ ও তত্ত্যাগের দোষ সকল জানিয়াও বেদরূপ

আমা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সমস্ত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে ভজন করে, সেই ব্যক্তি সাধু। ৬॥

তথাহি শ্রীগীতায়াম্ অষ্টাদশাধ্যায়ে ষট্‌ষষ্টিতমশ্লোকঃ—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥৭

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য (স্বরূপতঃ ত্যক্ত্বা) মাং (সর্ব্বেশ্বরং কৃষ্ণম্) একং (নতু মত্তোঽন্যং শিতিকণ্ঠাদিং) শরণং ব্রজ (প্রপদ্যস্ব) অহং (সর্ব্বেশ্বরঃ) সর্ব্বপাপেভ্যঃ ত্বাং (শরণাগতং) মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ (অচিরায়ুষা ময়া হৃদ্বিশুদ্ধিমিচ্ছতাতিচিরসাধ্যা দুষ্করাশ্চ তে কৃচ্ছ্রাদয়ঃ কথমনুষ্ঠেয়া ইতি শোকং মা কার্ষীঃ)॥ ৭॥

হে অর্জ্জুন! সমুদায় ধর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত করিব। "অল্পায়ু দ্বারা চিরসাধ্য ও দুষ্কর কৃচ্ছ্রাদির অনুষ্ঠান কিরূপে করিব" বলিয়া শোক করিও না॥ ৭॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি সাধ্যসার॥২৩

তথাহি শ্রীগীতায়াম্ অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥৮॥

ব্রহ্মভূতঃ (সাক্ষাৎকৃতাষ্টগুণকস্বস্বরূপঃ) প্রসন্নাত্মা (ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ানাং বিগমাদেতিস্বচ্ছঃ জনঃ মদন্যান্ কাংশ্চিৎ প্রতি) ন শোচতি (চ) ন কাঙ্ক্ষতি। সর্ব্বেষু (মদন্যেষু উচ্চাবচেষু) ভূতেষু সমঃ (সন্) পরাং মদ্ভক্তিং লভতে॥ ৮॥

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি ব্রহ্মভূত এবং প্রসন্নাত্মা, তিনি আমা ভিন্ন কোন বস্তুর জন্য শোক করেন না বা আকাঙ্ক্ষাও করেন না। ক্রমে সর্ব্বভূতে সমত্ব উপস্থিত হইলে পরা মদ্ভক্তি লাভ হয়॥ ৮॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য সার॥ ২৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকে ব্রহ্মবাক্যম্—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥৯

জ্ঞানে (জ্ঞাননিমিত্তং) প্রয়াসং (শ্রমম্) উদপাস্য (দূরতঃ ত্যক্ত্বা) স্থানস্থিতাঃ (সতাং নিবাসস্থানে স্বস্থানে বা স্থিতাঃ) সন্মুখরিতাং (সদ্ভিঃ ভগবদ্ভক্তৈঃ মুখরিতাং স্বভাবত এব নিত্যং প্রকটিতাং) শ্রুতিগতাং (শ্রবণপ্রাপ্তাং) ভবদীয় বার্ত্তাং (কথাং) যে (জনাঃ) তনুবাঙ্‌মনোভিঃ নমন্তঃ (সৎকুর্ব্বন্তঃ) এব জীবন্তি (হে) অজিত! (কালকর্ম্মাদিভিরজিতঃ) অপি প্রায়শঃ ত্রিলোক্যাং তৈঃ(ত্বং) জিতঃ (বশীকৃতঃ) অসি॥ ৯॥

যাঁহারা জ্ঞানের নিমিত্ত কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া স্বস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সাধুগণ কর্ত্তৃক স্বভাবতঃ প্রকাশিত ভব-

দীয় বার্ত্তা শ্রবণ ও ঐ বার্ত্তাকেই কায়-মনোবাক্য দ্বারা সৎকার পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন; হে অজিত! তুমি কাল-কর্ম্মাদি কর্ত্তৃক অজিত হইয়াও তাঁহাদিগের দ্বারা প্রায়ই এই ত্রিলোক মধ্যে বশীভূত হইয়া থাক॥ ৯॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্যসার॥২৫॥

তথাহি পদ্যাবল্যামেকাদশাঙ্কধৃত রামানন্দ-রায়কৃত শ্লোকঃ—

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥ ১০॥

যাবৎ জঠরে জরঠা (অতিশায়িনী) ক্ষুৎ পিপাসা (চ) অস্তি তাবৎ ননু (নিশ্চিতং) ভক্ষ্যপেয়ে সুখায় ভবতঃ (তদ্বৎ) আর্ত্তবন্ধোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) উপচারকৃতপূজনং নানা (বিনা) প্রেম্ণা এব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতম্ (অনায়াসেন দ্রবীভূতং) স্যাৎ (অজাতপ্রেম্নাং সাধকানাম্ উপচারাদিভিঃ বাহ্যপূজা সুখায় ভবতি)॥ ১০॥

যে কাল পর্য্যন্ত উদরে বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, সেই কাল পর্য্যন্তই যেমন ভক্ষ্য ও পেয় বস্তু সুখদায়ক হয়, তদ্রূপ প্রেমের লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত হৃদয়ের শূন্যতা বশতঃ উপচারকৃত পূজনের যাদৃশ সুখ প্রদত্ব থাকে, প্রেম লাভ হইলে হৃদয়ের পূর্ণতা বশতঃ আর উপচার কৃত পূজনের তাদৃশ সুখপ্রদত্ব থাকে না। প্রেমিক ভক্ত, প্রেম দ্বারাই কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন॥ ১০॥

তথাহি তত্রৈব দ্বাদশাঙ্কধৃত শ্লোকঃ—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥ ১১॥

(চেৎ) যদি কুতঃ (স্থানাৎ জনাৎ বা) অপি লভ্যতে (তর্হি) কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা-মতিঃ (যুষ্মাভিঃ) ক্রীয়তাং তত্র (কৃষ্ণভক্ত্যর্জ্জনে) একলং লৌল্যং (লোভ এব) মূল্যং (তত্তু) জন্মকোটিসুকৃতৈঃ ন লভ্যতে॥ ১১॥

কৃষ্ণভক্তি রস দ্বারা ভাবিত মতি যদি কোথাও অনুসন্ধান করিয়া পাও, তবে উহা যত্ন পূর্ব্বক ক্রয় কর, উহার মূল্য একমাত্র লালসা; তদ্ভিন্ন কোটি কোটি জন্মের সুকৃতি দ্বারাও ঐ মতি লাভ করা যায় না॥ ১১॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥২৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে অম্বরীষং প্রতি দুর্ব্বাসাবাক্যম্—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে॥১২॥

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ (জীবঃ) নির্ম্মলঃ ভবতি তস্য তীর্থপদঃ (পাদে তীর্থং যস্য তস্য ভগবতঃ) দাসানাং কিং বা অবশিষ্যতে (অপি ন কিঞ্চিদেব)॥ ১২॥

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র পুরুষ নির্ম্মল হয়েন, সেই তীর্থপাদ প্রভুর দাসগণের আর কি অলভ্য থাকে?॥ ১২॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং প্রথমে দ্বাদশাঙ্কধৃত গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্॥ ১৩॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥ ২৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দশমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যম্—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ ১৪॥

ইত্থম্ (এবং প্রকারেণ) কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ (গোপবালাঃ) সতাং: (নির্ব্বিশেষজ্ঞানিনাং) ব্রহ্মসুখানুভূত্যা (ব্রহ্মসুখানুভবস্বরূপেণ) দাস্যং-গতানাং (গৌরবময়জ্ঞানসাধ্যৈশ্বর্য্যানুভব-সঙ্কুচিতচিত্তানাং) পরদৈবতেন মায়াশ্রিতানাং (ভগবন্মায়ামোহিতানাং, তৎকৃপাবিশেষম্ অবলম্বমানানাং শুদ্ধভক্তিমতাং বা) নরদারকেণ (নরদারকরূপেণ, মধুরনরাকারেণ বা, স্ফুরতা শ্রীভগবতা) সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ॥ ১৪॥

এইরূপে প্রচুর পুণ্যশালী গোপবালকগণ, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে ব্রহ্মসুখানুভবস্বরূপ, দাস্যভাব প্রাপ্ত ভক্তগণের সম্বন্ধে পরদৈবতাস্বরূপ এবং ভগবন্মায়ামোহিত ব্যক্তিগণের বা শুদ্ধ ভক্তগণের সম্বন্ধে নরবালক বা মধুরনরাকার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন॥ ১৪॥

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥২৮

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে ষট্‌চত্বারিংশশ্লোকঃ—

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥১৫॥

(হে) ব্রহ্মন্! নন্দ এবং মহোদয়ং শ্রেয়ঃ কিম্ অকরোৎ? মহাভাগা যশোদা বা (কিম্ অকরোৎ) হরিঃ যস্যাঃ স্তনং পপৌ॥ ১৫॥

হে ব্রহ্মন্! নন্দ মহাফলজনক এমন কি শ্রেয়স্কর কর্ম্ম আচরণ করিলেন, যাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলেন? আর মহাভাগা যশোদাই বা এমন কি আচরণ করিলেন, যে কারণে শ্রীহরি তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার পূর্ব্বক স্তনপান করিলেন?॥ ১৫॥

তথাহি তত্রৈব নবমাধ্যায়ে বিংশশ্লোকে শুকদেববাক্যম্—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎপ্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥১৬

বিমুক্তিদাৎ (কৃষ্ণাৎ) যৎ (যং প্রসাদং) গোপী (যশোদা) প্রাপ, তৎ (তম্) ইমং প্রসাদং ন বিরিঞ্চঃ ন ভবঃ ন শ্রীঃ অঙ্গসংশ্রয়া (জায়া) অপি লেভিরে॥ ১৬॥

বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে প্রসাদ গোপী যশোদা প্রাপ্ত হইলেন, সেই এই প্রসাদ ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও শিব আত্মীয় হইয়াও এবং লক্ষ্মী অঙ্গাশ্রিতা ভার্য্যা হইয়াও লাভ করেন নাই॥ ১৬॥

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥ ২৯

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠিতমশ্লোকঃ—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ১৭ ॥

রাসোৎসবে অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) ভুজদণ্ড-গৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং (ভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীতঃ আলিঙ্গিতঃ কণ্ঠঃ যেন তেন লব্ধাঃ আশিষাঃ মনোরথাঃ যাভিঃ তাসাং) ব্রজসুন্দরীণাং য অয়ং প্রসাদঃ উদগাৎ (আবির্বভূব, স ভগবৎ-প্রসাদঃ) নলিনগন্ধরুচাং (নলিনস্যেব গন্ধো রুক্ কান্তিশ্চ যাসাং তাসাং) স্বর্যোষিতাং ন (অভূৎ) উ (অহো) অঙ্গে (বক্ষসি) নিতান্তরতেঃ (একান্ত-রতিমত্যাঃ) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্মাঃ অপি অয়ং প্রসাদঃ নাভূৎ) অন্যাঃ (স্ত্রিয়ঃ তু) কুতঃ (এবং প্রসাদ-বিষয়াঃ স্যুঃ) ॥ ১৭ ॥

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড দ্বারা কণ্ঠে গৃহীত ও তদ্দ্বারা লব্ধ মনোরথ হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্যান্য কামিনীর কথা দূরে থাকুক, পদ্মগন্ধা ও কমলকান্তি স্বর্গ কামিনীরাও সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই; এবং বক্ষঃস্থলে একান্তরতিমতী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও সেই প্রসাদ পান নাই ॥ ১৭ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং, পঞ্চমে একবিংশ-শ্লোকধৃতঃ শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তারতম ॥৩০

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে পঞ্চমশ্লোকধৃতঃ রসামৃতোক্ত শ্রীরূপগোস্বামিবচনম্—

যথোত্তরমসৌ স্বাদু বিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥১৯॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য় ।
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতিরসে।
শান্তদাস্য,সখ্যবাৎসল্যেরগুণমধুরেতেবৈসে
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥৩১॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥৩২

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে তৃতীয়শ্লোক-ধৃতঃ শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

ময়ি ভক্তি র্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥২০॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥৩৩

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে দ্বিতীয়শ্লোক-ধৃতঃ শ্রীগীতাবচনম্—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২১ ॥

এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে ॥ ৩৪ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে একোনত্রিংশঃ-শ্লোকধৃতঃ শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২২ ॥

যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥৩৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠ-শ্লোকঃ—
তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥২৩॥

তত্র (রাসমণ্ডলে) হৈমানাং (সুবর্ণরচিতানাং) মণীনাং (দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ) মধ্যে মহামারকতঃ যথা (ইব) তাভিঃ (গোপীভিঃ বৃতঃ) ভগবান্ দেবকীসুতঃ অতিশুশুভে ॥ ২৩ ॥

সুবর্ণ দ্বারা রচিত দুইটি দুইটি মণির মধ্যে এক একটি ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় যশোদানন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ রাসমণ্ডল মধ্যে গোপীমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৩॥

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥৩৬॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে একোনচত্বারিংশশ্লোকধৃতঃ পদ্মপুরাণ বচনম্—

যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ২৪ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে চতুর্দ্দশশ্লোকধৃতঃ শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—
অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ২৫ ॥

প্রভু কহে আগে কহ শুনি পাইয়ে সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে ॥
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে
রাধা লাগিগোপীরেযদিসাক্ষাৎকরেত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥৩৭
রায় কহে তাঁহার শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধা প্রেমের উপমা ॥
গোপীগণের রাসনৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িঞা।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিঞা॥৩৮

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে একচত্বারিংশশ্লোকধৃতঃ গীতগোবিন্দোক্ত জয়দেববাক্যম্—
কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥২৬॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে তৃতীয়সর্গে দ্বিতীয়-শ্লোকঃ—
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ ২৭ ॥

অনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ (কামবাণব্রণেন খিন্নং মানসং যস্য সঃ) কৃতানুতাপঃ (অহো তস্যাঃ সর্ব্বোত্তমতাং জানতাপি মন্দধিয়া ময়া কথমেবং কৃতমিতি কৃতঃ পশ্চাত্তাপো যেন সঃ) স (এব) মাধবঃ (রাধানুরাগতজ্জচিন্তাকুলঃ) ইতস্ততঃ তাং রাধিকাম্ অনুসৃত্য (অন্বিষ্য) কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে (কলিন্দনন্দিন্যাঃ যমুনায়াঃ তটপ্রান্তকুঞ্জে) বিষসাদ (বিষাদং চকার)॥ ২৭ ॥

অনঙ্গশরাঘাতে খিন্নমনা এবং অনুতাপকারী শ্রীকৃষ্ণ ইতস্ততঃ শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করতঃ যমুনার তটপ্রান্তকুঞ্জে বিষাদ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥
শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধাপাশ ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥ ৩৯ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে ত্রিচত্বারিংশশ্লোকঃ—

অহেরিব গতি প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥২৮

অহেঃ (সর্পস্য) ইব প্রেম্ণঃ গতিঃ স্বভাব-কুটিলা ভবেৎ। অতঃ হেতোঃ অহেতোঃ চ যূনোঃ (নায়িকানায়কয়োঃ) মান উদঞ্চতি ॥২৮॥

সর্পের ন্যায় প্রেমের স্বভাবতই কুটিলগতি। এই নিমিত্ত কোন কারণ থাকুক বা না থাকুক, নায়ক ও নায়িকার সহজেই মানের উদয় হইয়া থাকে ॥২৮॥

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি ॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনায় একা রাধিকা শৃঙ্খলা ॥
তাহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিত্তে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥৪০
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হয়া ॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥৪১॥
প্রভু কহে যে লাগি আইলাঙতোমাস্থানে।
সেই সব রসবস্তু-তত্ত্ব হৈল জ্ঞানে ॥
এইত জানিল সেব্য সাধ্যের নির্ণয়।
আগেআরকিছুআমারশুনিতেমন হয় ॥৪২॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা-স্বরূপ।
রস কোন তত্ত্ব, প্রেম কোন তত্ত্ব রূপ ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমাবিনেইহাকেহোনিরূপিতেনারে॥৪৩॥
রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী ॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট ॥
হৃদয়ে প্রেরণ করি জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥৪৪
প্রভু কহে মায়াবাদী আমিত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি ॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হৈল।
কৃষ্ণভক্তি তত্ত্ব কথা তাহারে পুছিল ॥
তেহো কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানেনতেঁহোনাহিএথা ॥৪৫
তোমাস্থানেআইলাঙতোমারমহিমাশুনিয়া
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া ॥
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ ৪৬॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন ॥
যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে।
তার মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানি তেঁহো রায়ের মন হৈল টলমল ॥৪৭
রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার ॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহা উচ্চারী॥৪৮
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥
সচ্চিদানন্দ তনু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ ॥ ৪৯ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং দ্বিতীয়ে অষ্টাদশশ্লোকধৃতঃ ব্রহ্মসংহিতাবচনম্—
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ২৯ ॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীনমদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন ॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষান্মন্মথমদন ॥ ৫০ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং পঞ্চমে একবিংশশ্লোকধৃতঃ শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ৩০ ॥

নানাভক্তে রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥ ৫১ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ প্রথমলহর্য্যাং প্রথমশ্লোকঃ—
অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃপ্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥৩১॥

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ (অখিলাঃ রসাঃ বক্ষ্যমাণাঃ শান্তাদ্যাঃ দ্বাদশরসাঃ যস্মিন্ তাদৃশম্ অমৃতং পরমানন্দঃ এব মূর্ত্তিঃ যস্য সঃ) প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ (প্রসৃমরাভিঃ প্রসরণশীলাভিঃ রুচিভিঃ কান্তিভিঃ রুদ্ধে বশীকৃতে তারকাপালী যেন সঃ) কলিতশ্যামাললিতঃ (কলিতে আত্মসাৎকৃতে শ্যামা শ্যামলা ললিতা চ যেন সঃ) রাধাপ্রেয়ান্ (রাধায়াঃ প্রেয়ান্ অতিশয়েন প্রীতিকর্ত্তা) বিধুঃ (বিধুনোতি খণ্ডয়তি সর্ব্বদুঃখম্ অতিক্রামতি সর্ব্বঞ্চেতি, যদ্বা বিদধাতি করোতি সর্ব্বসুখং সর্ব্বঞ্চেতি) জয়তি।

শ্লেষার্থ—অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ (অখিলঃ অখণ্ডঃ রসঃ আস্বাদঃ যত্র তাদৃশম্ অমৃতং পীযূষং তদাত্মিকৈব মূর্ত্তিঃ মণ্ডলং যস্য সঃ) প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ (প্রসৃমরাভিঃ রুচিভিঃ কান্তিভিঃ রুদ্ধা আবৃতা তারকাণাং পালিঃ শ্রেণী যেন সঃ। ইতি পূর্ব্ববৎ নিজকান্তিবশীকৃত-কান্তিমতীগণ-বিরাজমানত্বাংশেনাপি জ্ঞেয়ং) কলিতশ্যামাললিতঃ (কলিতম্ উরীকৃতং শ্যামায়াঃ রাত্রেঃ ললিতং বিলাসঃ যেন স ইতি রাত্রিবিলাসিত্বেনাপি জ্ঞেয়ং) রাধাপ্রেয়ান্ (রাধায়াং বিশাখানাম্ন্যাং তারায়াং প্রেয়ান্ অধিকপ্রীতিমান্। ঋতুরাজপূর্ণিমায়াং তদনুগামিত্বাৎ ইতি তদনুগতিমাত্রসাধ্যত্ববৈভববিজ্ঞত্বাংশেনাপি জ্ঞেয়ং) বিধুঃ (পূর্ণচন্দ্রঃ) জয়তি (সর্ব্বত উৎকর্ষেণ বর্ত্তত) ॥ ৩১ ॥

যাঁহার আনন্দময় মূর্ত্তি শান্তাদি দ্বাদশ রসের আশ্রয়স্বরূপ, যাঁহার অতুল কান্তি বিস্তার অবলোকন করিয়া তারকা ও পালিকা নাম্নী গোপীদ্বয় বিমুগ্ধ হইয়াছেন এবং যিনি শ্যামা ও ললিতাকে আত্মগত করিয়াছেন; শ্রীরাধার পরম প্রীয়ভাজন নিখিল সুখ-বিধানকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥

শ্লেষার্থ—যাঁহার মূর্ত্তি-নিঃসৃত অমৃত ধারাকে জীবগণ অখণ্ডরূপে আস্বাদন করে, যিনি স্বীয় প্রসরণশীল কিরণসমূহ দ্বারা তারকানিকরে আবৃত থাকেন এবং যিনি যামিনী কামিনীর সহিত বিলাস অঙ্গীকার করিয়াছেন, তারাসুন্দরী বিশাখার পরম প্রেমাস্পদ সেই পূর্ণচন্দ্রই জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩১ ॥

শৃঙ্গার রসরাজময়মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর ॥ ৫২ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে দ্বিচত্বারিংশ-শ্লোকধৃত শ্রীগীতগোবিন্দোক্ত শ্রীজয়দেববাক্যম্—
বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥৩২॥

লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন ॥৫৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোননবতি-তমাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ প্রতি ভূমাপুরুষবাক্যম্—
দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্তরয়েতমন্তি মে ॥ ৩৩ ॥

ধর্ম্মগুপ্তয়ে কলাবতীর্ণৌ (কলাভিঃ সর্ব্বাভিঃ শক্তিভিঃযুক্তাবতীর্ণৌ সর্ব্বাংশসম্বলিততয়া প্রকটৌ) যুবয়োঃ (যুবাং) দিদৃক্ষুণা মে (মম) ভুবি (ধাম্নি) দ্বিজাত্মজাঃ ময়া উপনীতা (আনীতা) ভূয়ঃ (পুনরপি) অবনেঃ (অবশিষ্টান্) ভরাসুরান্ হত্বা ইহ মে (মম) অন্তি (সমীপায়) তরয়েতং (শীঘ্রং প্রস্থাপয়েতম্) ॥ ৩৩ ॥

হে কৃষ্ণার্জ্জুন! ধর্ম্মরক্ষার্থ তোমরা দুই জন নিখিল শক্তিগণ সহ পৃথিবীতে প্রকট হইয়াছ। তোমাদিগকে দেখিবার জন্য আমি দ্বিজবালকগণকে এখানে আনয়ন করিয়াছি। পুনরায় অবশিষ্ট অবনীর ভারভূত অসুরগণকে বধ করিয়া আমার নিকট প্রেরণ কর ॥ ৩৩ ॥

লক্ষ্মী আদি নারীগণে করে আকর্ষণ ॥৫৪॥

তথাহি তত্রৈব ষোড়শাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নীবাক্যম্—
কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ৩৪ ॥

যদ্বাঞ্ছয়া (যস্য ত্বদঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারস্য বাঞ্ছয়া) শ্রীর্ললনা (শ্রীঃ এব ললনা উত্তমা স্ত্রী) সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় ধৃতব্রতা (সতী) সুচিরং তপঃ অচরৎ, অস্য (নীচস্য অপি) তব অঙ্ঘ্রি-রেণুস্পর্শাধিকারঃ অস্য (তপ-আদেঃ সুকৃতস্য) অনুভাবঃ (ফলম্ ইতি বিশেষতঃ) ন বিদ্মহে ॥৩৪

হে দেব! যে চরণরেণুর স্পর্শাধিকারের প্রত্যাশায় লক্ষ্মী কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক ধৃতব্রতা হইয়া সুচির কাল তপস্যাচরণ করেন; এই সর্পরূপ নিকৃষ্ট জীব, তোমার লক্ষ্মীসেব্য দুর্লভ চরণরেণুর স্পর্শাধিকার কোন সুকৃতির ফলে প্রাপ্ত হইল, তাহা জানি না ॥ ৩৪ ॥

আপনার মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনেআপনাচাহেকরিতেআলিঙ্গন ॥৫৫॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে বিংশশ্লোকধৃত শ্রীললিতমাধববচনম্—
অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যঃ লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ৩৫ ॥

সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্বরূপ ॥
কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম ॥

অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে ।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে ॥ ৫৬ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং সপ্তমে সপ্তমশ্লোকধৃতং শ্রীবিষ্ণুপুরাণবচনম্—
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৩৬ ॥

সৎ চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী ।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥৫৭

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে নবমশ্লোকধৃতং শ্রীবিষ্ণুপুরাণবচনম্—
হ্লাদিনীসন্ধিনীসংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন ।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥৫৮॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম ।
আনন্দচিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি ।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥ ৫৯ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে একাদশশ্লোকধৃতং শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিবচনম্—
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা ।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী ॥ ৩৮ ॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত ।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥৬০॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে দ্বাদশশ্লোকধৃতং শ্রীব্রহ্মসংহিতাবচনম্—
আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৯ ॥

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার ।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার ॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ রূপ ॥ ৬১॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন ।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম ।
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম ॥
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান ।
নিজ-লজ্জা শ্যাম পট্ট শাড়ী পরিধান ॥৬২॥
কৃষ্ণঅনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন ।
প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী প্রণয় চন্দন ।
স্মিত কান্তি কর্পূর তিনঅঙ্গেবিলেপন ॥৬৩
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর ।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥
প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধর্ম্মিল্ল্য বিন্যাস ।
ধীরাধীরাত্ম গুণ অঙ্গে পটবাস ॥ ৬৪ ॥
রাগ তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল ।
প্রেম কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ॥
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী ।
এই সব ভাব ভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি ॥৬৫
কিলকিঞ্চিতাদিভাব বিংশতি ভূষিত ।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পুরিত ॥৬৬॥
সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল ।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল ॥ ৬৭ ॥
মধ্য বয়স্থিতা সখী স্কন্ধে করন্যাস ।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী-আশপাশ ॥৬৮॥

নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥৬৯॥
কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কাণে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে ॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ॥৭০॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ-প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর ॥ ৭১ ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে একাদশসর্গে দ্বাদশাধিকশততমশ্লোকে শ্রীরাধাকুন্দলতয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তি—

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা।
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যাঃ
বাঞ্ছা পূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরেরাধিকৈকা ন চান্যা ॥৪০॥

কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ (প্রণয়স্য উৎপত্তি ভূমিঃ) কা? একা শ্রীমতী রাধিকা অস্য (কৃষ্ণস্য) প্রেয়সী কা? অনুপমগুণা একা রাধিকা ন চ অন্যা। অস্যাঃ (রাধায়াঃ) কেশে জৈহ্ম্যং (কৌটিল্যং) দৃশি (নয়নে) তরলতা (চঞ্চলতা) কুচে নিষ্ঠুরত্বং (কাঠিন্যং, যৎ বর্ত্ততে তস্মাৎ একা রাধিকা) হরেঃ বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ (বাঞ্ছাং পূরয়িতুং) প্রভবতি ন চ অন্যা (কাপি) ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়োৎপত্তি স্থান কে? কেবলমাত্র শ্রীমতী রাধিকা; শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা কে? অনুপমগুণা শ্রীরাধিকাই, অন্য কেহ নহে। শ্রীরাধার কেশে কৌটিল্য, লোচনে চাঞ্চল্য ও স্তনযুগলে কাঠিন্য থাকায় ইনিই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা পূরণে সমর্থ ॥ ৪০ ॥

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলা বিলাস শিখে ব্রজরামা।
যাঁর সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মীপার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥
যার সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥৭২॥
প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণরাধা-প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস মহত্ত্ব ॥
রায় কহে কৃষ্ণ হয়ে ধীরললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত ॥ ৭৩ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং পঞ্চদশাধিকশততমশ্লোকঃ—

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥৪১॥

বিদগ্ধঃ (লীলাবিলাসময়ঃ) নবতারুণ্যঃ (নবযৌবনান্বিতঃ নিত্যনূতনঃ) পরিহাসবিশারদঃ নিশ্চিন্তঃ (চিন্তান্তররহিতঃ চ) ধীরললিতঃ (নায়কঃ) প্রায়ঃ প্রেয়সী বশঃ (প্রেয়সীনাং প্রেমবিশেষ-যুক্তানাং তারতম্যেন বশীভূতঃ) স্যাৎ ॥ ৪১ ॥

লীলাবিলাসময়, নবযুবা, পরিহাসপটু ও চিন্তান্তররহিত নায়ককে ধীরললিত নায়ক বলে। ইনি প্রেমানুসারে প্রায়ই প্রেয়সীর বশীভূত হন ॥ ৪১ ॥

রাত্রিদিনে কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।
কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥৭৪

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে ষোড়শশ্লোকধৃতং রসামৃতবচনম্—

বাচাসূচিতশর্ব্বরী-রতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়ারাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলী করোতি
কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥ ৪২ ॥

প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর ।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধির গতি নাহি আর॥
যেবা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত এক হয় ।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয় ॥
এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল ।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥৭৫

তথাহি গীতং ।

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল ।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ ৭৬ ॥
না সো রমণ না হাম রমণী ।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি ॥
এ সখি ! সো সব প্রেমকাহিনী ।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥ ৭৭ ॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন ।
দুঁহুকে মিলনে মধত পাঁচবাণ ॥
অবসোই বিরাগ তুহু ভেলি দূতী ।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি ॥ ৭৮ ॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবকথনে দশাধিকশততমশ্লোকঃ—

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী-স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমম্ ।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্মোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী ॥৪৩॥

(হে) অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে ! শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী (নিপুণঃ) রাধায়াঃ ভবতঃ চ চিত্তজতুনী-স্বেদৈঃ (চিত্তে এব জতুনী লাক্ষে স্বেদৈঃ তদাখ্য-সাত্ত্বিকবিশেষবৃত্তিভিঃ অন্তর্বহির্দ্রবরূপাভিঃ। পক্ষে-মুহুরগ্নিতাপৈঃ) ক্রমাৎ (শনৈঃ শনৈঃ) নির্ধূত-ভেদভ্রমং (নির্ধূতঃ ভেদ এব ভ্রমঃ যস্মিন্ তথাভূতং-যথাস্যাত্তথা) যুঞ্জন্ (একীভাবেন মেলয়ন্) ইহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্মোদরে (ব্রহ্মাণ্ডমেব হর্ম্ম্যং তস্যোদরে, যদ্বা ব্রহ্মাণ্ডেষু যানি হর্ম্মাণি ধনিনাং বাসাঃ তদুদরে তদ্বর্ত্তিধনিজনহৃদয়ে, অতিশয়োক্ত্যা ভক্তজনান্তঃকরণেষু) চিত্রায় (চিত্রলেখায়, পক্ষে আশ্চর্য্যায়) ভূয়োভিঃ (বহুতরৈঃ) নবরাগহিঙ্গুল-ভরৈঃ স্বয়ম্ অন্বরঞ্জয়ৎ ॥ ৪৩ ॥

হে গোবর্দ্ধননিকুঞ্জবনস্থমত্তকরিরাজ ! শৃঙ্গার কারুকার্য্যে সুনিপুণ শিল্পী, শ্রীরাধার ও তোমার চিত্তরূপ স্বেদ অর্থাৎ অন্তর্বাহ্য দ্রবীভাবরূপ সাত্ত্বিক-ভাব দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া ভেদভ্রম নিরাশ পূর্ব্বক মিশ্রিত করতঃ ব্রহ্মাণ্ড-হর্ম্মোদর চিত্রার্থ বহুতর নবরাগরূপ হিঙ্গুল দ্বারা স্বয়ং অনুরঞ্জিত করিয়াছ ॥ ৪৩ ॥

প্রভু কহে সাধ্যবস্তু অবধি এই হয় ।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ।
সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহো নাহি পায় ।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায় ॥ ৭৯ ॥
রায় কহে যে কহাও সেই কহি বাণী ।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥
ত্রিভুবন মধ্যে ঐছে আছে কোন্ ধীর ।
যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির ॥
মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা ।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা ॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর ।
দাস্য বাৎসল্যভাবের না হয় গোচর ॥৮০
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার ।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয় ।
সখী লীলাবিস্তারিঞা সখী আস্বাদয় ॥৮১
সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি ।
সখীভাবে তাহা যেই করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায় ।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥৮২

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে দশমসর্গে সপ্তদশশ্লোকঃ—

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়ো র্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥ ৪৪॥

ঈশঃ (ঈশ্বরঃ) চিদ্বিভূতীঃ (বিনা যথা পুষ্টিং ন প্রাপ্নোতি, তৎ) ইব রাধাকৃষ্ণয়োঃ ভাবঃ বিভুঃ (পরম মহান্) অপি সুখরূপঃ (আনন্দঘনঃ) স্বপ্রকাশঃ (স্বয়ং প্রকাশরূপঃ) অপি স্বাঃ (স্বীয়াঃ তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ স্বরূপাঃ) যাঃ (সখীঃ, তাঃ) ঋতে (বিনা) রসপুষ্টিং ন হি প্রবহতি (অতঃ) আসাং সখীনাং পদং কঃ (রসজ্ঞঃ ভক্তঃ) ন শ্রয়তি? (অপিতু সর্ব্বে আশ্রয়ন্ত্যেবেতি ভাবঃ)॥৪৪

ঈশ্বর চিচ্ছক্তি ব্যতীত যেমন পুষ্টি লাভ করেন না, তদ্রূপ রাধাকৃষ্ণের ভাব সর্ব্বব্যাপক আনন্দঘন ও স্বপ্রকাশ হইলেও সখী ব্যতীত ক্ষণকালের জন্যও রস পোষণ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সেই সখীগণের পদ কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি আশ্রয় না করেন? ॥ ৪৪ ॥

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা সে করায়।
নিজকেলি হৈতেতাতে কোটিসুখপায়॥৮৩
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্পপাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসেকহইতেপল্লবাদ্যেরকোটিসুখহয়॥৮৪

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে দশমসর্গে ষোড়শশ্লোকঃ—

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাম্
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্॥ ৪৫ ॥

ব্রজকুমুদবিধোঃ (ব্রজরূপকুমুদানি তেষাম আহ্লাদকতয়া বিধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) হ্লাদিনীনামশক্তেঃ (হ্লাদিনীতি নাম্নী যা শক্তিঃ তস্যাঃ) সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ (সারাংশঃ যঃ প্রেমা স এব বল্লী লতা তস্যাঃ) শ্রীরাধিকায়াঃ সখ্যঃ (ললিতাবিশাখাদয়ঃ) কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ (অতএব) স্বতুল্যাঃ (রাধাসদৃশাঃ অতঃ) কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈঃ অমুষ্যাং (রাধায়াম্) উল্লসন্ত্যাং (চ সত্যাং তাঃ সখ্যঃ) স্বসেকাৎ শতগুণম্ অধিকং জাতোল্লাসাঃ (ভবন্তি, ইতি) যৎ তৎ ন চিত্রম্॥ ৪৫ ॥

ব্রজকুমুদগণের আনন্দপ্রদ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হ্লাদিনী নাম্নী শক্তির সারাংশ মহাভাবরূপা শ্রীরাধালতার কিশলয় পত্র ও পুষ্পাদিতুল্যাসখীগণ। অতএব তাঁহারা শ্রীরাধাসদৃশা। এই হেতু কৃষ্ণলীলামৃত-রস দ্বারা রাধালতা সিক্ত হইয়া উল্লাসযুক্তা হইলে পত্র পুষ্পাদিরূপ সখীগণের যে স্বীয় সেকজনিত সুখ হইতে শতগুণ অধিক সুখ হয়, ইহা আশ্চর্য্য নহে॥ ৪৫ ॥

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম॥
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্ম কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥৮৫

অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রিয়া-সাম্যেতারেকহেকামনাম ॥৮৬॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে পঞ্চবিংশশ্লোক-ধৃতং গৌতমীয়তন্ত্রবচনম্—
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ-প্রিয়াঃ ॥৪৬॥

নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥ ৮৭

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে ষড়্বিংশশ্লোক-ধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—
যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ৪৭॥

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম সর্ব্বত্যেজি সেইকৃষ্ণেরেভজয় ॥৮৮॥
রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ৮৯॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞাযেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৯০

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশশ্লোকে ভগবন্তমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ—
নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয়
উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজ সুধাঃ ॥৪৮॥

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজঃ (নিভৃতানি সংযমিতানি মরুৎ মনঃ অক্ষাণি যৈঃ তে নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষাঃ তে চ তে চ দৃঢ়যোগং যুঞ্জন্তীতি দৃঢ়যোগযুজঃ চ তে) মুনয়ঃ যৎ (নির্ব্বিশেষাবির্ভাববিশেষং ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং) হৃদি উপাসতে (ধ্যায়ন্তি, অনুভবন্তি তু চিরাদেব) তৎ (এব তত্ত্বং) অরয়ঃ অপি স্মরণাৎ (স্মরণমাত্রাৎ তেভ্যঃ প্রথমম্ এব) যযুঃ (প্রাপুঃ তত্র লীনা বভূবুঃ) উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ (উরগেন্দ্রস্য শেষস্য ভোগঃ দেহঃ তৎ সদৃশয়োঃ ভুজদণ্ডয়োঃ বিষক্তা ধীঃ যাসাং তাঃ) স্ত্রিয়ঃ (তব নিত্য-প্রেয়স্যঃ শ্রীরাধাদয়ঃ যৎ যাঃ) তে (তব) অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ (স্পর্শমাধুর্য্যাণি হৃদি উপাসতে) বয়ম্ অপি সমাঃ (শ্রীমন্নন্দব্রজগোপীত্বপ্রাপ্ত্যা কায়ব্যূহেন তত্তুল্যরূপাঃ) সমদৃশঃ (তত্তাবানুগতভাবাঃ চ সত্যঃ তাঃ যযিম) ॥৪৮॥

শ্রুতিগণ কহিলেন, হে প্রভো! প্রাণ মনঃ এবং ইন্দ্রিয়গণ সংযম পূর্ব্বক দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়ে যে তত্ত্ব উপাসনা করেন, অরিবর্গ শত্রুভাবে স্মরণ করিয়াও তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে। সর্পদেহাকৃতি আপনার ভুজদণ্ডে অতিশয় আসক্তচিত্ত গোপীগণ আপনার স্পর্শ মাধুর্য্য সাক্ষাৎ বক্ষঃস্থলে ভজন করেন। আমরা (শ্রুত্যভিমানীদেবতা) তাহাতে অযোগ্য হইলেও, নন্দব্রজে গোপীদেহ প্রাপ্তিপূর্ব্বক কায়ব্যূহ দ্বারা তাঁহাদের সদৃশা হইয়া তাঁহাদের ভাবের অনুগত ভাব লাভ করতঃ তোমার স্পর্শমাধুর্য্য অনুভব করিব॥ ৪৮॥

সমদৃশ শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি।
সমা শব্দেকহেশ্রুতির গোপীদেহ প্রাপ্তি॥

আজ্ঞি পদ্মসুধা কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে নাহি পায় ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥৯১

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকঃ—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥৪৯॥

অয়ং গোপিকাসুতঃ ভগবান্ ইহ (সংসারে বর্ত্তমানানাং) যথা ভক্তিমতাং সুখাপঃ (সুখেন আপ্যতে ইতি) দেহিনাং (দেহাভিমানিনাং তাপসাদীনাং) জ্ঞানিনাং (নিবৃত্তাভিমানিনাম্) আত্মভূতানাম্ (আত্মজ্ঞানিনাং) চ (তথা সুখাপঃ) ন ॥ ৪৯ ॥

এই গোপিকাসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সংসারে বর্ত্তমান ভক্তিমন্ত ব্যক্তিগণের যেরূপ সুখলভ্য, দেহাভিমানী তাপসগণের বা নিবৃত্তাভিমানী জ্ঞানীদিগের তদ্রূপ সুখলভ্য নহেন ॥ ৪৯ ॥

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ ৯২ ॥
গোপী অনুগতি বিনু ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত, লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৯৩

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে সপ্তদশশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং যঃ উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৫০ ॥

এত শুনি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
দুইজন গলাগলি করেন ক্রন্দন ॥
এই মত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজনিজ কার্য্যে দুঁহে গেলা ॥
বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
রামানন্দ কহে কিছু বিনতি করিয়া ॥৯৪
মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইহা আগমন।
দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন ॥
তোমা বই অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বই অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥
প্রভু কহে আইলাম শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি, শুদ্ধ করাইতে মন ॥
যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণপ্রেম-রস জ্ঞানের তুমি সীমা ॥৯৫
দশ দিনের কা কথা যাবৎ আমি জীব।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥
নীলাচলে তুমি আমি রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥
এত বলি দুঁহে নিজ নিজ কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিঞা মিলিলা ॥
অন্যোন্যে মিলিঞা দুঁহে নিভৃতে বসিঞা।
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী করে আনন্দিত হঞা ॥
প্রভু পুছেন রামানন্দ করেন উত্তর।
এই মত সেই রাত্রি কথা পরস্পর ॥ ৯৬ ॥
প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ॥
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনু বিদ্যা নাহি আর।
কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি ॥
সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী ॥ ৯৭
দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর ॥

মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্ত শিরোমণি ॥ ৯৮
গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম ॥
শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনু শ্রেয়ো নাহি আর ॥
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণনাম গুণ লীলা প্রধান স্মরণ ॥ ৯৯ ॥
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান ॥
সর্ব্ব তেজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
শ্রীবৃন্দাবন ভূমি যাঁহা নিত্য লীলারাস ॥
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমকেলি কর্ণরসায়ন ॥ ১০০ ॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম ॥
মুক্তিভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দুঁহার গতি।
স্থাবরদেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি ॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃতপান করে ভাগ্যবান্ ॥ ১০১
এই মত দুইজন কৃষ্ণকথাবেশে।
নৃত্যগীত রোদনে হইল রাত্রি শেষে ॥
দুঁহে নিজ নিজ কার্য্যে চলিলা বিহানে।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আর দিনে ॥
ইষ্ট গোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি কথোক্ষণ।
প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন ॥ ১০২
কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যৈছে পঢ়াইল নারায়ণ ॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয় ॥ ১০৩

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকঃ—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥৫১

অর্থেষু (কার্য্যমাত্রেষু) অন্বয়াৎ-ইতরতঃ (অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং) চ যৎ অস্য (প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ-সিদ্ধস্য অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডাত্মকস্য জগতঃ) জন্মাদি (জন্মস্থিতিভঙ্গং তৎ) যতঃ (নিমিত্তোপাদান-স্বরূপাৎ পরমেশ্বরাৎ ভবতি চ) অভিজ্ঞঃ (অভিতঃ সর্ব্বপ্রকারেণ সামান্যতঃ বিশেষতঃ চ সর্ব্বং জানাতি যঃ চ) স্বরাট্ (স্বেন এব রাজতে, ইতি স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানঃ) যৎ (যস্মিন্ ব্রহ্মণি বেদে) সূরয়ঃ (জ্ঞানিনঃ ব্রহ্মাদয়ঃ) অপি মুহ্যন্তি (মোহং প্রাপ্নুবন্তি তৎ) ব্রহ্ম (তং বেদম্) আদিকবয়ে (ব্রহ্মণে) হৃদা (মনসি) যঃ (চ) তেনে (প্রকাশিতবান্) যথা তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ (ব্যত্যয়ঃ অন্যস্মিন্ অন্যাবভাসঃ) ত্রিসর্গঃ (ত্রয়াণাং মায়া-গুণানাং তমোরজঃসত্ত্বানাং সর্গঃ ভূতেন্দ্রিয়-দেবতারূপঃ) যত্র (শুদ্ধে ভগবৎ স্বরূপে) অমৃষা (সত্যঃ, মৃষা মিথ্যা বা তৎ) স্বেন ধাম্না (মহসা) সদা নিরস্তকুহকং (নিরস্তঃ কুহকঃ কপটঃ যস্মিন্ যেন বা তৎ) সত্যং (সত্যস্বরূপং) পরং (পরমেশ্বরং) ধীমহি (ধ্যায়েম) ॥

যদ্বা—অন্বয়াৎ (অনুগচ্ছতি সদা নিজপরমানন্দশক্তিরূপায়াং তস্যাং শ্রীরাধায়াম্ আসক্তো ভবতীতি। শ্রীকৃষ্ণঃ তস্মাৎ যস্মাত্তথা) ইতরতঃ (ইতরস্যাশ্চ তস্য সদা দ্বিতীয়ায়াঃ শ্রীরাধায়া এব) যতঃ (যস্যাঃ) আদ্যস্য (আদিরসস্য) জন্ম (প্রাদুর্ভাবঃ) যৌ এব আদিরসবিদ্যায়াঃ পরমনিধানম্। অতএবতয়োরত্যদ্ভুতবিলাসমাধুরীধুরীণতামুদ্দিশতি,

যঃ) অর্থেষু (তত্তদ্বিলাসকলাপেষু) অভিজ্ঞঃ (বিদগ্ধঃ, যা চ) স্বরাট্ (স্বেন তথাবিধেন আত্মনা রাজতে বিলাসতীতি। অতএব সর্ব্বতোহপি আশ্চর্য্যরূপয়োঃ তয়োঃ বর্ণনে মম তৎকৃপৈব সামগ্রীত্যাহ) আদিকবয়ে (প্রথমং তল্লীলাবর্ণনম্ আরভমানায় মহ্যং শ্রীবেদব্যাসায়) হৃদা (অন্তঃ-করণদ্বারৈব) ব্রহ্ম (নিজলীলাপ্রতিপাদকং শব্দ-ব্রহ্ম যঃ) তেনে (আরম্ভসমকালমেব যুগপৎ সর্ব্ব-মিদং পুরাণং মম হৃদি প্রকাশিতবান্) যৎ (যস্যাঃ চ) সূরয়ঃ (শেষাদয়োঽপি) মুহ্যন্তি (স্বরূপ-সৌন্দর্য্যগুণাদিভিঃ অত্যদ্ভুতা কেয়মিতি নির্ব্বক্তুম্ আরব্ধা নিশ্চেতুং ন শক্নুবন্তি। তয়োঃ আশ্চর্য্য-রূপত্বং ব্যনক্তি) তেজোবারিমৃদাম্ (অচৈতন্যা-নামপি) যথা (যেন প্রকারেণ) বিনিময়ঃ (পর-স্পরং স্বভাববিপর্য্যয়ো ভবতি তথা যো বিভ্রাজত ইতি শেষঃ। বাক্যশেষঞ্চ ভাবাভিভূতত্বেন ন বক্তুং শক্তবানিতি গম্যতে। তত্র তেজসঃ চন্দ্রাদেঃ তৎপদনখকান্তি বিস্ফারতাদিনা বারিমৃদ্বন্নি-স্তেজস্তবর্ম্মাবাপ্তিঃ। বারিণো নদ্যাদেশ্চ তৎ-সংসর্গ বংশীবাদ্যাদিনা বহ্ন্যাদি তেজবৎ উচ্ছুনতা-প্রাপ্তি, পাষাণাদি মৃদ্বস্চ স্তম্ভপ্রাপ্তিঃ। মৃদশ্চ পাষাণাদেঃ তৎকান্তিকন্দলীচ্ছুরিতত্বেন তেজোবৎ উজ্জ্বলতা প্রাপ্তিঃ, বংশীবাদ্যাদিনা বারিবচ্চ দ্রবতা প্রাপ্তিরিতি। তদেতৎ সর্ব্বং তস্য লীলাবর্ণনে প্রসিদ্ধমেব) যত্র (যস্যাং চ বিদ্যমানায়াং) ত্রিসর্গঃ (ত্রিধা সর্গঃ শ্রীভূলীলেতি শক্তিত্রয়ী প্রাদুর্ভাবো বা দ্বারকামথুরাবৃন্দাবনানীতি স্থানত্রয়গতশক্তিবর্গত্রয় প্রাদুর্ভাবো বা বৃন্দাবন এব রসব্যবহারেণ সুহৃদুদা-সীনপ্রতিপক্ষনায়িকারূপ ত্রিভেদানাং সর্ব্বাসামপি ব্রজদেবীনামেব প্রাদুর্ভাবো বা) মৃষা (মিথ্যৈব। যস্যাঃ সৌন্দর্য্যাদিগুণসম্পদা তাস্তাঃ কৃষ্ণস্য ন কিঞ্চিদপি প্রয়োজনমর্হন্তীত্যর্থঃ) স্বেন ধাম্না (স্ব-প্রভাবেন) সদা নিরস্তকুহকং (নিরস্তং স্বলীলা প্রতিবন্ধকানাং জরতীপ্রভৃতীনাং প্রতিপক্ষনায়ি-কানাং চ কুহকং মায়া যেন তৎ তথা) সত্যং (তাদৃশত্বেন নিত্যসিদ্ধম্। যদ্বা পরস্পরং বিলাসা-দিভিঃ অনবরতম্ আনন্দসম্মোহদানে কৃতসত্য-মিব জাতম্। তত্র নিশ্চলমিত্যর্থঃ। অতএব) পরম্ (অন্যত্র কুত্রাপি অদৃষ্টগুণলীলাদিভিঃ বিশ্ব-বিস্মাপকত্বাৎ সর্ব্বতোঽপ্যুৎকৃষ্টম্ তং পরমশক্তি-শক্তিমত্ত্বেনাতিশয়িতমহাভাবরসেন বা পরস্পর-মভিন্নতাং গতয়োরৈক্যং) ধীমহি ॥ ৫১ ॥

যিনি সৃষ্টবস্তুমাত্রেই সৎস্বরূপেবর্ত্তমান আছেন বলিয়া উহার অস্তিত্ব প্রতীত হইতেছে এবং অবস্তু অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদি অলীক পদার্থে যাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তৎসমুদায়ের উপ-লব্ধি হইতেছে না ; সুতরাং যিনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ এবং যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হন, সেই বেদ যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঙ্কল্পমাত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তেজঃ জল বা মৃত্তিকার বিকার স্বরূপ কাচাদিতে ঐ বস্তু সকলের এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম, যেরূপ অধিষ্ঠানের সত্যত্ব হেতু সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্যতায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি, ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও সত্যস্বরূপে প্রতীত হইতেছে, অথবা তেজে জল ভ্রমাদি যেরূপ বস্তুতঃ অলীক ; তদ্রূপ যাঁহা ব্যতিরেকে গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা, (যাঁহার পরমার্থ সত্যত্ব প্রতি-পাদন জন্য আদ্যন্তযুক্ত অসার বিশ্বের বস্তুতঃ মিথ্যাত্ব না হইলেও মিথ্যাত্ব উক্ত হইয়াছে) এবং স্বীয় তেজঃ প্রভাবে যাহাতে মায়িক সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে

সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি ॥ ৫১ ॥

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥
পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসীস্বরূপ।
এবে তোমা দেখোঁ মুঞি শ্যামগোপরূপ ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা ॥
তাহাতে প্রকট দেখি শ্রীবংশীবদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন ॥
এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥ ১০৪ ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর কৃষ্ণের স্ফুরণ ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি ॥ ১০৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশশ্লোকঃ—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫২ ॥

যঃ সর্ব্বভূতেষু আত্মনঃ ভগবদ্ভাবং পশ্যেৎ (অনুভবতি) আত্মনি ভগবতি ভূতানি (চ) এষঃ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫২ ॥

যিনি চেতন ও অচেতন সকল পদার্থে অধিষ্ঠিত আত্মাকে শ্রীভগবানের আবির্ভাব স্বরূপে দর্শন করেন এবং যিনি আবির্ভূত আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে সকল পদার্থকেই দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভগবদ্ভক্ত ॥ ৫২ ॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে নবমশ্লোকঃ—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপাঃ মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো বরৃষুঃ স্ম ॥ ৫৩ ॥

প্রণতভারবিটপাঃ পুষ্পফলাঢ্যা প্রেমহৃষ্টতনবঃ বনলতাঃ তরবঃ (চ) আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ (প্রকাশমানং সূচয়ন্ত্যঃ) ইব মধুধারাঃ বরৃষুঃ স্ম ॥ ৫৩

হে সখি! ভারাবনত শাখা, পুষ্পফলান্বিত প্রেমহৃষ্ট শরীর বনলতা ও তরু সকল আপনাতে বিষ্ণু প্রকাশমান ইহা সূচনা করিতে করিতেই যেন মধুধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ॥
রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥১০৬
শ্রীরাধার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে কৈলে অবতার ॥
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥
আপনে আইলা মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে যে কপট কর কোন্ ব্যবহার ॥১০৭
তবে প্রভু হাঁসি তাঁরে দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিত।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিত ॥
প্রভু তাঁরে হস্ত স্পর্শি করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হইল মন ॥১০৮
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনু এ রূপ না দেখে কোন জন ॥

মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে ॥
গৌর-অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুতবিনুতোঁহোনাস্পর্শেঅন্যজন॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে কৃষ্ণ মাধুর্য্য রস করি আস্বাদন ॥ ১০৯
তোমারঠাঞিআমারগুপ্ত নহেকোনকর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেম বলে জানে সব মর্ম্ম ॥
গুপ্ত রাখিও কাহা না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস ॥
আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায় আমায় এক সমতুল ॥
এইরূপে দশ রাত্রি রামানন্দ সঙ্গে।
সুখে গোঙাইল প্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥
নিগূঢ় ব্রজের লীলারসের বিচার।
অনেক হৈল তার না পাইল পার ॥১১০॥
তামা কাঁসা রূপা সোনা রত্ন চিন্তামণি।
কেহো যদি কাঁহা পোতা পায় এক খনি ॥
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্তু পায়।
তৈছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রামরায় ॥১১১
আর দিন রায় পাশ বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তারে এই আজ্ঞা দিলা ॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাহাআসিব অল্পকালে ॥
দুই জন নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥
এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন।
তারে ঘরে পাঠাইয়া করিলা শয়ন ॥
প্রাতঃকালে উঠে প্রভু দেখি হনুমান্।
তারে নমস্করি দক্ষিণ করিলা প্রয়াণ ॥
বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত।
প্রভু দেখি বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজ মত ॥
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভুধ্যানে রহে বিষয়ছাড়িয়াসকল ॥১১২
সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন ॥
সহজে চৈতন্যচরিত্র ঘন দুগ্ধপূর।
রামানন্দ চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর ॥
রাধাকৃষ্ণলীলা তাতে কর্পূর মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই সেইকরেআস্বাদন ॥ ১১৩
যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণলোভ ইহা ছাড়িতে না পারে ॥
সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি শুন তর্ক না করিহ চিত্তে ॥
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় অতি দূর ॥১১৪
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ।
যাঁহার সর্ব্বস্ব তাঁরে মিলে এই ধন ॥
রামানন্দরায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥
দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ মিলন লীলা করিল প্রচারে ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
রামানন্দসঙ্গোৎসববর্ণন নামাষ্টম
পরিচ্ছেদ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলালপদারবিন্দসেবি-বিনোদবিহারিগোস্বামি কৃতান্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত রামানন্দরায়সঙ্গোৎসবনামাষ্টমপরিচ্ছেদঃ ॥ ৮ ॥

নবম পরিচ্ছেদ।

নানামতগ্রহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥১॥

সঃ গৌরঃ নানামতগ্রহগ্রস্তান্ (নানা বহুবিধানি মতানি এব গ্রহাঃ নক্রাঃ তৈঃ গ্রস্তান্ গিলিতান্) দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্ (দাক্ষিণাত্যজনাঃ এব দ্বিপাঃ গজাঃ তান্) কৃপারিণা (কৃপাচক্রেণ, গ্রহেভ্যঃ) বিমুচ্য এতান্ বৈষ্ণবান্ চক্রে ॥১

শ্রীগৌরাঙ্গ নানাবিধমতরূপ কুম্ভীর কর্ত্তৃক গ্রস্ত দাক্ষিণাত্য জনরূপ হস্তিগণকে কৃপারূপ চক্র দ্বারা বিমুক্ত করতঃ বৈষ্ণব করেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥
দক্ষিণগমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ করিল দর্শন ॥
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ১
তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ বামে হয় তীর্থ গমন ফেরাফেরি ॥
অতএব নাম মাত্র করিয়ে লিখন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥
পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দর্শন।
যেই গ্রামে রহে, সেই গ্রামের যত জন ॥
সবেই বৈষ্ণব হয়, কহে কৃষ্ণ হরি।
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সেই বৈষ্ণব করি॥২॥
দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ কর্ম্মী কেহ জ্ঞানী পাষণ্ডী অপার ॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইলা বৈষ্ণবে ॥
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম উপাসক সব।
কেহ তত্ত্ববাদী, কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব ॥
সে সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ উপাসক হয়া লয় কৃষ্ণনামে ॥ ৩ ॥
রামরাঘব রামরাঘব রামরাঘব রক্ষ মাং
কৃষ্ণকেশবকৃষ্ণকেশবকৃষ্ণকেশবপাহিমাং॥৪
এই শ্লোক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ।
গৌতমীগঙ্গাতে যাই কৈলা তাঁহা স্নান ॥
মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল।
তাঁহা সব লোকে কৃষ্ণ নাম লওয়াইল ॥৫॥
দাসরাম-মহাদেব করিল দর্শন।
অহোবল নৃসিংহেতে করিল গমন ॥
নৃসিংহ দেখিয়া তারে কৈল নতি স্তুতি।
সিদ্ধবট গেলা যাঁহা শ্রীসীতাপতি ॥
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি স্তবন।
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়।
রামনাম বিনু অন্য বচন না কয় ॥
সেই দিন তার ঘরে রহিল ভিক্ষা করি।
তারে কৃপা করি আগে চলিলাগৌরহরি॥৬
স্কন্দক্ষেত্র তীর্থে কৈল স্কন্দ দরশন।
ত্রিমঠ আইলা তাঁহা দেখি ত্রিবিক্রম ॥
পুনঃ সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্রঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণ নাম লয় নিরন্তরে ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র এই তোমার কোন দশা হৈল ॥

পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর কহিতে রামনাম।
এবে কেন নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম ॥ ৭ ॥
বিপ্র কহে এই তোমার দর্শনপ্রভাব।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাব ॥
বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল ॥
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা-শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥ ৮ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে অষ্টমশ্লোকঃ—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ২ ॥

যোগিনঃ অনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি রমন্তে। ইতি রামপদেন অসৌ (দাশরথিঃ) পরংব্রহ্ম অভিধীয়তে (কথ্যতে) ॥ ২ ॥

অপরিছিন্ন, সত্যানন্দ, চিৎস্বরূপ তত্ত্বে যোগিগণ রমণ করেন। এই রাম পদ দ্বারা দশরথ পুত্রই পরব্রহ্ম শব্দে বোধিত হন ॥ ২ ॥

তথাহি শ্রীমহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বীয়ৈক-সপ্ততিতমাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকঃ—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩ ॥

কৃষিঃ শব্দঃ ভূবাচকঃ (সত্তাবাচকঃ) ণঃ চ নির্বৃতিবাচকঃ (আনন্দবাচকঃ) তয়োঃ (কৃষিণ-কারার্থয়োঃ) ঐক্যং কৃষ্ণঃ (এব) পরংব্রহ্ম ইতি অভিধীয়তে ॥ ৩ ॥

কৃষি ধাতু সত্তাবাচক এবং ণ শব্দ আনন্দবাচক। এই দুয়ের ঐক্য পরং-ব্রহ্মই কৃষ্ণরূপে কথিত হন ॥ ৩ ॥

পরং ব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল।
পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল ॥৯॥

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্যশতনামস্তোত্রে নবমশ্লোকঃ—

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ ৪ ॥

(হে) বরাননে! রাম রামেতি রামেতি (সং-কীর্ত্ত্যেতি শেষঃ, অহং) মনোরমে রামে (দাশ-রথৌ) রমে (পরব্রহ্মানন্দানুভবং করোমি। কুত এবমিতি চেদাহ, যতঃ) রামনামঃ সহস্রনামভিঃ (শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রৈঃ) তুল্যং (সমপুণ্য-প্রদম্ ॥ ৪ ॥

মহাদেব বলিলেন, হে পার্ব্বতি! আমি পুনঃ পুনঃ রামনাম কীর্ত্তন করিয়া চিত্তাকর্ষক শ্রীরামে পরব্রহ্মানন্দ অনুভব করি। একবার রামনাম কীর্ত্তন করিলে মহাভারতীয় বিষ্ণু-সহস্রনাম পাঠের ফল লাভ হয় ॥ ৪ ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে একাদশবিলাসে অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশতাঙ্কধৃতং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম্—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ ৫ ॥

পুণ্যানাং (পবিত্রাণাং) সহস্রনাম্নাং ত্রিরাবৃত্ত্যা (ত্রিবারপাঠেন) যৎ ফলং (ভবতি) কৃষ্ণস্য নামৈকং একাবৃত্ত্যা (একবারপাঠেন) তৎ (ফলং) প্রযচ্ছতি ॥ ৫ ॥

বিষ্ণুর সহস্র নাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল লাভ হয়, কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধীয় কোন নাম বারেক কীর্ত্তন করিলে সেই ফল লাভ হয় ॥ ৫ ॥

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার ॥
ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পায়া সেই নাম রাত্রি দিনে গাই ॥

তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাহার মহিমা এই মনেতে লাগিল॥
সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ ইহা নির্দ্ধারিল।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল॥ ১০॥
তারে কৃপা করি প্রভু চলিলা আর দিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি কৈল শিব দরশনে॥
তাঁহা হৈতে চলি আগে গেলা একগ্রাম।
ব্রাহ্মণ-সমাজে তাহা করিলা বিশ্রাম॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দর্শনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে॥
গোসাঞির সৌন্দর্য্য দেখিতাতেপ্রেমাবেশ
সবে কৃষ্ণ কহে বৈষ্ণব হৈল সব দেশ॥১১॥
তার্কিক মীমাংসক যত মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম॥
নিজ নিজ শাস্ত্রে সবে উদ্গ্রাহে প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহো না পারে খণ্ডিতে॥
হারি হারি, প্রভু মতে করেন প্রবেশ।
এই মত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণদেশ॥১২॥
পাষণ্ডির গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লয়া॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে।
প্রভু আগে উদ্গ্রাহ করিলাগিলাকহিতে॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে॥
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥ ১৩॥
দার্শনিক পণ্ডিত সবায় পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধ পাইল লজ্জাভয়
প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘর গেলা।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা॥
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়া।
প্রভু আগে আনিল বিষ্ণুপ্রসাদ বলিয়া॥
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ঠোঁটে করি থালি সহ অন্ন লয়া গেল॥
বৌদ্ধগণের উপর অন্নপড়েঅমেধ্যহইয়া।
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িলবাজিয়া
তেরছে পড়িল থালি মাথা কাটা গেল।
মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল১৪
হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি প্রভু-পদে লইল শরণ॥
তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু করহ প্রসাদ॥
প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
গুরু কর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি॥
তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥
গুরুকর্ণে কহে, কহ কৃষ্ণ রাম হরি।
চেতন পাইল আচার্য্য উঠে হরি বলি॥১৫॥
কৃষ্ণ কহি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময়॥
এইমত কৌতুক করি শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল কেহো না পায় দর্শন॥
মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি গেলা বেঙ্কটাচলে॥
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরামদর্শন।
রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম স্তবন॥
স্বপ্রভাবে লোক সবার করাইয়া বিস্ময়।
পানানরসিংহ আইলা প্রভু দয়াময়॥
নৃসিংহে প্রণতি স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল॥১৬॥

শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন।
প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল সব শাক্ত শৈবগণ॥
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন॥
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহুত করিল।
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল॥
ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকাল-হস্তি-স্থান।
মহাদেব দেখি তারে করিলা প্রণাম॥
পক্ষতীর্থ যাই কৈল শিব দরশন।
বৃদ্ধকাল তীর্থ তবে করিল গমন॥
শ্বেতবরাহ দেখি তাঁরে নমস্কার করি।
পীতাম্বর শিব স্থানে গেলা গৌরহরি॥
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করিল দর্শন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন॥১৭॥
গোসমাজ শিব দেখি আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি তারে করিলা বন্দন॥
অমৃতলিঙ্গ শিব আসি দর্শন করিল।
সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব করিল॥
দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণুদরশন।
শ্রীবৈষ্ণবগণ-সনে গোষ্ঠী অনুক্ষণ॥
কুম্ভকর্ণ কপালের দেখি সরোবর।
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর॥
পাপনাশনে বিষ্ণু করি দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্র তবে কৈল আগমন॥
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সর্ব্বলোক মন॥১৮॥
শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কটভট্ট নাম।
প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥
নিজ ঘরে লয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন।
সেই জল সবংশেতে করিল ভক্ষণ॥

ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন।
চতুর্ম্মাস্য আসি প্রভু কৈল উপসন্ন॥
চাতুর্ম্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণকথা কহি কৃপায় নিস্তার আমারে॥
তার ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা রসে।
ভট্ট সঙ্গে গোঙাইলা সুখে চারি মাসে॥
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন॥ ১৯॥
সৌন্দর্য্য প্রেমাবেশ দেখি সর্ব্ব লোক।
দেখিবারে আইসে সবারখণ্ডেদুঃখশোক॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে
সবে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুরে দেখিতে॥
কৃষ্ণনাম বিনে কেহো নাহি বোলে আর।
সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল লোকে চমৎকার॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।
এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ॥
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইল।
কথোক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল॥২০
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা আবর্ত্তন॥
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাসে॥
কেহোহাসেকেহোনিন্দেতাহানাহিমানে।
আবিষ্ট হইয়া গীতা পড়ে আনন্দিত মনে॥
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন॥২১॥
মহাপ্রভু পুছিলা তারে শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয়ে রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামলসুন্দর॥

অর্জ্জুনে কহিতে আছেন হিত উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ॥
যাবৎ পঢ়োঁ তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এইলাগি গীতাপাঠ নাছাড়ে মোরমন॥২২॥
প্রভু কহে গীতা পাঠে তোমারি অধিকার
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার॥
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুর পাদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন॥
তোমা দেখি তাহা হইতে দ্বিগুণ সুখ হয়
সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয়॥
কৃষ্ণ স্ফূর্ত্ত্যে তার মন হইয়াছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল॥
তবে মহাপ্রভু তারে করাইল শিক্ষণ।
এই বাত কাঁহা না করিবে প্রকাশন॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাভক্ত হৈল।
চারি মাস প্রভুর সঙ্গ কভু না ছাড়িল॥২৩
এই মত ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র।
নিরন্তর ভট্টসঙ্গে কৃষ্ণকথা রঙ্গ॥
শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মীনারায়ণ।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন॥
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য পরিহাস দুঁহে সখ্যের স্বভাব॥
প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।
সাধ্বী হয়া কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম॥
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত নিয়ম করি তপ করিলা অপার॥ ২৪॥

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে চতুস্ত্রিংশশ্লোক-ধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ৬॥

ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি রূপ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম॥২৫॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং দ্বাত্রিংশশ্লোকঃ—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥৭॥

সিদ্ধান্ততঃ শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ (নারায়ণকৃষ্ণতত্ত্বয়োঃ) অভেদে (সতি) অপি রসেন কৃষ্ণরূপম্ উৎকৃষ্যতে (উৎকৃষ্টতয়া প্রকাশ্যতে। যতঃ তস্য রসস্য) এষা (এব) স্থিতিঃ (স্বভাবঃ। যৎ কৃষ্ণরূপম্ এবং উৎকৃষ্টত্বেন দর্শয়তি)॥ ৭॥

সিদ্ধান্তিত হইলে যদিও শ্রীনাথ এবং শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই, তথাপি কেবল প্রেমময়রস নিবন্ধন, শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক প্রেমেরও এইরূপ প্রকৃতি যে তাহা আলম্বনকে উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করে॥ ৭॥

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয়ে কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ কেনে কর পরিহাস॥
প্রভু কহে দোষ নাহি ইহা আমি জানি।
রাস না পাইলা লক্ষ্মী ইহা শাস্ত্রে শুনি॥২৬

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে সপ্তদশশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ৮ ॥

লক্ষ্মী কেনে না পাইলা কি ইহার কারণ।
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইলে শ্রুতিগণ ॥২৭

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে অষ্টচত্বারিংশ-
শ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয়
উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥৯

শ্রুতি পায় লক্ষ্মী না পায় ইথে কি কারণ।
ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন
আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা কোটিসমুদ্রগম্ভীর ॥
তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজ কর্ম্ম।
যারেজানহসেইজানেতোমারলীলামর্ম্ম ॥২৮
প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন ॥
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি চড়ে তার কান্ধে ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন তারে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান নাহি নিজ সম্বন্ধ মনন ॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৯ ॥

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে উনপঞ্চাশশ্লোক-
ধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহঃ ॥ ১০ ॥

শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লঞা ॥
দেহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥৩০॥
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন ॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব "নায়ং" শ্লোকে কহে বেদব্যাস॥৩১
পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান।
শ্রীনারায়ণ হয়েন স্বয়ং ভগবান্ ॥
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষা হয়।
শ্রীবৈষ্ণবভজন এই সর্ব্বোপরি হয় ॥
এই তার গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন।
পরিহাসদ্বারে উঠায় এতেক বচন ॥
প্রভু কহে ভট্ট তুমি না কর সংশয়।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের এই স্বভাব হয় ॥
কৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ।
অতএব লক্ষ্মী আদির হরে তেঁহ মন ॥৩২॥

তথাহি আদিলীলায়াং দ্বিতীয়ে ত্রয়োদশশ্লোক
ধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১১ ॥

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥
তুমি যে পড়িলে শ্লোক সেই পরমাণ।
সেই শ্লোকে আইসেকৃষ্ণস্বয়ংভগবান্॥৩৩॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং নবমে সপ্তমশ্লোকধৃতং
রসামৃতসিন্ধুবচনম্—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ১২॥

স্বয়ং ভগবত্ত্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥

নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে॥
চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে॥৩৪

তথাহি আদিলীলায়াং সপ্তদশে অষ্টমশ্লোকধৃতং ললিতমাধবনাটকবচনম্—
গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্বতি বৈষ্ণবীমপিতনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয় কুঞ্চতি॥ ১৩॥

এত কহি প্রভু তার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া।
তারে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া॥
দুঃখ না মানিহ ভট্ট কৈল পরিহাস।
শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণব বিশ্বাস॥
কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি হয় এক রূপ॥
গোপী দ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ সঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥
একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ॥৩৫॥

তথাহি নারদপঞ্চরাত্রবচনম্—
মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥১৪॥

মণিঃ (বৈদূর্য্যঃ বহুরূপত্বাৎ) যথা নীলপীতাদিভিঃ (বর্ণৈঃ) যুতঃ বিভাগেন (উপলক্ষিতঃ ভবতি) তথা অচ্যুতঃ ধ্যানভেদাৎ রূপভেদম্ অবাপ্নোতি॥ ১৪॥

যেমন বৈদূর্য্যমণি বিভাগবিশেষে নীলপীতাদিবর্ণযুক্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ অচ্যুত উপাসনা ভেদে ভিন্নরূপে প্রতীত হন॥ ১৪॥

ভট্ট কহে কাঁহা মুঞি জীব পামর।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
অগাধ ঈশ্বর-লীলা কিছু নাহি জানি।
তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি॥
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মীনারায়ণ।
তাঁর কৃপায় পাইল তোমার চরণ দর্শন॥
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যাররূপগুণৈশ্বর্য্যেরকেহোনাপায়সীমা॥৩৬
এবে সে জানিল কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে মোরে কহিয়ে কৃপা করি॥
এত বলি ভট্ট পড়ে প্রভুর চরণে।
কৃপা করি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে॥
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল ভট্টের আজ্ঞা লয়া।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া॥
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে।
তারে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট হৈলা অচেতন।
এই রঙ্গ লীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥ ৩৭॥
ঋষভ পর্ব্বত চলি আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখি তাঁহা স্তুতি নতি করি॥
পরমানন্দপুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস।
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরী গোসাঞি পাশ
পুরী গোসাঞির প্রভু কৈল চরণ-বন্দন।
প্রেমে পুরী গোসাঞিতারেকৈলআলিঙ্গন
তিন দিন প্রেমে দুঁহে কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
সেই বিপ্র ঘরে দুঁহে রহে একসঙ্গে॥
পুরীগোসাঞিকহেআমিযাবপুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড় যাব গঙ্গাস্নানে॥
প্রভু কহে তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে॥
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয়॥

এত বলি তার ঠাঞি এই আজ্ঞা লয়া।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত হয়া॥ ৩৮॥
পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রীশৈলে॥
শিবদুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি দুঁহার হইল উল্লাসে॥
তিন দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ।
নিভৃতে বসি গুপ্ত কথা কহে দুই জন॥
তার সনে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী।
তার আজ্ঞা লয়া আইলা পুরী কামকোষ্ঠী
দক্ষিণ মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হইতে।
তাহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ সহিতে॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন॥
কৃতমালায় স্নান করি আইলা তার ঘরে।
ভিক্ষা কি দিবেক বিপ্র পাক নাহি করে॥
মহাপ্রভু কহে তারে শুন মহাশয়।
মধ্যাহ্ন হইল কেনে পাক নাহি হয়॥৩৯॥
বিপ্র কহে প্রভু মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥
বন্যশাক ফল মূল আনিবে লক্ষ্মণ।
তবে সীতা করিবেন পাক প্রযোজন॥
তার উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা।
আস্তে ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা॥
প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন তৃতীয় প্রহরে।
নির্ব্বিণ্ণ সেই বিপ্র উপবাস করে॥
প্রভু কহে বিপ্র কাহে কর উপবাস।
কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ॥৪০॥
বিপ্র কহে জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কর্ণে শুনি॥

এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায়॥
প্রভু কহে এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর বিচার॥
ঈশ্বরপ্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহিশক্তি
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদপুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥ ৪১॥

তথাহি কূর্ম্মপুরাণবচনম্—
সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥১৫॥
পরীক্ষা সময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎ-পুরস্তাদনীনয়ৎ॥১৬

সীতয়া আরাধিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) বহ্নিঃ ছায়াসীতাং (মায়াসীতাম্) অজীজনৎ (আবির্ভাবিতবান্) তাং (ছায়াসীতাং) দশগ্রীবঃ (রাবণঃ) জহার; সীতা বহ্নিপুরং গতা। পরীক্ষা সময়ে সা ছায়াসীতা বহ্নিম্ (অগ্নিকুণ্ডং) বিবেশ, বহ্নিঃ স্বপুরাৎ (তু) সীতাং সমানীয় তৎ (শ্রীরামচন্দ্রস্য) পুরস্তাৎ (অগ্রম্) অনীনয়ৎ॥ ১৫।১৬॥

সীতা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া, অগ্নিদেব মায়াসীতাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাবণ সেই মায়াসীতাকে হরণ করে। সীতাদেবী বহ্নিলোকে গমন করিয়াছিলেন। পরে যখন সীতার অগ্নি-পরীক্ষা হয়, তখন মায়াসীতা বহ্নিতে প্রবেশ করিলে, সেই সময় অগ্নিদেব স্বয়ং রূপা সীতাকে শ্রীরামের সমীপে

আনয়ন করতঃ তাঁহাকে প্রদান করেন ॥ ১৫।১৬ ॥
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে ॥
প্রভুর বচনে বিপ্রের হৈল বিশ্বাস।
ভোজন করিল হৈল জীবনের আশ ॥
তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেশন ॥
দুর্ব্বেশনে রঘুনাথে করি দরশন।
মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামে করিলা বন্দন ॥
সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান।
রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥৪২॥
বিপ্রসভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্মপুরাণ।
তার মধ্যে আইল পতিব্রতা-উপাখ্যান ॥
মায়াসীতা নীল রাবণ শুনিল ব্যাখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে ॥
পতিব্রতা-শিরোমণি জনকনন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা শ্রীরামগেহিনী ॥
রাবণ দেখি সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈলা সীতা আবরণ ॥
সীতা লয়া রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥
রঘুনাথ আসি যবে রাবণ মারিল।
অগ্নিপরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল ॥
তবে মায়াসীতা অগ্নি করি অন্তর্দ্ধান।
সত্য সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান ॥৪৩॥
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥
এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল ॥
নূতন পত্র লিখিয়া পুস্তকে রাখাইল।
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল ॥
পত্র লয়া পুনঃ দক্ষিণ মথুরা আইলা।
রামদাস বিপ্রে দিয়া দুঃখ খণ্ডাইলা ॥
পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন ॥
বিপ্র কহে তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসির বেশে মোরে দিলে দরশন ॥৪৪॥
মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ॥
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সে দিনে।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দর্শনে ॥
এত বলি সুখে বিপ্র শীঘ্র পাক কৈল।
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি তারে কৃপা করি।
পাণ্ড্যদেশ তাম্রপর্ণী আইলা গৌরহরি ॥
তাহা আসি স্নান করি তাম্রপর্ণী তীরে।
নয়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতূহলে ॥
চিয়ড়তালা তীর্থে দেখি শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চি আসি কৈল শিব দরশন ॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি ॥
রামভানু আসি দেখে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন ॥ ৪৫ ॥
মলয়পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্যবন্দন।
কন্যাকুমারী তাঁহা কৈল দরশন ॥
আমলীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি।
মল্লার দেশেতে আইলা যাঁহা ভট্টমারি ॥
তমাল কার্ত্তিক দেখি আইলা বেতাপানী
রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী ॥
গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টমারি সহ তার হৈল দরশন ॥
স্ত্রীধন দেখাই তারে লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ হৈল ॥

প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে ॥
আসিয়া কহিল সব ভট্টমারিগণে।
আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ॥
তুমিহ সন্ন্যাসী, দেখ আমিহ সন্ন্যাসী।
আমায় দুঃখ দেহ তুমি, ন্যায় নাহি বাসি ॥৪৬
শুনি সব ভট্টমারী উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইসে সব চারিদিগে ধাঞা ॥
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাতে হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারী পলায় চারিভিতে ॥
ভট্টমারি ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন।
কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন ॥
সেই দিনে চলি আইলা পয়স্বিনীতীরে।
স্নান করি গেলা আদি-কেশবমন্দিরে ॥
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা।
নতি স্তুতি নৃত্য গীত বহুত করিলা ॥
প্রেম দেখি লোকের হইল মহা চমৎকার।
সর্ব্ব লোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার ॥
মহা ভক্তগণ সহ তাঁহা গোষ্ঠী হৈল।
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় তাঁহাই পাইল ॥ ৪৭ ॥
পুঁথী পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার ॥
সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতা সমান।
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণব-শাস্ত্র মধ্যে অতি সার ॥
বহু যত্নে সেই পুঁথী নিল লেখাইয়া।
অনন্ত পদ্মনাভ আইলা হরষিত হয়া ॥
দিন দুই পদ্মনাভের করি দরশন।
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন ॥৪৮॥
দিন দুই তাঁহা করি কীর্ত্তন নর্ত্তন।
পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ ॥
সিংহারিমঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য-স্থানে।
মৎস্য-তীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে ॥
মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী।
উড়ুপকৃষ্ণ স্বরূপ দেখি হৈলা প্রেমোন্মাদী ॥
নর্ত্তক গোপাল কৃষ্ণ পরম মোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তার স্থানে ॥
গোপীচন্দন ভিতর আছিলা ডিঙ্গাতে।
মধ্বাচার্য্য সেই কৃষ্ণ পাইল কোন মতে ॥
মধ্বাচার্য্য আনি তারে করিল স্থাপন।
অদ্যাবধি তাঁর সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ ॥৪৯
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহুক্ষণ কৈল ॥
তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদি জ্ঞানে।
প্রথম দর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে ॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণব জ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার ॥
তা সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি গৌরচন্দ্র।
তা সবা-সহিত গোষ্ঠী করিল আরম্ভ ॥
তত্ত্ববাদী আচার্য্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ।
তারে প্রশ্ন কৈল প্রভু হয়া যেন দীন ॥
সাধ্য সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥
আচার্য্য কহে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পায়া বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ ॥
প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবা ফলের পরম সাধন ॥ ৫০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকঃ—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ১৭॥

শ্রবণং (নামরূপগুণপরিকরলীলাময় শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ) কীর্ত্তনং (ভগবন্নামাদিনি উচ্চৈঃ ভাষণম্) বিষ্ণোঃ স্মরণং (মনসানুসন্ধানং) পাদসেবনং (কালদেশাদ্যুচিতপরিচর্য্যা) অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং (তদ্দাসোঽস্মি ইতি অভিমানঃ) সখ্যং (বন্ধুভাবেন তদীয়হিতাশংসনং) আত্মনিবেদনং (দেহাদি-শুদ্ধাত্মপর্য্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মিন্ এব অর্পণম্) ইতি নবলক্ষণা (নব লক্ষণানি যস্যাঃ সা) ভগবতি (তদ্বিষয়িকা) অদ্ধা (সাক্ষাদ্রূপা, ন তু কর্ম্মার্পণরূপা পরম্পরা) ভক্তিঃ পুংসা বিষ্ণৌ অর্পিতা (তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা ন তু ধর্ম্মার্থাদিষু। এবমেবং ভূতা) চেৎ ক্রিয়েত (তদা তেন কর্ত্রা) অধীতং তৎ উত্তমং মন্যে॥ ১৭॥

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, এবং আত্মনিবেদন, এই নবলক্ষণা ভক্তি কর্ম্মার্পণরূপা পারম্পরিকী না হইয়া যদি ভগবানে সাক্ষাদ্রূপা এবং ধর্ম্মাদিতে অর্পিত না হইয়া পুরুষ কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুতেই অর্পিত হয়, এতাদৃশী ভক্তি যদি কেহ করে, তবে তাহারই অধ্যয়ন আমি উত্তম বলিয়া মনে করি॥ ১৭॥

শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ, পুরুষার্থের সীমা॥৫১॥

তথাহি আদিলীলায়াং সপ্তমে চতুর্থশ্লোকধৃত শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা-
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি
গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ১৮॥

কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি কভু নহে॥৫২

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে ষষ্ঠশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥১৯

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে সপ্তমশ্লোকধৃতং শ্রীগীতাবচনম্—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ২০

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশতিতমাধ্যায়ে নবমশ্লোকঃ—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ২১॥

যাবতা (যাবৎ) নির্ব্বিদ্যেত (কর্ম্মণা এব অন্তঃকরণশুদ্ধৌ সত্যাং নির্ব্বেদঃ) ন (জায়তে) মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা (বিশ্বাসঃ) ন জায়তে তাবৎ কর্ম্মাণি (নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি) কুর্ব্বীত॥২১

যতদিন পর্য্যন্ত না চিত্তশুদ্ধি হইয়া বৈরাগ্য জন্মে, অথবা যতদিন না আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে ; ততদিন চিত্তশুদ্ধির জন্য নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সকল আচরণ করিবে॥ ২১॥

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥ ৫৩॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে পঞ্চত্রিংশশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥২২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশশ্লোকঃ—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।

নৈচ্ছন্ নৃপস্তদুচিতাং মহতাং মধুদ্বিট্
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ ২৩ ॥

(হে) নৃপ! দুস্ত্যজান্ (মুনিভিরপি ত্যক্তুমশক্যান্) ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ (ক্ষিতিশ্চ সুতাঃ পুত্রকন্যাশ্চ স্বজনাশ্চ অর্থাশ্চ দারাঃ পত্ন্যশ্চ তান্) সুরবরৈঃ (অমরোত্তমৈঃ) প্রার্থ্যাং (প্রার্থয়িতুং যোগ্যাং) সদয়াবলোকাং (ভরতস্য দয়া যথা ভবতি এবমেব আলোকঃ যস্যাঃ তাং) শ্রিয়ং (সম্পদধিষ্ঠাত্রীরূপাং) যঃ (ভূপতিঃ ভরতঃ) ন ঐচ্ছৎ (ইতি) তৎ উচিতং (এব। যতঃ) মধুদ্বিট্-সেবানুরক্তমনসাং (মধুদ্বিষঃ ভগবতঃ সেবায়াম্ অনুরক্তং মনঃ যেষাং তেষাং) মহতাং (সম্বন্ধে) অভবঃ (মোক্ষঃ) অপি ফল্গুঃ (তুচ্ছ এব কিমুতান্যে রাজ্যাদয়ঃ অতঃ তস্যৈবং বিষয়ত্যাগঃ ন চিত্রম্) ॥২৩

মুনিগণের দুস্ত্যজ ক্ষিতি, পুত্র, কন্যা, বান্ধব, অর্থ, কলত্র এবং ভরতের দয়াপাত্রী হইবার জন্য সস্পৃহলোচনে সর্ব্বদা অবলোকন করেন, সেই দেবগণের প্রার্থনীয় রাজ্য সম্পত্তি সকল, মহারাজ ভরত যে ইচ্ছা করেন নাই, তাহা তাঁহার উচিত হইয়াছিল ; ইহা আশ্চর্য্য নহে! যেহেতু যাঁহাদের ভগবৎ-সেবায় মন অনুরক্ত হইয়াছে, সেই মহৎব্যক্তিগণ মোক্ষ পর্য্যন্তকেও তুচ্ছ বোধ করেন ॥২৩॥

তথাহি তত্রৈব ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশশ্লোকঃ—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ২৪ ॥

স্বর্গাপবর্গনরকেষু অপি তুল্যার্থদর্শিনঃ নারায়ণপরাঃ (ভগবৎপরায়ণাঃ) সর্ব্বে (জনাঃ) কুতশ্চনঃ ন বিভ্যতি ॥ ২৪ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পর্ব্বতি! যাঁহাদের স্বর্গ, মুক্তি ও নরকে তুল্যার্থ দৃষ্টি, সেই ভগবদ্ভক্তগণ কিছুতেই ভীত নহেন ॥ ২৪ ॥

কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন ॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন।
না কহিলা তেঞি সাধ্য সাধন লক্ষণ ॥
শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত ॥
আচার্য্য কহে তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়
সর্ব্ব শাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥
তথাপি মধ্বাচার্য্য যে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায় সম্বন্ধ ॥৫৪॥
প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়।
সত্য বিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয় ॥
এইমত তার ঘরের গর্ব্ব চূর্ণ করি।
ফল্গুতীর্থ তবে চলি আইলা গৌরহরি ॥
ত্রিতকূপ বিশালায় করি দরশন।
পঞ্চাপ্সরা তীর্থ আইলা শচীর নন্দন ॥
গোকর্ণ শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়নী।
সূর্পারক তীর্থ আইলা ন্যাসিশিরোমণি ॥
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর ভগবতী।
লাঙ্গা গণেশ দেখি চোরা-ভগবতী ॥
তথা হৈতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ ॥৫৫॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু নর্ত্তন কীর্ত্তন।
প্রভুর প্রেম দেখি সবার চমৎকার মন ॥
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে নিমন্ত্রণ কৈল।
ভিক্ষা করি তাঁহা এক শুভবার্ত্তা পাইল ॥

মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করেন বিশ্রাম॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তারে দেখিবারে।
বিপ্রগৃহে বসিয়াছেন দেখিল তাহারে॥
প্রেমাবেশে করে তারে দণ্ডপরণাম।
পুলকাশ্রু কম্প সব অঙ্গে পড়ে ঘাম॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
উঠ উঠ শ্রীপাদ বলি বলিল বচন॥
শ্রীপাদ ধরহ আমার গোসাঞির সম্বন্ধ।
তাহা বিনু অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ॥
এত বলি প্রভুকে উঠাই কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি করি দুঁহে করেন ক্রন্দন॥ ৫৬॥
ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি দুঁহার ধৈর্য্য হৈল।
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল॥
দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রিদিনে।
এইমত গোঙাইল পাঁচ সাত দিনে॥
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিলা জন্মস্থান।
গোসাঞি কৌতুকে নিল নবদ্বীপ নাম॥
শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা নদীয়া নগরী॥
জগন্নাথমিশ্রঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয় তিঁহো যেন জগন্মাতা॥
রন্ধনে নিপুণা নাহি তা সম ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহে করায় সন্ন্যাসি-ভোজনে॥
তার একপুত্র যোগ্য করিয়া সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তার অলপ বয়স॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈলা।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিলা॥৫৭॥
প্রভু কহে পূর্ব্বাশ্রমে তেহোঁ মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথ মিশ্র মোর পূর্ব্বাশ্রমে পিতা॥

এইমত দুই জনে ইষ্টগোষ্ঠী করি।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী॥
দিন চারি প্রভুকে তাহা রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমরথি স্নান করে বিঠ্ঠল দর্শন॥
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্ব৷ তীর।
নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতামন্দির॥
ব্রাহ্মসমাজ সব বৈষ্ণব চরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুথি লেখাইয়া নিল॥
কর্ণামৃতসম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥
ব্রহ্মসংহিতা, কর্ণামৃত দুই পুথি পাঞা।
মহারত্ন প্রায় দুই আইলা সঙ্গে লয়া॥৫৮॥
তাপী স্নান করি আইলা মাহিষ্মতী পুরে।
নানাতীর্থ দেখে তাঁহা নর্ম্মদার তীরে॥
ধনুতীর্থে দেখি কৈলা নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নানে
ঋষ্যমুখপর্ব্বত আইলা দণ্ডক-অরণ্যে॥
সপ্ততালবৃক্ষ তাহা কানন ভিতর।
অতিবৃদ্ধ অতি স্থূল অতি উচ্চতর॥
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল॥
শূন্যস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে এ সন্ন্যাসী রাম অবতার॥
সশরীরে গেল তাল শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম।
ঐছে শক্তি কার হয় বিনে এক রাম॥
প্রভু আসি কৈলা পম্পা সরোবরে স্নান।
পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিল বিশ্রাম॥৫৯॥
নাসিক ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্ত্ত আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী॥

সপ্তগোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর॥
রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন॥
দণ্ডবৎ হয়া পড়ে চরণে ধরিয়া।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তারে উঠাইয়া॥
দুই জন প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন।
প্রেমাবেশে শিথিল হৈল দুই জনার মন॥
কথোক্ষণে দুই জন সুস্থির হইয়া।
নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্রে বসিয়া॥
তীর্থযাত্রা কথা প্রভু সকল কহিলা।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুথি দিলা॥
প্রভু কহে তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুথি সেই সব সাক্ষী দিলে॥
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া।
প্রভু সহ আস্বাদিল রাখিল লিখিয়া॥৬০॥
গোসাঞি আইলা গ্রামে হৈল কোলাহল।
গোসাঞি দেখিতে লোক আইল সকল॥
লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজঘরে।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥
রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন।
দুই জন কৃষ্ণকথায় করে জাগরণ॥
দুই জনে কৃষ্ণকথা হয় রাত্রিদিনে।
পরম আনন্দে গেল পাঁচ সাত দিনে॥
রামানন্দকহেগোসাঞিতোমারআজ্ঞাপায়া।
রাজাকে লিখিল আমি বিনতি করিয়া॥
রাজা মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাচল যাইতে
চলিবারসজ্জাআমিলাগিয়াছিকরিতে॥৬১॥
প্রভু কহে এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন।
তোমা লয়া নীলাচলে করিব গমন॥
রায় কহে প্রভু আগে চল নীলাচল।
মোর সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্য কোলাহল।

দিন দশে ইহা সব করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ
তবে মহাপ্রভু তারে আসিতে আজ্ঞা দিয়া
নীলাচল চলিলা প্রভু আনন্দিত হয়া॥
যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু করিল গমন।
সেই পথে চলিলা প্রভু দেখি বৈষ্ণবগণ॥
যাঁহা যায় উঠে লোক হরিধ্বনি করি।
দেখিয়া আনন্দ বড় পাইলা গৌরহরি॥৬২
আলালনাথ আসি কৃষ্ণদাসে পাঠাইলা।
নিত্যানন্দ আদি নিজগণে বোলাইলা॥
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দরায়।
উঠিঞা চলিলা প্রেমে থেহো নাহি পায়॥
জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ॥
গোপীনাথাচার্য্য চলে আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা যবে পথে লাগ পাঞা॥
প্রভু প্রেমাবেশে সবায় কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দে ক্রন্দন॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা॥৬৩
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে।
প্রভু তারে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করেন ক্রন্দনে।
সবা সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর দর্শনে॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল॥
বহু নৃত্য গীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
পাণ্ডাপাল সব আইলা প্রসাদ মালা লঞা।
মালা প্রসাদ পাঞা তবে প্রভু সুস্থির হৈল
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা॥
কাশীমিশ্র আসি পড়িল প্রভুর চরণে।
মান্য করি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে॥

জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে মিলিলা।
প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা ॥৬৪
মোর ঘরে ভিক্ষা বলি নিমন্ত্রণ কৈলা।
দিব্য দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা ॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু নিজগণ লয়া।
সার্ব্বভৌম ঘরে ভিক্ষা করিল আসিয়া ॥
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইলা শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদ সম্বাহন ॥
প্রভু তাঁরে পাঠাইলা ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে ॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ।
তীর্থযাত্রা কথা কহি কৈলা জাগরণ ॥
প্রভু কহে এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন।
তোমা সম বৈষ্ণব না দেখিল এক জন ॥
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট কহে এই লাগি মিলিতে কহিল ॥
তীর্থযাত্রা কথা এই হৈল সমাপন।
সঙ্ক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন ॥
অনন্ত চৈতন্যকথা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জাখাঞাতারকরিটানাটানি॥৬৫
প্রভুর তীর্থযাত্রা কথা শুনে যেই জন।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন ॥
চৈতন্যচরিত্র শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি ॥
এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই কহে মর্ম্ম ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর ॥
চৈতন্যচরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে, তত পায় প্রেমধন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
দক্ষিণদেশতীর্থভ্রমণনাম
নবম পরিচ্ছেদ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলালপদারবিন্দসেবি বিনোদবিহারিগোস্বামি কৃতান্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত দক্ষিণদেশভ্রমণং নাম নবমপরিচ্ছেদঃ ॥ ৯ ॥

দশম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।—
তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥ ১ ॥

যঃ (গৌরঃ) স্বস্য দর্শনামৃতৈঃ বিচ্ছেদাবগ্রহম্লানভক্তশস্যানি (বিচ্ছেদ এব অবগ্রহঃ বর্ষণব্যাঘাতঃ তেন ম্লানাঃ শুষ্কপ্রায়াঃ ভক্তা এব শস্যানি) অজীবয়ৎ তং গৌরজলদং বন্দে ॥ ১ ॥

যিনি নিজ দর্শনরূপ অমৃতজল দ্বারা বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টি বশতঃ শুষ্কপ্রায় ভক্তরূপ শস্যগণকে জীবিত করিয়াছিলেন, আমি সেই গৌররূপ জলদকে বন্দনা করি ॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥
পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র রাজা তবে
বোলাইলা সার্ব্বভৌমে॥
বসিতে আসন দিল করি নমস্কারে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তবে পুছিল তাহারে॥১
শুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হৈতে আইলা তেঁহো মহাকৃপাময়॥
তোমারে বহু কৃপা কৈলা কহে সর্ব্বজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন॥
ভট্ট কহে যে শুনিলে সেই সত্য হয়।
তাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয়॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তিঁহো রহয়ে নির্জ্জনে।
স্বপ্নেহ না করে তিহোঁ রাজ-দরশনে॥
তথাপি কোন প্রকারে তোমায়
করাইতাম দর্শন।
সম্প্রতি করিলা তিহোঁ দক্ষিণ গমন॥২॥
রাজা কহে জগন্নাথ ছাড়ি কেন গেলা।
ভট্ট কহে মহান্তের এই এক লীলা॥
তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থ ভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥৩॥
তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে দ্বাত্রিংশশ্লোক-ধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—
ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥২॥
বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল।
তিঁহো জীব নহে হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
রাজা কহে তারে তুমি যাইতে কেন দিলে
পায়ে পড়ি যত্ন করি কেনে না রাখিলে॥
ভট্টাচার্য্য কহে তিঁহো ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তেঁহোনহে পরতন্ত্র॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈল।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিতে নারিল॥৪
রাজা কহে ভট্ট তুমি বিজ্ঞশিরোমণি।
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ তাতে সত্য মানি॥
পুনরপি ইহাঁ তাঁর হইলে আগমন।
একবার দেখি করি সফল নয়ন॥
ভট্টাচার্য্য কহে তিহোঁ আসিব অল্পকালে।
রহিতে তাঁরে এক স্থান চাহিয়ে বিরলে॥
ঠাকুরের নিকট হবে হইব নির্জ্জনে।
ঐছে নির্ণয় করি দেহ এক স্থানে॥ ৫॥
রাজা কহে ঐছে কাশীমিশ্রের সদন।
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জ্জন॥
এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হঞা।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল সব গিয়া॥
কাশীমিশ্র কহে আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান॥
এইমত পুরুষোত্তমবাসী যত জন।
প্রভুরে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন॥
সব লোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাঢ়িলা
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে তবহিঁ আইলা॥৬॥
শুনি আনন্দিত হৈল সবাকার মন।
সবে মেলি সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন॥
প্রভু সহ আমা সবার করহ মিলন।
তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্যচরণ॥
ভট্টাচার্য্য কহে কালি কাশীমিশ্র-ঘরে।
প্রভু যাইবেন তাঁহা মিলাইব সবারে॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সঙ্গে।
জগন্নাথ দরশন কৈল মহারঙ্গে॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিলা সেবকগণ।
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন॥ ৭॥
দর্শন করি মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য নিল তাঁরে কাশীমিশ্র ঘরে॥

কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
গৃহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল সমর্পণে ॥
প্রভু চতুর্ভুজমূর্ত্তি তারে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল ॥
তবে মহাপ্রভু তাহা বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি-ভক্তগণে ॥
সুখী হৈলা প্রভু দেখি বাসার সংস্থান।
যেই বাসা হয় প্রভুর সর্ব্ব সমাধান ॥ ৮ ॥
সার্ব্বভৌম কহে প্রভু তোমার যোগ্য বাসা।
তুমি অঙ্গীকার কর এইমিশ্রেরবড় আশা ॥
প্রভু কহে এই দেহ তোমা সমাকার।
যেই তুমি কহ সেই সম্মত আমার ॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে বসি।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী ॥
এই সব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হইয়াছে বড় তোমা মিলিবারে ॥
তৃষিত চাতক যৈছে মেঘেরে হাঁকারে।
তৈছে এই সব, সবা কর অঙ্গীকারে ॥৯॥
জগন্নাথ সেবক এই নাম জনার্দ্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গসেবন ॥
কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণবেত্রধারী।
শিখিমাহিতী এই লিখন অধিকারী ॥
প্রদ্যুম্নমিশ্র ইহঁ বৈষ্ণবপ্রধান।
জগন্নাথ মহাসোয়ার ইহঁ দাস নাম ॥
মুরারিমাহাতী শিখিমাহাতীর ভাই।
তোমার চরণ বিনু অন্য গতি নাই ॥
চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস ইহোঁ ধ্যায় তোমার চরণ ॥
প্রহররাজ মহাপাত্র ইহোঁ মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইহার সংহতি ॥ ১০ ॥
এই সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্তভাবে ভজে সবে তোমার চরণ ॥

তবে সবে পায়ে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
সবা আলিঙ্গিল প্রভু প্রসাদ করিঞা ॥
হেনকালে আইলা তাঁহা ভবানন্দ রায়।
চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায় ॥
সার্ব্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ।
ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ ॥
তবে মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দবিবরণ ॥ ১১ ॥
রামানন্দ হেন রত্ন যাহার তনয়।
তাহার মহিমা লোকে কহিলে না হয় ॥
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি ॥
রায় কহে আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
মোরে স্পর্শ তুমি এই ঈশ্বরলক্ষণ ॥
নিজ গৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে।
আত্মা সমর্পিল আমি তোমার চরণে ॥
এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে সেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে ॥
আত্মীয় জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে।
যেইযবেইচ্ছাতোমারসেইআজ্ঞাদিবে ॥১২
প্রভু কহে কি সঙ্কোচ, নহ তুমি পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর ॥
দিন পাঁচ সাত ভিতরে আসিব রামানন্দ
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ ॥
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
তার পুত্র সব, শিরে ধরিল চরণ ॥
তবে মহাপ্রভু তারে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথ পট্টনায়ক নিকটে রাখিল ॥
ভট্টাচার্য্য সবলোকে বিদায় করিল।
তবে প্রভু কালাকৃষ্ণ দাসে বোলাইল ॥
প্রভু কহে ভট্ট শুন ইহার চরিত।
দক্ষিণ গেলেন ইহোঁ আমার সহিত ॥

ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টমারি হৈতে ইহায় আনিল উদ্ধারিয়া॥
এবে আমি ইহা আনি করিল বিদায়।
যাঁহা তাঁহা যাহ আমা-সনে নাহি দায়॥১৩
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিল অন্তর॥
গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
আইকে কহুক যাই প্রভুর আগমন॥
অদ্বৈত শ্রীবাস-আদি যত ভক্তগণ।
সবেই আসিব শুনি প্রভুর আগমন॥
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া।
এত কহি তারে রাখিল আশ্বাস করিয়া॥১৪
আর দিন প্রভু ঠাঁই কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ গৌড়দেশ পাঠাই এক জন॥
তোমার দক্ষিণ গমন শুনি শচী আই।
অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবগণ আছেন দুঃখ পাই॥
একজন যাই কহে শুভ সমাচার।
প্রভু কহে কর সেই যে ইচ্ছা তোমার॥
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণব সবারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল॥
তবে গৌড়দেশ আইলা কালাকৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপ গেলা তিহোঁ শচী আই-পাশ॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
দক্ষিণ হৈতেআইলাপ্রভু,কহেসমাচার॥১৫
শুনি আনন্দিত হৈল শচী মাতার মন।
শ্রীনিবাস আদি আর যত ভক্তগণ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে গেলা কৃষ্ণদাস॥
আচার্য্যে প্রসাদ দিয়া কৈল নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার॥
শুনিয়া আচার্য্য গোসাঞি পরমানন্দ হৈলা
প্রেমাবেশে হুঙ্কার বহু নৃত্য গীত কৈলা॥১৬
হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেব দত্ত, গুপ্ত মুরারি, শিবানন্দ॥
আচার্য্যরত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্যনিধি আর পণ্ডিত গদাধর॥
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান্ পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর॥
রাঘব পণ্ডিত আর আচার্য্যনন্দন।
কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
সবে মিলি আইলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ॥
আচার্য্যের কৈল সবে চরণ বন্দন।
আচার্য্য গোসাঞি কৈল সবা আলিঙ্গন॥
দুই তিন দিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচল যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হৈল॥
সবে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লয়া॥১৭
প্রভুর সমাচার শুনি কুলীনগ্রামবাসী।
সত্যরাজ রামানন্দ মিলিলা তাঁহা আসি॥
মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে
সেইকালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী।
গঙ্গাতীরে তীরে আইলা নদীয়া নগরী॥
আইর মন্দিরে সুখে করিল বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান॥
প্রভু আগমন তিহোঁ তথাই শুনিল।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল॥
প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলাকান্ত নাম।
তাঁরে লঞা নীলাচলে করিল প্রয়াণ॥১৮॥
সত্বরে আসিয়া তিহোঁ মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া তাঁহারে॥

প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণবন্দন।
তিহোঁ প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন
প্রভু কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়
মোরে কৃপা কর নীলাদ্রি আশ্রয়॥
পুরী কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি
গৌড় হৈতে আইলাম নীলাচলপুরী॥
দক্ষিণ হইতে তোমার শুনি আগমন।
শচীর আনন্দ হৈল যত ভক্তগণ॥
সবেই আসিতেছেন তোমারে দেখিতে।
তা সবা বিলম্ব দেখি আইলাম ত্বরিতে১৯
কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল আর সেবার কিঙ্কর॥
আর দিনে আইলা স্বরূপদামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম রসের সাগর॥
পুরুষোত্তম-আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তিহোঁ প্রভুর চরণে॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া॥
চৈতন্যানন্দ গুরু তার, আজ্ঞা দিল তারে।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে২০
পরম বিরক্ত তিহোঁ পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত॥
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব এইত কারণ।
উন্মাদে করিলা তিহোঁ সন্ন্যাস গ্রহণ॥
সন্ন্যাস করিল শিখা সূত্র ত্যাগ রূপ।
যোগপট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ॥
গুরু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে।
রাত্রিদিন কৃষ্ণপ্রেম আনন্দ বিহ্বলে॥
পাণ্ডিত্যের অবধি কথা নাহি কার সনে।
নির্জ্জনে রহেন সব লোক নাহি জানে॥২১॥
কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥

গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহো প্রভু আগে আনে
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ যেই, আর রসাভাস।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি করায় প্রভুকে শ্রবণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণসম॥
সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥২২

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে অষ্টমাঙ্কে চতুর্দ্দশশ্লোকঃ—

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্র-বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥ ৩॥

(হে) শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে! হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া (হেলয়া অবজ্ঞয়া উদ্ধূলিতঃ দূরাদেব নিঃসারিতঃ খেদো মনস্তাপো যয়া তয়া) বিশদয়া (নির্ম্মলতয়া সর্ব্বপ্রকাশিকয়া শুদ্ধসত্ত্বরূপয়া) প্রোন্মীলদামোদয়া (প্রকর্ষেণ উন্মীলন্ সর্ব্বমাবৃণ্বন্ আমোদঃ পরমানন্দঃ যস্যাং তয়া) শাম্যচ্ছাস্ত্র-বিবাদয়া (শাম্যন্ উপরতিং প্রাপ্নুবন্ শাস্ত্রানাং বিবাদঃ যস্যাং তয়া) রসদয়া (রসং দদাতি অনু-ভাবয়তি যা তয়া) চিত্তার্পিতোন্মাদয়া (চিত্তে অর্পিত উন্মাদঃ তদাখ্য সঞ্চারিভাবঃ যয়া তয়া) শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া (শশ্বৎ নিরন্তরং ভক্তিং বিনোদয়তি সঞ্চারয়তি যা তয়া) সমদয়া (মা লক্ষ্মী সহ বর্ত্তমানং সমং ভগবন্তং দদাতি যা

তয়া; তালব্যশকারাদি পাঠেন শমং জগন্নিষ্ঠ-বুদ্ধিং দদাতি যা তয়া) মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া (মাধুর্য্যানাং মর্য্যাদা যস্যাং তয়া) অমন্দোদয়া (অমন্দঃ কুণ্ঠা-রহিতঃ উদয়ঃ যস্যাং সা পাত্রাপাত্রবিচাররাহিত্যাৎ সর্ব্বত্রগামিনী তব দয়া (ময়ি) ভূয়াৎ॥ ৩॥

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! তোমার দয়ায় অতি সহজেই লোকের সকল সন্তাপ দূরে যায়, চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং হৃদয়ে প্রেমানন্দের প্রকাশ হয়। তোমার দয়ায় শাস্ত্রাদির বিবাদ প্রশমিত হয় এবং উহা চিত্তে রস সঞ্চার করতঃ প্রগাঢ় মমতার সৃষ্টি করে। ইহা হইতেই নিরন্তর ভক্তিসুখ ও সর্ব্বত্র সমদর্শন লাভ হয়। ইহা সকল মাধুর্য্যের সার। তুমি করুণা করিয়া এই অধমজনে সর্ব্বত্রগামিনী সেই দয়া প্রকাশ কর॥ ৩॥

উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জন প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন॥
কথোক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা॥
তুমি যে আসিবে আজি স্বপ্নেতে দেখিল
ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল॥
স্বরূপ কহে প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ।
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু করিনু প্রমাদ॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমলেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্যদেশ॥
মুঞিতোমাছাড়িনু তুমি মোরেনাছাড়িলা।
কৃপারজ্জু গলে বান্ধি চরণে আনিলা॥২৩॥
তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন।
নিত্যানন্দ প্রভু কৈল প্রেম আলিঙ্গন॥
জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সার্ব্বভৌম।
সবা সনে যথাযোগ্য করিলা মিলন॥

পরমানন্দপুরীর কৈল চরণবন্দন।
পুরীগোসাঞি তারে কৈল প্রেম আলিঙ্গন
মহাপ্রভু দিলা তাঁরে নিভৃতে বাসা ঘর।
জলাদি পরিচর্য্যা লাগি এক কিঙ্কর॥
আর দিন সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণ সঙ্গে।
বসিয়াছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয় বচন॥
ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম।
পুরীগোসাঞিরআজ্ঞায়আইনুতবস্থান॥২৪
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈলা মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য নিকট রহি সেবহ তাঁহারে॥
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া।
প্রভু আজ্ঞায় তোমার পদে আইনু ধাইয়া
গোসাঞি কহে পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে॥
এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিলা।
পুরী গোসাঞি শূদ্র সেবক কাঁহেতো রাখিলা॥২৫॥
প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥
স্নেহলেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর-কৃপার।
স্নেহ বশ হয়া করে স্বতন্ত্র আচার॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে।
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে॥
এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন।
গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণবন্দন॥

প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার॥
ইহাকে আপন সেবা করাইতে না যুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন কি করি উপায়॥
ভট্টাচার্য্য কহে গুরু আজ্ঞা বলবান্।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিব শাস্ত্র পরমাণ॥২৬॥

তথাহি রঘুবংশে চতুর্দ্দশসর্গে ষট্‌চত্বারিংশশ্লোকঃ—

স শুশ্রুবান্মাতরি ভার্গবেণ
পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং ত-
দাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া॥৪॥

পিতুঃ নিয়োগাৎ ভার্গবেণ (জামদগ্ন্যেন) মাতরি (রেণুকায়াং) দ্বিষদ্বৎ প্রহৃতং (প্রহারং) শুশ্রুবান্ (শ্রুতবান্) সঃ (লক্ষ্মণঃ) তদ্ অগ্রজ-শাসনং প্রত্যগ্রহীৎ হি (যস্মাৎ) গুরূণাম্ আজ্ঞা অবিচারণীয়া॥ ৪॥

পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় শত্রুবৎ জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন শুনিয়া শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের সীতাবনবাসরূপ আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন; যেহেতু গুরুগণের আজ্ঞায় দোষগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য নহে॥ ৪॥

তবে মহাপ্রভু তারে করি অঙ্গীকার।
আপন শ্রীঅঙ্গসেবা দিল অধিকার॥
প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি সবে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান॥
ছোট বড় কীর্ত্তনিয়া দুই হরিদাস।
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ॥
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্য সীমা না যায় বর্ণন॥
আর দিন মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভু স্থানে।
ব্রহ্মানন্দ-ভারতী আইলা তোমার দর্শনে॥
আজ্ঞা দেহ যদি তাঁরে আনিয়ে এথাই।
প্রভু কহে গুরু তিহোঁ যাব তার ঠাঞি॥২৭
এত বলি মহাপ্রভু সব ভক্ত সঙ্গে।
চলি আইলা ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর আগে॥
ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ হৈল অন্তর॥
দেখিয়াও ছদ্ম কৈল যেমন দেখি নাই।
মুকুন্দেরে পুছে কোথা ভারতী গোসাঞি॥
মুকুন্দ কহে এই দেখ আগে বিদ্যমান।
প্রভু কহে তিহোঁ নহে তুমি অগেয়ান॥
অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম২৮
শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে।
মোর চর্ম্মাম্বর এই না ভায় ইহাঁরে॥
ভাল কহে চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি।
চর্ম্মাম্বর পরিধানে সংসার না তরি॥
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।
প্রভু বহির্ব্বাস আনাইলা জানিয়া অন্তর॥
চর্ম্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।
প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণবন্দন॥
ভারতীকহেতোমারআচারলোকশিখাইতে
পুনঃ না করিবে নতি ভয় পাই চিতে॥
সম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহা চলাচল।
জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম, তুমিত সচল॥
তুমি গৌরবর্ণ তিহোঁ শ্যামল বরণ।
দুই ব্রহ্মে কৈল সব জগত তারণ॥ ২৯॥
প্রভু কহে সত্য কহ তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকট হইল শ্রীপুরুষোত্তমে॥
ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি গৌরব্রহ্ম চল।
শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ বসিয়াছে অচল॥
ভারতী কহে সার্ব্বভৌম মধ্যস্থ হইয়া।
ইহাঁ সহ আমার ন্যায় বুঝ মন দিয়া॥
ব্যাপ্য ব্যাপক ভাবে জীব ব্রহ্ম জানি।
জীব ব্যাপ্য ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেত বাখানি

চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমার শোধন।
দোঁহার ব্যাপ্য ব্যাপকত্বে এইত কারণ ৩০।

তথাহি আদিলীলায়াং তৃতীয়ে নবমশ্লোকধৃতং মহাভারতবচনম্—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥৫॥

এই সব নামের ইহো হয় নিজাস্পদ।
চন্দনাক্ত প্রসাদ তোমার দ্বিভুজে অঙ্গদ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভারতী দেখি তোমার জয়
প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয় ॥
গুরু শিষ্য ন্যায়ে, শিষ্য সত্য পরাজয়।
ভারতী কহে এহো নহে অন্য হেতু হয় ॥
ভক্ত ঠাঁই তুমি হার এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব ॥
আজন্ম করিল আমি নিরাকার ধ্যান।
তোমা দেখি কৃষ্ণ হইলা মোর বিদ্যমান ॥
কৃষ্ণ নাম মুখে স্ফুরে মনে নেত্রে কৃষ্ণ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ ॥
বিল্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার।
ইহা দেখি সেই দশা হৈল আমার ॥৩১॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রথমলহর্য্যাং বিংশাঙ্কে বিল্বমঙ্গলবচনম্—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥ ৬ ॥

অদ্বৈতবীথীপথিকৈঃ (অদ্বৈতং তত্ত্বমসীতি নির্ভেদোপাসনা এব বীথী পন্থাঃ তস্যাং যে পথিকাঃ উপাসকাঃ তৈঃ) উপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ বয়ং (তথাভূতাপি) কেনাপি গোপবধূবিটেন (গোপরমণীনাং বিটেন কামকলাদিভিঃ বশীকরণশীলেন) শঠেন হঠেন (বলাৎকারেণ) দাসীকৃতাঃ (গোপাঙ্গনানুগা কৃতাঃ) ॥ ৬ ॥

আমরা অদ্বৈতমার্গের উপাসকগণের উপাস্য ছিলাম এবং আত্মানন্দ-সিংহাসনে পূজিত হইতাম। সম্প্রতি কোন কোন গোপবধূ-লম্পট শঠ কর্ত্তৃক বল পূর্ব্বক গোপীর অনুগতা হইয়াছি ॥ ৬ ॥

প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয় ॥
ভট্টাচার্য্য কহে দুঁহার সুসত্য বচন।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন ॥
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইহাঁর কৃপাতে হয় দর্শন ইহাঁর ॥
প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু কি কহ সার্ব্বভৌম।
অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ ॥
এত বলি ভারতী লয়া নিজবাসা আইলা।
ভারতীগোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা॥৩২
রামভদ্রাচার্য্য আর ভগবান্ আচার্য্য।
প্রভু পাশে রহিলা দুঁহে ছাড়ি অন্য কার্য্য
কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিল নিজ স্থানে ॥
প্রভুরে করান লয়া ঈশ্বর দর্শন।
আগে লোক ভীড় সব করে নিবারণ ॥
যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয় ॥
সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি সবারে রাখিলা নিজস্থানে
এইত কহিল প্রভুর বৈষ্ণব মিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৩ ॥
ইতি বৈষ্ণবমিলন নাম দশমপরিচ্ছেদ ॥১০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলালপদারবিন্দসেবি বিনোদবিহারি-গোস্বামি কৃতান্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত বৈষ্ণবমিলনং নাম দশমপরিচ্ছেদঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যানিমগ্নম্॥ ১॥

শ্রীজগন্নাথগেহে ভক্তৈঃ (সহ) গৌরচন্দ্রঃ অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং (নৃত্যবিশেষং) কুর্ব্বন্ নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ (সন্) স্বধাম্না (অসাধারণ স্বমাধুর্য্যেণ) বিশ্বং প্রেমবন্যানিমগ্নং চক্রে॥ ১॥

শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে ভক্তগণের সহিত শ্রীগৌরচন্দ্র অত্যুদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে সাত্ত্বিকাদি নানা ভাবালঙ্কৃতাঙ্গ হওতঃ স্বমাধুর্য্য দ্বারা বিশ্বকে প্রেমবন্যায় নিমগ্ন করিয়াছিলেন॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভুস্থানে।
অভয় দান দেহ তবে করি নিবেদনে॥
প্রভু কহে কহ তুমি, কিছু নাহি ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব অযোগ্য হইলে নয়॥১
সার্ব্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠিত হয়া তোমা মিলিবারে চায়॥
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্ব্বভৌমে কহে কেন কহ অযোগ্য বচন
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ॥ ২॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে অষ্টমাঙ্কে চতুর্ব্বিংশতিশ্লোকঃ—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥ ২॥

ভবসাগরস্য পরং পারং জিগমিষোঃ (গন্তুকামস্য) নিষ্কিঞ্চনস্য (ত্যক্তপরিগ্রহস্য) ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য (ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তস্য) বিষয়িণাং যোষিতাং চ সন্দর্শনং, হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতঃ অপি অসাধু (অকল্যাণকরম্)॥ ২॥

ভবসাগরের পর পার গমনেচ্ছুক ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত সন্ন্যাসির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রীর দর্শন বিষপান হইতেও অকল্যাণকর॥ ২॥

সার্ব্বভৌম কহে সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথ সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম॥
প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার॥ ৩॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে অষ্টমাঙ্কে পঞ্চবিংশতিশ্লোকঃ—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥ ৩॥

যথা অহেঃ (সর্পাৎ) মনসঃ ক্ষোভঃ (ভয়ং ভবতি) তথা তস্য (সর্পস্য) আকৃতেঃ (কৃত্রিমাকারাৎ) অপি (ভয়ং ভবতীতি, তদ্বৎ) স্ত্রীণাং বিষয়িণাং (চ) অপি আকারাৎ (আলেখ্যাৎ চিত্রপটস্থিতাৎ, কাষ্ঠপাষাণাদিনির্ম্মিততত্তন্মূর্ত্তেঃ বা) অপি (নিষ্কিঞ্চনাদিভিঃ) ভেতব্যম্॥ ৩॥

প্রকৃত সর্পের ন্যায়, যেমন কৃত্রিম

সর্পও ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ স্ত্রীর ও বিষয়ির কৃত্রিম আকারও ভীতিপ্রদ ॥ ৩ ॥

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ, আমা এথা না দেখিবে ॥
ভয় পাঞা সার্বভৌম নিজঘরে গেলা।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা ॥
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি-সঙ্গে।
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে ॥
রায় প্রণতি কৈল প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥
রায়-সনে প্রভুর দেখি স্নেহ ব্যবহার।
সব ভক্তগণ মনে হৈল চমৎকার ॥ ৪ ॥
রায় কহে তোমার আজ্ঞায়রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজামোরেবিষয়ছাড়াইল ॥
আমি কহিল আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্যচরণে রহেঁা যদি আজ্ঞা হয় ॥
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈলা।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈলা।
তোমার নাম শুনি হৈল মহাপ্রেমাবেশে
মোর হাতে ধরি কহে পিরিতি বিশেষে ॥
তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাহ সে বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হইয়া সেব প্রভুর চরণ ॥ ৫ ॥
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই সেবে তার সফল জীবনে ॥
পরম কৃপালু তিহোঁ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবে দরশন ॥
যে তাঁর প্রেম আর্ত্তি দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে ॥
প্রভু কহেন তুমি কৃষ্ণ ভকত প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান ॥
তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিবেন অঙ্গীকার ॥ ৬

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে ভক্তামৃতে সপ্তমাঙ্কধৃতং আদিপুরাণে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

মম ভক্তা হি যে পার্থ ন মে ভক্তাস্তু তে মতাঃ।
মদ্ভক্তস্য তু যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ৪ ॥

(হে) পার্থ! যে (ভক্তপ্রীতিশূন্যাঃ) মম ভক্তাঃ তে মে (মম) ভক্তাঃ তু ন (শ্রেষ্ঠাঃ) মতাঃ। যে মদ্ভক্তস্য (শ্রীরাধাদয়ঃ) তু ভক্তাঃ তে ভক্ততমাঃ মতাঃ (সম্মতাঃ) ॥ ৪ ॥

হে পার্থ! যাহারা কেবল আমাতেই প্রীতি করিয়া থাকেন, তাহারা আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত নহেন; কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাহারাই আমার ভক্ততম ॥ ৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে একবিংশশ্লোকঃ—

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ৫ ॥

পরিচর্য্যায়াং (সেবায়াং) আদরঃ সর্ব্বাঙ্গৈঃ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিভিঃ) অভিবন্দনম্ অভ্যধিকা (মৎ পূজাতোঽপি তত্র মম সন্তোষবিশেষাৎ) মদ্ভক্তপূজা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ৫ ॥

আমার পূজায় আদর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দ্বারা বন্দন, আমার সন্তোষ জ্ঞানে আমার ভক্তের পূজা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানা এবং সকল প্রাণীতে সদ্ভাব স্ফূর্ত্তিই মদ্ভক্তির কারণ ॥ ৫ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে ভক্তামৃতে পঞ্চমাঙ্কধৃতং পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীং প্রতি শিববাক্যম্—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥ ৬ ॥

(হে) দেবি! সর্ব্বেষাম্ আরাধনানাং (মধ্যে) বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) আরাধনং পরং (শ্রেষ্ঠং) তস্মাৎ (শ্রীকৃষ্ণস্যারাধনাৎ অপি) তদীয়ানাং (শ্রীরাধাদীনাং) সমর্চ্চনং পরতরং (প্রশস্ততরম্) ॥৬॥

হে দেবি! সকল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা তদীয় ভক্তের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর ॥৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে বিংশশ্লোকঃ—

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥৭॥

যত্র (যেষু মহৎসু সর্ব্বৈরেব) নিত্যং দেবদেবঃ জনার্দ্দনঃ উপগীয়তে (তত্র) বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু (বৈকুণ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তল্লোকস্য বা বর্ত্মসু মার্গভূতেষু মহৎসু) সেবা অল্পতপসঃ (অল্পপুণ্যজনস্য) হি দুরাপা ॥৭॥

যাঁহারা সর্ব্বদা দেবদেব জনার্দ্দনের গুণাদি গান করিয়া থাকেন, সেই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির পথস্বরূপ হরিভক্তগণের সেবা লাভ অল্পপুণ্য ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ ॥ ৭ ॥

পুরী ভারতী গোসাঞি স্বরূপ নিত্যানন্দ।
চারি গোসাঞির কৈল রায় চরণাভিবন্দ॥
জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
যথাযোগ্য সব ভক্তে করিলা মিলন॥
প্রভু কহে রায় দেখিলে কমললোচন।
রায় কহে এবে যাই পাব দরশন॥
প্রভু কহে রায় তুমি কি কর্ম্ম করিলা।
ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেনে আইলা।
রায় কহে চরণরথ হৃদয় সারথি।
যাঁহা লয়া যায় তাঁহা যায় জীব রথী॥
আমি কি করিব মন ইহাঁ লয়া আইল।
জগন্নাথ দরশনে বিচার না কৈল॥ ৭ ॥
প্রভু কহে যাহ শীঘ্র কর দরশন।
ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব মিলন॥
প্রভু-আজ্ঞা পায়া রায় চলিলা দর্শনে।
রায়ের প্রেমভক্তি রীতি বুঝে কোন্ জনে
ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইল
সার্ব্বভৌমে নমস্করি তাহারে পুছিল॥
মোর লাগি প্রভু পাদে কৈলে নিবেদন।
সার্ব্বভৌম কহে কৈল অনেক যতন ॥৮॥
তথাপি না করে তিহোঁ রাজ-দরশন।
ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন॥
শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিল।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
শুনি জগাই মাধাই তিহোঁ করিলা উদ্ধার॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবেন জগত উদ্ধার।
এই প্রতিজ্ঞা করি, করিয়াছেন অবতার॥৯॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে অষ্টমাঙ্কে সপ্তত্রিংশশ্লোকে সার্ব্বভৌমং প্রতি প্রতাপরুদ্র-বাক্যম্—

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্
স বীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্।
মদেকবর্জ্জ্যং কৃপয়িষ্যতীতি
নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ॥ ৮ ॥

সঃ (গৌরাঙ্গঃ) অদর্শনীয়ান্ (দ্রষ্টুমনর্হান্) নীচজাতীন্ (যবনাদীন্) অপি বীক্ষতে (কারুণ্য-দৃষ্ট্যা বিলোকয়তি) হন্ত (খেদে) তথাপি মাং ন (বীক্ষতে) মদেকবর্জ্জ্যং (মামেকং বর্জ্জয়িত্বা, অন্যান্) কৃপয়িষ্যতি ইতি কিং নির্ণীয় (প্রতিজ্ঞায়) সঃ দেবঃ (গৌরাঙ্গঃ) অবততার (প্রকটোঽভূৎ) ॥৮

দর্শনের অযোগ্য যবনাদি নীচজাতি-গণকেও তিনি কারুণ্যদৃষ্টি দ্বারা দর্শন

দিতেছেন; কিন্তু হায়! আমাকে দর্শন দিলেন না। অতএব আমাকে বর্জ্জন পূর্ব্বক জগতকে কৃপা করিবেন, ইহা প্রতিজ্ঞা করতঃ কি সেই শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন? ॥ ৮ ॥

তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজদরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন।
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ ॥
এত শুনি ভট্টাচার্য্য হইলা চিন্তিত।
রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত ॥
ভট্টাচার্য্য কহে দেব না কর বিষাদ।
তোমার উপর প্রভুর হবে অবশ্য প্রসাদ১০
তেঁহো প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়।
এই উপায় কর, প্রভু দেখিবে যাহায় ॥
রথযাত্রা দিনে প্রভু সব ভক্ত লয়া।
রথ আগে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হয়া ॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করেন প্রবেশ।
সেই কালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ ॥
কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন।
একলে গিয়া মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥১১॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি সেকালে কৃষ্ণনাম শুনি।
আলিঙ্গন করিব তোমায় বৈষ্ণব জানি ॥
রামানন্দরায় আজি তোমার প্রেমগুণ।
প্রভু আগে কহিল তাতে ফিরিয়াছে মন ॥
শুনি গজপতি মনে সুখ উপজিল।
প্রভুরে মিলিতে এই যুক্তি দৃঢ় কৈল ॥
স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে।
ভট্ট কহে তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥১২॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু পাইল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে হৈল মহাদুখ ॥
গোপীভাবে প্রভু বিরহে বিহ্বল হইয়া।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবাকে ছাড়িয়া ॥
পাছে ভক্তগণ গেলা প্রভুর চরণে।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে কৈল নিবেদনে
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লয়া।
প্রভু আইলা রাজার ঠাঁঞি কহিল আসিয়া
হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথাচার্য্য।
রাজাকে আশীর্ব্বাদিকহে শুন ভট্টাচার্য্য॥১৩
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিয়াছে দুই শত।
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত ॥
নরেন্দ্র আসিয়া সবে হৈলা বিদ্যমান।
তাঁ সবার চাহি বাসা প্রসাদ সমাধান ॥
রাজা কহে পড়িছারে আমি আজ্ঞা করিব
বাসা-আদি যে চাহি পড়িছা সব দিব ॥
মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় হৈতে।
ভট্টাচার্য্য একে একে দেখাহ আমাতে ॥
ভট্ট কহে অট্টালিকা কর আরোহণ।
গোপীনাথ চিনে সবাকে করাবে দর্শন ॥
আমি কাহো না চিনি চিনিতে মন হয়।
গোপীনাথাচার্য্য সবার করাবে পরিচয় ॥১৪
এত কহি তিন জন অট্টালী চঢ়িলা।
হেনকালে বৈষ্ণবগণ নিকটে আইলা ॥
দামোদর স্বরূপ গোবিন্দ দুই জন।
মালা প্রসাদ লয়া যায় যাঁহা বৈষ্ণবগণ ॥
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দুঁহারে।
রাজা কহে এই কোন্ দুই চিনাহ আমারে
ভট্টাচার্য্য কহে এই স্বরূপ দামোদর।
মহাপ্রভুর ইহঁ হয় দ্বিতীয় কলেবর ॥
দ্বিতীয় গোবিন্দভৃত্য ইহাঁ সবা দিয়া।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া১৫

আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা তাঁরে দিল॥
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে।
তারে না চিনেন আচার্য্যপুছিলাদামোদরে
দামোদর কহেন ইহাঁর গোবিন্দ নাম।
ঈশ্বরপুরীর সেবক অতি গুণবান্॥
প্রভু সেবা করিতে ইহারে পুরীআজ্ঞাদিলা
অতএব প্রভু ইহাঁকে নিকটে রাখিলা॥
রাজা কহে যারে মালা দিল দুই জন।
আশ্চর্য্য তেজ এই, বড় মহান্ত কোন্॥১৬
ভট্টাচার্য্য কহে ইহাঁর নাম অদ্বৈত আচার্য্য
মহাপ্রভুর মান্যপাত্র সর্ব্বশিরোধার্য্য॥
শ্রীবাস পণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
বিদ্যানিধি আচার্য্য ইহোঁ পণ্ডিত গদাধর
আচার্য্যরত্ন ইহো আচার্য্য পুরন্দর।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত শঙ্কর॥
এই মুরারিগুপ্ত এই পণ্ডিত নারায়ণ।
হরিদাস ঠাকুর এই ভুবন-পাবন॥
এই হরিভট্ট এই শ্রীনৃসিংহানন্দ।
এই বাসুদেব দত্ত এই শিবানন্দ॥ ১৭॥
গোবিন্দমাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
তিন ভাই কীর্ত্তনে করে প্রভুর সন্তোষ॥
রাঘব পণ্ডিত এই আচার্য্য নন্দন।
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ॥
শুক্লাম্বর এই, এই শ্রীধর বিজয়।
বল্লভসেন এই পুরুষোত্তম সঞ্জয়॥
কুলীনগ্রামবাসী এই সত্যরাজ খান।
রামানন্দ আদি এই দেখ বিদ্যমান॥
মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥
কতেক কহিব এই দেখ যত জন।
শ্রীচৈতন্যগণ সব চৈতন্য-জীবন॥ ১৮॥

রাজা কহে দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর॥
কোটি-সূর্য্য-সম সবার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন॥
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি, ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥
ভট্টাচার্য্য কহে তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই নামসঙ্কীর্ত্তন॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্মপ্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম, কৃষ্ণ-নামসঙ্কীর্ত্তন॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁর করে আরাধন।
সেইত সুমেধা আর কলি-হত জন॥১৯॥

তথাহি আদিলীলায়াং তৃতীয়ে দশমশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥৯॥

রাজা কহে শাস্ত্রপ্রমাণ চৈতন্য হয় কৃষ্ণ।
তবে কেন পণ্ডিত সব তাহাতে বিতৃষ্ণ॥
ভট্ট কহে তাঁর কৃপা লেশ হয় যারে।
সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি লৈতে পারে॥
তাঁর কৃপা নাহি যারে পণ্ডিত নহে কেনে,
দেখিলে শুনিলে তারে ঈশ্বর না মানে॥২০

তথাহি মধ্যলীলায়াং ষষ্ঠে দ্বিতীয়শ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ ১০॥

রাজা কহে সবে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসা আগে চলিলা ধাইয়া॥
ভট্ট কহে এই স্বাভাবিক প্রেম রীত।
মহাপ্রভু মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত চিত॥

আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে আগে লয়া।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিব আসিয়া॥
রাজা কহে ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
মহাপ্রসাদ লয়া সঙ্গে জন পাঁচ সাত॥
মহাপ্রভুর আলয় করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি কারণ॥ ২১॥
ভট্ট কহে ভক্তগণ আইল জানিয়া।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাঁহা লয়া॥
রাজা কহে উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান
তাহা না করিয়া কেনে খান অন্ন পান॥
ভট্ট কহে তুমি কহ সেই বিধি ধর্ম্ম।
এই রাগ-মার্গের আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম মর্ম্ম॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ-আজ্ঞা প্রসাদ-ভক্ষণ॥
তাঁহা উপবাস যাহা নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু-আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগ হয় অপরাধ॥২২
বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করিব পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি কোন্ করে উপোষণ॥
পূর্ব্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয়ে ছাড়ে সেই বেদলোকধর্ম্ম॥২৩

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে ত্রয়চত্বারিংশশ্লোকঃ—

যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতান্॥১১

আত্মভাবিতঃ (সন্) যদা ভগবান্ যস্য (যং) অনুগৃহ্লাতি (তদা) সঃ লোকে (লৌকিকব্যবহারে) বেদে (কর্ম্মকাণ্ডে) চ পরিনিষ্ঠিতাং মতিং জহাতি॥ ১১॥

শুদ্ধচিত্তে ভাবিত হইয়া ভগবান্ যেকালে যাঁহার প্রতি কৃপা করেন, সেই সময়ে সে ব্যক্তি লৌকিক ব্যবহারে ও কর্ম্মকাণ্ডে পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি ত্যাগ করে॥ ১১॥

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলে আইল।
কাশীমিশ্র পড়িছা পাত্র দুঁহা বোলাইলা॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে।
প্রভু স্থানে আসিয়াছে যত ভক্তগণে॥
সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ যেন নহে বাদ॥
প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দুঁহে সাবধান হৈয়া।
আজ্ঞা নহে, তাহা করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া॥
এত বলি বিদায় দিল সেই দুই জনে।
সার্ব্বভৌম দেখি আইলা বৈষ্ণব মিলনে২৪
গোপীনাথাচার্য্য ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
দূরে রহি দেখে প্রভুর বৈষ্ণব-সঙ্গম॥
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ।
কাশীমিশ্রগৃহ-পথে করিলা গমন॥
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ সঙ্গে।
বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে মহারঙ্গে॥
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণবন্দন।
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥
প্রেমানন্দে হৈলা দুঁহে পরম অস্থির।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর॥২৫॥
শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
প্রত্যেকে করিলা প্রভু প্রেম আলিঙ্গন॥
একে একে সব ভক্তে কৈল সম্ভাষণ।
সভা লৈয়া অভ্যন্তরে করিলা গমন॥
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাহা হৈল পরিমাণ॥
আপন নিকটে প্রভু সবা বসাইল।
আপনে শ্রীহস্তে সবায় মালা চন্দন দিল॥২৬

ভট্টাচার্য্য আচার্য্য আইলা প্রভুস্থানে।
যথাযোগ্য মিলন করিল সভা সনে ॥
অদ্বৈতেরে প্রভু কহে বিনয় বচনে।
আজি আমি পূর্ণ হৈলাম তোমার আগমনে ॥
অদ্বৈত কহে ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥
তথাপি ভক্ত সঙ্গে তাঁর হয় সুখোল্লাস।
ভক্তসঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস ॥২৭
বাসুদেব দেখি প্রভু আনন্দিত হৈয়া।
তারে কিছু কহে তার অঙ্গে হস্ত দিয়া ॥
যদ্যপি মুকুন্দ আমার সঙ্গে শিশু হৈতে।
তাহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে ॥
বাসু কহে মুকুন্দ আদৌ পাইলে তোমা সঙ্গ
তোমার চরণপ্রাপ্তি সেই পুনর্জন্ম ॥
ছোট হৈয়া মুকুন্দ এবে হৈলা মোর জ্যেষ্ঠ
তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ ॥
পুনঃ প্রভু কহে আমি তোমার নিমিত্তে।
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে ॥
স্বরূপের ঠাঞি আছে লহ লেখাইয়া।
বাসুদেব আনন্দ হৈলা পুস্তক পাইয়া ॥২৮
প্রত্যেকে সকল বৈষ্ণব লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক জগৎ ব্যাপিল ॥
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহাপ্রীত।
তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্যক্রীত ॥
শ্রীবাস কহেন কেনে কহ বিপরীত।
কৃপামূল্যে হই তোমার চারি ভাই ক্রীত ॥
শঙ্কর দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে।
সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥
শুদ্ধ কেবল প্রেম আমার ইহার উপর।
অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর ॥ ২৯ ॥
দমোদর কহে শঙ্কর ছোট আমা হৈতে।
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে ॥
শিবানন্দে কহে প্রভু তোমায় আমাতে।
গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে ॥
শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শ্লোক পড়িয়া ॥ ৩০ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে অষ্টমাঙ্কে অশীতিতমশ্লোকঃ--

নিমজ্জতোঽনন্তভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥ ১২ ॥

(হে) অনন্ত! ভবার্ণবান্তঃ (মধ্যে) নিমজ্জতঃ (নিমগ্নীভূয় তিষ্ঠতঃ) মে (অহং) চিরায় কূলমিব (তটমিব ত্বং) লব্ধোঽসি। (হে) ভগবন্, ত্বয়া অপি দয়ায়াঃ অনুত্তমং পাত্রং লব্ধম্ ॥ ১২ ॥

হে অনন্ত! আমি ভবসমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, বহুকালের পরে অদ্য তটস্বরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম। হে ভগবন্! অদ্য তুমিও দয়া করিবার উপযুক্ত পাত্রস্বরূপ আমাকে লাভ করিলে ॥ ১২ ॥

প্রথমেই মুরারিগুপ্ত প্রভুরে না মিলিয়া।
বাহিরে পড়িয়াছেন দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ।
মুরারি লইতে ধায়া আইলা বহুজন ॥
তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্যাধীন হয়া ॥
মুরারি দেখিয়া প্রভু উঠিলা মিলিতে।
পাছে ভাগে মুরারি তবে লাগিলা বলিতে ॥
মোরে না ছুইহ মুঞি অধম পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপকলেবর ॥৩১
প্রভু কহে মুরারি কর দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন ॥

এত বলি প্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
নিকটে বসাইয়া করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন ॥
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি পণ্ডিত গদাধর।
হরিভট্ট গঙ্গাদাস আচার্য্য পুরন্দর ॥
প্রত্যেকে সবার প্রভু করি গুণগান।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান ॥
সবারে সম্মানি প্রভুর হইল উল্লাস।
হরিদাস না দেখিয়া কহে কাঁহা হরিদাস ॥
দূরে হৈতে হরিদাস গোসাঞি দেখিয়া।
রাজপথ প্রান্তে পড়িয়াছে দণ্ডবৎ হয়া ॥
মিলন স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথ প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা ॥৩২॥
ভক্ত সব ধায়া আইলা হরিদাস নিতে।
প্রভু তোমায় মিলি চাহে চলহ তুরিতে।
হরিদাস কহে মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির নিকট যাইতে নাহি অধিকার ॥
নিভৃতে টোটা মধ্যে যদি স্থান খানিক পাঙ।
তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোঙাও ॥
জগন্নাথের সেবক মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে বড় সুখ পাইল ॥
হেনকালে কাশীমিশ্র পড়িছা দুই জন।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ বন্দন ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে দেখি সুখি বড় হৈলা।
যথাযোগ্য সবা সনে আনন্দে মিলিলা ॥৩৩
প্রভু-পাদে দুই জন কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধান ॥
সবার করিয়াছি বাসাগৃহ সংস্থান।
মহাপ্রসাদান্ন সবার করি সমাধান ॥
প্রভু কহে গোপীনাথ যাহ সবা লয়া।
যাঁহা যাঁহা কহে তাঁহা বাসা দেহ যায়া ॥
মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ স্থানে।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের এহোঁ করিব সমাধানে ॥
আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম নির্জ্জনে ॥
সেই ঘর আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ ॥
মিশ্র কহে সব তোমার মাগ কি কারণ।
আপন ইচ্ছায় লহ চাহ যেই স্থান ॥
আমি দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী।
যেই চাহি সেই আজ্ঞা কর কৃপা করি ॥
এত কহি দুই জন বিদায় করিলা।
গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গে দিলা ॥৩৪॥
গোপীনাথে দেখাইল সব বাসা ঘর।
বাণীনাথ ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর ॥
বাণীনাথ আইলা অন্ন পিঠা পানা লয়া।
গোপীনাথ আইলা বাসার সংস্কার করিয়া।
মহাপ্রভু কহে শুন সব বৈষ্ণবগণ।
নিজ নিজ বাসা সবে করহ গমন ॥
সমুদ্র স্নান করি কর চূড়া দরশন।
তবে এথা আসি আজি করিবে ভোজন ॥
প্রভু নমস্করি সবে বাসাতে চলিলা।
গোপীনাথাচার্য্য সবায় বাসা স্থান দিলা॥৩৫
তবে প্রভু আইলা হরিদাস মিলনে।
হরিদাস করে প্রেমে নাম সংকীর্ত্তনে ॥
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হয়া।
প্রভু আলিঙ্গন দিল তারে উঠাইয়া ॥
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভু-গুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্য-গুণে ॥
হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে ॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে ॥

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসি হৈতে তুমি পরম পাবন॥৩৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকঃ—

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ১৩॥

অহো (আশ্চর্য্যে) বত (হর্ষে) যৎ-জিহ্বাগ্রে তুভ্যং (তব) নাম বর্ত্ততে (সঃ) শ্বপচঃ (অপি) অতঃ গরীয়ান্। তে নাম যে গৃণন্তি (তে) তপঃ তেপুঃ জুহুবুঃ সস্নুঃ (তীর্থেষু স্নাতাঃ) আর্য্যাঃ (সদাচারাঃ) ব্রহ্মানূচুঃ (সাঙ্গং বেদমধীতবন্তঃ)॥১৩

যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান রহিয়াছে, সে চণ্ডাল হইলেও পূজ্যতম। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের তপস্যা, হোম, তীর্থস্নান, সদাচার এবং বেদ অধ্যয়ন করা হয়॥ ১৩॥

এত বলি তারে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃত সেই গৃহে দিল বাসা স্থানে॥
এই স্থানে রহ, কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
হরিদাসে মিলি সবে পাইল আনন্দ॥
সমুদ্র স্নান করি প্রভু আইলা নিজস্থান।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নান॥৩৭
আসি জগন্নাথের কৈল চূড়া-দরশন।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন॥

সবারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি॥
অল্প অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাতে।
দুই তিনজনার ভক্ষ্য দেন একেক পাতে॥
প্রভু না খাইলে কেহো না করে ভোজন।
ঊর্দ্ধহস্তে বসিয়া রহিলা ভক্তগণ॥
স্বরূপগোসাঞি প্রভুরে কৈল নিবেদন।
তুমি না বসিলে কেহো না করে ভোজন॥
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে যত জন।
গোপীনাথ তারে করিয়াছে নিমন্ত্রণ॥৩৮॥
আচার্য্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লয়া।
পুরী ভারতী আছে তোমাপেক্ষা করিয়া॥
নিত্যানন্দ লয়া ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছি আমি॥
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ হাতে দিল।
যত্ন করি হরিদাস ঠাকুরে পাঠাইল॥
আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লইয়া।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হৈয়া॥৩৯
স্বরূপ গোসাঞি দামোদর জগদানন্দ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশেন হইয়া আনন্দ॥
নানা পিঠা পানা খায় আকণ্ঠ পূরিয়া।
মধ্যে মধ্যে হরি কহে উচ্চ করিয়া॥
ভোজনসমাপ্তি হৈল কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন॥
বিশ্রাম করিতে সবে নিজ বাসা গেলা।
সন্ধ্যাকালে আসি পুনঃ প্রভুরে মিলিলা॥
হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু স্থানে।
প্রভু মিলাইলা তারে সব বৈষ্ণব-সনে॥
সবা লয়া গেলা প্রভু জগন্নাথালয়।
কীর্ত্তন আরম্ভ তাঁহা কৈলা মহাশয়॥
সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
পড়িছা আনি দিল সবারে মাল্যচন্দন॥৪০॥

চারিদিকে চারিসম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে ভাল ভাল ॥
কীর্ত্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দ্দশলোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥
পুরুষোত্তমবাসী লোক আইল দেখিবারে।
কীর্ত্তন দেখি উড়িয়া লোক হৈল চমৎকারে ॥
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্ত্তন করিয়া ॥
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায় ॥ ৪১ ॥
অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার ॥
পিচকারির ধারা যেন অশ্রু নয়নে।
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে ॥
বেড়ানৃত্য মহাপ্রভু করি কথোক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন ॥
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌররায় ॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ॥
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায়।
আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দরায় ॥
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদা ভিতর ॥ ৪২ ॥
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন।
তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন ॥
চারিদিকে নৃত্য গীত করে যত জন।
সবে দেখে, করে প্রভু আমার দর্শন ॥
চারি জনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখি মাত্র জানে।
কেমতে চৌদিকে দেখে ইহা নাহি জানে ॥
পুলিন ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থানে।
চৌদিকের সখা কহে চাহে আমা-পানে ॥
নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তারে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ৪৩ ॥
মহানৃত্য মহাপ্রেম মহাসঙ্কীর্ত্তন।
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলের জন ॥
গজপতি রাজা শুনি কীর্ত্তনমহত্বে।
অট্টালী চড়িয়া দেখে স্বগণ সহিতে ॥
সঙ্কীর্ত্তন দেখি রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার ॥
কীর্ত্তন সমাপি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা বাসা আইলা গৌরহরি ॥
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর ॥
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এই মত লীলা করে শচীর নন্দন ॥
যাবত আছিলা সবে মহাপ্রভুর সঙ্গে।
প্রতিদিন এই মত করে কীর্ত্তন রঙ্গে ॥
এইত কহিল প্রভুর কীর্ত্তন বিলাস।
যেই ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
বেড়াকীর্ত্তনবিলাসবর্ণনং নাম
একাদশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে [illegible]
[illegible]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ
সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার ॥ ১ ॥

সঃ গৌরঃ আত্মবৃন্দৈঃ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরং (প্রথমং) সম্মার্জ্জয়ন্ (পশ্চাৎ) ক্ষালনতঃ (প্রক্ষালনেন) স্বচিত্তবৎ (যেষাং ধীরানাং ভক্তানাং চিত্তবৎ) শীতলম্ উজ্জ্বলং চ কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণের সহিত শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমার্জ্জন ও প্রক্ষালন করিয়া ভক্তচিত্তের ন্যায় শীতল, উজ্জ্বল ও শ্রীকৃষ্ণ উপবেশনের যোগ্য করিয়াছিলেন ॥১॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
শক্তি দেহ, করি যেন চৈতন্যবর্ণন ॥
পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে যবে প্রভু আইলা।
তারে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা॥১
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম ঠাঞি।
প্রভু-আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে যাই ॥
ভট্টাচার্য্য লিখিলা প্রভুর আজ্ঞা না হইল।
পুনরপি রাজা তারে পত্রী পাঠাইল ॥
প্রভুর নিকটে যত আছেন ভক্তগণ।
মোর লাগি তাসবারে করিহ নিবেদন ॥২
যে [illegible]
[illegible]
তা সবার প্রসাদে মিলে শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভুকৃপা বিনু মোরে রাজ্য নাহি ভায় ॥
যদি মোরে কৃপা না করিব গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি যোগী হই হইব ভিখারি ॥
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া।
ভক্তগণ-পাশ গেলা সে পত্রী লইয়া ॥
সবারে মিলিয়া কহিলা রাজবিবরণ।
পাছে সেই পত্রী সবারে করাইল দর্শন ॥৩॥
পত্রী দেখি সবার মনে হইল বিস্ময়।
প্রভুর পদে গজপতির এত ভক্তি হয় ॥
সবে কহে প্রভু তারে কভু না মিলিবে।
আমি সব কহি যবে দুঃখ সে মানিবে ॥
সার্ব্বভৌম কহে সবে চল একবার।
মিলিতে না কহিব, কহিব রাজব্যবহার ॥
এত কহি সবে গেলা মহাপ্রভুস্থানে।
কহিতে উন্মুখ সবে না কহে বচনে ॥
প্রভু কহে কি কহিতে সবার আগমন।
দেখি যে কহিতে চাহ, না কহ কি কারণ॥৪
নিত্যানন্দ কহে তোমার চাহি নিবেদিতে।
না কহিলে রহিতে নারি কহিতে ভয় চিত্তে॥
যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হইতে।
যদ্যপি দ্রবিলা প্রভুর কোমল হৃদয়।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন ॥
তোমা সবার ইচ্ছা [illegible]
[illegible]

পরমার্থ যাউ, লোকে করিব নিন্দন।
লোক রহু, দামোদর করিব ভর্ৎসন॥
তোমা সবাজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যদি তবে মিলি তারে॥ ৫॥
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর॥
আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব তোমারে বিধি দিব।
আপনে মিলিবে তাঁরে তাহা যে দেখিব॥
রাজা তোমায় স্নেহ করে তুমি স্নেহবশ।
তাঁর স্নেহে করাবে তারে তোমার পরশ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম সতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র॥ ৬॥
নিত্যানন্দ কহে ঐছে হয় কোন জন।
যে তোমারে কহে কর রাজারে মিলন॥
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ পরাণ ছাড়য়॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ লাগি পতি-আগে ছাড়িল পরাণ॥
এক যুক্তি আছে যদি কর অবধান।
তুমিহ না মিল তারে, রহে তার প্রাণ॥
এক বহির্বাস যদি দেহ কৃপা করি।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি॥ ৭
প্রভু কহে তুমি সব পরম বিদ্বান্।
যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান॥
তবে নিত্যানন্দ গোসাঞি গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্বাস॥
সেই বহির্বাস সার্বভৌম-পাশ দিল।
সার্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল॥
বস্ত্র পাঞা [illegible] রাজার মন॥
প্রভুরূপ করি করে [illegible]॥
রামানন্দরায় যবে [illegible]।
[illegible]

তবে রাজা [illegible] দিল।
আপন-মিলন লাগি সাধিতে লাগিল॥
মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে॥
একসঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা।
রামানন্দরায় তবে প্রভুরে মিলিলা॥
প্রভুপদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসঙ্গ পাইয়া ঐছে কহে বার বার॥ ৯॥
রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ।
রাজ-প্রীতি কহি দ্রবায় মহাপ্রভুর মন॥
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দ সাধিলেন প্রভু মিলিবারে॥
রামানন্দ প্রভুপায় কৈল নিবেদন।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ॥
প্রভু কহে রামানন্দ কহ বিচারিয়া।
রাজারে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া॥
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুই লোক নাশ।
পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস॥ ১০
রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয় তুমি নহ পরতন্ত্র॥
প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥
সন্ন্যাসির অল্প ছিদ্র সর্ব্ব লোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়॥
রায় কহে কত পাপির করিয়াছ অব্যাহ[illegible]
ঈশ্বরসেবক তোমার ভক্ত গজপতি॥ [illegible]
প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে [illegible]
সুরাবিন্দু[illegible]
যদ্যপি [illegible]
তাঁহারে [illegible]
তথাপি [illegible]

[illegible] এই ব্যবহার।
পূর্ব্বে মিলনে [illegible] মিলিলা আপনি॥
তবে রায় যাই সব রাজারে কহিল।
প্রভুর আজ্ঞায় তার পুত্র লঞা আইলা॥১২
সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামলবরণ।
কৈশোর বয়স দীর্ঘ কমলনয়ন॥
পীতাম্বর ধরে অঙ্গের রত্ন আভরণ।
কৃষ্ণস্মরণের তিঁহো হৈলা উদ্দীপন॥
তারে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে তারে মিলি কহিতে লাগিলা॥
এই মহাভাগবত যাহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে॥
কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে।
এত বলি পুনঃ তারে কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রভুস্পর্শে রাজপুত্র হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ যতেক বিশেষ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নাচে করয়ে রোদন।
তার ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ॥১৩
তবে মহাপ্রভু তারে ধৈর্য্য করাইল।
নিত্য আসি আমায় মিলিহ এই আজ্ঞা দিল॥
বিদায় হইয়া রায় আইল রাজপুত্র লঞা।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া॥
পুত্র আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা॥
সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন।
প্রভুর ভক্তগণ মধ্যে হৈলা একজন॥১৪
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণ [illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]

প্রথমেই প্রভু [illegible] আনিয়া।
পড়িছা পাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া॥১৫
তিন জনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন সেবা মাগি নিল॥
পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার।
যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার॥
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে।
যেই প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে॥
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দিরমার্জ্জন।
এহো এক লীলা কর যে তোমার মন॥১৬
কিন্তু ঘট সম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহা আনি দিয়ে॥
তবে শত শত ঘট শত সম্মার্জ্জনী।
নূতন প্রভুর আগে পড়িছা দিল আনি॥
আর দিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিল চন্দন॥
শ্রীহস্তে সবারে দিল একেক মার্জ্জনী।
সবগণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি॥
গুণ্ডিচামন্দির গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লয়া করিল শোধন॥১৭
ভিতর মন্দির উপর সব সম্মার্জ্জিল।
সিংহাসন মার্জ্জি চারিভিত শোধিল॥
ছোট বড় মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন।
পাছে তৈছে শোধিলেন শ্রীজগমোহন॥
চারিপাশে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী করে।
আপনি শোধয়ে প্রভু শিখায় সবারে॥
প্রেমোল্লাসে শুদ্ধ শোধে লয় কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে করে নিজ কাম॥
ধূলিধূসর তনু দেখিতে শোভন।
[illegible]
[illegible]
[illegible]

তৃণ ধূলী ঝিঁকর সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে করি ফেলায় বাহিরে লইয়া॥
এইমত ভক্তগণ করি নিজবাসে।
তৃণ ধূলী বাহিরে ফেলায় পরম হরিষে॥
প্রভু কহে কে কত করিয়াছ মার্জ্জন।
তৃণধূলী-পরিমাণে জানিব পরিশ্রম॥
সবার ঝাটি আনি বোঝা একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল॥
এই মত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন॥
সূক্ষ্মধূলী তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভালমতে শোধ সবে প্রভুর অন্তঃপুর॥১৯
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল॥
আর শতজন জল শত ঘট ভরি।
প্রথমেই লয়া আছে কালাপেক্ষা করি॥
জল আন বলি যবে মহাপ্রভু কহিল।
তবে শতঘট আনি প্রভু আগে দিল॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
ঊর্দ্ধ অধোভিত্তি গৃহমধ্য সিংহাসন॥
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে ঊর্দ্ধ শোধি ভিত প্রক্ষালিল॥২০
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন॥
ভক্তগণ করে গৃহমধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন॥
কেহো জল আনি দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহো ছলে দেয় তাঁর চরণ উপরে॥
কেহো লুকাইয়া করে সেই জলপান।
কেহো মাগি লয় কেহো অন্যে করে দান॥
ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল।
সেই জল প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল॥
নিজ নিজ বস্ত্রে কৈল গৃহসম্মার্জ্জন।
প্রভু নিজ বস্ত্রে মাজিলেন সিংহাসন॥২১॥
শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন॥
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিলা মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে॥
শত শত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থল নাহি কেহো কূপে জল ভরে॥
পূর্ণকুম্ভ লয়া আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লয়া যায় আর শত জন॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী।
ইহাঁ বিনু আর সব আনে জল ভরি॥
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শত শত ঘট তাহা লোকে লয়া আইল॥২২
জল ভরে ঘর ধোয় করে হরিধ্বনি।
কৃষ্ণ হরি ধ্বনি বিনু আর নাহি শুনি॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্পণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন॥
যেই যেই করে সেই কহে কৃষ্ণনামে।
কৃষ্ণনাম হৈলা তাহা সঙ্কেত সর্ব্বকামে॥
প্রেমাবেশে প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
একলে করেন প্রেমে শতজনের কাম॥
শতহাতে করে যেন ক্ষালন মার্জ্জন।
প্রতি জন পাশে যাই করায় শিক্ষণ॥
ভাল কর্ম্ম দেখি তারে করে প্রশংসন।
মন না মিলিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন॥
তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে।
এইমত ভাল কর্ম্ম সেহো যেন করে॥২৩॥
একথা শুনিয়া সবে সঙ্কুচিত হয়া।
ভালমতে করে কর্ম্ম সবে মন দিয়া॥
তবে প্রভু প্রক্ষালিল শ্রীজগমোহন।
ভোগমণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন॥

নাটশালা ধুই, ধুইল চত্বর প্রাঙ্গণ ।
পাকশালা আদি কৈল সব প্রক্ষালন ॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রক্ষালন কৈল ।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল ॥
হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল ।
প্রভুর চরণযুগে দিল ঘট জল ॥
সেই জল লয়া আপনে পান কৈল ।
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল ॥
যদ্যপি গোসাঞি তারে হয়াছে সন্তোষ ।
শিক্ষা লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ২৪
স্বরূপগোসাঞি আনি কহিল তাহারে ।
এই দেখ তোমার গৌড়ীয়ার ব্যবহারে ॥
ঈশ্বরমন্দিরে মোর পাদ ধোয়াইল ।
সেই জল লয়া আপনে পান কৈল ॥
এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি ।
তোমার গৌড়ীয়া করে এতেক কৈজতি ॥
তবে স্বরূপগোসাঞিতারঘাড়েহাত দিয়া ।
ঢেকা মারি পুরীর বাহির কৈল লয়া ॥
পুনঃ আসি প্রভুর পায় করিল বিনয় ।
অজ্ঞের অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায় ॥২৫
তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইলা ।
সারি করি দুই পাশে সবা বসাইলা ॥
আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাতে ।
তৃণ কাটা কুটা সবে লাগিলা কুড়াইতে ॥
কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব ।
যার অল্প তার ঠাঞি পিঠাপানা লব ॥
এইমত সব পুরী করিল শোধন ।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন ॥
প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইল ।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল ॥ ২৬ ॥
এইমত পুরদ্বার অগ্রে পথ যত ।
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত ॥

নৃসিংহমন্দির-ভিতর বাহির শোধিল ।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল ॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন ।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্তসিংহ-সম ॥
স্বেদ কম্প বৈবর্ণ্যাশ্রু পুলক হুঙ্কার ।
নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার ॥
চারিদিকে ভক্ত অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন ।
শ্রাবণমাসে মেঘ যেন করে বরিষণ ॥২৭॥
মহা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল ।
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল ॥
স্বরূপের উচ্চ গান প্রভুরে সদা ভায় ।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায় ॥
এইমতে কথোক্ষণ নৃত্য করিয়া ।
বিশ্রাম করিল প্রভু সময় বুঝিয়া ॥
আচার্য্য গোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল নাম
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিল ভগবান্ ॥
প্রেমাবেশে নৃত্যে তিঁহ হইলা মূর্চ্ছিতে ।
অচেতন হয়া তিঁহো পড়িলা ভূমিতে ॥
আস্তে ব্যস্তে আচার্য্য তারে লৈলা কোলে
শ্বাসরহিত দেখি হইলা বিকলে ॥
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলছাটি ।
সহুঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি ॥
অনেক করিল তভু না হয় চেতন ।
আচার্য্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ ॥
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হাত দিল ।
উঠহ গোপাল বলি উচ্চৈঃস্বর কৈল ॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন ।
হরি বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ ॥ ২৯ ॥
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ।
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন ॥
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া ।
সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লঞা ॥

তীরে উঠি পরি সবে শুষ্ক বসন।
নৃসিংহদেব নমস্করি গেলা উপবন॥
উদ্যানে বসিলা প্রভু ভক্তগণ লঞা।
তবে বাণীনাথ আইলা প্রসাদ লইয়া॥
কাশীমিশ্র তুলসী পড়িছা দুই জন।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভক্ষণ॥
তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল।
দেখিয়া প্রভুর চিত্তে সন্তোষ হইল॥৩০॥
পুরী গোসাঞি মহাপ্রভু ভারতী ব্রহ্মানন্দ
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস গদাধর
শঙ্করারণ্য ন্যায়াচার্য্য রাঘব বক্রেশ্বর॥
প্রভু আজ্ঞা পাঞা বৈসে নিজে সার্ব্বভৌম
পিণ্ডোপরি বৈসে প্রভু লঞা এত জন॥
তার তলে তার তলে করি অনুক্রম।
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন
হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন।
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন॥
ভক্তসঙ্গে প্রভু করেন প্রসাদ অঙ্গীকার।
এসঙ্গে বসিতে যোগ্য নই মুঞি ছার॥
পাছেমোরেপ্রসাদগোবিন্দদিবেবহির্দ্বারে
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিলা তারে॥৩১
স্বরূপ গোসাঞি জগদানন্দ দামোদর।
কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর॥
পরিবেশন করে তাহা এই সাত জন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ॥
পুলিনভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল॥
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর।
সময় বুঝিয়া তবু মন কৈল স্থির॥
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে।
পিঠাপানা অমৃত গোটিকা দেহ ভক্তগণে

সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন যারে যেই ভায়।
তারে তারে সেই দেয়ায় স্বরূপ দ্বারায়॥৩২
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে॥
যদ্যপি দিলে প্রভু তারে করেন রোষ।
বলে ছলে তবু দেন দিলে সে সন্তোষ॥
পুনঃ আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তার আগে কিছু খায় মনে এই ত্রাস॥৩৩
স্বরূপ গোসাঞি ভাল মিষ্ট প্রসাদ লঞা।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইয়া॥
এই মহাপ্রাদ অল্প কর আস্বাদন।
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
এত বলি কিছু আগে করে সমর্পণ।
তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥
এই মত দুই জন করেন বার বার।
বিচিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহব্যবহার॥
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাঞাছেন নিজপাশে
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাসে
সার্ব্বভৌমেরে প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি বার বার করান ভোজন॥৩৪॥
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি।
সার্ব্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী॥
ভট্টাচার্য্যে পূর্ব্বে তোমার যত ব্যব্যহার।
কাহা এই পরমানন্দ করহ বিচার॥
সার্ব্বভৌম কহে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ্ সিদ্ধি
মহাপ্রভু বিনে কেহে নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয়॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণহরি॥

কাঁহা বহির্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গ।
কাঁহা এই সঙ্গ সুধাসমুদ্র তরঙ্গ ॥ ৩৫ ॥
প্রভু কহে পূর্ব্বসিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমাসঙ্গে আমা সবার হৈল কৃষ্ণে মতি।
ভক্তমহিমা বাড়াইতে ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু সম আর নাহি ত্রিজগতে ॥
তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্ত নাম লয়া।
পিঠাপানা দেয়াইলা প্রসাদ করিয়া ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন একঠাঞি।
দুইজনে ক্রীড়া কলহ লাগিল তথাই ॥৩৬॥
অদ্বৈত কহে অবধূতের সঙ্গে একপঙ্ক্তি
ভোজন করি, না জানি হবে কোন্ গতি ॥
প্রভু ত সন্ন্যাসী উঁহার নাহি অপচয়।
অন্নদোষে সন্ন্যাসির দোষ নাহি হয় ॥
"নান্নদোষেণ মস্করী" এই শাস্ত্রের প্রমাণ
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার এই দোষ স্থান ॥
জন্ম কুল শীলাচার না জানি যাহার।
তার সঙ্গে একপঙ্ক্তি বড় অনাচার ॥৩৭॥
নিত্যানন্দ কহে তুমি অদ্বৈত আচার্য্য।
অদ্বৈত সিদ্ধান্তে বাধে, শুদ্ধভক্তি কার্য্য ॥
তোমার সিদ্ধান্ত সঙ্গ করে যেই জনে।
এক বস্তু বিনে সেই দ্বিতীয় না মানে ॥
হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন।
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ॥
এইমত দুই জনে করে বোলাবুলি।
ব্যাজ স্তুতি করে দুঁহে যৈছে গালাগালি ॥
তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লয়া।
প্রসাদ দেয়ান, যেন কৃপা-অমৃত সিঞ্চিয়া ॥
ভোজন করি উঠে সবে হরিধ্বনি করি।
হরিধ্বনি উঠিল সেই স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি ॥৩৮॥
তবে মহাপ্রভু সব নিজ ভক্তগণে।
সবাকে শ্রীহস্তে দিলা মাল্যচন্দনে ॥

তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জন।
গৃহ-ভিতর বসি' কৈল প্রসাদ ভোজন ॥
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল লয়া ॥
ভক্তগণ গোবিন্দপাশ প্রসাদ মাগি নিল।
পাছে সেই প্রসাদ গোবিন্দ আপনে পাইল
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
"ধোয়াপাখালা"নামকৈলাএই এক লীলা
আর দিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ-সমান ॥
পক্ষ দিন দুঃখী-লোক প্রভু অদর্শনে।
আনন্দিত হৈলা জগন্নাথ দরশনে ॥ ৩৯ ॥
মহাপ্রভু সুখে লৈয়া সব ভক্তগণ।
জগন্নাথ দরশনে করিলা গমন ॥
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া।
পাছে গোবিন্দ যায় জলকরঙ্গ লইয়া ॥
প্রভু আগে পুরী ভারতী দুঁহার গমন।
স্বরূপ অদ্বৈত দুই পার্শ্বে দুই জন ॥
পাছে পার্শ্বে চলি যায় আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন ॥
দরশন লোভে করি মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
ভোগমণ্ডপ যাঞা করে শ্রী[illegible] ॥৪০॥
তৃষার্থ প্রভুর নেত্র ভ[illegible]।
গাঢ়াসক্ত্যে পিয়ে কৃষ্ণের বদন[illegible] ॥
প্রফুল্ল কমল জিনি নয়ন-যুগল।
নীলমণি দর্পণকান্তি গণ্ড ঝলমল ॥
বান্ধুলির ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ হসিতকান্তি অমৃততরঙ্গ ॥
শ্রীমুখ সৌন্দর্য্য-মধু বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটি কোটি ভক্তনেত্রভৃঙ্গ করে পানে ॥
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর ॥

এই মত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দর্শন॥
স্বেদ কম্প অশ্রু জল বহে অনুক্ষণ।
দর্শনের লোভে অশ্রু করে সম্বরণ॥৪১॥
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন।
ভোগের সময়ে প্রভু করেন সঙ্কীর্ত্তন॥
দর্শন আনন্দে প্রভু সব পাশরিলা।
ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু লয়া আইলা।
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হইবে জানিয়া।
সেবকে লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া॥
গুণ্ডিচামার্জ্জন লীলা সংক্ষেপে কহিল।
যাহা দেখি শুনি পাপির কৃষ্ণভক্তি হৈল॥
শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনং নাম দ্বাদশ পরিচ্ছেদ॥১২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলালপদারবিন্দসেবি বিনোদবিহারিগোস্বামি-কৃতাম্বয়বোধিনী ও সুবোধিনীসমন্বিত গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনং নাম দ্বাদশ পরিচ্ছেদ॥১২॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।
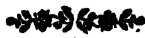
স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ॥১॥

যঃ শ্রীরথাগ্রে (শ্রীযুক্তস্য জগন্নাথাধিষ্ঠিতস্য রথস্য সম্মুখে) ননর্ত্ত, যেন (নর্ত্তনেন) জগতাং চিত্রং (চমৎকারম্) আসীৎ, (জগতাং বার্ত্তা দূরত আস্তাং) জগন্নাথঃ অপি বিস্মিতঃ (আসীৎ) সঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ জীয়াৎ॥১॥

যিনি শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে নৃত্য করতঃ লোক সকলের চমৎকারিতা সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নৃত্য দর্শনে শ্রীজগন্নাথদেবও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয় হউক॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রোতাগণ শুন করি একমন।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরমমোহন॥
আর দিন মহাপ্রভু হয়া সাবধান।
রাত্রে উঠি, গণ সঙ্গে কৈলা প্রাতঃস্নান॥
পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিল গমন।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন॥১
আপনে প্রতাপরুদ্র লয়া পাত্রগণ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয় দর্শন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সঙ্গে ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বরগমন॥
বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্তহাতি।
জগন্নাথবিজয় করায় করি হাতাহাতী॥
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ আলম্বন।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্মচরণ॥২॥
কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরি।
দুই দিগে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি॥

উচ্চ দৃঢ় তুলি সব পাতি স্থানে স্থানে ।
এক তুলি হৈতে আর তুলি করায় গমনে ॥
প্রভু পাদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড খণ্ড ।
তুলা সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥
বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার ।
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার ॥
মহাপ্রভু "মণিমা" বলি করে উচ্চধ্বনি ।
নানা বাদ্য কোলাহল কিছুই না শুনি ॥৩॥
তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন ।
স্বর্ণমার্জ্জনী লৈয়া করে পথ সম্মার্জ্জন ॥
চন্দন জলে করেন পথ নিষিঞ্চনে ।
তুচ্ছ সেবা করে, বৈসে রাজসিংহাসনে ॥
উত্তম হইয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন ।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে সেবা দেখিতে ।
মহাপ্রভুর কৃপা পাইলা সে সেবা হইতে ॥৪
রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার ।
সব হেমময় রথ সুমেরু আকার ॥
শত শত শুক্লচামর দর্পণ উজ্জ্বল ।
উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্ম্মল ॥
ঘাঘর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার কণিত ।
নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভুষিত ॥
লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর ।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর ॥ ৫ ॥
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লয়া ।
তার সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥
তাহার সম্মতি লঞা ভক্তসুখ দিতে ।
রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে ॥
সূক্ষ্ম শ্বেত বালু পথ পুলিনের সম ।
দুইদিকে টোটা সব যেন বৃন্দাবন ॥ ৬ ॥
রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন ।
দুই পার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিত মন ॥
গৌড় সব রথ টানে করিয়া আনন্দ ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ ॥
ক্ষণে স্থির হয়া রহে টানিলে না চলে ।
ঈশ্বরেচ্ছায় চলেরথ নাচলেকারোবলে ॥৭
তবে মহাপ্রভু সব লয়া নিজগণ ।
স্বহস্তে পরাইলা সবারে মাল্যচন্দন ॥
পরমানন্দপুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ ।
শ্রীহস্তে চন্দন পায়া বাঢ়িল আনন্দ ॥
অদ্বৈতআচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ।
শ্রীহস্ত স্পর্শে দুহে হইলা আনন্দ ॥
কীর্ত্তনীয়াগণে দিলা মাল্য চন্দন ।
স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য দুই জন ॥ ৮ ॥
চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন ।
দুই দুই মার্দ্দঙ্গিক হৈল অষ্ট জন ॥
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া ।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাটিয়া ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে ।
চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ॥৯
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান ।
আর পঞ্চ জন দিল তার পালিগান ॥
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ ।
রাঘবপণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল ।
শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥ ১০ ॥
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান্ শুভানন্দ ।
শ্রীরামপণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ ॥
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাঁহা গায় ।
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥
শ্রীকান্ত বল্লভসেন আর দুই জন ।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন ॥ ১১ ॥
গোবিন্দঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায় ॥

মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥
কুলিনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥
শান্তিপুর-আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায়॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন॥ ১২॥
জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পার্শ্বে দুই পাছে এক সম্প্রদায়॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি, বৈষ্ণব হৈল পাগল॥
শ্রীবৈষ্ণব-ঘটামেঘে হইল বাদল।
সঙ্কীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্রজল॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥১৩॥
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু হরি হরি বুলি।
জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি॥
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমারে দয়ায়॥
কেহো লখিতে নারে অচিন্ত্য প্রভু শক্তি।
অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যার শুদ্ধভক্তি॥১৪॥
কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।
কীর্ত্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত॥
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে বিবশ রাজা হৈলা প্রেমময়॥
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা।
কাশীমিশ্র কহে তব ভাগ্যের নাহি সীমা॥১৫
সার্ব্বভৌম সহ রাজা করে ঠারাঠারি।
আর কেহো না জানে চৈতন্যের চুরি॥
যারে তাঁর কৃপা, তারে সে জানিতে পারে
কৃপা বিনে ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে॥
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রসন্ন প্রভুর মন।
সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য দর্শন॥১৬॥
সাক্ষাতে না দেখা দেন, পরোক্ষে এতদয়া
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া॥
সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্র দুই মহাশয়।
রাজারে প্রসাদ দেখি হৈলা বিস্ময়॥
এইমত লীলা প্রভু করি কতক্ষণ।
আপনে গায়েন নাচে নিজ ভক্তগণ॥১৭॥
কভু এক মূর্ত্তি হয় কভু বহুমূর্ত্তি।
কার্য্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি॥
লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান॥
পূর্ব্বে যৈছে রাসাদিলীলা কৈলা বৃন্দাবনে
অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে॥
ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ॥ ১৮॥
এই মত মহাপ্রভু করি নৃত্য রঙ্গে।
ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে॥
এইমত হৈল কৃষ্ণের রথ আরোহণ।
তার আগে নাচাইল প্রভু নিজগণ॥
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা গমন।
তার আগে প্রভু যৈছে করিল নর্ত্তন॥
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করি কতক্ষণ।
আপন উদ্‌যোগে নাচাইল ভক্তগণ॥১৯॥
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল॥
শ্রীবাস রামাই রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ।
হরিদাস গোবিন্দানন্দ মাধব গোবিন্দ॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে যবে প্রভুর হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নব জন॥

এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়।
আর সম্প্রদায় চারিদিকে রহি গায় ॥
দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাত।
ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ ॥ ২০ ॥

তথাহি মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মণ্যদেবায় (ব্রহ্মণ্যানাং পূজ্যায়) গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ নমঃ, জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ ॥ ২ ॥

যিনি ব্রহ্মণ্যগণের পূজ্য, গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, জগতের কল্যাণদায়ক, গোগণের পালক, সেই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ২ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ৩ ॥

অসৌ দেবকীনন্দনঃ দেবঃ জয়তি জয়তি, বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ (বৃষ্ণীনাং গোপানাং যদূনাং চ বংশং প্রদীপয়তি সমুজ্জ্বলয়তি যঃ সঃ) কৃষ্ণঃ জয়তি জয়তি। মেঘশ্যামলাঙ্গঃ (নবজলধরবৎ শ্যামলাঙ্গঃ যস্য সঃ) কোমলাঙ্গঃ (কোমলং মৃদুস্পর্শম্ অঙ্গং যস্য সঃ) জয়তি জয়তি পৃথ্বিভারনাশঃ মুকুন্দঃ জয়তি জয়তি ॥ ৩ ॥

দেবকীনন্দন দেব জয়যুক্ত হউন, বৃষ্ণিকুলের উজ্জ্বলকারি শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক, নবজলধর সদৃশ শ্যামল এবং কোমলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক, ভূভারহারী মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে নবত্যধ্যায়ে চতুর্বিংশ শ্লোকঃ—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥৪॥

জননিবাসঃ (জনেষু তদীয়েষু অন্তরঙ্গেষু যাদব-গোপাদিষু সাক্ষান্নিবাসঃ অন্যেষু তৎস্ফূর্ত্তিরূপঃ যস্য সঃ) দেবকীজন্মবাদঃ (দেবক্যাং জন্ম জননলীলানুকরণেন প্রাদুর্ভাবঃ বাদঃ তত্ত্বযুভুৎসুকথা ন তু ছলজাত্যাদি রূপো যস্য। যদ্বা দেবক্যাং জন্মনো বাদঃ খ্যাতিঃ 'নন্দস্বাত্মজ উৎপন্ন' ইত্যত্র ব্যাখ্যাতরীত্যা তু শ্রীযশোদায়ামপি তৰ্ক্যং জন্ম যস্তেতি) যদুবরপরিষৎ (যদুবরাঃ ক্ষত্রিয়াঃ গোপাঃ চ পরিষৎ সভা রূপা যস্য সঃ) স্বৈর্দোর্ভিঃ অধর্ম্মম্ অস্যন্ (দূরীকুর্ব্বন্) স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ স্থিরচরাণাম্ অন্তরঙ্গানাং স্ববিয়োগ-দুঃখহন্তা বাহিরঙ্গানাং সংসারহন্তাপি সন্) সুস্মিত-শ্রীমুখেন (শোভনং স্মিতং তদুপলক্ষিতং প্রসাদ-বিলাসাদিকং যত্র তেন স্বভাবত এব শ্রীযুক্তেন মুখেন এব) ব্রজপুরবনিতানাং (প্রাধান্যতঃ প্রথমোক্তানাং ব্রজবনিতানাং তদন্তরঙ্গানাং পুর-বনিতাঞ্চ জনিতাত্যর্থানুরাগাণাং তাসাং যোষিতাং যঃ) কামদেবঃ (কামঃ স এব দীব্যতি পরমপ্রেম-রূপত্বাৎ সর্ব্বতোঽপি বিরাজতীতি তং) বর্দ্ধয়ন্ (সদৈবোদ্দীপয়ন্) জয়তি (পরিকরৈঃ সহ তাদৃশ-বিলাসাদিবিশিষ্টো ব্রজে পুরদ্বয়ে চ সদা সর্ব্বোৎ-কর্ষেণ বিরাজত এব স্থিতম্) ॥ ৪ ॥

যিনি যাদব ও গোপগণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাস করেন, দেবকীতে যাঁহার জন্ম খ্যাতি হইয়াছে এবং যশোদাতে যাঁহার জন্ম সিদ্ধান্তিত হয়, যদুবর অর্থাৎ ক্ষত্রিয় এবং গোপগণ যাঁহার সভা স্বরূপ, যিনি নিজ বাহু স্বরূপ ভক্ত দ্বারা জগতের অধর্ম্মকে বিনাশ করতঃ অন্তরঙ্গ ভক্তের সবিয়োগরূপ দুঃখ এবং বহিরঙ্গের সংসার নাশ করিতেছেন, শোভনস্মিতযুক্ত

শ্রীমুখ অনুরাগবতী ব্রজবধূ ও পুরবধূগণের প্রেমরূপ কামের সর্ব্বদা উদ্দীপন করতঃ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীমদ্ভগবদ্বচনম্—
নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥৫॥

অহং ন বিপ্রঃ ন চ নরপতিঃ (ক্ষত্রিয়জাতিঃ) নাপি বৈশ্যঃ ন শূদ্রঃ অহং ন বর্ণী (ব্রহ্মচারী) ন চ গৃহপতিঃ (গৃহস্থঃ) ন বনস্থঃ (বানপ্রস্থঃ) বা যতিঃ। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধেঃ (প্রভূততয়া উদ্যন্ উৎকর্ষম্ আবিষ্কুর্ব্বন্ যো নিখিলপরমানন্দঃ স এব সর্ব্বানন্দকরত্বাৎ পূর্ণামৃতাব্ধিঃ তস্য) গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োঃ দাসদাসানুদাসঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য যে দাসাঃ তেষাং দাসাঃ তেষামপি অহম্ অনুদাসঃ হীনদাসোঽস্মি। এতত্তু সর্ব্বং দৈন্যোনেবোক্তং বস্তুতস্তু কৃষ্ণদাসোঽহমিতি তাৎপর্য্যম্) ॥ ৫ ॥

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, গৃহস্থ নহি, বনবাসী নহি, ব্রহ্মচারী নহি, সন্ন্যাসীও নহি, কিন্তু নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতসমুদ্রস্বরূপ শ্রীগোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের দাসগণের দাসানুদাস ॥ ৫ ॥

এত পড়ি পুনরপি করিলা প্রণাম।
যোড়হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান ॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
চক্র ভ্রমি, ভ্রমে যৈছে অলাত আকার ॥
নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগর মহী শৈল করে টলমল ॥২১
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।
নানা ভাবে বিবশতা গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥
আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায়।
সুবর্ণ পর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায় ॥২২॥
নিত্যানন্দ প্রভু দুই হস্ত প্রসারিয়া।
প্রভুকে ধরিতে বুলে আশে পাশে ধাঞা ॥
প্রভু পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস হরিবোল বোলে বার বার ॥
লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল।
প্রথম মণ্ডল নিত্যানন্দ মহাবল ॥
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয়াবরণ ॥
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ।
মণ্ডলী হইয়া করে লোক নিবারণ ॥
হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্তাবলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া ॥২৩
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন।
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন ॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও এক পাশ ॥
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বার বার ঠেলে তার ক্রোধ হৈল মনে।
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হৈলা সে হরিচন্দন ॥
ক্রুদ্ধ হয়া তারে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে ॥২৪॥
ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা ॥
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
অন্য আছু, জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥
রথ স্থির করি আগে না করে গমন।
অনিমিষনেত্রে করে নৃত্য দরশন ॥

সুভদ্রা বলরামের হৃদয়ে উল্লাস।
নৃত্য দেখি দুই জনার শ্রীমুখে হৈল হাস॥২৫
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল॥
মাংস ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলির বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥২৬॥
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোক জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গাম।
জজ গগ জজ গগ গদ্গদ বচন॥
জলযন্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশ পাশ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প সম॥২
কভু স্তব্ধ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ককাষ্ঠ সম হস্ত পাদ না চলয়॥
কভু ভূমি পড়ে, কভু হয় শ্বাসহীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ-ক্ষীণ॥
কভু নেত্র-নাসাজল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্র-বিম্বে বহে যেন॥২৮॥
সেই ফেন লইয়া শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তেঁহো বড় ভাগ্যবান্॥
এইমত উদ্দণ্ড নৃত্য করি কতক্ষণ।
ভাব বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন॥
উদ্দণ্ড নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল॥২৯॥

তথাহি পদং॥

সেই ত পরাণ নাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ॥ধ্রু॥৩০॥
এই ধুয়া গানে উচ্চ গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর॥

ধীরে ধীরে জগন্নাথ করিলা গমন।
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন॥
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে গায় নাচে।
কীর্ত্তনিয়া সহ প্রভু চলে পাছে পাছে॥
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয়।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয়॥৩১॥
গৌর যদি আগে না যায় শ্যাম হয় স্থিরে
গৌর আগে যায় শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥
এইমত গৌরশ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
স্বরথ শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈল ভাবান্তর।
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চৈঃস্বর॥৩২॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং প্রথমে ষষ্ঠশ্লোকধৃতং কাব্যপ্রকাশে কস্যাশ্চিন্নায়িকায়াঃ বচনম্—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥৬

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বারবার।
স্বরূপ বিনে কেহ অর্থ না জানে ইহার॥
এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপআখ্যান॥৩৩
পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া ধুয়া গাওয়াইল॥৩৪
অবশেষে রাধাকৃষ্ণে কৈলা নিবেদন।
সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ॥৩৫॥
ইহাঁ লোকারণ্য হাতী ঘোড়া রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ পিকনাদ শুনি॥

ঞিহা রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন ॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে সেই সুখ আস্বাদন।
সে সুখ সমুদ্রের ঞিহা নাহি এক কণ ॥৩৬
আমা লঞা পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে ॥
ভাগবতে আছে এই রাধিকাবচন।
পূর্ব্বে তাহা সূত্র মধ্যে করিয়াছি বর্ণন ॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে এই শ্লোক।
শ্লোকের যে অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥
স্বরূপগোসাঞি জানে না কহে অর্থ তার।
শ্রীরূপগোসাঞি কৈল সে অর্থ প্রচার ॥
স্বরূপ সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন ॥৩৭॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং প্রথমে অষ্টমশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

অস্যার্থ। যথা রাগ ॥

অন্যের যে অন্য মন, আমার মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥৩৮॥
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাহাতে তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন ॥৩৯॥
পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ জ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময় জান আমার হৃদয়,
আমার ঐছে কহিতে না যুয়ায় ॥৪০

চিত্তকাঢ়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি নারি কাঢ়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥৪১॥
নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটি,
শুনি গোপীর বাঢ়ে আর রোষ ॥৪২॥
দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাঁহা তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহসমুদ্রজলে, কাম তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে লহ তার পার ॥৪৩॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনাপুলিন বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজ ব্রজজন, মাতাপিতা বন্ধুগণ,
বড় চিত্র কেমনে পাশরিলা ॥৪৪॥
বিদগ্ধ মৃদু-সদ্গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ,
তুমি তোমায় নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন, নাহি সরে ব্রজজন,
সে আমার দুর্দ্দৈব বিলাস ॥৪৫॥
না গণি আপন দুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরী-মুখ,
ব্রজজন হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি,
কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে ॥৪৬॥
তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে
ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥৪৭॥
তুমি ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজ পদ ॥৪৮॥

পুনর্যথারাগঃ।
শুনিয়ারাধিকাবাণী,ব্রজপ্রেম মনে আনি,
ভাবে ব্যাকুলিত দেহ মন।
ব্রজলোকেরপ্রেমশুনি,আপনাকেঋণীমানি
করে কৃষ্ণ তার আশ্বাসন ॥৪৯॥
প্রাণপ্রিয়ে শুন মোর সত্য বচন।
তোমাসবারস্মরণে,ঝুরোঁমুঞিরাত্রিদিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোন জন ॥ ধ্রু॥
ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণসম।
তারমধ্যে গোপীগণ,সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন ॥৫০॥
তোমাসবারপ্রেমরসে,আমাকেকরিলাবশে
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমাসবা ছাড়াইয়া,আমা দূরদেশেলয়া,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল ॥৫১॥
প্রিয়া-প্রিয়-সঙ্গহীনা, প্রিয়প্রিয়া সঙ্গ বিনা,
নাহিঁ জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে,তার এই দশা হবে,
এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ ॥৫২॥
সেই সতী প্রেমবতী,প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়হিতে।
না গণে আপনার দুঃখ,বাঞ্ছেপ্রিয়জনসুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥৫৩॥
রাখিতেতোমারজীবন,সেবিআমিনারায়ণ,
তার শক্ত্যে আসি নিতি নিতি।
তোমাসনেক্রীড়া করি,নিতিযাই যদুপুরী,
তাহা তুমি মান আমা স্ফূর্ত্তি ॥৫৪॥
মোরভাগ্যেমোবিষয়ে,তোমারযেপ্রেমহয়ে
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়াআমাআনে,সঙ্গকরায়তোমাসনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥৫৫॥

যাদবের প্রতিপক্ষ, দুষ্ট যত কংসপক্ষ,
তাহা আমি সব কৈল ক্ষয়।
আছে দুই চারিজন, তাহা মারি বৃন্দাবন,
আইলাম জানিহ নিশ্চয় ॥৫৬॥
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা।
যে বা স্ত্রী পুত্র ধন, করি রাজ্য আবরণ,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া ॥৫৭॥
তোমারযেপ্রেমগুণে,করেআমাআকর্ষণে,
আনিবে আমা দিন দশ বিশে।
পুনঃ আসি বৃন্দাবনে,ব্রজবধূ তোমা সনে,
বিলাসিব রাত্রিদিবসে ॥৫৮॥
এত তারে কহি কৃষ্ণ, ব্রজ যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল।
সেই শ্লোকশুনি রাধা,খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল ॥৫৯॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে তৃতীয়শ্লোকধৃতঃ শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥৮

এই সব অর্থ প্রভু, স্বরূপের সনে।
রাত্রি দিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে ॥
নৃত্যকালে সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া।
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ বদন চাঞা ॥
স্বরূপগোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট, যার কায় বাক্য মন ॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয় প্রভু নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট করিয়া করে গান আস্বাদন ॥৬০॥
ভাবাবেশে প্রভু কভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জ্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈয়া ॥
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর।
ভয়ে নিজকরে নিবারয়ে প্রভু-কর ॥

প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে যেই রস তাহা করে মূর্ত্তিমান্‌॥
শ্রীজগন্নাথের দেখি শ্রীমুখকমল।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল॥
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝল্‌মল।
মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার দিব্য পরিমল॥ ৬১॥
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ-সিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ ঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥
আনন্দ উন্মাদে উঠে ভাবের তরঙ্গ।
নানাভাব সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ॥
ভাবোদয় ভাবশান্তি সন্ধি শাবল্য।
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী সবার প্রাবল্য॥৬২॥
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল।
ভাবপুষ্প দ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল॥
দেখিতে লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত মন।
প্রেমামৃত বৃষ্টে প্রভু সিঞ্চে সর্ব্বজন॥
জগন্নাথসেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক লোক নীলাচলবাসী যত জন॥
প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উপজিল হৃদয়ে সবার॥ ৬৩॥
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল॥
অন্যের কা কথা জগন্নাথ হলধর।
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলেন মন্থর॥
কভু সুখে নৃত্যরঙ্গ দেখে রথ রাখি।
সে কৌতুক যে দেখিল সেইতার সাক্ষী॥৬৪
এইমত প্রভু নৃত্য করিতে ভ্রমিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে॥
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল॥
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার॥

আবেশে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে।
কাশীশ্বরগোবিন্দাদিআছিলাঅন্যস্থানে॥৬৫
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবন।
প্রসন্ন হৈঞাছে তারে মিলিবারে মন॥
তথাপি আপনগণ করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান॥৬৬
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে তুমি না কর সংশয়॥
তোমার উপরে প্রভুর প্রসন্ন আছে মন।
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজগণ॥
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।
সেই কালে যাই, করিহ প্রভুর মিলন॥
তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হৈঞা।
রথ পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিঞা॥
ঠেলিলে চলিল রথ হড় হড় করি।
চৌদিকের লোক উঠে বলি হরি হরি॥৬৭
তবে প্রভু নিজ ভক্তগণ লয়া সঙ্গে।
বলভদ্র সুভদ্রা আগে নৃত্য করে রঙ্গে॥
তাঁহা নৃত্য করি জগন্নাথ আগে আইলা।
জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিলা॥
চলিয়া আইলা রথ বলগণ্ডি স্থানে।
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাহিন বামে॥
বামে বিপ্রশাসন নারিকেল বন।
ডাহিনে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন॥ ৬৮॥
আগে নৃত্য করে গৌর লয়া ভক্তগণ।
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন॥
সেই স্থানে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন॥
জগন্নাথের ছোট বড় যত দাসগণ।
নিজ নিজোত্তম-ভোগ করে সমর্পণ॥
রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র মিত্রগণ।
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন॥

নানাদেশের যাত্রিক দেশী যত জন।
নিজ নিজ ভোগ তাঁহা কৈল সমর্পণ ॥৬৯॥
আগে পাছে দুই পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান বনে।
যে যাঁহা পায় ভোগ লাগায় নাহিক নিয়মে
ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড় হৈলা
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেলা ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন গিয়া।
পুষ্পোদ্যান গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া।
নৃত্যপরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম।
সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন ॥ ৭০ ॥
যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরামে।
প্রতি বৃক্ষতলে সবে করিলা বিশ্রামে ॥
এইত কহিল প্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিলা নর্ত্তন ॥
রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য বিবরণ।
চৈতন্যাষ্টকেরূপগোসাঞিকরিছেন বর্ণন॥৭১

তথাহি স্তবমালায়াং প্রথমে সপ্তমশ্লোকঃ—

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥৯॥

রথারূঢ়স্য নীলাচলপতেঃ (শ্রীজগন্নাথস্য) আরাৎ (নিকটে) অধিপদবি (পথি) অদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ (অদভ্রেণ মহতা প্রেমোর্ম্মিণা স্ফুরিতো যো নটনোল্লাসঃ নৃত্যাতিশয়ঃ তেন বিবশঃ) সহর্ষং গায়দ্ভিঃ বৈষ্ণবজনৈঃ পরিবৃততনুঃ সঃ চৈতন্যঃ মে দৃশোঃ পদং পুনরপি কিং যাস্যতি ॥ ৯ ॥

যিনি রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের পুরোবর্ত্তি পথে প্রেমতরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে বিবশ হইয়াছিলেন এবং সানন্দে সঙ্কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবগণ দ্বারা পরিবৃত দেহ, সেই শ্রীচৈতন্য কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন। ৯ ॥

ইহা যেই শুনে সেই গৌরচন্দ্র পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ তার প্রেমভক্তি হয় ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
রথাগ্রেনর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশ-
পরিচ্ছেদ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলালপদারবিন্দসেবি বিনোদবিহারিগোস্বামি-কৃতান্বয়বোধিনী ও সুবোধিনীসমন্বিত রথাগ্রেনর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশপরিচ্ছেদ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।
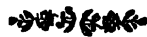
গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্না ননর্ত্ত সঃ ॥ ১ ॥

গৌরঃ আত্মবৃন্দৈঃ (ভক্তগণৈঃ সহ) শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়োৎসবং পশ্যন্ গোপীরসোল্লাসং (গোপী-প্রেমমাধুর্য্যং) শ্রুত্বা হৃষ্টঃ (সন্) প্রেম্না সঃ (গৌরঃ) ননর্ত্ত ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ নিজভক্তগণের শ্রীলক্ষ্মী বিজয়োৎসব দর্শন করিতে করিতে

গোপীগণের প্রেমমাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হওতঃ প্রেমে নৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
জয় শ্রোতাগণ যার গৌর প্রাণধন ॥
এইমত প্রভু আছে প্রেমের আবেশে।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে ॥১॥
সার্ব্বভৌম উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একলা বৈষ্ণববেশে আইলা সেই দেশ ॥
সব ভক্তের আজ্ঞা লৈল যোড়হাত হৈঞা।
প্রভুপাদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া ॥
আঁখি বুঁজি প্রভু, প্রেমে ভুমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ সম্বাহন ॥
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
"জয়তি তেঽধিকং"অধ্যায়করয়েপঠন ॥২॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
বোল বোল বলি, উচ্চ বলে বারবার ॥
'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল ॥
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি দিল আলিঙ্গন ॥
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বারবার।
দুই জনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার ॥৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে নবমশ্লোকঃ—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ২ ॥

তপ্তজীবনং (ত্বদ্বিরহতাপখিন্নান্ কিমুত সংসারতাপখিন্নান্ জীবয়তি মৃত্যুপর্য্যন্তদুর্দ্দশাতো রক্ষতীতি তৎ) কবিভিঃ (আত্মারামৈঃ) ঈড়িতং (স্তুতং) কল্মষাপহং শ্রবণমঙ্গলং (সর্ব্বার্থসাধকং) শ্রীমৎ তব কথামৃতম্ আততং (বিস্তৃতং যথা ভবতি তথা) ভুবি যে গৃণন্তি (নিরূপয়ন্তি, তে) জনাঃ ভূরিদাঃ (বহুদাতারঃ) ॥ ২ ॥

তাপিতজনের জীবনস্বরূপ, জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক স্তুত, পাপনাশন ও শ্রবণমঙ্গল তোমার কথামৃত এই ভুমণ্ডলে যাঁহারা বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করেন, নিশ্চয় তাঁহারা জন্মান্তরে বহুল দান অর্থাৎ পুণ্য করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

'ভুরিদা ভুরিদা' বলি করে আলিঙ্গন।
ইহা নাহি জানে, এহো হয় কোন জন ॥
পূর্ব্ব সেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনে কৃপা-প্রসাদ করিল ॥
এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনু করয়ে সকল ॥ ৪ ॥
প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত ॥
রাজা কহে আমি তোমারদাসেরঅনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোরআশ ॥
তবে মহাপ্রভু তারে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
কাঁহা না কহিও ইহা নিষেধ করিল ॥
রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সব জানে প্রভু বাহিরে উদাস ॥
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ।
রাজাকে প্রশংসে সবে আনন্দিত মন ॥৫॥
দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড়হাত করি সবে ভক্তেরে বন্দিলা ॥
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লৈয়া কৈল আগমন ॥

সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথে দিয়া।
প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিয়া॥
বালগণ্ডি ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি প্রসাদ আইল যার নাহি অন্ত॥৬
ছেনাপানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপূর।
বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জ্জুর॥
মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃতগুটিকা-আদি ক্ষীরসা অপার॥
অমৃতমণ্ডা ছেনার বড়ী আর কর্পূরকুলি।
সরামৃত সরভাজা আর সরপুলী॥
হরিবল্লভ সেবতি কর্পূরমালতী।
ডালিমা মরিছা লাড়ু নবাত অমৃতি॥
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।
বিয়ড়ী কদমা তিলাখাজার প্রকার॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।
ফল ফুল পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার॥
দধিদুগ্ধ দধিতক্র রসালা শিখরিণী।
সলবণমুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি॥
নেবুকোলি-আদি নানাপ্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার॥
প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন॥ ৭॥
এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন॥
কেয়া-পত্রদ্রোণি আইল বোঝা পাঁচসাত।
একেকজনে দশদ্রোণা দিল একেক পাত॥
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌররায়।
তা সবাকে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায়॥৮
পাঁতি পাঁতি করি ভক্তগণ বসাইলা।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
স্বরূপগোসাঞি তবে কৈলা নিবেদন॥
আপনে বৈসহ প্রভু ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে কেহো না পারে খাইতে॥
তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা।
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পুরিয়া॥
ভোজন করি বসিলা প্রভু করি আচমন।
প্রসাদ উবরিল খায় সহস্রেক জন॥ ৯॥
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে।
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে॥
কাঙ্গালের ভোজন রঙ্গ দেখে গৌরহরি।
হরিবোল বলি তারে উপদেশ করি॥
হরি হরি বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায়॥
ইহা জগন্নাথের রথ চলন সময়।
গৌড় সব রথ টানে আগে না চলয়॥
টানিতে না পারি গৌড় সবে রথ ছাড়ি দিলা।
পাত্রমিত্র লৈঞা রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইলা॥
মহামল্লগণ লঞা রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা রথ না পারে টানিতে॥১০
ব্যগ্র হৈঞা রাজা, আনি মত্ত হস্তিগণ।
রথ চালাইতে রথে করিলা যোটন॥
মত্ত হস্তিগণ টানে যার যত বল।
এক পাদ না চলে রথ হইল অচল॥
শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লঞা।
মত্তহস্তী রথ টানে দেখে দাণ্ডাইঞা॥
অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চিৎকার।
রথ নাহি চলে, লোকে করে হাহাকার॥১১
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল।
নিজগণে রথ-কাছি টানিবারে দিল॥
আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড় হড় করি রথ চলিলা ধাইয়া॥

ভক্তগণ কাছিতে হাত দিবা মাত্র যায়।
আপনে চলয়ে রথ টানিতে না পায় ॥
মহানন্দে লোক করে জয় জয় ধ্বনি।
জয় জগন্নাথ বই আর নাহি শুনি ॥
নিমিষেকে রথ গেলা গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্যপ্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার ॥১২
জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এইমত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য ॥
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥
পাণ্ডুবিজয় তবে কৈল সেবকগণে।
জগন্নাথ বসিল আজি নিজ সিংহাসনে ॥
সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনেতে আইলা।
জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিলা ॥১৩
অঙ্গণে ত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
আনন্দে আরম্ভিল প্রভু নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥
আনন্দেতে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
দেখি সব লোক প্রেমসমুদ্রে ভাসিল ॥
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল ॥
আইটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল ॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য মুখ্য নব জন নব দিন পাইল ॥১৪॥
আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য যত দিনে।
এক এক দিনে করি পড়িল বণ্টনে ॥
চারিমাসের দিন, মুখ্য ভক্ত বাঁটি নিল।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল ॥
একদিন নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মেলি।
এই মত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কেলি ॥ ১৫॥
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগন্নাথ।
সঙ্কীর্ত্তন নৃত্য করে ভক্তগণ সাথ ॥
কভু অদ্বৈত নাচে কভু নিত্যানন্দ।
কভু হরিদাস নাচে কভু অচ্যুতানন্দ ॥
কভু বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণে।
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণে ॥
বৃন্দাবন আইলা কৃষ্ণ এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান ॥
রাধাসঙ্গে কৃষ্ণলীলা এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে ॥১৬॥
নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবনলীলা।
ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে করে জলখেলা ॥
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া ॥
কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডলে।
জলমণ্ডুক বাদ্য বাজায়, সবে করতলে ॥
দুই দুই জন মেলি করে জল-রণ।
কেহো হারে জিনে প্রভু করে দরশন ॥১৭
অদ্বৈত নিত্যানন্দ করে জল ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি ॥
বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সনে।
গুপ্ত দত্ত জলযুদ্ধ করে দুই জনে ॥
শ্রীবাস সহিতে জল খেলে গদাধর।
রাঘব-পণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর ॥
সার্ব্বভৌম সহ খেলে রামানন্দ রায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দুঁহার, হৈল শিশুপ্রায় ॥১৮
মহাপ্রভু তাঁহা দুঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া ॥
পণ্ডিত গম্ভীর দুঁহে প্রামাণিক জন।
বাল্যচাঞ্চল্য করে করহ বর্জ্জন ॥
গোপীনাথ কহে তোমার কৃপা মহাসিন্ধু
উছলিত হয় যদি তার এক বিন্দু ॥
মেরু মন্দরপর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই গণ্ডশৈল ইহার কা কথা ॥ ১৯॥
শুষ্কতর্ক খলি খাইতে জন্ম গেল যার।
তারে লীলামৃত পিয়াও এ কৃপা তোমার

হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈত আনিল।
জলের উপরে তারে শেষশয্যা কৈল॥
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন।
শেষশায়ি-লীলা প্রভু কৈল প্রকটন॥
শ্রীঅদ্বৈত নিজশক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেত ভাসিয়া॥২০
এইমত জলক্রীড়া করি কতক্ষণ।
আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
পুরী ভারতী-আদি মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিল ভোজন॥
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল॥
অপরাহ্ণে আসি কৈল দর্শন নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি করিল শয়ন॥২১।
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর দর্শন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য গীত করিলা কতক্ষণ॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া।
বৃন্দাবন বিহার করে ভক্তগণ লঞা॥
বৃক্ষবল্লি প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।
ভৃঙ্গ পিক গায়, বহে শীতল পবনে॥
প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন॥
এক এক বৃক্ষতলে এক এক গায়।
পরম আবেশে একা নাচে গৌররায়॥২২॥
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিল নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাইতে॥
প্রভু সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়।
দিগ্‌বিদিগ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায়॥
এইমত কতক্ষণ করি বনলীলা।
নরেন্দ্র-সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা॥
জলক্রীড়া করি পুনঃ আইলা উদ্যানে।
ভোজনলীলা কৈল তবে লঞা ভক্তগণে॥২৩

নব দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্তসাথ॥
জগন্নাথবল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম।
নব দিন করে প্রভু তথাই বিশ্রাম॥
হোরাপঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া॥
কালি হোরাপঞ্চমী শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়।
ঐছে উৎসব কর যৈছে কভু নাহি হয়॥২৪
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার।
দেখি মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার॥
ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে
চিত্রবস্ত্র আর ছত্র কিঙ্কিণী চামরে॥
ধ্বজপতাকা ঘণ্টাদর্পণ করহ মণ্ডন।
নানাবাদ্য নৃত্য দোলা করহ সাজন॥২৫॥
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার।
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার॥
সেইত করিহ প্রভু, লঞা নিজগণ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দর্শন॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথদর্শন কৈল সুন্দরাচল যাঞা॥
নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ সঙ্গে।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরাপঞ্চমীর রঙ্গে॥
কাশীমিশ্র প্রভুকে বহু আদর করিয়া।
গণসহ ভাল স্থানে বসাইল লঞা॥
রসবিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল।
ঈষৎ হাসিয়া তবে স্বরূপে পুছিল॥ ২৬॥
যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকাবিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার॥
তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার॥
বৃন্দাবন সম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন॥

বাহির হইতে করে রথযাত্রা ছল।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল ॥
নানাপুষ্পোদ্যানে তাঁহা খেলে রাত্রিদিনে
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে ॥২৭
স্বরূপ কহে শুন প্রভু কারণ ইহার।
বৃন্দাবন-ক্রীড়ায় লক্ষ্মীর নাহি অধিকার ॥
বৃন্দাবন ক্রীড়ার সহায় গোপীগণ।
গোপীবিনেঅন্যকৃষ্ণেরহরিতেনারেমন ॥২৮
প্রভু কহে যাত্রা ছলে কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন ॥
গোপীসঙ্গে লীলা যত করে উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহো নাহি জানে ॥
অতএব প্রকট কৃষ্ণের নাহি কিছু দোষ।
তবে কেন লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ ॥
স্বরূপ কহে প্রেমবতীর এইত স্বভাব।
কান্তের ঔদাস্যলেশে হয় ক্রোধভাব ॥২৯
হেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন।
সুবর্ণের চৌদোলাতে করি আরোহণ ॥
ছত্র চামর ধ্বজ পতাকা তোরণ।
নানাবাদ্য আগে নাচে দেবদাসীগণ ॥
তাম্বূলসম্পুট ঝারি ব্যজন চামর।
সাথে যায় দাসী শত দিব্য ভূষাম্বর ॥
অলৌকিক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার।
ক্রুদ্ধ হৈঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার ॥
শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ভৃত্যগণ।
লক্ষ্মীদাসীগণ তারে করেন বন্ধন ॥ ৩০ ॥
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোরে যেন দণ্ড করি লয় নানাধনে ॥
অচেতন রথ তাঁর করেন তাড়ন।
নানামত গালি দেন ভণ্ডের বচন ॥ ৩১ ॥
লক্ষ্মীসঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্ভ্য দেখিয়া ।
হাসে মহাপ্রভুরগণ মুখে হস্ত দিয়া ॥

দামোদর কহে ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কাঁহা নাহি দেখি শুনি আর ॥
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ।
ভূমি বসি, নখে লিখে, মলিনবদন ॥
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এইবিধ মান।
ব্রজে গোপীগণের মানরসের নিধান ॥
ইঁহো নিজ সর্ব্বসম্পত্তি প্রকট করিয়া।
প্রিয়ের উপরে যায় সৈন্য সাজাইয়া ॥৩২॥
প্রভু কহে কহ ব্রজমানের প্রকার।
স্বরূপ কহে গোপীমান নদী শতধার ॥
নায়িকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি বহুভেদ।
সেই ভেদে নানাপ্রকার মানের উদ্ভেদ ॥
সম্যক্ গোপীর মান না যায় কথন।
এক দুই ভেদে করি দিগ্‌দরশন ॥৩৩॥
মানে কেহো হয় ধীরা কেহত অধীরা।
এই তিন ভেদে কেহো হয় ধীরাধীরা ॥৩৪
ধীরা, কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান।
নিকট আসিতে করে আসন প্রদান ॥
হৃদি কোপ মুখে কহে মধুর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গিতে তারে করে আলিঙ্গন ॥
সরল ব্যবহারে করে মানের তোষণ।
কিবা সোল্লুণ্ঠবাক্যে করে প্রিয়নিরসন॥৩৫
অধীরা, নিষ্ঠুরবাক্যে করয়ে ভৎর্সন।
কর্ণোৎপলে তাড়ে করে মালায় বন্ধন॥৩৬
ধীরাধীরা বক্রবাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস ॥৩৭॥
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা তিন নায়িকার ভেদ ॥
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য বিচ্ছেদ ॥
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের বিনয় বাক্যে হয় পরসন্ন ॥৩৮॥
মধ্যা প্রগল্ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ।
তার মধ্যে সবার স্বভাব তিন ভেদ ॥

কেহো প্রখরা কেহো মৃদু কেহো হয় সমা।
স্বস্বভাবে কৃষ্ণের বাঢ়ায় রসসীমা॥
প্রাখর্য্য মার্দ্দব সাম্য স্বভাব নির্দ্দোষ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ॥৩৯
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
কহ কহ দামোদর কহে বার বার॥
দামোদর কহে কৃষ্ণ রসিকশেখর।
রস আস্বাদক রসময় কলেবর॥
প্রেমময়বপু-কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন।
বিশুদ্ধ প্রেমরস গুণে গোপিকা প্রবীণ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ॥৪০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষড়্বিংশশ্লোকঃ—

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥ ৩॥

এবম্ (উক্ত প্রকারেণ) সত্যকামঃ (সত্যসঙ্কল্পঃ) অনুরতাবলাগণঃ (অনুরক্তঃ প্রীতিযুক্তঃ অবলাগণঃ যস্মিন্ তাদৃশঃ) আত্মনি (অন্তর্মনসি) অবরুদ্ধসৌরতঃ (অবরুদ্ধঃ সমস্ততঃ স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ সুরতসম্বন্ধিনঃ ভাবহাবাদয়ঃ যেন তাদৃশঃ) সঃ (ভগবান্) শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ (শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানাঃ যে রসাঃ তেষাম্ আশ্রয়ভূতাঃ তাঃ তাঃ) শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ (শশাঙ্কস্য অংশুভিঃ কিরণৈঃ বিরাজিতাঃ উজ্জ্বলীকৃতাঃ) সর্ব্বাঃ (এব) নিশাঃ সিষেবে॥ ৩॥

সত্যসঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণ, সুরত-সম্বন্ধি-ভাবহাবাদি আত্মাতে অবরোধ পূর্ব্বক প্রীতিযুক্ত অবলাগণের সহিত উক্ত-প্রকারে কথ্যমান শরৎকালীন রসসকলের আশ্রয়ভূত ও চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল রাত্রিসকল উপভোগ করিয়াছিলেন॥ ৩॥

বামা এক গোপীগণ দক্ষিণা এক গণ।
নানাভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন॥
গোপীগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী।
নির্ম্মল উজ্জ্বল রস প্রেমরত্ন-খনি॥ ৪১॥
বয়সে মধ্যমা তিঁহো স্বভাবেতে সমা।
গাঢ়প্রেমভাবে তিঁহো নিরন্তর বামা॥
বাম্য স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর।
তার বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ সাগর॥৪২

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে অষ্টবিংশশ্লোক-ধৃতঃ উজ্জ্বলনীলমণিঃবচনম্—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি॥ ৪॥

এত শুনি বাঢ়ে প্রভুর আনন্দ সাগর।
কহ কহ বলে তবে কহে দামোদর॥
অধিরূঢ় মহাভাব সদা রাধার প্রেম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন দশবান্ হেম॥ ৪৩॥
কৃষ্ণ দরশন যদি পায় আচম্বিতে।
নানা ভাব বিভূষণে হয় বিভূষিতে॥
অষ্টসাত্ত্বিক হর্ষাদি ব্যভিচারী আর।
সহজ প্রেম, বিংশতি ভাব অলঙ্কার॥৪৪॥
কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত।
বিব্বোক মোট্টায়িত আর মৌগ্ধ্য চকিত॥
এত ভাব ভূষায় ভূষিত রাধা অঙ্গ।
দেখিয়া উছলে কৃষ্ণের সুখাব্ধিতরঙ্গ॥৪৫॥
কিলকিঞ্চিত ভাব ভূষার শুন বিবরণ।
যে ভূষায় ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণের মন॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন।
দানঘাটি পথে যবে বর্জ্জেন গমন॥
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে।
সখী আগে চাহে যদি অঙ্গে হস্ত দিতে॥

এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদ্গাম।
প্রথমেই হর্ষ সঞ্চারী মূল কারণ ॥ ৪৬ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবপ্রকরণে একসপ্ততিতমশ্লোকঃ—

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥ ৫ ॥

হর্ষাৎ (হেতোঃ) গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্ (এতেষাং সপ্তানাং ভাবানাং) সঙ্করীকরণং (মিশ্রণং যুগপৎ প্রাকট্যং) কিলকিঞ্চিতম্ উচ্যতে ॥ ৫ ॥

হর্ষজনিত গর্ব্ব, অভিলাষ, শুষ্করোদন, হাস্য, ক্রোধ ও ভয়, এই সকল ভাবের একত্র মিলনকে কিলকিঞ্চিত ভাব বলে ॥ ৫ ॥

আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়।
অষ্ট ভাব সম্মিলনে মহাভাব হয় ॥
গর্ব্ব অভিলাষ ভয় শুষ্করুদিত।
ক্রোধ অসূয়া সহ আর মন্দস্মিত ॥
নানাস্বাদু অষ্টভাবে একত্র মিলন।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণমন ॥৪৭॥
দধিখণ্ড ঘৃত মধু মরিচ কর্পূর।
এলাচ্যাদি মিলনে যৈছে রসালা মধুর ॥
এই ভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য-নয়ন।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটী গুণ ॥৪৮॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাব প্রকরণে ত্রিসপ্ততিতমশ্লোকঃ—

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা, কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃকুঞ্চতী।
রুদ্ধা [illegible] পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা, রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিত[illegible] দৃষ্টি[illegible] বঃ ক্রিয়াৎ ॥৬॥

মাধবেন পথি পুরঃ ([illegible] এব) রুদ্ধায়াঃ রাধায়াঃ [illegible] (অন্তঃ মনসি স্মেরতয়া উজ্জ্বলা যস্যাঃ সা) জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা (বহিঃ অশ্রুবারিবিন্দুভিঃ ব্যাকীর্ণঃ পক্ষ্মাঙ্কুরা যস্যাঃ সা) কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা কুঞ্চতী মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা (মধুরা ব্যাভুগ্না কুটিলা চ যা তারা কনীনিকা তয়া উত্তরা শ্রেষ্ঠা) কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী (কিলকিঞ্চিতং ভাববিশেষং স্তবকয়িতুং স্তবকীকর্ত্তুং বহিরীষৎ প্রকটয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা) দৃষ্টিঃ বঃ (যুষ্মাকং) শ্রিয়ং (প্রেমসম্পত্তিং) ক্রিয়াৎ (করোতু) ॥ ৬ ॥

দানঘট্টের পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা শ্রীরাধার অন্তরে মন্দহসিত নিবন্ধন পরমোজ্জ্বলা ও জলকণার দ্বারা পক্ষ্মসকল পরিব্যাপ্তা, ক্রোধে অরুণবর্ণা, সঙ্কুচিতা এবং মধুর ও কৌটিল্যযুক্ত তারার দ্বারা অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী কিলকিঞ্চিত স্তবকিনী দৃষ্টি তোমাদের প্রেমসম্পত্তি বিধান করুন ॥ ৬ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে নবমসর্গে অষ্টাদশশ্লোকঃ—

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্।
কান্তায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমাদানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ ॥৭

কান্তায়াঃ (রাধায়াঃ নিরোধজনিত) বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং (বাষ্পৈঃ নয়নবারিভিঃ ব্যাকুলিতে অরুণং রক্তবর্ণম্ অঞ্চলং প্রান্তভাগো যয়োঃ তথাভূতে চ চলন্তী চঞ্চলে নেত্রে যস্মিন্ তৎ) রসোল্লাসিতং হেলোল্লাসচলাধরং (হেলয়া শৃঙ্গারসূচক-ভাববিশেষেণ উল্লসিতুং শীলমস্য তথাভূতঃ চলঃ কম্পমানঃ অধরঃ যস্মিন্ তৎ) কুটিলিতভ্রূযুগ্মং (কুটলীকৃতং ভ্রূযুগ্মং যস্মিন্ তৎ) উদ্যৎস্মিতং (উদ্যৎ উদ্গচ্ছৎ স্মিতং মন্দহসিতং যস্মিন্ তৎ) কিলকিঞ্চিতম্ আননং বীক্ষ্য অসৌ (শ্রীকৃষ্ণঃ) সঙ্গমাৎ কোটিগুণিতং তম্ আনন্দম্ অবাপ যঃ

(আনন্দঃ) গীর্গোচরঃ (গিরাং গোচরঃ বিষয়ঃ) ন অভূৎ॥ ৭॥

দানলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার পথরোধ করেন, তখন রোদন, রোষ ও ভয়প্রযুক্ত বাষ্পব্যাকুল অরুণপ্রান্ত ও চঞ্চলনয়নবিশিষ্ট, গর্ব্ববশতঃ রসোল্লাসময়, অভিলাষ বশতঃ শৃঙ্গারসূচক ভাব উদয়ে চঞ্চল অধরবিশিষ্ট অসূয়া বশতঃ ভ্রুকুটিযুক্ত ও মৃদুহাস্যসম্বলিত, অতএব কিলকিঞ্চিতাখ্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত শ্রীরাধার বদন অবলোকন করিয়া সঙ্গম হইতেও কোটিগুণ অধিক আনন্দ শ্রীকৃষ্ণ লাভ করিয়াছিলেন; তাহা বাক্যের বিষয় নহে॥ ৭॥

এত শুনি প্রভুর হৈল আনন্দিত মন।
সুখাবিষ্ট হৈয়া স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন॥
বিলাসাদি ভাব ভূষার কহ ত লক্ষণ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন॥
তবে ত স্বরূপ গোসাঞি কহিতে লাগিলা
শুনি প্রভু ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা॥
রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবনে যায়!
তাহা যদি আচম্বিতে কৃষ্ণ দেখা পায়॥
দেখিতেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ।
সেই বৈলক্ষণ্যের নাম বিলাস ভূষণ॥৪৯॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবপ্রকরণে সপ্তষষ্ঠিতমশ্লোকঃ—

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্॥ ৮॥

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্ (চ) প্রিয়সঙ্গজং (প্রিয়সঙ্গজনিতং) তাৎকালিকং (প্রিয়তমমিলনসময়োদ্ভূতং) বৈশিষ্ট্যং তু বিলাসঃ (উচ্যতে)॥ ৮॥

গতি, স্থান, উপবেশনাদি ও মুখনেত্রাদির কর্ম্ম সকলের প্রিয়সঙ্গমজনিত তাৎকালিক বৈশিষ্ট্যকে বিলাস বলে॥ ৮॥

লজ্জা হর্ষ অভিলাষ সম্ভ্রম বাম্য ভয়।
এত ভাব মিলি রাধা চঞ্চল করয়॥৫০॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে নবমসর্গে একাদশশ্লোকঃ—

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি।
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে॥ ৯॥

পুরঃ (অগ্রে) কৃষ্ণালোকাৎ (কৃষ্ণম্ আলোক্য) অস্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) গতিঃ স্থগিতাকুটিলা (স্থগিতা কুটিলা চ) অভূৎ, শ্রীমুখম্ অপি তিরশ্চীনং (বক্রীভূতং) কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং (নীলাম্বরেণ দর ঈষৎ আবৃতঞ্চ অভূৎ) চলত্তারং (চলন্তী তারা যত্র তৎ) স্ফারং (বিস্তৃতং) নয়নযুগং (চ) আভুগ্নং (ঈষৎ বক্রঞ্চ অভূৎ) ইতি সা (রাধা) প্রিয়মুদে (প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য মুদে আনন্দায়) বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণবলিতা (বিলাসনামধেয়েন স্বেন স্বস্বরূপভূতেন অলঙ্করণেন বলিতা যুতা) আসীৎ॥ ৯॥

সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতঃ শ্রীরাধার গতি স্থগিতা ও কুটিলা হইয়াছিল, শ্রীমুখ বক্র ও নীলবসনে ঈষদ্ আবৃত হইয়াছিল, আঘূর্ণিত লোচনদ্বয় বিস্ফারিত হইয়াছিল, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধানার্থ শ্রীরাধা বিলাস নামক স্বীয় অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়াছিলেন॥৯

কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া।
তিন অঙ্গভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া॥
মুখে নেত্রে করে নানা ভাবের উদ্গার।
এই কান্তা ভাবের নাম ললিতালঙ্কার॥৫১

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবপ্রকরণে পঞ্চসপ্ততিতমশ্লোকঃ—

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্॥ ১০॥

যত্র (ভাবে) অঙ্গানাং সুকুমারা (মধুরা) বিন্যাসভঙ্গিঃ ভ্রূবিলাস মনোহরা (চ) ভবেৎ তৎ ললিতং (ভাববিশেষং) উদাহৃতম্॥ ১০॥

যাহাতে ভ্রূবিক্ষেপের মনোহারিত্ব ও অঙ্গসকলের বিন্যাসভঙ্গির সুকুমারতা প্রকাশ পায়, তাহার নাম ললিত॥১০॥

ললিত ভূষিত যদি রাধা দেখে কৃষ্ণ।
দুঁহে দুঁহা মিলিবারে হয়ত সতৃষ্ণ॥ ৫২॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে নবমসর্গে চতুর্দ্দশ শ্লোকঃ—

হ্রিয়া তির্য্যগ্‌গ্রীবাচরণকটিভঙ্গীসুমধুরা
চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ।
প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতললিতালালিততনুঃ
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীদুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা॥ ১১॥

হ্রিয়া (লজ্জয়া) তির্য্যগ্‌গ্রীবাচরণকটিভঙ্গী-সুমধুরা চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ (চলন্তী চিল্লীভ্রূঃ সৈব বল্লী লতা তয়া দলিতঃ নির্জ্জিতঃ রতিনাথস্য কামস্য উর্জ্জিতং প্রভাবাতিশয়ং তদ্‌যুক্তং ধনুঃ যয়া সা) প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতললিতালালিততনুঃ (প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেম্ণঃ য উল্লাসঃ তেন উল্লাসিতা চাসৌ ললিতা চেতি তয়া ললিতা সেবিতা তনুঃ যস্যাঃ সা) সা (রাধা) প্রিয়প্রীত্যৈ (শ্রীকৃষ্ণস্য আনন্দায়) উদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা (উদিতম্ অভিব্যক্তং যৎ ললিতং ভাববিশেষং তদেব অলঙ্কারেণ যুক্তা) আসীৎ॥১১

যিনি লজ্জায় গ্রীবাদেশ বক্র করতঃ চরণ ও কটির মধুর ভঙ্গী করিয়া চঞ্চল ভ্রূলতা দ্বারা কন্দর্পের প্রভাবময় ধনুকে পরাজিত পূর্ব্বক প্রিয়তমের প্রেমে উল্লাসিতা ও ললিতা কর্তৃক সেবিতাঙ্গী শ্রীরাধা প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনার্থ ললিলভাবরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন॥ ১১॥

লোভে কৃষ্ণ আসি করে কঞ্চুকাকর্ষণ।
অন্তরে উল্লাস বাহিরে রাধা করে নিবারণ
বাহিরে বামতা ক্রোধ ভিতরে সুখ মন।
কুট্টমিত নাম এই ভাববিভূষণ॥ ৫৩॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাব প্রকরণে ত্রিসপ্ততিতমশ্লোকঃ—

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ॥১২

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতৌ অপি সম্ভ্রমাৎ ব্যথিতবৎ বহিঃ ক্রোধঃ (ভবেৎ) বুধৈঃ (তৎ) কুট্টমিতং প্রোক্তম্॥ ১২॥

স্তন ও অধরাদি গ্রহণে হৃদয়ে প্রীতি হইলেও সম্ভ্রবশতঃ ব্যথিতের ন্যায় বাহ্যে যে ক্রোধ প্রকাশ হয়, বুধগণ তাহাকে কুট্টমিত ভাব বলে॥ ১২॥

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ।
অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ।
ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক রোদন।
ঈষৎ হাসিঞা করে কৃষ্ণকে ভৎর্সন॥৫৪॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ—

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং
ভৎর্সনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরু-
র্হারিশুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি॥ ১৩॥

করভোরুঃ (করিকরবৎ উরূ যস্যাঃ সা রাধা) মাধবস্য অবিরোধিতবাঞ্ছং (তৎপাণিত্যাগং কর্ত্তুং নাস্তি বাঞ্ছা যস্মিন্ তৎ) পাণিরোধং (নিজাঙ্গ হস্তার্পণবারণং) মধুরস্মিতগর্ভাঃ ভৎর্সনাঃ চ মুখে

অপি হারিশুষ্করুদিতং (কৃষ্ণস্য মনঃ হর্ত্তুং শীলমস্য তথাভূতং শুষ্করুদিতং কপটরোদনং) চ কুরুতে ॥১৩

করিকরবৎ উরুদেশ যাঁহার সেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিজাঙ্গ স্পর্শে বাঞ্ছা থাকিলেও তাঁহার পাণিরোধ অর্থাৎ নিজাঙ্গে হস্তার্পণনিবরণ এবং মধুর হাস্যগর্ভ ভর্ৎসন ও মুখে শ্রীকৃষ্ণের মনোহারী কপট রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

এই মত আর সব ভাব বিভূষণ।
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন ॥
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন।
আপনে বর্ণেন যদি সহস্রবদন ॥ ৫৫ ॥
শ্রীনিবাস হাসি কহে শুন দামোদর।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পদ্ বিস্তর ॥
বৃন্দাবন-সম্পদ্ কেবল ফুল কিশলয়।
গিরিধাতু শিখিপিঞ্ছ গুঞ্জাফলময় ॥
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ।
শুনি লক্ষ্মীদেবী মনে হৈল আসোয়াথ ॥
এ সম্পত্তি ছাড়ি কেন গেলা বৃন্দাবন।
তারে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন৫৬
তোমার ঠাকুর দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি।
পাত ফুল ফল লোভে গেলা পুষ্পবাড়ি ॥
এই কর্ম্ম করি কহায় বিদগ্ধশিরোমণি।
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু দেহ আনি ॥
এত বলি লক্ষ্মীদেবীর সব দাসীগণ।
কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন ॥
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি।
ধনদণ্ড লয় আর করায় বিনতি ॥৫৭॥
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন।
চোরপ্রায় করে জগন্নাথের ভৃত্যগণ ॥
সব ভৃত্যগণ কহে করি যোড়হাত।
কালি আনি তোমার আগে দিব জগন্নাথ
তবে লক্ষ্মী শান্ত হৈয়া যান নিজঘর।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্ বাক্য অগোচর ॥
দুগ্ধ আউটে দধি মথে তোমার গোপীগণে
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে।
নারদপ্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস।
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজ দাস ॥৫৮
প্রভু কহে শ্রীবাস তোমার নারদ স্বভাব।
ঐশ্বর্য্যভাবে তোমায় ঈশ্বরপ্রভাব ॥
দামোদর স্বরূপ ইহোঁ শুদ্ধ ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্য না জানে রহে শুদ্ধপ্রেমে ভাসি ॥
স্বরূপ কহেন শ্রীবাস শুন সাবধানে।
বৃন্দাবনসম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে ॥
বৃন্দাবনের সাহজিক যে সম্পদ্-সিন্ধু।
দ্বারকা বৈকুণ্ঠ সম্পদ্ তার এক বিন্দু ॥৫৯॥
পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী সেই বৃন্দাবন ধাম ॥
চিন্তামণিময় ভূমি চিন্তামণি ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী চরণ-ভূষণ ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন।
পুষ্পফল বিনে কেহোঁ না মাগে অন্য ধন ॥
অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেন কেহো না মাগে অন্য ধনে ॥
সহজ লোকের কথা যাহা দিব্য গীত।
সহজ গমন করে নৃত্য পরতীত ॥
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃতসমান।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান্ ॥
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা প্রিয়সখী কাজ ॥৬০॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিষষ্টিতমশ্লোকঃ—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দজ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥১৪

(যত্র পরমপুরুষঃ কান্তঃ (একঃ) কান্তাঃ (বহ্ব্যঃ) শ্রিয়ঃ দ্রুমাঃ কল্পতরবঃ ভূমিঃ চিন্তামণিগণময়ী তোয়ম্ অমৃতং কথা গানং গমনম্ অপি নাট্যং বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দজ্যোতিঃ পরং (প্রকাশ্যং) অপি তদাস্বাদ্যং (তথা তদেব তেষাং ভোগ্যং পরাংশত্বাৎ) অপি চ ॥ ১৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কান্ত ও শ্রীরাধাদি পরমরমা সকল কান্তা, তথাকার বৃক্ষসকল, সকলফলপ্রদ কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, ভবন সকল চিন্তামণিময়, জল অমৃতময়, কথাসকল দিব্যগীতময়ী, গতি বিচিত্রনৃত্যময়ী, বংশী প্রিয়সখী, জ্যোতিষ্কগণ চিদানন্দময় ।১৪॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ধৃতঃ বিল্বমঙ্গলশ্লোকঃ—

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ ॥১৫॥

বৃন্দাবনে অঙ্গনানাং চরণভূষণং চিন্তামণিঃ সুরাণাং তরবঃ (কল্পবৃক্ষাঃ) শৃঙ্গারপুষ্পতরবঃ (শৃঙ্গারায় বেশরচনার্থে পুষ্পতরবঃ) কামধেনুবৃন্দানি চ ব্রজধনং (গোধনং) অহো বিভূতিঃ (বৃন্দাবনস্য মহৈশ্বর্য্যং) সুখসিন্ধুঃ ॥১৫॥

শ্রীবৃন্দাবনের অঙ্গনাগণের চরণভূষণ চিন্তামণিময় দেবতরুসকল বসনভূষণপ্রসবকারী, কামধেনু সকলই শ্রীবৃন্দাবনের ধেনু, অহো! শ্রীবৃন্দাবনের বিভূতি সুখসিন্ধুময়ী ॥ ১৫ ॥

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস।
কক্ষতালি বাজায় করে অট্ট অট্ট হাস ॥
রাধার শুদ্ধরস প্রভু আবেশে শুনিল।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল ॥
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য, স্বরূপের গান।
বোল বোল বলি প্রভু পাতে নিজ কাণ ॥
ব্রজরস গীত শুনি প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল ॥৬১
লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেলা নিজ ঘর।
প্রভু নৃত্য করে, হৈল তৃতীয় প্রহর ॥
চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাঢ়িল ॥
রাধা প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করেন প্রণতি ॥
নিত্যানন্দ জানিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকট না আইসে রহে কিছু দূরদেশ ॥
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন।
প্রভুর আবেশ না যায় না রহে কীর্ত্তন॥৬২
ভঙ্গী করি স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে।
বিশ্রাম করিয়া কৈল মাধ্যাহ্নিক স্নানে ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার ॥
সবা লঞা নানারঙ্গে করিল ভোজন।
সন্ধ্যা স্নান করি কৈল জগন্নাথদর্শন ॥৬৩॥
জগন্নাথ দেখি কৈল নর্ত্তন কীর্ত্তন।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লৈঞা ভক্তগণ ॥
উদ্যানে আসিয়া করেন বন্য ভোজনে।
এই মত ক্রীড়া প্রভু কৈল অষ্ট দিনে ॥
আর দিনে জগন্নাথের ভিতর বিজয়।
রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥

পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লৈঞা ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করে কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥৬৪॥
জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডুবিজয় হৈল।
এক কোটি পট্টডোরী তাহা টুটি গেল ॥
পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায় ॥
কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান।
তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান ॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতিবর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ ॥৬৫॥
এত বলি দিলা তারে ছিঁড়া পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি ॥
এই পট্টডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান।
দশমূর্ত্তি ধরি যেঁহো সেবে ভগবান্ ॥
ভাগ্যবান্ সত্যরাজ বসু রামানন্দ।
সেবা আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ ॥
প্রতিবর্ষ গুণ্ডিচাতে সব ভক্তসঙ্গে।
পট্টডোরী লঞা আসে অতি বড় রঙ্গে ॥৬৬॥
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘর আইলা লৈয়া ভক্তগণে ॥
এই মত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবনকেলি কৈল ॥
চৈতন্যপ্রভুর লীলা অনন্ত অপার।
সহস্রবদনে যার নাহি পায় পার ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
হোরাপঞ্চমীযাত্রাদর্শনংনাম
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ॥১৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলালপদারবিন্দসেবি-বিনোদবিহারিগোস্বামি কৃতাময়বোধিনী ও সুবোধিনী-সমন্বিত হোরা-পঞ্চমীযাত্রাদর্শনংনাম চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৫ ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকম্।
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্ ॥১

গৌরঃ সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ (সন্) স্বনিন্দকম্ অমোঘকং (সার্ব্বভৌমজামাতারং) অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্বাং (নিজাং) ভক্তবশ্যতাং স্ফুটাং (ব্যক্তাং যথা স্যাত্তথা) চক্রে ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতঃ স্বনিন্দক সার্ব্ব-ভৌম-জামাতা অমোঘকে অঙ্গীকার পূর্ব্বক নিজ-ভক্তবশ্যতা গুণের আবিষ্কার করিয়াছিলেন ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রোতাগণ।
চৈতন্যচরিতামৃত যার প্রাণধন ॥

এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে রহি করে নৃত্য গীত রঙ্গে॥
প্রথম বৎসরে জগন্নাথ দরশন।
নৃত্য গীত দণ্ডবৎ প্রণাম স্তবন ॥১॥
উপলভোগ লাগিলে করে বাহিরে বিজয়
হরিদাস মিলি আইসে আপন নিলয়॥
ঘরে আসি করে প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥২॥
সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য আচমন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন॥
গলে মালা দেয় মাথায় তুলসীমঞ্জরী।
যোড়হস্তে স্তুতি করে পদে নমস্করি॥
পূজাপাত্রে পুষ্প তুলসী শেষ যে আছিল।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্য পূজিল॥ ৩॥

তথাহি—

"রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব।
যাহসি সাহসি নমোনিত্যং
যোহসি সোহসি নমোহস্তু তে ॥২॥"

হে রাধে! হে কৃষ্ণ! হে রমে! হে বিষ্ণো! হে সীতে! হে রাম! হে শিবে। হে শিব! তুমি যেই হও, তোমাকে নমস্কার॥ ২॥

যোহসি সোহসি নমোহস্তুতে এই মন্ত্র পঢ়ে
মুখবাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে॥
এই মত অন্যোন্যে করে নমস্কার।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বার বার॥
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য্য কথন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
পুনরুক্তি ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন।
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ ॥৪॥
কেহো ঘরভাত করে কেহো প্রসাদান্ন।
এইমত বৈষ্ণবগণ করে নিমন্ত্রণ॥
একেক দিন একেক ভক্ত গৃহে মহোৎসব
প্রভু সঙ্গে তাঁহা ভোজন করে ভক্ত সব॥
চারিমাস রহিলা সব মহাপ্রভু সঙ্গে।
জগন্নাথের নানাযাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥৫
এইমত নানারঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণজন্ম-যাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা॥
কৃষ্ণজন্ম-যাত্রা দিনে নন্দমহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্তসব॥
দধি দুগ্ধ ভার সবে নিজ কান্ধে করি।
মহোৎসব স্থানে আইলা বুলি হরি হরি॥৬
কানাঞি খুটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতী হইয়াছে ব্রজেশ্বরী॥
আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্রকাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছাপাত্র তুলসী॥
ইঁহা সবা লঞা প্রভু করে নৃত্য রঙ্গ।
দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজলে ভরে সবার অঙ্গ॥
অদ্বৈত কহে সত্য কহি না করিহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ৭
তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা
বার বার আকাশে তুলি লুফিয়া ধরিলা॥
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে।
পাদমধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে
অলাত চক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায়॥
এই মত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে জানিবে তাঁহা দোঁহার গোপভাবগূঢ়৮
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী।
জগন্নাথের প্রসাদ এক বস্ত্র লঞা আসি॥
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বান্ধিল।
আচার্য্যাদি প্রভুর সব গণে পরাইল॥
কানাই খুটিয়া জগন্নাথ দুই জন।
আবেশে বিলাইলা ঘরে ছিল যত ধন॥

দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল।
পিতামাতা জানে মুঞি তাকে নমস্কার কৈল॥
পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজ ঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর॥ ৯॥
বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানর-সৈন্য কৈল, প্রভু লৈয়া ভক্তগণে॥
হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কার গড়ে চড়ি যেন ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥
কাঁহা রে রাবণা, প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে॥
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক জয় জয় বলে বারবার॥ ১০॥
এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থানদ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি॥
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া॥
কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে কেহো নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত বোলাইল।
গৌড়দেশ যাহ সবে বিদায় করিল॥
সবারে কহিল প্রভু প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া॥ ১১॥
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডালাদিরে কহিহ কৃষ্ণভক্তি দান॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥
রামদাস গদাধর আদি কথোজনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমা সনে॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥ ১২॥
[illegible]

তোমার মুখে কৃষ্ণকথা [illegible]
তুমি দেখা পাবে আর কেহো না [illegible]
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এ সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ॥ ১৩॥
তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে, কৈল আমি নিজ ধর্ম্মনাশ॥ ১৩॥
তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবাধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ॥
কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।
যেকালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন॥
নীলাচলে আছোঁ মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে আই তাঁর চরণ দেখিতে॥
নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে।
স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে তিঁহো সত্য নাহি মানে॥ ১৪॥
একদিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
শাক মোচাঘণ্ট ভ্রষ্ট পটোল নিম্বপাত॥
লেম্বু আদা খণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ডসার।
শালগ্রামে সমর্পিল বহু উপহার॥
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
নিমাঞির প্রিয় মোর এ সব ব্যঞ্জন॥
নিমাই নাহিক ঘরে কে করে ভোজন।
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন॥
শীঘ্র যাই মুঞি সব করিল ভক্ষণ।
শূন্যপাত্র দেখে, অশ্রু করিয়া মার্জ্জন॥ ১৫॥
কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেনে পাত।
কেন বুঝি বালগোপাল খাইলেন ভাত॥
কিবা মোর মনে কথায় ভ্রম হৈয়া [illegible]
কিবা কোন জন্তু আসি সকল [illegible]
কিবা আমি অন্নপাত্রে ভ্রমে [illegible]

অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণ দেখি সকল ভাজন।
দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন॥
ঈশান দ্বারায় পুনঃ স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল॥১৬॥
এই মত যত্নে করে উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠা ক্রন্দন॥
তার প্রেমে আমি মোরে করায় ভোজনে।
অন্তরে মানয়ে সুখ বাহে নাহি মানে॥
এই বিজয়া-দশমীতে হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিঞা তাঁরে করাইহ প্রতীতি॥
এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য ধরিলা॥১৭
রাঘবপণ্ডিতে কহে বচন সরস।
তব শুদ্ধপ্রেমে আমি হই তব বশ॥
ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন সর্ব্বজন।
পরম পবিত্র সেবা অতিসর্ব্বোত্তম॥
আর দ্রব্য রহু শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচগণ্ডা কড়ি নারিকেল বিকায় যথা॥
বাড়ীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল॥
একেক ফলের মূল্য দিঞা চারি চারি পণ।
দশ ক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন॥১৮
প্রতি দিন পাঁচ ছয় ফল ছোলাইয়া।
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া॥
ভোগের সময়ে পুনঃ ছোলি সংস্করি।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখ ছিদ্র করি॥
কৃষ্ণ সেই নারিকেল জল পান করি।
কভু শূন্য ফল রাখে কভু জল ভরি॥
জলশূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল সৎপাত্রে পূরিত॥১৯
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে দেখিল।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন।

কভু শস্য খাঞা পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে॥
একদিন জল ফল সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া॥
অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল।
ফল পাত্র হাতে সেবক দ্বারেতে রহিল॥
দ্বারের উপর ভিতে তেঁহো হাত দিল।
সেই হাতে ফল ছুইলা পণ্ডিত দেখিল॥২০
পণ্ডিত কহে দ্বারে লোক করে যাতায়াতে।
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে॥
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণযোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা॥
এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেমসেবা জগত জিনিয়া॥
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল॥
এই মত কলা আম্র নারেঙ্গ কাঁঠাল।
যাহা যাহা দূর গ্রামে শুনে আছে ভাল॥
বহুমূল্য দিয়া আনে করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন॥ ২১॥
এইমত ব্যঞ্জনের শাকমূল ফল।
এইমত চিড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল॥
এইমত পিঠাপানা ক্ষীর ওদন।
পরম পবিত্র আর করে সর্ব্বোত্তম॥
কাশন্দি আদি আচার অনেক প্রকার।
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সব দিব্যসার॥
এইমত প্রেমসেবা করে অনুপম।
যাহা দেখি সব লোকের জুড়ায় নয়ন॥
এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন।
এইমত সম্মানিল সব ভক্তগণ॥ ২২॥
শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান॥

পরম ... ...।
সেই দিনে ... ... বাণেশ ... ॥
গৃহস্থ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ না হয় ॥
ইঁহার ঘরের আয়ব্যয় সব তোমা স্থানে।
সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে ॥
প্রতিবর্ষ আমার সব ভক্তগণ লঞা।
গুণ্ডিচায় আসিবে সবার পালন করিয়া ॥২৩
কুলীনগ্রামিরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লৈয়া ॥
গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত ॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥২৪॥
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু, নিবেদি চরণে ॥
প্রভু কহে বৈষ্ণবসেবা কৃষ্ণের সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
সত্যরাজ কহে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে ॥২৫
প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥
আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে ... ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ...—
আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥৩॥

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং (আকৃষ্টং কৃতং চেতো যস্মিন্ তেষাং) সুমহতাম্ অংহসাং (প্রায়শ্চিত্তাপ্রায়শ্চিত্তানাং পাপানাং চ) উচ্চাটনং (দূরীকরণশীলঃ) আচাণ্ডালম্ (চণ্ডালপর্য্যন্তম্) অমূকলোকসুলভঃ (অমূকলোকানাং বাক্‌শক্তিবিশিষ্ট মনুষ্যমাত্রাণাং সুলভঃ) মুক্তিশ্রিয়ঃ (মোক্ষসম্পত্তেঃ) বশ্যঃ (বশীকারকঃ) চ (কিঞ্চ মন্ত্রবিদ্যাদিবৎ) দীক্ষাং (তৎগ্রহণার্থং) দক্ষিণাং (তৎসিদ্ধ্যর্থং) পুরশ্চর্য্যাং চ মনাক্ (ঈষৎ) ন ঈক্ষতে (অপেক্ষতে, সঃ) শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ (শ্রীকৃষ্ণেতি নাম আত্মা স্বরূপং যস্যেতি) অয়ং মন্ত্রঃ রসনাস্পৃগেব ফলতি (দুর্ব্বাসনানাশপূর্ব্বকং প্রেমাবির্ভাবয়তি) ॥ ৩ ॥

যাঁহা কর্ত্তৃক স্বভাবতই আকর্ষিত হয়, মহাপাতকের নাশক, বাক্‌শক্তিসম্পন্ন আচণ্ডাল সকল লোকের পক্ষে সুলভ, মোক্ষসম্পত্তির বশীকারক, দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধান নিরপেক্ষ সেই এই শ্রীকৃষ্ণনামরূপ মন্ত্র জিহ্বা স্পর্শমাত্র দুর্ব্বাসনা বিনাশপূর্ব্বক প্রেমফল প্রদান করেন ॥ ৩ ॥

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেইত বৈষ্ণব তার করিহ পরম সম্মান ॥
খণ্ডের মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস মুখ্য এই তিনজন ॥
মুকুন্দদাসেরে পুছে শ্রীশচীনন্দন।
তুমি পিতা পুত্র তোমার কি রঘুনন্দন ॥
কিম্বা রঘুনন্দন পিতা তুমি তাহার তনয়।
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥ ২৬ ॥

মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন মোর পিতা হয়।
আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয়॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি, রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে॥
শুনি হর্ষে কহে প্রভু কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়॥
ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ॥২৮॥
ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম।
নিগূঢ় নির্ম্মল প্রেম যেন দগ্ধহেম॥
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইহোঁ করে রাজসেবা।
অন্তরে কৃষ্ণেরপ্রেমইহাঁরজানিবেককেবা॥
একদিন ম্লেচ্ছরাজার উচ্চ টঙ্গিতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে॥
হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানি।
রাজার শিরোপরি ধরে এক ভৃত্য আনি॥
ময়ূরপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা॥২৯
রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন॥
রাজা কহে ব্যথা তুমি পেলে কোন্ ঠাঁঞি।
মুকুন্দ কহে অতিবড় ব্যথা নাহি পাই॥
রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে মোর এক ব্যাধি আছে মৃগী॥
মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব বাত জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তার মহাসিদ্ধ জ্ঞানে॥৩০॥
রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধা ঘাট তীরে॥
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে বারমাসে।
নিত্য দুই পুষ্প হয় কৃষ্ণ অবতংসে॥
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন।
তোমার যে কার্য্য, ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন।

রঘুনন্দনের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণসেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইঁহার অন্যত্র নাহি মন॥
নরহরি রহু আমার ভক্তগণ সনে।
এই তিন কার্য্য সদা করহ তিনজনে॥৩১॥
সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি দুই ভাই।
দুইজনে কৃপা করি কহেন গোসাঞি॥
দারুজল রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দরশন স্নানে করে জীবের মুকতি॥
দারুব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হয় জলব্রহ্মসম॥
সার্ব্বভৌম কর দারুব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি কর জলব্রহ্মের সেবন॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার ভক্তিনিষ্ঠা কহি শুন ভক্তগণ॥
পূর্ব্বে ইহাঁরে লোভাইল বারবার।
পরম মধুর গুপ্ত ব্রজেন্দ্রকুমার॥৩২॥
স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব অংশী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্বরসময়॥
বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিকশেখর।
সকল সদ্গুণবৃন্দ রত্ন-রত্নাকর॥
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্য বৈদগ্ধ্য করে যেঁহো লীলারাস॥৩৩
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনু উপাসনা মনে নাহি লয়॥
এইমত বারবার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরে গেল মন॥
আমারে কহেন আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নাহি স্বতন্তর॥
এত বলি ঘর গেলা চিন্তে রাত্রিকালে।
রঘুনাথ ত্যাগ চিন্তি হইলা বিকলে॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজিরাত্রে প্রভু মোর করাহ মরণ॥৩৪॥

এই মত সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে স্বাস্থ্য নাহি রাত্রি কৈল জাগরণ॥
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন॥
রঘুনাথ পায়ে মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
ছাড়িতে না পারেঁ। রাম,মনেপাঙ ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথচরণ ছাড়ন না যায়।
তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করোঁ উপায়
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমারআগে মৃত্যু হউকযাউক সংশয়॥৩৫
এত শুনি আমি মনে বড় সুখ পাইল।
ইহারে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন দিল॥
সাধু সাধু গুপ্ত তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনে তোমার না টলিল মন॥
এইমত সেবকের প্রীতি, চাহি প্রভু পায়।
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়া নাহি যায়॥
তোমার ভাবনিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারেবারে॥
সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরামকিঙ্কর।
তুমি কেন ছাড়িবে তার চরণকমল॥
সেই মুরারিগুপ্ত এই মোর প্রাণসম।
ইঁহার দৈন্যশুনি,দেখি কাটে মোর মন॥৩৬
তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার গুণ কহে হৈয়া সহস্র বদন॥
নিজগুণ শুনি বাসুদেব লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভু-চরণে ধরিয়া॥
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার॥
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥
করিতে সমর্থ প্রভু তুমি সদা দয়াময়।
তুমি মন কর যদি অনায়াসে হয়॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবেরপাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ
সকল জীবের প্রভু ঘুচাহ ভবরোগ॥৩৭
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা।
অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গে বলিতে লাগিলা॥
তোমার এই চিত্র নহে তুমিত প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছা পূর্ণ বিনু কৃষ্ণের নাহি অন্যকৃত্য
ব্রহ্মাণ্ডজীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপভোগে হবে সবার উদ্ধার॥
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ব বল।
তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপফল॥
তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥৩৮।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ষষ্টিতম শ্লোকঃ—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥৪॥

যঃ তু ইন্দ্রগোপং (সূক্ষ্মরক্তবর্ণকীটবিশেষম্) অথবা ইন্দ্রং (ত্রিলোকপতিং) স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপ-ফলভাজনং (স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপস্য ফলস্য ভাজনং পাত্রম্) আতনোতি, কিন্তু ভক্তিভাজাং চ কর্ম্মাণি (প্রারব্ধাপ্রারব্ধানি) নির্দহতি তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি॥৪॥

যিনি ইন্দ্রগোপ (সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ কীট বিশেষ) অথবা ইন্দ্র প্রভৃতি সকলকেই নিজ কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করেন এবং ভক্তের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম নিঃশেষে বিনাশ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥৪॥

তোমার ইচ্ছামাত্র হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
সর্ব্বমুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম॥
এক উড়ুম্বর বৃক্ষে লাগে বহু ফলে।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে॥
তার এক ফল যদি পড়ি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ না মানে নিজ অপচয়॥
ঐছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্পহানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয়॥৩৭॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
তার গড়খাই কারণার্ণব নাম॥
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাইপূর্ণ ভাণ্ড॥
তার এক রাই নাশে হানি নাহি মানি।
ঐছে এক অণ্ডনাশে কৃষ্ণের নাহি হানি॥
সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ নিজ অপচয়॥
কোটিকামধেনুপতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে॥৪০

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে চতুর্দশশ্লোকঃ—

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥ ৫ ॥

(হে) অজিত (মায়াদ্যনভিভূত) জয় জয় (নিজোৎকর্ষমবিষ্কুরু) দোষগৃভীতগুণাং (দোষায় আনন্দাদ্যাবরণায় গৃভীতা গৃহীতা গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ যয়া তাং, যদ্বা দোষে স্বযুক্তিরূপৈরেবাবিদ্যয়া জীবানাং বন্ধনে এব বিষয়ে গৃভীতঃ গৃহীতঃ গুণঃ [illegible] বিদ্যয়া তেষাং মোচনরূপঃ যয়া তাং) অজাং (মায়াং) জহি (নাশায়)। যৎ (যস্মাৎ) ত্বং আত্মনা (স্বরূপভূতেন পরমানন্দ [illegible] [illegible]) সমবরুদ্ধ [illegible]

(সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ) অসি অগজগদোকসাং (অগানি স্থাবরাণি জঙ্গমানি ওকাংসি শরীরাণি যেষাং তেষাং জীবানাং) অখিলশক্ত্যববোধক (অখিলাঃ অপ্রাকৃতাঃ প্রাকৃতাঃ যা যাঃ শক্তয়ঃ তৎ অববোধক তাসাং শক্তিবর্দ্ধক) ক্বচিৎ (কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদিসময়ে পুরুষরূপেণ) অজয়া (মায়য়া) আত্মনা (স্বয়ং ভগবদাদিরূপেণ স্বরূপশক্ত্যা) চ চরতঃ (চরন্তং) তে (ত্বাং, অনুচরেৎ) নিগমঃ (বেদকদম্বঃ) অনুচরেৎ (প্রতিপাদয়েৎ, সেবেত)॥৫॥

হে মায়াদি দ্বারা অনভিভূত। তুমি নিজৈশ্বর্য্য প্রকাশ কর। স্থাবরজঙ্গমাদি প্রাণিবর্গের দোষ বিষয়ে যে গুণগ্রাহিণী অবিদ্যা তাহা তুমি বিনাশ কর। সেই অবিদ্যা বিনাশে তোমার কিছুই ক্ষতি নাই, যেহেতু তুমি স্বরূপভূত পরমানন্দ শক্তি দ্বারা পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি স্বস্বরূপে সকল জীবের নিখিল শক্তির উদ্বোধক। সৃষ্ট্যাদিসময়ে পুরুষরূপে যখন তুমি মায়ার সহিত ক্রীড়া কর, অথচ সত্যজ্ঞানাদি রসস্বরূপে বিদ্যমান থাক, সেই সময়ে শ্রুতিগণ তোমাকে সেবা করে॥ ৫ ॥

এইমত সব ভক্তের কহি সে সে গুণ।
সবাকে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে ক্রন্দন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষন্ন হৈল মন॥
গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভু পাশে।
যমেশ্বরে প্রভু তাঁর করাইলা আবাসে॥
পুরী গোসাঞী জগদানন্দ স্বরূপ দামোদর
দামোদরপণ্ডিত আর গোবিন্দ কাশীশ্বর॥
এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।
জগন্নাথ [illegible]

আর দিন প্রভু স্থানে আসি সার্ব্বভৌম।
যোড়হাত করি কিছু কৈল নিবেদন ॥
এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশ গেলা।
এবে প্রভু, নিমন্ত্রণের অবসর হৈলা ॥
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি।
প্রভু কহে ধর্ম্ম নহে করিতে না পারি ॥
সার্ব্বভৌম কহে ভিক্ষা কর বিশ দিন।
প্রভু কহে এহো নহে যতিধর্ম্ম চিহ্ন ॥
সার্ব্বভৌম কহে কর দিন পঞ্চদশ।
প্রভু কহে তোমার ভিক্ষা এক দিবস ॥৪২॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দশ দিন কর কহে বিনতি করিয়া ॥
প্রভু ক্রমে ক্রমে পঞ্চ দিন ঘটাইল।
পঞ্চদিন তার ভিক্ষা নিয়ম করিল ॥
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশ জন ॥
পুরীগোসাঞির পঞ্চ দিন ভিক্ষা মোরঘরে
পুর্ব্বেআমি কহিয়াছি তোমার গোচরে॥৪৩
দামোদর স্বরূপ হয় বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে কভু একেশ্বর ॥
আর অষ্ট সন্ন্যাসির ভিক্ষা দুই দুই দিবসে
একএকদিনেএকএকসন্ন্যাসীপূর্ণ হৈব মাসে
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই ॥
তুমি নিজ ছায়া সঙ্গে আসিবে মোর ঘর।
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপ দামোদর ॥৪৪
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন।
সেই দিন কৈল মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ॥
ষাঠীর মাতা নাম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহাভক্তা তেঁহো স্নেহেতে জননী ॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইল ॥

ভট্টাচার্য্য-গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি।
যেবা শাক ফলাদিক আনাইল আহরি ॥
আপনে ভট্টাচার্য্য করে পাকের সব কর্ম্ম।
ষাঠীরমাতা বিচক্ষণা জানে পাককর্ম্ম ॥৪৫॥
পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়।
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ সেবা হয় ॥
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছেন নূতন করিয়া ॥
বাহ্যে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালায় এক দ্বার পরিবেশন করিতে ॥
বত্তিশা কলার এক আঙ্গট বড় পাত।
তিনমান তণ্ডুলের উভারিল ভাত ॥
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল ॥
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারিসারি
চারিদিগেধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি ॥৪৬
দশ প্রকার শাক নিম্ব সুকতার ঝোল।
মরিচের ঝাল ছেনাবড়া বড়িঘোল ॥
দুগ্ধতুম্বি দুগ্ধকুষ্মাণ্ড বেসারি লাফরা।
মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ সাকরা ॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ি ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ি ফলমূলে বিবিধ প্রকার ॥
নব নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ি পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী ॥
ভ্রষ্ট মাস মুদ্গ সুপ অমৃত নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়া অম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয় ॥৪৭
মুদ্গবড়া মাসবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেলপুলী আর যত পিষ্ট ॥
কাঞ্জিবড়া দুগ্ধচিড়া দুগ্ধলকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি ॥
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপা কলা ঘন দুগ্ধ আম্র তাহা ধরি ॥

রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষের প্রকার॥
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল।
শুভ্র পীঠ উপরে শুভ্র বসন ধরিল॥
দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জল ঝারি।
অন্নব্যঞ্জন উপরি দেন তুলসীমঞ্জরী॥
অমৃত গুটিকা পিঠাপানা আনাইল।
জগন্নাথ প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল॥৪৮॥
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া।
একলে আইলা তার হৃদয় জানিয়া॥
ভট্টাচার্য্য কৈল তার পাদ প্রক্ষালন।
ঘরের ভিতর গেলা করিতে ভোজন॥
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া॥
ভট্টাচার্য্যে কহেন কিছু ভঙ্গি করিয়া॥
অলৌকিক এই সব অন্নব্যঞ্জন।
দুই প্রহর ভিতরে কৈছে হইল রন্ধন॥৪৯॥
শত চুলায় যদি শত জন পাক করে।
তবু শীঘ্র এত ব্যঞ্জন রান্ধিতে না পারে॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়াছ অনুমান করি।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসী মঞ্জরী॥
ভাগ্যবান্ তুমি, সকল তোমার উদ্যোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ॥
অন্নের সৌরভ্য বর্ণ পরম মোহন।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন।
তোমার অনেক ভাগ্য কত প্রশংসিব।
আমি ভাগ্যবান্ ইহা অবশেষ পাব॥
কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া।
মোরে প্রসাদ দেহভিন্নপাত্রেতেকরিয়া॥৫০॥
ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু না কর বিস্ময়।
যে খাইবে তার শক্ত্যে ভোগ্য সিদ্ধ হয়॥
না মোর উদ্যোগে না গৃহিণীর রন্ধনে।
যার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধি সেই তাহা জানে॥
এই ত আসনে বসি করহ ভোজন।
প্রভু কহে পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন॥
ভট্ট কহে অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ।
অন্ন খাইবে পীঠে বসিতে কাহা অপরাধ॥
প্রভু কহে ভাল বলিলে শাস্ত্র আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয়॥৫১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকঃ—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥৬॥

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ উচ্ছিষ্টভোজিনঃ (উচ্ছিষ্টং প্রসাদান্নং ভোক্তুং শীলং যেষাং তে) দাসাঃ (বয়ং) তব মায়াং জয়েম॥৬॥

হে ভগবন্! আপনার উপযুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত আপনার উচ্ছিষ্টভোজি দাস আমরা আপনার মায়া জয় করিতে সমর্থ হইব॥ ৬॥

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়।
ভট্ট কহে জানি খাও যতেক যুয়ায়॥
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ন্নবার।
এক এক ভোগে অন্ন খাও শত শত ভার
দ্বারকাতে ষোলসহস্র মহিষীমন্দিরে।
অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে॥
ব্রজে জেঠা খুড়া মামা পিসাদি গোপগণ।
সখাবৃন্দ সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন॥
গোবর্দ্ধন যজ্ঞে খাইলে অন্ন রাশি রাশি।
তার লেখে মোর অন্ন নহে এক গ্রাসী॥
তুমিত ঈশ্বর মুঞি ক্ষুদ্র কোন্ ছার।
একগ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার॥৫২॥
এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে।
জগন্নাথ প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষমনে॥

হেনকালে অমোঘ নাম ভট্টের জামাতা।
কুলীন নিন্দক তেঁহো ষাঠীকন্যার ভর্তা॥
ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে॥
তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আনমন।
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন॥
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন॥৫৩
শুনিতেই ভট্টাচার্য্য উলটি চাহিল।
তার অবধান দেখি অমোঘ পলাইল॥
ভট্টাচার্য্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইলা।
পলাইলা অমোঘ তার লাগ না পাইলা॥
তারে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইল
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিল॥
শুনি ষাঠীর মাতা বুকে শিরে ঘাত মারে।
ষাঠী আজিহোক রাঁড়ী বলেবারম্বারে॥৫৪
দোঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দুঁহা প্রবোধিয়া।
দুঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হৈয়া॥
আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখবাস।
তুলসীমঞ্জরী লবঙ্গ এলাচি সুবাস॥
সর্ব্বাঙ্গে পরাইল প্রভুর মাল্য চন্দন।
দণ্ডবৎ হৈয়া কহে দৈন্য বচন॥
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজ ঘরে
এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে॥৫৫॥
প্রভু কহে নিন্দা নহে সহজ কহিল।
ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল॥
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে।
ভট্টাচার্য্য তার ঘর গেলা তার সনে॥
প্রভু পায়ে পড়ি বহু আত্মনিন্দা কৈল।
তারে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল॥৫৬
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য ষাঠীর মাতা-সনে।
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে॥
চৈতন্যপ্রভুর নিন্দা শুনিল যাহা হৈতে।
তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে॥
কিম্বা নিজ প্রাণ যদি করিয়ে মোচন।
দুই নহে যোগ্য দুই শরীর ব্রাহ্মণ॥
পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈল তার নাম না লইব॥
ষাঠীকে কহ ছাড়ুক সেহ হইল পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত॥৫৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে ষড়্‌বিংশতিশ্লোকঃ—

সন্তুষ্টাঽলোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ॥৭॥

(যথালাভেন) সন্তুষ্টা (তাবন্মাত্রেঽপি ভোগে) অলোলুপা দক্ষা (অনলসা) ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্ অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা অপতিতং (মহাপাতকশূন্যং) পতিং ভজেৎ (যথাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ আশুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতকদূষিতঃ)॥ ৭॥

পতিব্রতা স্ত্রী যথালাভে সন্তুষ্টা, অলোলুপা, অনলসা, ধর্ম্মজ্ঞা, প্রিয় ও সত্যভাষিণী, সর্ব্বত্র অপ্রমত্তা, শুচি ও স্নিগ্ধা হইয়া মহাপাতকশূন্য স্বামির ভজনা করিবেন॥ ৭॥

সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাইয়া গেল।
প্রাতঃকালে তার বিসুচিকা ব্যাধি হৈল॥
অমোঘ মরেন শুনি কহে ভট্টাচার্য্য।
সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য॥
ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ।
এত বলি পড়ে দুই শাস্ত্রের বচন॥৫৮॥

তথাহি মহাভারতে বনপর্ব্বণি একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকঃ—

মহতা হি প্রযত্নেন সমস্ত গজবাজিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্॥ ৮॥

(হে রাজন্) সন্নহ্ (পরিকরং বদ্ধা) গজ-বাজিভিঃ (সহ) অস্মাভিঃ মহতা প্রযত্নেন যৎ (কৌরবদমনরূপম্) অনুষ্ঠেয়ং তৎ (এব কৃতম্ অত্র) গন্ধর্ব্বৈঃ অনুষ্ঠিতম্ ॥ ৮ ॥

ঘোষযাত্রাচ্ছলে পাণ্ডবগণকে স্ব-বৈভব প্রদর্শক কৌরবগণ গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক নীত হইলে, তচ্ছ্রবণে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! বদ্ধপরিকর হইয়া গজবাজিসহ মহাযত্ন পূর্ব্বক আমরা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতাম, অদ্য গন্ধর্ব্বগণ সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকঃ—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৯ ॥

মহদতিক্রমঃ (মহতাম্ অতিক্রমঃ তিরস্কারঃ) পুংসঃ আয়ুঃ শ্রিয়ং যশঃ ধর্ম্মং লোকান্ আশিষঃ এব চ সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি হন্তি ॥ ৯ ॥

মহাত্মাগণের প্রতি অত্যাচার পুরুষের আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদি লোক ও উন্নতি প্রভৃতি সকল কল্যাণই নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে।
প্রভু তারে পুছিল ভট্টাচার্য্য বিবরণে ॥
আচার্য্য কহে উপবাস কৈল দুই জনে।
বিসূচিকা ব্যাধে অমোঘ ছাড়য়ে জীবনে ॥
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া ॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থল হয় ॥ ৫৯ ॥
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইহাঁ বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে ॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কল্মষ হইল ক্ষয়
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয় ॥
উঠহ অমোঘ তুমি কহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিব ভগবান্ ॥৬০
শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া নাচিতে লাগিলা ॥
কম্পাশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ ॥
প্রভুর চরণে ধরি করয়ে বিনয়।
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময় ॥
এই ছার মুখে তোমার করিল নিন্দনে।
এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে ॥
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল।
হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল ॥৬১
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র।
সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥
সার্ব্বভৌম-গৃহে দাস দাসী যে কুক্কুর।
সেহো প্রিয় হয়ে মোর অন্য রহু দূর ॥
অপরাধ নাহি সদা লহ কৃষ্ণনাম।
এত বলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌমস্থান॥৬২
প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে ॥
প্রভু কহে অমোঘ শিশু কিবা তার দোষ
কেনে উপবাস কর কেনে তারে রোষ ॥
উঠ স্নান করি দেখ জগন্নাথ-মুখ।
শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ ॥
তাবৎ রহিব আমি এথাই বসিয়া।
যাবৎ না খাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া ॥
প্রভুপাদ ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা।
মরিত অমোঘ তারে কেনে জিয়াইলা ॥
প্রভু কহেন অমোঘ শিশু তোমার বালক
বালক-দোষ না লয় পিতা যাহাতে পালক

এবে বৈষ্ণব হৈল তার গেল অপরাধ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ ॥৬৩॥
ভট্ট কহে চল প্রভু ঈশ্বর দর্শনে।
স্নান করি তাহা বুঝি আসিছো এখনে॥
প্রভু কহে গোপীনাথ ইহাই রহিবা।
প্রসাদ পাইলে তুমি আমারে কহিবা॥
এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বরদর্শনে।
ভট্ট স্নান দর্শন করি করিল ভোজনে॥
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে মত্ত কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত॥
ঐছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন॥
ঐছে ভট্টগৃহে করে ভোজন বিলাস।
তার মধ্যে নানাচিত্র চরিত্র প্রকাশ ॥৬৪
সার্ব্বভৌম ঘরে এই ভোজন চরিত।
সার্ব্বভৌম প্রীত যাহা হৈল বিদিত॥
যাঠীর মাতার প্রেম প্রভুর প্রসাদ।
ভক্তসম্বন্ধে যাহা ক্ষমিলা অপরাধ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেইজন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো-নাম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলাল পদারবিন্দ-সেবি বিনোদবিহারি-গোস্বামি কৃতান্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাস-নাম পঞ্চদশপরিচ্ছেদ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নিদগ্ধজনতাবীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥ ১ ॥

গৌরমেঘঃ স্বালোকনামৃতৈঃ (নিজাবলোকনরূপামৃতৈঃ) গৌড়োদ্যানং (গৌড়দেশরূপ-উদ্যানং) সিঞ্চন্ ভবাগ্নিদগ্ধজনতাবীরুধঃ (সংসারাগ্নিনা তাপত্রয়েণ দগ্ধা যা জনতা জনসমূহাঃ তা এব বীরুধঃ লতাঃ তাঃ) সমজীবয়ৎ ॥ ১ ॥

গৌররূপ মেঘ স্বদর্শনরূপ অমৃত দ্বারা গৌড়দেশরূপ উদ্যানকে সিক্ত করতঃ সংসারানলে দগ্ধ জনতারূপ লতাকে জীবিত করিয়াছিলেন ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুই জন।
দুহাঁরে কহেন রাজা বিনয় বচন ॥ ১ ॥
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করিহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে॥
তাঁহা বিনু এই রাজ্য মনে নাহি ভায়।
গোসাঞি রাখিতে করিহ অনেক উপায়॥

সার্ব্বভৌম রামানন্দ দুইজন সনে।
যবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে॥
দুহেঁ কহে রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিকমাস আইলে করিহ গমন॥
কার্ত্তিক আইলে কহে হইবে বড় শীত।
দোলযাত্রা দেখি যাইহ এই ভাল রীত॥
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেন বিচ্ছেদের ভয়॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ।
ভক্ত ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন॥ ৩॥
তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচল চলিতে সবার হৈল মন॥
সবে মিলি গেলা অদ্বৈত আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে চলিলা আচার্য্য পরম উল্লাসে॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে॥
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নিত্যানন্দ-প্রেমচেষ্টা কে পারে বুঝিতে॥৪॥
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি শ্রীবাস রামাই।
বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই॥
রাঘবপণ্ডিত নিজ ঝালি সাজাইয়া।
কুলীনগ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা॥
খণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
সব ভক্ত চলে তার কে করে গণন॥
শিবানন্দসেন করে ঘাটি সমাধান।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান।
সবার সর্ব্বকার্য্য করে দেয় বাসাস্থান॥৫॥
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিয়া অদ্বৈতসঙ্গে অচ্যুতজননী॥
শ্রীবাসপণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দসেন সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী॥
শিবানন্দের বড়পুত্র চৈতন্যদাস।
তেঁহো চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস॥৬॥
আচার্য্যরত্ন সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী।
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি॥
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে।
প্রভুর প্রিয় নানাদ্রব্য নৈলা ঘর হৈতে॥
শিবানন্দসেন করে সব সমাধান।
ঘাটিয়াল প্রবোধে সবারে দেন বাসস্থান॥
ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে॥
রেমুণা আসি গোপীনাথ কৈলা দরশন।
আচার্য্য করিলা তাঁহা কীর্ত্তন নর্ত্তন॥৭॥
নিত্যানন্দের পরিচয় সব সেবক সনে।
বহুত সম্মান কৈলা আসি সেবকগণে॥
সেই রাত্রি সব মহান্ত তাহাই রহিলা।
বার ক্ষীর আনি সেবক আগেতে ধরিলা॥
ক্ষীর বাঁটি সবারে দিলা প্রভু নিত্যানন্দ।
ক্ষীরপ্রসাদ পাঞা সবার বাঢ়িল আনন্দ॥
মাধবপুরীর কথা গোপাল স্থাপন।
তাহারে গোপাল যৈছে মাগিলা চন্দন॥
তার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল।
পূর্ব্বে মহাপ্রভুর মুখে যে কথা শুনিল॥
সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া আচার্য্য মনে পাইল আনন্দ॥৮॥
এই মত চলি চলি কটক আইলা।
সাক্ষিগোপাল দেখি তাহা সেদিন রহিলা॥
সাক্ষিগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণব মনে বাড়িল আনন্দ॥
মহাপ্রভু মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তর।
শীঘ্র চলি আইলা সবে শ্রীনীলাচল॥
আঠারনালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া।
দুই মালা [illegible]

দুই মালা গোবিন্দ দুইজনে পরাইল।
অদ্বৈত অবধূত গোসাঞি বড় সুখ পাইল॥
তাহাঁই আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
নাচিতে নাচিতে তবে আইলা দুইজন॥
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ।
আগুবাড়ি পাঠাইল শচীর নন্দন॥
নরেন্দ্রে আসিয়া তাহা সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা॥
সিংহদ্বার নিকট আইলা শুনি গৌররায়।
আপনে আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায়॥
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সবা লঞা আইলা পুনঃ আপন ভবন॥১০
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল।
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল॥
পূর্ব্ব বৎসরের যার যেই বাসা স্থান।
তাহা সবা পাঠাইয়া করিলা বিশ্রাম॥
এইমত ভক্তগণ রহিলা চারিমাস।
প্রভুর সহিতে করে কীর্ত্তন বিলাস॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কাল যবে আইল।
সবা লঞা গুণ্ডিচামন্দির প্রক্ষালিল॥১১
কুলীনগ্রামী পট্টডোরী জগন্নাথে দিল।
পূর্ব্ববৎ রথ আগে নৃত্যাদি করিল॥
বহু নৃত্য করি প্রভু চলিলা উদ্যানে।
বাপীতীরে তাহা যাই করিল বিশ্রামে॥
রাঢ়ী এক বিপ্র তেঁহো নিত্যানন্দের দাস।
মহাভাগ্যবান্ তার নাম কৃষ্ণদাস॥
ঘট ভরি ভরি প্রভুর অভিষেক কৈল।
তার অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্ত হৈল॥
বলগণ্ডি ভোগের বহু প্রসাদ আইল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ পাইল॥১২
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন।
হোরাপঞ্চমীযাত্রা দেখে লঞা ভক্তগণ॥

আচার্য্যগোসাঞি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড় বরিষণ॥
বিস্তারি বর্ণিলা তাহা বৃন্দাবন দাস।
তবে প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল শ্রীনিবাস॥
প্রভুর প্রিয় নানা ব্যঞ্জন রান্ধেন মালিনী।
ভক্ত্যে দাসী অভিমানে বাৎসল্যে জননী॥১৩
আচার্য্যরত্ন আদি যত ভক্তগণ।
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুকে করে নিমন্ত্রণ॥
চাতুর্ম্মাস্যান্তে প্রভু নিত্যানন্দ লঞা।
কিবা যুক্তি করে নিতি নিভৃতে বসিয়া॥
আচার্য্য প্রভুকে কহে ঠারে ঠোরে।
আচার্য্য তর্জ্জা পড়ে কেহ বুঝিতে না পারে॥
তার মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন॥
কিবা প্রার্থনা কিবা আজ্ঞা কেহ না বুঝিল।
আলিঙ্গন করি প্রভু তারে বিদায় দিল॥১৪
নিত্যানন্দে কহে প্রভু শুনহ শ্রীপাদ।
এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ॥
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবে।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবে॥
তাঁহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে॥
নিত্যানন্দ কহে আমি দেহ; তুমি প্রাণ।
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এইত প্রমাণ॥
অচিন্ত্য শক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম॥
তারে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ॥১৫
কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন।
প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্য সাধন॥
প্রভু কহে বৈষ্ণবসেবা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥

তেঁহো কহে কে বৈষ্ণব কি তাঁর লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তার মর্ম্ম॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে॥
বর্ষান্তরে তাঁরা পুনঃ ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল॥ ১৬॥
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥
ক্রম করি প্রভু কহে বৈষ্ণবলক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম॥
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়েরে চলিলা।
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা॥
স্বরূপ সহিত তার হয় সখ্য প্রীতি।
দুইজনে কৃষ্ণকথা একস্থানে স্থিতি॥১৭॥
গদাধরপণ্ডিতে তেঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল।
ওড়ন ষষ্ঠীর দিনে যাত্রাদি দেখিল॥
জগন্নাথ পরেন তাতে মাড়ুয়া বসন।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন॥
সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া।
দুই ভাই চড়ায় তারে হাসিয়া হাসিয়া॥
গাল ফুলিল আচার্য্য অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা বৃন্দাবন দাস॥১৮॥
এইমত প্রত্যব্দ আসেন গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু সঙ্গে রহি করেন যাত্রা দরশন॥
তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া তাহা পাছে কহিব বিশেষ॥
এইমত মহাপ্রভুর চারি বর্ষ গেল।
দক্ষিণ যাইতে আসিতে দুই বর্ষ হৈল॥
আর দুই বর্ষ চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দহঠে প্রভু না পারে চলিতে॥
পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিলা গৌড়েরে চলিলা॥১৯॥

তবে প্রভু সার্বভৌম রামানন্দ স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে॥
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমা সবার হঠে দুই বর্ষ না কৈল গমন॥
অবশ্য চলিব দুঁহে করহ সম্মতি।
তোমা দুঁহা বিনে মোর অন্য নাহি গতি॥
গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥
গৌড়দেশ দিয়া যাব তা সবা দেখিয়া।
তুমি দুঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥২০॥
শুনি প্রভুর বাণী দুঁহে মনে বিচারয়।
প্রভু সনে অতি হঠ কভু ভাল নয়॥
দুঁহে কহে এবে বর্ষা চলিতে নারিবা।
বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য চলিবা॥
আনন্দে বরিষা প্রভু কৈল সমাধান।
বিজয়াদশমী দিনে করিলা প্রয়াণ॥
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাঞাছিলা।
কড়ার চন্দন ডোর সব সঙ্গে লইলা॥ ২১॥
জগন্নাথে আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়া ভক্তগণ সঙ্গে পাছে চলি আইলা॥
উড়িয়া ভক্তেরে প্রভু যত্নে নিবর্ত্তাইলা।
নিজগণ লঞা প্রভু ভবানীপুর আইলা॥
রামানন্দ আইলা পাছে দোলাতে চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া॥
প্রসাদ ভোজন করি তথাই রহিলা।
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা॥
কটক আসিয়া কৈলা গোপাল দর্শন।
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র কৈল প্রভুকে নিমন্ত্রণ॥ ২২॥
রামানন্দ রায় সব গণ নিমন্ত্রিলা।
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈলা॥
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিলা বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্রের ঠাঞি রায় পাঠাইল ধাম॥

শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র চলি আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা॥
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে প্রণয় বিহ্বল।
স্তুতি করে পুলকাঙ্গ নেত্রে বহে জল॥২৩॥
তার ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন॥
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করেন প্রণাম।
প্রভু কৃপাশ্রুতে তার দেহ কৈল স্নান॥
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইলা।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তারে কৃপা কৈলা॥
ঐছে কৃপা তার উপর কৈল গৌরধাম।
প্রতাপরুদ্র সন্ত্রাতা যাতে হৈল নাম॥
রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন॥ ২৪॥
বাহির আসি রাজা আজ্ঞা পত্রী লেখাইল।
নিজরাজ্যে বিষয়ী যত তারে পাঠাইল॥
গ্রামে গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ সাত নব্যগৃহ সামগ্রী ভরিবা॥
আপনে প্রভু লঞা তাহা উত্তরিবা।
রাত্রিদিন বেত্র হস্তে সেবন করিবা॥
দুই মহাপাত্র হরিচন্দন মঙ্গরাজ।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা কর সব কাজ॥২৫॥
এক নব্য নৌকা রাখ আনি নদীতীরে।
যাঁহা প্রভু স্নান করি যাবে নদীপারে॥
তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করি তাঁহা তাঁহা যেন মরি॥
চতুর্দ্বারে উত্তরিতে কর নবাবাস।
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ॥
সন্ধ্যাতে চলিব প্রভু নৃপতি শুনিল।
হাতি উপর তাম্বু গৃহে স্ত্রীগণ চড়াইল॥
প্রভুর চলিবার পথে রহে সারি হৈয়া।
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা॥ [illegible]॥

চিত্রোৎপলা নদী আসি তাঁহা কৈল স্নান।
মহিষী সকল দেখি করয়ে প্রণাম॥
প্রভুর দর্শনে সবে হৈলা প্রেমময়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে অশ্রু নেত্রে বরিষয়॥
এমত কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যার দূরে দরশনে॥
নৌকাতে চড়িয়া প্রভু নদী হৈল পার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি চলি আইলা চতুর্দ্বার॥
রাত্রে রহি তাঁহা প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল॥২৭॥
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা প্রতি দিনে দিনে।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহু জনে॥
স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥
রামানন্দ মঙ্গরাজ শ্রীহরিচন্দন।
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিনজন॥
প্রভু সঙ্গে পুরীগোসাঞি স্বরূপ দামোদর
জগদানন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কাশীশ্বর॥
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর॥
রামাই নন্দাই আর বহু ভৃত্যগণ।
প্রধান কহিল, সবার কে করে গণন॥২৮॥
গদাধরপণ্ডিত যবে সঙ্গেতে চলিলা।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস না ছাড়িহ প্রভু নিষেধিলা॥
পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥
প্রভু কহে ইহা কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ত্বৎপাদ দর্শন॥
প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ।
ইহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ॥২৯॥
পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর।
তোমার সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর॥

আই দেখিতে যাব,না যাব তোমালাগি।
প্রতিজ্ঞাসেবাত্যাগদোষতারআমিভাগী॥
এত বলি পণ্ডিত গোসাঞি পৃথক চলিলা।
কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা॥
পণ্ডিতের গৌরব প্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণসেবা ছাড়িলা তৃণপ্রায়॥৩॥
তাঁহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ।
তাঁর হাতে ধরি কহে করি প্রণয়রোষ॥
প্রতিজ্ঞাসেবাছাড়িবেএই তোমারউদ্দেশ॥
সেই সিদ্ধ হৈল ছাড়ি আইলে দূরদেশ॥
আমা সহ রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ॥
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল॥
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তাঁহাই পড়িলা॥
পণ্ডিতেলঞাযেতেসার্ব্বভৌমেআজ্ঞাদিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা॥
তুমি জান কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্তকৃপাবশেভীষ্মেরপ্রতিজ্ঞা রাখিলা॥৩১

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশশ্লোকঃ—

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥ ২॥

স্বনিগমং (অশস্ত্র এবাহং সাহায্যমাত্রং করিষ্যামীতি স্বপ্রতিজ্ঞাম্) অপহায় (হিত্বা) মৎপ্রতিজ্ঞাং (শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীত্যেবং রূপাং প্রতিজ্ঞাং) ঋতং (সত্যং যথা ভবতি তথা) অধিকর্ত্তুং (যঃ) রথস্থঃ (সন্ এব) অবপ্লুতঃ (সহসৈবাবতীর্ণঃ) ধৃতরথচরণঃ (ধৃতঃ রথচরণঃ চক্রং যেন সঃ) ইভং (হস্তিনং) হন্তুং হরিঃ (সিংহঃ) ইব অভ্যয়াৎ (অভিমুখম্ অধাবৎ। তদাচ সংরম্ভেণ মহতা্যাপ্যট্য-বিক্ষুব্ধৈঃ ক্ষুদ্রং সর্বস্বুকারেণ প্রতিপদং) চলদ্গুঃ (চলন্তী গৌঃ পৃথ্বী যস্মাত্তেনৈব সংরম্ভেণ পথি) গতোত্তরীয়ঃ (গতং পতিতম্ উত্তরীয়ং বস্ত্রং যস্য সঃ, মে গতিঃ ভবতু) ॥২॥

যিনি নিজ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করতঃ আমার (ভীষ্মের) প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার জন্য সহসা অর্জ্জুনের রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক চক্রধারণ করিয়া, হস্তী মারিতে সিংহ যেমন ধাবিত হয়, তদ্রূপ আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, তৎকালে যাঁহার সংরম্ভে পৃথিবী প্রতি পদে কম্পিত হইতে লাগিল এবং যাঁহার উত্তরীয় বসন অঙ্গ হইতে স্খলিত হইতেছিল, এবম্বিধ মুকুন্দ আমার গতি হউন॥ ২॥

এইমত প্রভু তোমার বিরহ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যতনকরিয়া॥
এইমত কহি তারে প্রবোধ করিলা।
দুইজন শোকাকুলি নীলাচলে আইলা॥
প্রভু লাগি ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্তধর্ম্ম হানি প্রভুর না হয় সহন॥
প্রেমের বিবর্ত্ত ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয় তারে চৈতন্যচরণ॥ ৩২॥
দুই রাজপাত্র যেই প্রভু সঙ্গে যায়।
যাজপুর আসি তারে দিলেন বিদায়॥
প্রভু বিদায় দিল রায় যায় প্রভু সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ সঙ্গে রাত্রিদিনে॥
প্রতিগ্রামে রাজ আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।
নব্যগৃহে নানা দ্রব্যে করয়ে সেবন॥

এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তাঁহা হৈতে রামানন্দে বিদায় করিলা॥
ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন॥
রায়ের বিদায় কথা না যায় কথন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন॥৩৩॥
তবে ওড্রদেশসীমা প্রভু চলি আইলা।
তাহা রাজঅধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥
দিন দুই চারি তেঁহো করিলা সেবন।
আগে চলিবার সেই কহে বিবরণ॥
মদ্যপ যবনরাজের আগে অধিকার।
তার ভয়ে কেহো পথে নারে চলিবার॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহো হৈতে নারে পার॥
দিনকথো রহ সন্ধি করি তার সনে।
সুখেতে নৌকায় তোমা করাব গমনে॥
হেনকালে সেই যবনের এক চর।
উড়িয়া কটকে আইল করি বেশান্তর॥
প্রভুর অদ্ভুত সেই চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দু চর কহে সেই যবন-ঠাঞি গিয়া॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধপুরুষ লোক হয় তার সাথে॥
নিরন্তর সবে করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
সবে হাসে গায় নাচে করয়ে ক্রন্দন॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে দেখিতে তাঁহারে।
তাঁহা দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে॥
সেই সব লোক হয় বাতুলের প্রায়।
কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায়॥৩৫॥
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি।
তাহার প্রভাবে তারে ঈশ্বর করি মানি॥
এত কহি সেই চর 'হরি কৃষ্ণ' গায়।
হাসে কান্দে নাচে গায় বাতুলের প্রায়॥

এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস উড়িয়া স্থানে পাঠাইল॥
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে প্রেমে বিহ্বল হইল॥৩৬॥
ধৈর্য্য করি উড়িয়াকে কহে নমস্করি।
তোমার ঠাঞি পাঠাইল ম্লেচ্ছ অধিকারী॥
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আসিয়া।
যবনাধিকারী যায় প্রভুরে দেখিয়া॥
বহুত উৎকণ্ঠা তার করিয়াছে বিনয়।
তোমা সনে এই সন্ধি নাহি যুদ্ধ ভয়॥
শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময়।
মদ্যপ যবনের চিত্ত ঐছে কে করয়॥
প্রভুর প্রতাপে তার মন ফিরি গেল।
দর্শন শ্রবণে যার জগৎ তরিল॥ ৩৭॥
এত বলি বিশ্বাসেরে কহেন বচন।
ভাগ্য তাঁর আসি করুন প্রভুর দর্শন॥
প্রতীত করিয়ে তবে নিরস্ত্র হইয়া।
আসিবেন সঙ্গে পাঁচ সাত ভৃত্য লৈয়া।
বিশ্বাস যাইয়া তারে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল॥
দূরে হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হৈয়া॥ ৩৮॥
মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান।
যোড়হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণনাম॥
অধম যবনকুলে কেনে জন্ম হইল।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেনে না সৃজিল॥
হিন্দু হৈলে পাইতুঁ তোমার চরণসন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ যাউক পরাণ॥
এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া॥
চণ্ডাল পবিত্র যার শ্রীনাম শ্রবণে।
হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে॥

ইহার যে এই গতি কি ইহা বিস্ময়।
[illegible] ভাব এই মত হয় ॥৩৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকঃ—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্-
যৎ প্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ ৩॥

যৎনামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ (নামধেয়স্য শ্রবণানুকীর্ত্তনঞ্চ তস্মাৎ) যৎ প্রহ্বণাৎ (নমস্কারাৎ) যৎ স্মরণাৎ অপি ক্বচিৎ শ্বাদঃ (শ্বপচঃ) অপি সদ্যঃ সবনায় (সোমযাগায়) কল্পতে (যোগ্যঃ ভবতি) ভগবন্ তে দর্শনাৎ পুনঃ কুতঃ॥ ৩॥

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন অথবা যাঁহাকে নমস্কার কিম্বা যাঁহাকে স্মরণ করিয়া শ্বপচও তৎক্ষণাৎ শুচি হইয়া সোমযাগের নিমিত্ত যোগ্য হয়; হে ভগবন্! সেই তুমি, তোমার দর্শনে পবিত্র হইবে, এ বিষয়ে বক্তব্য কি? ॥৩॥

তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি।
[illegible] সদা কহ 'কৃষ্ণহরি' ॥
সেই কহে মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ মোরেকরোঁসেতোমার॥
গোব্রাহ্মণবৈষ্ণবহিংসাকরিয়াছোঁঅপার।
সেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার ॥৪০॥
তবে মুকুন্দ দত্ত কহে শুন মহাশয়।
গঙ্গাতীরে যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়॥
তাহা যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা এই বড় উপকার॥
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
হৃষ্ট হৈয়া চলে সবা বন্দনা করিয়া॥

মহাপাত্র তাহা সনে কৈল কোলাকুলি।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি॥
প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠায়া॥
মহাপাত্র চলি আইলা মহাপ্রভুসনে।
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে॥৪১॥
এক নবীন নৌকার মধ্যে তার ঘর।
সগণে চড়াইল প্রভুকে তাহার উপর॥
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি চায়॥
জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে লৈল॥
মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদে পার করাইল।
পিচ্ছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল॥
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সেকালে তাহার চেষ্টা না পারি বর্ণিতে॥
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে তার জন্ম দেহ ধন্য॥
সেই নৌকা চড়ি প্রভুআইলা পানিহাটি।
নাবিকেরে পরাইল নিজ কৃপাশাটি ॥৪২॥
প্রভু আইলা করি লোকে হৈল কোলাহল
মনুষ্যে ভরিল সব জল আর স্থল॥
রাঘবপণ্ডিত আসি প্রভু লৈঞা গেলা।
পথে বড় লোকভীড় কষ্টেসৃষ্টে আইলা॥
একদিন তাহা মাত্র করিলা নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্ট আইলা যাহা শ্রীনিবাস॥
তাহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ ঘর।
বাসুদেব গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর ॥৪৩॥
বাচস্পতি-গৃহে প্রভু যেমতে রহিলা।
লোক ভীড় ভয়ে যৈছে কুলীয়া আইলা॥
মাধবদাস গৃহে তাহা শচীর নন্দন।
লক্ষ কোটি লোক তাহা পাইল দর্শন॥

সাত দিন রহি তাহা লোক নিস্তারিলা।
শান্তিপুরে আচার্য্যের ঘরে ঐছে গেলা॥
দিন দুই চারি প্রভু তাঁহাই রহিলা।
শচীমাতা আনি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা॥
তবে রামকেলি গ্রাম প্রভু যৈছে গেলা।
নাটশালা হৈতে যৈছে পুনঃ ফিরি আইলা॥
শান্তিপুরে পুনঃ কৈলা দশ দিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥
অতএব ইহাঁ তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার॥
তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ সনাতন।
নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন॥
সূত্রমধ্যে সেই লীলা আমিহ বর্ণিল।
অতএব পুনঃ তাহা ইহাঁ না লিখিল॥৪৫॥
পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা।
রঘুনাথ দাস তবে আসিয়া মিলিলা॥
হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধন দুই সহোদর।
সপ্তগ্রাম বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দুঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুল ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি দান দিয়া করেন সহায়॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আরাধ্য দুঁহার।
চক্রবর্ত্তী করে দুঁহার ভ্রাতৃ ব্যবহার॥
মিশ্রপুরন্দরে পূর্ব্বে করেছেন সেবনে।
অতএব প্রভুরে দুঁহে ভালরীতে জানে॥৪৬॥
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তেঁহো বিষয়ে উদাস॥
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ তাঁহারে মিলিলা॥
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভুপাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া॥
তার পিতা সদা করে আচার্য্য সেবন।
অতএব আচার্য্য তারে হইলা প্রসন্ন॥
আচার্য্য প্রসাদে পাইল প্রভুর শেষপাত।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত॥৪৭॥
প্রভু তারে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তেঁহো ঘরে আসি হৈলা প্রেমেতেপাগল॥
বারবার পলায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তারে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে॥
পঞ্চ পাইকে তাঁরে রাখে রাত্রিদিনে।
চারি সেবক এক বিপ্র রহে তাঁর সনে॥
এই দশ জনে তাঁরে রাখে নিরন্তর।
নীলাচল যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর॥
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা।
শুনি পিতা ঠাঞি রঘুনাথ নিবেদিলা॥
আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীর জীবন॥৪৮॥
শুনি তার পিতা বহুলোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল তারে শীঘ্র আসিহ বলিয়া॥
সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু সঙ্গে রহে।
রাত্রিদিন তিঁহো এই মনঃকথা কহে॥
রক্ষকের হাতে আমি কেমনে ছুটিব।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচল যাব॥
সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তার মন।
শিক্ষারূপ কহে তাঁরে আশ্বাস বচন॥
স্থির হঞা ঘরে যাহ না হইও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কুল॥৪৯॥
মর্কট বৈরাগ্য না করিহ লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈঞা॥
অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন উদ্ধার॥
বৃন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশ আসিহ কোন ছলে॥

সেকালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যারে তারে কে রাখিতে পারে॥৫০
এত কহি মহাপ্রভু বিদায় তারে দিল।
ঘরে আসি তেঁহো প্রভুর শিক্ষা আচরিল॥
বাহ্য বৈরাগ্য বাউলতা সকল ছাড়িয়া।
যথাযুক্ত কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা॥
দেখি তাঁর পিতা মাতা বড় তুষ্ট হৈল।
তাঁর আবরণে কিছু শিথিল হইল॥
ইহাঁ প্রভু একত্র করি সব ভক্তগণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি আর যত জন॥
সবা আলিঙ্গন করি কহেন গোসাঞি।
সবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচল যাই॥৫১
সবা সহিত হৈল আমার ইহাঁর মিলন।
এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহো না করিহ গমন॥
আমি তাঁহা হৈতে অবশ্য বৃন্দাবন যাব।
সবে আজ্ঞা দেহ তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব॥
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা লইল॥
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া।
নীলাদ্রি চলিলা সব ভক্ত লৈয়া॥
সেই সব লোক পথে করয়ে সেবন।
সুখে নীলাচলে আইলা শচীর নন্দন॥
প্রভু আসি জগন্নাথ দরশন কৈল।
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈল॥
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
প্রেমে আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা॥
কাশীমিশ্র রামানন্দ প্রদ্যুম্ন সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ শিখি আদি যত ভক্তগণ॥
গদাধরপণ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা।
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা॥৫৩
বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
নিজ মাতা আর গঙ্গার চরণ দেখিয়া॥

এত বলে কহি গৌড়ে করিল গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সংঘট্টে পথ না পারি চলিতে॥
যাঁহা রহি তাঁহা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখি লোকপূর্ণ॥
কষ্টসৃষ্টে করি গেলাম রামকেলী গ্রাম।
আমার ঠাঞি আইলা রূপসনাতন নাম॥৫৪
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণকৃপাপাত্র।
ব্যবহারে মহামন্ত্রী হয়ে রাজপাত্র॥
বিদ্যা ভক্তি বুদ্ধিবলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন॥
তার দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিল দুঁহারে॥
উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ দুঁহার উদ্ধারে॥
এত কহি আমি তারে বিদায় যবে দিল।
গমনকালে সনাতন প্রহেলী পড়িল॥৫৫
যাহা সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী॥
তবে আমি শুনিলমাত্র না কৈল অবধান।
প্রাতে চলি আইলাম নাটশালা গ্রাম॥
রাত্রিকালে আমি মনে বিচার করিল।
সনাতন আমারে কি প্রহেলী কহিল॥
ভালত কহিল এই আমার এত লোক সঙ্গে।
লোক দেখি কহিবে মোরে এই এক ঢঙ্গে॥৫৬
দুর্ল্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একলা যাইব কিম্বা সঙ্গে একজন॥
মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহা গেলা একেশ্বরে।
বাদিয়ার বাজি পাতি চলিয়াছি তথারে॥
বৃন্দাবন যাব কাহাঁ একলা সাজাইয়া।
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া॥

ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি হইলাম অস্থির।
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইনু গঙ্গাতীর ॥৫৭॥
ভক্তগণে রাখি আইলাম নিজ নিজস্থানে।
আমা সঙ্গে আইলা সবে পাঁচ ছয় জনে ॥
নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাই বৃন্দাবন।
সবে মিলি যুক্তি দেহ হইয়া প্রসন্ন ॥
গদাধরে ছাড়ি গেলাম ইহোঁ দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥
তবে গদাধর প্রভুর পায়েতে ধরিয়া।
বিনয় করিয়া কহে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥
তুমি যাঁহা রহ সেই হয় বৃন্দাবন।
তাঁহা গঙ্গা যমুনা তাঁহা সর্ব্ব তীর্থগণ ॥
তবু বৃন্দাবন যাহ লোক শিক্ষাইতে।
সেইত করিবে যেই লয় তোমারচিতে ॥৫৮॥
এই আগে আইল প্রভু বর্ষা চারি মাস।
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস ॥
পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন।
আপন ইচ্ছায় চল, রহ, কে করে বারণ ॥
শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে।
সবার এই ইচ্ছা পণ্ডিত কৈলা নিবেদনে ॥
সবার ইচ্ছায় প্রভু চারিমাস রহিলা।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা ॥৫৯॥
সেই দিবসে গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ।
তাঁহা ভিক্ষা কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ প্রভুর আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না হয় বর্ণন ॥
এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কহা না যায় বিস্তার ॥
সহস্রবদনে কহে আপনে অনন্ত।
তবু এক দিনের তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৬০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনঃ
গৌড়গমনবিলাসনাম ষোড়শ
পরিচ্ছেদ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলালপদারবিন্দ-সেবি বিনোদবিহারি-
গোস্বামি কৃতান্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত পুনঃ গৌড়গমনবিলাস-
নাম ষোড়শপরিচ্ছেদ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ ॥১॥

গৌরঃ বৃন্দাবনং গচ্ছন্ (গচ্ছন্ সন্) বনে ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ প্রেমোন্মত্তান্ (প্রেমো [illegible]) কৃষ্ণজল্পিনঃ ([illegible] জাপকান্) সহোন্নৃত্যান্ (প্রভুণা সহ উদ্দণ্ডনৃত্যং যেষাং তান্) বিদধে ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে ব্যাঘ্র, হস্তী, হরিণ ও

পক্ষিগণকে প্রেমাবিষ্ট করতঃ কৃষ্ণনাম জাপক ও আপনার সহিত উক্তও নৃত্য করাইয়াছিলেন ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শরৎকাল আইল প্রভু চলিতে কৈল মতি।
রামানন্দ স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি ॥
মোর সহায় কর যদি তুমি দুই জন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥
রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।
একলা চলিব সঙ্গে কাহো না লইব ॥১॥
কেহো যদি সঙ্গে লৈতে উঠি পাছে ধায়।
সবারে রাখিবে যেন কেহো নাহি যায় ॥
প্রসন্ন হয়া আজ্ঞা দিবে না মানিবে দুঃখ।
তোমা সবার সুখে, পথে হবে মোর সুখ॥
দুইজন কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যেই ইচ্ছা সেই করিবে নহ পরতন্ত্র ॥
কিন্তু আমা দুঁহার শুন এক নিবেদন।
তোমার সুখে আমারসুখ কহিলেআপন॥
আমা দুহার মনে তবে বড় সুখ হয়।
এক নিবেদন যদি ধর দয়াময় ॥২॥
উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র একজন ॥
প্রভু কহে নিজ সঙ্গী কাঁহো না লইব।
একজন লৈলে আনের মনে দুঃখ হইব ॥
নূতন সঙ্গী হইবেক স্নিগ্ধ যার মন।
ঐছে যদি পাই তবে লই একজন ॥৩॥
স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু আর্য্য॥
প্রথমেই তোমা সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব্বতীর্থ করিতে ॥
ইহার সঙ্গেতে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইহোঁ পথে করিবেন সেবা ভিক্ষাকৃত্য ॥
ইহাঁ সঙ্গে লহ যদি হয় সবার সুখ।
বনপথে যেতে তোমার নহে কোন দুঃখ ॥
এই বিপ্র বহি লবে বস্ত্রাম্বু ভাজন।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন॥৪॥
তাহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করি লৈল ॥
পূর্ব্ব রাত্রে জগন্নাথের আজ্ঞা লইয়া।
শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া।
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া॥৫॥
অন্বেষণ করি বুলে ব্যাকুল হইয়া ॥
স্বরূপ গোসাঞি সবার কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হঞা রহে সবে জানি প্রভুর মন ॥
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা ॥৫॥
নির্জ্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া ॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ড শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন ॥
তাহা দেখি ভট্টাচার্য্যের মহাভয় হয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয় ॥
একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তাহাতে প্রভুর লাগিল চরণ ॥
প্রভু কহে 'কৃষ্ণ' কহ ব্যাঘ্র উঠিল।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥৬
আর দিন বনে প্রভু করে নদীস্নান।
মত্ত হস্তিযূথ আইল করিতে জলপান ॥
প্রভু জলে কৃত্য করেন আগে হস্তী আইল
'কৃষ্ণ' কহ বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা ॥

সেই জলবিন্দু কণ লাগে যার গায়।
সেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে প্রেমে নাচে ধায়॥
কেহো ভূমি পড়ে কেহো করয়ে চিৎকার
দেখি ভট্টাচার্য্য মনে লাগে চমৎকার॥
পথে যাইতে প্রভু করে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
মধুরকণ্ঠ ধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ॥
ধ্বনি শুনি ডাহিনে বামে যায় প্রভুসঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ পোঁছেশ্লোকপড়েরঙ্গে॥৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে একাদশশ্লোকঃ—

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ২॥

(হে সখি) মূঢ়মতয়ঃ অপি এতাঃ হরিণ্যঃ ধন্যাঃ (কৃতার্থাঃ) স্ম (এব) যাঃ বেণুরিক্বিতং (বেণুরণিতম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) সহকৃষ্ণসারাঃ (কৃষ্ণসারৈঃ সহ) উপাত্তবিচিত্রবেশম্ (উপাত্তঃ বিচিত্রঃ বেশঃ যেন তং) নন্দনন্দনং (প্রতি) প্রণয়াবলোকৈঃ বিরচিতাং পূজাং দধুঃ (কৃতবত্যঃ)॥২॥

হে সখি! পশুজাতি বলিয়া বিবেকহীন হইলেও এই হরিণী-সকল কৃতার্থই, যেহেতু ইহারা শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসারের সহিত বিচিত্র বেশবিশিষ্ট নন্দনন্দকে লক্ষ্য করিয়া প্রণয়াবলোকন দ্বারা বিরচিত পূজা বিধান করিতেছে॥২॥

হেনকালে ব্যাঘ্র তাঁহা আইল পাঁচ সাত।
ব্যাঘ্র মৃগ মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ॥
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবন গুণ বর্ণন শ্লোক পড়িল॥ ৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে ষষ্ঠিতমশ্লোকঃ—

যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষকাদিকে॥ ৩॥

অজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষকাদিকে (অজিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আবাসেন দ্রুতাঃ পলায়িতাঃ রুট্তর্ষকাদয়ঃ ক্রোধলোভাদয়ঃ যস্মাৎ তস্মিন্) যত্র (শ্রীবৃন্দাবনে) নৈসর্গদুর্বৈরাঃ (স্বাভাবিক বৈরবন্তঃ) নৃমৃগাদয়ঃ মিত্রাণি ইব সহ (এব) আসন্॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণের নিবাস হেতুক্রোধ লোভাদি বিরহিত শ্রীবৃন্দাবন স্বাভাবিক বৈরযুক্ত মনুষ্য পশ্বাদি মিত্র-ভাবে একত্র বাস করিত॥৩॥

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ বুলি প্রভু যবে বৈল।
'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল॥
নাচে কান্দে মৃগগণ ব্যাঘ্রগণ সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে প্রভুর রঙ্গে॥
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ লাগাইয়াকরেঅন্যোন্যেচুম্বন॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তাহা সবা ছাড়ি প্রভু আগে চলি গেলা॥৯॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে 'কৃষ্ণ' বলে নাচে মত্ত হৈয়া॥
হরিবোল বলি প্রভু করে উচ্চ ধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম হয় যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া প্রেমে কৈল উন্মত্ত॥ ১০॥
যেই গ্রাম দিয়া যায় যাঁহা করে স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় কৃষ্ণভক্তি॥
কেহ যদি তার মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তার মুখে আন শুনে তার মুখে আন॥

সবে 'কৃষ্ণহরি' বুলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরা সম্বন্ধে ভক্ত হৈলা সর্ব্বদেশে ॥
যদ্যপি মহাপ্রভু লোক সংঘট্টের ত্রাসে।
প্রেম গুপ্ত করে বাহিরে না করে প্রকাশে॥
তথাপি তাঁহার দর্শন শ্রবণ প্রভাবে।
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে ॥১১॥
গৌড় বঙ্গ রাঢ় উৎকলাদি দেশে গিয়া।
লোকের নিস্তার কৈলা আপনে ভ্রমিয়া॥
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্ল প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড ॥
নাম প্রেম দিয়া কৈল সবার উদ্ধার।
চৈতন্যের গূঢ় লীলা বুঝে শক্তি কার ॥
বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মানে প্রভু এই গোবর্দ্ধন ॥১২॥
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
তাঁহা নাচে গায় প্রেমাবেশে পড়ে কান্দি॥
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূল ফল।
যাঁহা যেই পায় তাঁহা লয়েন সকল ॥
যে গ্রামে রহে তাঁহা হয় যে ব্রাহ্মণ।
পাঁচ সাত বিপ্র প্রভুর করে নিমন্ত্রণ ॥
কেহো অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য স্থানে।
কেহ দধি দুগ্ধ কেহ ঘৃতখণ্ড আনে ॥
যাঁহা বিপ্র নাহি তাঁহা শূদ্র মহাজন।
আসি সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ॥১৩॥
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন।
বন্য ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন ॥
দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাঁহা শূন্য বনলোকের নাহিক বসতি ॥
তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করে পাক।
ফলমূলের ব্যঞ্জন করে বন্য নানা শাক ॥
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ব্যঞ্জনে।
মহাসুখ পান যে দিনে রহেন নির্জনে।১৪॥

ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস।
তার বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্ব্বাস ॥
নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিনবার।
দুই সন্ধ্যা অগ্নিতাপে কাষ্ঠ অপার ॥
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জনে গমন।
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন ॥
শুন ভট্টাচার্য্য আমি ভ্রমিনু বহু দেশ।
বনপথের সুখের সম নাহি লবলেশ ॥
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বহু কৃপা কৈল।
বনপথে আনি মোরে এত সুখ দিল ॥
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিল বিচার।
মাতা গঙ্গা অবশ্য দেখিব একবার ॥১৫॥
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।
ভক্তগণ সঙ্গে লঞা যাব বৃন্দাবন ॥
এত ভাবি গৌড়দেশে করিল গমন।
মাতা গঙ্গা ভক্ত মিলি সুখী হৈল মন ॥
ভক্তগণ লঞা তবে চলিলাম রঙ্গে।
লক্ষ কোটি লোক তাঁহা হৈল মোর সঙ্গে॥
সনাতন মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা।
তাহা বিঘ্ন করি বনপথে লঞা আইলা ॥১৬
কৃপার সাগর দীনহীন-দয়াময়।
কৃষ্ণকৃপা বিনু কোন সুখ নাহি হয় ॥
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহাকে কহিল।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল ॥
তেঁহো কহে তুমি কৃষ্ণ তুমি দয়াময়।
অধম জীব মুঞি মোরে হইলা সদয় ॥
মুঞি ছার কোন্, মোরে সঙ্গে লঞা আইলা
কৃপা করি মোর হাতে ভিক্ষা যে করিলা॥
অধম কাকেরে কৈলে গরুড়সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান্ ॥১৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] প্রথমাধ্যায়ে
প্রথমশ্লোকে [illegible]

যাঁহার কৃপা মূককে বাচাল করেন এবং পঙ্গুকে পর্ব্বত লঙ্ঘনে সমর্থ করেন, সেই পরমানন্দ মাধবকে প্রণাম করি ॥৪॥

এই মত বলভদ্র করেন স্তবন।
প্রেমসেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন ॥
এইমত নানা সুখে চলি আইলা কাশী।
মণিকর্ণিকায় স্নান কৈল মধ্যাহ্নে আসি ॥
সেকালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি হৈল কিছু সবিস্ময় জ্ঞান ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছে সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিল হৈল হৃদয়ে উল্লাস ॥১৮॥
প্রভুর চরণ ধরি করয়ে রোদন।
প্রভু তারে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন ॥
প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর দরশন।
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধবচরণ ॥
ঘরে লয়া আইলা প্রভুকে আনন্দিতহয়া।
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া ॥
প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈলা বহুত সম্মান ॥
প্রভুর নিমন্ত্রণ করি গৃহে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল ॥ ১৯॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদসম্বাহন ॥
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইলা।
প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর আইলা ॥

আসি প্রভুপদে পড়ি করয়ে রোদন।
প্রভু তারে কৃপায় উঠি কৈলা আলিঙ্গন।
চন্দ্রশেখর কহে প্রভু বড় কৃপা কৈলা।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা ॥
আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী স্থানে।
মায়া ব্রহ্ম শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে ॥
ষড় দর্শন ব্যাখ্যা বিনু কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণকথা ॥
নিরন্তর দুঁহে চিন্তি তোমার চরণ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলা দরশন ॥
শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবন।
দিনকথো রহি তার ভৃত্য দুইজন ॥
মিশ্র কহে প্রভু যাবৎ কাশীতে রহিবে।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবে ॥
এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যবশ।
ইচ্ছা নাহি তবু কাশীতে রহিলা দিন দশ ॥
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আইসে প্রভুকে দেখিতে।
প্রভু প্রেমরূপ দেখি হইলা বিস্মিতে ॥২১
বিপ্র সব নিমন্ত্রয়ে প্রভু নাহি মানে।
প্রভু কহে আজি হইয়াছে নিমন্ত্রণে ॥
এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন।
সন্ন্যাসির সঙ্গ ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ ॥
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।
বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা ॥
এক বিপ্র দেখি আইল প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাঁহার ॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাহার মহিমা প্রতাপ না পারি বর্ণিতে ॥
প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চনবরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ কমলনয়ন ॥
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সুলক্ষণ।

তাহা দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ।
যেই তারে দেখে করে কৃষ্ণসঙ্কীর্তন ॥
মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়েঁ তাঁহাতে॥২৩
নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তাঁর গায়।
নেত্রযুগে অশ্রুজল গঙ্গাধারা প্রায় ॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণেকে হুঙ্কার যেন সিংহের গর্জ্জন ॥
জগৎ-মঙ্গল তার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
নাম রূপ গুণ তার সব অনুপম ॥
দেখিলে সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি।
অলৌকিক কথা শুনি কে করেপ্রতীতি২৪
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রকে উপহাস করি কহিতে লাগিলা ॥
শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশব ভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক ॥
চৈতন্য নাম তার ভাবুকগণ লঞা।
দেশে দেশে গ্রামে বুলে নাচিয়া গাইয়া ॥
যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন বিদ্যা যে দেখে সে মোহে ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ॥২৫॥
সন্ন্যাসী নামমাত্র মহা ঐন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী ॥
বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ ॥
এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তাঁহা হৈতে উঠি গেল ॥
প্রভু দরশনে শুদ্ধ হইয়াছে তার মন।
প্রভু আগে দুঃখী হৈয়া কহে বিবরণ ॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা ॥২৬॥

তার আগে আমি যবে তোমার নাম লৈল
সেহো তোমার নাম জানে আপনে কহিল
তোমা দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার
চৈতন্য চৈতন্য কহি কহে তিনবার ॥
তিনবারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে ॥২৭
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি।
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বোলে কৃষ্ণহরি
প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী।
ব্রহ্মচৈতন্য আত্মা এই কহে নিরবধি ॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ দুইত সমান ॥
নাম বিগ্রহস্বরূপ তিন এক রূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ ॥
দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ ॥২৮

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে উনসপ্তত্যধিকদ্বিশতাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণবচনম্—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥৫

নামনামিনোঃ অভিন্নত্বাৎ নাম চিন্তামণিঃ (সর্ব্বাভীষ্টদাতা যতস্তদেব) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণস্ত স্বরূপং) চৈতন্যরসবিগ্রহঃ পূর্ণঃ শুদ্ধঃ নিত্যমুক্তঃ ॥ ৫ ॥

নাম এবং নামির ভেদ না থাকায় শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, অতএব নাম কৃষ্ণস্বরূপ, নাম চৈতন্য রসমূর্ত্তী, সর্ব্ববিধ শক্তিতে পূর্ণ, মায়াবন্ধ রহিত, নিত্যমুক্ত এবং চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ ॥৫॥

অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ ॥

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ ॥ ২৯ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়-লহর্য্যাং ষড়শীতিতমশ্লোকঃ—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥৬

অতঃ (নামনামিনোরভেদাৎ) শ্রীকৃষ্ণনামাদিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ (প্রাকৃতৈঃ) গ্রাহ্যং (বিষয়ীকৃতং) ন ভবেৎ সেবোন্মুখে (ভগবৎস্বরূপ তন্নামগ্রহণায় প্রবৃত্তে) হি অদঃ (নামঃ) স্বয়ম্ এব জিহ্বাদৌ স্ফুরতি ॥ ৬ ॥

নাম ও নামী অভেদ বশতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না। জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ ভগবৎস্বরূপনামাদি গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে স্বপ্রকাশ নামাদি তাহাতে স্বয়ংই প্রকাশিত হয় ॥৬॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানি আকর্ষিয়া করে নিজ বশ ॥ ৩০

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বিপঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥৭॥

স্বসুখনিভৃতচেতাঃ (স্বসুখেন ব্রহ্মানন্দেন নিভৃতং পরিপূর্ণং চেতো যস্য সঃ) তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ (তেনৈব ব্যুদস্তঃ দূরীভূতঃ অন্যত্র ভাবঃ মনোব্যাপারঃ যস্য তথাভূতঃ) অপি অজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ (অজিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রুচিরাভিঃ লীলাভিঃ আকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখধৈর্য্যং যস্য তথাভূতঃ স শুকঃ) যঃ তত্ত্বদীপং (পরমার্থপ্রকাশকং) তদীয়ং (কৃষ্ণলীলাময়ং) পুরাণং (ভাগবতং) কৃপয়া ব্যতনুত তম্ অখিলবৃজিনঘ্নং (অখিলং তাদৃশতাদৃশ প্রতিকূলম্ উদাসীনঞ্চ সর্ব্বং বৃজিনং হন্তীতি তং) ব্যাসসূনুং (শ্রীশুকং) নতোঽস্মি ॥ ৭ ॥

যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ এবং যিনি সেই হেতু অন্যত্র ভাবশূন্য হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর লীলা শ্রবণে অধীরতা হেতু কৃপা বশতঃ লোকে পরমার্থ প্রকাশক কৃষ্ণলীলাময় শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ প্রচার করিয়াছেন, সেই অখিলদুঃখনিবারক ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে আমি প্রণাম করি ॥৭॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥৩১॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং ষষ্ঠে সপ্তদশশ্লোকধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥৮॥

এহো সব রহু কৃষ্ণচরণসম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥৩২

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়োশ্চত্বারিংশত্তমশ্লোকঃ—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৯ ॥

তস্য অরবিন্দনয়নস্য (ভগবতঃ) পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীদামমকরন্দবায়ুঃ (পদারবিন্দয়োঃ কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈঃ মিশ্রা যা তুলসী তস্যাঃ মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ) স্ববিবরেণ (নাসাচ্ছিদ্রেণ) অন্তর্গতঃ (সন্) অক্ষরজুষাং (ব্রহ্মানন্দসেবিনাম্) অপি তেষাং (সনকাদীনাং) চিত্ততন্বোঃ সংক্ষোভং চকার ॥ ৯ ॥

সেই কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের চরণার্পিত পদ্মকিঞ্জল্কমিশ্রিত তুলসীর বায়ু নাসাছিদ্র দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করতঃ সেই ব্রহ্মানন্দ-সেবি সনকাদির চিত্ত এবং দেহতে সম্যক্ ক্ষোভের অর্থাৎ চিত্তে অতিশয়িত হর্ষ এবং শরীরে রোমাঞ্চের অভিব্যক্তি করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহাবহির্মুখে ॥
ভাবকালী বেচিতেআমিআইনু কাশীপুরে
গ্রাহক নাহি না বিকায় লঞা যাব ঘরে ॥
ভারিবোঝা লঞা এলাম কেমনেলঞাযাব
অল্প স্বল্প মূল্য লঞা ইহাঞি বেচিব ॥
এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি।
প্রাতে উঠি মথুরা চলিলা গৌরহরি ॥৩৩
সেই তিন সঙ্গে চলে প্রভু নিষেধিল।
দূরে হৈতে তিন জনায় ঘরে পাঠাইল ॥
প্রভুর বিরহে তিনে একত্র মিলিয়া।
প্রভুর গুণগান করে আনন্দে বসিয়া ॥
প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈলা বেণীস্নান।
মাধব দেখিয়া তাঁহা কৈল নৃত্য গান ॥
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তেব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ॥৩৪॥
এইমত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥
মথুরা চলিলা পথে যাঁহা রহি যায়।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥
পূর্ব্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতেলোকনিস্তারিলা
পশ্চিমদেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা ॥
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা দর্শন।
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন॥৩৫

মথুরা নিকট আইলাম মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥
মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রান্তিঘাটে স্নান।
জন্মস্থান কেশব দেখি করিল প্রণাম ॥
প্রেমাবেশে নাচে গায় সঘন হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভুসঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥
দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি।
হরি কৃষ্ণ কহ দুঁহে বলে বাহু তুলি ॥৩৬
লোক হরি হরি বলে কোলাহল হইল।
কেশবসেবক প্রভুকে মালা পরাইল ॥
লোক কহে প্রভু দেখি হইয়া বিস্ময়।
এরূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয় ॥
যাহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হৈয়া।
হাসে নাচে কান্দে গায় কৃষ্ণনাম লয়া ॥
সর্ব্বথা নিশ্চয় ইহো কৃষ্ণ অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার ॥
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
তাহাকে পুছিল কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥
আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন॥৩৭
বিপ্র কহে শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরানগরী ॥
কৃপা করি তেঁহ মোর নিলয়ে রহিলা।
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা
গোপালপ্রকটসেবা কৈলা মহাশয়।
অদ্যাপিহ সেই সেবা গোবর্দ্ধনে হয় ॥
শুনি প্রভু কৈলা তার চরণ বন্দন।
ভয় পাঞা প্রভু-পায় পড়িল ব্রাহ্মণ ॥
প্রভু কহে তুমি গুরু আমি শিষ্যপ্রায়।

শুনিয়া বিস্ময় বিপ্র কহে ভয় পাঞা।
ঐছে বাত কহ কেন সন্ন্যাসী হইয়া॥
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধ ধর হেন জানি॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥
তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সম্বন্ধ কহিল।
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল॥
তবে বিপ্র প্রভু লঞা আইল নিজ ঘরে।
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে॥
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন।
তবে মহাপ্রভু আসি বলিলা বচন॥
পুরীগোসাঞি তব ঠাঞি করেছেন ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ সেইমোরশিক্ষা॥৪০

তথাহি আদিলীলায়াং তৃতীয়ে পঞ্চমশ্লোকধৃত-শ্রীগীতাবচনম্—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনাঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥১০॥

যদ্যপি সনৌড়িয়া জাতি হয় সে ব্রাহ্মণ।
সনৌড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন
তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব আচার।
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈলা অঙ্গীকার॥
মহাপ্রভু যদি তাঁরে ভিক্ষা মাগিল।
দৈন্য করি সেই বিপ্র প্রভুরে কহিল॥৪১
তোমারে ভিক্ষা দিব এই ভাগ্যসেআমার
তুমি ঈশ্বর, নাহি তোমার বিধি ব্যবহার॥
দুর্ম্মুখ লোক তোমার করিবে নিন্দন।
সহিতে নারিব সেই দুষ্টের বচন॥
প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব এক মত নহে, ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন॥
ধর্ম্মস্থাপন হেতু সাধু ব্যবহার।
পুরীগোসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্ম সার॥৪২

তথাহি মহাভারতে বনপর্ব্বণি দ্বাদশাধিক-ত্রিশততমোধ্যায়ে সপ্তদশাধিকশততমশ্লোকঃ—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ ১১॥

তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠঃ (নির্ণয়শূন্যঃ) শ্রুতয়ঃ (অপি) বিভিন্নাঃ (পরস্পর বিরুদ্ধার্থবাদিনঃ) একঃ ঋষিঃ ন (আসীৎ) যস্য মতং প্রমাণম্ (অতএব) ধর্ম্মস্য তত্ত্বং গুহায়াং (গুহাসদৃশনিভৃতস্থানে) নিহিতং (ন্যস্তং সর্ব্বৈরবিজ্ঞাতমিত্যর্থঃ) যেন (পথা) মহাজনঃ (পূর্ব্বাচার্য্যঃ) গতঃ (প্রচারিতঃ) স পন্থাঃ (প্রশস্ততম)॥ ১১॥

তর্ক দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হয় না, শ্রুতিগণ পরস্পর বিরুদ্ধার্থবাদী; একটি ঋষিও দেখা যায় না, যাঁহাদের মত প্রমাণিত হয়। অতএব ধর্ম্মতত্ত্ব নিভৃত-স্থানে ন্যস্ত রহিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বাচার্য্যেরা যে পথে বিচরণ করিয়াছেন, সেই পথই প্রশস্ততম॥ ১১॥

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল॥
লক্ষসংখ্য লোক আইল নাহিক গণন।
বাহির হইয়া প্রভু দিলা দরশন॥
বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরি হরি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি॥৪৩
যমুনার চব্বিশঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥
স্বয়ম্ভু বিশ্রাম দীর্ঘবিষ্ণু ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখিল বিস্তর॥
বন দেখিবারে যদি প্রভু মন কৈল।
সেইত ব্রাহ্মণ তবে নিজ সঙ্গে লৈল॥

মধু তাল কুমুদ বহুলা বন গেলা।
তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
পথে গাভীঘটা চরে প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য়ে আসি হুঙ্কার করিয়া॥৪৪
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভীগণ চাটে প্রভুর অঙ্গে॥
সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গকণ্ডুয়ন।
প্রভু সঙ্গে চলে নাহি ছাড়ে ধেনুগণ॥
কষ্টসৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল।
প্রভু কণ্ঠধ্বনি শুনি আইলা মৃগীপাল॥
মৃগ মৃগী, মুখ দেখে প্রভুর অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে সঙ্গে চলি যায় বাটে॥৪৫
শুক পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায়।
শিখিগণ নৃত্য করে প্রভু আগে যায়॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণ।
অঙ্কুর পুলক মধু অশ্রু বরিষণ॥
ফল ফুলে ভরি ডাল পড়ে প্রভুর পায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায়॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম।
আনন্দিত বন্ধু যৈছে দেখি বন্ধুগণ॥
তা সবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে।
সবা সঙ্গে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে॥৪৬
প্রতি বৃক্ষলতা প্রভু করে আলিঙ্গন।
পুষ্প আদি ধ্যানে করে কৃষ্ণে সমর্পণ॥
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে।
কৃষ্ণবোল কৃষ্ণবোল বলে উচ্চস্বরে॥
স্থাবর জঙ্গম মেলি করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যৈছে প্রতিধ্বনি॥৪৭॥
মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন রোদন।
মৃগের পুলক অঙ্গ অশ্রু নয়ন॥
বৃক্ষডালে শুকশারী দিল দরশন।
তাহা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন
শুকশারিকা প্রভুর হাতে উড়ি পড়ে।
প্রভুকে শুনাইয়া কৃষ্ণগুণশ্লোক পড়ে॥৪৮

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশসর্গে উনত্রিংশশ্লোকঃ—

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলারমাস্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারে পরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎ প্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ॥১২

যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং (ললনালীনাং স্ত্রীবিশেষসমূহানাং ধৈর্য্যং দলয়িতুং শীলমস্যেতি তথাভূতং) লীলারম্ভাস্তম্ভিনী (লীলারম্ভাং বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীং স্তম্ভয়িতুং ক্ষোভয়িতুং শীলমস্যাঃ) বীর্য্যং (প্রভাবশ্চ) কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যং (কন্দুকিতঃ কন্দুকীকৃতঃ অদ্রিবর্য্যো গোবর্দ্ধনো যেন তৎ) অমলাঃ (প্রকৃতিসংসর্গরহিতাঃ) গুণাঃ (চ) পারেপরার্দ্ধং (পরার্দ্ধস্য পারে) শীলং সর্ব্বাজনানুরঞ্জনং (সর্ব্বান্ জনান্ অনুরঞ্জয়িতুং শীলমস্যেতি তৎ) বিশ্বজনীনকীর্ত্তিঃ (বিশ্বজনায় হিতা কীর্ত্তির্যস্য সঃ) অয়ম্ অস্মৎপ্রভুঃ জগন্মোহনঃ কৃষ্ণঃ বিশ্বম্ অবতাৎ॥ ১২॥

যাঁহার সৌন্দর্য্য, ললনাগণের ধৈর্য্যকে বিদলিত করে, বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীর স্তম্ভবিধায়িনী; যাঁহার প্রভাব অদ্রিবর গোবর্দ্ধনকে কন্দুক (ভাঁটা) সদৃশ করিয়াছে; যাঁহার অপ্রাকৃত গুণাবলী সংখ্যার অগোচর; যাঁহার স্বভাব জনগণের উল্লাসবর্দ্ধক এবং কীর্ত্তি বিশ্বজনের হিতসাধিনী সেই আমাদের জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের মঙ্গল বিধান করুন॥১২॥

শুকমুখে শুনি তবে কৃষ্ণের বর্ণন।
শারিকা করয়ে তবে রাধিকা-বর্ণন॥৪৯॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশসর্গে ত্রিংশশ্লোকঃ—

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা সুরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা (প্রেম) সুরূপতা (সৌন্দর্য্যং) সুশীলতা (সুস্বভাবঃ) নর্ত্তনগান-চাতুরী গুণালিসম্পৎ (গুণশ্রেণিরূপা সম্পত্তি) কবিতা চ জগন্মোহনচিত্তমোহিনী (সতী) রাজতে ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাধার প্রেম, সৌন্দর্য্য, সুস্বভাব, গান ও নর্ত্তন-নৈপুণ্য, গুণসম্পত্তি এবং কবিত্ব ; ইহারা প্রত্যেকে জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তমোহন করিয়া দীপ্তি পাইতেছেন ॥ ১৩ ॥

পুনঃ শুক কহে কৃষ্ণ মদনমোহন।
তবে আর শ্লোক পুনঃ করিল পঠন ॥৫০॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে গ্রন্থকারস্য শ্লোক-দ্বয়ং—

বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী চ সঃ শারিকে।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ ॥১৪॥

(হে) শারিকে! বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী গোপনারীভিঃ বিহারী সঃ মদনমোহনঃ জীয়াৎ ॥১৪

হে শারিকে! সেই বংশীধারী, জগন্নারীগণের চিত্তমাদক এবং সর্ব্বদা গোপবণিতাগণের সহিত বিলাসকারী মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা নিজের উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন ॥ ১৪ ॥

পুনঃ শারী কহে শুনে করি পরিহাস ॥৫১

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ ॥১৫

(হে শুক) যদা (শ্রীকৃষ্ণঃ) রাধাসঙ্গে ভাতি তদা মদনমোহনঃ অন্যথা (তৎসাহিত্যাভাবে) বিশ্বমোহঃ অপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ (মদনেন মোহিতঃ জায়তে) ॥ ১৫ ॥

যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে শ্রীরাধা প্রকাশ পান, তখনই শ্রীরাধার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ মদনকে মুগ্ধ করেন ; শ্রীরাধা নিকটে না থাকিলে তিনি বিশ্বমোহন হইয়াও আপনিই মদন কর্ত্তৃক মোহিত হয়েন ॥ ১৫ ॥

এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময় উল্লাস ॥ ৫২
শুকসারী উড়ি পুনঃ গেলা বৃক্ষডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে ॥
ময়ূরকণ্ঠ দেখি কৃষ্ণকান্তি স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা ॥
প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেইত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ ॥
আস্তেব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস ॥৫৩॥
প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণ নাম কহে উচ্চ করি।
চেতন পাইয়া প্রভু যায় গড়াগড়ি ॥
কণ্টক দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য প্রভুকে কোলে করি সুস্থ কৈল
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গর গর মন।
বোল বোল বুলি উঠি করেন নর্ত্তন ॥
ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে প্রভু পথে চলি যায় ॥৫৪
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
প্রভুর রক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্য চিন্তিত ॥
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ ॥
সহস্রগুণ প্রেম বাঢ়ে মথুরাদর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেম হৈল ভ্রমে যবে বনে ॥

অন্যদেশে প্রেম উথলে বৃন্দাবন নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে ॥
প্রেমে গর গর মন রাত্রি দিবসে।
স্নানভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে ॥৫৫
এইমত প্রেমে যাবৎ ভ্রমিলা বার বন।
একত্র লিখিল সব না যায় বর্ণন ॥
বৃন্দাবনে হৈল যত প্রেমের বিকার।
কোটিগ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার ॥
তবু লিখিবারে নারি তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন ॥
জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে।
যার যত শক্তি সেই পাথারে সাঁতারে ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৫৬॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৃন্দাবনগমনং নাম সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥১৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলালপদারবিন্দ-সেবি বিনোদবিহারি-গোস্বামি কৃতাম্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত বৃন্দাবনগমন নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥১
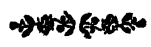
গৌরাঙ্গঃ বৃন্দাবনে স্বাবলোকনৈঃ (স্বদর্শনদানৈঃ) স্থিরচরান্ (স্থাবরান্ জঙ্গমাংশ্চ) তদালোকাৎ (তেষাং স্থাবরাদিনাম্ অবলোকং প্রাপ্য) আত্মানং চ নন্দয়ন্ (সন্) পরিতঃ (ইতস্ততঃ) অভ্রমৎ ॥ ১ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় অবলোকন দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমকে এবং আপনাকে বৃন্দাবনদর্শন দ্বারা আনন্দ প্রদান করতঃ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিট গ্রামে আইলা বাহ্য হৈল আচম্বিতে ॥
আরিটে রাধাকুণ্ডবার্ত্তা পুছে লোকস্থানে
কেহ নাহি কহে সেই ব্রাহ্মণ না জানে ॥১
তীর্থলোপ জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্য ক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান ॥
দেখি সব গ্রাম্য লোকের বিস্ময় হৈল মন
প্রভু প্রেমে করে রাধাকুণ্ডের স্তবন ॥
সর্ব্বগোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসী ॥২॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে ঊনচত্বারিংশ-শ্লোকধৃতপদ্মপুরাণবচনম্—
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ২ ॥

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে তীরে রাসরঙ্গে॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তারে কৃষ্ণ রাধাসম প্রেম দেন দান॥
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা॥৩॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে সপ্তমসর্গে দ্বাধিক-শততমশ্লোকঃ—

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ-র্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি। প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎস্নানকৃৎ তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ॥৩

শ্রীরাধা ইব তদীয়সরসী (রাধাকুণ্ডম্) অদ্ভুতৈঃ (চমৎকারাদিভিঃ) স্বৈঃ (অসাধারণৈঃ) গুণৈঃ (নিখিলখলজনপাবনাদিভিঃ) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) প্রেষ্ঠা (অতীব প্রীতিবিষয়া) যস্যাং (কুণ্ডে) শ্রীযুতমাধবেন্দুঃ (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ) তয়া (রাধয়া সহ) প্রীত্যা অনিশম্ (অবিরতং) ক্রীড়তি। যস্যাং (কুণ্ডে) সকৃৎ (একবারং) স্নানকৃৎ (জনঃ) অস্মিন্ (হরৌ) বত (আশ্চর্য্যং) রাধিকা ইব প্রেমা লভতে, তথা তস্যাঃ (কুণ্ডস্য) মহিমা মধুরিমা (চ) ক্ষিতৌ (পৃথিব্যাং) কেন (জনেন) বর্ণ্যঃ (বর্ণনীয়ঃ) অস্তু?॥৩॥

শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বজন-চমৎকার ও অসাধারণ গুণ হেতু শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। ব্রজের পূর্ণচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ উহার গুণে বশীভূত হইয়া উহাতে নিরন্তর শ্রীরাধার সহিত বিহার করিয়া থাকেন; যে ব্যক্তি উহাতে একবার স্নান করেন, তিনি শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে প্রেম লাভ করেন। ঐ কুণ্ডের মহিমা এবং মাধুর্য্য ক্ষিতিতলে কোন ব্যক্তি বর্ণন করিতে সমর্থ [illegible]

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা সঙরিয়া॥
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে কিছু লৈল॥
তবে চলি আইলা প্রভু সুমনসরোবর।
তাহা গোবর্দ্ধন দেখি হইলা বিহ্বল॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবত।
এক শীলা আলিঙ্গিয়া হৈল উনমত্ত॥৪॥
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম।
হরিদেব দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম॥
মথুরা পদ্মের পশ্চিমদলে যার বাস।
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ॥
হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা।
দেখিতে আইল লোক আশ্চর্য্য শুনিয়া॥
প্রভু-প্রেমসৌন্দর্য্য দেখি লোকে চমৎকার
হরিদেব ভৃত্য প্রভুর করিলা সৎকার॥৫॥
ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাকক্রিয়া কৈলা।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা লৈলা॥
সেই রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রে মহাপ্রভু মনে করিলা বিচারে॥
গোবর্দ্ধন উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপাল দেবের দর্শন কেমনে পাইব॥
এত মনে করি প্রভু মৌন ধরি রহিলা।
জানি গোপাল ম্লেচ্ছভয় ভঙ্গী উঠাইলা॥৬

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বমদর্শয়ৎ॥ ৪॥

কৃষ্ণঃ গিরেঃ (গোবর্দ্ধনাৎ) অবরুহ্য (অবতীর্য্য) শৈলং অনারুরুক্ষবে (আরোঢ়ুম্ অনিচ্ছবে, অতঃ) ভক্তাভিমানিনে (স্বমাৎ [illegible] [illegible]) গৌরায় (গৌরাঙ্গদেবায়) [illegible]

শ্যামকান্ত্যা) স্বস্য (আত্মনঃ) স্বং (আত্মানং) অদর্শয়ৎ ॥ ৪ ॥

গোবর্দ্ধন হইতে অবতরণ করিয়া গোপালদেব, পর্ব্বতে আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক ভক্তাভিমানী রাধাকান্তি দ্বারা শ্যামকান্তি সমাচ্ছাদিত আপনাকে স্বদর্শন দান করিয়াছিলেন ॥৪॥

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুতলোকের সেই গ্রামেতে বসতি ॥
একজন আসি রাত্রে গ্রামিকে কহিল।
তব গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল ॥
আজি রাত্রে পলাহ না রহিও একজন।
ঠাকুর লঞা ভাগ আসিবে কালযবন ॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হৈল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঠুলিগ্রামে থুইল ॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সর্ব্বজন ॥
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে ॥
প্রাতঃকালে প্রভু মানসগঙ্গায় করি স্নান।
গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ ॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়া।
নাচিতে লাগিলা এই শ্লোক পড়িয়া ॥৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকঃ—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো-
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥৫॥

(হে) অবলাঃ অয়ং অদ্রিঃ (গোবর্দ্ধনঃ) [illegible] হরিদাসবর্য্যঃ (হরিদাসশ্রেষ্ঠঃ) [illegible]

চরণস্পর্শেন প্রমোদো যস্য তাদৃশঃ [illegible]) সহগোগণয়োঃ তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) পানীয়-সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ (পানীয়ৈঃ সুযবসৈঃ শোভন-তৃণৈঃ কন্দরৈঃ কন্দৈঃ মূলৈঃ চ যথোচিতং) মানং তনোতি ॥ ৫ ॥

হে অবলাগণ। এই গোবর্দ্ধন গিরি নিশ্চয় হরিদাসশ্রেষ্ঠ; কারণ, ইনি রাম-কৃষ্ণের চরণস্পর্শে প্রমোদিত হইয়া পানীয় উৎকৃষ্ট তৃণ কন্দর কন্দ ও মূল দ্বারা গো ও গোপালগণের সহিত কৃষ্ণবল-রামের যথোচিত পূজা করিতেছেন ॥৫॥

গোবিন্দকুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নানে।
তথাই শুনিল গোপাল গাঠুলিগ্রামে ॥
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ
এই শ্লোক পড়ি নাচে হৈল দিন শেষ ॥৯॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ষড়্বিংশশ্লোকঃ—

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥৬॥

যেন (বামভুজদণ্ডেন) গোবর্দ্ধনঃ গিরিঃ ক্রীড়া-কন্দুকতাং নীতঃ (প্রাপ্তঃ) তামরসাক্ষস্য (পদ্ম-নয়নস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) বামঃ ভুজদণ্ডঃ বঃ (যুষ্মাকং) পাতু ॥ ৬ ॥

যিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে কন্দুকতুল্য বামহস্তে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিলেন, পদ্ম-নয়ন শ্রীকৃষ্ণের সেই বামহস্ত তোমা-দিগকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

এইমত তিন দিন গোপাল দেখিলা।
চতুর্থ দিবসে গোপাল [illegible] চলিলা ॥
গোপাল [illegible]
[illegible]

গোপাল [illegible] গেলা প্রভু রৈলা তলে।
প্রভু আলিঙ্গন সব করিল গোপালে॥
এইমত গোপালের করুণ স্বভাব।
যেই ভক্তের যবে দেখিতে হয় ভাব॥
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় না চড়ে গোবর্দ্ধনে
কোন ছলে গোপাল উতরে আপনে॥
কভু কুঞ্জে রহে কভু রহে গ্রামান্তরে।
সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখয়ে তাঁহারে॥১০
পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ সনাতন।
এইরূপে তা সবারে দিয়াছেন দর্শন॥
বৃদ্ধকালে রূপ না পারে দূরে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে
ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল আইল মথুরা নগরে।
একমাস রহিলা বিঠ্ঠলেশ্বরঘরে॥
তবে রূপগোসাঞি সব নিজগণ লঞা।
এক মাস দর্শন কৈলা মথুরা রহিয়া॥১১
সঙ্গেত গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ।
রঘুনাথ ভট্টগোসাঞি আর লোকনাথ॥
ভূগর্ভগোসাঞি আর শ্রীজীবগোসাঞি।
শ্রীযাদবাচার্য্য আর গোবিন্দগোসাঞি॥
শ্রীউদ্ধবদাস আর মাধব দুইজন।
শ্রীগোপালদাস আর দাসনারায়ণ॥
গোবিন্দ ভকত আর বাণী কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ ঈশান লঘু হরিদাস॥১২॥
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজসঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহুরঙ্গে॥
একমাস রহি গোপাল নিজস্থানে গেলা।
শ্রীরূপগোসাঞি শ্রীবৃন্দাবন আইলা॥
প্রস্তাবে কহিল গোপালকৃপার আখ্যানে
তবে মহাপ্রভু গেলা কাম্যবনে।
প্রভুর গমন রীতি পূর্ব্বে যে কহিল।
সেইমত বৃন্দাবনে যাবৎ দেখিল॥

তাঁহা লীলাস্থান দেখি গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল॥
পাবনাদি সরকুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত উপরে চড়িয়া॥
কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত উপরে।
লোক কহে মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে॥১৪॥
দুইদিকে মাতা পিতা পুষ্ট কলেবর।
মধ্যে এক শিশু হয় ত্রিভঙ্গ সুন্দর॥
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিনমূর্ত্তি দেখে সেই গোফা উঘাড়িয়া॥
ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শন॥
সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈলা।
তাহা হৈতে চলি প্রভু খদির বন আইলা॥
লীলাস্থল দেখি দেখি গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি॥১৫

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে ষড়বিংশশ্লোক-ধৃতশ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ৭॥

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীর বন আইলা
যমুনাতে পার হৈঞা ভদ্রবন গেলা॥
শ্রীবন দেখি পুনঃ গেল লোহবন।
মহাবন গিয়া জন্মস্থান দরশন॥
যমলার্জ্জুন ভঞ্জনাদি দেখি লীলাস্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল॥
গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরানগরে।
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্রঘরে॥
লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে অক্রূরতীর্থে রহিলা আসিয়া॥১

আর দিন প্রভু আইলা দেখিতে বৃন্দাবন।
কালিহ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন ॥
দ্বাদশাদিত্য তীর্থ হৈতে কেশীতীর্থ আইলা।
রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা ॥
চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
হাসে নাচে কান্দে পড়ে উচ্চস্বরে গায়॥১৭
এই রঙ্গে সেই দিন তাহা গোঁয়াইলা।
সন্ধ্যাতে অক্রূরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিল॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান।
তেতুলীর তলাতে আসি করিলা বিশ্রাম ॥
কৃষ্ণলীলাকালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিণ্ডিবান্ধা পরম চিক্কণ ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন শোভা দেখে যমুনার নীর ॥১৮॥
তেতুলীর তলে বসি করেন কীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি আসি করেঅক্রূরেভোজন ॥
অক্রূরের লোক আসে প্রভুরে দেখিতে।
লোকভীড়ে স্বচ্ছন্দে নারে সঙ্কীর্ত্তনকরিতে
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নাম কীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে ॥
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন।
সবারে উপদেশ করে নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুত্জাতি গৃহস্থ যমুনা পারে গ্রাম ॥১৯
কেশিস্নান করি তেঁহো কালিদহ যাইতে
আমলীতলাতে প্রভু দেখে আচম্বিতে ॥
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকার।
দণ্ডবৎ হঞা প্রভুকে করে নমস্কার ॥
প্রভু কহে কে তুমি কাঁহা তোমার ঘর।
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি গৃহস্থ পামর ॥
রাজপুত জাতি মুঞি, পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয় হও বৈষ্ণবকিঙ্কর ॥

কিন্তু আজি মুঞি এক স্বপন দেখিলুঁ।
সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি পাইলুঁ ॥
প্রভু তারে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি।
প্রেমে মত্ত হৈল নাচে বলে হরি হরি ॥২০
প্রভু সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূরতীর্থে আইলা।
প্রভুর অবশিষ্টপাত্র প্রসাদ পাইলা ॥
প্রাতে প্রভু সঙ্গে আইলা জলপাত্র লয়া।
প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া ॥২১
বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইলা।
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিলা ॥
একদিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে
প্রভু দেখি লোক কৈল চরণ বন্দন।
প্রভু কহে কাঁহা হৈতে কৈলে আগমন ॥
লোক কহে কৃষ্ণ প্রকট কালিদহজলে।
কালিশিরে নৃত্য করে, ফণি রত্নজলে ॥
সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক বিস্ময়।
শুনি হাসি কহে প্রভু সব সত্য হয় ॥ ২২
এইমত তিন রাত্রি লোকের গমন।
সবে আসি কহে কৃষ্ণের পাইল দর্শন ॥
প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিল।
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইল ॥
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ দরশন।
নিজাজ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যেসত্যভ্রম ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তবে প্রভুর চরণে।
আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণদরশনে ॥২৩॥
তবে প্রভু কহে তারে চাপড় মারিয়া।
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হও পণ্ডিত হইয়া ॥
কৃষ্ণ কেনে দরশনে দিবেন কলিকালে।
নিজ ভ্রমে মূর্খলোক করে কোলাহলে ॥
বাতুল না হও রহ ঘরেত বসিয়া।
কৃষ্ণ দর্শন করিহ কালি রাত্রে যাঞা ॥২৪

প্রাতঃকালে ভব্যলোক প্রভুস্থানে আইলা।
কৃষ্ণ দেখি আইলা প্রভু তাহারে পুছিলা ॥
লোক কহে রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি জ্বালিয়া ॥
দূরে হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম।
কালির শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন ॥২৫॥
নৌকাতে কালিয় জ্ঞান দীপে রত্নজ্ঞানে।
জালিয়াকে মূর্খলোক কৃষ্ণ করি মানে ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা এই সত্য হয়।
কৃষ্ণকে দেখিল লোক এহো মিথ্যা নয় ॥
কিন্তু কাঁহে কৃষ্ণ দেখে ভ্রমে কাঁহো মানে
স্থাণুপুরুষে যৈছে বিপরীত জ্ঞানে ॥২৬॥
প্রভু কহে কাঁহা পাইলে কৃষ্ণদরশন।
লোক কহে সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম নারায়ণ।
বৃন্দাবনে হৈলা তুমি কৃষ্ণ অবতার।
তোমা দেখি সব লোক হৈল নিস্তার ॥২৭
প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিয়।
জীবাধমে বিষ্ণুজ্ঞান কভু না করিহ ॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণকণসম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥
জীব আর ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥২৮

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকে ভাবার্থদীপিকায়াং ধৃতং শ্রীবিষ্ণুস্বামি-বচনম্—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥৮

ঈশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) হ্লাদিন্যা সংবিদা (চ স্বরূপভূতয়া শক্ত্যা) আশ্লিষ্টঃ (আলিঙ্গিতঃ, অত-এব) সচ্চিদানন্দঃ। জীবঃ (তু) স্বাবিদ্যাসংবৃতঃ (স্বেষাং মূলভতস্য ভগবতঃ অজ্ঞানেন আবৃতঃ সন্) সংক্লেশনিকরাকরঃ (সংক্লেশানাং নিকরস্য সমূহস্য আকরঃ খনিঃ) ॥ ৮ ॥

যিনি স্বরূপভূত হ্লাদিনী এবং সম্বিৎ শক্তি দ্বারা আলিঙ্গিত, তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। যিনি স্ব-স্বরূপ ভগবত্তত্ত্বের অজ্ঞানে সমাবৃত হইয়া বিবিধ ক্লেশের খনিস্বরূপ তিনিই জীব ॥৮

যেই মূঢ় কহে জীব, ঈশ্বর হয় সম।
সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম ॥ ২৯॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে প্রথমবিলাসে ত্রিসপ্ততিতমশ্লোকঃ—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥৯

যঃ (জনঃ) তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ সমত্বেন (সমানতয়া) এব বীক্ষেত (আলোচয়েৎ) স ধ্রুবং (নিশ্চিতং) পাষণ্ডী ভবেৎ ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্ম এবং রুদ্রাদি দেবগণের সহিত নারায়ণকে সমান করিয়া আলো-চনা করে, সে নিশ্চয় পাষণ্ডী ॥ ৯ ॥

লোক কহে তোমাতে কভু নহে জীব মতি
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি প্রকৃতি ॥
আকৃতে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈলে আচ্ছাদন ॥
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি তবু না লুকায়।
ঈশ্বরপ্রভাব তোমার ঢাকা নাহি যায় ॥
অলোকিক শক্তি তোমার বুদ্ধি-অগোচর।
তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল ॥৩০
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ কিবা চণ্ডাল যবন।
যেই তোমা একবার পায় দরশন ॥
কৃষ্ণনাম লয় নাচে হয় উনমত।
আচার্য্য হইল সেই তারিল জগত ॥
দর্শনের কার্য্য আছুক যে তোমা নাম শুনে
সেহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তারে ত্রিভুবনে ॥

তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ পাবন।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন॥৩১

তথাহি মধ্যলীলায়াং ষোড়শে তৃতীয়শ্লোকধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ ১০॥

এইমত মহিমা তোমার তটস্থ লক্ষণ।
স্বরূপ লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ৩৩॥
সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিলা।
প্রেমনামে মত্তলোক নিজঘর গেলা॥
এইমত কথোদিন অক্রূরে রহিলা।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা॥
মাধবপুরীর শিষ্য সেইত ব্রাহ্মণ।
মথুরাতে ঘরে ঘরে করায় নিমন্ত্রণ॥
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন।
ভট্টাচার্য্য স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ॥
একদিন দশ বিশ আসে নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য একমাত্র করেন গ্রহণ॥
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে ৩৩
কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দৈন্য করি করে আসি প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি রন্ধন করিয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া॥
একদিন অক্রূরঘাটের উপরে।
বসি মহাপ্রভু মনে করেন বিচারে॥
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন পাইল॥৩৪
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে॥

দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল॥
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
যুক্তি করিল কিছু নিভৃতে বসিয়া॥
আজি আমি আছিলাম উঠাইল প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবে যদি কে উঠাবে তাঁরে॥
লোকের সংঘট্ট নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল।
বৃন্দাবন হৈতে যবে প্রভুরে কাঢ়িয়ে।
তবে সে মঙ্গল এই কোন যুক্ত্যে হয়ে॥৩৫
বিপ্র কহে প্রয়াগে প্রভুরে লঞা যাই।
গঙ্গাতীর-পথে যাই তবে সুখ পাই॥
সোরোক্ষেত্রে যাই আগে করি গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে প্রয়াণ॥
মাঘমাস লাগিল আসি ইবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগ স্নান কথোদিনে পাইয়ে॥
আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন।
মকর প্রশংসি প্রয়াগ করিহ সূচন॥
গঙ্গাতীর-পথে সুখ জানাইহ তাঁরে॥৩৬
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে॥
সহিতে না পারি প্রভু লোকের গড়বড়ি।
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি॥
প্রাতঃকালেআসেলোক তোমাকেনাপায়
তোমার লাগ না পাইয়া মোর মাথাখায়॥
তবে সুখ যবে গঙ্গাতীর পথে যাই।
এবে যদি চলি প্রয়াগে মকর স্নান পাই॥
উদ্বিগ্ন হইল চিত্ত সহিতে না পারি।
প্রভুর যেই আজ্ঞা হয় সেই শিরে ধরি॥৩৭
যদ্যপি বৃন্দাবন ত্যাগে প্রভুর নাহি মন।
ভক্তেচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন॥
তুমি আমা আনি দেখাইলে বৃন্দাবন।
এই ঋণ আমি করিতে নারিব শোধন॥

যে তোমার ইচ্ছা আমি তাহাই করিব।
যাঁহা লঞা যাহ তুমি তাঁহাই যাইব ॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈল ॥
বাহ্যবিচার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে চল যাই মহাবন ॥
এত বলি প্রভুকে নৌকায় বসাইয়া।
পার করি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া ॥৩৮॥
প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাতীর পথে যাইতে বিজ্ঞ দুইজন ॥
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লঞা।
বসিলা সবার পথশ্রান্তি দেখিয়া ॥
সেই বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
তাহা দেখি মহাপ্রভুর উল্লসিত মন ॥
আচম্বিতে এক গোপ বাঁশী বাজাইল।
শুনিতেই মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল ॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
মুখে ফেণ পড়ে নাসায় শ্বাসরুদ্ধ হৈলা ॥৩৯
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা ॥
প্রভুরে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি পাশ ছিল সুবর্ণ অপার ॥
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতরা খাওয়াইঞা।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লঞা ॥
তবে পাঠান সেই পঞ্চ জনেরে বান্ধিল।
কাটিতেচাহে গৌড়িয়াসব কাঁপিতেলাগিল
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় সে বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয় সে মুখে বড় দড় ॥৪০॥
বিপ্র কহে পাঠানতোমায়পাতসারদোহাই
চল তুমি আমি শিকদার পাশ যাই ॥
এই যতি আমার গুরু আমি মাথুরব্রাহ্মণ।
পাতসার আগে আমার আছে শত জন ॥
এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েত মূর্চ্ছিত।
অবহিঁ চেতন পাবে হইবে সম্বিত ॥
ক্ষণেক ইহা বৈস বান্ধি রাখহ সবারে।
ইহাঁকে পুছিয়া তুমি মারিহ আমারে ॥৪১॥
পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা সাধু দুই জন।
গৌড়ীয়া ঠগ এই কাঁপে তিনজন ॥
কৃষ্ণদাস কহে মোর ঘর এই গ্রামে।
দুই শত তুরকী আছে শতেক কামানে ॥
এখনি আসিব সব আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়াপিড়া লবে লুটি তোমা সবা মারি ॥
গৌড়ীয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার ॥৪২॥
শুনি পাঠানের মনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল ॥
হুঙ্কার করি উঠে মহাপ্রভু বলি হরি হরি
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি ॥
প্রেমাবেশে প্রভু যদি করয়ে চিৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার ॥
ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চজন।
প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন ॥৪৩॥
ভট্টাচার্য্য আসি ধরি প্রভু বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ আগে দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ॥
ম্লেচ্ছগণ আসি দূরে বন্দিল চরণ।
প্রভু আগে কহে, এই ঠগ পঞ্চজন ॥
এই পঞ্চ মেলি তোমায় ধুতরা খাওয়াইয়া
তোমা ধন লৈল তোমা পাগল করিয়া॥৪৪
প্রভু কহে ঠগ নহে মোর সঙ্গীজন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন ॥
মৃগীব্যাধিতে মুঞি কভু হউ অচেতন।
এই পঞ্চ দয়া করি করেন পালন ॥
সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কালাবস্ত্র পরে তারে লোকে কহে পীর ॥

চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া।
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া ॥
অদ্বয় ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন।
তারি শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন ॥
সেই বাক্য কহে প্রভু সকল খণ্ডিল।
উত্তর না আসে মুখে মহাস্তব্ধ হৈল ॥৪৫
প্রভু কহে তব শাস্ত্রে স্থাপে নির্ব্বিশেষে।
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষে ॥
তোমার শাস্ত্র শেষে কহে এক ঈশ্বর।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ তেঁহো শ্যাম কলেবর ॥
সৎচিৎ আনন্দ দেহ পূর্ণ ব্রহ্মরূপ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সর্ব্বাদি স্বরূপ ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়।
স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তেঁহো সমাশ্রয় ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ॥৪৬
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থ সার ॥
মোক্ষাদি আনন্দ যাঁর নহে এক কণ।
পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁর চরণ সেবন ॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ আগে করিয়ে স্থাপন।
সকল খণ্ডিয়া স্থাপে ঈশ্বরসেবন ॥
তোমার পণ্ডিত সবের নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব্বাপর বিধিমধ্যে পর বলবান্ ॥
নিজশাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া।
কিবা লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া ॥৪৭
ম্লেচ্ছ কহে যে কহ সেই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহো লৈতে না পারয়
নির্বিশেষ গোসাঞি লঞা করেন ব্যাখ্যান
সাকার গোসাঞি সেব্য কারো নাহি জ্ঞান
সেইত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
[illegible]

অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছশাস্ত্র হৈতে।
সাধ্যসাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে ॥
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণনাম।
আমি বড় জ্ঞানী এই গেল অভিমান ॥
কৃপা করি কহ মোরে সাধ্যসাধনে।
এত বলি পড়ে সেই প্রভুর চরণে ॥
প্রভু কহে, উঠ কৃষ্ণনাম তুমি লৈলা।
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলা ॥
কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ, কৈল উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ॥৪৯
রামদাস বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠানের নাম বিজুলিখান ॥
অলপ বয়স তেঁহো রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার ॥
কৃষ্ণ বলি সেই পড়ে মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায় ॥
তা সবারে কৃপা করি প্রভুত চলিলা।
সেইত পাঠান সব বৈরাগী হইলা ॥
পাঠানবৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥
সেই বিজুলিখান হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তার পরম মহত্ত্ব ॥ ৫০॥
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ॥
সোরোক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান
গঙ্গাতীরপথে কৈল প্রয়াগে প্রয়াণ ॥
সেই কৃষ্ণদাস বিপ্রে প্রভু বিদায় দিল।
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিল ॥
প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুঁহে তোমা সঙ্গে যাব।
তোমার চরণসঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব ॥
[illegible]
[illegible]

শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা।
সেই দুইজন প্রভু সঙ্গে চলি আইলা ॥৫১॥
যেই যেই জন প্রভুর দর্শন পাইল।
সেই সেই জন মহাভাগবত হৈল ॥
সেই প্রেমে মত্ত, নাচে করে সঙ্কীর্ত্তন।
তার সঙ্গে অন্য অন্য তার সঙ্গে আন ॥
এইমত বৈষ্ণব হইল সব গ্রামে।
সংসার তরিল গৌর ভগবানের নামে ॥
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল।
সেই মত পশ্চিমদেশ প্রেমে ভাসাইল ॥৫২
এইমত চলি প্রভু প্রয়াগ আইলা।
দশ দিন ত্রিবেণীতে মকর স্নান কৈলা ॥
বৃন্দাবনগমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত।
সহস্রবদন যার নাহি পায় অন্ত ॥
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্রজীব হৈলা।
দিগ্‌দরশন লাগি কহি সূত্র করিয়া ॥
অলৌকিক লীলা প্রভুর নহে লোক রীতি
শুনিলেহ ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥৫৩
আদ্যোপান্তে চৈতন্যলীলা অলৌকিকজান
শ্রদ্ধা করি শুন, ইহা সত্য করি মান ॥
যেই তর্ক করে ইহা, সেই মূর্খরাজ।
আপনার মুণ্ডে সে আপনে পাড়ে বাজ ॥
চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
জগত আনন্দে ভাসায় যার এক বিন্দু ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৫৪॥

ইতি শ্রীচৈন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীবৃন্দাবনদর্শনবিলাসো নাম
অষ্টাদশপরিচ্ছেদ ॥১৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলালপদারবিন্দ-সেবি বিনোদবিহারি-
গোস্বামি কৃতাময়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত বৃন্দাবনগমন
নাম অষ্টাদশপরিচ্ছেদ ॥ ১৯ ॥

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।
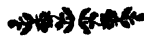
বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্। ১ ॥

স প্রভুঃ (শ্রীচৈতন্যঃ) উৎকঃ (স্বমাধুর্য্যা-স্বাদনার্থম্ উন্মনাঃ সন্) প্রাক্ বিধৌ (ব্রহ্মণি) লোকসৃষ্টিং (তদ্বিসর্জ্জনশক্তিম্) ইব রূপে (শ্রীরূপ-গোস্বামিনে) নিজশক্তিং (রসকেলিবার্ত্তাপ্রকাশিনীং স্বস্বরূপশক্তিং) সঞ্চার্য্য কালেন লুপ্তাং [illegible] রসকেলিবার্ত্তাং পুনঃ ব্যতনোৎ ॥ ১ ॥

সৃষ্টির প্রথমে যেগন ব্রহ্মাতে সৃষ্টি-শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উৎকণ্ঠিত চিত্ত হইয়া শ্রীরূপ গোস্বামিতে শক্তি সঞ্চার করতঃ পুনর্ব্বার বৃন্দাবনের রসকেলিবার্ত্তা সর্ব্বত্র বিস্তারিত করিয়াছিলেন। ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীরূপ সনাতন রামকেলি গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে॥
দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ॥ ১॥
তবে শ্রীরূপগোসাঞি নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘর আইলা বহু ধন লঞা॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধধনে।
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্বভরণে॥
দণ্ড বন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্র স্থানে স্থাপ্য রাখিল॥
গৌড়ে লঞা রাখিল মুদ্রা দশহাজারে।
সনাতন ব্যয় করে রহে মুদিঘরে॥ ২॥
শ্রীরূপ শুনিল প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥
শ্রীরূপ নীলাচলে পাঠাইল দুইজন।
প্রভু বৃন্দাবনে যবে করেন গমন॥
শীঘ্র আসি মোরে তবে দিবে সমাচার।
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার॥ ৩॥
হেথা সনাতন গোসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়॥
অস্বাস্থ্যের ছল করি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে॥৪॥
লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।
আপনে স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লয়া।
ভাগবতবিচার করে সভাতে বসিয়া॥
একদিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে সে সভাতে কৈল আগমন॥
পাতসা দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিল।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইল॥ ৫॥
রাজা কহে তব স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নহে সুস্থ সে দেখিল॥
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লয়া।
কার্য্য ছাড়ি ঘরে তুমি রহিলা বসিয়া॥
মোর যত কার্য্য কাম সব কৈলা নাশ।
কি তব হৃদয়ে হয় কহ মোর পাশ॥৬॥
সনাতন কহে নহে, আমা হৈতে কাম।
আর জন দিয়া কর কার্য্য সমাধান॥
তবে ক্রুদ্ধ হয়া রাজা কহে আরবার।
তোর বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার॥
জীব বহু মারি সব চাকলা কৈল নাশ।
হেথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্বকার্য্য নাশ॥৭॥
সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল॥
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘর গেলা।
পলাইবা জানি সনাতনেরে বান্ধিলা॥
হেনকালে চলিলা রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে॥
তেঁহো কহে তুমি যাবে দেবে দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥৮
তবে তারে বান্ধি রাখি করিল গমন।
হেথা নীলাদ্রি হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন॥
তবে সেই দুই চর রূপ ঠাঞি আইলা।
বৃন্দাবন চলিলা প্রভু আসিয়া কহিলা॥
শুনি শ্রীরূপ লিখিলা সনাতন ঠাঞি।
বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্যগোসাঞি॥৯॥
আমি দুই চলিলাম তাঁহাকে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে॥
দশসহস্র মুদ্রা আছয়ে মুদিস্থানে।
তাহা দিয়া শীঘ্র কর আত্মবিমোচনে॥

যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন ॥১০॥
অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।
রূপগোসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব॥
তাহারে লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগ আইলা।
মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হৈলা॥
মহাপ্রভু চলিয়াছেন মাধব দর্শনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইল প্রভুর মিলনে॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহো গড়াগড়ি যায় ॥১১॥
গঙ্গাযমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইলা কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥
ভীড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে।
প্রভুর আবেশ হইল মাধবদর্শনে॥
প্রেমাবেশে প্রভু নাচে হরিধ্বনি করি।
ঊর্দ্ধবাহু করি বোলে বোল হরি হরি॥
প্রভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার ॥১২॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র সহ আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয়॥
বিপ্রগৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া।
দূরে প্রভু দেখি পড়ে দণ্ডবৎ হয়া ॥১৩॥
নানা শ্লোক পড়ি উঠে পড়ে বারবার।
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দুঁহার॥
শ্রীরূপ দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা বচন॥
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়কূপ হৈতে কাঢ়িল তোমা দুইজন ॥১৪॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে একনবত্যঙ্কধৃতশ্রীভগবদ্বাক্যম্—

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥২

চতুর্ব্বেদী (বেদচতুষ্টয়াভ্যাসযুক্তোপি অভক্তঃ বিপ্রঃ) ন মে প্রিয়ঃ (কিন্তু) শ্বপচঃ (চণ্ডাল-বিশেষঃ) মদ্ভক্তঃ (চেৎ, মম) প্রিয়ঃ (প্রীতিবিষয়ঃ) তস্মৈ (তাদৃশ শ্বপচায়) দেয়ং (দানং কুর্য্যাৎ) ততঃ গ্রাহ্যং (প্রতিগৃহ্নীয়াৎ) যথা অহং (পূজ্যঃ, তথা) স চ পূজ্যঃ (আদরণীয়ঃ) ॥ ২ ॥

চতুর্ব্বেদাভ্যাসকারী ব্রাহ্মণ ভক্তি-শূন্য হইলে আমার প্রিয় হয় না। চণ্ডাল যদি আমাতে ভক্তিমান্ হয়, সে আমার প্রিয় হয়। অতএব তাদৃশ ভক্ত চণ্ডালই দানের পাত্র এবং তাহা হইতে প্রতিগ্রহ করিবে এবং সে ব্যক্তি আমার ন্যায় আদরের পাত্র ॥ ২ ॥

এত পড়ি প্রভু দুঁহা কৈল আলিঙ্গন।
কৃপাতে দুঁহার মাথে ধরিল চরণ॥
প্রভু কৃপা পাঞা দুঁহে দুই কর যুড়ি।
দীন হয়া স্তুতি করে নানা শ্লোক পড়ি ॥১৫

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥৩॥

মহাবদান্যায় (কল্পতরুকামধেন্বাদিম্ অধরীকৃত্য দাতৃপ্রবরায়) কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় (কৃষ্ণস্য বশীকরণ মহৌষধিমিব প্রেমাণং দদাতীতি তস্মৈ) কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে (কৃষ্ণস্য চৈতন্যং সম্যক্ অনুভবো যস্মাৎ তথাভূতং নাম যস্য তস্মৈ) গৌরত্বিষে (গৌরী পীতা ত্বিট্ কান্তিঃ যস্য তস্মৈ) কৃষ্ণায় (যশোদানন্দনায়) তে (তুভ্যং) নমঃ নমঃ ॥ ৩ ॥

দাতার শিরোমণি, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদ এবং দেহকান্তি দ্বারা পীতায়মান শ্রীকৃষ্ণ-

চৈতন্য নামে বিখ্যাত শ্রীযশোদানন্দনকে প্রণাম করি ॥ ৩॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে প্রথমসর্গে দ্বিতীয়শ্লোকঃ—

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং কৃপালু-
রুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ ৪॥

যঃ কৃপালুঃ অজ্ঞানমত্তম্ (অজ্ঞানে অযথার্থভূতে সংসারে মত্তম্ অবধানশূন্যং) ভুবনম্ উল্লাঘয়ন্ (অজ্ঞানরোগং বিনাশ্য) স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়া (স্বপ্রেমসম্পৎ এব সুধা তয়া) প্রমত্তম্ অকরোৎ অদ্ভুতেহম্ অমুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি) ॥ ৪ ॥

যিনি অজ্ঞানমত্ত জীবগণের ভবরোগ বিনাশ করতঃ নিজপ্রেমসম্পত্তিরূপ অমৃত দ্বারা তাহাদিগকে প্রমত্ত করিয়াছেন, সেই অদ্ভুত বাসনাপরতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণ লইলাম ॥ ৪ ॥

তবে মহাপ্রভু তারে নিকটে বসাইল।
সনাতনের বার্ত্তা কহ তাহারে পুছিল ॥
শ্রীরূপ কহেন তেঁহো বন্দি রাজঘরে।
তুমি যদি উদ্ধার, তবে হইব উদ্ধারে ॥
প্রভু কহে সনাতনের হৈয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমা সনে হইব মিলন ॥
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুরে কহিলা।
রূপগোসাঞি সে দিবসতাঁহাই রহিলা ॥১৮
ভট্টাচার্য্য দুই ভাইর নিমন্ত্রণ কৈল।
প্রভুর প্রসাদ পাত্র দুই ভাই পাইল ॥
ত্রিবেণী উপরে প্রভুর বাসাঘর স্থান।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু সন্নিধান ॥
সেকালে বল্লভভট্ট রহে আড়াইল গ্রামে।
মহাপ্রভুআইলাশুনিআইলাতাঁর স্থানে ॥১৭

দণ্ডবৎ কৈল তিঁহো প্রভু আলিঙ্গিল।
দুই জনে কৃষ্ণকথা কতোক্ষণ হৈল ॥
কৃষ্ণকথায় প্রভুর মহাপ্রেম উথলিল।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল ॥
অন্তরে গর গর প্রেম নহে সম্বরণ।
দেখি চমৎকার হৈল বল্লভভট্টের মন॥১৮॥
তবে ভট্ট মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু দুই ভাই তারে মিলাইলা ॥
দূরে হৈতে দুই ভাই ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল মহাদীন হয়া ॥
ভট্ট মিলিবারে যায় দুঁহে পলায় দূরে।
অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে॥১৯॥
ভট্টের বিস্ময় হৈল প্রভুর হর্ষমন।
ভট্টেরে কহিল প্রভু তার বিবরণ ॥
ইঁহা না স্পর্শিহ ইহোঁ জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ ॥
দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম নিরন্তর শুনি।
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গি জানি॥
ইহাঁর মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
ইহঁত অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম ॥২০॥

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ একাদশে ত্রয়োদশশ্লোকধৃতশ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৫ ॥

শুনি মহাপ্রভু তারে বহু প্রশংসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পড়িতেলাগিলা ॥২১

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকঃ—

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন
বেদাঢ্যোঽপি নাস্তিকঃ ॥ ৬ ॥

সম্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ (সদ্ভক্তিঃ অনন্যাভক্তিরেব দীপ্তঃ প্রজ্জ্বলিতঃ অগ্নিঃ তেন দগ্ধং দুর্জ্জাত্যারম্ভকং কল্মষং চণ্ডালত্বহেতুভূতং পাপং যস্য সঃ, অতএব) শুচিঃ (এবম্ভূতঃ) শ্বপাকঃ অপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যঃ (আদরণীয়ঃ) বেদজ্ঞঃ (অধীত-সর্ব্ববেদঃ) নাস্তিকঃ (তাদৃশ ভগবদ্ভক্তিবিবর্জ্জিত-শ্চেৎ) ন (আদরণীয়ঃ) ॥ ৬ ॥

অনন্যাভক্তিরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা যাহার দুর্জ্জাতির আরম্ভক পাপসমূহ ভস্মীভূত হইয়াছে, অতএব পরম পবিত্র, এবম্প্রকার চণ্ডালও পণ্ডিতগণের আদর-ণীয়। সর্ব্ববেদবেত্তা হইয়াও ভগবদ্ভক্তি বিবর্জ্জিত হইলে কোন কালেই আদরের যোগ্য নহে ॥ ৬ ॥

তথাহি তত্রৈব একাদশশ্লোকঃ—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥৭॥

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য (জনস্য) জাতিঃ (ব্রাহ্মণত্বাদিঃ) শাস্ত্রং (বেদাধ্যয়নাদিঃ) জপঃ (পুরশ্চরণাদিঃ) তপঃ (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদিঃ এতৎ সর্ব্বং) অপ্রাণস্য (মৃতস্য) দেহস্য মণ্ডনম্ (অলঙ্করণম্) ইব লোক-রঞ্জনম্ (এব নতু সংসারমোচকম্) ॥ ৭ ॥

হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তির জাতি, বেদাধ্যয়নাদি, পুরশ্চরণাদি এবং তপস্যা মৃতদেহের মণ্ডনের ন্যায় লোকরঞ্জন মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় ॥ ৭ ।

প্রভুর প্রেমাবেশ আর প্রভাব ভক্তিসার।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার ॥
স্বগণ প্রভুরে ভট্ট নৌকাতে চঢ়াইয়া।
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লইয়া ॥
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হইল পাগল ॥২২॥
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভু দেখি সবার মনে হৈল ভয় কাঁপ ॥
আস্তে ব্যস্তে সবে প্রভু ধরি উঠাইলা।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিল নৌকাঝলকেভরেজল ॥২৩
যদ্যপি ভট্ট আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ ॥
দেশ পাত্র দেখি প্রভুর যবে ধৈর্য্য হৈল।
আড়ইলের ঘাটে তবে নৌকা উত্তরিল ॥
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহি মধ্যাহ্ন করায়া।
নিজগৃহে আইলা প্রভুকে স্বসঙ্গে লইয়া॥২৪
আনন্দিত হৈয়া ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনে করিলা প্রভুর পাদ প্রক্ষালন ॥
বংশ সহ সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল ॥
গন্ধপুষ্প ধূপদীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইল ॥২৫॥
ভিক্ষা করাইল প্রভুকে সস্নেহ যতনে।
রূপগোসাঞিঃ দুই ভাইকেকরাইলভোজনে
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপেরে দেওয়াইল অবশেষ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ ॥
মুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করে প্রভুর পাদসম্বাহন ॥২৬॥
প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি আইলা তিঁহো প্রভুর চরণে
হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয় ॥
আসি কৈল তিঁহ প্রভুর চরণবন্দন।
কৃষ্ণে মতি রহু বলে প্রভুর বচন ॥ ২৭ ॥
শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তাঁরে কহে কহ কৃষ্ণের বর্ণন ॥

নিজ কৃত কৃষ্ণলীলা শ্লোক পড়িল।
শুনি মহাপ্রভুর মহাপ্রেমাবেশ হৈল ॥২৮॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং রঘুপত্যুপাধ্যায়কৃতশ্লোকঃ—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে
ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে
যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥ ৮ ॥

ভবভীতাঃ (সন্তঃ) অপরে (মোক্ষাকাঙ্ক্ষিণঃ) শ্রুতিম্ ইতরে (কর্ম্মমার্গপরায়ণাঃ) স্মৃতিম্ অন্যে (সকামাঃ) ভারতং ভজন্তু। যস্য (নন্দস্য) অলিন্দে (বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে) পরংব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকাশতে) অহং (তু) ইহ (মনুষ্যজন্মনি, তং) নন্দং (ব্রজরাজং) বন্দে ॥ ৮ ॥

সংসারভয়ে ভীত হইয়া কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ ভারতকে ভজনা করেন; যিনি যাহাই করুন, যাঁহার আঙ্গিনায় পরব্রহ্ম বিরাজমান, আমি সেই নন্দমহাশয়কে বন্দনা করি ॥৮

রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল।
আগে কহ প্রভুবাক্যে উপাধ্যায় কহিল২৯

তথাহি তত্রৈব রঘুপত্যুপাধ্যায়কৃত শ্লোকঃ—

কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি
কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম ॥৯॥

গোপতিতনয়াকুঞ্জে (গোপতিঃ সূর্য্যঃ তস্য তনয়া যমুনা তস্যাঃ তীরস্থলতামণ্ডপে) গোপবধূটীবিটং (গোপবধূটীনাম্ অল্পবয়স্কানাং গোপস্ত্রীণাং বিটম্ উপভোগলম্পটরূপং) ব্রহ্ম (প্রকাশতে, ইতি বিচিত্রং) সম্প্রতি কং (জনং) প্রতি কথয়িতুম্ ঈশে (সমর্থো ভবামি) কঃ বা (জনঃ) প্রতীতিং (বিশ্বাসম্) আয়াতু ॥ ৯ ॥

যমুনাতীরস্থ নিকুঞ্জবনে অল্পবয়স্কা গোপরমণীগণে অতিশয় ভোগ লম্পট ব্রহ্ম প্রকাশিত, একথা কাহাকেই বা বলিতে পারি, বলিলেই বা কে বিশ্বাস করিবে ॥ ৯ ॥

প্রভু কহে, বল তিঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ মন আলুয়াইলা ॥
প্রেম দেখি উপাধ্যায়ের হৈল চমৎকার।
মনুষ্য নহে ইহোঁ কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার ॥৩০
প্রভু কহে উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ কহ কায়।
'শ্যামমেব পরং রূপ' কহে উপাধ্যায় ॥
শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'পুরী মধুপুরী বরা' কহে উপাধ্যায় ॥৩১॥
বাল্যপৌগণ্ড কৈশোরবয়ঃ শ্রেষ্ঠ মান কায়
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায়
রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'আদ্যএব পরো রসঃ' কহে উপাধ্যায় ॥
প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিখাইলে মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদগদ স্বরে ॥৩২॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ দ্বিসপ্ততিতমশ্লোকঃ—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ ॥১০

(রূপাণাং মধ্যে) শ্যামম্ এব রূপং পরং মধুপুরী (পুরীণাং মধ্যে) বরা (শ্রেষ্ঠা, বয়সাং বিবিধত্বেঽপি) কৈশোরকং বয়ঃ (এব) ধ্যেয়ং (নানারসেষু সৎসু) আদ্যঃ (মধুরঃ) এব রসঃ পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ॥ ১০ ॥

রূপের মধ্যে শ্যামরূপ, পুরীর মধ্যে মধুপুরী.বয়সের মধ্যে কৈশোরবয়স ধ্যেয় এবং রসের মধ্যে উজ্জ্বল রস শ্রেষ্ঠ ॥১০॥

প্রেমাবেশে প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো করেন নর্ত্তন ॥
দেখিয়া বল্লভ ভট্টের চমৎকার হৈল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পাড়িল ॥

প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভুর দর্শনে সবার প্রেমভক্তি হৈল ॥৩৩॥
ব্রাহ্মণ সকল করে প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভ ভট্ট সব তাহা করে নিবারণ ॥
প্রেমোন্মাদে পড়ে প্রভু মধ্য যমুনাতে।
প্রয়াগে চালাব ইহাঁ না দিব রহিতে ॥
যার ইচ্ছা প্রয়াগ যাঞা কর নিমন্ত্রণ।
এত বলি প্রভু লঞা করিলা গমন ॥৩৪॥
গঙ্গাপথে প্রভুকে নৌকাতে বসাইয়া।
প্রয়াগ আইলা ভট্টগোসাঞি লইয়া ॥
লোকভীড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যায়া।
শ্রীরূপেরে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবতসিদ্ধান্ত ॥৩৫॥
রামানন্দ পাশ যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপের উপর কৃপা করি সব শিখাইল ॥
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিল ॥
শিবানন্দসেন পুত্র কবিকর্ণপূর।
তুঁহার মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছে প্রচুর ॥৩৬॥

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে নবমাঙ্কে অষ্ট-চত্বারিংশশ্লোকঃ—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ১১ ॥

কালেন (ভগবদিচ্ছারূপেণ) বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা লুপ্তা (অপ্রকটা) ইতি (হেতোঃ তাং বার্ত্তাং) বিশিষ্য (বিশিষ্টাং কৃত্বা) খ্যাপয়িতুং (সাধারণগোচরীকর্ত্তুং) দেবঃ (শ্রীচৈতন্যঃ) তত্রৈব (বৃন্দাবন এব) রূপং চ সনাতনং চ কৃপামৃতেন অভিষিষেচ (অভিষিক্তবান্) ॥ ১১ ॥

বৃন্দাবনের কেলিবার্ত্তা কালে বিলুপ্ত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পুনরায় তাহাকে বিশেষরূপে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত সেই বৃন্দাবনে রূপ এবং সনাতন গোস্বামিকে সেই কার্য্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিচত্বারিংশশ্লোকঃ—

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ ॥ ১২ ॥

যঃ (শ্রীরূপঃ) প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধঃ (প্রিয়স্য শ্রীচৈতন্যস্য গুণগণৈঃ গাঢ়ং দৃঢ়তরং যথাস্যাত্তথা বদ্ধঃ) অপি গেহাধ্যাসাৎ (গেহাবেশাৎ) প্রাগেব মুক্তঃ পরঃ (শৃঙ্গারঃ) রসঃ ইব অমূর্ত্তঃ অপি মূর্ত্তঃ এব। প্রয়াগে (তীর্থে) দেবঃ (শ্রীচৈতন্যঃ) প্রেমালাপৈঃ দৃঢ়তরপরিষঙ্গরঙ্গৈঃ (গাঢ়-আলিঙ্গন-প্রকারৈঃ) অনুপমেন (শ্রীবল্লভেন) সমং তং শ্রীরূপম্ অনুজগ্রাহ (স্বকৃপাবিষয়ী চকার) ॥১২॥

যিনি পূর্ব্বে হইতেই শ্রীচৈতন্যগুণসমূহ দ্বারা দৃঢ়তর বদ্ধ হইয়াও গৃহবন্ধন হইতে বিমুক্ত, অমূর্ত্ত শৃঙ্গার রসই যেন মূর্ত্তি ধারণ করতঃ যে রূপাকারে প্রকাশিত, শ্রীচৈতন্য শ্রীবল্লভের সহিত সেই শ্রীরূপকে প্রেমালাপ এবং গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা স্বীয় কৃপাপাত্র করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

তথাহি তত্রৈব ত্রিচত্বারিংশশ্লোকঃ—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে
প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥ ১৩ ॥

প্রিয়স্বরূপে (ভক্তরূপে) দয়িতস্বরূপে (দয়িতং দত্তং স্বরূপম্ আত্মা যস্মৈ স তস্মিন্) একরূপে

(একমূঃঅভিন্নং রূপং যস্য তস্মিন্) স্ববিলাসরূপে (নিজবিভূতিস্বরূপে) রূপে (শ্রীরূপ গোস্বামিনি) প্রভুঃ (শ্রীচৈতন্যঃ) সহজাভিরূপে (সহজে স্বাভাবিকে আভরূপে মধুরে তে চ তেচ) নিজাত্মরূপে (স্বপ্রয়োজন সদৃশী) প্রেমস্বরূপে (প্রেম চ স্বরূপং চ তে কর্ম্মভূতে) ততান (আবেশিতবান্) ॥১৩॥

যে শ্রীরূপকে আপনাকে প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীচৈতন্যের কলেবর বিশেষ এবং যিনি শ্রীচৈতন্যের বিভূতিস্বরূপ, সেই রূপগোস্বামিতে স্বাভাবিক ও পরমমধুর স্বীয়প্রেম এ স্বরূপ স্বপ্রয়োজনরূপ প্রেম বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

এইমত কর্ণপুর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ সনাতনে ॥
মহাপ্রভুর যত বড় ছোট ভক্তমাত্র।
রূপসনাতন সবার কৃপা গৌরবপাত্র ॥
কেহো যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তাকে প্রশ্ন করে প্রভুর পারিষদগণ ॥৩৭॥
কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপ সনাতন।
কৈছে রহে কৈছে বৈরাগ্য কৈছে বা ভোজন
কৈছে অষ্টপ্রহর করে শ্রীকৃষ্ণভজন।
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥
অনিকেতন দুঁহে বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষতলে একরাত্রি শয়ন ॥৩৮॥
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্করুটি চানা চাবায় ভোগ পরিহরি ॥
করোয়া মাত্র হাতে কন্থা ছিঁড়া বহির্ব্বাস
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা নর্ত্তন উল্লাস ॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর কৃষ্ণভজন চারিদণ্ড শয়ন।
নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রেমে সেহো নহে কোনদিন ৩৯

কভু ভক্তিরস শাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে করে চৈতন্যচিন্তন ॥
এই কথা শুনি মহান্তের মহাসুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহা তাঁহা কি বিস্ময় ॥
চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছেন আপনে
ভক্তি রসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ॥৪০॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রথমলহর্য্যাং দ্বিতীয়শ্লোকঃ—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ১৪ ॥

বরাকরূপঃ (ক্ষুদ্ররূপঃ) অপি যস্য হৃদি (হৃদিবিষয়) প্রেরণয়া অহং প্রবর্ত্তিতঃ (অস্মিন্ সন্দর্ভে ইতি শেষঃ) তস্য চৈতন্যদেবস্য হরেঃ পদকমলম্ (অহং) বন্দে ॥ ১৪ ॥

আমি অতি জঘন্য হইলেও (যিনি কৃপা করিয়া) আমার হৃদয়ে উপকরণগুলি সমর্পণ পূর্ব্বক এই গ্রন্থ নির্ম্মাণে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন ; সেই চৈতন্যদেব হরির চরণকমল অভিবাদন করি ॥ ১৪ ॥

এইমত দশ দিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপেরে শিক্ষা দিল শক্তিসঞ্চারিয়া ॥
প্রভু কহেন শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন ॥
পারাবার শূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
তোমাকে চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু॥৪১
এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশিলক্ষযোনিতে সবে করয়ে ভ্রমণ ॥
কেশাগ্রশতাংশ তার পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্মজীবের স্বরূপ বিচারি ॥৪২॥

তথাহি প্রাচীনবৈষ্ণবশ্রুতিঃ—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥১৫

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ সূক্ষ্মস্বরূপঃ চিৎকণঃ অয়ং জীবঃ সংখ্যাতীতঃ হি ॥ ১৫ ॥

কেশাগ্র শতভাগের একভাগ তাহার শতাংশের একাংশ সদৃশ অতিশয় সূক্ষ্ম চিৎ অণু পদার্থই জীব, ইহা অনন্ত ॥ ১৫ ॥

তথাহি পঞ্চদশ্যাং চিত্রদীপে একাশীতিতম-শ্লোকঃ—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ ॥১৬

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগঃ (যঃ) সঃ জীবঃ বিজ্ঞেয়ঃ ইতি অপরা শ্রুতিঃ আহ ॥ ১৬ ॥

কেশাগ্র শতভাগের একভাগ তাহার শতাংশের কল্পিত একাংশই জীবের স্বরূপ ইহা অন্যবেদে কথিত হইয়াছে ॥১৬

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষোড়শা-ধ্যায়ে একাদশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগব-দ্বাক্যম্—

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ॥ ১৭ ॥

অহং সূক্ষ্মাণাং (মধ্যে) জীবঃ ॥ ১৭ ॥

হে উদ্ধব! সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে জীব আমি অর্থাৎ জীব আমার সূক্ষ্ম বিভূতি ॥১৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতি-তমাধ্যায়ে ষড়্‌বিংশশ্লোকঃ—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ ১৮ ॥

(হে) ধ্রুব! অপরিমিতাঃ (বস্তুতঃ এব অনন্তসংখ্যাঃ) ধ্রুবাঃ (নিত্যাঃ চ যে) তনুভৃতঃ (জীবাঃ তে) যদি সর্ব্বগতাঃ (বিভবঃ স্যুঃ) তর্হি (তেষাং ব্যাপ্যত্বাভাবেন সমত্বাৎ) শাস্যতা ইতি নিয়মঃ ন (স্যাৎ) ইতরথা (জীবস্য অণুত্বেন ব্যাপ্যভাবে তু সতি তন্নিয়মঃ ন ইতি) ন (অপিতু সঃ ঘটতে এব) যন্ময়ং (যদুপাদানকং যৎ) অজনি (জাতং তৎ উপাদানং কর্ত্তৃ তস্য জায়মানস্য যৎ) নিয়ন্তৃ ভবেৎ, তৎ অবিমুচ্য (কিঞ্চিৎ অপি অমুক্ত্বা) যৎ (উপাদানরূপং পরমাত্মাখ্যং তত্ত্বং কেন অপি অপরেণ) সমং (সমানম্ ইতি) অনুজানতাম্ (অনুজ্ঞাম্ অপি দদতাং) মতদুষ্টতয়া (মতস্য দুষ্টতয়া অশুদ্ধত্বেন) অমতং (জ্ঞাতং ন ভবতি) ॥ ১৮

হে ধ্রুব! অসংখ্য এবং নিত্য জীব-গণ যদি ব্যাপক হয়, তাহা হইলে জীব তোমার শাসনের বিষয় এ নিয়ম থাকে না; ব্যাপক হইলে নিয়ম্য নিয়ন্তৃ ভাবের ঘটনা হইতে পারে না, যে বহ্নিময় বিস্ফুলিঙ্গাদি উৎপন্ন হয়, বহ্নি নিজাংশ এবং ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গাদিকে স্বরূপরূপে অঙ্গীকার করিয়া যেমন তাহার নিয়া-মক হয়; তদ্রূপ তোমার বিভিন্নাংশ জীবকে স্বস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করতঃ তাহার নিয়ামক হও। সেই জীবের সহিত তোমাকে যাঁহারা সমান করিয়া জানে, তাহাদিগের তাদৃশ জ্ঞান দোষাশ্রিত ॥ ১৮ ॥

তার মধ্যে স্থাবরজঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তীর্য্যক্ জল স্থলচর ভেদ ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর ॥৪৩
বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক মুখে বেদ মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে ॥
ধর্ম্মচারিমধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ॥৪৪

কোটিজ্ঞানি মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটিমুক্ত মধ্যে এক দুর্লভ কৃষ্ণভক্ত ॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধিকামী সকল অশান্ত ॥৪৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকঃ—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে ॥১৯॥

মুক্তানাং সিদ্ধানাং কোটিষু অপি (মধ্যে) প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণঃ সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

হে মহামুনে! মুক্ত ও প্রাপ্তসালোক্যাদির কোটির মধ্যেও সর্ব্বোপদ্রবশূন্য হইয়া কেবল নারায়ণ সেবাভিলাষী এতাদৃশ একজনও সুদুর্লভ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥
মালী হঞা সেই বীজ করয়ে রোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন ॥৪৬॥
উপজিয়া বাঢ়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাঁহা বিস্তারিত হয় ফলে প্রেম ফল।
ইহা মালী নিত্য সিঞ্চে শ্রবণাদি জল ॥৪৭॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাথা।
উপাড়ে বা ছেড়ে তবে শুখি যায় লতা ॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হাতির যৈছে না হয় উদ্গম ॥৪৮॥
কিন্তু লতার অঙ্গে যদি উঠে উপশাখা।
ভুক্তিমুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা।
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীবহিংসন।
লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখার গণ ॥৪৯॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাঢ়ি যায়।
স্তব্ধ হয় মূলশাখা বাঢ়িতে না পায় ॥৫০॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাঢ়ি যায় বৃন্দাবন ॥
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥৫১॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেচন।
সুখে প্রেমফল রস করে আস্বাদন ॥
এইত পরমফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥৫২॥

তথাহি ললিতমাধবে পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়শ্লোকঃ—

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রযাতি ॥২০॥

যাবৎ মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং (মধুরিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বশীকারে সিদ্ধৌষধিরূপানাং) প্রেম্নাং (শাকাদীনাং মধ্যে যস্য কস্যাপি) গন্ধঃ (লেশঃ) অপি অন্তঃকরণসরণীপান্থতাং (অন্তঃকরণপদব্যাঃ পথিকতাং) ন প্রযাতি (গচ্ছতি) তাবৎ ঋদ্ধা (সম্পূর্ণা) সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা (সিদ্ধীনাম্ অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীণাং ব্রজেন সমূহেন বিজেতুং শীলমস্য তস্য ভাবঃ ইতি সা) সত্যধর্ম্মা সমাধিঃ (চিত্তৈকাগ্র্যং) ব্রহ্মানন্দঃ গুরুঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ) অপি (চ) চমৎকারয়তি এব ॥ ২০ ॥

যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণবশীকরণ বিষয়ে সিদ্ধৌষধি স্বরূপ প্রেমসমূহের লেশও অন্তঃকরণ পথের পথিকতা প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, সাধনসম্পন্নসমাধি এবং শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দও চমৎকারাতিশয় প্রাপ্ত করাইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেম উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥৫৩॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রথমলহর্য্যাম্ একাদশাঙ্কধৃতং নারদপঞ্চরাত্রবচনম্—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥২১॥

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং (অন্যাভিলাষিতাশূন্যং) নির্ম্মলম্ (জ্ঞানকর্ম্মাদিসংমিশ্রণরহিতং) তৎপরত্বেন (আনুকূল্যেন) হৃষীকেণ (ইন্দ্রিয়ব্যাপারেণ) হৃষীকেশসেবনং ভক্তিঃ উচ্যতে॥ ২১॥

ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের সেবনকেই ভক্তি বলা যায়। এই সেবনরূপ অনুকূল অনুশীলন, ভক্তি ভিন্ন অন্যান্য ফলের বাসনা শূন্য ও নির্ম্মল॥২১

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে চতুস্ত্রিংশ পঞ্চত্রিংশশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥২২
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥২৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকঃ—

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥২৪

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিকঃ (অত্যন্তে সর্ব্বান্তে ভব, ন তু সাযুজ্যমুক্তে) উদাহৃতঃ। যেন ত্রিগুণান্ অতিব্রজ্য (অতিক্রম্য) মদ্ভাবায় (মম বিদ্যমানভাবায় সাক্ষাৎকারায় বা মৎপ্রেমবিশেষায়) উপপদ্যতে (সমর্থঃ ভবতি)॥ ২৪॥

সেই ভক্তিযোগই আত্যন্তিক বলিয়া কথিত হয়। যদ্দারা গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া আমার প্রেম বিশেষ লাভ করিতে যোগ্য হয়॥ ২৪॥

ভুক্তিমুক্তি বাঞ্ছা যদি এই মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥৫৪॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং দ্বিতীয়শ্লোকঃ—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ২৫॥

যাবৎ হৃদি ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা পিশাচী বর্ত্ততে তাবৎ অত্র (হৃদয়ে) ভক্তিসুখস্য কথম্ অভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ২৫॥

যতদিন ভুক্তি ও মুক্তি বিষয়ে স্পৃহারূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, সেইকাল পর্য্যন্ত ভক্তিসুখের কিরূপে অভ্যুদয় হইবে?॥ ২৫॥

সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥ ৫৫॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ডসার।
শর্করা সিতামিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর॥
এই সব কৃষ্ণভক্তিরস স্থায়িভাব।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥
সাত্ত্বিক ব্যভিচারি ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে॥৫৬॥
যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরিচ কর্পূর।
মিলনে রসালা হয় অমৃত মধুর॥

ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর ॥৫৭॥
বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তিরসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ ৫৮ ॥
হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্ত রস হয় ॥
পঞ্চ রস স্থায়ি ব্যাপি রহে ভক্তমনে।
সপ্তগৌণ আগন্তুক হয় পাইয়াকারণে ॥৫৯
শান্তভক্ত নবযোগেন্দ্র সনকাদি আর।
দাস্যভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার ॥
সখ্যভক্তি শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্যভক্ত পিতা মাতা যত গুরুজন ॥
মধুর রসে ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন ॥ ৬০ ॥
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুইত প্রকার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা কেবলা ভেদ আর ॥
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রবীণ ॥৬১॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধানাতে সঙ্কোচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্যকেবলার রীতি ॥
শান্ত দাস্য রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহা উদ্দীপন।
বাৎসল্য সখ্য মধুর রসে সঙ্কোচন ॥
বসুদেবদেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হৈল ॥৬২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশাধ্যায়ে একপঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ—

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥২৬

দেবকী বসুদেবঃ চ পুত্রৌ জগদীশ্বরৌ বিজ্ঞায় শঙ্কিতৌ (সন্তৌ) কৃতসংবন্দনৌ (অপি তৌ) ন সস্বজাতে ॥ ২৬ ॥

দেবকী ও বসুদেব দুই পুত্রকে জগদীশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন; অতএব তাঁহারা বন্দনা করিলেও শঙ্কাপ্রযুক্ত তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণের বিশ্বরূপদেখি অর্জ্জুনেরহৈলভয়।
সখ্যভাবেধাষ্ট্র্যক্ষমায় করিয়াবিনয় ॥৬৩

তথাহি শ্রীগীতায়াম্ একাদশাধ্যায়ে একচত্বারিংশদ্বিচত্বারিংশ্লোকৌ—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ২৭ ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ২৮ ॥

(কৃষ্ণঃ ভগবান্ মে) সখা ইতি মত্বা তব ইদং (সহস্রশীর্ষত্বাদিলক্ষণং) মহিমানম্ অজানতা (অননুভবতা) ময়া প্রমাদাৎ (অনবধানতঃ) প্রণয়েন বা অপি (ত্বাং প্রতি) প্রসভং (হঠাৎ) হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা ইতি যৎ উক্তং (কিঞ্চ) যৎ চ বিহারশয্যাসনভোজনেষু ত্বামং অবহাসার্থং (পরিহাসায়) একং (বিজনে স্থিতঃ) অথবা তৎসমক্ষং (তেষাং পরিহসতাং সখীনাং পুরতঃ স্থিতঃ) অহং অসৎকৃতঃ অসি (হে) অপ্রমেয়ম্ অচ্যুত তৎ (সর্ব্ববচনরূপম্ অসৎকাররূপং বাপরাধজাতং) ক্ষাময়ে (ক্ষময়ে) ॥ ২৭॥২৮ ॥

তোমার এই মহিমা না জানিয়া প্রমাদবশতঃ অথবা প্রণয়প্রযুক্ত সখা-বোধে হঠাৎ হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে প্রভৃতি যে সকল সম্বোধন করিয়াছি এবং বিহার, শয়ন, ভোজন

প্রভৃতির সময় পরিহাসচ্ছলে অন্যের অসমক্ষে বা বন্ধুজনের সমক্ষে যে কিছু অসৎকার করিয়াছি, তুমি আমার ঐ সকল অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ২৭॥২৮ ॥

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীকে কৈল পরিহাস।
কৃষ্ণছাড়িবেনজানি রুক্মিণীরহৈলত্রাস ॥৬৪

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষষ্টিতমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশশ্লোকঃ—

তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে-
র্হস্তাচ্ছ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্ ॥২৯॥

সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধেঃ (সুদুঃখম্ অপ্রিয়শ্রবণাৎ ভয়ং ত্যাগশঙ্কয়া শোকঃ অনুতাপঃ তৈঃ বিনষ্টা বুদ্ধিঃ যস্যাঃ তস্যাঃ) তস্যাঃ (পরমদাক্ষিণ্যময়প্রেমবিখ্যাতায়াঃ শ্রীরুক্মিণ্যাঃ) শ্লথদ্বলয়তঃ (শ্লথন্তি বলয়ানি যস্মাৎ তস্মাৎ) হস্তাৎ ব্যজনং পপাত। বিক্লবধিয়ঃ (বিক্লবা অবশা ধীঃ যস্যাঃ তস্যাঃ, অতএব) সহসা এব দেহঃ চ মুহ্যন্ কেশান্ প্রবিকীর্য্য বাতবিহতা রম্ভা ইব (পপাত) ॥২৯॥

সাতিশয় দুঃখ, ভয় এবং শোকে হতবুদ্ধি রুক্মিণীর হস্ত হইতে বলয় ও ব্যজন পতিত হইয়াছিল। আর বুদ্ধিবৃত্তি অবশ হওয়ায় তাঁহার দেহ মোহপরতন্ত্র হইয়া কেশসমূহ বিকীর্ণ করতঃ বাতাহত কদলীর ন্যায় পতিত হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥

কেবলার শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ সে মানে॥৬৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশশ্লোকঃ—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥৩০॥

ত্রয্যা উপনিষদ্ভিঃ সাংখ্যযোগৈঃ সাত্বতৈঃ চ উপগীয়মানমাহাত্ম্যম্ (উপগীয়মানং মাহাত্ম্যং যস্য তং) হরিং সা (যশোদা) আত্মজম্ অমন্যত ॥৩০॥

বেদের পূর্ব্বভাগে অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে ইন্দ্রাদিরূপে উহার উত্তর ভাগে অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মরূপে সাংখ্যে পুরুষরূপে যোগে পরমাত্মরূপে ভক্তিশাস্ত্রে ভগবদ্রূপে ও পাশুপতাদি শাস্ত্রে শিবাদিরূপে যাঁহার মাহাত্ম্য গীত হইয়া থাকে, যশোদা সেই শ্রীহরিকে আপনার পুত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকঃ—

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥৩১

অব্যক্তং অধোক্ষজম্ মর্ত্ত্যলিঙ্গং (কৃপয়া স্বীকৃতমনুষ্যনাট্যম্) আত্মজং মত্বা গোপিকা প্রাকৃতং (বালকং) যথা (তথা) দাম্না উদূখলে ববন্ধ ॥৩১

কারুণ্যবশতঃ মনুষ্যশরীরধারী সেই অব্যক্ত ও প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের অগোচর পরমেশ্বরকে পুত্র মনে করিয়া, যশোদা প্রাকৃত বালকের ন্যায় তাঁহাকে রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলেন ॥৩১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশতিশ্লোকঃ—

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥৩২॥

ভগবান্ কৃষ্ণঃ পরাজিতঃ (সন্) শ্রীদামানং ভদ্রসেনঃ বৃষভং প্রলম্বঃ চ রোহিণীসুতম্ উবাহ ॥ ৩২ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে ভদ্রসেন বৃষকে এবং প্রলম্ব বলরামকে বহন করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে ঊনচত্বারিংশশ্লোকঃ—

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ।
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি ॥৩৩॥

ততঃ (এবমভিমানন্তরং) বনোদ্দেশং গত্বা দৃপ্তা (সা) অহং চলিতুং ন পারয়ে (অতঃ) মাং (ত্বং) যত্র মনঃ (যত্র জিগমিষসি তত্র) নয় (ইতি) কেশবম্ অব্রবীৎ। এবম্ উক্তঃ (সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ এবং চেৎ তর্হি ত্বয়া) স্কন্ধম্ আরুহ্যতাম্ ইতি (তাং) প্রিয়াং (প্রতি) আহ ॥৩৩॥

এইরূপ অভিমানের পর তিনি বনান্তরে গমন পূর্ব্বক গর্ব্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "আমি আর চলিতে পারিব না, অতএব তুমি যে স্থানে গমন করিতে মানস করিয়াছ, আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল।" তিনি এইরূপ বলিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তবে তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর" ॥ ৩৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকঃ—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ৩৪ ॥

(হে) অচ্যুত! গতিবিদঃ তব উদ্গীতমোহিতাঃ (বয়ং) পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলঙ্ঘ্য (অনাদৃত্য) তে (তব) অন্তি (সমীপম্) আগতাঃ (হে) কিতব, নিশি যোষিতঃ কঃ ত্যজেৎ? ॥ ৩৪ ॥

হে অচ্যুত! তুমি আমাদিগের আগমনের কারণ বিদিত আছ। আমরা তোমার বেণুগীতে মোহিত হইয়া পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও বান্ধব সকলের অনাদর পূর্ব্বক তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। হে শঠ! স্ত্রীসকলকে কে রাত্রিকালে ত্যাগ করিয়া থাকে? ॥৩৪॥

শান্ত রসে স্বরূপ বুদ্ধে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।
"শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধে" রিতিশ্রীমুখগাথা ॥৬৬

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে প্রথমলহর্য্যাম্ একবিংশশ্লোকঃ—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা ॥৩৫

বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা শমঃ ইতি শ্রীভগবদ্বচঃ এতাং শান্তিরতিং বিনা বুদ্ধেঃ তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা (ন সম্ভবতি) ॥ ৩৫ ॥

বুদ্ধির মন্নিষ্ঠতা আমাতে নিষ্ঠাকে শম বলে, এইটি শ্রীকৃষ্ণবাক্য। অতএব শান্তিরতি ব্যতীত বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠা অসম্ভব ॥ ৩৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ঊনবিংশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশশ্লোকঃ—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥৩৬॥

বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা শমঃ ইন্দ্রিয়সংযমঃ দমঃ দুঃখসংমর্ষঃ (দুঃখসহনং) তিতিক্ষা জিহ্বোপস্থজয়ঃ (জিহ্বোপস্থয়োঃ বেগধারণং) ধৃতিঃ ॥ ৩৬ ॥

আমাতে বুদ্ধিবৃত্তির নৈশ্চল্যের নাম শম, ইন্দ্রিয়-সংযমের নাম দম, দুঃখ সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থের বেগধারণকে ধৃতি বলে ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত কৃষ্ণভক্ত এক জানি ॥

স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
কৃষ্ণ নিষ্ঠাতৃষ্ণাত্যাগ শান্তেরদুইগুণে ॥৬৭॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং নবমে চতুর্ব্বিংশতিশ্লোক-ধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ৩৭ ॥

এই দুই গুণ ব্যাপে সর্ব্ব ভক্তগণে।
আকাশের শব্দ গুণ যৈছে ভূতগণে ॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধ হীন।
পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥৬৮॥
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥
ঈশ্বরজ্ঞানে সম্ভ্রম গৌরব প্রচুরে।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তরে ॥৬৯॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছেঅধিক সেবন।
অতএব দাস্যের সে হয় দুই গুণ ॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যেদুইহয়।
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরবসখ্যেবিশ্বাসময় ॥৭০॥
কান্ধে চড়ে কান্ধেচড়ায় করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণসেবে কৃষ্ণকে করায় আপন সেবন ॥
বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য সম্ভ্রম গৌরবহীন।
অতএব সখ্যরসে তিন গুণ চিহ্ন ॥৭১॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসের বশ ভগবান্ ॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন।
সেই সেবনেরনাম ইহা লালনপালন ॥৭২
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতাধিক্য তাড়ন ভৎর্সন ব্যবহার ॥
আপনাকে পালকজ্ঞান কৃষ্ণেপাল্যজ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥
সে অমৃতানন্দে ভক্তসহ ডুবয়ে আপনে।
কৃষ্ণভক্তবশগুণ কহেঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে ॥৭৩

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য ষোড়শবিলাসে একোনশতাঙ্কধৃতং পদ্মপুরাণবচনম্—

ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৩৮ ॥

ইতীদৃক্স্বলীলাভিঃ (ইতি এবং ভক্তবশুতয়া) স্বঘোষং (নিজগোকুলবাসিপ্রাণিজাতং সর্ব্বমেব) আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জন্তং, তদীয়েশিতজ্ঞেষু (ভগবদৈশ্বর্য্যপরেষু) ভক্তৈর্জ্জিতত্বম্ (আত্মনোভক্তবশুতাম্) আখ্যাপয়ন্তং (ভক্তিপরাণামেব বশ্যোঽহং ন তু জ্ঞানপরাণামিতি প্রথয়ন্তং) তাম্ (ঈশ্বরং) প্রেমতঃ (ভক্তিবিশেষেণ) শতাবৃত্তি (যথাস্যাত্তথা শতবারান্) পুনঃ বন্দে ॥ ৩৮ ॥

তুমি এবম্বিধ দামোদরলীলা ও তৎ সদৃশ বাল্যলীলা দ্বারা গোকুলবাসি প্রাণিমাত্রকে আনন্দকুণ্ডে নিমগ্ন করিতেছ এবং স্বীয় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-পরায়ণদিগকে নিজের ভক্তবশ্যতা জানাইতেছ; আমি ভক্তিবিশেষ দ্বারা সেই তোমাকে শতবার পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি ॥ ৩৮ ॥

মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়।
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ ॥ ৭৪ ॥
আকাশাদির গুণ যৈছে পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যেরকরে চমৎকার ॥৭৫
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্ দরশন।
ইহা বিস্তারিয়া মনে করিহ ভাবন ॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরিবে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু পারে ॥

এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন ॥৭৬॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিলা গমন।
তবে প্রভুপদে রূপ কৈল নিবেদন ॥
মোরে আজ্ঞা হয় আইসো শ্রীচরণসঙ্গে।
সহিতে নারিব তোমার বিরহতরঙ্গে ॥৭৭
প্রভু কহে তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকটে আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবন হইতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া ॥
তারে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তিঁহো তাঁহাই পড়িলা ॥৭৮
দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁরে ঘরেলৈয়া গেলা।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী।
চন্দ্রশেখরমিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি ॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখেতিহোঁপ্রভুআইলাঘরে।
প্রাতঃকালেআসিরহে গ্রামেরবাহিরে॥৭৯
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা।
আনন্দিত হঞা নিজ গৃহে লঞা আইলা॥
তপনমিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈলা ॥
নিজ ঘরে লঞা প্রভুরে ভিক্ষা করাইলা॥
ভট্টাচার্য্যে নিমন্ত্রণ চন্দ্রশেখর কৈলা॥৮০॥
ভিক্ষা করাই মিশ্র কহে প্রভুপায় ধরি।
এক ভিক্ষা মাগো মোরে দেহ কৃপাকরি॥
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ভিক্ষা বিনা না মানিবে কতি ॥৮১॥
প্রভু জানেন দিন পাঁচ সাত সে রহিব।
সন্ন্যাসির সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহা না করিব ॥
এত জানি তাঁর বাক্য করি অঙ্গীকারে।
বাসা নিষ্ঠা হৈল চন্দ্রশেখরের ঘরে ॥
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আসি প্রভুরে মিলিলা।
প্রভুতারেকৃপাকরিস্নেহপ্রকাশিলা ॥৮২॥
মহাপ্রভু আইলা শুনি শিষ্ট শিষ্ট জন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি করেন দর্শন ॥
শ্রীরূপ উপরে প্রভু কৃপা যৈছে কৈল।
অনেক বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে।
প্রেমভক্তি পায় সেই প্রভুর চরণে ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৮৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো নাম ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলালপদারবিন্দ-সেবি বিনোদবিহারি-গোস্বামি কৃতান্বয়বোধিনী ও সুবোধিনীসমন্বিত শ্রীরূপানুগ্রহনাম ঊনবিংশপরিচ্ছেদ ॥ ১৯ ॥

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ ॥১

যৎ প্রসাদাৎ নীচঃ অপি ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ স্যাৎ (তম্) অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্ (অহং) বন্দে [illegible] ॥

অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি। যাঁহার কৃপায় নীচ ব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক হয় ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥
হেথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে।
শ্রীরূপগোসাঞিরপত্রী আইলহেনকালে ॥১
পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন-রক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা ॥
তুমি এক জিন্দা পীর মহা ভাগ্যবান্।
কিতাব কোরাণ শাস্ত্রে আছে তব জ্ঞান ॥২
এক বন্দি ছাড়ে যদি নিজ ধন দিয়া।
সংসার হৈতেমুক্ত তারেকরেনগোসাঞা ॥
পূর্ব্বে তোমার আমি করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার ॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার ॥ ৩ ॥
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়।
তোমাকে ছাড়িয়ে কিন্তু করি রাজভয় ॥
সনাতন কহে রাজায় না করিহ ভয়।
দক্ষিণ গিয়াছে যদি লেউটি আসয় ॥ ৪ ॥
তাহারে কহিও সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকটে গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিল ॥
অনেক দেখিল তার লাগ না পাইল।
[illegible] ডুবি কাঁহা রহি গেল ॥৫॥
[illegible] ভয় নাহি আমি এদেশে না রব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কা চলি যাব ॥
তথাপি যবনে পরসন্ন না দেখিল।
সাতহাজারমুদ্রা আনি আগেরাশিকৈল ॥৬
লোভ হইল যবনের দ্রব্য দেখিয়া।
রাত্রে গঙ্গাপার কৈল ডাড়ুকা কাটিয়া ॥
গড়িদ্বার পথ ছাড়িল নারে তাহা যাইতে।
রাত্রিদিনে চলিআইলা পাতোড়া পর্ব্বতে ॥
তাঁহা এক ভূমিক হয় তার ঠাঞি গেলা।
পর্ব্বত পার কর মোরে বিনয় করিলা ॥৭॥
সেই ভূঞার সঙ্গে রহে হাত গণিতা।
ভূঞার কাণে কহে সেই জানি এককথা ॥
ইহার ঠাঞি সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয়।
শুনি আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয় ॥
ভোজন করহ যাঞা রন্ধন করিয়া।
রাত্রে পার করি দিব নিজ লোক দিয়া ॥৮
এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান।
সনাতন আসি তবে কৈল নদীস্নান ॥
দুই উপবাসে রান্ধি ভোজন করিল।
রাজমন্ত্রী সনাতন মনে বিচারিল ॥
এই ভূঞা আমায় কেনে সম্মান করিল।
এত মনে করি তবে ঈশানে পুছিল ॥
তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয়।
ঈশান কহে মোরঠাঞি সাতমোহরহয় ॥৯
শুনি সনাতন তারে করিল ভর্ৎসন।
সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল যম ॥

তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।
ভুঞার আগে যাই কহে মোহর ধরিয়া॥
এই সাত স্বর্ণ মোহর আছিল আমার।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি পর্ব্বত কর পার॥১০॥
রাজবন্দী আমি গড়িদ্বার যাইতে নারি।
পুণ্য হবে মোরে পর্ব্বত দেহ পার করি।
ভুঞা হাসিকহে আমি জেনেছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক আঁচলে॥
তোমামারিমোহরলইতামআজিকাররাত্রে।
ভাল হৈল কহিলেছুটাইলে পাপ হতে॥১১
সন্তুষ্ট হইলাম আমি মোহর না লব।
পুণ্য লাগি পর্ব্বত তোমা পার করি দিব॥
গোসাঞি কহে কেহদ্রব্য লবেআমামারি।
প্রাণরক্ষা কর আমার দ্রব্য অঙ্গীকরি॥
তবেভুঞা গোসাঞিসঙ্গেচারিপাইক দিল।
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্ব্বতপারকৈল॥১২
পার হৈয়া গোসাঞি তবেপুছিলঈশানে।
জানি শেষদ্রব্যকিছুআছে তোমার স্থানে॥
ঈশান কহে এক মোহর আছে অবশেষ।
গোসাঞিকহে মোহরলঞা যাহতুমিদেশ॥
তারে বিদায়দিয়াগোসাঞিএকলাচলিলা।
হাতেকরোয়া ছিঁড়াকাঁথা নির্ভরহইলা॥১৩
চলিচলিগোসাঞিতবেআইলা হাজিপুরে।
সন্ধ্যাকালে বসিল এক উদ্যান ভিতরে॥
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তার নাম।
গোসাঞির ভগিনীপতি করে রাজকাম॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার সনে।
ঘোড়ামূল্যলৈয়াপাঠায় পাৎসারস্থানে॥১৪
টঙ্গী উপর বসি সেই গোসাঞি দেখিল।
রাত্রে একজনসঙ্গে গোসাঞিপাশআইল॥
দুই জনে মিলি তাঁহা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল।
[illegible] কথা গোসাঞি সকল কহিল॥

তিঁহো কহে দিন দুই রহ এই স্থানে।
ভদ্র হও ছাড় এই মলিন বসনে॥১৫॥
গোসাঞি কহে একক্ষণ ইহা না রহিব।
গঙ্গাপার করি দেহ এখনে চলিব॥
যত্ন করি এক ভোটকম্বল তেঁহো দিলা।
গঙ্গাপার করি দিল গোসাই চলিলা॥
তবে বারাণসী গোসাঞিআইলাকতদিনে।
শুনি আনন্দিত হৈলা প্রভুরআগমনে॥১৬
চন্দ্রশেখর ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা॥
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক দুয়ারে॥
বৈষ্ণব দুয়ারে নাহি প্রভুরে কহিল।
কেহ হয় করি প্রভু তাঁহারে পুছিল॥১৭॥
তিঁহো কহে এক দরবেশআছয়েদুয়ারে।
তাহে আন প্রভুবাক্যেকহিলআসিতারে॥
প্রভু তোমায় বোলায় আইস দরবেশ।
এত শুনি সনাতন করিল প্রবেশ॥
তাহারে অঙ্গণে দেখি প্রভু ধায়া আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥১৮
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈল সনাতন।
মোরে না ছুঁইহ বোলে গদ্গদবচন॥
দুই জনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার॥
তবে প্রভু তার হাতে ধরি লয়া গেলা।
পিড়ার উপরে তারে পাশেবসাইলা॥১৯
শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সম্মার্জন।
তিঁহো কহে মোরে প্রভু না কর স্পর্শন॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্মপবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পারতুমি ব্রহ্মাণ্ডশোধিতে॥২০
তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে [illegible]
শ্রীমদ্ভাগবতবচনং—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ২ ॥

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ ঊনবিংশে দ্বিতীয়শ্লোকধৃতং ইতিহাসসমুচ্চয়োক্তভগবদ্বাক্যম্—

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥৩

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে দশমশ্লোকঃ—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥৪॥

অরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ (শ্রীকৃষ্ণস্য পাদারবিন্দাৎ বিমুখাৎ ভক্তিহীনাৎ) দ্বিষড়্গুণযুতাৎ (ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমশ্চ তপশ্চ মাৎসর্য্যঞ্চ হ্রীশ্চ তিতিক্ষা চ অনসূয়া চ যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিশ্চ শ্রুতঞ্চেতি দ্বাদশগুণাঃ তৈঃ যুক্তাৎ) বিপ্রাৎ তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং (তৎ তস্মিন্ অরবিন্দনাভে অর্পিতা মনঃ বচনং কর্ম্ম অর্থং প্রাণঞ্চ যেন তং) শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে (যতঃ) সঃ (শ্বপচঃ) কুলং পুনাতি তু ভূরিমানঃ (গর্ব্বযুক্তবিপ্রঃ আত্মানমপি) ন (পুনাতি কুতঃ কুলম্) ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি-রহিত এবং ধর্ম্ম, সত্য দম, তপ, মাৎসর্য্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি ও বেদাধ্যয়ন এই দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ হইতে শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে অর্পিত মন, বাক্য, কায়িক চেষ্টা, অর্থ এবং প্রাণ যৎ-কর্ত্তৃক তাদৃশ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। যে হেতু তাদৃশ চণ্ডাল কুল পবিত্র করে। অতি-মান গর্ব্বযুক্ত সেই বিপ্র আপনাকেও পবিত্র করিতে পারে না ॥৪॥

তোমা দেখি তোমা স্পর্শি গাই তব গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়-ফল এই শাস্ত্রনিরূপণ ॥২১॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে ত্রয়োদশাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি
সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥৫॥

ত্বাদৃশদর্শনং (ত্বাদৃশানাং তব তুল্যানাং হরিভক্তানাং দর্শনম্) অক্ষ্ণোঃ ফলং, ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ তন্বাঃ ফলং, ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি জিহ্বাফলং (অত-এব) লোকে ভাগবতা হি (এব) সুদুর্লভাঃ ॥ ৫ ॥

পৃথিবী কহিলেন, হে প্রহ্লাদ, তোমার মত ব্যক্তিকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল, তোমার মত ব্যক্তির অঙ্গ সঙ্গ করাই দেহের ফল এবং তোমার মত ব্যক্তির কীর্ত্তন করাই জিহ্বার ফল, যে হেতু সংসার মধ্যে ভগবদ্ভক্তেরাই সুদুর্লভ ॥৫॥

এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় কৃপাময় পতিত-পাবন ॥
মহারৌরব হৈতে তোমা করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥২২॥
সনাতন কহে কৃষ্ণে আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমার কৃপা মানি॥
কেমতে ছুটিলা বলি প্রভু প্রশ্ন কৈলা।
আদ্যোপান্ত সব কথা তিঁহ শুনাইলা ॥২৩॥
প্রভু কহে তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ অনুপম দুই বৃন্দাবন গেলা ॥
তপনমিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরেরে।
প্রভু আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দুঁহারে ॥২৪॥
তপনমিশ্র তবে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ যাহ সনাতন ॥

চন্দ্রশেখরে প্রভু কহিল বোলাইয়া।
এই বেশ দূর কর যাহ ইহাঁ লঞা ॥২৫॥
ভদ্র করাইয়া গঙ্গাস্নান করাইলা।
শেখর আনিয়া তবে নূতন বস্ত্র দিলা ॥
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ॥২৬॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু ভিক্ষা করিবারে।
সনাতন লঞা গেলা তপনমিশ্র-ঘরে ॥
পাদপ্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা।
সনাতনে প্রসাদদেহ মিশ্রেরেকহিলা ॥২৭
মিশ্র কহে সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর তারেপ্রসাদদিব পাছে ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিলা।
মিশ্র প্রভুর শেষ পাত্র সনাতনে দিলা ॥
মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন।
বস্ত্র না লইল এই কৈল নিবেদন ॥
মোরে বস্ত্র দিতে যদি হয় তোমার মন।
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন ॥
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা।
সনাতন দুইবহির্ব্বাস কৌপীন করিলা ॥২৮
মহারাষ্ট্রী দ্বিজে প্রভু মিলাইলা সনাতন।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহানিমন্ত্রণ ॥
সনাতন তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে।
তাবৎ আমার ঘরে ভোজন করিবে ॥২৯
সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা একত্রেকেনে লিব ॥
সনাতনেরবৈরাগ্যে প্রভুরআনন্দঅপার।
ভোটকম্বল দেখি প্রভু চাহেবারবার ॥৩০
সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায় ॥
এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।
এক গৌড়িয়া কাঁথা [illegible] ॥৩১

তারে কহে অরে ভাই কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ মোরে ॥
সেই কহে হাস্য কর প্রামাণিক হঞা।
বহুমূল্য ভোট কেনে দিবে কাঁথা লঞা ॥৩২
তিঁহো কহে হাস্য নহে কহি সত্যবাণী।
ভোট লহ তুমি মোরে দেহ কাঁথাখানি ॥
এত বলি কাঁথা নিল ভোট তারে দিয়া।
প্রভু ঠাঞি আইলা কাঁথা গলায় বান্ধিয়া ॥
প্রভু কহেতোমারভোটকম্বল কাঁহাগেল।
প্রভু পায়ে সব কথা গোসাই কহিল ॥৩৩
প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥
সে কেনে রাখিবতোমারশেষবিষয়ভোগ।
রোগখণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায়ে মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয় লোকে করে উপহাস ॥৩৪॥
গোসাই কহে যে খণ্ডাইলেকুবিষয়ভোগ।
তার ইচ্ছায় গেল মোর শেষবিষয়রোগ ॥
তবে প্রসন্ন হঞা প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
প্রভুকৃপায়প্রশ্নকরিতে তাঁরশক্তিহৈল ॥৩৫
পূর্ব্বে যেন রায়-পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈলা।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তাঁরে উত্তর দিলা ॥
ইহাঁ প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্বনিরূপণ ॥৩৬

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ম্।
তত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ ॥৬॥

স ঈশঃ (শ্রীচৈতন্যঃ) কৃপয়া সনাতনায় কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ং তত্ত্বম্ উপদিদেশ ॥৬

শ্রীচৈতন্যদেব কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ভক্তিরস মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব সনাতনকে উপদেশ করিয়াছেন ॥৬

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা॥
নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইলাম জনম॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্যব্যবহারেপণ্ডিত তাহি সত্যমানি॥৩৭
কৃপা করি যদি মোরে করিলে উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥
কে আমি কেনে আমা জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহিজানি কিসা কেমনেহিতহয়॥৩৮
সাধ্যসাধন তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥
প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সর্ব্বতত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয়॥
কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব॥৩৯

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং সপ্তচত্বারিংশশ্লোকঃ—

অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ।
সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ॥৭॥

সদ্ধর্ম্মস্য (ভাগবতধর্ম্মস্য) অববোধায় (জ্ঞাতুং) যেষাং মতিঃ নির্ব্বন্ধিনী (অধ্যবসিতা স্যাৎ) এষাং (মহাত্মনাম্) অভীপ্সিতঃ (বাঞ্ছিতঃ) সর্ব্বার্থঃ অচিরাৎ এব সিধ্যতি॥ ৭॥

ভাগবত ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য যাহাদের মতি অতিশয় যত্নবতী, তাহাদের অভিলষিত সকল বিষয়ই অবিলম্বে সিদ্ধ হইয়া থাকে॥৭॥

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে॥৪০
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
[illegible]॥৪১

সূর্য্যাংশু কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিকশক্তি কৃষ্ণের তিনপ্রকার হয়॥৪২

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাবিংশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥৮॥

একদেশস্থিতস্য অগ্নেঃ জ্যোৎস্না (প্রভা) যথা বিস্তারিণী তথা ইদম্ অখিলং (ব্রহ্মাদিরূপং) জগৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ (কৃতবিস্তারঃ)॥৮॥

একদেশস্থিত অগ্নির কিরণ যেমন চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ এই অখিল জগৎ পরব্রহ্মেরই শক্তি॥৮॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমাংশে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ—

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥৯॥

(হে) তপতাং শ্রেষ্ঠ! পাবকস্য উষ্ণতা যথা (তথা) সর্ব্বভাবানাং (মণিমন্ত্রাদীনাং) শক্তয়ঃ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ (তর্কাতীতং যজ্জ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি)। যতঃ অতঃ ব্রহ্মণঃ তাঃ তু (তথাবিধাঃ) সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ (সন্তি)॥ ৯॥

হে তপোধন! অগ্নির উষ্ণতাশক্তির ন্যায় মণিমন্ত্রাদি সকল পদার্থেই অচিন্ত্য ও বুদ্ধির অগোচর শক্তি বিদ্যমান [illegible] রাছে, তদ্রূপ ব্রহ্মেরও স্বাভাবিক [illegible] তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন সর্গাদি [illegible] শক্তি আছে॥৯॥

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি আর জীবশক্তি॥৪৩

তথাহি [illegible]
[illegible]

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥১০॥
যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বদা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্॥১১॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥১২॥

তথাহি আদিলীলায়াং সপ্তমে ষষ্ঠশ্লোকধৃতং শ্রীগীতাবচনম্—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥১৩॥

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥৪৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লোকঃ—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥১৪॥

(যতঃ) ঈশাৎ (ভগবতঃ) অপেতস্য (চ্যুতস্য বিমুখস্য জীবস্য এব) তন্মায়য়া (তস্য ভগবতঃ মায়য়া) অস্মৃতিঃ (স্বরূপাস্ফূর্ত্তিঃ ভবতি, ততঃ) বিপর্য্যয়ঃ (দেহাদ্যাত্মাভিমানঃ ভবতি, ততঃ চ) দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ (দ্বিতীয়ে দেহাদৌ উপাধিভূতে অভিনিবেশতঃ অভিমানাৎ) ভয়ং স্যাৎ (অতঃ) বুধঃ (বিবেকী) তম্ ঈশং (প্রথমতঃ) আভজেৎ (ঈশং ভজেৎ, ততঃ) গুরুদেবতাত্মা (গুরুঃ এব দেবতা আত্মা চ যস্য তথাভূতঃ সন্) একয়া (নিরুপাধ্যুপাসনরূপয়া অব্যভিচারিণ্যা) ভক্ত্যা (সাক্ষাৎভাগবতধর্ম্মরূপয়া) ভজেৎ॥১৪॥

পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীবের মায়া বশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে এবং [illegible] দেহে আত্মাভিমান ঘটে। দ্বিতীয় বস্তু যে দেহেন্দ্রিয়াদি তাহাতে অভিনিবেশ হইলেই ভয় জন্মে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি গুরুতে দেবতাবুদ্ধি এবং প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে পরমেশ্বরের ভজন করিবেন॥১৪॥

শাস্ত্র সাধু কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেইজীবনিস্তরেমায়া তাহারেছাড়য়॥৪৫

তথাহি শ্রীগীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকঃ—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥১৫॥

মম (সর্ব্বেশ্বরস্য) এষা দৈবী (অলৌকিকী অত্যদ্ভুতা) গুণময়ী (সত্ত্বাদিগুণত্রয়াত্মিকা) মায়া দুরত্যয়া (তেষাং দুরতিক্রমা) মাং (সর্ব্বেশ্বরং মায়ানিয়ন্তারং কৃষ্ণং) যে (জনাঃ) প্রপদ্যন্তে (শরণং গচ্ছন্তি) তে এতাম্ (অর্ণবমিব অপারাং) মায়াং (গোষ্পদোদকাঞ্জলিমিব অশ্রমেন) তরন্তি॥১৫॥

আমার এই অলৌকিক ও অত্যদ্ভুতা, সত্ত্বাদিত্রিগুণাত্মিকা মায়া দুরতিক্রমনীয়া। যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারাই কেবল সমুদ্র তুল্য মায়া হইতে গোষ্পদ সদৃশ উত্তীর্ণ হয়॥১৫॥

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদপুরাণ॥
শাস্ত্র গুরু আত্মরূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভুত্রাতা জীবের হয়জ্ঞান॥৪৬
বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্য সম্বন্ধভক্তি প্রাপ্ত্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম মহাধন॥৪৭॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবানন্দ প্রাপ্যের কারণ।
কৃষ্ণসেবা [illegible] কৃষ্ণরস আস্বাদন॥৪৮

ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দারিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দরিদ্র দেখি পুছয়েতাহারে॥
তুমি কেন দুঃখি তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারেনাকহিঅন্যত্রছাড়িলজীবন॥৪৯॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ।
ঐছে বেদপুরাণ কহে কৃষ্ণ-উপদেশ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণের সম্বন্ধ॥৫০॥
বাপের ধন আছে জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
তবে সর্ব্বজ্ঞ কহে তারেপ্রাপ্তের উপায়॥
এই স্থানে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভিমরুলবোরলাউঠিবে ধন নাপাইবে॥৫১
পশ্চিমে খুদিলে তাহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন না পাইবেখুদিতে গিলিবেসবারে॥৫২
তাতে পূর্ব্বদিগে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের ঝাড়ি পড়িবেক তোমারহাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম যোগ জ্ঞান ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তারে ভজি॥৫৩

তথাহি আদিলীলায়াং সপ্তদশে পঞ্চমশ্লোক-ধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥১৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশা-ধ্যায়ে বিংশশ্লোকঃ—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥১৭॥

সতাং প্রিয়ঃ আত্মা অহম্ একয়া (কেবলয়া অনন্যপ্রয়োজনয়া) শ্রদ্ধয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বিকয়া) ভক্ত্যা গ্রাহ্যঃ (ক্রমাৎ বশীকার্য্যঃ)। ভক্তিঃ মন্নিষ্ঠা (ময়ি নিষ্ঠাং গতা সতী) শ্বপাকান্ [illegible] (জাতিদোষাৎ) অপি পুনাতি [illegible]

সাধুগণের অতিপ্রিয় আত্মস্বরূপ আমি, একমাত্র শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা শুদ্ধা ভক্তি দ্বারাই বশীভূত হই। আমাতে নিষ্ঠারূপ ভক্তি ক্রমশঃ সুদৃঢ় হইলে, চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে॥১৭॥

অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়।
সুখভোগ হইলে দুঃখ আপনে পলায়॥৫৪
তৈছে ভক্তি ফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥
দারিদ্র্য নাশ ভব ক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥৫৫
বেদ শাস্ত্রে কহে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেম তিন মহাধন॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণমুখ্য সম্বন্ধ।
তার জ্ঞানে আনুসঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥৫৬

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে চতুর্থলহর্য্যাং ত্রিসপ্ততিতমশ্লোকধৃতং পদ্মপুরাণ-বচনম্—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥১৮

তে তে পুরাণাগমাঃ চরাচরস্য [illegible] ব্যামোহায় (ব্যামোহম্ উৎপাদয়িতুং) কল্পাবধি (কল্পকালপর্য্যন্তং) তাং তাং দেবতাম্ [illegible] পরমিকাং হি জল্পন্তু (পুনঃ সমস্তাগমব্যাপারেষু [illegible] (সর্ব্বশাস্ত্রাণাং [illegible]) বিবেচনব্যতিকরং [illegible] (বিবেচনং বিচারঃ ব্যতিকরঃ আয়তঃ [illegible]) [illegible] (তত্তৎসম্পাদনেষু) নিষ্ঠাতে (সতি) একঃ [illegible] বিষ্ণুঃ নিশ্চীয়তে॥১৮

সেই সেই পুরাণ এবং আগম শাস্ত্র, জঙ্গম অর্থাৎ মনুষ্য জগতের অর্থাৎ যাঁহারা পুরাণাদি শাস্ত্রের সম্যক্ বিচার করিতে অযোগ্য তাহাদিগের মোহনার্থ কল্পকাল পর্য্যন্ত এক এক অংশকে, সেই সেই দেবতারূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলুন; কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রের শব্দ বৃত্তি বিবেচনা পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিলে অদ্বিতীয় ভগবান্ অচিন্ত্য অনন্ত স্বাভাবিক শক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণই নির্ণয়রূপ সিংহাসনে অবস্থিত হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

গৌণ মুখ্য বৃত্তি কিবা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥৫৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশত্রিচত্বারিংশশ্লোকৌ—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥ ১৯ ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতেহ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥২০॥

কিং বিধত্তে (শ্রুতিঃ কিং বিদধাতি) কিম্ আচষ্টে (কথয়তি) কিম্ অনূদ্য (আশ্রিত্য) বিকল্পয়েৎ ইতি (এবম্) অস্যাঃ (শ্রুতেঃ) হৃদয়ং লোকে (ইহলোকে) মৎ (মত্তঃ) অন্যঃ কশ্চন ন বেদ (জানাতি)। মাং (যজ্ঞরূপং) বিধত্তে মাম্ (এব তত্তদ্দেবতারূপম্) অভিধত্তে অহম্ (এব) বিকল্প্য (সন্দিগ্ধ) অপোহ্যতে (নিরাক্রিয়তে) সর্ব্ববেদার্থঃ (সর্ব্বেষাং বেদানাম্ অর্থঃ) এতাবান্ (এতাদৃশ এব) শব্দঃ (বেদঃ) মায়ামাত্রং (জগৎ) প্রতিষিধ্য (নিষিধ্য) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অর্থ কি অভিধান করে, কাহাকে আশ্রয় করিয়া তর্ক বিতর্ক করে, এই প্রকার ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন ইহলোকে আর কেহই জানে না। শ্রুতি আমাকেই যজ্ঞরূপী বলিয়া বিধান করে, আমাকেই দেবতারূপে বিধান করে, আমাকেই আশ্রয় করিয়া তর্ক বিতর্ক করে। ইহাই সমস্ত বেদের অর্থ; যে হেতু শব্দ প্রথমতঃ মায়িক জগতের নিষেধ করিয়া পরে মদবতাররূপ ভেদ কীর্ত্তন পূর্ব্বক পরিশেষে পরমার্থস্বরূপ আমাকে আশ্রয় করণান্তর কৃতকৃত্য হইয়া থাকে ॥ ১৯।২০ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপানন্ত বৈভব অপার।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আর ॥
বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তিকার্য্য হয়।
স্বরূপশক্তি শক্তি কার্য্যের কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়৫৮

তথাহি আদিলীলায়াং দ্বিতীয়ে সপ্তদশশ্লোকধৃতং ভাবার্থদীপিকায়াং শ্রীস্বামীবচনম্—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥২১॥

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥৫৯॥
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥ ৬০ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং দ্বিতীয়ে অষ্টাদশশ্লোকধৃতং ব্রহ্মসংহিতাবচনম্—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥২২॥

[illegible]

তথাহি আদিলীলায়াং দ্বিতীয়ে অষ্টাদশশ্লোক-ধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥২৩॥

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥৬২

তথাহি আদিলীলায়াং দ্বিতীয়ে চতুর্থশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

বদন্তি তৎ-তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥২৪॥

ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥৬৩॥

তথাহি আদিলীলায়াং দ্বিতীয়ে পঞ্চমশ্লোকধৃতং ব্রহ্মসংহিতাবচনম্—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৫ ॥

পরমাত্মা যেঁহো তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হয়েন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥৬৪

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥২৬

ত্বম্ এনং কৃষ্ণম্ অখিলাত্মনাম্ আত্মানম্ অবেহি। সঃ অপি জগদ্ধিতায় অত্র মায়য়া দেহী ইব আভাতি ॥২৬

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! তুমি এই শ্রীকৃষ্ণকে অখিল আত্মার আত্মা বলিয়া জানিও। [illegible]

তথাহি আদিলীলায়াং দ্বিতীয়ে সপ্তমশ্লোকধৃতং শ্রীগীতাবচনম্—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥২৭॥

ভক্তে ভগবান্ অনুভবে পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥
স্বয়ং-রূপ তদেকাত্ম রূপাবেশ নাম।
প্রথমেই তিন রূপে রহে ভগবান্ ॥৬৫॥
স্বয়ং-রূপে স্বয়ং-প্রকাশ দুই রূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ং-রূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি॥
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥৬৬
মহিষীবিবাহে হৈলা মূর্ত্তি বহুবিধ।
প্রাভব প্রকাশ এই শাস্ত্র-পরসিদ্ধ॥
সৌভর্য্যাদি প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয়॥৬৭

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥২৮॥

সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাব বেশ ভেদে নাম বৈভব প্রকাশে॥
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ।
আকার, বর্ণ, অস্ত্র ভেদে নাম বিভেদ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চত্বারিংশ[illegible] সপ্তমশ্লোকঃ—

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্॥

অন্যে চ তে (ত্বাং) অভিহিতেন [illegible]

নারায়ণরূপেণ একমূর্ত্তিকং চ) ত্বাং বৈ (এব) যজন্তি॥ ২৯॥

অপর কেহ কেহ ত্বদুক্ত পঞ্চরাত্রাদি বিধানে সংস্কৃত হইয়া আপনাকে ত্বন্ময় চিন্তা করিতে করিতে বাসুদেবাদিমূর্ত্তি তোমাকেই আরাধনা করিয়া থাকে ॥২৯॥

বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান॥
বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকীতনুজ।
দ্বিভুজ স্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ ॥৬৯॥
যে কালে দ্বিভুজ নাম বৈভব প্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব বিলাস॥
স্বয়ং-রূপে গোপবেশ গোপ-অভিমান।
বাসুদেব ক্ষত্রিয়বেশ আমি ক্ষত্রিয়জ্ঞান॥৭০
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য বৈদগ্ধ্যবিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস॥
গোবিন্দ-মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয়ে লোভ॥৭১॥
মথুরাতে যৈছে গন্ধর্ব্ব নৃত্য দরশনে।৭২।

তথাহি ললিতমাধবে চতুর্থাঙ্কে ঊনবিংশশ্লোকঃ—

উদ্‌গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য সরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমন্বিচ্ছতি ॥৩০॥

অসৌ চারণঃ উদ্‌গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্য (উদ্‌গীর্ণঃ উদিতঃ অদ্ভুতমাধুরীণাং পরিমলঃ যস্য সঃ তস্য) আভীরলীলস্য (গোপলীলস্য) মে (মম) দ্বৈতং (কৃত্রিমরূপং) সমক্ষয়ন্ (দর্শয়ন্) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) চিত্রীয়তে হন্ত (হে) সখে! সত্যম্ (এব বদামি) যস্য সরূপতাং (সাদৃশ্যং) প্রেক্ষ্য মামকং (মদীয়ং) চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং (কেলিষু কুতূহলায় কৌতুকায় উত্তরলিতম্ অতিশয়েন উৎসুকং সৎ) ব্রজবধূসারূপ্যং (শ্রীরাধায়াঃ সমানরূপতাম্) অন্বিচ্ছতি ॥ ৩০॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! যাহার অলৌকিক মধুরিমার সৌগন্ধ অতিশয় নিঃসৃত হইয়াছে, সেই গোপলীলাশালী কৃত্রিমরূপ আমায় দেখাইয়া এই নট বারম্বার চমৎকারিতা সম্পাদন করিতেছে। হে সখে, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, যাহার সারূপ্য অবলোকন করতঃ আমার চিত্ত কেলি-কৌতুকার্থ সাতিশয় চঞ্চল হইয়া শ্রীরাধার সারূপ্য বাঞ্ছা করিতেছে। ৩০॥

পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্রবিলোকনে॥৭৩

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে বিংশশ্লোকধৃতং ললিতমাধবচনম্—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ ৩১॥

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবাবেশাকৃতিভেদেতদেকাত্মনামতার৭৪
তদেকাত্মরূপে বিলাস স্বাংশ দুই ভেদ।
বিলাস স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ॥৭৫
প্রাভব বৈভবভেদে বিলাস দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস ভেদে অনন্ত প্রকার॥
প্রাভব বিলাস বাসুদেব সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ মুখ্য চারি জন॥ ৭৬॥
ব্রজে গোপভাব রামের পুরে ক্ষত্রিয় ভাবন
বর্ণ বেশ ভেদ তাতে বিলাস তার নাম॥
বৈভব প্রকাশ আর প্রাভববিলাসে।
এক মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাব ভেদে ভাসে।৭৭

আদি চতুর্ব্যূহ ইঁহার নাহি কেহ সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য কারণ ॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব বিলাস।
দ্বারকা মথুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস ॥৭৮॥
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ।
অস্ত্রভেদে নাম ভেদ বৈভববিলাস ॥
পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্ব্ব রূপে।
পরব্যোম মধ্যে বৈসে নারায়ণ রূপে ॥৭৯॥
তাহা হইতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ পরকাশ।
আবরণ রূপে চারিদিকে যার বাস ॥
চারি জনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যাহা হৈতে বিলাসের স্ফূর্ত্তি॥৮০
চক্রাদিধারণ ভেদে নাম ভেদ সব।
বাসুদেবের মূর্ত্তি কেশব নারায়ণ মাধব ॥
সঙ্কর্ষণের মূর্ত্তি গোবিন্দ বিষ্ণু শ্রীমধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৮১॥
প্রদ্যুম্নের ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর।
অনিরুদ্ধের হৃষীকেশ পদ্মনাভ দামোদর ॥
দ্বাদশমাসের দেবতা এই বার জন।
মার্গশীর্ষে কেশব পৌষে নারায়ণ ॥
মাঘের দেবতা মাধব গোবিন্দ ফাল্গুনে।
চৈত্রে বিষ্ণু বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে ॥ ৮২ ॥
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম আষাঢ়ে বামন দেবেশ।
শ্রাবণে শ্রীধর ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ ॥
আশ্বিনে পদ্মনাভ কার্ত্তিকে দামোদর।
রাধাদামোদর অন্য ব্রজেন্দ্রকোঙর ॥
দ্বাদশ তিলক মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম।
আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎস্থান ॥৮৩
এই চারি জনের বিলাস মূর্ত্তি আর অষ্টজন
তা সবার নাম কহি শুন সনাতন ॥
পুরুষোত্তম অচ্যুত নৃসিংহ জনার্দ্দন।
হরি কৃষ্ণ অধোক্ষজ উপেন্দ্র অষ্টজন ॥৮৪॥

বাসুদেবেরবিলাসদুইঅধোক্ষজপুরুষোত্তম
সঙ্কর্ষণের বিলাস উপেন্দ্র অচ্যুত দুই জন ॥
প্রদ্যুম্নের বিলাস দুই নৃসিংহ জনার্দ্দন।
অনিরুদ্ধের বিলাস হরি কৃষ্ণ দুই জন ॥৮৫
এই চব্বিশমূর্ত্তি প্রাভব বিলাস প্রধান।
অস্ত্রধারণ ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম ॥
ইঁহার মধ্যে যাহার হয় আকার বেশ ভেদ
সেই সেই হয় বিলাস বৈভব বিভেদ ॥৮৬॥
পদ্মনাভ ত্রিবিক্রম নৃসিংহ বামন।
হরি কৃষ্ণ আদি হয় আকার বিলক্ষণ ॥
কৃষ্ণের প্রাভব বিলাস বাসুদেবাদি চারিজন
সেই চারিজনের বিলাস বিংশতি গণন ॥
ইঁহা সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ পরব্যোম ধামে।
পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে ॥৮৭॥
যদ্যপি পরব্যোমে সবার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহো সন্নিধান ॥
পরব্যোম মধ্যে নারায়ণের নিত্য স্থিতি।
পরব্যোম উপরে কৃষ্ণলোকের বিভূতি॥৮৮
এক কৃষ্ণলোক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
গোকুলাখ্য মথুরাখ্য দ্বারকাখ্য আর ॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম ॥
প্রয়াগে মাধব মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব পদ্মনাভ জনার্দ্দন॥৮৯
বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে হরি মায়াপুরে।
ঐছে আর নানামূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সবার প্রকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে করেন বিলাস ॥৯০॥
সর্ব্বত্র প্রকাশ তার ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি ধর্ম্ম স্থাপিতে ॥
ইঁহার মধ্যে কারো হয় অবতারে গণন।
যৈছে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম নৃসিংহ বামন ॥

প্রভৃতি ভেদ নাম ভেদের কারণ।
চক্রাদিধারণ ভেদ শুন সনাতন ॥ ৯১ ॥
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধঃ পর্য্যন্ত।
চক্রাদি অস্ত্র ধারণে করি গণনার অন্ত ॥
সিদ্ধার্থসংহিতা করে চব্বিশ মূর্ত্তি গণন।
তার মত কহি আগে চক্রাদি ধারণ ॥
বাসুদেব গদা শঙ্খ চক্র পদ্মকর।
সঙ্কর্ষণ, গদা শঙ্খ পদ্ম চক্রধর ॥ ৯২ ॥
প্রদ্যুম্ন, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর।
অনিরুদ্ধ, চক্র গদা শঙ্খ পদ্মকর ॥
পরব্যোমে বাসুদেবাদি নিজ নিজ অস্ত্রধর
তারমত কহি যেই সব অস্ত্রকর ॥
শ্রীকেশব, পদ্ম শঙ্খ চক্র গদাকর।
নারায়ণ শঙ্খ পদ্ম গদা চক্রধর ॥
শ্রীমাধব গদা চক্র শঙ্খপদ্ম কর।
শ্রীগোবিন্দ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ ধর ॥৯৩॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি গদা পদ্ম চক্র শঙ্খকর।
মধুসূদন শঙ্খ চক্র পদ্ম গদাধর ॥
ত্রিবিক্রম পদ্ম গদা চক্র শঙ্খকর।
শ্রীবামন শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর ॥
শ্রীধর পদ্ম চক্র গদা শঙ্খকর।
হৃষীকেশ গদা চক্র পদ্ম শঙ্খধর ॥
পদ্মনাভ শঙ্খ পদ্ম চক্র গদাধর।
দামোদর পদ্ম চক্র গদা শঙ্খধর ॥ ৯৪ ॥
পুরুষোত্তম চক্র পদ্ম শঙ্খ গদাধর।
শ্রীঅচ্যুত গদা পদ্ম চক্র শঙ্খকর ॥
নরসিংহ চক্র পদ্ম গদা শঙ্খকর।
জনার্দ্দন পদ্ম চক্র শঙ্খ গদাধর ॥
শ্রীহরি শঙ্খ চক্র পদ্ম গদাধর।
শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ গদা পদ্ম চক্রকর ॥
অধোক্ষজ পদ্ম গদা শঙ্খ চক্রকর।
উপেন্দ্র শঙ্খ গদা চক্র পদ্মকর।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে কহে ষোল জন।
তার মত কহি এবে চক্রাদি ধারণ ॥৯৫॥
কেশবভেদে পদ্ম শঙ্খ গদা চক্রধর।
মাধবভেদে চক্র গদা শঙ্খ পদ্মকর ॥
নারায়ণ ভেদে নানা ভেদ অস্ত্রধর।
ইত্যাদিক ভেদ সব অস্ত্রধর ॥
স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
পুরীর আবরণরূপে পুরীর নবদিশে।
নবব্যূহরূপে নবমূর্ত্তি পরকাশে ॥ ৯৬ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে প্রাভবিভূতি-কথনে পঞ্চাশীতিতমশ্লোকঃ—

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণ-নৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥৩২

বাসুদেবাদ্যাঃ চত্বারঃ নারায়ণনৃসিংহকৌ (ইতি দ্বৌ) হয়গ্রীবঃ মহাক্রোড়ঃ (বরাহঃ) ব্রহ্মা চ ইতি নব (নবব্যূহাঃ) উদিতাঃ (কথিতাঃ) ॥ ৩২ ॥

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ হয়গ্রীব, বরাহ এবং ব্রহ্মা এই নবব্যূহ কথিত হইয়াছে ॥৩২॥

প্রকাশ বিলাসের এই কহিল বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন সনাতন ॥
সঙ্কর্ষণ মৎস্যাদিক দুই ভেদ আর।
পুরুষাবতার সঙ্কর্ষণ মৎস্যাদি অবতার ॥
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক লীলাবতার আর ॥৯৭॥
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশ অবতার ॥
বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম।
এতরূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৯৮॥
অনন্তাবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্দরশন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ষড়বিংশশ্লোকঃ—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাঽবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥৩৩॥

(হে) দ্বিজাঃ, সত্ত্বনিধেঃ হরেঃ অবতারাঃ হি অসংখ্যেয়াঃ যথা অবিদাসিনঃ (অপক্ষয়শূন্যাৎ) সরসঃ (সকাশাৎ) কুল্যাঃ সহস্রশঃ (সম্ভবন্তি) ॥৩৩

হে দ্বিজগণ! উপক্ষয়শূন্য সরোবর হইতে যেমন সহস্র সহস্র তাদৃশ নির্ঝর সকল সম্ভূত হয়; তদ্রূপ স্বীয় প্রাদুর্ভাব-শক্তির সেবধিরূপ শ্রীহরির অসংখ্য অবতার হয়॥ ৩৩ ॥

প্রথমে করেন কৃষ্ণ পুরুষাবতার।
সেই ত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥১০০॥

তথাহি আদিলীলায়াং পঞ্চমে নবমশ্লোকধৃতং সাত্বততন্ত্রবচনম্—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অনন্তশক্তিমধ্যে কৃষ্ণের তিনশক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম ॥
ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছা সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধানবাসুদেবচিত্তাধিষ্ঠাতা ॥১০১
ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন ॥
ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥১০২
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায় ॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তথাপি [illegible] তাহার প্রকাশ ॥১০৩

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়-শ্লোকঃ—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ ৩৫ ॥

সহস্রপত্রং কমলং মহৎপদং তৎ (ধাম) অনন্তাংশসম্ভবম্ (অনন্তস্য শ্রীবলদেবস্য অংশেন জ্যোতির্বিভাগবিশেষেণ সম্ভবঃ সদাবির্ভাবঃ যস্য তৎ) তৎ কর্ণিকারং গোকুলাখ্যং তদ্ধাম (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধাম শ্রীনন্দযশোদাভিঃ সহ বাসযোগ্যং মহান্তঃপুরম্)। ৩৫ ॥

যে সহস্রদল কমলাকার গোকুল নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান, বলদেবের অংশ অর্থাৎ জ্যোতির্ব্বিভাগবিশেষ দ্বারা আবির্ভূত হইয়াছে, সেই কমল কর্ণিকাকে শ্রীকৃষ্ণের ধাম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

মায়া দ্বারে সৃজেন তিঁহো ব্রহ্মাণ্ডেরগণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড কারণ ॥১০৪
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করেন শক্তি আধানে ॥১০৫
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে ধরে দাহশক্তি ॥১০৬

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্চত্বারিংশদ্ধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকঃ—

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥ ৩৬ ॥

হি (যস্মাৎ) রামঃ মুকুন্দঃ চ এতৌ বিশ্বস্য বীজযোনী পুরুষঃ প্রধানম্। পুরাণৌ ইমৌ ভূতেষু অন্বীয় (ভূতাত্মা) বিলক্ষণস্য (অভিলক্ষণস্য) জ্ঞানস্য (চৈতন্যস্বরূপস্য জীবস্য) চ [illegible] (নিত্যাবেৌ [illegible]) ॥ ৩৬ ॥

রাম ও কৃষ্ণ এই বিশ্বের বীজস্বরূপ ও যোনিস্বরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি। এই দুই পুরাণ পুরুষ ভূতসমূহে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক ভূতসমূহের ও তদ্বিলক্ষণ চৈতন্যাত্মক জীবের নিয়ন্তা হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

সৃষ্টি হেতু সেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বর মূর্ত্তি অবতার নাম ধরে ॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম ॥
মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম ॥ ১০৭ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং পঞ্চমে দ্বাদশশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥৩৭॥

তথাহি আদিলীলায়াং পঞ্চমে একাদশশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ৩৮ ॥

সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগৎ-কারণ ॥
কারণাব্ধিপারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥১০৮

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে দশমশ্লোকঃ—

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥ ৩৯ ॥

যত্র (বৈকুণ্ঠে) রজঃ তমঃ তয়োঃ মিশ্রং সত্ত্বং চ কালবিক্রমঃ চ ন প্রবর্ত্ততে, যত্র মায়া ন (প্রবর্ত্ততে) অপরে (ন সন্তি ইতি) কিমুত, যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ হরেঃ অনুব্রতাঃ (পার্ষদাঃ সন্তি) ॥ ৩৯ ॥

যে বৈকুণ্ঠে রজঃ ও তমোগুণের এবং রজস্তম সম্বন্ধীয় প্রাকৃত সত্ত্বগুণের প্রবৃত্তি নাই, যাহাতে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতি নাই, যেখানে কালের কোন প্রভাব নাই এবং যেস্থানে মায়াও নাই; অতএব রাগলোভাদিও নাই। যে বৈকুণ্ঠে হরির পার্ষদগণ সুরাসুর হইতেও পূজ্যতম ॥ ৩৯ ॥

মায়ার যে দুই বৃত্তি মায়া আর প্রধান।
মায়া নিমিত্ত হেতু বিশ্বের প্রকৃতি উপাদান
সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষুভিত করি করে বীর্য্যাধান ॥
স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥১০৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়বিংশাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকঃ—

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥ ৪০ ॥

দৈবাৎ (জীবাদৃষ্টাৎ কালাৎ বা) ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং (ক্ষুভিতা ধর্ম্মা গুণা যস্যাঃ তস্যাং) স্বস্যাং যোনৌ (অভিব্যক্তিস্থানে) পরঃ পুমান্ বীর্য্যং (জীবাখ্য চিদ্রূপশক্তিম্) আধত্ত (আহিতবান্) সা (প্রকৃতিঃ) হিরণ্ময়ং (প্রকাশবহুলং) মহত্তত্ত্বম্ অসূত ॥ ৪০ ॥

জীবের অদৃষ্ট বশতঃ প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে পরম পুরুষ মহাবিষ্ণু প্রকৃতিতে জীবাখ্যচিদ্রূপশক্তির আধান

করেন, তাহাতে সেই প্রকৃতি হইতে প্রকাশবহুল মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয় ॥৪০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ষড়্‌বিংশশ্লোকঃ—

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥৪১॥

কালবৃত্ত্যা (কালো বৃত্তির্যস্যাঃ তয়া মায়য়া নিমিত্তভূতয়া) গুণময্যাং (ক্ষুভিতগুণায়াং) মায়ায়াম্ (অব্যক্তে) বীর্য্যবান্ (চিচ্ছক্তিযুক্তঃ) অধোক্ষজঃ (ভগবান্) আত্মভূতেন (স্বাংশেন দ্বারভূতেন) পুরুষেণ (প্রকৃতির্দ্রষ্ট্রা) বীর্য্যং (জীবাখ্যশক্তিম্) আধত্ত ॥ ৪১ ॥

নিমিত্তভুতা অব্যক্তা মায়ার গুণ-ক্ষোভ হইলে চিচ্ছক্তিযুক্ত ভগবান্, স্বাংশ-ভূত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষ দ্বারা প্রকৃতিতে জীবনামকশক্তিকে আধান করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

তবে মহতত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার ॥
সর্ব্ব তত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডেরগণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন ॥১১০॥
এঁহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ মহাবিষ্ণু নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম ॥
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়।
পুরুষ নিশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায় ॥
পুনরপি নিশ্বাস সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর সব মায়াপর ॥ ১১১॥

তথাহি আদিলীলায়াং পঞ্চমে সপ্তমশ্লোকধৃতং ব্রহ্মসংহিতাবচনম্—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪২ ॥

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্যামী।
কারণাব্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী ॥
এইত কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব ॥১১২॥
সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈক মূর্ত্তে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্ত হইয়া ॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান, করিলা বিচার ॥১১৩
নিজাঙ্গ স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল ॥
তার নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে জন্ম হৈল ব্রহ্মার জন্ম সদ্ম ॥১১৪
সেই পদ্মনালে হইল চৌদ্দভুবন।
তিঁহো ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টি করিল সৃজন ॥
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগত পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়াসনে ॥১১৫
রুদ্ররূপ ধরি করে জগত-সংহার।
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তাঁর গুণ-অবতার।
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তিনের অধিকার ॥১১৬
হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী, গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যাঁরে গাই ॥
এইত দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়াপার ॥১১৭॥
তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু, গুণ-অবতার।
দুই অবতার ভিতর গণনা তাঁহার ॥
বিরাট্ ব্যষ্টি জীবের তিঁহো অন্তর্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তিঁহো পালনকর্ত্তা স্বামী ॥
পুরুষাবতার এই কহিল নিরূপণ।
লীলাবতার কহি এবে শুন সনাতন ॥১১৮
লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া করি দিগ্ দরশন ॥

মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন।
বরাহাদি লেখা যার না যায় গণন ॥১১৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে চত্বারিংশশ্লোকঃ—

মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ ৪৩ ॥

(হে) ঈশ, (অন্যদা যথা) মৎস্যাশ্বকচ্ছপ-বরাহনৃসিংহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ (সন্) ত্বং নঃ (অস্মান্ দেবান্) ত্রিভুবনং (ত্রিভুবনবাসিনঃ সাধুজনান্) চ পাসি তথা অধুনা (অপি) ভুবং ভারং হর। (হে) যদূত্তম, তে (তুভ্যং) বন্দনম্ ॥ ৪৩ ॥

হে ঈশ! তুমি মৎস, হয়গ্রীব, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, শ্রীরামচন্দ্র, পরশু-ও বামন প্রভৃতি অবতার সকলে যেরূপ ত্রিভুবনকে ও আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, তদ্রূপ অধুনা এই পৃথিবীর ভার হরণ কর। হে যদূত্তম, তোমাকে বন্দনা করি ॥ ৪৩ ॥

লীলাবতারের কৈল দিগ্‌দরশন।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তিন গুণাবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকার করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার ॥১২০
ভক্তিমিশ্র-কৃত পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন ॥
গর্ভোদকশায়ি দ্বারা শক্তি সঞ্চারি।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে ব্রহ্মারূপ ধরি ॥ ১২১ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে [illegible] পঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ—

ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি যদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৪ ॥

যথা ভাস্বান্ (সূর্য্যঃ) নিজেষু অশ্মশকলেষু (সূর্য্যকান্তাখ্যেষু) স্বীয়ং কিয়ৎ তেজঃ প্রকটয়তি, অপি (পশ্চাৎ তেন তদুপাধিকাংশেন দাহাদি-কার্য্যং স্বয়মেব করোতি) তদ্বৎ যঃ এষঃ (পুরুষঃ) অত্র (জীববিশেষে কিঞ্চিৎ তেজঃ প্রকটয়তি তেন তদুপাধিকাংশেন স্বয়মেব) ব্রহ্মা (সন্) জগদণ্ড-বিধানকর্ত্তা (ভবতি) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি ॥ ৪৪ ॥

সূর্য্য যেমন স্বনামবিখ্যাত সূর্য্যকান্ত-মণিতে স্বকীয় কিঞ্চিৎ তেজঃ প্রকট করিয়াও তেজঃ উপাধিক অংশ দ্বারা দাহাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করেন; তদ্রূপ যিনি জীববিশেষে কিঞ্চিৎ সৃষ্টিশক্তি প্রকাশ করতঃ তদুপাধিক অংশ দ্বারা স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া ব্যষ্টিকর্ত্তা হয়েন; সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি ॥৪৪॥

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয় ॥১২২

তথাহি আদিলীলায়াং পঞ্চমে ঊনবিংশশ্লোক-ধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥ ৪৫ ॥

নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি।
সংহারার্থে মায়া সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি ॥
মায়া সঙ্গে বিকারি [illegible]
[illegible]

দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে ।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে দুগ্ধ হৈতে নারে ॥১২৩

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশশ্লোকঃ—

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে নতু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্‌-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৬ ॥

যথা বিকারবিশেষযোগাৎ ক্ষীরং (দুগ্ধং) দধি সংজায়তে ততঃ হেতোঃ (দুগ্ধাৎ) ন পৃথক্ অস্তি তু (এবং) তথা কার্য্যাৎ (সংহারকার্য্যবশাৎ) যঃ (পুরুষঃ) শম্ভুতাম্ অপি সমুপৈতি তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি ॥ ৪৬ ॥

দুগ্ধ বিকারবিশেষযোগে যেমন দধি হয়; কিন্তু দধি স্বকারণ দুগ্ধ হইতে পৃথক পদার্থ নয়; তদ্রূপ যিনি সংহারাদি কার্য্যের নিমিত্ত রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৬ ॥

শিব মায়াশক্তিসঙ্গী তমোগুণাবেশ ॥১২৪

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাশীত্যধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকঃ—

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥৪৭॥

শিবঃ শশ্বৎ শক্তিযুতঃ ত্রিলিঙ্গঃ (গুণত্রয়োপাধিঃ) বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিকঃ) তৈজসঃ (রাজসঃ) তামসঃ চ ইতি অহম্ (অহঙ্কারং হি তত্তদ্রূপেণ) ত্রিধা (স চ তদধিষ্ঠাতা) গুণসংবৃতঃ ॥ ৪৭ ॥

শিব নিরন্তর প্রকৃতিশক্তির সহিত সংযুক্ত, ত্রিগুণোপাধি, গুণত্রয়ে আবৃত এবং সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে ত্রিবিধ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা ॥ ৪৭ ॥

মায়াতীত, গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ ॥১২৫

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমশ্লোকঃ—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

প্রকৃতেঃ পরঃ হরিঃ হি নির্গুণঃ (গুণাতীতঃ) সাক্ষাৎ (এব) পুরুষঃ (ঈশ্বরঃ) সঃ (হরিঃ) সর্ব্বদৃক্ (সর্ব্বেষাং শিবব্রহ্মাদিনাং দৃক্ জ্ঞানং যস্মাত্তভূতঃ সন্) উপদ্রষ্টা (তদাদিসাক্ষী ভবতি, অতঃ) তং ভজন্ নির্গুণঃ (গুণাতীতফলভাগ্) ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

হরি নির্গুণ, সাক্ষাৎ পুরুষ, প্রকৃতির পর, সকলের জ্ঞানপ্রদ এবং সর্ব্বসাক্ষী। তাঁহাকে ভজনা করিলে নির্গুণ ভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮ ॥

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার ।
সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত তাতে গুণমায়া পার ॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণসম প্রায় ।
কৃষ্ণঅংশী, তিঁহো অংশ বেদে হেন গায় ॥১২৬

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ—

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪৯॥

দীপার্চ্চিঃ (দীপশিখা) এব হি (যথা) দশান্তরম্ অভ্যুপেত্য বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা (বিবৃতঃ বিস্তারিতঃ হেতোঃ মূলদীপস্য সমানঃ সদৃশঃ ধর্ম্মঃ যয়া সা) দীপায়তে (পূর্ব্বদীপবৎ আচরতি তৎসদৃশতয়া প্রকাশতে) তাদৃক্ এব যঃ (পুরুষঃ) বিষ্ণুতয়া (বিষ্ণুরূপেণ) চ বিভাতি হি তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি ॥ ৪৯ ॥

দীপশিখা যেমন দশান্তরে উপগত হইয়া মূলদীপের সদৃশ ধর্ম্ম বিস্তার করতঃ

পূর্ব্ব দীপের ন্যায় প্রকাশ পায়, তদ্রূপ যিনি পালনার্থ বিষ্ণু হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৯ ॥

ব্রহ্মা শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থ বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার ১২৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে ত্রিংশশ্লোকঃ—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৫০ ॥

অহং তন্নিযুক্তঃ (সন্) বিশ্বং সৃজামি হরঃ তদ্বশঃ (সন্) হরতি, ত্রিশক্তিধৃক্ পুরুষরূপেণ (বিষ্ণুনামাবতারেণ) পরিপাতি ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ! তাঁহারই নিয়োগে আমি বিশ্বের সৃষ্টি করি, রুদ্র তাঁহার অধীন হইয়াই বিশ্বের সংহার করেন, সেই ত্রিশক্তিশালী শ্রীহরি বিষ্ণুরূপে বিশ্বের পালন করেন ॥ ৫০ ॥

মন্বন্তরাবতার ইবে শুন সনাতন।
অসংখ্য গণনা তার শুনহ কারণ ॥
ব্রহ্মার এক দিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
চৌদ্দ অবতার তাঁহা করেন ঈশ্বর ॥
চৌদ্দ একদিনে মাসে চারি শত বিশ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চহাজার চল্লিশ ॥১২৮॥
শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার।
পঞ্চলক্ষ চারি সহস্র মন্বন্তরাবতার ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।
মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাস ব্রহ্মার জীবন ॥
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত।
এক মন্বন্তরাবতার লেখার অন্ত ॥১২৯॥
স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞ স্বারোচিষে বিভু নাম।
ঔত্তমে সত্যসেন তামসে হরি অভিধান ॥
রৈবতে বৈকুণ্ঠ চাক্ষুষে অজিত বৈবস্বতে বামন
সাবর্ণ্যে সার্ব্বভৌম দক্ষসাবর্ণ্যে ঋষভ গণন
ব্রহ্মসাবর্ণ্যে বিষ্বক্সেন ধর্ম্মসেতু ধর্ম্মসাবর্ণ্যে
রুদ্রসাবর্ণ্যে সুধামা যোগেশ্বর দেবসাবর্ণ্যে
ইন্দ্রসাবর্ণ্যে বৃহদ্ভানু অভিধান।
এই চৌদ্দমন্বন্তরে চৌদ্দ অবতার নাম ১৩০
যুগ অবতার কহি ইবে শুন সনাতন।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগের গণন ॥
শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত ক্রমে চারি বর্ণ।
চারিবর্ণ ধরি কৃষ্ণ করায় যুগধর্ম্ম ॥ ১৩১ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং তৃতীয়ে সপ্তমশ্লোধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৫১

সত্যযুগের ধ্যান ধর্ম্ম শুক্লমূর্ত্তি ধরি।
কর্দ্দমেরে বর দিল যেঁহো কৃপা করি ॥
কৃষ্ণ ধ্যান করে লোক জ্ঞান অধিকারী।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি ॥১৩২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে একবিংশতিশ্লোকঃ—

কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলুম্ ॥৫২

কৃতে (সত্যযুগে) শুক্লঃ (শুক্লবর্ণঃ শুক্লনামা চ) চতুর্ব্বাহুঃ জটিলঃ বল্কলাম্বরঃ কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ দণ্ডং কমণ্ডলুং চ বিভ্রৎ ॥ ৫২ ॥

সত্যযুগে শুক্লবর্ণ চতুর্ব্বাহু জটিল বল্কলাম্বর কৃষ্ণ-মৃগচর্ম্মধারী যজ্ঞসূত্র-বিশিষ্ট অক্ষমালাভূষিত দণ্ডকমণ্ডলুধারী ব্রহ্মচারির বেশে অবতীর্ণ হয়েন ॥৫২॥

তথাহি তত্রৈব চতুর্ব্বিংশতিশ্লোকঃ—

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥ ৫৩ ॥

ত্রেতায়াম্ অসৌ (ভগবান্) রক্তবর্ণঃ চতুর্বাহুঃ ত্রিমেখলঃ (ত্রিগুণা দীক্ষাঙ্গভূতা মেখলা কটিসূত্রং যস্য সঃ) হিরণ্যকেশঃ (পিঙ্গলকেশঃ) ত্রয্যাত্মা (ঋগাদিবেদত্রয়ীপ্রতিপাদিতঃ আত্মা মূর্ত্তিঃ যস্য সঃ) স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ (স্রুক্ স্রুবাদি উপলক্ষণং চিহ্নং যস্য সঃ)॥ ৫৩॥

ত্রেতাযুগে ঐ ভগবান্ রক্তবর্ণ চতুর্ব্বাহু ত্রিমেখল হিরণ্যকেশ ত্রয্যাত্মা এবং স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষিত যজ্ঞরূপে অবতীর্ণ হয়েন॥ ৫৩॥

কৃষ্ণপাদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
কৃষ্ণবর্ণেকরায়লোকে কৃষ্ণার্চ্চনকর্ম্ম॥১৩৩

তথাহি আদিলীলায়াং তৃতীয়ে অষ্টমশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ৫৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে একোনত্রিংশশ্লোকঃ—

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥৫৫॥

বাসুদেবায় তে নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ নমঃ প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ৫৫॥

বাসুদেব, তোমাকে প্রণাম; সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, তোমাকে প্রণাম॥৫৫॥

এই মন্ত্রে দ্বাপরেতে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম॥
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি লোকে দিল লঞা ভক্তগণ॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্ত্তন॥১৩৪

তথাহি আদিলীলায়াং তৃতীয়ে দশমশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥৫৬॥

আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়
কলিকালে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়॥১৩৫

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে একপঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ ৫৭॥

(হে) রাজন্, দোষনিধেঃ (দোষাণাং নিধেঃ অপি) কলেঃ একঃ (কীর্ত্তনাদরূপঃ) মহান্ গুণঃ অস্তি হি (যস্মাৎ) কৃষ্ণস্য কীর্ত্তনাৎ এব মুক্তসঙ্গঃ (সন্) পরং (সর্ব্বোৎকৃষ্টপুরুষার্থং প্রেমাণং) ব্রজেৎ॥ ৫৭॥

হে রাজন্! কলির দোষ সমুদায়ের মধ্যে একটি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি হরিকীর্ত্তন করে, সে নরাধম হইলেও বন্ধন মোচন পূর্ব্বক পরম গতি প্রাপ্ত হয়॥ ৫৭॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিপঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥৫৮॥

কৃতে (সত্যযুগে) বিষ্ণুং ধ্যায়তঃ যৎ তৎ ত্রেতায়াং মখৈঃ যজতঃ দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ হরিকীর্ত্তনাৎ (তৎ সর্ব্বং প্রাপ্নোতি)॥ ৫৮॥

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে মুক্ত হয়, ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা মুক্ত হয়, দ্বাপরে বিষ্ণুসেবায় মুক্ত হয়, আর কলিতে কীর্ত্তন দ্বারাই মুক্ত হয়॥ ৫৮॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকঃ—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥৫৯॥

কৃতে (সত্যে) ধ্যায়ন্ ত্রেতায়াং যজ্ঞৈঃ যজন্ দ্বাপরে অর্চ্চয়ন্ যৎ (ফলম্) আপ্নোতি কলৌ কেশবং সঙ্কীর্ত্ত্য তৎ (সর্ব্বম্) আপ্নোতি ॥ ৫৯ ॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চ্চন করিয়া যাহা প্রাপ্ত হয়, কলিতে কেশবকীর্ত্তন করিয়া তাহাই লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকঃ—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥৬০॥

যত্র (কলৌ) সঙ্কীর্ত্তনেন (সাধনান্তরনিরপেক্ষেণ) এব সর্ব্বঃ অপি স্বার্থঃ (সাধনসাহস্রৈঃ সাধ্যঃ) লভ্যতে সারভাগিনঃ গুণজ্ঞাঃ আর্য্যাঃ (তং) কলিং সভাজয়ন্তি ॥ ৬০ ॥

হে রাজন্, যে কলিতে সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সকল স্বার্থই লাভ হয়; সারভাগী গুণজ্ঞ আর্য্য সকল সেই কলিকে সম্মান করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

পূর্ব্ববৎ লিখি যবে যুগাবতারগণ।
অসংখ্য সংখ্যা তার না হয় গণন ॥
চারিযুগের অবতার এই বিবরণ।
শুনি ভঙ্গী করি তবে পুছে সনাতন ॥
রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধে বৃহস্পতি। প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ মতি ॥
অতিক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ নীচাচার।
কেমতে জানিব কলিতে কোন অবতার ॥১৩৬
প্রভু কহে অন্য অবতার শাস্ত্রদ্বারে জানি।
কলি অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি ॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র পরমাণ।
আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারে জ্ঞান ॥
অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার ॥১৩৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দশমাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশশ্লোকঃ—

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥৬১

অতুল্যাতিশয়ৈঃ (নাস্তি তুল্যম্ অতিশয়ঃ আধিক্যং চ যেভ্যঃ তৈঃ অসমোর্দ্ধৈঃ) দেহিষু (প্রাকৃতেষু জীবেষু) অসঙ্গতৈঃ (অনুপপন্নৈঃ) তৈঃ তৈঃ বীর্য্যৈঃ (পরাক্রমৈঃ) শরীরিষু (প্রাকৃতেষু) অশরীরিণঃ (প্রাকৃতশরীররহিতস্য) যস্য (তব) অবতারাঃ জ্ঞায়ন্তে ॥ ৬১ ॥

প্রাকৃত জীব সকলে অসম্ভব অসমোর্দ্ধ প্রসিদ্ধ পরাক্রম সকল দ্বারা প্রাকৃত সংসারে প্রাকৃতশরীররহিত তোমার অবতার সকল জ্ঞাত হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে তত্ত্ব জানে মুনিগণ ॥
আকৃতে প্রকৃতে জানি স্বরূপ লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারে জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ ॥
ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে ॥১৩৮॥

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে একপঞ্চাশত্তমশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥৬২

এই শ্লোকে 'পর' শব্দে কৃষ্ণ নিরূপণ।
'সত্য' শব্দে কহে তার স্বরূপ লক্ষণ ॥
বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতাস্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ১৩৯

এই সব কার্য্য তাঁর তটস্থ লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥
অবতার কালে হয় জগতে গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর ॥১৪০॥
সনাতন কহে যাতে ঈশ্বর লক্ষণ।
পীতবর্ণ কার্য্য প্রেমদান সঙ্কীর্ত্তন ॥
কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিঞা কহ যাউক সংশয় ॥১৪১॥
প্রভু কহে চাতুরালি ছাড় সনাতন।
শক্ত্যাবেশ অবতারের শুন বিবরণ ॥
শক্ত্যাবেশ অবতার অসংখ্য গণন।
দিগ্দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ১৪২ ॥
শক্ত্যাবেশ দুই রূপ গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎশক্ত্যেঅবতারআভাসেবিভূতিলেখি
সনকাদি নারদ পৃথু আর পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মা আছে আবেশ তার নাম ॥
বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এইমুখ্যাবেশাবতারবিস্তারেনাহিঅন্ত॥১৪৩
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি নারদে শক্তি ভক্তি।
ব্রহ্মায় সৃষ্টিশক্তি অনন্তে ভূধারণ শক্তি ॥
শেষে স্বসেবন শক্তি পৃথুতে পালন।
পরশুরাম দুষ্টনাশক বীর্য্য সঞ্চারণ ॥১৪৪॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে প্রথম প্রকরণে অষ্টাদশশ্লোকঃ—

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥৬৩

জনার্দ্দনঃ জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্র (যেষু মহত্তমজীবেষু) আবিষ্টঃ (ভবতি। আবিষ্টাঃ) তে মহত্তমাঃ জীবাঃ এব আবেশা নিগদ্যন্তে(কথ্যন্তে)॥৬৩

যে সকল জীবে জ্ঞানশক্ত্যাদি কলা দ্বারা জনার্দ্দন আবিষ্ট হয়েন, সেই সমুদায় মহত্তম জীবকে আবেশ বলা যায় ।৬৩

বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণ শক্তি আবাবেশে ॥১৪৫

তথাহি শ্রীগীতায়াং দশমাধ্যায়ে একচত্বারিংশশ্লোকঃ—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৬৪॥

বিভূতিমৎ শ্রীমদূর্জ্জিতং এব বা যৎ যৎ সত্ত্বং (বস্তু ভবতি) তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশসম্ভবং (তেজোঽংশেন শক্তিলেশেন সম্ভবং সিদ্ধং) ত্বম্ অবগচ্ছ (প্রতীহি) ॥ ৬৪ ॥

এই সংসারে ঐশ্বর্য্যসমন্বিত, সম্পত্তি-বিশিষ্ট, বলপ্রভাবাদিসম্পন্ন যে যে বস্তু আছে, সে সকলই আমার শক্তিলেশ-সম্ভূত জানিবে ॥ ৬৪ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং দ্বিতীয়ে সপ্তমশ্লোকধৃতং শ্রীগীতাবচনম্—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৬৫॥

এইত কহিল শক্ত্যাবেশ অবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্মের শুনহ বিচার ॥
কিশোরশেখর ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন ॥
আদৌ প্রকট করায় পিতামাতা ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে ॥১৪৬

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে প্রথমলহর্য্যাং সপ্তবিংশতিশ্লোকঃ—

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলাবিলাসবান্ ॥৬৬

বয়সঃ বিবিধত্বে অপি অত্র সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ নিত্যলীলাবিলাসবান্ কিশোরঃ এব ধর্ম্মী (সর্ব্বে গুণাঃ সন্তি অস্মিন্ ইতি ধর্ম্মী পূর্ণাবির্ভাবঃ) ॥ ৬৬ ॥

বয়সের কৌমার,পৌগণ্ড ও কৈশোর

রাদি বিবিধ প্রকার ভেদ থাকিলেও, সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়, সর্ব্বগুণান্বিত ও নিত্য নূতনলীলা বিশিষ্ট কৈশোর বয়সই শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বয়স ॥ ৬৬ ॥

পূতনাদির বধ যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে ক্রমে ক্রমে ॥
অনন্তব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥
এই মত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
সে সেলীলাপ্রকটকরে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥১৪
ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরতা প্রাপ্তি।
রাসাদি লীলা করে কৈশোরে নিত্যস্থিতি
নিত্য লীলা শ্রীকৃষ্ণের সব শাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারে লীলা নিত্য কেমনে হয়
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যবে তবে লোক জানে।
কৃষ্ণলীলানিত্যেরজ্যোতিশ্চক্রপ্রমাণে ॥১৪৮
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রি দিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরি ক্রমে ক্রমে ॥
রাত্রি দিনে হয় ষাটিদণ্ড পরিমাণ।
তিনসহস্র ছয় শত পল তার মান ॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষাটিপল ক্রমোদয়।
সেই এক দণ্ড অষ্টদণ্ডে প্রহর হয় ॥
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয় ॥
ঐছে কৃষ্ণলীলা মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥১৪৯
সওয়া শতবৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিল বিলাস ॥
অলাৎ চক্রবৎ সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পূতনাবধাদি করি মৌষলান্তবিলাস ॥১৫০।
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলা হয় অবস্থান
তাতে নিত্যলীলা কহে নিগমপুরাণ ॥
গোলোক গোকুল ধাম বিভু কৃষ্ণ সম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥
অতএব গোলোকস্থল নিত্য বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে ক্রমে প্রকট তাহার ॥
ব্রজে কৃষ্ণ পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ ॥১৫১॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে প্রথমলহর্য্যাম্ অষ্টাদশশততমাদিত্রয়শ্লোকাঃ—

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৬৭
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ ॥ ৬৮ ॥
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্‌গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু ॥ ৬৯ ॥

নাট্যে শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈঃ যঃ হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণঃ ইতি ত্রিধা পরিকীর্ত্তিতঃ। প্রকাশিতাখিলগুণঃ পূর্ণতমঃ অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ অল্পদর্শকঃ পূর্ণঃ (ইতি) বুধৈঃ স্মৃতঃ। গোকুলান্তরে কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা দ্বারকামথুরাদিষু পূর্ণতা পূর্ণতরতা (চ) ব্যক্তা অভূৎ ॥৬৭।৬৮।৬৯ ॥

নাট্যশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ ও মধ্যাদি ভেদে হরি পূর্ণতম, পূর্ণতর এবং পূর্ণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। অখিলগুণপ্রকাশক পূর্ণতম, তদপেক্ষা অল্পগুণপ্রকাশক পূর্ণতর, তাহা অপেক্ষাও অল্পগুণপ্রকাশক পূর্ণ, পণ্ডিতগণ এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গোকুলমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা এবং দ্বারকায় পূর্ণত্ব ব্যক্ত হইয়াছে ॥৬৭।৬৮।৬৯॥

এক কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান্।
আর সব স্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণ নাম ॥

এই সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায়ে করি দিগ্‌দরশন ॥১৫২॥
ইহা যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্ব হয় তার জ্ঞান ॥
শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৫৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্বনিরূপণে শ্রীভগবৎস্বরূপ-ভেদবিচারো নাম বিংশতি পরিচ্ছেদ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলালপদারবিন্দসেবি বিনোদবিহারি গোস্বামিকৃতান্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত সম্বন্ধতত্ত্বনিরূপণে শ্রীভাগবৎস্বরূপ-ভেদবিচারো নাম বিংশতিতম পরিচ্ছেদ ॥ ২০ ॥

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরম্ ॥১॥

অগত্যেকগতিং হীনার্থাধিকসাধকং (হীনানাং সজ্জাতিকর্ম্মরহিতানাম্ অতিনীচজনানাং যে অর্থাঃ প্রয়োজনানি ধর্ম্মাদয়ো বা তেষাম্ অধিকং যথা স্যাত্তথা সাধকমিতি) শ্রীচৈতন্যং নত্বা অস্য (শ্রীচৈতন্যস্য) মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরং লিখামি। ১।

যিনি অগতির একমাত্র গতি এবং যিনি নীচজাতির প্রতি অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই চৈতন্য-দেবকে প্রণাম করতঃ তাঁহার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র লিখিতেছি ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
সর্ব্বস্বরূপের ধাম পরব্যোম ধামে।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ সব, নাহিক গণনে ॥
শত সহস্রাযুত লক্ষ কোটি যোজন।
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন ॥
সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক আনন্দ চিন্ময়।
পারিষদ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ সব হয় ॥১॥
অনন্তবৈকুণ্ঠ এক এক দেশে রহে যার।
সে পরব্যোমের কে করে গণনা বিস্তার ॥
অনন্তবৈকুণ্ঠ পরব্যোম যার দলশ্রেণী।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকার গণি ॥
এই মত ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ অবতার।
ব্রহ্মা শিব অনন্ত না পায় জীব কোন ছার ॥২

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে একবিংশতিশ্লোকঃ—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥ ২ ॥

(হে) ভূমন্! ভগবন্! পরাত্মন্! যোগেশ্বর! ভবতঃ উতীঃ (লীলাঃ) ক কথং বা কদা কতি বা ইতি ত্রিলোক্যাং কঃ বেত্তি? অহো! যোগমায়াং (মহাস্বরূপশক্তিং) বিস্তারয়ন্ (ত্বং) ক্রীড়সি ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভূমন্, ভগবন্ পরাত্মন্,যোগেশ্বর, আপনার লীলা সকল কোথায় কিরূপে কোন সময়ে বা কত প্রকার, ইহা এই ত্রিলোকমধ্যে কে জানে? অহো! আপনি যোগমায়া বিস্তার পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২ ॥

এই মত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত ॥৩

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকঃ—

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকাদ্যুভাসঃ ॥ ৩ ॥

গুণাত্মনঃ (গুণাধিষ্ঠাতুঃ) অস্য (বিশ্বস্য) হিতাবতীর্ণস্য (পালনায় অবতীর্ণস্য) অপি তে (তব) গুণান্ বিমাতুম্ (এতাবন্তঃ ইতি গণয়িতুম্ অপি) যৈঃ সুকল্পৈঃ (অতিনিপুণৈঃ জনৈঃ) কালেন (বহুজন্মনা) ভূপাংশবঃ ভূ পরমাণবঃ) খে (আকাশে) মিহিকাদ্যুভাসঃ (মিহিকাঃ হিমকণাঃ দ্যুভাসঃ দিবি নক্ষত্রাদিকিরণপরমাণবঃ) বা বিমিতাঃ (বিশেষেণ গণিতাঃ ভবেয়ুঃ তথাভূতাঃ অপি) কে (জনাঃ) ঈশিরে ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, যে সকল অতিনিপুণ ব্যক্তি বহুজন্মে পার্থিব পরমাণুপুঞ্জ ও আকাশে হিমকণা সকল বা নক্ষত্রাদি-কিরণপরমাণু সকল সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম গণনা করিতে পারেন, তাঁহারাও কি গুণাধিষ্ঠাতা ও এই বিশ্বের হিতার্থ অবতীর্ণ তোমার গুণগ্রামের ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হয়েন? ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মাদি বহু অনন্ত সহস্রবদন।
নিরন্তর গায় মুখে, না পায় গণন ॥৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে একচত্বারিংশশ্লোকঃ—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽপরে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥৪॥

পুরুষস্য মায়াবলস্য অন্তম্ অহং ন বিদামি (বেদ্মি তথা) তে (তব) অগ্রজাঃ অমী মুনয়ঃ (সনকাদয়ঃ চ ন) অপরে যে (তে) কুতঃ (বিদন্তি) দশশতাননঃ আদিদেবঃ শেষঃ অপি অস্য গুণান্ গায়ন্ অধুনা (অপি) পারং ন সমবস্যতি (নিশ্চিনোতি ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে বৎস! তোমার অগ্রজ মুনিগণ এবং আমিও সেই পরম-পুরুষ ভগবানের অন্ত জানিতে পারি নাই, অন্যে কিরূপে জানিবে? সহস্র-বদন আদিদেব অনন্তও তাঁহার গুণগান করিয়াও পার প্রাপ্ত হয়েন নাই ॥৪॥

সেহো রহু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি কৃষ্ণ।
নিজগুণের অন্ত না পাই হয়েত সতৃষ্ণ ॥৫

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে একচত্বারিংশংশ্লোকঃ—

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥৫॥

(হে ভগবন্) অনন্ততয়া (অনন্তত্বেন এব)

তে (তব) অন্তম্ (একাবধ্যং) দ্যুপতয়ঃ (স্বর্গাদি-লোকপতয়ঃ ব্রহ্মাদয়ঃ অপি) ন যযুঃ (প্রাপুঃ, যস্মাৎ) ত্বম্ অপি (আত্মনঃ অন্তং না যাসি) যদন্তরা (যস্য তব অন্তরা মধ্যে) নহু (অহো) বয়সা (কালচক্রেণ) খে (আকাশে) রজাংসি ইব সাবরণাঃ (উত্তরোত্তরদশগুণসপ্তাবরণাযুক্তাঃ) অণ্ডনিচয়াঃ সহ (একদা এব ন তু পর্য্যায়েন) ভ্রান্তি (পরিভ্রমন্তি) ভবন্নিধনাঃ (ভবতি ত্বয়ি নিধনং সমাপ্তিঃ যাসাং তাঃ) শ্রুতয়ঃ অতন্নিরসনেন ত্বয়ি ফলন্তি হি। ৫।

শ্রুতিগণ কহিলেন, হে ভগবন্, আপনি অনন্ত, অতএব দেবতারা আপনার অন্ত পান না। দেবতাদিগের কথা দূরে থাকুক, আপনিও আপনার অন্ত পান না। সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড সকল আকাশে রজঃকণার ন্যায় কালচক্র দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া আপনার দেহমধ্যেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ভবৎপর্য্যবসিতা শ্রুতিসকল অতন্নিরসন মুখে অর্থাৎ "তৎ ন তৎ ন" বিচার করিয়া আপনাতেই ফলিত হইয়া থাকে ॥৫॥

সেহ রহু ব্রজে যবে কৃষ্ণ অবতার।
তাঁর চরিত্র বিচারিতে মন না পায় পার ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈল এক ক্ষণে।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ অণ্ড স্ব-স্ব-নাথ সনে ॥
এমত অন্যত্রে নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত ॥ ৬ ॥
"কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ" শুকদেব বাণী।
কৃষ্ণসঙ্গে কত গোপ সংখ্যা নাহি জানি ॥
এক এক গোপ করে যে বৎসচারণ।
[illegible]
যেত্র বেত্র বেণু শৃঙ্গ বস্ত্র অলঙ্কার।
গোপগণের যত তার নাহি লেখা পার ॥
সবে হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি ॥৭
এক কৃষ্ণ দেহ হৈতে সবার প্রকাশে।
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে ॥
ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা মোহিত বিস্মিত।
স্তুতি করি এই পাছে করিলা নিশ্চিত ॥
যে কহে কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানো।
সে জানুক, কায়মনে মুঞি নাহি মানো ॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্মনোগম্য নহে তার এক বিন্দু ॥৮

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে অষ্টত্রিংশশ্লোকঃ—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥৬॥

(হে) প্রভো, জানন্তঃ এব জানন্তু ; বহূক্ত্যা কিম্? তব বৈভবং মে (মম, ব্রহ্মণঃ) মনসঃ বপুষঃ বাচঃ (চ) ন গোচরঃ (বিষয়ঃ ভবতি) ॥৬॥

হে প্রভো ! অধিক বলিবার প্রয়োজন কি ? যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই জানুন। তোমার বৈভব আমার কায়মনোবাক্যের বিষয়ীভূত হয় না ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণের মহিমা রহু, কেবা তার জ্ঞাতা।
বৃন্দাবনস্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভুতা ॥
ষোলক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্র পরকাশে।
তার এক দেশে বৈকুণ্ঠাজাণ্ডগণ ভাসে ॥
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের নাহিক গণন।
ঐশ্বর্য্য-সমুদ্রের এই কহিল এক কণ ॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য্য সাগর।
[illegible]

শ্রীভাগবতের এক শ্লোক কহিল আপনে।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে ॥১০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একবিংশশ্লোকঃ—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িত পাদপীঠঃ ॥ ৭ ॥

অসাম্যাতিশয়ঃ ত্র্যধীশঃ (ব্রহ্মাণ্ডস্থিতসর্ব্বভূতস্থানাম্ অধীশঃ) স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ (স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা পরমানন্দস্বরূপসম্পত্ত্যৈব প্রাপ্তসমস্তভোগঃ) বলিং (করম্ অর্হণং বা) হরদ্ভিঃ (সমর্পয়দ্ভিঃ) চিরলোকপালৈঃ (চিরকালীনৈঃ লোকপালৈঃ) কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ (কিরীটাগ্রেণ ঈড়িতং স্তুতং পাদপীঠং যস্য সঃ) তু স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥

যাঁহার সমান নাই এবং যাঁহা অপেক্ষা অধিক কেহই নাই, যিনি ত্র্যধীশ্বর ও পরমানন্দস্বরূপসম্পত্তি দ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, লোকপাল সকল উপহার লইয়া কিরীটকোটী দ্বারা যাঁহার পাদপীঠের স্তব করিয়া থাকেন, তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৭ ॥

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁর বড় তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥১১॥

তথাহি আদিলীলায়াং দ্বিতীয়ে অষ্টাদশশ্লোকধৃতং ব্রহ্মসংহিতাবচনম্—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥৮॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিন গুণাবতারে ঈশ্বর ॥১২॥
তিনেরা [illegible] ॥১২॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং বিংশে [illegible]শ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥৯॥

এ সামান্য ত্র্যধীশ্বরের অর্থ শুন আর।
জগৎকারণ তিন পুরুষাবতার ॥
মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষিরোদক-স্বামী।
এই তিন স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী ॥
এই তিন সর্ব্বাশ্রয় জগৎ-ঈশ্বর।
ইহাঁরাহো কলা অংশ কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥১৩

তথাহি আদিলীলায়াং পঞ্চমে সপ্তমশ্লোকধৃতং ব্রহ্মসংহিতাবচনম্—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১০॥

এই অর্থ বাহ্য, গূঢ় অর্থ শুন আর।
তিন আবাসস্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার
অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতাপিতা বন্ধুজন ॥
মধুরৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপার ভাণ্ডার।
যোগমায়াদাসী যাহা রাসাদিলীলাসার ॥১৪

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ—

করুণানিকুরম্বকোমলে
মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে
ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ ॥১১॥

করুণানিকুরম্বকোমলে (করুণানিকুরম্বেন সমূহেন কোমলঃ স্বভাবঃ যস্য তস্মিন্) মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি (মনোহরৈশ্বর্য্যপ্রকটনপরে) ব্রজরাজনন্দনে (শ্রীকৃষ্ণে) জয়তি ([illegible]) নঃ ([illegible]) চিন্তাকণিকা (চিন্তা[illegible] [illegible]

যিনি করুণাসমূহে কোমল স্বভাব হইয়াছেন, যিনি মধুর ও ঐশ্বর্য্যের বিলাসশালী সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত থাকিতে আমাদের চিন্তার লেশমাত্রও উপস্থিত হইতেছে না ॥ ১১ ॥

তার তলে পরব্যোম বিষ্ণুলোক নাম।
নারায়ণাদি অনন্ত স্বরূপের ধাম ॥
মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্য ভাণ্ডার।
অনন্ত স্বরূপে যাঁহা করেন বিহার ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা ভাণ্ডার কোঠরী।
পারিষদ্‌গণ ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি ॥১৫॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশশ্লোকঃ—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১২॥

তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে দেবীমহেশহরিধামসু (দেব্যাদীনাং যথোত্তরমূর্দ্ধোর্দ্ধপ্রভাববত্ত্বাত্তল্লোকানামূর্দ্ধোর্দ্ধভাবত্বম্ গোলোকস্য সর্ব্বোর্দ্ধগামিত্বং সর্ব্বব্যাপকত্বঞ্চ ব্যবস্থাপিতমস্তি) তেষু তেষু চ। যেন তে তে প্রভাবনিচয়াঃ বিহিতাঃ চ তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি ॥১২॥

গোলোক শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম এবং সর্ব্বোর্দ্ধবর্ত্তী অর্থাৎ কেন্দ্রস্থানীয়। উহার তলে হরিধাম অর্থাৎ পরব্যোম, মহেশধাম অর্থাৎ [illegible] এবং দেবীধাম অর্থাৎ মায়াধাম, এই তিনটি লোক পর [illegible]

[illegible]

ঐশ্বর্য্য সকল বিধান করিয়াছেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি ॥১২॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীবিষ্ণোঃ ধামকথনে সপ্তাশীতিতমাঙ্কধৃতং পদ্মপুরাণবচনমিদং—

প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥১৩।১৪॥

প্রধানপরমব্যোম্নোঃ অন্তরে (মধ্যে) বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ (বেদাঙ্গস্য ভগবতঃ ঘর্ম্মজনিতৈঃ তোয়ৈঃ) প্রস্রাবিতা (প্রবাহিতা) শুভা (ত্রিলোকপাবনী) বিরজা নদী (অস্তি)। তস্যাঃ (বিরজায়াঃ) পারে ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্ অমৃতং শাশ্বতং (মুহুর্নবং) নিত্যম্ অনন্তম্ পরমং পদং পরব্যোম (অস্তি) ॥১৩।১৪॥

প্রকৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণের পরব্যোম নামক মধ্যম আবাসের মধ্যে শ্রীভগবানের স্বেদজলবাহিনী, প্রবাহিতা, ত্রিলোকপাবনী বিরজা নাম্নী নদী। ঐ বিরজাই কারণার্ণব। ঐ বিরজার এক পারে ত্রিপাদ্‌বিভূতিশালী সনাতন, নিত্য-নূতন, অমৃত, নিত্য, অনন্ত পরব্যোম নামে স্থান আছে ॥ ১৩।১৪ ॥

তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা কোঠরী অপার ॥
দেবীধাম নাম তার জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী রাখি রহে যাঁহা মায়াদাসী ॥
এ তিন ধামের কৃষ্ণ হয় অধীশ্বর।
গোলোক পরব্যোম প্রকৃতির পর [illegible]
[illegible]
[illegible]

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ত্রিপাদ-বিভূতিকথনে পদ্মপুরাণবচনম্—

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং তু তৎ পদম্।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥১৫॥

তৎপদম্ (গোলোকঃ) ত্রিপাদ্বিভূতেঃ ধামত্বাৎ (আশ্রয়ত্বাৎ) ত্রিপাদ্ভূতং (উচ্যতে) যতঃ (যস্মাৎ) সর্ব্বা (ভগবতঃ) মায়িকী বিভূতিঃ পাদাত্মিকা (একপাদরূপা) প্রোক্তা ॥ ১৫ ॥

ত্রিপাদ্বিভূতির আশ্রয়প্রযুক্ত ঐ পরব্যোম ত্রিপাদস্বরূপ। যেহেতু শ্রীভগবানের সমুদায় মায়িকী বিভূতি এক পাদরূপে কথিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

ত্রিপাদ্ বিভূতি কৃষ্ণের, বাক্য অগোচর।
একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত ব্রহ্মা রুদ্রগণ।
'চির লোকপাল' শব্দে তাহার গণন ॥
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আইলা দ্বারপাল জানাইলা কৃষ্ণেরে॥১৮
কৃষ্ণ কহেন, কোন ব্রহ্মা, কি নাম তাহার
দ্বারী আসি ব্রহ্মাকে পুছেন আরবার ॥
বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারিরে কহিল।
'কহ গিয়া সনকপিতা চতুর্ম্মুখ আইল' ॥
কৃষ্ণে জানাইয়া দ্বারি ব্রহ্মা লঞা গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা ॥১৯॥
কৃষ্ণ, মান্য পূজা করি তারে প্রশ্ন কৈল।
কি লাগি তোমার ইহা আগমন হৈল ॥
ব্রহ্মা কহে, তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে তাহা করহ খণ্ডন ॥
'কোন্ ব্রহ্মা' পুছিলে তুমি, কোন্ অভিপ্রায়ে
আমা বহি জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে ॥২০
শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইলা তৎক্ষণে ॥
দশ বিশ শত সহস্রাযুত লক্ষ বদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো, নাহিক গণন ॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষকোটি বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষকোটি নয়ন ॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফর হইলা।
হস্তিগণ মধ্যে যেন শশক রহিলা ॥২১ ॥
আসি সব ব্রহ্মা, কৃষ্ণ-পাদপীঠ আগে।
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদপীঠে লাগে ॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি লখিতে কেহ নারে।
যত ব্রহ্মা তত মূর্ত্তি একই শরীরে ॥
পাদপীঠে মুকুটাগ্র সংঘট্টে উঠে ধ্বনি।
পাদপীঠকে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি॥
যোড়হাতে ব্রহ্মা রুদ্রাদি করেন স্তবন।
বড় কৃপা কৈলে প্রভু, দেখাইলে চরণ॥২২
ভাগ্য মোর বোলাইলা দাস অঙ্গীকরি।
কোন আজ্ঞা হয় তাহা করি, শিরে ধরি ॥
কৃষ্ণ কহে, তোমা সবা দেখিতে চিত্ত হৈল
তার লাগি এক ঠাঁঞি সবা বোলাইল ॥
সুখী হও সবে, কিছু নাহি দৈত্যভয়।
তারা কহে, তব প্রসাদে সর্ব্বত্রই জয় ॥
সম্প্রতি যেবা পৃথিবীতে হঞাছিল ভার।
অবতীর্ণ হঞা তার করিলা সংহার ॥২৩॥
দ্বারকাদি বিভু, তাহার এইত প্রমাণ।
আমারি ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ সবার হৈল জ্ঞান ॥
কৃষ্ণসহ দ্বারকাবৈভব অনুভব কৈল।
একত্র মিলনে কেহো কাহো না দেখিল ॥
তবে কৃষ্ণ সব ব্রহ্মাগণে বিদায় দিল।
দণ্ডবৎ হৈঞা সবে নিজ ঘরে গেল ॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে আসি কৈল নমস্কার ॥
ব্রহ্মা কহে, পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয় কৈল।
তাহার উদাহরণ আমি আজি যে দেখিল॥২৪

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ একবিংশে ষষ্ঠশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচর ॥১৬॥

কৃষ্ণ কহে, এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন।
অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারি বদন ॥
কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষকোটি
কোন ব্রহ্মাণ্ড নিযুতকোটি, কোন কোটিকোটি
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর বদন।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥২৫॥
একপাদ বিভূতি, ইহার নাহি পরিমাণ।
ত্রিপাদ্বিভূতি পরব্যোমের কে করে উমাণ ॥২৬

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ একবিংশে চতুর্দ্দশশ্লোকধৃতং পদ্মপুরাণবচনম্—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥১৭॥

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায়।
কৃষ্ণের বিভূতি স্বরূপ জানন না যায় ॥
ত্র্যধীশ্বর শব্দের অর্থ গূঢ় আর হয়।
ত্রিশব্দেতে কৃষ্ণের তিন লোক কয় ॥
গোলোকাখ্য গোকুল মথুরা দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজে নিত্যস্থিতি
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥২৭॥
পূর্ব্ব উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল।
অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ চির লোকপাল ॥
তা সবার মুকুট কৃষ্ণ পাদপীঠ আগে।
দণ্ডবৎ কালে তার মণি পীঠে লাগে।
মণিপীঠে ঠেকাঠেকি উঠে ঝনঝনি।
পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন অনুমানি ॥২৮
[illegible]
[illegible]

সেই স্বারাজ্য-লক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণকাম।
অতএব বেদে কহে স্বয়ং ভগবান্ ॥২৯॥
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপার অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারি তার, ছুইল এক বিন্দু ॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হৈল।
মাধুর্য্যে মজিল মন এক শ্লোক পড়িল ॥৩০

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকঃ—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥ ১৮ ॥

স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা (আবিষ্কৃতং সকল স্বৈভববিদ্বদ্গণবিস্মাপনায়েতি ভাবঃ) যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং (যন্মর্ত্ত্যলীলাসু ঔপয়িকং যোগ্যং নরাকৃতীত্যর্থঃ) গৃহীতং (ন কেবলমেতাবৎ তস্যৈব রূপান্তরে তাদৃশত্বানুভবাৎ তত্রাপি প্রতিক্ষণমপি অপূর্ব্ব প্রকাশাৎ) স্বস্য (অপি) চ বিস্মাপনং (যতঃ) সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গং (ভূষণানাং ভূষণানি অঙ্গানি যস্মিন্ তম্) ॥১৮॥

উদ্ধব কহিলেন, বিদুর। শ্রীভগবান্ আপন যোগমায়ার বল প্রদর্শন করাইয়া সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা মর্ত্ত্যলীলার উপযুক্ত নরাকৃতি রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আপনিও মুগ্ধ হইয়াছিলেন, অধিকন্তু সেই মূর্ত্তির অঙ্গসকল এরূপ শোভনীয় ছিল, যে ভূষণ সকলকেও ভূষিত করিত ॥ ১৮ ॥

যথা রাগঃ ॥

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
[illegible]
[illegible]

যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ধ্রু ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে ॥৩২॥
রূপ দেখি আপনার,কৃষ্ণেরহৈলচমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্যযারনাম, সৌন্দর্য্যাদিগুণগ্রাম,
এই রূপ তাঁর নিত্যধাম ॥৩৩॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তদুপরি ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছ নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ়সন্ধান,
বিন্ধে বেধা গোপীগণ মন ॥৩৪॥
ব্রহ্মাণ্ড উপর পরব্যোম,তাঁহাযেস্বরূপগণ,
তা সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা শিরোমণি, যারেকহেবেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥৩৫॥
চড়ি গোপী মনোরথে, মন্মথের মনমথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নবকন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥৩৬॥
নিজসম সখা সঙ্গে, গোগণ চরাণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।
যার বেণু ধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলকাঙ্গ বহে অশ্রুধার ॥৩৭॥
মুক্তমালা বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর বিজুরী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নবজলধর জগৎশস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃতধার ॥৩৮॥
মাধুর্য্য ভগবত্তাসার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানেস্থানেভাগবতে,বর্ণিয়াছেজানাইতে,
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ ॥৩৯॥
কহিতেকৃষ্ণেররসে,শ্লোকপড়েপ্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতন-হাতে ধরি।
গোপী ভাগ্য কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরানাগরী ॥৪০॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে চতুর্বিংশতি-
শ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥১৯॥

যথা রাগঃ ॥

তারুণ্যামৃত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্যসার,
তাহাতে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত, নারী মন তৃণপাত,
তাহা ডুবায় না হয় উদ্গম ॥৪১॥
সখি হে কোন্ তপ কৈল গোপীগণ।
কৃষ্ণরূপ-মাধুরী পিয়া পিয়া নেত্র ভরি,
শ্লাঘ্য করে নেত্র তনু মন ॥ ধ্রু ॥
যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
যেহোসবঅবতারী, পরব্যোমেঅধিকারী,
এ মাধুরী নাহি সে নারায়ণে ॥৪২॥
তাতেসাক্ষীসেইরমা,নারায়ণেরপ্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহোযেমাধুরীলোভে, ছাড়িসবকামভোগে
ব্রত করি করিল তপস্যা ॥ ৪৩ ॥
সেইত মাধুর্য্য-সার, অন্যসিদ্ধি নাহিতার,
তিঁহো মাধুর্য্যাদি-গুণ-খনি।
আর সব পরকাশে, তার দত্ত গুণভাসে,
যাহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি ॥৪৪॥

গোপীভাব দর্পণ, নব নব ক্ষণে জণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দুঁহে করে হুড়াহুড়ি,বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি,
নব নব দুঁহার প্রাথর্য্য ॥৪৫॥
কর্ম্ম জপ যোগ জ্ঞান,বিধিভক্তি তপোধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে,ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণমাধুর্য্য সুলভ ॥৪৬॥
সেই রূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়,
দিব্য-গুণ গণ রত্নালয়।
আনের বৈভবসত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ সর্ব্ব অংশী সর্ব্বাশ্রয় ॥ ৪৭ ॥
শ্রী লজ্জা দয়া কীর্ত্তি,ধৈর্য্য বৈশারদী মতি,
এ সব কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল মৃদু বদান্য, কৃষ্ণ সম নাহি অন্য,
কৃষ্ণ করে জগতের হিত ॥ ৪৮ ॥
কৃষ্ণ দেখি নানা জন, করে নিমিষ নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেই সব শ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি,
মুখমাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥ ৪৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকঃ—

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥২০॥

যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎ-কপোলসুভগং (মকরকুণ্ডলাভ্যাং চারু দেদীপ্যমানৌ যৌ কর্ণৌ তাভ্যাং ভ্রাজন্তৌ যৌ কপোলৌ তাভ্যাং সুভগং অতি মনোহরং) সবিলাসহাসং [illegible]

[illegible] উৎসবং যস্মিন্ তৎ) আননং নার্য্যঃ (গোপ্যঃ) নরাঃ (সুবলাদয়ঃ) চ দৃশিভিঃ (নেত্রাঞ্জলিভিঃ) পিবন্ত্যঃ (অপি) ন ততৃপুঃ (নিমেষোন্মেষব্যবধানমপ্যসহমানাঃ তৎকর্ত্তুঃ) নিমেঃ চ কুপিতাঃ (বভূবুঃ) ॥ ২০ ॥

মকরকুণ্ডল দ্বারা শোভমান মনোহর কর্ণযুগল এবং গণ্ডদ্বয় যাহার সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিয়াছে, বিলাসমাখা হাস্য যাহাতে বিরাজিত এবং সর্ব্বদাই যাহাতে উৎসব বর্ত্তমান রহিয়াছে; শ্রীকৃষ্ণের সেই মুখচন্দ্রকে গোপগোপীগণ নেত্র দ্বারা পান করতঃ আনন্দিত হইয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। যেহেতু নয়নের নিমেষ অসহিষ্ণু হইয়া নিমেষের সৃষ্টিকর্ত্তা নিমির প্রতি কোপ করিয়াছিলেন ॥২০॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে দ্বাবিংশশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥ ২১ ॥

যথারাগঃ ॥

কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণ করি উদয়
ত্রিজগৎ কৈল কামময় ॥ ৫০ ॥
সখি হে কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজরাজ।
কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে
সঙ্গে করি চন্দ্রের সমাজ ॥ ধ্রু ॥ ৫১ ॥
[illegible]

...অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দন বিন্দু,
সেহো এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥ ৫২॥
করনখ চান্দের ঠাট, বংশীউপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখচন্দ্রগণ, তলে করে সুনর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥ ৫৩ ॥
নাচে মকরকুণ্ডল, নেত্র লীলাকমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
...ধনু নাসিকাবাণ, ধনুগুণ দুই কাণ,
নারী মন লক্ষ্য বিন্ধে তায় ॥ ৫৪ ॥
এই চান্দের বড় নাট, পসারি চান্দের হাট,
বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত।
...হস্মিতজ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে
সবলোক করে আপ্যায়িত ॥৫৫॥
বিপুল আয়তারুণ, মদনমদ ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এই দুই নয়ন।
লাবণ্য কেলিসদন, জননেত্র রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দবদন ॥ ৫৬ ॥
যাঁর পুণ্য পুঞ্জফলে, সে মুখদর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পান।
দ্বিগুণবাড়েতৃষ্ণালোভ, পীতেনারেমনেক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধাতা নিন্দন ॥৫৭॥
না দিলেক লক্ষকোটি, সবেদিলআঁখিদুটি,
তাহে দিল নিমেষাচ্ছাদনে।
বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজনে ॥৫৮॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তারে করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
...রিলোচনধরে, কোটিআঁখিতারকরে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥ ৫৯ ॥
...

... দিনে লাগিল ... ...
শ্লোক পড়ে শ্রীমুখে চাহন ॥ ৬০ ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বিনবতিশ্লোকঃ—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-।
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ২২ ॥

অস্য বিভোঃ বপুঃ মধুরং মধুরম্ (অতিসুমধুরং) বদনং (তু) মধুরং মধুরম্ (অতিতরাং সুমধুরং) অহো এতৎ মধুগন্ধি (মধুসৌরভযুক্তং) মৃদুস্মিতং (তু) মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ (অতিতমাং সুমধুরম্) ॥ ২২ ॥

অহো! শ্রীকৃষ্ণের এই দেহ অতি সুমধুর। বদন মধুরতর। এই মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মধুরতম ॥ ২২ ॥

যথা রাগঃ ॥

সনাতন, কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সান্নিপাতী, সব পীতে করে মতি
দুর্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু ॥ ৬১ ॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে যেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিতজ্যোৎস্নাভর ॥ ৬২ ॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিক্ ব্যাপে যার পুর ॥ ৬৩ ॥
স্মিতকিরণসুকর্পূরে, পৈশে অধরমধুপুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
...

সেই ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
বলে পৈশে জগতের কাণে।
সব মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥ ৬৫ ॥
যে ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি-কোল হৈতে কাড়ি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥ ৬৬ ॥
নীবী খসায় পতি আগে, গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোক ধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥ ৬৭ ॥
কাণের ভিতর বাসা করে, আপনে তাহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বলিতে বলে আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥ ৬৮ ॥
পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে, আন কহিতে কহিল আনে,
কৃষ্ণকৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্ত ভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য্য মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥ ৬৯ ॥
আমিত বাতুল আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যামৃতস্রোতে যাই বহি ॥ ৭০ ॥
তবে প্রভু ক্ষণ এক মৌন ধরি রহে।
মনে ধৈর্য্য করি পুনঃ সনাতনে কহে ॥ ৭১ ॥
কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৭২ ॥

ইতি চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবর্ণনং নাম একবিংশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীশ্যামলাল পদারবিন্দ সেবি-বিনোদবিহারি-গোস্বামি কৃতাশয়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত সম্বন্ধতত্ত্ব বিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য বর্ণনং নাম একবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।
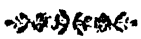
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা ॥ ১ ॥

যেন অতিগূঢ়া ইয়ং ভক্তিঃ প্রকাশিতা তং করুণার্ণবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবম্ (অহং) বন্দে ॥ ১॥

এই কলিতে যিনি অতি রহস্যময়ী ভক্তিকে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই করুণার্ণব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইত কহিল সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে, কৃষ্ণ এক সার ॥

এবে কহি শুন অভিধেয়-লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-প্রেম ধন॥
কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছেন নিশ্চয়॥ ১॥

তথাহি মুনিবাক্যম্—
শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্॥২॥

শ্রুতিঃ মাতা (জননী মাতৃবৎ সর্ব্বদা হিতকারিণীত্বাৎ) পৃষ্টা (জিজ্ঞাসিতা সতী) ভবৎ-আরাধনবিধিং দিশতি (আজ্ঞাপয়তি) যথা মাতুঃ বাণী স্মৃতিঃ ভগিনী অপি (শ্রুতিজাতত্বাৎ পৃষ্টা সতী) তথা বক্তি (ভবদারাধনবিধিং কথয়তি) যে বা পুরাণাদ্যাঃ (পুরাণতন্ত্রাদয়ঃ) সহজনিবহাঃ (সহোদরাঃ) তে তদনুগাঃ (জননীভগিন্যোঃ অনুগাঃ সন্তঃ ভবদারাধনবিধিং বদন্তি) অতঃ (হে) মুরহর! ভবান্ এব শরণম্ (ইতি) সত্যং জ্ঞাতম্॥ ২॥

শ্রুতিই মানবের মাতা। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আপনার আরাধনা করিতে উপদেশ করিয়া থাকেন। মাতা যাহা বলেন ভগিনী স্মৃতিও তাহাই বলেন। পুরাণাদি ভ্রাতৃগণও জননী ও ভগিনীরই অনুগত। অতএব হে মুরহর! আপনিই একমাত্র আশ্রয়, ইহা সত্য বুঝিয়াছি॥ ২॥

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপশক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥
স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতার গণ।
বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥২॥

সেই বিভিন্নাংশ জীব, দুইত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত একের নিত্যসংসার॥
নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণপারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুখ॥ ৩॥
সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কামক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥
তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥৪॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং অপরাধভঞ্জনে সপ্তশ্লোকঃ—
কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥৩॥

কামাদীনাং কতিধা দুর্নিদেশাঃ (দুষ্টাজ্ঞাঃ) কতি (প্রকারাঃ, অস্মাভিঃ) ন পালিতাঃ (অপি তু পালিতা এব, তথাপি) তেষাং (কামাদীনাং) ময়ি (বিষয়ে) করুণা (দয়া) ত্রপা (লজ্জা) উপশান্তিঃ ন জাতা। অথ (অনন্তরং, হে) যদুপতে, সাম্প্রতম্ (ইদানীং) তান্ (কামাদীন্) উৎসৃজ্য (তৎক্রুপয়া) লব্ধবুদ্ধিঃ (সন্) অভয়ং শরণং ত্বাম্ আয়াতঃ (প্রাপ্তঃ) মাম্ আত্মদাস্যে (স্বদাস্যে) নিযুঙ্ক্ষ (নিয়োজয়)॥ ৩॥

আমি কামাদির কত দুর্নিদেশ কত প্রকারেই না পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের দয়া হইল না, অথবা তাহারা আমাকে দয়া করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত বা নিবৃত্তি হইল না। হে যদুপতে, তোমার কৃপায় এক্ষণে

আমার জ্ঞান লাভ হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তোমার অভয়চরণ আশ্রয় করিয়াছি, তুমি আমাকে নিজদাস্যে নিয়োগ কর ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় হয়ত প্রধান।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতিতুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল ॥৫

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকঃ—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥ ৪ ॥

নিরঞ্জনম্ (উপাধিশূন্যং) জ্ঞানং নৈষ্কর্ম্ম্যম্ অপি অচ্যুতভাববর্জ্জিতম্ (অচ্যুতে ভাবঃ ভক্তিঃ তদ্বর্জ্জিতং চেৎ) অলম্ (অত্যর্থং) ন শোভতে (সম্যক্ পরোক্ষায় ন কল্পতে, তদা) শশ্বৎ (সাধনকালে ফলকালে চ) অভদ্রং (দুঃখরূপং যৎ কাম্যং) যৎ অপি অকারণম্ (অকাম্যং) কর্ম্ম ঈশ্বরে ন অর্পিতং (চেৎ) কুতঃ পুনঃ (শোভতে) ॥ ৪ ॥

শুভাশুভ-কর্ম্ম-লেশ-রহিত ব্রহ্মের সহিত একাকার বলিয়া জ্ঞানকে নৈষ্কর্ম্ম্য বলে। নৈষ্কর্ম্ম্যাভিধেয় জ্ঞান আবার অবিদ্যাখ্য অঞ্জনের অর্থাৎ উপাধির নিবর্ত্তক হয়। তাদৃশ জ্ঞানও যদি ভগবদ্ভক্তিবর্জ্জিত হয়, তবে তাহা কোনরূপেই শোভা পায় না, অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকার ঘটাইতে পারে না। জ্ঞানেরই যখন ঈদৃশী দশা, তখন সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখপ্রদ যে কাম্যকর্ম্ম ও অকাম্যকর্ম্ম, তাহা ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে, ভক্তির আকারে আকারিত না হইলে, কি কখন শোভা পাইতে পারে? ॥ ৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকঃ—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ ॥ ৫ ॥

তপস্বিনঃ দানপরাঃ যশস্বিনঃ মনস্বিনঃ মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ (চ পুরুষাঃ) যদর্পণং বিনা ক্ষেমং ন বিন্দন্তি, সুভদ্রশ্রবসে তস্মৈ নমঃ নমঃ ॥ ৫ ॥

তপস্বী, দানশীল, যশস্বী, যোগী, জপশীল এবং সদাচারিগণ যাহাতে স্বীয় তপস্যাদিকর্ম্ম অর্পণ না করিলে মঙ্গল প্রাপ্ত হয়েন না, সেই মঙ্গলযশস্বিন পুরুষকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

শুষ্ক জ্ঞান, মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে ॥৬

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকঃ—

শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৬ ॥

(হে) বিভো, শ্রেয়ঃ স্মৃতিং (শ্রেয়সাম্ অভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বা স্মৃতিঃ শরণং যস্যাঃ তাং) তে (তব) ভক্তিম্ উদস্য (ত্যক্ত্বা) যে (জনাঃ) কেবলবোধলব্ধয়ে (জ্ঞানমাত্রপ্রাপ্ত্যর্থং) ক্লিশ্যন্তি (শাস্ত্রাভ্যাসাদিক্লেশং কুর্ব্বন্তি) স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ (অল্পপ্রমাণং ধান্যং পরিত্যজ্য অন্তঃকণহীনান্ স্থূলধান্যাভাসান্ তুষান্ অবঘ্নতাঃ) যথা (তথা) অসৌ (শাস্ত্রা-

ভ্যাসাদিজনিতঃ) ক্লেশলঃ (ক্লেশঃ) এব অবশিষ্যতে ন অন্যৎ (জ্ঞানং তু ন এব ভবতি) ॥৬॥

হে বিভো! মঙ্গলের হেতুভূতা ত্বদীয়া ভক্তিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহারা কেবল জ্ঞানলাভার্থ শাস্ত্রাভ্যাসাদি-ক্লেশ স্বীকার করে, স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের ঐ ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে, অন্য কিছুই লাভ হয় না ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয়, বিনা জ্ঞানে ॥৭

তথাহি মধ্যলীলায়াং বিংশে পঞ্চদশশ্লোকধৃতং শ্রীগীতাবচনম্—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥৭

কৃষ্ণের নিত্যদাস, জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
চারি-বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিয়া সে রৌরবে পড়ি মজে ॥৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়তৃতীয়ৌ শ্লোকৌ —

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥৮॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥৯॥

পুরুষস্য (ভগবতঃ) মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) আশ্রমৈঃ (ব্রহ্মচর্য্যাদিভিঃ) সহ পৃথক বিপ্রাদয়ঃ চত্বারঃ বর্ণাঃ জজ্ঞিরে ।। এষাং (মধ্যে) যে (জনাঃ) সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবম্ ঈশ্বরং ন ভজন্তি অবজানন্তি (তে) স্থানাৎ ভ্রষ্টাঃ (সন্তঃ) অধঃ পতন্তি ॥ ৮।৯ ॥

বিরাট্ পুরুষের মুখ বাহু ঊরু ও চরণ হইতে সত্ত্বাদিগুণ-তারতম্যে পৃথক্ পৃথক্ চারিবর্ণের ও আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। যিনি উক্ত বর্ণাশ্রমসকলের সাক্ষাৎ জনকস্বরূপ সেই ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষকে ভজন করেন না, সুতরাং অবজ্ঞা করেন, তিনি কর্ম্মলব্ধ অধিকার হইতে চ্যুত ও অধঃপতিত হয়েন ॥৮।৯॥

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, ভক্তি বিনে ॥৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকঃ—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ১০ ॥

(হে) অরবিন্দাক্ষ, অন্যে যে বিমুক্তমানিনঃ (বিমুক্তাঃ বয়ম্ ইতি মন্যমানাঃ) ত্বয়ি অস্তভাবাৎ (ভক্তেঃ অভাবাৎ) অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ কৃচ্ছ্রেণ (বহুজন্মতপসা) পরং পদং (মোক্ষসন্নিহিতং সৎকুলতপঃশ্রুতাদি) আরুহ্য নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ (ন আদৃতে যুষ্মদঙ্ঘ্রী যৈঃ তে তাদৃশাঃ সন্তঃ) ততঃ পতন্তি (বিঘ্নৈঃ অভিভূয়ন্তে ॥ ১০ ॥

হে অরবিন্দলোচন! যাহারা তোমার প্রতি বিমুখ, তাহারা তোমাতে ভক্তির অভাব হেতু মলিন চিত্ত হয়, এবং সংসার মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে বিমুক্ত বোধ করিয়া তোমার পাদপদ্মের সমাদর করে না। যাহারা তোমার পাদপদ্মকে সমাদর করে না, তাহাদের গতিও সেই-রূপই হয়। তাহারা অতিকষ্টে বিষয়-সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যাদি দ্বারা

মোক্ষসন্নিহিত সৎকুলজন্মাদি উৎকৃষ্ট অধিকার লাভ করিয়াও অহঙ্কার বশতঃ উহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ, সূর্য্যসম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥১০

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে সপ্তচত্বারিংশশ্লোকঃ—

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।
তদ্ বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্॥ ১১ ॥

(মুনয়ঃ) যৎ ব্রহ্ম ইতি বিদুঃ তৎ বৈ পরমস্য পুংসঃ ভগবতঃ পদম্। (তৎ চ ব্রহ্ম) অজস্রসুখং বিশোকং শশ্বৎ প্রশান্তং সমম্ অভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সদসতঃ পরম্ আত্মতত্ত্বং (চ) যত্র (চ ব্রহ্মণি) শব্দঃ পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থঃ (চ) ন (অস্তি), মায়া চ অভিমুখে (স্থাতুং) বিলজ্জমানা ইব যস্মাৎ) পরৈতি (দূরতঃ অপসরতি)॥১১

মুনিগণ সকল হইতে বৃহত্তমত্ব হেতু যে তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন,সেই তত্ত্বই শ্রীভগবানের নির্ব্বিকল্পসত্তারূপ, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের পর বিচিত্ররূপাদি-বিকল্প-বিশেষবিশিষ্ট শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া, শ্রীভগবৎস্বরূপেরই অন্তর্গত ব্রহ্ম, শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারের সোপান-স্বরূপ। ঐ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ অজস্র-সুখস্বরূপ,আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ সকল আত্মার মূল ; কারণ, আত্মাই স্বপ্রকাশত্ব হেতু ও নিরুপাধিপরমপ্রেমাস্পদত্ব হেতু সেই সেই রূপে প্রতীত হয়েন ; নিত্যপ্রশান্ত (ক্ষোভরহিত) অভয়,বিশোক,উৎপত্তি-বিকারপ্রাপ্তি ও সংস্কার এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম-ফলের প্রকাশক কর্ম্মকাণ্ডরূপ শব্দ তাঁহার বোধক হয় না ; শুদ্ধ (ইন্দ্রিয়জন্যভ্রান্তি-দোষরহিত) সম (উচ্চনীচভাবশূন্য) কার্য্যসকল ও কারণসকলের উপরি-স্থিত ; অধিক কি, স্বয়ং মায়াও তদভি-মুখস্থিত জীবন্মুক্ত পুরুষসকলে অবস্থান করিতে লজ্জিত হইয়া দূরে পলায়ন করে ॥ ১১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকঃ—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥১২॥

যস্য ঈক্ষাপথে স্থাতুং বিলজ্জমানয়া অমুয়া (মায়য়া) বিমোহিতাঃ (অস্মদাদয়ঃ) দুর্ধিয়ঃ মম অহম্ ইতি বিকত্থন্তে (চ) ॥ ১২ ॥

মায়া যে ভগবানের দৃষ্টিপথে অব-স্থান করিতে লজ্জিত হয়েন, দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ সেই মায়ায় মোহিত হইয়া 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

'কৃষ্ণ তোমার হও' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করেন পার॥১১

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে সপ্তনবত্যধিকত্রিশতাঙ্কধৃতরামায়ণবচনম্—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥১৩॥

যঃ প্রপন্নঃ (শরণং গতঃ সন্) তব অস্মি (ভবামি) ইতি সকৃৎ এব (অপি) যাচতে। সর্ব্বদা তস্মৈ অভয়ং দদামি মম এতৎ ব্রতম্॥১৩॥

যে একবার আমার শরণাগত হইয়া বলে,'কৃষ্ণ আমি তোমার',আমি তাহারে সর্ব্বদা অভয় প্রদান করিয়া থাকি, ইহাই আমার ব্রত ॥ ১৩ ॥

ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥১২

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দশমশ্লোকঃ—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বকামঃ মোক্ষকামঃ অকামঃ (একান্তভক্তঃ) বা উদারধীঃ (পুরুষঃ) তীব্রেণ (দৃঢ়েণ স্বভাবতঃ যথা সর্ব্বেষু সাধ্যেষু পরমসাধকতমেন) ভক্তি-যোগেন পরং পুরুষং যজেত ॥ ১৪ ॥

অকাম একান্তভক্ত, উক্তামুক্ত সর্ব্ব-কাম কর্ম্মী ও যোগী এবং মোক্ষকাম জ্ঞানী যদি উদারবুদ্ধি হয়েন, তবে তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা পূর্ণপুরুষ শ্রীভগবানের উপাসনা করিবেন ॥ ১৪ ॥

অন্য-কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥
কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিঞা বিষয় ভুলাইব ॥ ১৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ঊনবিংশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশশ্লোকঃ—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ১৫ ॥

(সৈঃ) অর্থিতঃ (সন্) নৃণাম্ অর্থিতং (কামিতং পদার্থং) দিশতি (দদাতি) সত্যং (তথাপি) অর্থদঃ (পরমার্থদঃ) ন (ভবতি এব) যৎ (যস্মাৎ) যতঃ (দত্তাৎ অনন্তরং) পুনঃ (অপি) অর্থিতা (ভবতি)। অনিচ্ছতাম্ (অপি) ভজতাম্ ইচ্ছাপিধানং (সর্ব্বকামসমাপকং) নিজপাদ-পল্লবম্ (এব) স্বয়ং বিধত্তে (তেভ্যো দদাতি) ॥১৫

শ্রীভগবান্ প্রার্থিত হইয়া সকাম মনুষ্যাদিগকে প্রার্থিত বস্তু প্রদান করি-লেও সহসা পরমার্থ প্রদান করেন না; কারণ, তাহাদিগের প্রার্থিত লাভের পরও পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা দেখা যায়। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কামভাবে উপাসনা করেন, তাঁহারা প্রার্থনা না করিলেও, শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিধ কামনার আচ্ছাদক নিজপাদপল্লব প্রদান করিয়া পাকেন ॥ ১৫ ॥

কাম লাগি কৃষ্ণভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে করে অভিলাষে ॥১৪

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে সপ্তমাধ্যায়ে ধ্রুব-চরিতে অষ্টাবিংশশ্লোকঃ—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥ ১৬ ॥

স্থানাভিলাষী অহং তপসি স্থিতঃ (হে) প্রভো, কাচং বিচিন্বন্ দিব্যরত্নম্ ইব দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং ত্বাং প্রাপ্তবান্ (অহং) কৃতার্থঃ অস্মি (অতঃ, হে) স্বামিন্, (অহং) বরং ন যাচে। ১৬ ॥

হে প্রভো! লোকে যেমন কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হয়, আমিও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট স্থান পাইবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে করিতে দেবেন্দ্র

ও মুনীন্দ্রগণের পক্ষে দুর্লভ তদীয় চরণ প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর কোন বর প্রার্থনা করি না ॥ ১৬ ॥

সংসারে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥১৫

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকঃ—

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা কচিৎ তরতি কশ্চন ॥১৭॥

মৈবম্ অধমস্য (নীচস্য) অপি মম অচ্যুত-দর্শনং স্যাৎ এব। (যতঃ) কালনদ্যা হ্রিয়মাণঃ কশ্চন কচিৎ তরতি ॥ ১৭ ॥

আমি (অক্রূর) অধম কংসের দূত হইলেও বঞ্চিত হইব মনে করি না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিব। কাল-প্রবাহে নীয়মান হইয়াও কেহ কখন তীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥১৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশ-ত্তমোঽধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ১৮ ॥

(হে) অচ্যুত, ভ্রমতঃ (সংসরতঃ) জনস্য যদা (স্বমুক্তিরেণ) ভবাপবর্গঃ (ভবস্য অপবর্গঃ অন্তঃ) ভবেৎ তর্হি সৎসমাগমঃ (সতাং সঙ্গঃ স্যাৎ) যর্হি সৎসঙ্গমঃ (ভবেৎ) তদা এব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি রতিঃ জায়তে ॥ ১৮ ॥

হে অচ্যুত! এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোন ব্যক্তির সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখন জাতরতি সাধুর সঙ্গ লাভ হয়। জাতরতি সাধুর সঙ্গ লাভ হইলে, তাঁহার কৃপায় কার্য্য-কারণনিয়ন্তৃস্বরূপ তোমাতে রতি উৎপন্ন হয় ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে ॥১৭॥

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে উনবিংশশ্লোক-ধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ১৯ ॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥১৮

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশপরি-চ্ছেদে অষ্টমশ্লোকঃ—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥২০

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ তু জাতশ্রদ্ধঃ যঃ পুমান্ ন অতিসক্তঃ (দেহগেহকলত্রাদিষু অত্যাসক্তিঃ) ন নির্ব্বিণ্ণঃ অস্য (জনস্য) ভক্তিযোগঃ সিদ্ধিদঃ (ফলদঃ ভবতি) ॥ ২০ ॥

যিনি বিষয়ে অত্যাসক্ত বা অতি-বিরক্ত নহেন, তাদৃশ ব্যক্তিরই কোন ভাগ্যে সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে, ভক্তিযোগ লাভ হয়, এবং তাঁহার ঐ ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ অর্থাৎ প্রেমোৎ-পাদক হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয় ॥১৯

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকঃ—

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্‌বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্‌॥ ২১॥

(হে) রহূগণ! মহৎপাদরজোঽভিষেকং বিনা এতৎ (ভগবৎসংজ্ঞং তত্ত্বং) ছন্দসা (ব্রহ্মচর্য্যেণ) ন, গৃহাৎ (গার্হস্থ্যেন) ন, তপসা (বাণপ্রস্থেন) ন, নির্ব্বপণাৎ (সন্ন্যাসাৎ) ন, ইজ্যয়া (তত্র তত্র তত্তদ্দেবতোপাসনয়া) চ ন, জলাগ্নিসূর্য্যৈঃ (উপাসিতৈঃ) ন যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২১॥

হে রহূগণ! সাধুর চরণরেণু দ্বারা অভিষেক ভিন্ন, ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাস দ্বারা, সেই সেই কর্ম্মের সেই সেই দেবতার উপাসনা দ্বারা, অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ॥ ২১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশশ্লোকঃ—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ২২ ॥

নিষ্কিঞ্চনানাং (নিরস্তবিষয়াভিমানানাং) মহীয়সাং (মহত্তমানাং) পাদরজোঽভিষেকং (পদরজসা অভিষেকং) যাবৎ ন বৃণীত তাবৎ (শ্রুতিবাক্যতো জ্ঞাতে অপি) এষাং (গৃহাসক্তানাং) মতিঃ উরুক্রমাঙ্ঘ্রিম্‌ (উরুক্রমস্য অঙ্ঘ্রিং) ন স্পৃশতি (প্রাপ্নোতি, অসম্ভাবনাদিভিঃ বিহন্যতে) অনর্থাপগমঃ (অনর্থস্য তৎস্পর্শবিঘ্নস্য অপগমঃ) যদর্থঃ (যস্য অঙ্ঘ্রিস্পর্শিন্যা মতেঃ অর্থ প্রয়োজনং। মহদনুগ্রহাভাবাৎ ন তত্ত্বনিশ্চয়ঃ নাপি মোক্ষঃ তেষামিত্যর্থঃ) ॥ ২২ ॥

যাবৎ বিষয়াভিমানরহিত সাধুগণের চরণধূলি দ্বারা অভিষেক না হয়, তাবৎ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মতি হয় না। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মতি জন্মিলেই সকল অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া যায় ॥ ২২ ॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ২০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকঃ—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্‌।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥২৩॥

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য (ভগবৎসঙ্গিনো বিষ্ণুভক্তাঃ তেষাং সঙ্গস্য) লবেন (অত্যল্পকালেন) অপি স্বর্গং ন তুলয়াম (সমং পশ্যামঃ) অপুনর্ভবম্‌ (অপি) ন (তুলয়াম) মর্ত্ত্যানাম্‌ আশিষঃ (রাজ্যাদ্যাঃ) কিমুত ॥ ২৩ ॥

বিষ্ণুভক্তগণের অত্যল্প সঙ্গও যে ফল প্রদান করে, তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষের তুলনা হয় না। মরণশীল মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যাদিসুখের সহিত তুলনা করিব কিরূপে ? ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনে লক্ষ্য করিঞা।
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিঞা ॥২১॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃষষ্টিতম-পঞ্চষষ্টিতমৌ শ্লোকৌ—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥২৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥২৫

(ভো অর্জ্জুন) পরমং সর্ব্বগুহ্যতমং মে বচঃ ভূয়ঃ শৃণু। (যতঃ ত্বং দৃঢ়ম্‌ মে (মম) ইষ্টঃ (প্রিয়তমঃ) অসি, ততঃ তে হিতং বক্ষ্যামি। মন্মনা (মচ্চিত্তঃ)

[illegible]

মাম্ (এবং মদ্ভক্তঃ (ভব হি) মদ্যাজী ভব, মাং নমস্কুরু ... (অতঃ) সত্যং (যথা ভবত্যেবং) তে (তুভ্যং, অহং) প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞাং করোমি, মৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন) মাং এব এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥২৪।২৫॥

হে অর্জ্জুন! সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা আবার তোমাকে বলিতেছি, আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমার হিত বলিতেছি। মচ্চিত্ত হও, মদ্ভক্ত হও, আমারই অর্চ্চনা কর, আমাকেই নমস্কার কর, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সত্যই আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৪।২৫ ॥

পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্॥
এই আজ্ঞা বলে ভক্তে্য শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণভজয় ॥১২॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং নবমে একবিংশশ্লোকধৃতশ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ২৬ ॥

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সব কর্ম্মকৃত হয় ॥২৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একত্রিংশোধ্যায়ে [illegible]শ্লোকঃ—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ২৭ ॥

[illegible]

[illegible] নিষেচনেন) যথা [illegible] উপশাখাঃ তোষণং তথাৎ) ইন্দ্রিয়াণাং চ [illegible] ন তু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথক্ অনুলেপনাদি [illegible] তথা অচ্যুতেজ্যা (অচ্যুতস্য আরাধনম্) [illegible] সর্ব্বার্হণং (সর্ব্বদেবতারাধনং, ন পৃথক্ ইত্যর্থঃ) [illegible]

যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখা প্রভৃতি পুষ্ট হয়, যেমন প্রাণের তর্পণ করিলে ইন্দ্রিয়গণের তর্পণ সিদ্ধ হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেই, সকল দেবতার বা সকলভূতের পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ [illegible]

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী ॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই, তারয়ে সংসার ॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেহো মহাভাগ্যবান্।
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইব উত্তম ॥ [illegible]

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং একাদশদ্বাদশৌ শ্লোকৌ—
শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ [illegible]
যঃ শাস্ত্রাদিষনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।
যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে [illegible]

যঃ শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ (প্রবীণঃ) [illegible] তত্ত্ববিচারেণ সাধনবিচারেণ পুরুষার্থবিচারেণ [illegible] দৃঢ়নিশ্চয়ঃ প্রৌঢ়শ্রদ্ধঃ ভক্তৌ স উত্তমঃ [illegible] মতঃ। শাস্ত্রাদিষু অনিপুণঃ (নিপুণসদৃশঃ [illegible] [illegible]

তেভ্যঃ শক্তাঃ) সঃ কনিষ্ঠঃ (অধিকারী) নিগদ্যতে (কথ্যতে)॥ ২৮।২৯।

যিনি শাস্ত্রে ও শাস্ত্রানুগত যুক্তি বিন্যাসে বিশেষ নিপুণ, তত্ত্ববিচার, সাধনবিচার, এবং পুরুষার্থবিচার দ্বারা ভগবানই একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির বিষয়, এইরূপ নিশ্চয় যাঁর দৃঢ়তর এবং বিশ্বাস প্রগাঢ় হইয়াছে, তিনিই ভক্তি-বিষয়ে উত্তম অধিকারী। যিনি শাস্ত্রে ও শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তি প্রদর্শনে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন, তিনি মধ্যম অধিকারী। শাস্ত্রে ও শাস্ত্রানুগত যুক্তি প্রদর্শনে নৈপুণ্য লাভ দূরে থাকুক, যাঁহার বিশ্বাস কোমল অর্থাৎ বিরুদ্ধশাস্ত্র বা যুক্তি দ্বারা যাঁহার বিশ্বাস অনায়াসেই শিথিল করা যায়, তিনি ভক্তিবিষয়ে কনিষ্ঠ অধিকারী॥ ২৮।২৯॥

রতি, প্রেম, তারতম্যে ভক্ত তরতম।
একাদশস্কন্ধে সবার করিয়াছে লক্ষণ॥২৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশাদিত্রয়শ্লোকাঃ—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥৩০॥
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥৩১
অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥৩২॥

যঃ সর্ব্বভূতেষু আত্মনঃ ভগবদ্ভাবং পশ্যেৎ (অনুভবতি) আত্মনি ভগবতি ভূতানি (চ অনুভবতি) এষঃ ভাগবতোত্তমঃ। যঃ ঈশ্বরে (ভগবতি) তদধীনেষু (ভগবদ্ভক্তেষু) বালিশেষু (অজ্ঞেষু) দ্বিষৎসু (ভগবদ্ভক্তদ্বেষিষু) বা (চ) প্রেম মৈত্রী কৃপা উপেক্ষা (চ তাঃ) করোতি সঃ মধ্যমঃ। যঃ হরয়ে (হরিং প্রীণয়িতুম্) অর্চ্চায়াম্ এব শ্রদ্ধয়া পূজাম্ ঈহতে তদ্ভক্তেষু অন্যেষু চ (পূজাং) ন (ঈহতে) সঃ প্রাকৃতঃ (কনিষ্ঠঃ) স্মৃতঃ॥৩০।৩১।৩২॥

যিনি সর্ব্বভূতে আত্মার ভগবদ্ভাব এবং আত্মস্বরূপ ভগবানে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম। যিনি ঈশ্বরে, ভক্তে, অজ্ঞে ও দ্বেষকারিতে প্রেম, মৈত্রতা ও উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত। যিনি হরিতোষণার্থ প্রতিমাতেই শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু তদ্ভক্ত ও অন্য ব্যক্তি সকলে তাহা করেন না, তাঁহাকে কনিষ্ঠ ভক্ত বলা যায়॥ ৩০।৩১।৩২॥

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণের সকল গুণ বৈষ্ণবে সঞ্চরে॥২৬॥

তথাহি আদিলীলায়াং পঞ্চমে পঞ্চমশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ৩৩॥

সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণবলক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, দান্ত, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥২৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে বিংশশ্লোকঃ—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ৩৪ ॥

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সর্ব্বদেহিনাম্ সুহৃদঃ অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ (শমদমাদিসাধনচতুষ্টয়-সম্পন্নাঃ) সাধুভূষণাঃ (স্বয়ং সাধবোপি যে সাধূন্ অন্যান্ চ ভূষয়ন্তি মানয়ন্তি, তে) সাধবঃ (উচ্যন্তে) ॥ ৩৪ ॥

যাঁহারা সহিষ্ণু, করুণাশীল, সুহৃদ্, অজাতশত্রু, শমদমাদি চতুষ্টয় সাধনসম্পন্ন এবং সাধুগণের সম্মানকর্ত্তা, তাঁহাদিগকে সাধু বলে ॥ ৩৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ ৩৫ ॥

মহৎসেবাং বিমুক্তেঃ দ্বারম্ আহুঃ যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্ (যে সঙ্গিনঃ তেষাং সঙ্গঃ) তমোদ্বারং (তমসঃ সংসারস্য দ্বারং) যে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবঃ তে মহান্তঃ ॥ ৩৫ ॥

ঋষভদেব কহিলেন, হে পুত্রগণ! পণ্ডিতেরা মহৎসেবাকেই ভগবৎপ্রাপ্তির এবং যোষিৎসঙ্গিগণের সঙ্গকে নরক-প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন। যাঁহারা সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধহীন এবং সুহৃদ, তাঁহারাই মহান্ ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ ॥২৮।

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে অষ্টাদশশ্লোক-ধৃতঃ শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥ ৩৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়া-ধ্যায়ে ত্রিংশশ্লোকঃ—

অতঃ আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোহনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥৩৭

অতঃ (পুনঃ ভবদ্দর্শনস্য দুর্লভত্বাৎ) অনঘাঃ আত্যন্তিকং (নিরতিশয়ং) ক্ষেমং ভবতঃ পৃচ্ছামঃ। অস্মিন সংসারে ক্ষণার্দ্ধঃ (ক্ষণকালমপি) অপি সৎসঙ্গঃ নৃণাং সেবধিঃ (সর্ব্বাভীষ্টদঃ নিধিঃ) ॥৩৭॥

ভগবদ্ভক্তের দর্শন দুর্লভ বলিয়াই, হে অনঘ ঋষিগণ! আপনাদের নিকট নিরতিশয় মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধও সাধুসঙ্গ মনুষ্য-গণের সর্ব্বাভীষ্টদ নিধিস্বরূপ ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥২৯

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে ত্রিংশশ্লোকধৃতঃ শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৩৮ ॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর ॥৩০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশা-ধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকঃ—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥৩৯॥

যথা যোষিৎসঙ্গাৎ যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ (যোষিৎ-সঙ্গিনাং সঙ্গতঃ) পুংসঃ মোহঃ বন্ধঃ চ ভবেৎ তথা অন্যপ্রসঙ্গতঃ অস্য (পুংসঃ মোহাদিঃ) ন (ভবেৎ) ॥৩৯॥

যোষিৎসঙ্গ এবং তাহার সঙ্গীর সঙ্গ অতীব অনিষ্টকর। এই দুই পুরুষের

সঙ্গে যেমন মোহ ও বন্ধন হয়, অন্য ব্যক্তির সঙ্গে তদ্রূপ হয় না ॥ ৩৯ ॥

তথাহি তত্রৈব ত্রয়স্ত্রিংশচতুস্ত্রিংশৌ শ্লোকৌ—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সঙ্ক্ষয়ম্ ॥৪০॥
তেষশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥৪১॥

যৎসঙ্গাৎ সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিঃ হ্রীঃ শ্রীঃ যশঃ ক্ষমা শমঃ দমঃ ভগঃ চ ইতি সঙ্ক্ষয়ং যাতি। তেষু অশান্তেষু মূঢ়েষু অসাধুষু খণ্ডিতাত্মসু (দেহাত্মবুদ্ধিষু) যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু যোষিতাং ক্রীড়ামৃগঃ ইব অধীনেষু) শোচ্যেষু সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ ॥ ৪০।৪১ ॥

যে অসৎসঙ্গ বশতঃ সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্য সকল বিনষ্ট প্রাপ্ত হয়; যাহারা অশান্ত, মূঢ়, অসাধু, দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং ক্রীড়ামৃগের (বানরের) ন্যায় কামস্ত্রীগণের অধীন ও শোকার্ত্ত, তাহাদের সঙ্গ কদাচ করিবে না ॥ ৪০।৪১ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে বৈধীচর্য্যাম্ একপঞ্চাশদঙ্কে কাত্যায়নসংহিতাবচনম্—

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্ ॥ ৪২ ॥

হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তঃ ব্যবস্থিতিঃ (বিশেষেণ নিবাসঃ) বরং, শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসং শৌরিঃ কৃষ্ণঃ তস্য কিঞ্চিৎ চিন্তায়াঃ অপি বিমুখঃ যঃ জনঃ তেন সংবাসঃ সহবাসঃ এব বৈশসং পীড়া) ন (এবন্তু সোঢ়ব্যম্) ॥ ৪২ ॥

প্রজ্বলিত হুতাশনের শিখাযুক্ত পঞ্জরের মধ্যে অবস্থান করিতে হয় সেও ভাল, তথাপি যেন শ্রীকৃষ্ণচিন্তা-বিমুখজনের সহবাস রূপ ক্লেশভোগ করিতে না হয় ॥ ৪২ ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকপাদঃ—

মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি
ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্ ॥ ৪৩ ॥

ভগবদ্ভক্তিহীনান্ (অতএব) ক্ষীণপুণ্যান্ মনুষ্যান্ ক্বচিৎ (লৌকিককার্য্যাদৌ) অপি মা (ন) দ্রাক্ষীঃ (দৃষ্টবান্ ভবিষ্যতি) ॥ ৪৩ ॥

ভগবদ্ভক্তিহীন ক্ষীণপুণ্য মনুষ্যগণকে লৌকিককার্য্যাদিতেও দেখিবে না ॥৪৩॥

এই সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥ ৩১ ॥

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে সপ্তমশ্লোকধৃতং শ্রীগীতাবচনম্—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৪৪

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণছাড়ি, পণ্ডিতনাহি ভজে অন্য ॥৩২

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টচত্বারিংশাধ্যায়ে ষড়্বিংশশ্লোকঃ—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্-
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ৪৫ ॥

(যঃ) ভজতঃ (ভজতে) সুহৃদঃ (সুহৃদে) সর্ব্বান্ অভিকামান্ আত্মানম্ অপি দদাতি যস্য উপচয়াপচয়ৌ ন (স্তঃ) ভক্তপ্রিয়াৎ ঋতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ ত্বৎ (ত্বত্তঃ) অপরং কঃ পণ্ডিতঃ শরণং সমীয়াৎ ॥ ৪৫ ॥

যিনি ভজনকারী সুহৃদকে সকল কামনা এবং আপনাকেও দান করেন,

যাঁহার হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই, সেই ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্য, সুহৃৎ, কৃতজ্ঞ, তোমা ব্যতীত অপর কাহাকে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি শরণ লইয়া থাকেন ? ॥ ৪৫ ॥

বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণগুণজ্ঞান।
অন্য ত্যজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ ॥৩৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়োবিংশশ্লোকঃ—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৪৬ ॥

অহো (আশ্চর্য্যং দয়ালুতায়াঃ) জিঘাংসয়া (হন্তুম্ ইচ্ছয়া অপি) স্তনকালকূটং (স্তনয়োঃ সম্ভৃতং কালকূটং বিষং) যং (শ্রীকৃষ্ণম্) অপায়য়ৎ বকী (পূতনা) অসাধ্বী (দুষ্টা) অপি ধাত্র্যুচিতাং (ধাত্র্যাঃ যশোদায়াঃ উচিতাং) গতিং লেভে (তদ্বেশমাত্রেণ যঃ সদ্‌গতিং দত্তবান্) ততঃ অন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৪৬ ॥

দুষ্টা পূতনা প্রাণবিনাশের জন্য যাঁহাকে স্তনসম্ভৃত কালকূটবিষ পান করাইয়া জননীযোগ্য গতি লাভ করিয়াছে, সেই কৃষ্ণ ভিন্ন এমন দয়ালু আর কে আছে যে তাঁহাকে ভজন করিব ? ॥ ৪৬ ॥

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥৩৪॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে সপ্তদশাধিক চতুঃশতাঙ্কধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রবচনদ্বয়ম্—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥ ৪৭॥
তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥ ৪৮॥

আনুকূল্যস্য (ভগবদ্ভজনানুকূলতায়াঃ) সঙ্কল্পঃ (কর্ত্তব্যত্বেন নিয়মঃ) প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং (তদ্বৈপরীত্যস্য বর্জ্জনং) গোপ্তৃত্বে (পতিত্বেন) বরণং (স্বীকরণং প্রার্থনং বা) তথা (বিশ্বাসরূপে প্রীতিরূপে চ সখ্যে) রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসঃ আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে (আত্মনঃ নিক্ষেপঃ সমর্পণম্। কার্পণ্যঞ্চ ভগবন্ রক্ষ রক্ষ ইত্যাদিপ্রকারেণ আর্ত্তত্বম্) ইতি ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ। তব (অহম্) অস্মি ইতি বাচা বদন্ তথা এব মনসা বিদন্ তন্বা (দেহেন) তৎস্থানং (তস্য ভগবতঃ স্থানং শ্রীমথুরাদিকম্) আশ্রিতঃ (সন্) মোদতে (যঃ আনন্দম্ অনুভবতি সঃ) শরণাগতঃ ॥ ৪৭।৪৮ ॥

আনুকূল্যের সঙ্কল্প অর্থাৎ ভগবদ্ভজনের কর্ত্তব্যতার নিয়ম করণ, তদ্বিপরীত কর্ম্মের পরিত্যাগ, রক্ষা করিবেন বলিয়া বিশ্বাসকরণ, পতিত্বে বরণ, আত্মনিবেদন ও কাতরতাপ্রকাশ এই ছয়টির নাম শরণাপত্তি। হে ভগবন্! 'আমি আপনার' ইহা যিনি বলেন, মনে মনেও সেইরূপ জানিয়া থাকেন এবং মথুরাদি স্থান আশ্রয় করতঃ আনন্দোপভোগ করিয়া থাকেন, তিনিই শরণাগত ॥ ৪৭।৪৮ ॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে তৎকালে করেন আত্মসম ॥৩৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশশ্লোকঃ—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ [illegible]

মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা (সন্) মে [illegible]

(যদা) নিবেদিতাত্মা (ভবতি) তদা (মর্ত্ত্যো) ময়া বিচিকীর্ষিতঃ (বিশিষ্টং কর্ত্তুম্ ইষ্টো ভবতি। ততশ্চ) অমৃতত্বং (মোক্ষং) প্রতিপদ্যমানঃ ময়া (সহ) আত্মভূয়ায় (মদৈক্যায় মৎসমান ঐশ্বর্য্যায় ইতি যাবৎ) কল্পতে (যোগ্যঃ ভবতি॥ ৪৯॥

মনুষ্য যখন সকল কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক সেবাভিলাষে পরমাত্মাতে আত্মসমর্পণ করেন, তখনই জীবন্মুক্ত হইয়া মৎসদৃশ ঐশ্বর্য্যভোগের যোগ্য হয়েন॥ ৪৯॥

এবে সাধনভক্তি-লক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন॥৩৬॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং দ্বিতীয়শ্লোকঃ—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥৫০॥

কৃতিসাধ্যা (কৃত্যা ইন্দ্রিয়প্রেরণয়া সাধ্যা চেৎ সা) সাধ্যভাবা (সাধ্যঃ ভাবঃ প্রেমাদিরূপঃ যয়া সা ন তু ভাবসিদ্ধা) সাধনাভিধা ভবেৎ। হৃদি নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং সাধ্যতা॥ ৫০॥

ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা দ্বারা সাধনীয়া সামান্যভক্তিকেই সাধনভক্তি কহে। এতদ্বারা ভাব ও প্রেম সাধ্য হইয়াছে, এজন্য উহার সাধন নামটি অন্বর্থ। ভাব ও প্রেম সাধ্য বলাতে, উহারা 'কৃত্রিম' এই প্রকার ভ্রম উপস্থিত হইলেও হইতে পারে? বাস্তবিক উহা নিত্যসিদ্ধ বস্তু, উহার কোন সাধন নাই; কিন্তু জীবের হৃদয়ে লুক্কায়িত প্রেমের উদ্দীপন করণের নাম সাধন॥ ৫০॥

শ্রবণাদি-ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥

সেইত সাধনভক্তি দুইত প্রকার।
এক বৈধীভক্তি রাগানুগাভক্তি আর॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥৩৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকঃ—

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥৫১॥

তস্মাৎ (হে) ভারত! অভয়ম্ ইচ্ছতা (জনেন) সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যঃ চ স্মর্ত্তব্যঃ চ॥ ৫১॥

হে ভারত! মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর হরিই শ্রোতব্য; কীর্ত্তিতব্য এবং স্মর্ত্তব্য॥ ৫১॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে অষ্টমনবমক-শ্লোকধৃতশ্রীমদ্ভাগবতবচনদ্বয়ম্—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥৫২
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥৫৩॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং পঞ্চমাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণবচনম্—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥৫৪॥

বিষ্ণুঃ সততং স্মর্ত্তব্যঃ বিস্মর্ত্তব্যঃ ন জাতুচিৎ, সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ এতয়োঃ (স্মর্ত্তব্যাস্মর্ত্তব্যরূপয়োঃ বিধিনিষেধয়োঃ) এব কিঙ্করাঃ (অধীনাঃ) স্যুঃ॥৫৪॥

বিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য, কখন বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। যত বিধি ও নিষেধ সকলই এই দুই বিধি নিষেধের অধীন॥ ৫৪॥

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তির বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার ॥৩৮
গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন ॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস ॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
সেবানামাপরাধাদি দূরে বিসর্জন ॥ ৩৯ ॥
অবৈষ্ণবসঙ্গ ত্যাগ, বহু শিষ্য না করিবে।
বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস, ব্যাখ্যান বর্জিবে ॥
হানি লাভ সম, শোকাদির বশ না হইবে।
অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিবে ॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।
প্রাণিমাত্রেমনোবাক্যেউদ্বেগনা।দিবে ॥৪০
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, সখ্য, দাস্য, আত্মনিবেদন ॥
অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবন্নতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থ-গৃহে গতি ॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ সেবন ॥ ৪১ ॥
আরাত্রিক, মহোৎসব, শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।
নিজপ্রিয় দান ধ্যান,তদীয় সেবন ॥
তদীয় তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণ-অভিমত ॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব, লঞা ভক্তগণ ॥৪২
সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব ॥
সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তের শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ-অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং ত্রিচত্বারিংশাদিশ্লোকাঃ—

শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥ ৫৫ ॥
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে।
নামসঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥ ৫৬ ॥

শ্রদ্ধাবিশেষতঃ (বিশেষেণ) শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি-সেবনে (শ্রীমূর্ত্তেঃ ভগবৎ-প্রতিমায়াঃ অঙ্ঘ্রি-সেবনে) প্রীতিঃ (প্রিয়ত্বাভিলাষঃ) রসিকৈঃ সহ শ্রীমদ্ভাগবতার্থানাম্ আস্বাদঃ। সজাতীয়াশয়ে (স্ব-সমানবাসনে) স্নিগ্ধে (স্নেহপরে) স্বতঃ (স্বস্মাৎ) বরে (শ্রেষ্ঠে) সাধৌ সঙ্গঃ নামসঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরা-মণ্ডলে স্থিতিঃ (বাসঃ) ॥ ৫৫।৫৬ ॥

শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তিরচরণসেবনে প্রীতি, রসিকনিকরের সহিত শ্রীমদ্ভাগ-বতের অর্থ আস্বাদন, যাঁহার অভিপ্রায় আত্মসদৃশ এবং যিনি আপনা হইতে উন্নত—ঈদৃশ স্নিগ্ধ সাধুসঙ্গ, নামসঙ্কী-র্ত্তন এবং মথুরামণ্ডলে স্থিতি ॥ ৫৫।৫৬ ॥

তথাহি তত্রৈব নবাধিকশততমাঙ্কধৃতশ্লোকঃ—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥৫৭॥

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যে অস্মিন্ (সাধুসঙ্গাদিকে) পঞ্চকে (অঙ্গ পঞ্চকে) শ্রদ্ধা দূরে অস্তু, যত্র (পঞ্চকে) স্বল্পঃ (অত্যল্পঃ) সম্বন্ধঃ (প্রসঙ্গাদি-রূপঃ) অপি সদ্ধিয়াং (নিরপরাধচিত্তানাং) ভাব-জন্মনে (ভাবস্য জন্মনে অভিব্যক্তয়ে সমর্থো ভবতি) ॥ ৫৭ ॥

দুরূহ অথচ অদ্ভুত বীর্য্যশালী শ্রীমূর্ত্তি-সেবনাদি যে এই পাঁচ প্রকার অঙ্গ, তাহাতে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক অণুমাত্র সম্বন্ধ থাকিলেও নিরাপরাধ ব্যক্তিগণের অন্তঃ-করণে অচিরাৎ ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥৫৭॥

এক অঙ্গ সাধে কেহো সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ ॥৪৪॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ ॥৪৫॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ভক্তমাহাত্ম্যে দাক্ষিণাত্য-শ্রীবৈষ্ণবকৃতশ্লোকঃ—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেহথ সখ্যেহর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥৫৮

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে বৈয়াসকিঃ (শুকঃ) স্মরণে প্রহ্লাদঃ, তৎ-অঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ, পূজনে পৃথুঃ, অভিবন্দনে অক্রূরঃ, দাস্যে কপিপতিঃ (হনুমান্), অথ সখ্যে অর্জ্জুনঃ, সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিঃ, (পরিনিষ্ঠিতঃ) অভূৎ পরং (কেবলম্) এষাম্ (একৈকাঙ্গনিষ্ঠয়া) কৃষ্ণাপ্তিঃ (কৃষ্ণপ্রাপ্তিঃ বভূব) ॥ ৫৮ ॥

রাজা পরীক্ষিত শ্রবণে, শুকদেব কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, লক্ষ্মী পাদ-সেবনে, পৃথুরাজা পূজনে, অক্রূর বন্দনে, হনুমান দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে এবং বলিরাজা আত্মনিবেদনে নিষ্ঠিত হইয়া ভগবৎপ্রেম লাভ করতঃ শ্রীভগবানকে পাইয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন ॥৪৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে অষ্টাদশাদিশ্লোকাঃ—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥ ৫৯ ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেহঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥ ৬০ ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ৬১॥

সঃ (অম্বরীষঃ) কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ মনঃ, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে বচাংসি, হরেঃ মন্দিরমার্জ্জনাদিষু করৌ, অচ্যুতসৎকথোদয়ে শ্রুতিং (শ্রোত্রং) চকার। মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে (মুকুন্দস্য লিঙ্গানাং প্রতিমানাম্ আলয়ানাং মন্দিরাণাঞ্চ দর্শনে) দৃশৌ (নয়নৌ), তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শে অঙ্গসঙ্গমং, শ্রীমত্তুলস্যাঃ (শ্রীমত্যাঃ তুলস্যাঃ) তৎপাদসরোজসৌরভে (তৎপাদ সরোজ সম্পর্কেণ যৎ সৌরভং তস্মিন্ ভগবচ্চরণার্পিত তুলসীগন্ধে) ঘ্রাণং চ, তদর্পিতে (মহাপ্রসাদান্নে) রসনাং (জিহ্বাং)। হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে পাদৌ, হৃষীকেশপদাভিবন্দনে শিরঃ, দাস্যে কামম্ (অভিলাষং), চ ন তু কাম-কাম্যয়া (ভোগেচ্ছায়াং) উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ যথা (যেনপ্রকারেণ অভবৎ) ॥৫৯।৬০।৬১ ॥

মহারাজ অম্বরীষ কৃষ্ণপাদপদ্মে মন, শ্রীকৃষ্ণগুণানুবর্ণনে বাগিন্দ্রিয়, হরি-মন্দির-মার্জ্জনাদিতে করদ্বয়, অচ্যুতের পবিত্র কথায় শ্রবণ, মুকুন্দ বিগ্রহ ও আলয় দর্শনে নেত্র, তদ্ভক্তের গাত্রস্পর্শে অঙ্গ-সঙ্গম, ভগবৎ-পাদপদ্ম-সৌরভযুক্ত তুলসী-সৌরভে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, তন্নিবেদিত অন্না-দির স্বাদগ্রহণে রসনাকে, ভগবৎ-ক্ষেত্র-গমনে পাদদ্বয় এবং হৃষীকেশের চরণ-বন্দনে মস্তক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্রক্চন্দনাদি বিষয় সেবাকে ভগজ্জনা-শ্রয়া রতি যেরূপে হয়, সেইরূপ করিয়া ভগবদ্দাস্যে তৎপর করিয়াছিলেন, তাহাও ভগবৎ প্রসাদ স্বীকারার্থমাত্র হইয়াছিল, বিষয়েচ্ছায় হয় নাই ॥ ৫৯।৬০।৬১ ॥

কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব ঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী ॥৪৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে একোনচত্বারিংশশ্লোকঃ—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্যঃ কর্ত্তম্ ॥ ৬২ ॥

(হে) রাজন্! যঃ (জনঃ) কর্ত্তং (কৃত্যং ভেদং বা) পরিহৃত্য সর্ব্বাত্মনা শরণ্যং মুকুন্দং শরণং গতঃ, অয়ং দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করঃ ন ঋণী চ ॥ ৬২ ॥

যিনি কর্ত্তব্য বা ভেদজ্ঞান ত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শরণাগতপালক মুকুন্দের শরণাগত হয়েন, তিনি আর দেবতা, ঋষি, ভূত, পিতৃ বা কুটুম্বাদির নিকট ঋণী থাকেন না ॥ ৬২ ॥

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥
অজ্ঞানে বা যদি হয় পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণতারেশুদ্ধকরে,নাকরায়প্রায়শ্চিত ॥৪৮

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে চত্বারিংশশ্লোকঃ—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চি-
দ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ৬৩ ॥

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য (তস্য) কথঞ্চিৎ যৎ চ বিকর্ম্ম উৎপতিতং (ভবেৎ) হৃদি সন্নিবিষ্টঃ পরেশঃ হরিঃ তৎ (অপি) সর্ব্বং ধুনোতি ॥৬৩॥

স্বীয় পাদমূল ভজনকারী প্রিয় অন্য-ভাবরহিত সেই ভক্তের কোনরূপে যে কিছু নিষিদ্ধকর্ম্ম উৎপতিত হয়, সে সকলও হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট পরমেশ্বর হরি বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ৬৩ ॥

জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তির কভু নহে অঙ্গ ॥৪৯

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকঃ—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥৬৪

তস্মাৎ (ভক্তেঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বাৎ) বৈ মদ্ভক্তি-যুক্তস্য মদাত্মনঃ যোগিনঃ (ভক্তিযোগবিশিষ্টস্য) ইহ ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ঃ ভবেৎ ॥৬৪

জ্ঞান ও বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তি-যোগের শ্রেষ্ঠতা হেতু আমাতে ভক্তি-যুক্ত এবং যাহার মন সর্ব্বদা একমাত্র আমাতেই সংস্থিত তাদৃশ ভক্তিযোগযুক্ত ব্যক্তির ভক্তিই একমাত্র মঙ্গলপ্রদ হয়, কিন্তু কর্ম্মতো দূরের কথা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই মঙ্গলপ্রদ হয় না ॥ ৬৪ ॥

অহিংসা যমনিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ॥৫০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়-লহর্য্যাং দ্ব্যধিকশততমাঙ্কধৃতবচনম্—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥৬৫॥

(হে) ব্যাধ! তব (ইদানীম্) এতে অহিংসাদয়ঃ গুণাঃ ন হি অদ্ভুতাঃ (যতো) যে (জনাঃ) হরিভক্তৌ প্রবৃত্তাঃ তে পরতাপিনঃ ন স্যুঃ ॥ ৬৫ ॥

হে ব্যাধ! তোমার এই অহিংসাদি গুণ কদাচ অদ্ভুত নহে, কারণ হরিভক্তি-প্রবৃত্ত ব্যক্তিরা স্বভাবতঃই পরদ্রোহী হইতে ইচ্ছা করেন না ॥ ৬৫ ॥

বৈধিভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে ॥৫১

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়-লহর্য্যাম্ একত্রিংশাধিকশততমাঙ্কধৃতবচনম্—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥৬৬॥

ইষ্টে (স্বানুকূল্যবিষয়ে) স্বারসিকী (স্বাভাবিকী) পরমাবিষ্টতা (যা, সা) রাগঃ ভবেৎ। তন্ময়ী (তদেকপ্রেরিতা) যা ভক্তিঃ ভবেৎ অত্র সা রাগাত্মিকা উদিতা (কথিতা) ॥ ৬৬ ॥

অভীষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী যে একটি প্রেমময়ী তৃষ্ণা থাকে,তাহা হইতে একটি পরমাবিষ্টতা জন্মিয়া থাকে। যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা হইতে এই পরমাবিষ্টতা উৎপন্ন হয়,সেই প্রেমময়ী তৃষ্ণার নাম রাগ। রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি ॥৬৬

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপলক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থলক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তিনাহিমানেরাগানুগারপ্রকৃতি ॥৫২

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়-লহর্য্যাং একত্রিংশাধিকশততমাঙ্কধৃতবচনম্—

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥৬৭

ব্রজবাসিজনাদিষু অভিব্যক্তং (যথা তথা) বিরাজন্তীং। রাগাত্মিকাম্ অনুসৃতা যা সা রাগানুগা উচ্যতে ॥ ৬৭ ॥

ব্রজবাসিজনে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিতা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিকেই রাগানুগা ভক্তি বলে ॥ ৬৭ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়-লহর্য্যাং সপ্তচত্বারিংশাধিকশততমাঙ্কধৃতবচনম্—

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥৬৮॥

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে (শ্রীভাগবতাদিসিদ্ধনির্দ্দেশ-শাস্ত্রেষু) শ্রুতে (শ্রবণদ্বারা যৎকিঞ্চিৎ অনুভূতে সতি) যৎ (যস্ত) ধীঃ (বুদ্ধিঃ) শাস্ত্রং (বিধিবাক্যং) ন যুক্তিং চ ন অপেক্ষতে অত্র তৎ (এব) লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥ ৬৮ ॥

শাস্ত্র ও যুক্তিকে কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া কেবল নন্দ যশোদাদির ভাব ও মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া যাহার অপেক্ষায় বুদ্ধিবৃত্তি উন্মুখী হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই লোভোৎপত্তির লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ৬৮ ॥

বাহ্য আভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্য সাধক-দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥৫৩॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং পঞ্চাশদধিকশততমাঙ্কধৃতবচনম্—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥৬৯॥

অত্র (উপাসনায়াং) তদ্ভাবলিপ্সুনা (তৎ তস্য ব্রজস্থস্য নিজাভীষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য যঃ ভাবঃ রতিবিশেষঃ তৎ লিপ্সুনা লোভমিচ্ছুনা) সাধকরূপেণ (যথাবস্থিতদেহেন) সিদ্ধরূপেণ (অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসেবোপযোগিদেহেন) চ ব্রজলোকানুসারতঃ (শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনাঃ তদনুসারতঃ) হি সেবা কার্য্যাঃ (কর্ত্তব্যাঃ) ॥ ৬৯ ॥

বাহ্যে সাধকরূপে অর্থাৎ শরীরাদির চেষ্টা দ্বারা এবং অন্তরে সিদ্ধরূপে অর্থাৎ মনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগি

নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া তৎপরিকররূপে, অধিকারিগণ আশ্রয়ালম্বনের গোপীর ভাব প্রার্থী হইয়া, তাঁহার প্রিয়তম ভক্তগণের অনুসরণ পূর্ব্বক ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় রত হইবে ॥ ৬৯ ॥

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥৫৪॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং একোনপঞ্চাশদধিকশততমাঙ্কধৃতবচনম্—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥ ৭০ ॥

প্রেষ্ঠং (নিজভাবোচিতলীলাবিলাসিনং) কৃষ্ণম্ অস্য (কৃষ্ণস্য) নিজসমীহিতং (স্বাভিলষনীয়ং) জনং চ স্মরন্ অসৌ (সাধকঃ) তত্তৎকথারতঃ (সন্) সদা ব্রজে বাসং কুর্য্যাৎ (সাধকশরীরেণ, অসামর্থ্যে মনসাপীতি) ॥ ৭০ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে এবং নিজসমীহিত তাঁহার প্রিয়তম ভক্তজনকে স্মরণ করতঃ, তত্তৎ কথায় অনুরক্ত হইয়া সমর্থ হইলে শরীরাদি দ্বারা ব্রজধামাদিতে বাস করিবে, তদভাবে মানসিক বাস দ্বারা চরিতার্থতা লাভ করিবে ॥ ৭০ ॥

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন ॥৫৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লোকঃ—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ ৭১ ॥

শান্তরূপে (শান্তম্ অবিকৃতং রূপং যস্য তস্মিন্ বৈকুণ্ঠে) মৎপরাঃ (তদ্বাসিনঃ লোকাঃ) কর্হিচিৎ (কদাচিদপি) ন নঙ্ক্ষ্যন্তি (ভোগহীনাঃ ভবন্তি) অনিমিষঃ মে হেতিঃ (মদীয়ং কালচক্রং) ন লেঢ়ি (তান্, ন গ্রসতে) যেষাম্ অহং প্রিয়ঃ আত্মা সুতঃ সখা গুরুঃ সুহৃদঃ দৈবম্ ইষ্টং চ ॥ ৭১ ॥

হে জননি! আমি যাহাদের পতি, পুত্র, আত্মা, সখা, সুহৃৎ, গুরুজন এবং অভীষ্টদেব সেই আমার নিত্যধামবাসী একান্ত ভক্তগণের ভোগ্যবস্তু কখনই নষ্ট হয় না, এবং আমার কালচক্রও তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না ॥ ৭১ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং দ্বিষষ্টিতমাধিকশততমাঙ্কধৃতবচনম্—

পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ ॥৭২॥

ইহ যে সদা উদ্যুক্তাঃ (সন্তঃ) হরিং পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবৎ মিত্রবৎ (চ) ধ্যায়ন্তি তেভ্যঃ অপি নমঃ নমঃ ॥ ৭২ ॥

যাঁহারা উদ্যমের সহিত পতি, পুত্র, সুহৃদ্ ভ্রাতা, পিতা এবং মিত্রের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম ॥ ৭২ ॥

এইমত যেই করে রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি ॥
প্রীত্যঙ্কুরে রতি, ভাব হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান্ ॥
যাহা হৈতে পাইয়ে কৃষ্ণের প্রেমসেবন।
এইত কহিল অভিধেয়-বিবরণ ॥ ৫৬ ॥
অভিধেয়-ভক্তি এবে কহিল, সনাতন!
সংক্ষেপে কহিল, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥

অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণের চরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৫৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়ভক্তিতত্ত্ববিচারোনাম দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ॥ ২২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপশ্রীশ্যামলালপদারবিন্দসেবি-বিনোদবিহারি-গোস্বামি কৃতান্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত অভিধেয়ভক্তিতত্ত্ববিচার নাম দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে॥১

অত্যুদারঃ যঃ গৌরঃ চিরাৎ অদত্তম্ (অসমর্পিতং) নিজগুপ্তবিত্তং স্বপ্রেমনামামৃতম্ আপামরং জনেভ্যঃ বিততার (সঃ) কৃষ্ণঃ (যঃ গৌরঃ অভূৎ) তম্ অহং প্রপদ্যে॥ ১॥

যে শ্রীকৃষ্ণ পরমোদার গৌররূপে বহুকাল ব্যাপিত অসমর্পিত অতি গুপ্ত স্বীয় বিত্তরূপ প্রেমামৃত ও নামামৃত আপামর জনগণকে প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহার আমি শরণাপন্ন হই॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এবে শুন ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরসজ্ঞান॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তিরসের সেই স্থায়ী ভাব নাম॥১

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে তৃতীয়লহর্য্যাং প্রথমশ্লোকঃ—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥২॥

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা (কৃষ্ণস্য স্বরূপশক্তিরূপঃ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষঃ যঃ স এব আত্মা তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানকতয়া নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ) প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্ (প্রেমাঙ্কুররূপঃ সূর্য্যঃ তত্র অচিরাৎ উদয়িষ্যমাণাবস্থো গৃহ্যতে, ততশ্চ তদংশুসাম্যভাক্ ইতি। প্রেম্নঃ প্রথমচ্ছবিরূপ ইত্যর্থঃ) রুচিভিঃ (প্রাপ্ত্যভিলাষ-সকর্তৃকানুকূল্যাভিলাষ-সৌহার্দ্দাভিলাষৈঃ) চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ (চিত্তাদ্রতাকৃৎ) অসৌ (ভক্তিবিশেষঃ) ভাবঃ উচ্যতে॥ ২॥

শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষস্বরূপ,প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ সাদৃশ্যশালী এবং রুচি অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্ত্যভিলাষ, তদীয় আনুকূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দ্দাভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক যে ভক্তিবিশেষ তাহার নাম ভাব॥ ২॥

এই দুই ভাবের, স্বরূপতটস্থলক্ষণ।
প্রেমার লক্ষণ এবে শুন সনাতন ॥২॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে চতুর্থ-লহর্য্যাং প্রথমশ্লোকঃ—

সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥৩

সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তঃ (সম্যক্ নির্ম্মলাপ্তচিত্তঃ যতঃ) মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ (মমত্বাতিশয়যুক্তঃ) সঃ ভাবঃ সান্দ্রাত্মা এব বুধৈঃ (তৎ) প্রেমা নিগদ্যতে (কথ্যতে) ॥ ৩ ॥

যাহা হইতে চিত্ত সম্যক্‌রূপে আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয় এবং সাতিশয় মমতা সম্পন্ন হয়, সেই গাঢ়তা প্রাপ্ত ভাবকে প্রেম বলে ॥ ৩ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে একাদশবিলাসে দ্ব্যশীতিতমাধিকশততমাঙ্কধৃতনারদপঞ্চরাত্রবচনম্—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥৪॥

বিষ্ণৌ (ভগবতি) প্রেমসঙ্গতা (প্রেমরসব্যাপ্তা) অনন্যমমতা (যা) মমতা (মমায়মিতিভাবঃ) ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ (সা প্রেমলক্ষণা) ভক্তিঃ উচ্যতে ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণে অন্যবিষয়ক মমতারহিত প্রেমরসব্যাপ্তা মমতা হইলে, ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি সেই মমতাকে প্রেমভক্তি বলেন ॥ ৪ ॥

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্ব অনর্থ নিবর্ত্তন ॥৩॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥৪॥
রুচি হইতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তিহইতেচিত্তেজন্মেকৃষ্ণেপ্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম ॥৫॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে চতুর্থ-লহর্য্যাং একাদশশ্লোকঃ—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥৫॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎক্রমঃ ॥৬॥

আদৌ (প্রথমসাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারা) শ্রদ্ধা (বিশ্বাসঃ) ততঃ সাধুসঙ্গঃ (ভজনরীতিশিক্ষা-নিবন্ধনঃ) অথ ভজনক্রিয়া ততঃ অনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততঃ নিষ্ঠা (অবিক্ষেপেণ সাতত্যং) ততঃ রুচিঃ (অভিলাষঃ) অথ আসক্তিঃ ততঃ ভাবঃ ততঃ প্রেমা অভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে অয়ং ক্রমঃ ভবেৎ ॥ ৫।৬ ॥

প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ, তদনন্তর ভজনক্রিয়া, তাহার পর অনর্থ-নিবৃত্তি, তৎপর নিষ্ঠা, তদনন্তর রুচি, তৎপরে ভাব, তাহার পর প্রেমের উদয় হয়। সাধকগণের প্রেমাবির্ভাবে ইহাই প্রায়িক ক্রম ॥ ৫।৬ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে ত্রিংশশ্লোকধৃতং শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৭ ॥

যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন শাস্ত্রে এই কয় ॥৬॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে তৃতীয় লহর্য্যাং একাদশশ্লোকঃ—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥ ৮॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥ ৯॥

জাতভাবাঙ্কুরে জনে ক্ষান্তিঃ অব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ তদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তিঃ তদ্বসতিস্থলে প্রীতিঃ ইত্যাদয়ঃ অনুভাবাঃ স্যুঃ॥ ৮।৯॥

ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরাগ ও মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, ভগবদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি ও তাঁহার বসতি স্থলে প্রীতি ইত্যাদি অনুভাব; যে সকল ব্যক্তিতে ভাবের অঙ্কুর মাত্র জন্মিয়াছে, সেই সকল মহাত্মাতে ইহা লক্ষিত হইয়া থাকে॥ ৮।৯॥

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভেতে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥ ৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকঃ—

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥ ১০॥

(হে) বিপ্রাঃ। (ভবন্তঃ) দেবী গঙ্গা চ ঈশে ধৃতচিত্তং তং মা (মাম্) উপযাতং (শরণাগতং) প্রতিযন্তু (জানন্তু) দ্বিজোপসৃষ্টঃ (দ্বিজেরিতঃ) কুহকঃ তক্ষকঃ বা অলং দশতু, বিষ্ণুগাথাঃ গায়ত॥ ১০॥

হে বিপ্রগণ! শ্রীভগবানে চিত্তধারণ করিয়াছি; অতএব আপনারা এবং গঙ্গাদেবী আমাকে শরণাগত বলিয়া জানুন এবং অঙ্গীকার করুন। বিপ্রপ্রেরিত কুহক হউক বা তক্ষকই হউক, সে আমাকে দংশন করুক। আপনারা বিষ্ণু গাথা গান করুন॥ ১০॥

কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিনে ব্যর্থ কাল নাহি যায়॥ ৮

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে দ্বাদশাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লোকঃ—

বাগ্‌ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি॥ ১১॥

ভক্তাঃ অনিশং বাগ্‌ভিস্তুবন্তঃ মনসা স্মরন্তঃ তন্বা নমন্তঃ অপি ন তৃপ্তাঃ। স্রবন্নেত্রজলাঃ (সন্তঃ) সমগ্রম্ আয়ুঃ (কালং) হরেঃ এব সমর্পয়ন্তি॥ ১১॥

ভক্তজন নিরন্তর বাক্য দ্বারা স্তব, মনোমধ্যে স্মরণ ও শরীর দ্বারা প্রণাম করিয়া তৃপ্ত না হওতঃ অশ্রু পুরঃসর সমস্ত পরমায়ু শ্রীহরিতেই সমর্পণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ যাবজ্জীবন হরিসেবাতেই তৎপর হয়েন॥ ১১॥

ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥ ৯

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশশ্লোকঃ—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ॥ ১২॥

যঃ (ভরতঃ) উত্তমঃশ্লোকলালসঃ (সন্) হৃদিস্পৃশঃ (মনোজ্ঞান্) দুস্ত্যজান্ সুহৃদ্রাজ্যং দারসুতান্ (চ) যুবৈব মলবৎ জহৌ॥ ১২॥

মহারাজ ভরত ভগবৎ-প্রাপ্ত্যভিলাষী হইয়া মনোজ্ঞ ও দুস্ত্যজ স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ ও রাজ্যাদি যৌবনাবস্থাতেই মলবৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন॥ ১২॥

সর্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে॥ ১০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে তৃতীয় লহর্য্যাং পঞ্চদশাঙ্কধৃতপাদ্মবচনম্—

হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥ ১৩ ॥

নরেন্দ্রানাং শিখামণিঃ এষঃ (সম্রাড়্) হরৌ রতিং বহন্ (সন্) অরিপুরে ভিক্ষাম্ অটন্ শ্বপাকং (চণ্ডালবিশেষম্) অপি বন্দতে ॥ ১৩॥

ভূপতিগণের শিখামণিস্বরূপ এই মহারাজ শ্রীকৃষ্ণে একান্তরতি লাভ করতঃ ভিক্ষা নিমিত্ত শত্রুগৃহে গমন করিতেন ও চণ্ডাল পর্য্যন্ত নীচ জাতিতেও প্রণত হইতেন ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে ॥১১

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে তৃতীয় লহর্য্যাং ষোড়শাঙ্কধৃতপ্রভুপাদশ্লোকঃ—

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্ ॥১৪

প্রেমা বা (তদ্ধেতুঃ) শ্রবণাদিভক্তিঃ অপি অথবা যোগঃ বৈষ্ণবঃ (বিষ্ণুধ্যানময়ঃ) জ্ঞানং (ব্রহ্মনিষ্ঠং) বা শুভকর্ম্মঃ (বর্ণাশ্রমাচারাদিরূপং) বা অহো কিয়ৎ সজ্জাতিঃ (তৎযোগ্যতাহেতুঃ) অপি বা ন অস্তি (অতএব) হে গোপীজনবল্লভ! তথাপি হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি অচ্ছেদ্যমূলা সতী হা হা মৎ (মম) আশা মাং ব্যথয়তে ॥ ১৪ ॥

আমার প্রেম নাই এবং প্রেমের কারণ যে শ্রবণাদি সাধনভক্তি তাহাও নাই, ধ্যানধারণাদি বৈষ্ণবযোগেরও অনুষ্ঠান নাই এবং জ্ঞান বা কোন শুভ কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করি নাই, অধিক কি বলিব, সাধনের মূল যে সজ্জাতি তাহাও নাই। অতএব হে গোপীজন বল্লভ! তোমাতে যে আমার (পাইব বলিয়া) নিরন্তর আশা সেই আমাকে ব্যথিত করিতেছে ॥১৪॥

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান ॥ ১২ ॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বিতীয়ে নবমশ্লোকধৃতং কৃষ্ণকর্ণামৃতবচনম্—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ মম বা তব বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ ১৫ ॥

নাম গানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম ॥ ১৩ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে তৃতীয় লহর্য্যাম্ অষ্টাদশশ্লোকঃ—

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা ॥ ১৬ ॥

(হে) গোবিন্দ! অদ্য রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরা (রোদন বিন্দবঃ এব মকরন্দাঃ তে স্যন্দতঃ দৃগিন্দিবরাভ্যাং যস্যাঃ সা) মধুরস্বরকণ্ঠী বালা তব নামাবলীং গায়তি ॥ ১৬ ॥

হে গোবিন্দ! অদ্য নয়নযুগলে অশ্রুজলে অভিষিক্তা রাধা তোমার নামাবলী গান করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি ॥১৪॥

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ একবিংশে দ্বাবিংশশ্লোকধৃতকৃষ্ণকর্ণামৃতবচনম্—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ-লীলা-স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥১৫

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে দ্বিতীয় লহর্য্যাং [illegible]

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥১৮॥

(হে) পুণ্ডরীকাক্ষ! কদা অহং তব নামানি কীর্ত্তয়ন্ উদ্বাষ্পঃ (সন্) তাণ্ডবং (নৃত্যং) রচয়িষ্যামি ॥ ১৮ ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! কবে আমি যমুনাতীরে তোমার নামসকল কীর্ত্তন করিতে করিতে সজলনয়নে নৃত্য আরম্ভ করিব ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণে রতি-চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন ॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥১৬

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে চতুর্থলহর্য্যাং দ্বাদশশ্লোকঃ—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ১৯ ॥

যস্য ধন্যস্য (জনস্য) চেতসি নবপ্রেমা উন্মীলতি (উদয়তি) অস্য মুদ্রা অন্তর্বাণিভিঃ (শাস্ত্রবিদ্ভিঃ) অপি সুষ্ঠু সুদুর্গমা (বোদ্ধুম্ অশক্যা) ॥১৯॥

যে ধন্যজনের চিত্তে এই নবীন প্রেমার উদয় হয়, তাহার বাক্যাদির পরিপাটী শাস্ত্রজ্ঞেরাও বুঝিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং সপ্তমে চতুর্থশ্লোকধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ২০ ॥

প্রেমা ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥

যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ডসার।
শর্করা সিতা মিশ্রি শুদ্ধমিশ্রি আর ॥১৭॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল, ক্রমে বাড়ে স্বাদ
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ ॥১৮
অধিকারি-ভেদে রতি পঞ্চপ্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর ॥
এই পঞ্চ স্থায়ীভাব হয় পঞ্চ রস।
যেই রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ ॥ ১৯॥
প্রেমাদিক স্থায়ীভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে ॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব রস হয় মিলে এই চারি ॥২০॥
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্ব আস্বাদনে ॥
দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি উদ্দীপন কৃষ্ণাদি আলম্বন ॥২১
অনুভাব, স্মিত, নৃত্য, গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর ॥
নির্ব্বেদ হর্ষাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী।
সব মেলি রস হয় চমৎকারকারী ॥ ২২ ॥
পঞ্চবিধ রস শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য।
মধুররস শৃঙ্গার নাম সবাতে প্রাবল্য ॥
শান্তরসে শান্তরতি প্রেমপর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগপর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥২৩
সখ্য বাৎসল্য রস পায় অনুরাগ সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥
শান্তাদি রসের যোগ, বিয়োগ দুই ভেদ।
সখ্য, বাৎসল্যযোগাদিরঅনেকবিভেদ ॥২
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণেরূঢ়,অধিরূঢ়গোপিকানিকরে ॥২
অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার ॥
সম্ভোগেমোদনবিরহেমোহননামতার ॥২

মাদনাখ্যে ঘূর্ণনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্প মোহনে দুই ভেদ ॥২৭॥
চিত্রজল্প দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম।
ভ্রমরগীতার দশশ্লোক তাহাতে প্রমাণ ॥২৮॥
উদ্ঘূর্ণা বিবশ চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান ॥২৯॥
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার ॥
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বরাগ মান।
প্রবাসাখ্য আর প্রেমবৈচিত্ত্য আখ্যান ॥
রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাস মানে
প্রেমবৈচিত্ত্য শ্রীদশমে মহিষীগণে ॥৩০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবতিতমাধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকঃ—

> কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
> স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
> বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা
> নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥ ২১ ॥

(হে) কুররি! জগতি ত্বম্ (এব একা) বীতনিদ্রা (সতী) ন শেষে (শয়নেচ্ছাম্ অপি ন কুরুষে; যতঃ) বিলপসি (উচ্চৈঃ পরিবেদনামেব কুরুষে) ঈশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ অস্মাকং পতিস্তু) রাত্র্যাং (তদন্বেষণশক্তিবিরোধিন্যাং) গুপ্তবোধঃ (কুত্রাপি আচ্ছন্নঃ সন্) শেতে। (হে) সখি! কচ্চিৎ নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন (নলিননয়নস্য হাসেন সহিতম্ উদারং যৎ লীলেক্ষিতং তেন) বয়ম্ ইব গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা (গাঢ়ম্ অতিশয়েন নির্ব্বিদ্ধচেতা) ॥ ২১ ॥

হে কুররি! এই জগতে তুমিই একাকিনী নিদ্রাশূন্যা হইয়া শয়নের ইচ্ছাও করিতেছ না, যেহেতু উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছ। আমাদের পতি শ্রীকৃষ্ণ [illegible] স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে নিদ্রা যাইতেছেন। হে সখি! বোধ করি, সহাস্য কটাক্ষ দ্বারা আমাদের ন্যায় তুমিও আকর্ষিত চিত্তা হইয়াছ ॥ ২১ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়কশিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধাঠাকুরাণি ॥৩১॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে প্রথমলহর্য্যাং সপ্তমশ্লোকঃ—

> নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
> যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥ ২২ ॥

নায়কানাং (মধ্যে) স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণঃ তু শিরোরত্নং যত্র (যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে) সর্ব্বে মহাগুণাঃ নিত্যতয়া বিরাজন্তে ॥ ২২ ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নায়কের চূড়ামণি। যাঁহাতে সর্ব্ববিধ মহাগুণরাশি নিত্যরূপে বিরাজ করিতেছে ॥ ২২ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে ত্রয়োদশশ্লোকধৃতং গৌতমীয়তন্ত্রবচনম্—

> দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
> সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ২৩ ॥

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তকাণ ॥৩২॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে প্রথমলহর্য্যাম্ একাদশাদিশ্লোকাঃ—

> অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
> রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ॥ ২৪ ॥
> বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্ প্রিয়ম্বদঃ।
> বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ ॥ ২৫ ॥
> বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
> দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী ॥ ২৬ ॥
> স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
> [illegible]

দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥ ২৮॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥ ২৯॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহা হরেরমী॥ ৩০॥

হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ (প্রভৃতয়ঃ) তস্য অনুকীর্ত্তিতাঃ পঞ্চাশদ্-গুণাঃ সমুদ্রা ইব দুর্ব্বিগাহা॥ ২৪—৩০॥

১। সুরম্যাঙ্গ, প্রশংসনীয় অঙ্গসন্নিবেশ। এইগুণটী আবির্ভাবের সময় হইতে ব্যক্ত। ২। সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত, শ্রীকৃষ্ণের সল্লক্ষণ গুণোত্থ ও অঙ্কোত্থ ভেদে দ্বিবিধ। রক্ততা ও তুঙ্গতাদিগুণজনিত লক্ষণের নাম গুণোত্থ লক্ষণ। সপ্ত স্থানে রক্ততা, ছয় স্থানে উচ্চতা তিন স্থানে বিস্তার, তিন স্থানে খর্ব্বতা, তিন স্থানে গম্ভীরতা, পাঁচ স্থানে দীর্ঘতা, পাঁচ স্থানে সূক্ষ্মতা। এইরূপে গুণোত্থ সল্লক্ষণ বত্রিশটি। করাদিতে রেখাময় লক্ষণের নাম অঙ্কোত্থ লক্ষণ। এই লক্ষণ ষোলটি। ৩। রুচির, সৌন্দর্য্য দ্বারা নয়নের আনন্দকারী; ইহা বাল্যাদি লীলাত্রয়ে বিশেষরূপে দৃষ্ট হয় ৪। তেজস্বী, তেজোরাশি এবং দুর্দ্ধর্ষতা ও সর্ব্ব পরাজয়কারী সমন্বিত; ইহা মল্লরঙ্গে দৃষ্ট হয়। ৫। বলীয়ান্, বলবান্, ইহাও মল্লরঙ্গে দৃষ্ট হয়। ৬। বয়োযুক্ত, বয়সের বাল্যাদি বিবিধ ভেদ সত্ত্বেও সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়, সর্ব্বগুণযুক্ত ও নিত্য নূতনবিলাস বিশিষ্ট কৈশোর বয়সই শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বয়োগুণ; ইহা শ্রীরাসলীলাতেই ব্যক্ত হয়। ৭। বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ, সংস্কৃত প্রাকৃতাদি অশেষ ভাষায় সুপণ্ডিত; ইহা গোচারণলীলায় প্রথম প্রকাশ পায়। ৮। সত্যবাক্, এই গুণ জরাসন্ধবধাদিস্থলে দৃষ্ট হয়। ৯। প্রিয়ম্বদ, অপরাধীজনেও সান্ত্বনা বাক্যপ্রয়োগকারী, ইহা কালিয়নাগদমনে ব্যক্ত হয়। ১০। বাবদূক, শ্রবণ-প্রিয় ও অখিলগুণান্বিত বাক্য প্রয়োগকুশল, ইহা ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গে প্রথম ব্যক্ত হয়। ১১। সুপাণ্ডিত্য, অখিলবিদ্যাবিৎ ও যথোচিত কর্ম্মকারক, ইহা গুরুগৃহে ও দ্বারকালীলায় ব্যক্ত আছে। ১২। বুদ্ধিমান, মেধাবী ও সূক্ষ্মবুদ্ধি; ইহা গুরুগৃহে ও কালযবনাদিবধে দৃষ্ট হয়। ১৩। প্রতিভান্বিত, নব নব প্রকাশশালিনী বুদ্ধি বিশিষ্ট; ইহা মানভঞ্জনলীলাতে প্রকাশিত। ১৪। বিদগ্ধ, কলাবিলাসকুশল; ইহা বৃন্দাবনে পাশক্রীড়ায় পরিব্যক্ত। ১৫। চতুর, এককালীন অনেক কার্য্য সমাধানকারী; ইহা অরিষ্টবধে প্রকাশ পায়। ১৬। দক্ষ, দুঃসাধ্য কার্য্য সত্বর সম্পাদনকারী; ইহা নরকাসুরবধে প্রকাশিত। ১৭। কৃতজ্ঞ, কৃতসেবাদিকর্ম্মের অভিজ্ঞ; কাম্যবনে পাণ্ডবগণের নিকট গমনকালে এই গুণ পরিস্ফুট দেখা যায়। ১৮। সুদৃঢ়ব্রত, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সত্যনিয়ম; ইহা পারিজাতহরণে ব্যক্ত আছে। ১৯। দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞ, দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কর্ম্মকারী; উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণকালে এই গুণ প্রকাশ পায়। ২০। শাস্ত্রচক্ষু, শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মকারী, ইহা দ্বারকালীলায় দৃষ্ট হয়। ২১। শুচি, স্বয়ং বিশুদ্ধ ও অন্যের পাবন, ইহা [illegible]

প্রসঙ্গে দেখা যায়। ২২। বশী, ইন্দ্রিয়-জয়কারী; ইহা বংশবিস্তার প্রসঙ্গে দেখা যায়। ২৩। স্থির, আফলোদয়কর্ম্ম-চারী; ইহা জাম্ববতী পরিণয়ে ব্যক্ত। ২৪। দান্ত, ক্লেশসহিষ্ণু; ইহা গুরুগৃহে প্রকাশিত। ২৫। ক্ষমাশীল, অপরাধসহিষ্ণু; ইহা শিশুপালবধে প্রকটিত। ২৬। গম্ভীর, দুর্ব্বিগাহ্য আশয়; ইহা ব্রহ্মমোহনলীলায় ব্যক্ত। ২৭। ধৃতিমান্, পূর্ণকাম ও ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও ক্ষোভরহিত; ইহা রাজসূয় যজ্ঞে প্রকাশিত। ২৮। সমরাগ-দ্বেষবিমুক্ত, ইহা কালিয়দমনে প্রকটিত। ২৯। বদান্য, দাতা, দ্বারকালীলায় নারদমোহে এই গুণ প্রকাশিত। ৩০। ধার্ম্মিক, ধর্ম্মকারক ও ধর্ম্মরক্ষক, ইহা দ্বারকালীলায় প্রকাশিত। ৩১। শূর, যুদ্ধ-বিষয়ে উৎসাহান্বিত ও অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ, ইহা জরাসন্ধসংগ্রামে প্রকাশিত। ৩২। করুণ, পরদুঃখসহিষ্ণু; জরাসন্ধ কর্তৃক বদ্ধরাজগণের মোচনে এই গুণ প্রকটিত। ৩৩। মান্যমানকৃৎ, গুরুবৃদ্ধ ব্রাহ্মণসকল পূজাকারী, ইহা দ্বারকালীলায় প্রকাশিত। ৩৪। বিনয়ী অনুদ্ধত; ইহা রাজসূয়যজ্ঞে ব্যক্ত। ৩৫। দক্ষিণ, কোমল-চরিত্র, ইহা সত্যভামাপরিণয়ে প্রকাশিত। ৩৬। হ্রীমান্ লজ্জাশীল; গুণ এই গোবর্দ্ধনধারণকালে প্রকটিত। ৩৭। শরণাগতপালক, এই গুণ বাণযুদ্ধে ব্যক্ত। ৩৮। সুখী, অন্নভিক্ষায় এইগুণ সুব্যক্ত আছে। ৩৯। ভক্তসুহৃদ, ভীষ্ম-নির্ব্বাণে এই গুণ প্রকাশ পায়। ৪০। প্রেমবশ্য, সেবার অপেক্ষা না করিয়াই প্রেমের বশীভূত, পৃথুকোপাখ্যানে ইহা প্রকাশিত। ৪১। সর্ব্বশুভঙ্কর, সর্ব্বজন-হিতকারী, ইহা উদ্ধবশিক্ষায় ব্যক্ত। ৪২। প্রতাপী। ৪৩। কীর্ত্তিমান্। ৪৪। রক্ত-লোক, লোকের অনুরাগভাজন। ৪৫। সাধুসমাশ্রয়। ৪৬। নারীগণ মনোহারী। ৪৭। সর্ব্বারাধ্য। ৪৮। সমৃদ্ধিমান্। ৪৯। বরী-য়ান্। ৫০। ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশটি গুণ সমুদ্রের ন্যায় দুর্ব্বিগাহ। ২৪—৩০।

তথাহি তত্রৈব—

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া কচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥ ৩১ ॥
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥ ৩২ ॥
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ ॥
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ ॥ ৩৩ ॥
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ॥ ৩৪ ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষীমুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ ॥ ৩৫ ॥
লীলা-প্রেম্নাপ্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥

এতে (গুণাঃ) বিন্দুবিন্দুতয়া কচিৎ জীবেষু বসন্তঃ অপি তত্রৈব পুরুষোত্তমে পরিপূর্ণতয়া ভান্তি। অংশেন (যথাসম্ভবস্বাংশেন) গিরিশাদিষু (শ্রীশিবাদিষু) যে পঞ্চগুণাঃ স্যুঃ (অথ উচ্যন্তে) সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞঃ নিত্যনূতনঃ সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ (ইতি [illegible]) লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ যে পঞ্চগুণাঃ অথ উচ্যন্তে অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ [illegible]

বলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ আত্মারামগণাকর্ষি ইতি অমী কৃষ্ণে অদ্ভুতাঃ কিল। সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ। মুরলীকলকূজিতঃ ত্রিজগন্মানসাকর্ষী অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচর ইতি লীলাপ্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং বেণুরূপয়োঃ মাধুর্য্যে ইতি গোবিন্দস্য অসাধারণং চতুষ্টয়ং প্রোক্তম্ এবং চতুর্ভেদাঃ গুণাঃ চতুঃষষ্টিঃ উদাহৃতঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥

এই সমস্ত গুণ জীবগণেও দৃষ্ট হয়। দৃষ্ট হইলেও সম্পূর্ণভাবে দৃষ্ট হয় না, অংশতঃ দৃষ্ট হয় মাত্র। শ্রীকৃষ্ণেই এইগুলি পরিপূর্ণভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সদা স্বরূপসম্প্রাপ্ত (মায়িককার্য্যে অবশীকৃত) সর্ব্বজ্ঞ, নিত্যনূতন, সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ (সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ) ও সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত (সকল সিদ্ধি যাঁহার নিজবশে) শ্রীকৃষ্ণের এই পাঁচটিগুণ আংশিকরূপে গিরিশাদি দেবতাতেও দেখা গিয়া থাকে। অবিচিন্ত্য মহাশক্তি (সৃষ্টিকর্তৃত্ব, ব্রহ্মারুদ্রাদিমোহন ও ভক্তের প্রারব্ধ খণ্ডন প্রভৃতি অচিন্ত্যশক্তি সমন্বিত) কোটি ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ (বিশ্বরূপ) অবতারাবলীবীজ (সর্ব্বাবতারের মূলাশ্রয়) হতারিগতিদায়ক (শত্রুগণের বিনাশসাধন পূর্ব্বক মুক্তিদাতা) ও আত্মারামাগণাকর্ষী (মুক্তগণেরও আকর্ষণকারী) শ্রীকৃষ্ণের এই পাঁচটি গুণ শ্রীনারায়ণাদিতেও দৃষ্ট হয়। সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধি (লীলামাধুর্য্য) অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডল (প্রেমমাধুর্য্য) ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিত (বেণুমাধুর্য্য) ও অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচর (রূপমাধুর্য্য) এই চারিটি গুণ শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ ॥৩১—৩৬॥

অনন্ত গুণ রাধিকার পঞ্চবিংশতি প্রধান।
যেই গুণে বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ ৩৭ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধাপ্রকরণে নবমাঙ্কে—

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥ ৩৭ ॥
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাঙ্ নর্ম্মপণ্ডিতা ॥ ৩৮ ॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী ॥৩৯॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুলপ্রেমবসতির্জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশাঃ ॥ ৪০ ॥
গুর্ব্বর্পিত গুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা।
বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥৪১॥

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) প্রবরাগুণাঃ কীর্ত্ত্যন্তে মধুরেয়ং নববয়াঃ চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা (ইত্যাদয়ঃ) তস্যাঃ গুণাঃ কিং বহুনা হরেঃ ইব সংখ্যাতীতাঃ ॥ ৩৭—৪১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধারও অপ্রাকৃত অনন্ত গুণ উক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রধানতঃ যে পঞ্চবিংশতি গুণ তাহা কীর্ত্তিত হইতেছে। মধুরা, নববয়া, চঞ্চলনয়না, উজ্জ্বলস্মিতা, চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা (পঞ্চাশৎ সংখ্যক সৌভাগ্যসূচক রেখা বিশিষ্টা) গন্ধোন্মাদিতমাধবা (গন্ধ দ্বারা মাধবকে উন্মাদিত করেন) সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা, রম্যবাক্, নর্ম্মপণ্ডিতা, বিনীতা, করুণাপূর্ণা, বিদগ্ধা, পাটবান্বিতা (চাতুর্য্যশালিনী) লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদা, ধৈর্য্যশালিনী,

গাম্ভীর্যশালিনী, সুবিলাসা, মহাভাব-পরমোৎকর্ষতর্ষিণী (সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব সকলের পূর্ণপ্রকাশভূমি) গোকুলপ্রেমবসতি (গোকুলজনপ্রিয়া) জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশা (যাঁহার যশে সর্ব্বজগৎ ব্যাপ্ত) গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা (গুরুজনের অতিশয় স্নেহপাত্রী) সখীপ্রণয়িতাবশা (সখীজনের প্রণয়াধীনা) কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা (কৃষ্ণপ্রিয়াগণশ্রেষ্ঠা) সন্ততাশ্রবকেশবা (সর্ব্বদা কেশব যাঁহার আজ্ঞাধীন) ॥৩৭।৪১॥

নায়িকা নায়ক দুই রসের আলম্বন।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
এই মত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ।
বাৎসল্যে মাতাপিতা আশ্রয়ালম্বন ॥
এই রস অনুভবে যৈছে ভক্তগণ।
যৈছে রস হয়, তার শুনহ লক্ষণ ॥৩৪॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে প্রথমলহর্য্যাং চতুর্থাঙ্কে—

ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্ ॥ ৪২ ॥
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্ ॥ ৪৩ ॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্ ॥ ৪৪ ॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥৪৫॥

ভক্তিনির্ধূতদোষানাং (ভক্ত্যা নির্ধূতঃ দোষাঃ যেষাং) প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং শ্রীভাগবতরক্তানাং (শ্রীভাগবতার্থাস্বাদনপরাণাং) রসিকাসঙ্গরঙ্গিনাং (রসজ্ঞভক্তসঙ্গিণাং) জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াং প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃতানি এব অনুতিষ্ঠতাং তেষাং ভক্তানাং হৃদি সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা আনন্দরূপা রতিঃ এব রাজন্তী তু অনুভবাধ্বনি কৃষ্ণাদিভিঃ বিভাবাদ্যৈঃ গতৈঃ রস্যতাং নীয়মানা পরাং প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠাম্ আপদ্যতে ॥ ৪২—৪৫ ॥

ভক্তি প্রভাবে যাঁহাদের দোষ নিদূরিত হইয়া শুদ্ধসত্ত্বাবির্ভাবের যোগ্য এবং উজ্জ্বল তদ্ধেতু সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্নচিত্ত হইয়াছে, যাঁহারা শ্রীভাগবতার্থ আস্বাদে অনুরক্ত এবং রসজ্ঞভক্তগণসঙ্গী, শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্মের ভক্তিসুখসম্পত্তি যাঁহাদের জীবনীভূত, যাঁহারা কেবল প্রেমান্তরঙ্গ সাধন সকল অনুষ্ঠান করেন, তাদৃশ ভক্তগণের হৃদয়ে সংস্কার যুগলোজ্জ্বলা আনন্দরূপা যে রতি বিরাজিত আছে, সেই রতি অনুভবপথগত কৃষ্ণাদিবিভাগসমূহ দ্বারা আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হইয়া প্রৌঢ়ানন্দ চমৎকারের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪২—৪৫ ॥

এই রসাস্বাদ নহে অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে ॥ ৩৫ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে পঞ্চমলহর্য্যাং অষ্টসপ্ততিতমাঙ্কে—

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥ ৪৬ ॥

অভক্তৈঃ অয়ং ভগবৎ রসঃ সর্ব্বথা এব দুরূহঃ তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈঃ ভক্তৈঃ এব অনুরস্যতে ॥ ৪৬ ॥

এই ভক্তিরস অভক্তদিগের সর্ব্বপ্রকারেই দুরূহ, কিন্তু কৃষ্ণপাদাম্বুজসর্ব্বস্ব ভক্তগণ নিরন্তর উহা আস্বাদন করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

তথাহি তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং পঞ্চবিংশাধিকশততমাঙ্কে—

অনালক্ষ্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥ [illegible]

অনাসক্তস্য (সতঃ) যথার্হং (স্বভক্ত্যুপযুক্ত-মাত্রং যথাস্যাত্তথা) বিষয়ান্ উপযুঞ্জতঃ (ভুঞ্জানস্য পুরুষস্য যৎ) বৈরাগ্যং (তৎ) যুক্তম্ উচ্যতে ॥৪৭

অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয়োপ-ভোগ করতঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যে আগ্রহ জন্মে, এ স্থলে তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন বিবরণ।
পঞ্চমপুরুষার্থ এই কৃষ্ণ প্রেমধন ॥
পূর্ব্বেতে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে ॥
তুমিহ করিহ ভক্তি-শাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥৩৬॥
শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তি-স্মৃতি-শাস্ত্র করি করিহ প্রচার ॥
যুক্ত-বৈরাগ্য-স্থিতি সব শিক্ষাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল ॥৩৭॥

তথাহি গীতায়াং দ্বাদশাধ্যায়ে ত্রয়োদশাদি-শ্লোকাঃ—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ৪৮ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৪৯ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ৫০ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৫১ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥৫২॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৩ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥৫৪॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥৫৫॥

সর্ব্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টা মৈত্রঃ করুণঃ নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী। সততং সন্তুষ্টঃ যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ যঃ সঃ মে প্রিয়ঃ মদ্ভক্তঃ। যস্মাৎ লোকঃ ন উদ্বিজতে চ যঃ লোকান্ ন উদ্বিজতে যঃ হর্ষামর্ষ-ভয়োদ্বেগৈঃ মুক্তঃ স চ মে প্রিয়ঃ। অনপেক্ষঃ শুচিঃ দক্ষঃ উদাসীনঃ গতব্যথঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যঃ সঃ মে প্রিয়ঃ মদ্ভক্তঃ। যঃ ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তি-মান্ যঃ সঃ মে প্রিয়ঃ। শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ সমঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গ-বিবর্জ্জিতঃ। তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ মৌনী যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ ভক্তিমান্ (সঃ) নরঃ মে প্রিয়ঃ। যে ভক্তাঃ যথোক্তম্ ইদং ধর্ম্মামৃতং পর্য্যুপাসতে শ্রদ্দধানা (ভক্তিশ্রদ্ধালবঃ) মৎপরমাঃ (মন্নিরতাঃ) তে মে অতীব প্রিয়াঃ (ভবন্তি) ॥৪৮।৫৫

যিনি সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা অর্থাৎ কেহ দ্বেষ করিলেও আমার প্রারব্ধানুসারে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমার প্রতি দ্বেষ করিতেছে,এই বুদ্ধিতে তাহার প্রতি দ্বেষরহিত, 'সমস্ত জীবই পরমেশ্ব-রাধিষ্ঠিত' এই বুদ্ধিতে জীবমাত্রের প্রতি স্নিগ্ধ, কোন কারণে কাহারও খেদ উপ-স্থিত হইলে 'ঐ খেদ না হউক' এই বুদ্ধিতে করুণ, দেহাদিতে মমতারহিত ও আত্মবুদ্ধিরহিত, সুখের সময় হর্ষে ও দুঃখের সময় উদ্বেগেও নিরাকুল, সহিষ্ণু, সতত সন্তুষ্ট, গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট-উপায়-নিষ্ঠ, বিজিতেন্দ্রিয়,কেহ কুতর্ক করিলেও তদ্দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি বিচলিত হয় না, পরন্তু 'আমি হরিদাস' এইরূপই বুদ্ধি স্থির

থাকে, যিনি আমাতেই মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, এই প্রকার ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি অনপেক্ষ অর্থাৎ স্বয়ং উপস্থিত ভোগ্যবিষয়েও স্পৃহারহিত, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথারহিত ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, তাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি শত্রুমিত্রে, মানাপমানে, শীতোষ্ণে ও সুখদুঃখে সমবুদ্ধি এবং কুসঙ্গবিবর্জ্জিত, যিনি নিন্দা ও স্তুতিকে সমান বোধ করেন, যিনি যথালাভতুষ্ট, নিবাসরহিত ও স্থিরবুদ্ধি তাদৃশ ভক্তিমান্ই আমার প্রিয়। যিনি এই যথোক্ত ধর্ম্মামৃতের সেবা করেন, তিনি আমার অতীব প্রিয় হয়েন॥ ৪৮—৫৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকঃ—

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধাঃ গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥ ৫৬॥

পথি কিং চিরাণি (বস্ত্রখণ্ডানি) ন সন্তি পরভৃতঃ অঙ্ঘ্রিপাঃ ভিক্ষাং ন এব দিশন্তি (দাস্যন্তি কিং) সরিতঃ অপি অশুষ্যন্ (শুষ্কাঃ কিং) গুহাঃ রুদ্ধাঃ (কিম্) অজিতঃ কিম্ উপসন্নান্ (শরণাগতান্ জনান্) ন অবতি কবয়ঃ কস্মাৎ ধনদুর্ম্মদান্ধান্ (ধনেন যঃ দুর্ম্মদঃ তেন অন্ধান্) ভজন্তি॥৫৬॥

পথি মধ্যে পতিত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড থাকিতে বস্ত্রের নিমিত্ত, পরপোষক তরুরাজি থাকিতে অন্নের নিমিত্ত, জলপূর্ণ সরিৎ সরোবর থাকিতে পানীয়ের নিমিত্ত, গিরিকন্দর থাকিতে বাসস্থানের নিমিত্ত ও শরণাগতপালক শ্রীভগবান্ থাকিতে আশ্রয়ের নিমিত্ত সাধুলোক সকল কেন ধনমদান্ধ ব্যক্তিসকলের উপাসনা করিবেন॥ ৫৬॥

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিলা।
ভাগবত সিদ্ধান্ত গূঢ় সকল কহিলা॥ ২৮॥
হরিবংশে কহিয়াছে গোলকেতে স্থিতি।
ইন্দ্র আসি কৈল যবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি॥
মৌষললীলা আর কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার যত আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষীহরণ আদি সব মায়াময়।
ব্যাখ্যান শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন কৈল কিছু দন্তে তৃণ লঞা॥
নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলে যেই ব্রহ্মার অগোচর॥৩৯॥
তুমি যে কহিলে এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু।
মোর মন ছুইতে নারে তার এক বিন্দু॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ॥
মুঞি যে শিখাইলুঁ তাহা স্ফুরুক সকল।
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল॥
তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি করে।
বর দিল এই সব স্ফুরুক তোমারে॥
সংক্ষেপে কহিল প্রেমপ্রয়োজন সম্বাদ
বিস্তারি কহিতে নারি, প্রভুর প্রসাদ
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥৪০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রয়োজনপ্রেমবিচারোনাম ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ॥ ২৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপশ্রীশ্যামলালপদারবিন্দসেবি-বিনোদবিহারি-গোস্বামি কৃতাম্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত প্রয়োজনপ্রেমবিচার নাম ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ॥ ২৩॥

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আত্মারামেতি-পদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ স চৈতন্যোদয়াচলঃ ॥ ১ ॥

যঃ (চৈতন্যঃ) আত্মারামেতিপদ্যার্কস্য অর্থাংশূন্ (অর্থাৎ একষষ্টিপ্রকারাঃ যে এব অংশবঃ কিরণাঃ তান্) প্রকাশয়ন্ জগত্তমঃ (জগতাং তমঃ) জহার স চৈতন্যোদয়াচলঃ (অস্মান্) অব্যাৎ ॥১॥

"আত্মারামাঃ" শ্লোকরূপ সূর্য্যের অর্থরূপ কিরণাবলি প্রকাশ করতঃ যিনি জগতের তমো নাশ করিয়াছেন, সেই চৈতন্যরূপ উদয়গিরি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি তুমি সার্ব্বভৌম-স্থানে।
এ শ্লোকের আঠার অর্থ করিছ ব্যাখ্যানে ॥১

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশমশ্লোকঃ—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ২ ॥

আত্মারামাঃ চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাঃ অপি উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি ইত্থম্ভূতগুণঃ হরিঃ ॥২॥

আত্মারাম মুনিগণ নির্গ্রন্থা হইয়াও উরুক্রমে ফলাভিসন্ধিরহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন। হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ যে, মুক্ত বা অমুক্ত সকলেই তাহার উৎসুক [illegible] ॥ ২ ॥

আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ ॥
প্রভু কহে আমি বাতুল আমার বচনে।
সার্ব্বভৌম বাতুল তাহা সত্য করি মানে
কিবা প্রলপিলাঙ কিছু নাহিক স্মরণে।
তোমার সঙ্গবলে যদি হয় কিছু মনে ॥
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে।
তোমা সবা সঙ্গ বলে যে কিছু প্রকাশে॥২॥
একাদশ পদ এই শ্লোকে সুনির্ম্মল।
পৃথক পৃথক অর্থ করে ঝলমল ॥
আত্মা শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি।
বুদ্ধি, স্বভাব, এই সাত অর্থ প্রাপ্তি ॥৩॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু।
প্রযত্নে চ ॥ ৩ ॥

আত্মা শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৈর্য্য, বুদ্ধি ও স্বভাব এই সাতটী অর্থ পাওয়া যায় ॥ ৩ ॥

এই সাতে রমে যেই, সেই আত্মারামগণ।
আত্মারামগণের আগে করিব গণন ॥
মুন্যাদি শব্দের অর্থ শুন সনাতন।
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি পাছেকরিবমিলন ॥৪
মুনি শব্দে মননশীল, আর কহে মৌনী।
তপস্বী, ব্রতী, যতি আর ঋষি, মুনি ॥৫॥
নির্গ্রন্থ শব্দে কহে অবিদ্যাগ্রন্থ হীন।
বিধি নিষেধ বেদশাস্ত্র জ্ঞানাদি বিহীন ॥
মূর্খ, নীচ ম্লেচ্ছ আদি, শাস্ত্ররিক্তগণ।
[illegible]

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—
নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্মাণনিষেধয়োঃ ॥৪॥
গ্রন্থ ধনে চ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রথনেঽপি চ ॥৫॥

নির্ উপসর্গের অর্থ নিশ্চয়, নির্গত হওয়া, নির্মাণ এবং নিষেধ। গ্রন্থ শব্দের অর্থ, ধনসন্দর্ভ (ধনসঞ্চয়) বর্ণসংগ্রথন (অক্ষর সকলকে রীতিক্রমে বিন্যাস করা) ॥ ৪। ৫ ॥

উরুক্রম শব্দে কহে বড় যার ক্রম।
ক্রমশব্দে কহে তার পাদ বিক্ষেপণ ॥
শক্তি, কম্পযুক্ত, পরিপাটী, শক্ত্যে, আক্রমণ।
চরণচালনে কাঁপাইলা ত্রিভুবন ॥৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে একোনচত্বারিংশশ্লোকঃ—

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাস্খলতাত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পযানম্ ॥ ৬ ॥

ইহ (সংসারে) যঃ কবিঃ (বুদ্ধিমান্ পুরুষঃ) পার্থিবানি রজাংসি অপি বিমমে (বিগণিতবান্, তাদৃশঃ অপি) কতমঃ নু যঃ (বিষ্ণুঃ) যস্মাৎ, (কারণাৎ ত্রৈবিক্রমে) অস্খলতা (প্রতিঘাতশূন্যেন) স্বরংহসা (স্বপাদবেগেন) ত্রিসাম্যসদনাৎ (ত্রিসাম্যরূপং সদনম্ অধিষ্ঠানং প্রধানং তস্মাৎ আরভ্য) উরু (অধিকং) কম্পযানং (কম্পমানং কম্পেন যানং যস্যেতি বা, অতঃ) ত্রিপৃষ্ঠং চস্কম্ভ (ধৃতমান্ তস্য) বিষ্ণোঃ বীর্য্যগণনাং (কর্তুং কিম্) অর্হতি ॥ ৬ ॥

হে নারদ! যে ব্যক্তি পৃথিবীর পরমাণু গণনা করিতে পারেন, সে ব্যক্তি, যে বিষ্ণু প্রতিঘাতশূন্য পাদবেগদ্বারা প্রকৃতির আবরণপর্য্যন্ত কাঁপাইয়া সত্য- বিষ্ণুর বীর্য্য গণনা করিতে কি সমর্থ হয়? ॥ ৬ ॥

বিভুরূপে ব্যাপে, শক্ত্যে ধারণ, পোষণ।
মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম।
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটি সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মেলি প্রপঞ্চ রচন ॥৮॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—
ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ ॥৭॥

ক্রম শব্দের অর্থ শক্তি, পরিপাটি, চালন ও কম্প ॥ ৭ ॥

কুর্ব্বন্তি পদ এই পরস্মৈপদ হয়।
কৃষ্ণসুখ ভজনে তাৎপর্য্য কহয় ॥ ৯ ॥

তথাহি পাণিনিঃ ভ্বাদিপ্রকরণে—
স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে ॥ ৮ ॥

স্বরিত স্বর অর্থাৎ উদাত্ত (প্রথমস্বর) ও অনুদাত্ত (নীচস্বর) মিশ্রিত স্বর 'ঞ' যাহাদের 'ইৎ' হয়, সেই সকল যজাদি ও সুঞাদি ধাতুর উত্তর ক্রিয়ার ফল যদি কর্ত্তার অভিপ্রেত অর্থাৎ নিজার্থে হয়, তাহা হইলে আত্মনেপদ হয়, কিন্তু এ স্থলে ক্রিয়াজন্য মুখ্যোদ্দেশ্যভূতফল কৃষ্ণের সুখার্থ কৃষ্ণকে ভক্তি করায় নিজার্থে আত্মনেপদ না হইয়া পরস্মৈপদ হইয়াছে ॥ ৮ ॥

হেতু শব্দে কহে ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে।
ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি, মুখ্য এ তিন প্রকারে।
এক ভুক্তি কহে ভোগ অনন্ত প্রকার।
সিদ্ধি অষ্টাদশ, মুক্তি পঞ্চ পরকার ॥১০॥
এই যাঁহা নাই তাঁহা ভক্তি অহৈতুকী।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী ॥
ভক্তি[illegible]

রতিলক্ষণা প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার।
ভাবনাম মহাভাব উপর সবার ॥ ১১ ॥
শান্তভক্তের রতি বাঢ়ে প্রেম পর্য্যন্ত।
দাস ভক্তের রতি হয় রাগ দশা অন্ত ॥
সখাগণের রতি বাড়ে অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃমাতৃস্নেহ-আদি অনুরাগ অন্ত ॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব সীমা।
'ভক্তি' শব্দের এই সব অর্থের মহিমা ॥১২
'ইত্থম্ভূতগুণঃ' শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান।
'ইত্থং' শব্দের ভিন্নার্থ, 'গুণ' শব্দের আন।
'ইত্থম্ভূত' শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়।
যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণতুল্য হয় ॥ ১৩ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং সপ্তমে পঞ্চমাঙ্কধৃতং হরিভক্তিসুধোদয়স্য বচনম্—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥৯॥

সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন।
আপনার বলে করায় সর্ব্ব বিস্মারণ ॥১৪॥
ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তিসুখ ছাড়ায় যার গন্ধে।
অলৌকিকশক্তিগুণেকৃষ্ণকৃপায়বান্ধে ॥১৫॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইহা সিদ্ধান্ত বিচার।
এই স্বভাব গুণ যাতে মাধুর্য্যের সার ॥১৬
'গুণ' শব্দের অর্থ কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সচ্চিৎরূপ গুণ সর্ব্ব পূর্ণানন্দ ॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য আত্মপর্য্যন্ত বদান্যতা ॥ ১৭॥
অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ॥১৮
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে ॥১৯

তথাহি মধ্যলীলায়াং সপ্তদশে নবমাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥১০॥

শুকদেবের মন হরিল লীলার শ্রবণে ॥২০

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে নবমশ্লোকঃ—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ১১ ॥

(হে) রাজর্ষে! নৈর্গুণ্যে পরিনিষ্ঠিতঃ অপি (অহম্) উত্তমঃশ্লোকলীলয়া গৃহীতচেতাঃ (সন্) যৎ আখ্যানম্ অধীতবান্ ॥ ১১ ॥

হে রাজন্। আমি নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত ছিলাম সত্য, কিন্তু শ্রীভগবানের লীলাশ্রবণে আকৃষ্ট চিত্ত হওতঃ শ্রীভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছি ॥ ১১ ॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং সপ্তদশে সপ্তমাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥১২॥

শ্রীঅঙ্গ-শ্রীরূপে হরে গোপীগণের মন ॥২১

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে একোনচত্বারিংশশ্লোকঃ—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ১৩ ॥

তব অলকাবৃতমুখম্ কুণ্ডলশ্রিগণ্ডস্থলাধরসুধং (কুণ্ডলয়োঃ শ্রীঃ শোভা যয়োঃ তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিন্ তৎ চ তৎ চ মুখং) হসিতাবলোকং (হসিতেন সহ অবলোকঃ যস্মিন্ তৎ চ মুখং) বীক্ষ্য দত্তাভয়ং (দত্তম্ অভয়ং যেন) ভুজদণ্ডযুগং শ্রিয়ৈকরমণং (শ্রিয়ঃ লক্ষ্যাঃ একং মুখ্যং

রমণং রতিজনকং) বক্ষঃ চ বিলোক্য দাস্যঃ ভবামঃ ॥ ১৩ ॥

তোমার অলকাবৃত কুণ্ডল-সুশোভিত গণ্ডস্থলালঙ্কৃত অধরসুধান্বিত ও সহাস্য-নিরীক্ষণযুক্ত বদনমণ্ডল এবং অভয়প্রদ ভুজদণ্ডযুগল ও লক্ষ্মীদেবীর প্রধান রতি-জনক বক্ষঃস্থল সন্দর্শন করিয়া আমরা তোমার দাসী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥১৩

রূপগুণ শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি আকর্ষণ ॥২২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লোকঃ—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ ১৪ ॥

(হে) ভুবনসুন্দর ! (হে) অচ্যুত ! শৃণ্বতাং (শ্রবণবতাং) কর্ণবিবরৈঃ নির্বিশ্য (অন্তঃ প্রবিশ্য) অঙ্গতাপং হরতঃ তে (তব) গুণান্ (সর্ব্বসুখ-দত্বাদীন্ তেষু একম্ একম্ অপি) দৃশিমতাং (চক্ষুষ্মতাং) দৃশাং (দৃগেন্দ্রিয়াণাম্) অখিলার্থ-লাভং রূপং (কান্ত্যবয়বসৌষ্ঠবঞ্চ) শ্রুত্বা (শ্রবণ-পথপ্রাপ্তিমাত্রেণ) মে চিত্তম্ অপত্রপং (লজ্জারহিতং সৎ) ত্বয়ি আবিশতি (আ সম্যক্ অনুসন্ধানান্তর-রাহিত্যেন বিশতি মগ্নং ভবতিঃ) ॥ ১৪ ॥

হে ভুবনসুন্দর ! হে অচ্যুত ! কর্ণ-বিবর দ্বারা শ্রোতৃবর্গের অন্তরে প্রবেশ করতঃ নিখিলতাপ হরণ করে, তোমার সেই গুণসমূহ এবং চক্ষুষ্মানগণের চক্ষু যাহাতে সমস্ত মাধুর্য্য আস্বাদন করে, তোমার তাদৃশ রূপরাশি শ্রবণ করিয়া, আমার মন লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তোমাতে আবিষ্ট হইতেছে ॥ ১৪ ॥

বংশী-গীতে রূপে হরে লক্ষ্ম্যাদির মন ॥২৩

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে চতুস্ত্রিংশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

কস্যানুভাবস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ১৫ ॥

যোগ্যভাবে জগতের যত নারীগণ ॥ ২৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে চত্বারিংশশ্লোকঃ—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ১৬ ॥

অঙ্গ (হে কৃষ্ণ), তে (তব) কলপদায়ত-বেণুগীতসম্মোহিতা (কলানি মধুরাণি পদানি যস্মিন্ তৎ চ তৎ আয়তং দীর্ঘং মূর্চ্ছিতং চ যৎ বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা আকৃষ্টচিত্তা সতী) ত্রৈলোক্যসৌভগং (লোকত্রয়ে সৌভগং সৌন্দর্য্যা-তিশয়যুক্তম্) ইদং রূপং চ নিরীক্ষ্য যৎ (যাভ্যাং বেণুগীতশ্রবণরূপদর্শনাভ্যাং) গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকানি অবিভ্রন্ (অবিভ্রুঃ) কা (সা) স্ত্রী (যা) আর্য্যচরিতাৎ (সদাচারাৎ, স্বধর্ম্মাৎ) ন চলেৎ ॥ ১৬ ॥

হে কৃষ্ণ; যাহা শ্রবণ ও দর্শন করিয়া গো, পক্ষী, বৃক্ষ, ও মৃগ প্রভৃতিও পুল-কিত হইয়া থাকে, তোমার মধুরপদযুক্ত দীর্ঘমূর্চ্ছিত সেই বেণুগীত দ্বারা আকৃষ্ট-চিত্ত হইয়া ও ত্রিলোকসুন্দর সেই এই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া, ত্রিলোকমধ্যে এমন কোন্ স্ত্রী আছে, যে স্বধর্ম্ম হইতে বিচ-লিত না হয় ? ॥ ১৬ ॥

গুরু তুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ।
দাস্য সখ্যাদিক ভাবে পুরুষাদিগণ॥
পক্ষী মৃগ বৃক্ষ লতা চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ॥২৫॥

তথাহি তত্রৈব—

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং।
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্য বিভ্রন্॥ ১৭॥

হরি শব্দের নানা অর্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিঞা হরে মন॥
যৈছে তৈছে যোই কোই করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তার করে সংহারণ॥ ২৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকঃ—

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥ ১৮॥

(হে উদ্ধব) যথা সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ (সুসমৃদ্ধা অর্চ্চিঃ যস্য সঃ) অগ্নিঃ এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ করোতি তথা মদ্বিষয়া ভক্তিঃ কৃৎস্নশঃ (সর্ব্বানি) এনাংসি (পাপানি প্রারব্ধপর্য্যন্তানি নাশয়তি)॥১৮॥

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, হে উদ্ধব! সেইরূপ মদ্বিষয়িনী ভক্তি সমস্ত পাপরাশিকে নিঃশেষে দগ্ধ করে॥ ১৮।

তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম্ম অবিদ্যা নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা করয়ে প্রকাশ॥
নিজ গুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণগণ॥২৭
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, গুণে হরে মন।
হরি শব্দের এই মুখ্যার্থ করিল লক্ষণ॥
'চ' 'অপি' দুই শব্দ হয়ত অব্যয়।
যেই অর্থে লাগাইয়ে সেই অর্থ কয়॥২৮॥
তথাপি 'চ' কারে কহে মুখ্য অর্থ সাত॥২৯

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণেঽপ্যবধারণে॥ ১৯॥

চ শব্দের অর্থ অন্বাচয় (অনুগম্য সমূহার্থে), সমাহার (একীকরণ), অন্যোন্যার্থ (পরস্পরার্থ), সমুচ্চয় (পূর্ব্ব কথাকে পরবাক্যে অনুবর্ত্তিত করা), যত্নান্তর (অন্য যত্ন), পাদপূরণ (বাক্যের ন্যূনতা পরিহার), এবং অবধারণে (নিশ্চয়ার্থে) এই সাতটি॥ ১৯॥

'অপি' শব্দের মুখ্য অর্থ সপ্ত বিখ্যাত॥৩০

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

অপি সম্ভাবনাপ্রশ্নশঙ্কাগর্হাসমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামাচারক্রিয়াসু চ॥২০॥

অপি শব্দের অর্থ সাম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, নিন্দা, সমুচ্চয়,যুক্তপদার্থ, ও কামাচারক্রিয়া॥ ২০॥

এই একাদশ পদের অর্থ নির্ণয়।
এবে শ্লোকার্থ কহি যাহা যে লাগয়॥৩১
ব্রহ্ম শব্দের অর্থতত্ত্ব সর্ব্ববৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যাঁর সম॥ ৩২॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাদশাধ্যায়ে সপ্তপঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ—

বৃহত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ॥ ২১॥
বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ চ যৎ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ॥২১॥

সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সকলের সংবর্দ্ধকত্ব হেতু ব্রহ্ম নামে কথিত হয়েন॥ ২১॥

সেই ব্রহ্ম শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্।
অদ্বিতীয় জ্ঞান যাহা বিনু নাহি আন॥৩৩

তথাহি আদিলীলায়াং দ্বিতীয়ে চতুর্থাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥২২॥

সেই অদ্বয়তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
যাঁহা বিনু কালত্রয়ে বস্তু নাহি আন ॥৩৪

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে ত্রয়োবিংশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥২৩॥

আত্মা শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ ॥৩৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশশ্লোকে ভাবার্থদীপিকায়াং তন্ত্রবচনম্—

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি পরমো হরিঃ ॥২৪॥

আততত্বাৎ (সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ) মাতৃত্বাৎ (সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বাৎ) চ আত্মা হি পরমঃ হরিঃ ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বব্যাপকত্ব ও সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব হেতু হরি পরম আত্মা স্বরূপ ॥ ২৪ ॥

সেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন।
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক্ লক্ষণ ॥
তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে
ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবত্ত্বে ত্রিবিধ প্রকাশে॥৩৬

তথাহি আদিলীলায়াং দ্বিতীয়ে চতুর্থাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥২৫॥

ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্যামী কয় ॥
জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্যামি স্বরূপেতে ভাসে ॥৩৭
রাগভক্তি বিধিভক্তি হয়ে দুই রূপ।
স্বয়ং ভগবত্ত্বে ভাগবত্ত্বে প্রকাশ দুইরূপ॥৩৮
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ পায় ॥৩৯॥

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে একোনপঞ্চাশত্তমাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥২৬॥

বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠকে যায় ॥৪০

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে পঞ্চবিংশশ্লোকঃ—

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরেযমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহনীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥২৭॥

অনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা (অনিমিষাং কালানধীনানাম্ ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ হরিঃ তস্য অনুবৃত্ত্যা) দূরেযমাঃ (দূরে যমঃ যেষাং) স্পৃহনীয়শীলাঃ (স্পৃহনীয়ম্ এব শীলং যেষাং তে) ভর্ত্তুঃ (হরেঃ যৎ) সুযশসঃ (তস্য) মিথঃ কথনানুরাগবৈক্লব্যবাষ্পকলয়া (কথনে যঃ অনুরাগঃ তেন বৈক্লব্যং বৈবশ্যং তেন বাষ্পকলা তয়া সহ) পুলকীকৃতাঙ্গাঃ (পুলকীকৃতম্ অঙ্গং যেষাং তে) চ নঃ (অস্মাকম্) উপরি (স্থিতং) যৎ (বৈকুণ্ঠং) ব্রজন্তি ॥ ২৭ ॥

হে দেবগণ ! যাঁহারা কদাচ কাল প্রভাবের আয়ত্ত হন্ না, শ্রীহরির সেবা করতঃ যমকে দূরে উৎসারিত করিয়াছেন, যাঁহাদের কারুণ্যাদি স্বভাব আমাদের বাঞ্ছনীয় এবং যাঁহারা পরস্পর নিজ-প্রভু ভগবানের উপাদেয় যশোরাশি কীর্ত্তনে অনুরাগভরে বিবশ হইয়া, অশ্রুর সহিত পুলক ধারণ করেন, তাঁহারাই আমাদের উপস্থিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারেন ॥ ২৭ ॥

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
অকাম, সর্ব্বকাম, মোক্ষকাম আর ॥৪১॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে চতুর্দ্দশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ২৮ ॥

বুদ্ধিমানের অর্থ যদি বিচারজ্ঞ কয়।
নিজকাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
ভক্তি বিনু কোন সাধনে দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥
অজাগলস্তনন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন॥ ৪২॥

তথাহি গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকঃ—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ২৯॥

(হে) ভরতর্ষভ! (হে) অর্জ্জুন! সুকৃতিনঃ জনাঃ মাং ভজন্তে (তে চ) চতুর্ব্বিধাঃ, আর্ত্তঃ (শত্রুক্লেশাভাপগ্রস্তঃ তদ্বিনাশেচ্ছুঃ গজেন্দ্রাদিঃ) জিজ্ঞাসুঃ (বিবিক্তাত্মস্বরূপজ্ঞানেচ্ছুঃ শৌনকাদিঃ) অর্থার্থী (রাজ্যাদিসম্পদিচ্ছুঃ ধ্রুবাদিঃ) জ্ঞানী (শেষত্বেন স্বাত্মানং শেষিত্বেন পরমাত্মানঞ্চ মাং জ্ঞাতবান্ শুকাদিঃ) চ॥ ২৯॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! আর্ত্ত (বিপদাপন্ন) জিজ্ঞাসু (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু) অর্থার্থী (ধনাদিপ্রার্থী) এবং জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতি লোক সকল আমাকে ভজনা করেন॥ ২৯॥

আর্ত্ত, অর্থার্থী, দুই সকামের ভিতর গণি।
জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী, দুই মোক্ষকাম মানি॥ ৪৩॥
এই চারি সুকৃতী হয় মহাভাগ্যবান্।
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি হয় শুদ্ধভক্তিমান॥ ৪৪॥
সাধুসঙ্গ কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়॥ ৪৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দশমাধ্যায়ে [illegible]—

[illegible] মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্॥ [illegible]॥

সৎসঙ্গাৎ (সাধোঃ) মুক্তদুঃসঙ্গঃ (ত্যক্ত [illegible]) বুধঃ (সুধীঃ) [illegible] [illegible] কীর্ত্যমানং রোচনং (রুচিকরং) [illegible] [illegible] আকর্ণ্য হাতুং ন উৎসহতে॥ ৩০॥

সৎসঙ্গ প্রভাবে যিনি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সাধুগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তমান রুচিকর ভগবদ্‌যশঃ একবার শ্রবণ করিয়া, আর সৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে সক্ষম হন না॥ ৩০॥

দুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিনু অন্যান্য কামনা॥ ৪৬॥

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে সপ্তত্রিংশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র
পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র
কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ ৩১॥

'প্র' শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
এই শ্লোকে স্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান॥
সকাম ভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান্।
স্বচরণ দিঞা করে ইচ্ছার পিধান॥ ৪৭॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে পঞ্চদশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ ৩২॥

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণকৃপা ভক্তির স্বভাব।
এই তিনে সব ছাড়ায় করায় কৃষ্ণভাব [illegible]
আগে কহি তত্ত্ব [illegible]
[illegible]

মোক্ষ বাঞ্ছা নাশ এবং কৃষ্ণের আকর্ষণ।
এবে কহি শ্লোকের মূল অর্থ পরকাশ ॥৪৯॥
জ্ঞানমার্গে উপাসক দুইত প্রকার।
কেবল ব্রহ্ম-উপাসক মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥
কেবল ব্রহ্ম-উপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক, ব্রহ্মময় আর প্রাপ্তব্রহ্মলয় ॥ ৫০ ॥
ভক্তি বিনু কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করি যেই প্রাপ্তব্রহ্মলয় ॥
ভক্তির স্বভাবে ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিঞা করায় কৃষ্ণের ভজন ॥
ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ॥ ৫১ ॥

তথাহি শঙ্করভাষ্যধৃতশ্লোকঃ—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥৩৩

জীবন্মুক্ত মুনিগণও ব্রহ্মানন্দ হইতে অধিকতম আনন্দ অনুভব করিবার নিমিত্ত লীলাবশতঃ পার্ষদ দেহ ধারণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন॥৩৩

জন্ম হৈতে শুক সনকাদি হয় ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
সনকাদ্যে কৃষ্ণকৃপা সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ॥৫২॥

তথাহি মধ্যলীলায়াঃ সপ্তদশে নবমাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ॥
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততম্বোঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস-কৃপায় শুকদেবের লীলাদি শ্রবণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন ॥ ৫৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে [illegible]

[illegible]

হরেগুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥৩৫॥

নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ভগবান্ বাদরায়ণিঃ হরেঃ গুণাক্ষিপ্তমতিঃ (সন্) মহৎ আখ্যানম্ অধ্যগাৎ ॥৩৫

সর্ব্বদা বিষ্ণুভক্তপ্রিয় ভগবান্ শ্রীশুকদেব শ্রীহরির গুণে আকৃষ্ট হৃদয় হইয়া এই বিস্তীর্ণ আখ্যান শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

নবযোগেশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি শিব নারদমুখে কৃষ্ণ গুণ শুনি ॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশস্কন্ধে তার ভক্তিবিবরণ ॥ ৫৪ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রথমলহর্য্যাং সপ্তমশ্লোকঃ—

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং
যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রুতিজ্ঞাঃ (বেদপারগাঃ) নব যোগেন্দ্রাঃ (ঋষভতনয়াঃ) কমলভুবঃ (ব্রহ্মণঃ) অক্লেশাং গোষ্ঠীং (সভাং প্রবিশ্য) শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং (শ্রবণং) কুর্ব্বন্তঃ অপি যদুপুরসঙ্গমায় (দ্বারকাং গন্তুং) পুলকভৃতঃ (সন্তঃ) উত্তুঙ্গং রঙ্গম্ (উৎকণ্ঠাম্) অবাপুঃ ॥ ৩৬ ॥

পঞ্চবিধ ক্লেশ-বর্জ্জিত ব্রহ্মার সভাতে বেদজ্ঞ ঋষভতনয় নব যোগেন্দ্র উপবিষ্ট হইয়া উপনিষদ্ শ্রবণ করতঃ নব আনন্দে পুলকাঙ্গ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ নিমিত্ত অভিলাষ রঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার।
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর ॥
মুমুক্ষু জগতে অনেক সংসারিক জন।
[illegible]

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়বিংশশ্লোকঃ—

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥ ৩৭॥

অথ মুমুক্ষবঃ (জনাঃ) অনসূয়বঃ (সন্তঃ) ঘোররূপান্ ভূতপতীন্ হিত্বা শান্তাঃ নারায়ণকলাঃ ভজন্তি হি। ৩৭॥

মুমুক্ষগণ দেবতান্তরের অনিন্দক হওতঃ ঘোরস্বভাব পিতৃগণ, ভূতগণ এবং প্রজাপতি প্রভৃতিকে ত্যাগ করতঃ শান্ত নারায়ণমূর্ত্তির উপাসনা করেন॥৩৭॥

সেই সবের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়।
কৃষ্ণভজনেচ্ছা করায়, মুমুক্ষা ছাড়ায়॥৫৬॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং ষষ্টিতমাঙ্কধৃতহরিভক্তিসুধোদয়বচনম্—

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টো-
ঽপ্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন
কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা॥ ৩৮॥

(হে) মহাত্মন্! অহো এষ ভবঃ (জন্মঃ) বহুদোষদুষ্টঃ অপি সুখাবহেন সৎসঙ্গমাখ্যেন একেন গুণেন ভাতি যেন (গুণেন) অদ্য নঃ (অস্মাকং) মুমুক্ষা (মুক্তীচ্ছা) কৃশা (ক্ষয়ী) কৃতা॥ ৩৮॥

শৌনক কহিলেন, হে মহাত্মন্! কি আশ্চর্য্য! এই মনুষ্যজন্ম বহু দোষে দুষ্ট হইলেও এক সুখজনক সৎসঙ্গরূপ গুণ দ্বারা শোভা পাইতেছে; যে গুণ অদ্য আমাদের মুক্তীচ্ছাকে ক্ষীণ করিল॥৩৮॥

[illegible]দের মধ্যে শৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন॥
কৃষ্ণের দর্শনে কেহ কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া [illegible]॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রথমলহর্য্যাং ত্রয়োদশশ্লোকঃ—

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ॥৩৯

বৃষ্ণিপত্তনে (যদুপুর্য্যাং) সুখঘনমূর্ত্তৌ অস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) পরমাত্মনি স্ফুরতি (সতি) আত্মারামতয়া (ইত্যভিমানেন) মে (মম) চিরং কালঃ বৃথা গতঃ॥ ৩৯॥

দ্বারকানগরীতে আনন্দঘনমূর্ত্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরিত থাকিতে, হায়! 'আত্মারাম' এই অভিমান প্রযুক্ত আমার চিরকাল বৃথা গত হইল॥ ৩৯॥

জীবন্মুক্ত অনেক, সেহ দুই ভেদ জানি।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত, জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি॥
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত যেই গুণে কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে মজে॥৫৮॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে দশমাঙ্কধৃতশ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ৪০॥

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে অষ্টমাঙ্কধৃতগীতাবচনম্—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৪১॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং দশমে ষষ্ঠাঙ্কধৃতবিল্বমঙ্গলবচনম্—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥ ৪২॥

ভক্তিবলে [illegible] দিব্য দেহ পায়।
[illegible]

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকার্দ্ধঃ—

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্যথারূপম্ (অবিদ্যয়া অধ্যস্তম্ অজ্ঞত্বাদিকং) হিত্বা স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ (স্বরূপসাক্ষাৎকারঃ) মুক্তিঃ ॥ ৪৩ ॥

অবিদ্যা কর্তৃক আরোপিত অজ্ঞত্বাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপলাভ দ্বারা ভগবৎ-সাক্ষাৎকারই মুক্তি ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণবহির্ম্মুখদোষে মায়া হৈতে ভয়।
কৃষ্ণোন্মুখভক্তি হৈতে মায়া মুক্ত হয় ॥৬০॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং বিংশে চতুর্দ্দশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ৪৪ ॥

ভক্তি বিনা মুক্তি নহে, ভক্ত্যে মুক্তি হয়॥৬১

তথাহি তত্রৈব পঞ্চদশাঙ্কধৃতগীতাবচনম্—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥৪৫॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে ষষ্ঠাঙ্কধৃতশ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৪৬ ॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে দশমাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে অষ্টমাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥৪৮

ভক্ত্যেমুক্তিপাইলে, অবশ্যকৃষ্ণেরেভজয় ॥৬২

তথাহি শঙ্করভাষ্যধৃতম্—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥ ৪৯ ॥

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণকে ভজয়।
পৃথক্ পৃথক্ চকার ইহা অপির অর্থ কয় ॥৬৩
'আত্মারামাশ্চঅপি' করেকৃষ্ণেঅহৈতুকীভক্তি
'মুনয়ঃ সন্ত ইতি' কৃষ্ণ-মননে আসক্তি ॥৬৪
'নির্গ্রন্থা' অবিদ্যাহীন কেহো বিধি হীন।
যাহা যেই যুক্ত সেই অর্থের অধীন ॥৬৫॥
চ শব্দে করি যদি ইতরেতর অর্থ।
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ ॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ কহিবার ছয়।
পঞ্চ আত্মারাম, ছয় চকার লুপ্ত হয় ॥
এক আত্মারাম শব্দ অবশেষ রহে।
এক আত্মারাম শব্দে ছয় জন কহে ॥৬৬॥

তথাহি সিদ্ধান্তকৌমুদ্যাম্ অজন্তপুংলিঙ্গ প্রকরণে—

"স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ"
উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা ইতিবৎ ॥ ৫০ ॥

একবিভক্তৌ স্বরূপাণামেকশেষঃ (যানি সমানরূপাণি দৃষ্টানি তেষাম্ এক এব শিষ্যতে) উক্তার্থানাম্ অপ্রয়োগঃ রামাঃ ইতিবৎ ॥ ৫০ ॥

একশেষ সমাসে স্বরূপ সকলের এক-শেষ এবং এক বিভক্তিতে যাহাদের অর্থ উক্ত হয়, তাহাদের অপ্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন 'রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ' এই তিনের একশেষ "রামাঃ" ॥৫০॥

তবে যেপ্রকারে সেই সমুচ্চয়ে কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণকে ভজয় ॥৬৭
'নির্গ্রন্থা অপি' এই অপি সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথম করিল ব্যাখ্যানে ॥৬৮
অন্তর্যামি উপাসক আত্মারাম কয়।
সেই আত্মারাম যোগী দুই ভেদ হয় ॥
সগর্ভ, নির্গর্ভ, হয় এই দুই ভেদ।
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ ॥৬৯

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকঃ—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ৫১ ॥

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে বসন্তং প্রাদেশমাত্রং চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং পুরুষং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ৫১ ॥

কতিপয় মহাত্মা স্বদেহের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশে প্রাদেশ (তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের বিস্তার পর্য্যন্ত) পরিমিতি পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদাধারী চতুর্ভুজ পুরুষকে ধারণায় স্মরণ করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়ে—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ॥ ৫২ ॥

এবং (ধ্যানমার্গেণ) ভগবতি হরৌ প্রতিলব্ধভাবঃ ভক্ত্যা (শ্রবণাদিনা) দ্রবদ্ধৃদয়ঃ (দ্রবৎ হৃদয়ং যস্য) প্রমোদাৎ উৎপুলকঃ (উদ্‌গতানি পুলকানি যস্য) ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুঃ অর্দ্দমানঃ (আনন্দসংপ্লবে নিমজ্জ্যমানঃ) চ তৎ (দুর্গ্রহস্য ভগবতঃ গ্রহণে) বড়িশং (মৎস্যবেধনমিব উপায়ভূতং) চিত্তং (ধ্যেয়াৎ) শনকৈঃ বিযুঙ্‌ক্তে (তদ্দ্বারণে শিথিলপ্রযত্নঃ ভবতি) ॥ ৫২ ॥

এইরূপ ধ্যানমার্গ দ্বারা যিনি হরিতে ভাব লাভ করিয়াছেন, শ্রবণ, কীর্ত্তনাদিতে যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হয়, প্রেম হেতু যাঁহার অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে, এবং উৎকণ্ঠাজনিত অশ্রুকলা দ্বারা যিনি আনন্দসংপ্লবে নিমগ্ন হয়েন, তাঁহার তাদৃশ চিত্ত বড়িশও ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় বস্তু হইতে বিযুক্ত (শিথিল) হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ়, প্রাপ্তসিদ্ধি আর।
এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার ॥৭০॥

তথাহি গীতায়াং ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয়াদিশ্লোকৌ—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৫৩॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৫৪॥

যোগং (ধ্যাননিষ্ঠম্) আরুরুক্ষঃ মুনেঃ কর্ম্ম (এব) কারণম্ উচ্যতে তস্য যোগারূঢ়স্য (ধ্যাননিষ্ঠস্য) শমঃ এব কারণম্ উচ্যতে। যদা (আত্মানন্দরসিকঃ সন্) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (শব্দাদিষু তৎ সাধনেষু) কর্ম্মসু ন অনুষজ্জতে সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী (তদা) তৎ (তং) যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে ॥ ৫৩।৫৪ ॥

ধ্যাননিষ্ঠারূপ যোগপদবীতে আরোহণ করিতে অভিলাষীব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম তদারোহণের কারণ; আবার যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে চিত্ত বিক্ষেপ কর কর্ম্মের উপরতিরূপ শমই তাহার দৃঢ়তার প্রতি কারণ। জীব যে সময়ে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকলে এবং কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া পূর্ণরূপে সংকল্প পরিত্যাগ করেন, তখনই তাহাকে যোগারূঢ় বলা যায় ॥ ৫৩,৫৪ ॥

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইঞা ॥৭১॥
চ শব্দে অপি অর্থ ইহাও কহয়।
মুনি নির্গ্রন্থা শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ কয় ॥
উরুক্রমে অহৈতুকী কাঁহা কোন অর্থ।
এই তের অর্থ কহিল পরম সমর্থ ॥ ৭২ ॥
এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্।
শান্তভক্ত করি তবে কহি তার নাম ॥
আত্মা শব্দে মন কহে, মনে যেই রসে।
সাধুসঙ্গে সেহ ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥ ৭৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকঃ—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥৫৫

ঋষবর্ত্মসু (ঋষীণাং সম্প্রদায়মার্গেষু) যে কূর্পদৃশঃ (কূর্পং শর্করারজঃ বিদ্যতে দৃক্ষু অক্ষিষু যেষাং তে রজঃ পিহিতদৃষ্টয়ঃ স্থূলদৃষ্টয়ঃ শর্করাক্ষাঃ) উদরং (ব্রহ্মেতি মণিপুরস্থং ব্রহ্ম, বৈশ্বানরাখ্যং বৈশ্বানরান্তর্যামিণং ক্রিয়াশক্তিদায়কং বা, যদ্বা উদরং বৈরাজস্য নাভিসরোবরবিশিষ্টং নভস্থলম্) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি)। আরুণয়ঃ (অরুণস্য অপত্যানি আরুণ্যাখ্যাঃ ঋষয়ঃ তু) পরিসরপদ্ধতিং (পরিতঃ সরন্তি প্রসর্পন্তি ইতি পরিসরাঃ নাড্যঃ তাসাং পদ্ধতিং প্রসরণস্থানং সাক্ষাৎ হৃদয়স্থং) দহরং (দহরাকাশাখ্যং দহরাকাশস্থ জীবান্তর্যামিণং জ্ঞানশক্তিদায়কং বা, যদ্বা দহরং দুর্গমং হৃদয়ং বৈরাজস্য উদয়স্থরূপং জ্যোতিরনীকং ব্রহ্ম উপাসতে। পরিসরপদ্ধতিং তন্নিকটপ্রাপকং, হে) অনন্ত! ততঃ (হৃদয়াৎ) তব ধাম (উপলব্ধিস্থানং সুষুম্নাখ্যং) পরমং (শ্রেষ্ঠং জ্যোতির্ম্ময়ং) শিরঃ (মূর্দ্ধানং প্রতি) উদগাৎ (উদসর্পৎ) যৎ সমেত্য (প্রাপ্য) পুনঃ ইহ কৃতান্তমুখে (কৃতান্তস্য কালস্য মুখে সংসারে) ন পতন্তি ॥ ৫৫ ॥

ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থূলদৃষ্টি ঋষিগণ উদর মধ্যে মণিপুরস্থ ব্রহ্মের ধ্যান করেন, অরুণের পুত্র আরুণি ঋষিগণ নাড়ীগণের প্রসরণ স্থান হৃদয়স্থ সূক্ষ্মতত্ত্বের উপাসনা করেন। হে অনন্ত! সেই হৃদয় হইতে তোমার উপলব্ধি স্থান জ্যোতির্ম্ময় সুষুম্না নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে উদ্‌গত হইয়াছে, যাহাকে লাভ করিলে আর এ সংসারে পতন হয় না। সেই তত্ত্বকে অবলম্বন করেন ॥ ৫৫ ॥

এহো কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হইঞা ॥
'আত্মা' শব্দে যত্ন কহে যত্ন করিয়া।
'মুনয়োঽপি' কৃষ্ণ ভজে গুণাকৃষ্ট হঞা ॥৭৪

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকঃ—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা ॥ ৫৬ ॥

উপর্য্যধঃ (আব্রহ্মলোকস্থাবরপর্য্যন্তং) ভ্রমতাং (ভ্রমদ্ভির্জীবৈঃ) যৎ ন লভ্যতে কোবিদঃ (বিবেকী) তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত (যত্নং কুর্য্যাৎ) গভীররংহসা কালেন দুঃখবৎ তৎ (বিষয়সুখম্) অন্যতঃ (এব প্রাচীন স্বকর্ম্মণা) সর্ব্বত্র (নরকাদৌ অপি) লভ্যতে ॥ ৫৬ ॥

উপরি ব্রহ্মলোক, অধঃ স্থাবরলোক পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও যাহা পাওয়া যায় না, তাহারই নিমিত্ত যত্ন করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য, বৈষয়িকসুখ প্রাক্তন কর্ম্ম-

বশতঃ, চেষ্টা ব্যতীতও দুঃখের ন্যায় সর্ব্বত্র লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং বিংশে সপ্তমাঙ্কধৃতভক্তিরসামৃতসিন্ধুবচনম্—

অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ।
সদ্ধর্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ ॥৫৭

চ শব্দ অপি অর্থে অপি শব্দ অবধারণে।
যত্নাগ্রহ বিনা, ভক্তি, না জন্মায় প্রেমে ॥৭৫

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রথমলহর্য্যাং দ্বাবিংশশ্লোকঃ—

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা॥৫৮

অনাসঙ্গৈঃ সাধনৌঘৈঃ (নানাসাধনৈঃ) সুচিরাৎ অপি অলভ্যা. হরিণা আশু অদেয়া চ ইতি সা (ভক্তিঃ) সুদুর্ল্লভা দ্বিধা স্যাৎ ॥ ৫৮ ॥

আসঙ্গরহিত সাধনসমূহ দ্বারা চিরকালেও অলভ্যা এবং কামনা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আশু অদেয়া। অতএব সুদুর্ল্লভা ভক্তি দুই প্রকার ॥৫৮॥

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে বিংশাঙ্কধৃত গীতাবচনম্—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥৫৯

আত্মা শব্দে ধৃতি কহে ধৈর্য্যে যেই রহে।
ধৈর্য্যবন্ত এব হঞা করয়ে ভজনে ॥
মুনি শব্দে পক্ষী ভৃঙ্গ নির্গ্রন্থ মূর্খ জন।
কৃষ্ণকৃপা সাধুকৃপায় দুঁহার ভজন ॥ ৭৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকঃ—

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥

(হে) অম্ব! অস্মিন্ বনে যে বিহগাঃ (তে) প্রায়েণ মুনয়ঃ (এব ভবিতুম্ অর্হন্তি, যতঃ তে) কৃষ্ণেক্ষিতং রুচিরপ্রবালান্ দ্রুমভুজান্ আরুহ্য মীলিতদৃশঃ বিগতান্যবাচঃ (ত্যক্তান্যবাচঃ সন্তঃ) তদুদিতং (তেন প্রকটিতং) কলবেণুগীতং (মধুরবেণুগীতম্ এব) শৃণ্বন্তি ॥ ৬০ ॥

হে সখি, এই বনের বিহঙ্গসকলও প্রায়ই মুনিগণ; কারণ, তাহারা শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনার্থ মনোহর পল্লবান্বিত তরুশাখা আশ্রয় করিয়া নিমীলিতনয়নে নিঃশব্দে তৎকর্ত্তৃক প্রকটিত মধুর বেণুগীতই শ্রবণ করিতেছে ॥ ৬০ ॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চদশাধ্যায়ে ষষ্ঠাদিশ্লোকৌ—

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥ ৬১ ॥
নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥

(হে) আদিপুরুষ! এতে অলিনঃ অখিললোকতীর্থং (সর্ব্বজনশোধকং) তব যশঃ গায়ন্তঃ (সন্তঃ) অনুপথং (পথি পথি ত্বাং) ভজন্তে, (হে) অনঘ! অমী প্রায়ঃ ভবদীয়মুখ্যাঃ মুনিগণাঃ বনে গূঢ়ম্ অপি আত্মদৈবং (ত্বাং) ন জহতি। (হে) ঈড্য! অমী শিখিনঃ (ময়ূরাঃ) মুদা নৃত্যন্তি; (নৃত্যেন) গৃহম্ আগতায় তে (তুভ্যং) প্রিয়ং কুর্ব্বন্তি (তথা) হরিণ্যঃ গোপ্যঃ ইব ঈক্ষণেন কোকিলগণাঃ চ সূক্তৈঃ (স্তোত্ররূপৈঃ মধুরশব্দৈঃ তুভ্যং প্রিয়ং কুর্ব্বন্তি। অতএব এতে) বনৌকসঃ ধন্যাঃ হি সতান্ ইয়ান্ নিসর্গঃ ॥৬১।৬২॥

হে আদিপুরুষ! এই ভ্রমরগণ তোমার অখিলপাবন যশ গান করিতে করিতে

পথে পথে তোমার ভজন করিতেছে। হে অনঘ! ইহারা প্রায়ই তোমার সেবকপ্রধান মুনিগণ। ইহারা এই বৃন্দাবনে গূঢ়ভাবে বিচরণকারী নিজ অভীষ্টদেব তোমাকে ত্যাগ করিতেছে না। হে স্তবনীয়! এই ময়ূরগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ইহারা নৃত্য দ্বারাই গৃহাগত তোমার প্রিয় সাধন করিতেছে। ঐরূপ হরিণীগনও গোপীগণের ন্যায় দৃষ্টি দ্বারা এবং কোকিলকুল মধুর শব্দ দ্বারা তোমার প্রিয়সাধন করিতেছে। অতএব এই বনবাসিগণ ধন্য; কারণ গৃহাগত ব্যক্তির উদ্দেশে স্বীয় বস্তুর নিবেদন আগ্রহই সাধুগণের স্বভাব ॥ ৬১।৬২ ॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে একাদশশ্লোকঃ—

সরসি সারসহংসবিহঙ্গা-
শ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ৬৩ ॥

সরসি (যে) চারুগীতহৃতচেতসঃ যতচিত্তাঃ সারসহংসবিহঙ্গাঃ তে এত্য (আগত্য) ধৃতমৌনাঃ মীলিতদৃশঃ (চ সন্তঃ) হরিম্ উপাসতে ॥ ৬৩ ॥

সরোবরে মনোহর গীতে সমাকৃষ্টচিত্ত সংযতমানস সারস হংস প্রভৃতি বিহঙ্গগণ সমাগত হইয়া মৌন ভাবে নিমীলিতনেত্রে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৬৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকঃ—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কসা
আভীরকঙ্কা যবনাঃ শকাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৬৪ ॥

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কসাঃ আভীরকঙ্কাঃ যবনাঃ শকাদয়ঃ অন্যে যে (কর্ম্মতঃ পাপরূপাঃ) যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ (যদপাশ্রয়াঃ ভাগবতাঃ তদাশ্রয়াঃ সন্তঃ) শুদ্ধ্যন্তি, তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৬৪ ॥

কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুল্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন, এবং শুক্ল প্রভৃতি পাপজাতি এবং যাহারা পাপকর্ম্মবশতঃ পাপাত্মা তাহারাও যে ভক্তগণের আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হয়, সেই প্রভাবশালি ভগবান্‌কে প্রণাম ॥ ৬৪ ॥

কিম্বা ধৃতিশব্দে নিজপূর্ণতা জ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তম প্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয় ॥ ৭৭

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে চতুর্থলহর্য্যাং পঞ্চসপ্ততিতমশ্লোকঃ—

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥ ৬৫ ॥

জ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ (জ্ঞানেন ভগবদনুভবেন তথা ভগবৎসম্বন্ধেন যঃ দুঃখাভাবঃ তেন তথা উত্তমস্য ভগবৎসম্বন্ধিতয়া পরমপুরুষার্থস্য প্রেম্ণঃ প্রাপ্ত্যা চ তৈঃ যা) পূর্ণতা (মনসঃ অচাঞ্চল্যং সা) ধৃতিঃ স্যাৎ অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ (অপ্রাপ্তস্য অতীতস্য নষ্টস্য চ বিষয়স্য চ অনভিশোচনং করোতীতি) ॥ ৬৫ ॥

জ্ঞান, দুঃখাভাব এবং ভগবৎসম্বন্ধীয় প্রেম লাভ হেতু মনের অচাঞ্চল্যকে ধৃতি বলে। অপ্রাপ্ত, অতীত এবং নষ্ট বিষয়ের শোক না করাই তাহার অনুভাব ॥৬৫ ॥

কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তর-হীন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা পূর্ণানন্দ-প্রবীণ ॥ ৭৮ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং চতুর্থে ষট্‌ত্রিংশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্ ॥৬৬

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ—

হৃষীকেশে হৃষীকানি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে ॥৬৭॥

যস্য হৃষীকানি (ইন্দ্রিয়াণি) হৃষীকেশে (ভগবতি) স্থৈর্য্যগতানি সঃ এব জীবচঞ্চলে (ক্ষণভঙ্গুরে) সংসারে ধৈর্য্যম্ আপ্নোতি হি॥ ৬৭॥

শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে, এই ক্ষণভঙ্গুর চঞ্চল সংসারে তিনিই ধৈর্য্য লাভ করেন॥ ৬৭॥

'চ' অবধারণে ইহা 'অপি' সমুচ্চয়ে।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষি-মূর্খচয়ে ॥৭৯॥
আত্মা শব্দে বুদ্ধি কহে বুদ্ধিবিশেষ।
সামান্য বুদ্ধিযুক্ত সব জীব অশেষ॥
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম দুইত প্রকার।
পণ্ডিত মুনিগণ নির্গ্রন্থ মূর্খ আর ॥৮০॥
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে বিচার বুদ্ধি হয়।
সব ছাড়ি শুদ্ধভক্তি করে কৃষ্ণ পায় ॥৮১॥

তথাহি গীতায়াং দশমাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকঃ—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৬৮॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ (যুক্তঃ) সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে (মদধীন-প্রবৃত্তিকম্) ইতি মত্বা বুধা ভাবসমন্বিতাঃ (সদ্গুরুমুখাৎ নিশ্চিত্য ভাবেন প্রেম্ণা সমন্বিতাঃ সন্তঃ) মাং ভজন্তে॥ ৬৮॥

আমিই সকলের উৎপত্তি স্থান, আমা হইতেই সকল প্রবৃত্ত হয়, ইহা জানিয়া পণ্ডিতগণ ভাবসহকারে আমার ভজনা করেন॥ ৬৮॥

তথাহি-শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে ষট্চত্বারিংশশ্লোকঃ—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥৬৯॥

যদি অদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাঃ (ভবন্তি, তর্হি যে) স্ত্রীশূদ্রহূণশবরাঃ পাপজীবাঃ তে অপি (তথা) তির্য্যগ্‌জনাঃ অপি দেবমায়াং বিদন্তি বৈ অতিতরন্তি চ (অতঃ) যে শ্রুতধারণাঃ (তে, তথাভূতাঃ সন্তঃ বিদন্তি অতিতরন্তি) কিমু॥৬৯॥

অধিক কি, যাঁহার পাদবিন্যাস অদ্ভুত; সেই ভগবানই যাঁহাদের এক-মাত্র অবলম্বন, সেই ভক্তজনের চরিত্র বিষয়ে যদি শিক্ষা লাভ করে, তাহা হইলে স্ত্রী ও শূদ্র এবং হূণশবরাদি পাপ-জীবগণও, এমন কি, পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণিবর্গও, ঐ দেবমায়া অবগত ও উত্তীর্ণ হয়; সুতরাং ভগবানের রূপ শ্রবণগোচর করিয়া যাঁহারা মনোনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের ত কথাই নাই॥৬৯

বিচার করিঞা যবে ভজে কৃষ্ণপায়।
সেই বুদ্ধি দেন তাঁরে, যাতে তাঁরে পায় ॥৮২

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে বিংশাঙ্কধৃত-গীতাবচনম্—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥৭০॥

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত নাম।
ব্রজবাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥
এই পঞ্চ মধ্যে এক অল্প করয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥ ৮৩।

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে সপ্তপঞ্চাশত্তমাঙ্ক-ধৃত-ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবচনম্—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥ ৭১॥

উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি ॥৮৪

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে চতুর্দ্দশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধী।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥৭২॥

ভক্তির স্বভাব সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিঞা॥৮৫

তথাহি মধ্যলীলায়াং ষষ্ঠে সপ্তদশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ৭৩

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে পঞ্চদশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ ৭৪॥

আত্মা শব্দে স্বভাব কহে তাতে যেই রমে
আত্মারাম জীব যত স্থাবর জঙ্গমে॥
জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥
'চ' শব্দ 'এব' অর্থে অপি সমুচ্চয়।
'আত্মারাম এব' হঞা কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ৮৬
সেই জীব সনকাদি সব মুনিগণ।
নির্গ্রন্থ মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ॥ ৮৭॥
ব্যাস শুক সনকাদ্যের প্রসিদ্ধ ভজন।
নির্গ্রন্থ স্থাবরাদ্যের শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণকৃপা হৈতে হয় স্বভাব উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাহারে ভজয়॥ ৮৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকঃ—

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্তৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥৭৫

অদ্য (তব পাদস্পর্শাৎ) ইয়ং ধরণী ধন্যা (তথা) ত্বৎপাদস্পৃশঃ (ত্বৎপাদৌ স্পৃশন্তি ইতি) তৃণবীরুধঃ করজাভিমৃষ্টং (নখস্পৃষ্টাঃ) দ্রুমলতাঃ সদয়াবলোকৈঃ নদ্যঃ অদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ ভুজয়োঃ অন্তরেণ (কৃষ্ণ ভুজমধ্যে বক্ষঃস্থলে আলিঙ্গনং প্রাপ্য) শ্রীঃ যৎস্পৃহা (লক্ষ্ম্যাঃ অপি যস্যালিঙ্গনস্য স্পৃহা ভবতি, তৎ আলিঙ্গনং লব্ধা) গোপ্যঃ অপি ধন্যাঃ (চ)॥ ৭৫॥

অদ্য তোমার পাদস্পর্শে এই ধরণী ও তৃণলতাগণ, তোমার নখস্পর্শে তরুলতাগণ তোমার সকরুণ অবলোকনে নদী পর্ব্বত ও মৃগ পক্ষি সকল এবং স্বয়ং লক্ষ্মীও যে ভুজদ্বয়মধ্যবর্ত্তী বক্ষঃস্থলের আলিঙ্গন কামনা করেন, সেই আলিঙ্গন লাভ করিয়া, গোপীগণও ধন্য হইলেন॥ ৭৫॥

তথাহি তত্রৈব একবিংশাধ্যায়ে একোনবিংশশ্লোকঃ—

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্॥ ৭৬॥

(হে) সখ্যঃ! গোপকৈঃ (সহ) অনুবনং (প্রতিবনং) গাঃ নয়তোঃ (চারয়তোঃ) নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োঃ (নির্যোগাঃ দোহনবেলায়াং গবাং পাদবন্ধনার্থাঃ রজ্জবঃ পাশাঃ দুষ্টগবাম্ আকর্ষণার্থাঃ রজ্জবঃ তৈঃ কৃতং লক্ষণং চিহ্নং যয়োঃ তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ) কলপদৈঃ উদারবেণুস্বনৈঃ (শ্রবণানন্দদায়কৈঃ বেণুরবৈঃ) তনুভৃৎসু (শরীরিষু) গতিমতাম্ অস্পন্দনং (স্থাবরধর্ম্মঃ তথা) তরূণাং পুলকঃ (জঙ্গমধর্ম্মঃ তৎ ইদং) বিচিত্রম্॥ ৭৬॥

হে সখীগণ! গোপবৃন্দের সহিত বনে বনে গোচারণকারী এবং দোহনকালীন নিযোগ ও পাশ রজ্জু চিহ্নে চিহ্নিত কৃষ্ণ ও বলরামের মধুর পদবিশিষ্ট শ্রবণানন্দদায়ক বেণুরব শ্রবণে যে দেহধারীদিগের মধ্যে জঙ্গম দেহিগণের অস্পন্দনরূপ স্থাবরধর্ম্ম ও স্থাবর দেহিগণের পুলকরূপ জঙ্গমধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তাহা অতীব প্রিয় ॥ ৭৬ ॥

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে ত্রিপঞ্চাশত্তমাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৭৭ ॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং চতুর্ব্বিংশে চতুঃষষ্টীতমাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৭৮ ॥

আগে তের অর্থ কৈল আর ছয় এই।
উনবিংশ অর্থ হৈল মিলি এই দুই ॥
এ উনইশ অর্থ কৈল আগে শুন আর।
আত্মা শব্দে দেহ কহে চারি অর্থ তার ॥
দেহে রমে দেহে ভজে দেহোপাধি ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গে সেহ করে শ্রীকৃষ্ণ ভজন ॥ ৮৯ ॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং চতুর্ব্বিংশে পঞ্চপঞ্চাশত্তমাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥৭৯

দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম তেজি করয়ে ভজন ॥৯০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকঃ—

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥৮০॥

ধূমধূম্রাত্মনাং (ধূমেন ধূম্রৌ বিরক্তিতৌ আত্মনৌ শরীরচিত্তে যেষাম্ অস্মাকম্) অস্মিন্ অনাশ্বাসে (অবিশ্বসনীয়ে) কর্ম্মণি ভবান্ মধু (মধুরং) গোবিন্দপাদপদ্মাসবং (পাদপদ্মস্য যশোরূপম্ আসবং মকরন্দম্) আপায়য়তি ॥ ৮০ ॥

হে সূত! এই অবিশ্বসনীয় সত্রযাগের ধূম সেবনে যাহাদের শরীর বিবর্ণ হইতেছিল, সেই আমাদিগকে তুমি সুমধুর শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম-মকরন্দ পান করাইয়া আশ্বাস প্রদান করিলে ॥ ৮০ ॥

তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারামী হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥৯১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে উনত্রিংশশ্লোকঃ—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ৮১ ॥

যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ (গঙ্গা, তথা) যৎপাদসেবাভিরুচিঃ অন্বহম্ (অহনি অহনি) এধতী (বর্দ্ধমানা) সতী তপস্বিনাং (সংসারতাপতপ্তানাম্) অশেষজন্মোপচিতম্ (অশেষৈঃ জন্মভিঃ সম্ভৃতং) ধিয়ঃ মলং সদ্যঃ ক্ষিণোতি ॥ ৮১ ॥

হে সভ্যগণ! পদাঙ্গুষ্ঠা-বিনিঃসৃতা গঙ্গার ন্যায় যাঁহার চরণ সেবাভিলাষ প্রতিদিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সংসারে তাপখিন্ন ব্যক্তিগণের অশেষ জন্ম-

সম্বন্ধবুদ্ধির মল নিঃশেষে ক্ষয় করেন,
সেই হরিকেই ভজনা করিবে ॥ ৮১ ॥
দেহারামী, সর্ব্বকাম, সর্ব্ব আত্মারাম।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সর্ব্বকাম ॥৯২
তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে ষোড়শাঙ্কধৃত-হরিভক্তিসুধোদয়বচনম্—
স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে ॥৮২॥
এই চারি অর্থ সহ হৈল তেইশ অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥ ৯৩ ॥
চ শব্দ সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণেরে ভজয় ॥৯৪॥
নির্গ্রন্থ হইঞা ইহা অপি নির্দ্ধারণে।
রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ যথা বিহরয়ে বনে ॥৯৫॥
চ শব্দ অন্বাচয়ে অর্থ কহে আর।
"বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয়" ঐছে প্রকার॥
কৃষ্ণমনন মুনি, কৃষ্ণ সর্ব্বদা ভজয়।
'আত্মারামাঅপি' ভজে গৌণ অর্থ কয় ॥৯৬॥
চ এবার্থে মুনয় এব কৃষ্ণ ভজয়।
আত্মারামা অপি অপি, গর্হা অর্থ কয় ॥
নির্গ্রন্থ হঞা এই দুঁহার বিশেষণ।
আর অর্থ শুন যৈছে সাধুর সঙ্গম ॥৯৭॥
নির্গ্রন্থ শব্দ কহে তবে ব্যাধ নির্দ্ধন।
সাধুসঙ্গে সেহো করে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ॥
কৃষ্ণরামশ্চ এব হয় কৃষ্ণমনন।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম ॥৯৮॥
এক ভক্ত ব্যাধের কথা শুন সাবধানে।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ-মহিমার জ্ঞানে॥৯৯
একদিন নারদ, দেখি শ্রীনারায়ণ।
ত্রিবেণী-স্নানে প্রয়াগে করিল গমন ॥
বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমে পড়ি।
বাণবিদ্ধ ভগ্নপদ করে ধড়ফড়ি ॥১০০॥
আর কথোদূরে এক দেখিল শূকর।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়ফড় ॥
ঐছে এক শশক দেখে আগে কথোদূরে।
জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে॥
কথোদূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষে ওত হঞা।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া ॥
শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর।
ধনুর্ব্বাণ হাতে যেন যম দণ্ডধর ॥১০১॥
পথ ছাড়ি নারদ তার নিকট চলিলা।
নারদ দেখিয়া দূরে মৃগ পলাইলা ॥
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তারে গালি দিতে চায়।
নারদপ্রভাবে গালি মুখে না বাহিরায় ॥
গোসাঞি প্রয়াণ-পথ ছাড়ি কেন আইলা।
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা॥১০২
নারদ কহে পথ ভুলি আইলাম পুছিতে।
মনে এক সংশয় হয় তাহা খণ্ডাইতে ॥
পথে যে শূকর মৃগ জানি তোমার হয়।
ব্যাধ কহে যেই কহ সেই সত্য হয় ॥
নারদ কহে জীব যদি মার তুমি বাণে।
অর্দ্ধমারা কর কাহে না মার পরাণে ॥
ব্যাধ কহে শুন গোসাঞি মৃগারি মোর নাম।
পিতার শিক্ষায় আমি করি ঐছে কাম ॥
অর্দ্ধমারা মৃগ যদি ধড়ফড় করে।
তবেত আনন্দ মোর বাঢ়য়ে অন্তরে ॥১০৩॥
নারদ কহে এক বস্তু মাগি তোমার স্থানে।
ব্যাধ কহে মৃগাদি লহ যেই তোমার মনে॥
মৃগছাল চাহ যদি আইস মোর ঘরে।
যেই চাহ তাহা দিব মৃগব্যাঘ্রাম্বরে ॥
নারদ কহে ইহা আমি কিছুই না চাই।
আর এক দান আমি মাগি তোমার ঠাঁঞি

কালি হৈতে তুমি যে মৃগাদি মারিবে।
প্রথমেই মারিবে, অর্দ্ধমারা না করিবে॥১০৪॥
ব্যাধ কহে কিবা দান মাগিলে আমারে।
অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয়, তাহা কহ মোরে॥
নারদ কহে অর্দ্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা।
জীবে দুঃখ দিতেছ তোমার হইব অবস্থা॥
ব্যাধ তুমি জীব মার, অল্প পাপ তোমার।
কদর্থিনা দিয়া মার এ পাপ অপার॥
কদর্থিয়া তুমি যত মারিয়াছ জীবেরে।
তারা তোমা ঐছে মারিবে জন্মজন্মান্তরে॥
নারদের সঙ্গে ব্যাধের মন প্রসন্ন হৈল।
তার বাক্য শুনি মনে ভয় উপজিল॥১০৫॥
ব্যাধ কহে বাল্য হৈতে এই আমার কর্ম্ম।
কেমতে তরিব মুঞি পামর অধম॥
এই পাপ যায় মোর কেমন উপায়।
নিস্তার করহ মোরে পড়োঁ তুঁয়া পায়॥
নারদ কহে যদি ধর আমার বচন।
তবেত করিতে পারি তোমার মোচন॥
ব্যাধ কহে যেই কহ সেইত করিব।
নারদ কহে ধনুক ভাঙ্গ তবেত কহিব॥
ব্যাধ কহে ধনুক ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে
নারদ কহে আমি অন্ন দিব প্রতিদিনে॥১০৬॥
ধনুক ভাঙ্গিয়া ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িলা।
তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈলা॥
ঘরে যাই ব্রাহ্মণে দেহ আছে যত ধন।
এক এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুই জন॥
নদীতীরে একখানি কুঁড়িয়া করিয়া।
তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিঞা॥
তুলসী পরিক্রমা কর তুলসীসেবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর সঙ্কীর্ত্তন॥
আমি তোমায় বহু অন্ন দিব দিনে দিনে।
সেই অন্ন লবে, যাহা খাও দুই জনে॥১০৭॥

তবে সেই মৃগাদি তিনে নারদ সুস্থ কৈল।
সুস্থ হয়ে মৃগাদি তিন ধাঞা পলাইল॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে হইল চমৎকার।
যথাস্থানে গেলা নারদ ব্যাধ এল ঘর॥
নারদের উপদেশ সকল করিল।
গ্রামে ধ্বনি হৈল ব্যাধ বৈষ্ণব হইল॥
গ্রামের লোক সব অন্ন আনিতে লাগিল।
অন্ন আনি সবে তার আগেতে ধরিল॥
এক দিনে অন্ন আনে দশ বিশ জনে।
দিলে তত লয় যত খায় দুই জনে॥১০৮॥
এক দিন নারদ কহে শুনহ পর্ব্বতে।
আমার এক শিষ্য আছে চলহ দেখিতে॥
তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধ স্থানে।
দূরে হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে॥
আস্তে ব্যস্তে ধাঞা আইসে পথ নাহি পায়
পথে পিপীলিকা আদি ইতি উতি ধায়॥
দণ্ডবৎ স্থানে পিপীলিকাদি দেখিঞা।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি পড়ে দণ্ডবৎ হৈঞা॥
নারদ কহে ব্যাধ এই না হয় আশ্চর্য্য।
হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য্য॥১০৯॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে পঞ্চষষ্টীতমাঙ্কধৃত-ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবচনম্—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়োগুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥৮৩

তবে সেই ব্যাধ দুঁহা অঙ্গনে আনিঞা।
কুশাসন আনি দুঁহা ভক্ত্যে বসাইয়া॥
জল আনি ভক্ত্যে দুঁহার পদ প্রক্ষালিল।
সেই জল স্ত্রীপুরুষে পিয়া শিরে লৈল॥
কম্পাশ্রু পুলক হয় কৃষ্ণগুণ গাঞা।
উর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র ফিরাইঞা॥
দেখিঞা ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি।
নারদেরে কহে তুমি হও স্পর্শমণি॥১১০॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতে পূর্ব্ববিভাগে তৃতীয়-লহর্য্যাং দশমাঙ্কধৃতস্কান্দবচনম্—

অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে ॥৮৪

(হে) দেবর্ষে ! অহো ধন্যঃ অসি যস্য (তব) কৃপয়া নীচঃ লুব্ধকঃ (ব্যাধঃ) উৎপুলকঃ (সন্) অচ্যুতে রতিং লেভে ॥ ৮৪ ॥

হে দেবর্ষে ! আপনি ধন্য, যেহেতু আপনার কৃপায় অতি নীচজাতি ব্যাধও পুলকান্বিত কলেবর হইয়া সদ্য শ্রীকৃষ্ণে রতিলাভ করিয়াছে ॥ ৮৪ ॥

নারদ কহে বৈষ্ণব তোমার অন্ন কিছু আয়
ব্যাধ কহে যারে পাঠাও সেই দিঞা যায়
এত অন্ন না পাঠাইহ কিছু কার্য্য নাঞি।
সবে দুই জনার যোগ্য ভক্ষ্যমাত্র চাই ॥
নারদ কহে ঐছে রহ তুমি ভাগ্যবান্।
এত বলি দুই জন কৈল অন্তর্দ্ধান ॥১১১॥
এইত কহিল তোমায় ব্যাধের আখ্যান।
যাহা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ-প্রভাবজ্ঞান ॥
এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল।
এই দুই মেলি ছাব্বিশ অর্থ হৈল ॥
আর অর্থ শুন যাহা অর্থের ভাণ্ডার।
স্থূলে দুই অর্থ, সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার ॥১১২
আত্মা শব্দে কহে সর্ব্ববিধ ভগবান্।
এক স্বয়ং ভগবান্ আর ভগবান্ আখ্যান।
তাতে রমে যেই, সেই সব আত্মারাম।
বিধিভক্ত রাগভক্ত দুই বিধ নাম ॥১১৩
দুই-বিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার।
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ॥
জাতাজাত, রতিরূপে সাধক দুই ভেদ।
বিধি রাগ মার্গে চারি চারি অষ্ট বিভেদ ॥
বিধিমার্গে নিত্যসিদ্ধ-পারিষদ-দাস।
সখা, গুরু,কান্তাগণ চারিবিধ প্রকাশ॥১১৪
সাধনসিদ্ধ দাস, সখা, গুরু, কান্তাগণ।
উৎপন্নরতি সাধকভক্ত চারিবিধ জন ॥
অজাতরতি সাধক ভক্ত এ চারিপ্রকার।
বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শ ভেদ প্রচার ॥
রাগমার্গে ঐছে আর ভক্ত ষোল ভেদ।
দুই মার্গে আত্মারাম বত্রিশ বিভেদ ॥১১৫
মুনি, নির্গ্রন্থ, চ, অপি, চারি শব্দের অর্থ।
যাহা যেই লাগে তাহা করিয়ে সমর্থ॥১১৬
বত্রিশ ছাব্বিশ মিলি অষ্টপঞ্চাশ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ ॥১১৭
ইতরেতর চ দিঞা সমাস করিয়ে।
আটান্নবার আত্মারাম নাম লৈয়ে ॥
'আত্মারামাশ্চ, আত্মারামাশ্চ' আটান্নবার
শেষে সব লোপ করি রাখি একবার ॥১১৮

তথাহি সিদ্ধান্তকৌমুদ্যাম্—
সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ ॥ ৮৫।

আটান্ন চকারের সব লোপ হয়।
এক আত্মারাম শব্দে আটান্নঅর্থ কয় ॥১১৯

তথাহি তত্রৈব—
উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ
আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ ॥ ৮৬ ॥

'অস্মিন্ বনে ফলন্তি বৃক্ষাঃ' যৈছে হয়।
তৈছে সবআত্মারামকৃষ্ণেভক্তিকরয় ॥১২০
আত্মারামশ্চ সমুচ্চয়ে কহিয়ে চকার।
'মুনয়শ্চ' ভক্তি করে এই অর্থ তার ॥১২১
নির্গ্রন্থা এব হৈঞা, অপি নির্দ্ধারণে।
এই ঊনষষ্টি অর্থ করিল ব্যাখ্যানে ॥
সর্ব্ব সমুচ্চয়ে এক আর অর্থ হয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ ভজয় ॥
অপি শব্দ অবধারণে সেহো চারিবার।
চারি শব্দ সঙ্গে এব করিব উচ্চার ॥১২২॥

তথাহি যথা—
উরুক্রম এব ভক্তিমেব অহৈতুকীমেব কুর্ব্বন্ত্যেব॥৮৭

এইত কহিল শ্লোকে ষাটিসংখ্যা অর্থ।
এক অর্থ শুন আর প্রমাণে সমর্থ ॥১২৩॥
আত্মা শব্দে কহে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব লক্ষণ।
ব্রহ্মাদি কীটপর্য্যন্ত তাঁরশক্তিতেগণন ॥১২৪

তথাহি আদিলীলায়াং সপ্তমে সপ্তমাঙ্কধৃত-বিষ্ণুপুরাণবচনম্—
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥৮৮॥

তথাহি অমরকোষে স্বর্গবর্গে—
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ ॥ ৮৯ ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
তবে সর্ব্ব ত্যজি সেহো কৃষ্ণকে ভজয় ॥
ষাটি অর্থ কহিল এক কৃষ্ণের ভজন।
সেই অর্থ হয় সব ইহার উদাহরণ ॥
একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমার সঙ্গে।
তোমারভক্তিবলেউঠেঅর্থেরতরঙ্গে ॥ ১২৫

তথাহি প্রাচীনশ্লোকঃ—
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া ॥৯০॥

ভাগবতং (শাস্ত্রং) ভক্ত্যা গ্রাহ্যং বুদ্ধ্যা ন টীকয়া চ ন (গ্রাহ্যম্) ॥ ৯০ ॥

ভক্তিদ্বারাই কেবল ভাগবতের অর্থ সকল গ্রহণীয় হয়, বুদ্ধি বা টীকা দ্বারা অর্থ বোধগম্য হয় না ॥ ৯০ ॥

তথাহি বিশ্বেশ্বরবাক্যম্—
অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো
বেত্তি ন বেত্তি বা ॥ ৯১ ॥

অহং (মাং শিবম্ আচক্ষাণঃ ইতি অহং, ইতি নামধাতৌ ক্বিপ্, ততঃ কৃতি ক্বিপ্ অহং নারায়ণঃ) বেত্তি, শুকঃ বেত্তি, ব্যাসঃ বেত্তি (অন্যে) ন বেত্তি ॥ ৯১ ॥

অহং অর্থাৎ আমার (শিবের) উপদেষ্টা নারায়ণ জানেন, শুকদেব জানেন এবং বেদব্যাস জানেন, অন্যে ভাগবতার্থ জানে না ॥ ৯১ ॥

অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।
মহাপ্রভুর স্তুতি করেন চরণে পড়িয়া ॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সব বেদ প্রবর্ত্তন ॥
তুমি বক্তা ভাগবতের তুমি জান অর্থ।
তোমাবিনুঅন্যজানিতেনাহিকসমর্থ ॥১২৬
প্রভু কহে কেন কর আমারে স্তবন।
ভাগবত-স্বরূপের কেন না কর বিচারণ ॥
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতিশ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানা অর্থ কয় ॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকেলাগেচমৎকার॥ ১২৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশশ্লোকঃ—
ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥৯২॥

যোগেশ্বরে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি কৃষ্ণে স্বাং কাষ্ঠাং (স্বরূপম্) উপেতে (প্রাপ্তে) অধুনা ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ (তদপি) ব্রূহি ॥ ৯২ ॥

ধর্ম্মের বর্ম্মস্বরূপ ব্রহ্মণ্যদেব যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে, অধুনা ধর্ম্ম কাহার শরণাপন্ন হইলেন ? ॥ ৯২ ॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়াধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশ-শ্লোকঃ—
কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥৯৩॥

ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ কৃষ্ণে স্বধাম উপগতে (সতি) অধুনা কলৌ নষ্টদৃশাম্ এষঃ পুরাণার্কঃ উদিতঃ ॥ ৯৩ ॥

হে ঋষিগণ ! শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভৃতির সহিত নিজধামে গমন করিলে

কলিমল বিনষ্ট দৃষ্টি জীবগণের সম্বন্ধে এই পুরাণই সূর্য্যস্বরূপে উদিত হইয়াছেন॥৯৩
এইত কহিল এক শ্লোকের ব্যাখ্যান।
বাতুলের প্রলাপ করি কে মানে প্রমাণ॥
আমা হেন যেবা কেহো আর বাতুল হয়।
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয়॥১২৮॥
পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে।
প্রভু আজ্ঞা দিল বৈষ্ণবস্মৃতি করিবারে॥
মুঞি নীচজাতি কিছু না জানো আচার।
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতিপরচার॥
সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ॥
তবে তার দিশা স্ফুরে মো নীচ হৃদয়ে।
ঈশ্বর তুমি যে কহাও সেই সিদ্ধ হয়ে॥১২৯॥
প্রভু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমায় করাবে স্ফুরণ॥১৩০॥
তথাপি সূত্ররূপে শুন দিগ্‌দরশন।
সর্ব্বকারণ লিখি আদৌ গুরু আশ্রয়ণ॥
গুরুলক্ষণ শিষ্যলক্ষণ দুঁহা পরীক্ষণ।
সেব্য ভগবান্, সব মন্ত্রবিচারণ॥
মন্ত্র অধিকারী, মন্ত্রসিদ্ধাদি শোধন।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতিকৃত্য শৌচ, আচমন॥১৩১
দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি-বন্দন।
গুরুসেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, চক্রাদিধারণ॥
গোপীচন্দন, মালাধৃতি; তুলসী আহরণ।
বস্ত্র পীঠ গৃহসংস্কার কৃষ্ণ প্রবোধন॥১৩২
পঞ্চ ষোড়শ, পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন।
পঞ্চকালপূজাআরতিকৃষ্ণেরভোজনশয়ন॥
শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ আর শালগ্রামলক্ষণ।
নামমহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন॥১৩৩॥
বৈষ্ণব-লক্ষণ, সেবাপরাধ খণ্ডন।
শঙ্খ জল গন্ধ পুষ্প ধূপাদি লক্ষণ॥
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ বন্দন।
পুরশ্চরণবিধি, কৃষ্ণপ্রসাদভোজন॥১৩৪॥
অনিবেদ্যত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাদি বর্জ্জন।
সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবন॥
অসৎসঙ্গত্যাগ, শ্রীভাগবত শ্রবণ।
দিনকৃত্যপক্ষকৃত্যএকাদশ্যাদিবিবরণ॥১৩৫
মাসকৃত্য জন্মাষ্টম্যাদি বিধিবিচারণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী॥১৩৬॥
এই সবের বিদ্ধা ত্যাগ অবিদ্ধাকরণ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লভন॥১৩৭
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণবচন।
শ্রীমূর্ত্তি বিষ্ণুমন্দির করণলক্ষণ॥
সামান্য সদাচার বৈষ্ণব আচার।
অকর্ত্তব্য, কর্ত্তব্য, স্মার্ত্ত, ব্যবহার॥১৩৮
এই সংক্ষেপে কহিল সূত্র দিগ্‌দরশন।
যবে তুমি লিখ, কৃষ্ণ করাবে স্ফুরণ॥
এইত কহিল প্রভুর সনাতনে প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে চিত্তের খণ্ডে অবসাদ॥
নিজগ্রন্থে কর্ণপুর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া॥১৩৯

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে নবমাঙ্কে পঞ্চচত্বারিংশাদিশ্লোকাঃ—

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্॥৯৪

তং সনাতনমুপাগতমক্ষো-
র্দৃষ্টিমাত্রমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং
সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ॥ ৯৫॥

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ৯৬ ॥

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিঃ (সভায়াং বিভূষণে অলঙ্করণে মণিঃ) যঃ রূপস্য অগ্রজঃ এষঃ (সনাতনঃ) এব ঋদ্ধাং (সমৃদ্ধাং) শ্রিয়ং ত্যক্ত্বা তরুণীং (নবীনাং) বৈরাগ্যলক্ষ্মীং (সম্পত্তিং) দধে। শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ঃ বাহ্যে অবধূতাকৃতিঃ তদ্বিদাং (ভক্তিতত্ত্ববিদাং) প্রীতিপ্রদঃ (অভূৎ)। অতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ চম্পকগৌরঃ অক্ষ্ণোঃ দৃষ্টিমাত্রম্ উপাগতং (হীনবেশেন আয়াতং) তং সনাতনং পরিঘায়তদোর্ভ্যাং সানু কম্পং (যথাস্যাত্তথা) আলিলিঙ্গ। কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্তা ইতি তাং বিশিষ্য খ্যাপয়িতুং দেবঃ তত্রৈব রূপং চ সনাতনং চ কৃপামৃতেন অভিষিষেচ ॥ ৯৪—৯৬ ॥

গৌড়েশ্বরের সভালঙ্করণে মনিস্বরূপ, শ্রীরূপের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সনাতন গোস্বামী সমৃদ্ধা সম্পত্তিলক্ষ্মী ত্যাগ করতঃ নবীনা বৈরাগ্যলক্ষ্মীকে আশ্রয় পূর্ব্বক শৈবালে আচ্ছাদিত মহা সরোবরের ন্যায় অন্তর ভক্তিরসে পরিপূর্ণ বাহ্যে অবধূতাকৃতি হইয়াও ভক্তিতত্ত্বজ্ঞগণের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিলেন।

পরমদয়ালু, চম্পকসদৃশ গৌরবর্ণ শ্রীচৈতন্য, নেত্রপথে পতিত হইবামাত্র সনাতনকে বাহুদণ্ড দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনবিলাস বার্ত্তা কালক্রমে বিলুপ্ত দেখিয়া, পুনরায় তাহা বিশেষরূপে প্রচার করিতে শ্রীচৈতন্য রূপ ও সনাতনকে করুণামৃত দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন ॥ ৯৪—৯৬ ॥

এইত কহিল সনাতনে প্রভুর প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ ॥
কৃষ্ণের স্বরূপগণের হয় সব জ্ঞান।
বিধিরাগমার্গে সাধনভক্তির বিধান ॥
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরস ভক্তির সিদ্ধান্ত।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানে সব অন্ত ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ।
যার প্রাণধন সেই পায় এই ধন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৪০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
আত্মারামাশ্চেতি শ্লোক ব্যাখ্যা
সনাতনানুগ্রহো নাম চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ॥২৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যস্বরূপশ্রীশ্যামলালপদারবিন্দসেবি-বিনোদবিহারি-গোস্বামি কৃতান্বয়বোধিনী ও সুবোধিনী সমন্বিত আত্মারামশ্চেতি শ্লোক ব্যাখ্যা ও সনাতনানুগ্রহ নাম চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ ॥ ১ ॥

প্রভুঃ (শ্রীচৈতন্যঃ) কাশীনিবাসিনঃ সন্ন্যাসিমুখান্ (প্রকাশানন্দাদীন্) বৈষ্ণবীকৃত্য সনাতনং সুসংস্কৃত্য (চ) নীলাদ্রিম্ আগমৎ ॥ ১ ॥

মহাপ্রভু কাশীবাসি প্রকাশানন্দাদি প্রধান সন্ন্যাসিগণকে বৈষ্ণব এবং সনাতনকে সুন্দররূপে সংস্কার করতঃ নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত।
শিখাইল তারে ভক্তি সিদ্ধান্তের অন্ত ॥
পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া শেখরের সঙ্গী।
প্রভুকে কীর্ত্তন শুনায় অতিবড়রঙ্গী ॥১
সন্ন্যাসিরগণে প্রভু যদি উপেক্ষিল।
ভক্তদুঃখ খণ্ডাইতে পশ্চাৎ কৃপা কৈল ॥
সন্ন্যাসিরে কৃপা,পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিবরিঞা।
উদ্দেশ কহিয়ে ইহাঁ সংক্ষেপ করিঞা ॥
যাঁহা তাঁহা প্রভু নিন্দা করে সন্ন্যাসিরগণ।
শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তন ॥
প্রভুর স্বভাব তাঁরে দেখে যেই জনে।
স্বরূপ অনুভবি তাঁরে ঈশ্বর করি মানে ॥২
কোন প্রকারে পারো যদি একত্র করিতে
রূপ দেখি সন্ন্যাসিগণ হবে ইহাঁর ভক্তে ॥
বারাণসীবাস আমার হয় সর্ব্বকালে।
সর্ব্বকাল দুঃখ পাব ইহা না করিলে ॥
এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসিরগণে।
তবে সেই বিপ্র আইলা মহাপ্রভু-স্থানে ॥
হেন কালে নিন্দা শুনি শেখর, তপন।
দুঃখ পাঞা প্রভু-পদে কৈল নিবেদন ॥৩
ভক্ত দুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল।
সন্ন্যাসির মন ফিরাইতে মন হৈল ॥
হেনকালে বিপ্র আসি কৈল নিমন্ত্রণ।
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিল চরণ ॥
তবে মহাপ্রভু তার নিমন্ত্রণ মানিলা।
আর দিনে মধ্যাহ্ন করি তার ঘর গেলা ॥
তাঁহা যৈছে কৈল প্রভু সন্ন্যাসি-নিস্তার।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার॥৪
গ্রন্থ বাঢ়ে পুনরুক্তি হয়ত কথন।
তাহা যে না লিখিল তাহা করিয়ে লিখন ॥
যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসিরে কৃপা কৈল।
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল ॥
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে
নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্রবিচারিতে
সবশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ভক্তি করে সার।
সুযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার ॥৫
উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
সব লোক হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসিরগণ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি অধ্যয়ন ॥
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক, তাহার সমান।
সভা মধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান ॥৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করেন অতি মনোরম ॥

উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান।
শুনি পণ্ডিতলোকের যুড়ায় মন কাণ ॥৭
সূত্র উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া ॥
আচার্য্যকল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে।
মুখে 'হয় হয়' করে হৃদয়ে না মানে ॥৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসধর্ম্মে সংসার না জিনি।
"হরের্নাম" শ্লোকের যে করিল ব্যাখ্যান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ ॥
ভক্তি বিনু মুক্তি নহে ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয় ॥৯॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে ষষ্ঠাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ২ ॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে দশমাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধো নাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্ম শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্।
তাহে নির্ব্বিশেষ স্থাপি পূর্ণতা হয় হান ॥
শ্রুতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বিলাস
তাহা নাহি মানে,পণ্ডিত করে উপহাস॥১০

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টাদশে অষ্টমাঙ্কধৃত-ভাবার্থদীপিকাবচনম্—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥৪॥

চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণের মায়িক করি মানি।
বড় পাপ এই, সত্য চৈতন্যের বাণী ॥১১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকঃ—

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥৫॥

(হে) পরম! যৎ (খলু ভবতঃ) আনন্দমাত্রম্ (আনন্দং ব্রহ্মেত্যুক্তং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষচিদ্রূপং মাত্রা অংশঃ যস্য তম্) অবিকল্পং (ন বিদ্যতে বিবিধঃ কল্পঃ সৃষ্ট্যাদিকল্পনা যত্র তম্) অবিদ্ধবর্চ্চঃ (অবিদ্ধং মায়য়া ন ভিন্নং বর্চ্চঃ তেজঃ শক্তিঃ যস্য তাদৃশং) ভবতঃ স্বরূপং (পূর্ণভগবদাদিরূপং, তত্তু) পরং ন পশ্যামি। (হে) আত্মন্! অতঃ (কারণাৎ) বিশ্বসৃজম্ অবিশ্বং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং (ভূতানাম্ ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ আত্মা প্রধানাখ্যং স্বরূপং যত্র তৎ) তে (তব) অদঃ (রূপম্) উপাশ্রিতঃ অস্মি ॥৫॥

ব্রহ্মা কহিলেন,হে পরম! যাহা আনন্দ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ চিদ্রূপ ব্রহ্ম যাঁহার মাত্রা (অংশ), যাঁহাতে সৃষ্ট্যাদি বিবিধ কল্পনা নাই, যাহার শক্তি মায়াসম্ভিন্ন নয়, এবম্বিধ আপনার পূর্ণভগবদাদিরূপ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনরূপ দেখিতেছি না। হে আত্মন্! এইহেতু যিনি স্বাংশ দ্বারা বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যিনি অদ্বিতীয়, যিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন ও সমস্ত ভূত ও ইন্দ্রিয়ের আত্মা যে প্রকৃতি যাহাতে আছে; তোমার সেই এই রূপকে আমি আশ্রয় করিলাম ॥ ৫ ॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে ষট্‌চত্বারিংশাধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশশ্লোকঃ—

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকং বা।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ॥ ৬॥

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ স্থাস্নুঃ চরিষ্ণুঃ মহৎ অল্পকং বা বস্তুতরাং (বস্তুমাত্রং) অচ্যুতাৎ বিনা (ভিন্নতয়া) ন বাচ্যম্। পরমাত্মভূতঃ স এব সর্ব্বম্॥ ৬॥

দৃষ্ট, শ্রুত, বর্ত্তমান ভূত, ভবিষ্যৎ, স্থাবর, জঙ্গম, মহৎ বা অল্প বস্তুমাত্র অচ্যুত হইতে ভিন্ন বলিতে পারা যায় না। পরমাত্মভূত তিনিই সমুদায়॥৬॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকঃ—

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥৭॥

(হে) ভুবনমঙ্গল! উপাসকানাং নঃ (অস্মাকং) মঙ্গলায় ধ্যানে তদ্বা (তদেব) তে (ত্বয়া) ইদং (রূপং) দর্শিতং স্ম। নরকভাগ্‌ভিঃ অসৎপ্রসঙ্গৈঃ যঃ (পুরুষঃ) ন আদৃতঃ তস্মৈ ভগবতে তুভ্যং নমঃ অনুবিধেম (অনুবৃত্ত্যা করবাম)॥ ৭॥

হে ভুবনমঙ্গল! আমরা তোমার উপাসক, আমাদিগের মঙ্গলার্থ ধ্যানে, তোমার সচ্চিদানন্দাত্মক সেই এই রূপ দর্শন করাইলে। কুতর্কপরায়ণ নারকী বহির্মুখগণ তোমার ঐ রূপকে মায়াময় বলিয়া আদর করে না। হে কৃপাময়! আমরা তোমার অনুবৃত্তি পরিচর্য্যা করিয়া তোমাকে নিরন্তর প্রণাম করি॥৭

তথাহি গীতায়াং নবমাধ্যায়ে একাদশশ্লোকঃ—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৮॥

ভূতমহেশ্বরং (নিখিলজগদেকস্বামিনং) মম পরং ভাবং (তত্ত্বম্) অজানন্তঃ মূঢ়াঃ মানুষীং তনুম্ আশ্রিতং মাম্ অবজানন্তি (অবমন্যন্তে)॥ ৮॥

আমি ভূতগণের অধীশ্বর, আমার পরম ভাব জানিতে না পারিয়াই মূঢ় ব্যক্তিগণ, আমি মনুষ্যশরীর আশ্রয় করিয়াছি বলিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে॥ ৮॥

তথাহি গীতায়াং ষোড়শাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকঃ—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥৯॥

দ্বিষতঃ ক্রূরান্ অশুভান্ নরাধমান্ তান্ (জনান্) এব সংসারেষু আসুরীষু অজস্রম্ অহং ক্ষিপামি॥ ৯॥

আমি দ্বেষপরায়ণ, ক্রূর, অশুভ নরাধম ব্যক্তিগণকে সংসারে অজস্র আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি॥ ৯॥

সূত্রে পরিণামবাদ তাহা না মানিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপে, ব্যাসে ভ্রান্ত কহিয়া॥১২॥
এইত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।
শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা পাষণ্ড বুঝায়॥
পরমার্থ বিচার গেল, করি মাত্র বাদ।
কাঁহা মুক্তি পাব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ॥১৩॥
ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করে আচ্ছাদন।
এই সত্য হয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবচন॥
চৈতন্যগোসাঞি যেই কহে সেই মত সার।
আর যত মত সেই সব ছারখার॥ ১৪॥
এত কহি সেই করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন॥
আচার্য্যের আগ্রহ অদ্বৈতবাদ স্থাপিতে।
তাতে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করে অন্যরীতে॥১৫॥

ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ না হয় তাহা হৈতে॥১৬॥
মীমাংসক কহে ঈশ্বর হন কর্ম্মের অঙ্গ।
সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতিকারণ সম্বন্ধ॥
ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয়॥
পাতঞ্জলে কহে ঈশ্বর হয় স্বরূপ জ্ঞান।
বেদমতে কহে তিনি স্বয়ং ভগবান্॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা বেদান্ত বর্ণন॥১৭॥
বেদান্তমতে ব্রহ্ম সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তেঁহো হয়েত সগুণ॥১৮
পরম কারণ ঈশ্বর কেহো নাহি জানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি॥
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি॥১৯॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং সপ্তদশে একাদশাঙ্কধৃত-মহাভারতবচনম্—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন প্রমাণম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ ১০॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।
তেঁহো যে কহেন বস্তু সেই তত্ত্ব সার॥
এ সব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন॥২০॥
হেনকালে মহাপ্রভু পঞ্চনদে স্নান করি।
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব শ্রীহরি॥
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু সুখে ঈষৎ হাসিলা॥২১॥
মাধব-সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনে আসিঞা প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥
শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারি জনে মিলি করে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥২২॥

তথাহি ভক্তকৃতং সঙ্কীর্ত্তনম্—

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥ ১১॥

চৌদিকে লোক লক্ষ বোলে হরি হরি।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি॥
নিকটে হরিধ্বনি শুনি প্রকাশানন্দ।
কৌতুকে দেখিতে আইলা লৈয়া শিষ্যবৃন্দ॥
দেখি প্রভুর নৃত্যপ্রেম দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ সঙ্গে সেহ বোলে হরি হরি॥২৩॥
কম্প, স্বরভঙ্গ, স্বেদ, বৈবর্ণ, স্তম্ভ।
অশ্রুধারায় ভিজে লোক, পুলক কদম্ব॥
হর্ষ, দৈন্য, চাপল্যাদি, সঞ্চারী বিকার।
দেখি কাশীবাসী লোক হৈল চমৎকার॥
লোকসঙ্ঘট্ট দেখি প্রভুর যবে বাহ্য হৈলা।
সন্ন্যাসিরগণ দেখি নৃত্য সম্বরিলা॥ ২৪॥
প্রকাশানন্দের কৈল চরণবন্দন।
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ধরিল চরণ॥
প্রভু কহে জগদ্‌গুরু তুমি পূজ্যতম।
আমি তোমার নাহি হই শিষ্যের শিষ্যসম
শ্রেষ্ঠ হঞা কেনে কর হীনের বন্দন।
আমার সর্ব্বনাশ হয় তুমি ব্রহ্মসম॥
যদ্যপি তোমাতে ব্রহ্ম সর্ব্বত্র মাত্র ভাসে।
লোক শিক্ষা লাগি ঐছে করিতে না আইসে॥
তিঁহো কহে আগে তোমা নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল
তোমার চরণস্পর্শি সব ক্ষমাইল॥ ২৫॥

তথাহি বাসনাভাষ্যধৃতপরিশিষ্টবচনম্—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভাগবত্যপরাধিনঃ॥১২॥

অচিন্ত্য মহাশক্তৌ ভগবতি যদি অপরাধিনঃ (স্যুঃ, তর্হি) জীবন্মুক্তাঃ অপি পুনঃ সংসারবাসনাং যান্তি (লভন্তে) ॥ ১২ ॥

যদি অচিন্ত্যমহাশক্তিশালি ভগবানে অপরাধ হয়, তবে জীবন্মুক্তেরাও পুনরায় সংসারবাসনা প্রাপ্ত হয় ॥১২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশা ধ্যায়ে নবমশ্লোকঃ—

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্ ॥১৩

সঃ বৈ (চ সর্পঃ) ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শ-হতাশুভঃ (শ্রীমতঃ ভক্তমনোরথপূরকসম্পদ্বতঃ পাদস্য স্পর্শেন হতম্ অশুভং সর্পত্বাপাদকং শাপ-রূপং যস্য তথাভূতঃ সন্) সর্পবপুঃ হিত্বা বিদ্যাধরা-র্চ্চিতং রূপং ভেজে (প্রাপ) ॥ ১৩ ॥

ঐ সর্পও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-মনোরথপূরকসম্পদ্বিশিষ্ট চরণের স্পর্শে বিনষ্টশাপ হইয়া সর্পশরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যাধরগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত বিদ্যা-ধরশরীর প্রাপ্ত হইল ॥ ১৩ ॥

প্রভু কহে, বিষ্ণু বিষ্ণু, আমি জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন ॥
জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি করে যেই ব্রহ্ম রুদ্র সম।
নারায়ণে মানে, তারে পাষণ্ডে গণন ॥২৬॥

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টাদশে নবমাঙ্কধৃত-পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনম্—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১৪॥

প্রকাশানন্দ কহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।
তবু যদি কর তাঁর দাস অভিমান ॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে।
সর্ব্বনাশহয়আমারতোমারনিন্দাতে ॥২৭॥

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ ঊনবিংশে ঊনবিংশাঙ্ক-ধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥১৫॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং পঞ্চদশে নবমাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥১৬

তথাহি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশে দ্বাবিংশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ১৭ ॥

এবে তোমার পদে মোর উপজিবে ভক্তি
তার নিমিত্ত করি তোমার চরণে প্রণতি॥
এত বলি প্রভু লঞা তাহাই বসিলা।
প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা ॥২৮॥
মায়াবাদে কৈলে যত দোষের আখ্যান।
সবে ইহা জানি আচার্য্যেরকল্পিতব্যাখ্যান ॥
সূত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ।
তাহা শুনি সবার হৈল চমৎকার মন॥২৯॥
তুমিত ঈশ্বর তোমার আছে সর্ব্বশক্তি।
সঙ্ক্ষেপরূপে কহ তুমি শুনিতে হয় মতি ॥
প্রভু কহে আমি জীব অতিতুচ্ছ জ্ঞান।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীরার্থ ব্যাস ভগবান ॥৩০॥
তার সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএবআপনসূত্রেরকরিয়াছেব্যাখ্যানে ॥
যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥৩১॥
প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকে বিবরিয়া কয় ॥

ব্রহ্মারে নারায়ণ চতুঃশ্লোক যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদে সেই শ্লোক উপদেশ কৈল॥৩২॥
সেই অর্থ নারদ ব্যাসদেবেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস তাহা বিচার করিল॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥৩৩॥
চারিবেদে উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক নিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবতের শ্লোক উপনিষদ কহে এক মত॥৩৮

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে দশমশ্লোকঃ—

আত্মাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥১৮॥

জগত্যাং (লোকে) যৎ কিঞ্চিৎ জগৎ (ভূতজাতম্) ইদং সর্ব্বম্ আত্মাবাস্যম্ (আত্মনা ঈশ্বরেণ অবাস্যং সত্তাচৈতন্যাভ্যাং ব্যাপ্যং) তেন (হেতুনা) ত্যক্তেন (ঈশ্বরার্পণেনৈব) ভুঞ্জীথাঃ (স্বার্থং) কস্যচিৎ (অপি) ধনং মা গৃধঃ (অভিকাঙ্ক্ষীঃ)॥১৮॥

এই লোকে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সকলই ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য দ্বারা ব্যাপ্ত, অতএব ঈশ্বর যাহা কিছু অর্পণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই ভোগ সকল কর, আপনার নিমিত্ত কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না॥ ১৮॥

এক শ্লোক দেখাইয়া কৈল দিগ্ দরশন।
এইমত ভাগবতের শ্লোক ঋক্ সম॥
শ্রীভাগবতে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ॥

আমি সম্বন্ধ তত্ত্ব, আমার জ্ঞান বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধনভক্তি অভিধেয় নাম॥
সাধনের ফল প্রেমা মূলপ্রয়োজন।
যেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন॥৩৫॥

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে একবিংশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ ১৯॥

এই তিন তত্ত্ব আমি কহিব তোমারে।
জীব তুমি, এই তিন নারিবে জানিবারে॥
যৈছে আমার স্বরূপ, যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণ, কর্ম্ম, ষড়ৈশ্বর্য্য-শক্তি॥
আমার কৃপায় স্ফুরুক এ সব তোমারে।
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাহারে॥৩৬

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে দ্বাবিংশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ২০॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ আমি হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে॥
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি ত বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব, সেহ আমি হইয়ে।
প্রলয়ে অবশিষ্ট সবে আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে॥৩৭।

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে ত্রয়োবিংশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥২১

'অহমেব অহমেব' শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহ স্থিতির নির্দ্ধার॥
সে বিগ্রহ নাহি মানে নিরাকার মানে।
তারে তিরস্কার করি কৈল নির্দ্ধারণে॥৩৮

এই সব শব্দ হয় জ্ঞান বিজ্ঞান বিবেক।
মায়াকার্য্য মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক॥
যৈছে সূর্য্যাভাস স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনু স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধতত্ত্ব কহিল শুন আর সব॥৩৯॥

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে চতুর্ব্বিংশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ॥২২॥

অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন দেশকালদশায় ব্যাপ্তি যার॥
ধর্ম্মাদিবিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার।
সাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার॥
সব দেশে, কালে, দশায় জনের কর্ত্তব্য॥
গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য॥৪০

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে ষড়্বিংশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥২৩॥

আমাতে যে প্রীতি, সেই প্রেম প্রয়োজন।
কার্য্যদ্বারে কহি তার স্বরূপ লক্ষণ॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে॥৪১

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে পঞ্চবিংশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥২৪॥

ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়কমলে।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা আমাকে নহালে॥৪২

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥২৫॥

অবশাভিহিতঃ অপি অঘৌঘনাশঃ হরিঃ (এব) সাক্ষাৎ যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি (মুঞ্চতি) প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ সঃ ভাগবতপ্রধানঃ (ইতি) উক্তঃ ভবতি॥২৫॥

যে কোনরূপে হউক, যাঁহার নাম উচ্চারিত হইলে সকল পাপ দূর হয়, সেই হরি প্রেমরজ্জু দ্বারা বদ্ধপাদ হইয়া সাক্ষাৎ যাহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, তিনি উত্তম ভাগবত বলিয়া অভিহিত হন॥২৫॥

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে দ্বিপঞ্চাশত্তমাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥২৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকঃ—

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥২৭॥

সংহতাঃ (মিলিতাঃ) উচ্চৈঃ গায়ন্ত্যঃ বনাৎ বনং (গচ্ছন্ত্যঃ) অমুং (শ্রীকৃষ্ণম্) এব উন্মত্তকবৎ বিচিক্যুঃ (অমৃগয়ন্)। আকাশবৎ ভূতেষু (চরাচরেষু) বহিঃ অন্তরং (চ ব্যাপ্য) সন্তং (বর্ত্তমানম্ অতএব) পুরুষং (পূর্ণমপি শ্রীকৃষ্ণং) বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছুঃ॥২৭॥

তাঁহারা সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে বন হইতে বনান্তরে

গমন পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকেই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, আর তাঁহারা আকাশের ন্যায় চরাচর সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান সেই পূর্ণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা বৃক্ষসকলের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

অতএব ভাগবতে এই তিন কয়।
সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনময় ৪৩ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং দ্বিতীয়ে চতুর্থাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥২৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশশ্লোকঃ—

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ২৯॥

অগ্রে (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বম্) আত্মেচ্ছানুগতৌ (আত্মেচ্ছা সৃষ্ট্যাদীচ্ছা তস্যা অনুগতৌ লীনতায়াং সত্যাম্) ইদং (বিশ্বং পুরুষাদি-পার্থিবপর্য্যন্তং তদানীম্ একাকিনা স্থিতেন ভগবতা সহৈকীভূতমাসীৎ যতঃ) আত্মাত্মনাম্ (আত্মানাং শুদ্ধজীবানামপি রশ্মিস্থানীয়ানাম্ আত্মা মণ্ডলস্থানীয়ং পরমস্বরূপং) বিভুঃ (স্বামী) এক (এব) আত্মা (স্বয়ং সিদ্ধস্বরূপঃ) নানামত্যুপ-লক্ষণঃ (বৈকুণ্ঠাদি নানামত্যাপি স এবৈক উপ-লক্ষিত ইতি) ভগবান্ আস (আসীৎ) ॥ ২৯ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতে লীন হইলে সে সময় পুরুষাদিপার্থিব পর্য্যন্ত এই বিশ্ব ভগবানের সহিত একীভূত ছিল, যে হেতু তিনি শুদ্ধ জীবেরও পরস্বরূপ, ব্যাপক, স্বয়ংসিদ্ধস্বরূপ এবং বৈকুণ্ঠাদি নানাবৈভবে উপলক্ষিত এক-মাত্র ভগবান্ ছিলেন ॥ ২৯ ॥

তথাহি আদিলীলায়াং দ্বিতীয়ে ত্রয়োদশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥৩০॥

এইত সম্বন্ধ, শুন অভিধেয় ভক্তি।
ভাগবতে প্রতিশ্লোকেব্যাপে যারস্থিতি॥৪৪

তথাহি মধ্যলীলায়াং বিংশে সপ্তদশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥৩১॥

তথাহি আদিলীলায়াং সপ্তদশে পঞ্চমাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥৩২

তথাহি মধ্যলীলায়াং বিংশে চতুর্দ্দশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ৩৩ ॥

এবে শুন প্রেম, যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ ॥৪৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকঃ—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥৩৪

(এবং) ভক্ত্যা (সাধনভক্ত্যা) সঞ্জাতয়া (প্রেমলক্ষণয়া) ভক্ত্যা অঘৌঘহরং হরিং স্মরন্তঃ মিথঃ স্মারয়ন্তঃ চ উৎপুলকাং (রোমোদ্গমযুক্তাং) তনুং বিভ্রতি ॥ ৩৪ ॥

এইরূপে সাধনভক্তি দ্বারা আবির্ভূত প্রেমভক্তি দ্বারা পাপ-বিনাশক হরিকে স্মরণ করিয়া এবং অন্যকে স্মরণ করাইয়া লোমাঞ্চিত কলেবর ধারণ করেন ॥৩৪॥

তথাহি আদিলীলায়াং সপ্তমে চতুর্থাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ৩৫॥

অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থ রূপ।
নিজকৃত সূত্রের অর্থ ভাষ্যস্বরূপ॥ ৪৬॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে দশমবিলাসে ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমাঙ্কধৃত-গারুড়বচনম্—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥৩৬॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥৩৭॥

অয়ং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ গ্রন্থঃ ব্রহ্মসূত্রাণাং (বেদান্তসূত্রাণাম্) অর্থঃ (অভিধেয়রূপঃ) ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ (মহাভারতস্য অর্থানাং নির্ণয়ঃ নিশ্চয়ঃ যস্মিন্ তথাবিধঃ) অসৌ (শ্রীভাগবতশাস্ত্রঃ) গায়ত্রীভাষ্যরূপঃ (গায়ত্র্যাঃ ব্যাখ্যারূপঃ) বেদার্থপরিবৃংহিতঃ (বেদার্থৈঃ বর্দ্ধিতঃ) পুরাণানাং (মধ্যে) সামরূপঃ অয়ং (গ্রন্থঃ) দ্বাদশস্কন্ধযুক্তঃ শতবিচ্ছেদসংযুতঃ (শতৈঃ পঞ্চত্রিংশাধিকশতকসংখ্যাকৈঃ বিচ্ছেদৈঃ অধ্যায়ৈঃ সংযুতঃ) অষ্টাদশসাহস্রঃ (অষ্টাদশসহস্রৈঃ শ্লোকৈঃ সম্মিতঃ) সাক্ষাৎ ভগবতোদিতঃ (ভগবতা উদিত কথিতঃ)॥৩৬।৩৭॥

যাহা ব্রহ্মসূত্রের অভিধেয়, যাহাতে মহাভারতের সমস্ত অর্থ নির্ণীত হইয়াছে, যাহা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ, সমগ্র বেদার্থ দ্বারা যাহার কলেবর বর্দ্ধিত, যাহা পুরাণ সকলের মধ্যে সামবেদস্বরূপ, যাহাতে দ্বাদশটি স্কন্ধ সংযুক্ত, যাহাতে তিন শত পঁইত্রিশ অধ্যায় বিরাজিত এবং যাহাতে অষ্টাদশসহস্র শ্লোক, সেই শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত॥ ৩৬।৩৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকঃ—

সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥৩৮॥

সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারম্ (উপাদেয়ভোগঃ) সমুদ্ধৃতম্ (ইদং শ্রীমদ্ভাগবতম্)॥ ৩৮॥

বেদব্যাস সমগ্র বেদ ও ইতিহাস হইতে সার সার ভাগ উদ্ধার করিয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন॥ ৩৮॥

তথাহি তত্রৈব দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকঃ—

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ॥৩৯॥

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতম্ ইষ্যতে। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য (তস্য ভাগবতস্য রস এব অমৃতং তেন তৃপ্তস্য জনস্য) অন্যত্র (শাস্ত্রাদৌ) কচিৎ রতিঃ ন স্যাৎ॥ ৩৯॥

সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের সারভূত ভাগবত শাস্ত্র। যেহেতু এই শ্রীমদ্ভাগবতরসামৃতে পরিতৃপ্তজনের অন্য শাস্ত্রাদিতে রতির সম্ভাবনা হয় না॥ ৩৯॥

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভণ।
'সত্যংপরং'সম্বন্ধ'ধীমহি'সাধনেপ্রয়োজন॥৪৭

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে একপঞ্চাশত্তমাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদানিরস্তকুহকংসত্যংপরংধীমহি॥৪০॥

তথাহি আদিলীলায়াং প্রথমে সপ্তত্রিংশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোহত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেহত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥৪১॥

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥৪৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকঃ—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ ৪২॥

অহো (হে) ভাবুকাঃ (পরমমঙ্গলায়নাঃ) রসিকাঃ (ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞাঃ) নিগমকল্পতরোঃ শুকমুখাৎ ভুবি গলিতম্ অমৃতদ্রবসংযুতং রসং ফলং ভাগবতম্ আলয়ং মুহুঃ পিবত॥ ৪২॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদ বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফলস্বরূপ। ইহা শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অখণ্ডরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে। অতএব রসবিশেষ ভাবনাচতুর রসজ্ঞব্যক্তিগণ, অমৃত দ্রবসংযুক্ত এই রসময় ফল মোক্ষ পর্য্যন্ত বারম্বার পান করুন॥ ৪২॥

তথাহি তত্রৈব একোনবিংশশ্লোকঃ—
বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥৪৩॥

যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং পদে পদে স্বাদু স্বাদু (তস্মিন্) উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে বয়ং তু ন বিতৃপ্যামঃ॥ ৪৩॥

শ্রীভগবানের চরিত্র শ্রবণে আমরা কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভগবচ্চরিত্র শ্রবণে পদে পদেই স্বাদুত্ব অনুভব করিতে থাকেন॥৪৩॥

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহাতে পাইবে সূত্র, শ্রুতির অর্থ সার॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥৪৯॥

তথাহি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে অষ্টমাঙ্কধৃতগীতাবচনম্—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥৪৪॥

তথাহি শাঙ্করভাষ্যম্—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ ৫॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং চতুর্ব্বিংশে একাদশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

পরিনিষ্ঠিতোহপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥ ৪৬॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং সপ্তদশে নবমাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ৪৭॥

তথাহি মধ্যলীলায়াং ষষ্ঠে সপ্তদশাঙ্কধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥৪৮॥

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিল এই শ্লোক বিবরণ॥
এই শ্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টিপ্রকার।
করিয়াছেন, যাহা শুনি লোকে চমৎকার॥
তবে সব লোক শুনিবারে আগ্রহ করিল।
একষষ্টি অর্থ প্রভু বিবরি কহিল॥
শুনিঞা লোকের হৈল বড় চমৎকার।
চৈতন্যগোসাঞি কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার॥৫০

এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌরহরি।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি॥
সব কাশীবাসী করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে কান্দে গায় করয়ে নর্ত্তন॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসীদেশ প্রভু করিল নিস্তার॥৫১॥
নিজগণ লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়ানগর॥
নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি।
কাশীতে বেচিতে আমি আনিল ভাবকালি।
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায়।
পুনরপি বহি দেশে লওয়া নাহি যায়॥
আমি বোঝা বহিব তোমা সবার দুঃখ হৈল
তোমা সবার ইচ্ছায় বিনিমূলে বিলাইল॥৫২
সবে কহে লোকতারিতেতোমারঅবতার।
পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম সব করিলা নিস্তার॥
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিঞাকৈলেআমাসবারসুখ॥৫৩
বারাণসী গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি দেশী গ্রামী লোক আসিতে লাগিল॥
লক্ষকোটি লোক আইসে নাহিক গণন।
সঙ্কীর্ণ স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন॥
প্রভু যদি স্নানে যান, বিশ্বেশ্বর দরশনে।
দুই দিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে॥
বাহু তুলি বলে প্রভু, কহ কৃষ্ণ হরি।
দণ্ডবৎ করে লোক 'হরিধ্বনি' করি॥৫৪॥
এইমত দিন পঞ্চ, লোক নিস্তারিঞা।
আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া॥
রাত্রে উঠি প্রভু যদি করিলা গমন।
পাছে লাগ লৈল তবে ভক্ত পঞ্চজন॥
তপনমিশ্র রঘুনাথ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া জন॥৫৫॥
সবে চাহে প্রভু-সঙ্গে নীলাচল যাইতে।
সবাকে বিদায় দিল যত্নের সহিতে॥
যার ইচ্ছা পাছে আইস আমারে দেখিতে
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ড পথে॥৫৬
সনাতনে কহিল তুমি যাহ বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তাঁহা করিয়াছে গমন॥
কান্থা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবন আইলে তার করিহ পালন॥
এত বলি চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিঞা।
সবেই পড়িলা তাহা মূর্চ্ছিত হইঞা॥
কতক্ষণে উঠি সবে দুঃখে ঘর আইলা।
সনাতনগোসাঞি বৃন্দাবনেরে চলিলা॥৫৭
এথা শ্রীরূপগোসাঞি মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে সুবুদ্ধিরায় তাঁহারে মিলিলা॥৫৮
পূর্ব্বে সুবুদ্ধিরায় ছিলা গৌড়-অধিকারী।
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাহার চাকরি॥
দিঘী খোদাইতে তারে মনসীব কৈলা।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিলা॥
পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ে রাজা হৈলা
সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহো বহু বাড়াইলা॥৫৯
তার স্ত্রী তার অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে
সুবুদ্ধি রায়েরে মারিতে কহে রাজাস্থানে॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা
ইহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা॥
স্ত্রী কহে জাতি লহ, যদি প্রাণে না মারিবে
রাজা কহে জাতি নিলে এহো নাহি জীবে
স্ত্রী মরিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা॥৬০
তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম পাইয়া।
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিলেন পণ্ডিতের স্থানে।
তারা কহে তপ্তঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে॥

কেহ কহে এহ নহে অল্প দোষ হয়।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয় ॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তারে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা॥৬১
প্রভু কহে ইহাঁ হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে
আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥ ৬২ ॥
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা রায় বৃন্দাবনে চলিলা।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিঞা নৈমিষারণ্য আইলা
কথোদিন তিঁহো নৈমিষারণ্যে রহিলা।
তাবৎ বৃন্দাবন দেখি প্রভু প্রয়াগে আইলা
মথুরা আসি রায় প্রভুর বার্ত্তা পাইল।
প্রভু-লাগ না পাঞা বড় মনে দুঃখ হৈল ॥
রায় শুষ্ককাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা পায় এক এক বোঝাতে ॥
আপনে রহে এক পয়সার চাবনা খাইয়া।
আর পয়সা বণিক স্থানে রাখেন ধরিয়া ॥
দুঃখিত বৈষ্ণব দেখি করান ভোজন।
গৌড়িয়া আইলে দধিভাত তৈল মর্দ্দন॥৬৪
রূপগোসাঞিআইলেতারে বহুপ্রীতিকৈলা
আপন সঙ্গে লৈয়া দ্বাদশ বন করাইলা ॥
মাসমাত্র রূপগোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি আইলা সনাতনানুসন্ধানে ॥৬৫
গঙ্গাতীরপথে প্রভু প্রয়াগেতে গেলা।
ইহা শুনি দুই ভাই সে পথে চলিলা ॥৬৬
এথা সনাতনগোসাঞি প্রয়াগে আসিঞা
মথুরা আইলা সরাণ রাজপথ দিঞা ॥
মথুরাতে সুবুদ্ধিরায় তাঁহারে মিলিলা।
রূপ অনুপম কথা সকল কহিলা ॥
গঙ্গাপথে দুই ভাই রাজপথে সনাতন।
অতএব তাঁহা সনে না হৈল মিলন ॥৬৭

সুবুদ্ধিরায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার স্নেহ সনাতন নাহি মানে ॥
মহাবিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতিবৃক্ষে প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রিদিনে ॥
মথুরামাহাত্ম্য শাস্ত্র সংগ্রহ করিঞা।
লুপ্ততীর্থ প্রকট করে বনেতে ভ্রমিঞা ॥৬৮
এইমত সনাতন বৃন্দাবনেতে রহিলা।
রূপগোসাঞি দুই ভাই কাশীতে আইলা ॥
মহারাষ্ট্রী দ্বিজ, শেখর, মিশ্র তপন।
তিন জন সহ রূপ করিল মিলন ॥
শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্রঘরে ভিক্ষা।
মিশ্রমুখে শুনে সনাতন প্রভুর শিক্ষা ॥৬৯
কাশীতে প্রভুর চরিত্র, শুনি তিনের মুখে
সন্ন্যাসিরে কৃপা শুনি পাইলা বড়সুখে ॥
মহাপ্রভুতে লোকের প্রণত দেখিঞা।
সুখী হৈলা লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিঞা ॥
দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল।
সনাতন রূপের এই চরিত্র কহিল ॥৭০॥
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জন বনপথে যাইতে মহাসুখ পাইলা ॥
সুখে চলি আইসে প্রভু বলভদ্র সঙ্গে।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি সহ, করি নানারঙ্গে ॥৭১॥
আঠারনালাতে আসি ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণে
পাঠাইয়া বোলাইল সব নিজভক্তগণে ॥
শুনি সব ভক্তগণ পুনরপি জীলা।
দেহে প্রাণ আইলে যৈছে ইন্দ্রিয় উঠিলা ॥
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইঞা আইলা।
নরেন্দ্রে আসিঞা সবে প্রভুরে মিলিলা ॥
পুরী ভারতীর প্রভু কৈল চরণবন্দন।
দুঁহে মহাপ্রভুকে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥৭২
দামোদর স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ কাশীশ্বর গোবিন্দ বক্রেশ্বর ॥

কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র পণ্ডিত দামোদর।
হরিদাসঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর ॥
আর যত ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥
আনন্দসমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সবে লঞা চলিলা প্রভু জগন্নাথ দর্শনে॥৭৩
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্যগীত কৈলা ॥
জগন্নাথসেবক আসি মালা প্রসাদ দিল।
তুলসী পড়িছা আসি চরণ বন্দিল ॥৭৪॥
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে হৈল কোলাহল।
সার্ব্বভৌম রামানন্দাদি মিলিলা সকল ॥
সবা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্রবাসা আইলা।
সর্ব্বভৌমপণ্ডিত গোসাঞি নিমন্ত্রিলা ॥৭৫॥
প্রভু কহে মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে।
সবা সঙ্গে আজি ইহাঁ করিব ভোজনে ॥
তবে দুঁহে জগন্নাথের প্রসাদ আনিল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল ॥
এইত কহিল প্রভুর, দেখি বৃন্দাবন।
পুনরপি কৈল যৈছে নীলাদ্রি গমন ॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥৭৬॥
এই মধ্যলীলার কৈল দিগ্‌দরশন।
ছয়বর্ষ কৈল যৈছে গমনাগমন ॥
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্ত্তনবিলাস ॥
মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় কথার আস্বাদ ॥৭৭॥
প্রথম পরিচ্ছেদে শেষলীলার সূত্রকথন।
তঁহি মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপ বর্ণন।
তহি মধ্যে নানাভাবের দিগ্‌দরশন ॥
তৃতীয়পরিচ্ছেদে প্রভুর কহিল সন্ন্যাস।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিল বিলাস ॥
চতুর্থে মাধবপুরীর চরিত্র আস্বাদন।
গোপাল স্থাপন, ক্ষীরচুরির বর্ণন ॥
পঞ্চমে সাক্ষিগোপাল-চরিত্র বর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে প্রভু করে আস্বাদন ॥৭৮
ষষ্ঠে সার্ব্বভৌমে প্রভু করিল উদ্ধার।
সপ্তমে তীর্থযাত্রা, বাসুদেবের নিস্তার ॥
অষ্টমে রামানন্দ সম্বাদ বিস্তার।
আপনে শুনিল প্রভু সিদ্ধান্তের সার ॥
নবমে কহিল দক্ষিণ-তীর্থভ্রমণ।
দশমে কহিল সব বৈষ্ণবমিলন ॥
একাদশে শ্রীমন্দিরে বেড়াসঙ্কীর্ত্তন।
দ্বাদশে গুণ্ডিচামন্দিরমার্জ্জনক্ষালন ॥
ত্রয়োদশে রথ-আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে হোরাপঞ্চমীযাত্রা দরশন ॥
তঁহি মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ।
স্বরূপ কহিল প্রভু কৈল আস্বাদন ॥
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল।
সার্ব্বভৌমঘরে ভিক্ষা অমোঘে তারিল॥৭৯
ষোড়শে বৃন্দাবনযাত্রা কৈলা গৌড়পথে।
পুনঃ নীলাচল আইলা নাটশালা হৈতে ॥
সপ্তদশে বনপথে মথুরাগমন।
অষ্টাদশে বৃন্দাবনবিহার বর্ণন ॥
ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তিসঞ্চারণ।
বিংশতি পরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ বর্ণন ॥
একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বর্ণন।
দ্বাবিংশে বিবিধ সাধনভক্তি বিবরণ ॥
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তিরসের কথন।
চতুর্বিংশে আত্মারামশ্লোকার্থ বর্ণন ॥৮০॥

পঞ্চবিংশে কাশীবাসি বৈষ্ণবকরণ।
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন ॥
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের এই অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থ-অর্থাস্বাদ ॥
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলাসার।
কোটিগ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার॥৮১॥
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশেদেশে
আপনে আস্বাদি, ভক্তি করিল প্রকাশে ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাবতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব সার ॥
শ্রীভাগবত তত্ত্বরস করিল প্রচার।
কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত জানাইল সংসার ॥
ভক্ত লাগি বিস্তারিল আপন বদনে।
কাঁহো ভক্তমুখে কহায় শুনিল আপনে॥৮২
শ্রীচৈতন্য সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল নাহি ত্রিজগতে অন্য ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্যচরণ ॥
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণতত্ত্ব সার।
সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের ইহাঁ পাবে পার ॥৮৩

যথারাগঃ।

কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥ ৮৪ ॥
ভক্তগণ শুন মোর দৈন্য বচন।
তোমা সবার চরণ, ধূলি অঙ্গে বিভূষণ,
করি কিছু করো নিবেদন ॥ ৮৫ ॥
কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তগণ,যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু কর আস্বাদন।
প্রেমরস কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রিদিনে,
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ ॥৮৬॥
নানাভাবের ভক্তজন, হংস চক্রবাকগণ,
যাতে সবে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি সুমৃণাল, যাহা পাই সর্ব্বকাল,
ভক্ত হংস করয়ে আহার ॥৮৭॥
সেই সরোবরে গিয়া,হংস চক্রবাক্ হঞা,
সদা তাঁহা করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস ॥৮৮॥
এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে প্রেমফল,ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার শেষে জীয়ে জগজন ॥ ৮৯॥
চৈতন্যলীলামৃত পুর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুই মিলি হয় যে মাধুর্য্য।
সাধু গুরুর প্রসাদে,তাতে যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য ॥৯০॥
এই লীলামৃত বিনে,খায় যদি অন্ন পানে,
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার একবিন্দু পানে,উৎফুল্লিত তনু মনে,
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥ ৯১ ॥
এ অমৃত কর পান, যাহা সম নাহি আন,
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥৯২॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতাভক্তগণ।
তোমা সবার শ্রীচরণ,করি শিরে বিভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্টপূরণ ॥
শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথ জীবচরণ,
শিরে ধরি যার করোঁ আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥৯৩॥

ইতি পঞ্চবিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডং
সংপূর্ণমস্তু ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্লোকের ও পয়ারের ভাবার্থ।

(১পা) 'যস্যেতি।' প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য। গ্রন্থকার পূর্ব্বের ন্যায় বিঘ্ন-বিনাশ ও অভীষ্টসিদ্ধির জন্য এই শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যকৃপা ব্যতীত অজ্ঞ ব্যক্তির সার্ব্বজ্ঞত্ব লাভ দুরূহ বলিয়া, গ্রন্থকার সেই কৃপা প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্যকেই প্রণাম করিলেন। শ্রীচৈতন্য, সর্ব্বশর্ম্মদকীর্ত্তন্য অর্থাৎ সর্ব্ব-সুখদ-ব্যক্তিগণের কীর্ত্তনযোগ্য হেতু, জগতের মঙ্গলপ্রদ গ্রন্থকারের শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন যোগ্য হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য সর্ব্ব-প্রকাশক অর্থাৎ সৎস্বরূপে সকলের আশ্রয়স্বরূপ হওয়াতে গ্রন্থকারের তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা সঙ্গত হইতেছে। অথবা 'শ্রী' শব্দে রাধা, তস্মাস্মি ভক্তের তাদাত্ম্য উপপন্ন বলিয়া অবতীর্ণ অর্থাৎ ভক্তত্বাভিমানিরূপে এই প্রপঞ্চ মধ্যে প্রকাশিত। অতএব তাদৃশ সচ্চিদানন্দ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন ব্যতীত সুধি-গণ অন্যের শরণাপন্ন হয়েন না বলিয়া গ্রন্থকারের তাদৃশ প্রভুর কৃপা প্রার্থনা যুক্তিসিদ্ধ। চন্দ্রামৃতে উক্ত হইয়াছে—

> অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্ ॥
> ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ ॥
> ধিগস্তু কুলমুজ্জ্বলং ধিগপি বাগ্মিতাং ধিগ্ যশো
> ধিগধ্যয়নমাকৃতিং নববয়ঃ শ্রিয়ঞ্চাস্তু ধিক্।
> দ্বিজত্বমপি ধিক্ পরং বিমলাশ্রমাদ্যঞ্চ ধিক্
> নচেৎ পরিচিতঃ কলৌ প্রকটগৌরগোপীপতিঃ ॥

যাহারা শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া না জানেন, তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও চৈতন্যশূন্য সংসারে বৃথা ভ্রমণ করেন। কলিযুগে প্রকাশিত গোপীপতি শ্রীগৌরকে যাঁহারা উপাসনা করেন না তাঁহাদের উজ্জ্বলকুল, বাগ্মিতা, যশঃ, অধ্যয়ন, রূপ, নববয়স, সম্পত্তি; দ্বিজত্ব ও বিমল ব্রহ্ম-চর্য্যাদি আশ্রমকে ধিক্। শ্রীচৈতন্য-লীলা আলোচনা করিলেই দৃষ্ট হইবে, তাঁহার কৃপায় অজ্ঞ সদ্য সর্ব্বজ্ঞতা লাভ

করে। এ সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—শ্রীগ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে, একদা মহাপ্রভু স্বীয় পারিষদশ্রেষ্ঠ পরিজনে সমবেত এবং রথযাত্রা-দর্শনাচ্ছলে মহাপ্রভুর চরণপার্শ্বে সমাগত শিবানন্দসেনের ভবনে উপস্থিত হন। শিবানন্দ তখন সসম্ভ্রমে তাঁহার চরণকমল বন্দনা করেন। তখন তাঁহার পুত্র পুরীদাস বা কবিকর্ণপুর পিতার অনুমতিতে মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু কহিলেন, তোমার এই পুত্র উত্তম হইয়াছে, এই বলিয়া দয়া পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে চরণ প্রদান করিতে অভিলাষী হয়েন। বাল্যসুলভ চাঞ্চল্য বশতঃ বালক যখন মুখব্যাদান করেন, তখন তিনি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া,চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি আস্বাদিত করান, এবং অলক্ষিত ভাবে দিব্য কাব্য কর্ত্তৃত্ব শক্তি সঞ্চারিত করিয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল' বলিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ শিশু, প্রফুল্লমুখে 'বল বল' এইরূপে পিতা প্রভৃতি গুরুজন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও যখন কিছুই বলিলেন না, তখন মহাপ্রভু বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, আমি সমস্ত বিশ্বকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারি, কিন্তু এই বালককে পারিলাম না। তৎকালে শ্রীস্বরূপগোস্বামী মহাপ্রভুকে বলিলেন, ভগবান্ স্বয়ংই আমাকে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, অতএব আমি কি প্রকারে সেই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিব, বালক এইরূপ বিবেচনা করিতেছে। পরদিন মহাপ্রভু বলিলেন, 'বৎস, কিঞ্চিৎ বল' তখন ঐ বালক শীঘ্র এক শ্লোক রচনা করিলেন, যথা—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনতরুনীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তীতি॥

যিনি কর্ণযুগলের কুবলয়,নয়নযুগলের অঞ্জন, বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রকান্তমণি নির্ম্মিত হার এবং বৃন্দাবনবাসিনী কামিনীগণের আভরণ সেই হরির জয় হউক। এই শ্লোক শুনিয়া মহাপ্রভু সন্তোষ লাভ করতঃ 'কবিকর্ণপুর' নাম প্রদান করিলেন। লৌকীকরীতি বশতঃ দ্বিজবর শ্রীনাথ পণ্ডিত দ্বারা তাঁহাকে পুনরায় দীক্ষিত করান। এইরূপে চৈতন্যলীলার আলোচনায় কবিকর্ণপুরের ন্যায় ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হইবে, যাঁহার কৃপায় অজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে। অতএব গ্রন্থকার বেদাদি দ্বারা দুষ্প্রাপ্য স্থান জানিবার জন্য প্রথমে শ্রীচৈতন্যকে পরে পয়ারাদি দ্বারা মঙ্গলাচরণে তদ্ভক্তগণের কৃপা প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য ও তদ্ভক্তগণকে বন্দনা করিলেন। চন্দ্রামৃতে যথা—

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং
বেদাদিদুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥

বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মাচরণ, বিষ্ণুসেবা,তীর্থপর্য্যটন এবং বেদার্থবিচার করিলেও শ্রীগৌরভক্তদিগের চরণসেবা ব্যতীত বেদাদি দ্বারা দুষ্প্রাপ্য যে স্থান, তাহা জানিতে পারে না। এই হেতু গ্রন্থকার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য পরিপূর্ণ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসন্নতা প্রার্থনা করি-

তেছেন এবং পয়ারে শ্রীভক্তগণের চরণ বন্দনা করিয়াছেন ॥ ১ ॥

(১ পা) "বন্দ ইত্যাদি।" দ্বিতীয়, তৃতীয়. চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকের ভাবার্থ, আদিলীলার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় ৯ম ও ২৪শ পত্রাঙ্কে, এবং তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকের তাৎপর্য্য ১৬শ পত্রাঙ্কে দৃষ্টি করিবেন ॥ ২—৫ ॥

(১পা) "জয় জয়…নাম ভেদ কয়।" এই ১ম ও ২য় পয়ার দুইটির ভাবার্থ সহজই আছে—পূর্ব্বে, আদিলীলায়। অতএব, শ্রীবৃন্দাবনদাস আদিলীলা বিস্তার করিয়াছেন, এই হেতু। "এবে" ইতি। শেষলীলার অশেষত্ব বিধায় সম্যক্ কথন না হওয়াতে তাহার মুখ্য (প্রধান) সূত্রগণ কহি। তার মধ্যে, শেষলীলার মধ্যে। ইহা যে বিশেষ, যাহা বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করেন নাই। "চব্বিশ বৎসর" চব্বিশ বৎসর গৃহে অবস্থান করিয়া যে লীলা করেন তাহার নাম আদিলীলা। ঐ চব্বিশ বৎসর শেষে যে মাঘমাস, ঐ মাসের শুক্লপক্ষে কাটোয়ার কাঞ্চননগরে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস করিয়া ছয় বৎসর নীলাচল প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া যে লীলা করেন, তাহার নাম মধ্যলীলা। তৎপরে কেবল নীলাচলে অবস্থান করিয়া অষ্টাদশ বৎসর যে লীলা করেন, তাহার নাম অন্ত্যলীলা ॥ ১।২ ॥

(২পা) "তার মধ্যে ছয় বৎসর…… দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন ॥" এই ৩য় ও ৪র্থ পয়ার দুইটির ভাবার্থ সহজ আছে। প্রভুর শেষলীলায় মধ্য ও অন্ত্য এই দুইটী যে নাম ভেদ করিলেন, তন্মধ্যে অন্ত্যলীলার আবার দুইটি ভেদ করিতেছেন। যথা—ছয় বৎসর যাবৎ ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু যে প্রেমভক্তি শিক্ষা দেন, তাহা এই একটী। তথায় শেষ দ্বাদশ বৎসর যাবৎ প্রভুর যে শ্রীকৃষ্ণবিরহ, অপরটি। তাহা হইলে শেষলীলার তিনটি ভাগ হইল। প্রথম চব্বিশ বৎসর পর হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত প্রভুর নীলাচল প্রভৃতি নানাদেশ ভ্রমণ, এইটি প্রথম বা মধ্যলীলা। তৎপরে কেবল নীলাচলে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত প্রভুর প্রেমভক্তি শিক্ষা দান, এইটি দ্বিতীয়। তৎপরে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিরহ, এইটি তৃতীয়। মধ্যলীলা বিস্তার করিতে প্রথমে অন্ত্যলীলার ঐ দুইটি ভেদ দেখাইতেছেন, "অষ্টাদশ বর্ষ কৈল" ইত্যাদি। নীলাচলের ছয় বৎসরের লীলা বলিতেছেন, "তার মধ্যে অর্থাৎ নীলাচলে অষ্টাদশ বৎসর মধ্যে। কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত। "চৈতন্য সেব।" ইতি। এখানে চৈতন্য সেব ইত্যাদি শ্রীনিত্যানন্দবাক্য শ্রীকৃষ্ণভজনের বাধক নহে। শ্রীচৈতন্যে ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভজন এইটিই তদ্‌বাক্যার্থ, নচেৎ "সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-প্রোদ্দাম" এই পূর্ব্ব বাক্যের সহিত বিরোধ হয়। অতএব স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত হইয়া কেবল শ্রীচৈতন্যসেবাদি শিক্ষাদান হইতে পারে না। নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম বলাতে যে তিনি চৈতন্যপ্রেমোন্মত্ত নহেন, এরূপ কথা সঙ্গত নহে। বাৎসল্য,

সখ্য ও দাস্যভাবযুক্ত বলরাম নিত্যানন্দ হইলে, লোকশিক্ষা হেতু ভক্তস্বরূপ নিত্যানন্দ চৈতন্যদাস্যাভিমান করিয়া চৈতন্যাজ্ঞা প্রতিপালন জন্য "প্রভু আজ্ঞায় কৈল যাহা তাহা প্রেম দান।" এই পূর্ব্ব পয়ারানুসারে কৃষ্ণ বা চৈতন্য প্রেম দান করিয়াছিলেন। যে হেতু কৃষ্ণই চৈতন্য এবং চৈতন্যই কৃষ্ণ। মূঢ় লোকের মূঢ়তা অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি বিনাশ জন্য কৃষ্ণপ্রেম দান করতঃ চৈতন্য-সেবা, ভজন ও তন্নাম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন। শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন উপদেশ দিয়া গুরুকেও ভজনা করিতে বলিলে যেমন বিরোধ হয় না বা কৃষ্ণোপাসনার বাধকতা করা হয় না, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেম দিয়া বা কৃষ্ণভজনো-পদেশ দিয়া 'চৈতন্যসেব' বলিলে বিরোধ অসম্ভব হয়। অথবা—যিনি চৈতন্যের সেবাদি করিবেন, তিনি আমার প্রাণ অর্থাৎ তত্তুল্য প্রিয় হইবেন। প্রিয় হইলে তাহাকে আমি, আমার প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ়তত্ত্ব বা প্রেম প্রদান করিব। "নিতাই চৈতন্য নামে নাহি অপরাধের বিচার।" পূর্ব্ব পয়ারানু-যায়ী চৈতন্যনাম গ্রহণাদি বা সেবাদি দ্বারা অপরাধশূন্য নির্ম্মল চিত্ত হইলে কৃষ্ণপ্রেমোদয় হইবে। নচেৎ অশুদ্ধ চিত্তে প্রেমোদয় অসম্ভব। প্রভুবর নিত্যানন্দ এইরূপে চৈতন্যভক্তি গ্রহণ করাইয়া দীনহীন নিন্দকাদিগণকে নিস্তার করিলেন ॥ ৩।৪ ॥

(২৭।) "ভক্তি প্রচারিয়া ...... করেন গায়ন।" এই ৫, ৬, ও ৭ম সংখ্যক পয়ারের ভাবার্থ সহজই আছে। সর্ব্বতীর্থ, ব্রজমণ্ডলস্থ সর্ব্বতীর্থ। মদন-গোপাল, সম্প্রতি-শ্রীমদনমোহন নামে বিখ্যাত, ইহাঁর সেবা সনাতনগোস্বামী প্রকাশ করেন। রূপগোস্বামী শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা প্রকাশ করেন। ব্রজের নিগূঢ়রস, ব্রজে গোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যে ভাব। হরিভক্তিবিলাস, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কাবেরী নদীর তীরে বেলগুড়ি গ্রামে বেঙ্কটভট্টের পুত্র গোপালভট্ট রূপসনাতনের আশ্রয়ে থাকিয়া কতকগুলি ভক্তিমাহাত্ম্যসূচক শ্লোক সংগ্রহ করেন। তাঁহার বৈষ্ণব-স্মৃতি প্রচারে মঙ্গলময়ী ইচ্ছা দেখিয়া, মহাত্মা সনাতন একখানি বৈষ্ণবস্মৃতি রচনা পূর্ব্বক গোপালভট্টের নামে প্রকাশ করিয়া সেই গ্রন্থে দিগ্‌দর্শিনী নামে এক টীকাও সন্নিবেশিত করেন। ঐ গ্রন্থের নাম ভগবদ্ভক্তিবিলাস, এক্ষণে উহার নাম হরিভক্তিবিলাস। ভাগবতা-মৃত, বৃহদ্ভাগবতামৃত। দশমটিপ্পনী, বৃহত্তোষণী নাম্নী দশমস্কন্ধের টীকা। দশম-চরিত, ইহাতে দশমস্কন্ধোক্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে। লক্ষগ্রন্থ, অনুষ্টুভ্ছন্দের অক্ষর গণনা করিলে এক লক্ষ শ্লোক। রসামৃত-সিন্ধু, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। নাটকলক্ষণ, নাটকচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ। তাঁর ভ্রাতৃ-ষ্পুত্র, রূপ ও সনাতনের ভ্রাতার পুত্র। ভাগবতসন্দর্ভ, তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, কৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতিভেদে ষট্‌সন্দর্ভ। মহাশূর, অতিবৃহৎ। প্রত্যব্দ, প্রতি বৎসর।

অন্যোন্য, পরস্পরে। হুঁহার, প্রভু ও ভক্তের। দোঁহবিনা, প্রভু ও ভক্ত ব্যতীত। "দ্বাদশবৎসর ঐছে করে গতাগতি॥" এই স্থানে কোন গ্রন্থে পাঠ আছে "বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি॥" ৫—৭॥

(৩ পা) "সোই সেইত ··· ··· বুঝে লোক।" এই ৮ম পয়ারের ভাবার্থ—সোই, হে সখি ! পাইনু, পাইলাম। যাহা লাগি, যাহার জন্যে। মদন-দহনে, কন্দর্পাগ্নিতে। ঝুরি, দগ্ধ হইয়া। গেনু, গেলাম। ধুয়া অর্থাৎ গানের মুখ, যাহার সহিত সকল অংশের মিল থাকে। "কৃষ্ণ লইয়া" ইতি। মহাপ্রভু যখন রথের অগ্রে নৃত্য করেন, তখন শ্রীরাধা-ভাবে মনে মনে এই চিন্তা করেন, কুরু-ক্ষেত্র হইতে কৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া যাই-তেছি। এই ভাবে, শ্রীরাধাভাবে। নৃত্য মধ্যে, নৃত্য করিবার সময়॥ ৮॥

(৩ পা) "যঃ কৌমারহর ইতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। অবিবাহিতা অবস্থায় কোন কন্যার দৈববশতঃ কোন পুরুষের সহিত সঙ্গম হইয়া পরে উভয়ের বিবাহ হইলে, ঐ কন্যা কোন সখীকে বলিতেছে, হে সখি ! যিনি আমার কৌমার অবস্থাকে হরণ করতঃ আমাকে বরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার অভিমত বর। অথবা, যিনি পরমরসিকস্বরূপে সেই কৌমার অবস্থায় আমার সম্ভোগেচ্ছা উৎপাদন পূর্ব্বক মন হরণ করতঃ বিবাহ করিয়া-ছেন তিনিই আমার অভিপ্রেত বর। কেহ 'কৌমারহর' শব্দে উপপতি অর্থ করেন। ইহা সঙ্গত নহে ; কারণ রসা-ভাস প্রসঙ্গ হেতু, ঐরূপ অর্থ শিষ্টজন কর্ত্তৃক সম্মত নহে। মহাপ্রভু এই শ্লোক পড়িয়াছিলেন। সেইসব সামগ্রী থাকা-তেও তাদৃশ স্থানাভাবে পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ অনুভব হইতেছে না বলিয়া, মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া যখন জগন্নাথ দর্শন করেন, তখন মনে এই চিন্তা করেন, বহুকাল পরে কুরু-ক্ষেত্রে আসিয়া কৃষ্ণদর্শন পাইলাম বটে, কিন্তু বৃন্দাবনে যমুনাতীরে নিকুঞ্জবনে কৃষ্ণসঙ্গলাভার্থ মনঃ সমুৎসুক হইতেছে। এই ভাবেরই স্মারক এই শ্লোক॥ ৬॥

(৪ পা) "এই শ্লোকের অর্থ ··· ··· জানিলি কেমনে॥" এই ৯ম ও ১০ম পয়ারের ভাবার্থ সহজ আছে। এই শ্লোকের,মহাপ্রভুর কথিত "যঃ কৌমার-হর" শ্লোকের। অর্থ, মনোগতভাব। রূপ, শ্রীরূপগোস্বামী। উপলভোগ, কেহ বলেন, বাল্যভোগ বা বল্লভভোগ। যাহাকে এ দেশে শীতলভোগ বলে। কেহ বলেন, প্রাতঃকালীন ভোগ। কেহ বলেন, "উপান্ন" শব্দের অপভ্রংশ উপল শব্দ ; অতএব অন্নভোগ ব্যতীত যে ভোগ। কেহ বলেন, নিয়মিত ভোগের অতিরিক্ত যে ভোগ তাহাই উপলভোগ নামে বিখ্যাত। "এই তিন মধ্যে" হরি-দাস, রূপ ও সনাতন গোস্বামী এই তিন জনের মধ্যে। সেই শ্লোক, শ্রীরূপ কৃত শ্লোক। চাপড়, বাৎসল্যসূচক চপেটা-ঘাত। মোর শ্লোকের, "যঃ কৌমারহর" এই সদুক্ত শ্লোকের॥ ৯। ১০॥

(৪ পা) "এত বলি তারে ··· ··· প্রস্তাব পাইয়া।" এই ১১শ পয়ারের ভাবার্থ সহজ আছে। প্রসাদ, অনুগ্রহ। পুছেন, জিজ্ঞাসা করেন। গূঢ়রস, ব্রজের উজ্জ্বলরস। বিবেচনে, বিচার করিতে। আখ্যান, কথন। "এসব কথা" শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চার কথা মধ্যের ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে এবং উক্ত শ্লোকের কথা অন্ত্যের প্রথম পরিচ্ছেদে বিস্তার করিয়া [illegible] সংক্ষেপে অর্থাৎ এখানে [illegible] ভাগ দেখাইতে "[illegible] ক্ষণে করেন জগন্নাথ দর্শন" ইত্যাদি [illegible] বলিবার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও, এখানে প্রস্তাব অর্থাৎ বিরহাদি বলিবার অবকাশ পাইয়া তাহার উদ্দেশ (উল্লেখ) মাত্র কহিলাম। শ্রীকৃষ্ণবিরহে মহাপ্রভু কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহাই বলিলাম ॥ ১১ ॥

(৪ পা) "প্রিয়ঃ সোঽয়মিতি।" এই সপ্তম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। কুরুক্ষেত্রযাত্রায় গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভ করতঃ আনন্দিত না হওয়ায়, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রার্থনা করিতেছেন। এই শ্লোকে ইহাই প্রমাণ করিতেছেন ॥ [illegible] ॥

(৫ পা) "এই শ্লোকের......হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥" এই ১২শ পয়ারের ভাবার্থ সহজ আছে। এই শ্লোকের, "প্রিয়ঃসোঽয়ং" শ্লোকের। যৈছে, যেমন। তভু, তথাপি। ঐছন, ঐ প্রকার। মনুষ্যগহন, মনুষ্যের ভীড় অর্থাৎ এত লোক জন যে দুষ্প্রবেশ্য ॥ ১২ ॥

(৫ পা) "আহুশ্চেতি।" এই অষ্টম শ্লোকের তাৎপর্য্য ; কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সহ মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিলে, প্রেমবতী গোপীগণ বক্রোক্তি দ্বারা ঈর্ষার সহিত বলিলেন, ওহে তত্ত্বজ্ঞানাধ্যাপকশিরোমণে, গৃহ-বিত্ত-কুটুম্বাদিতে আমাদের অধিক আসক্তি দেখিয়া পূর্ব্বে উদ্ধব দ্বারা এবং সম্প্রতি স্বয়ংও যে অজ্ঞাননিবর্ত্তক জ্ঞানোপদেশ দিয়া আমাদের চিত্ত নির্ম্মল করিতেছ, আহা ! ইহা তোমার নিরুপাধিক স্নেহই। মোক্ষের নিমিত্ত আমাদের মধ্যে কে তোমাকে জ্ঞাত হইয়াছে অর্থাৎ কে মোক্ষ প্রার্থনা করিতেছে, যে তাহাকে জ্ঞানোপদেশ দিতেছ ? দুর্ম্মেধা গোপস্ত্রীগণের হৃদয়ে এরূপ জ্ঞান কিরূপে সম্ভবে ? যে হেতু তোমার চরণ-চিন্তা পর্য্যন্তও আমাদের হৃদয়ে আগমন করে না। সেই হেতু বলিতেছি, আমরা তোমার চিন্তায় যেমন অশক্য, তেমন আমাদের প্রতি কৃপা কর। যদি বল, আমার চিন্তা করিতে না পারিবে কেন ? তাহাতে বলিতেছেন, গম্ভীরবুদ্ধিবিশিষ্ট যোগেশ্বরগণের হৃদয়ে যিনি চিন্তনীয়, স্বকর্ম্মফল-সন্তাপিতা এবং মন্দ-বুদ্ধিবিশিষ্টা আমরা তাঁহাকে কিরূপে চিন্তা করিতে সক্ষম হইব ? অতএব তুমি কৃপা দ্বারা আমাদের সংসার দুঃখকে নিবারণ করিতে যত্নবান্ হও। গৃহাসক্তা আমাদের মনে সর্ব্বদা উদিত হও।

অথবা—হে সাক্ষাৎ অজ্ঞানান্ধকারনাশক সূর্য্য ! তোমার এবম্বিধ তত্ত্ব-

জ্ঞানোপদেশরূপ কিরণে আমরা দগ্ধ হইতেছি। আমরা চকোরী, তোমার মুখচন্দ্রজ্যোৎস্নায় জীবনধারণ করিয়া থাকি। অতএব শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করতঃ স্বীয়রাসাদিবিলাস দ্বারা আমাদিগকে জীবিত কর। যদি বল, কি প্রকারে জীবনধারণ করিবে? যোগিগণের চিন্তনীয় তোমাকে, আমরা হৃদয়োপরি কুচদ্বয়ে ধারণ করতঃ জীবনধারণ করিতে পারিব। এতদ্ব্যতীত জীবনধারণের অন্য উপায় নাই। যদি বল, আমাকে চিন্তা করতঃ জীবনধারণ কর, যে হেতু তোমরা সুচতুরা। ইহা হইতে পারে না, যে হেতু তোমার চিন্তন আরম্ভ করিবামাত্রই, আমরা মূর্চ্ছারূপ সমুদ্রে পতিতা হই। অতএব তোমার চিন্তনের সম্ভাবনা কোথায়? আরও, তুমি চিন্তিত হইলে সংসারকূপে পতিতব্যক্তির উদ্ধারক হও, কিন্তু তোমার বিরহ-রূপ সমুদ্রে পতিত জনকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হও না। আমরা গোপী, সংসারকূপে পতিতা নহি; যে হেতু বাল্যকাল হইতেই গৃহ, পতি ও সংসারসুখ পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার বিরহসমুদ্রে পতিতা। যদি বল, তোমরা দ্বারকায় আগমন কর; তোমাদের সহিত বিলাসাদির অনুষ্ঠান করতঃ দুঃখ নিবারণ করিতেছি। ইহা বলিতে পার না, যে হেতু শ্রীবৃন্দাবনসেবাকারিণী আমরা মনেও কখন শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিতে পারি না। সেই শ্রীবৃন্দাবনে তোমার পিঞ্ছমৌলিত্ব ও মুরলীমনোহরত্বাদি যে মাধুর্য্যসকল, তাহাই আমাদের পরম রুচিকর। তোমার রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য আমাদের রুচিকর নহে। অতএব সেই শ্রীবৃন্দাবনে তোমার চরণ উদয় কর। ব্রজভূমিতে উদিত হইলে তোমার দর্শনেই আমাদের সন্তাপের উপশম হইবে। নচেৎ, স্মরণ বা আত্মজ্ঞান দ্বারা সন্তাপ উপশমিত হইবে না ॥ ৮ ॥

(৫ পা) "তোমার চরণ মোর······ লোক বুলাইয়া ॥" এই ১৩শ পয়ারের ভাবার্থ সহজ আছে। "আহুশ্চ তে" এই শ্লোকের অভিপ্রায়ার্থ প্রকাশ করিতেছেন, "তোমার চরণ" শ্লোর ইত্যাদি। ভাগবত শ্লোকার্থে, "আহুশ্চ" এই শ্লোকের অর্থ। বিশদ, বিস্তার ॥ ১৩ ॥

(৫পা) "যাতে লীলেতি।" এই নবম শ্লোকের তাৎপর্য্য; লীলাপুষ্টির জন্য সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার প্রার্থনায় তদীয় [illegible] বিশ্বকর্ম্মা দ্বারকায় নববৃন্দাবন আবিষ্কার করিলে; সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কান্তাভাবাপন্ন ব্রজবাসিনী গোপীগণ এবং সত্যভামারূপিনী শ্রীরাধার সহিত বিবাহিত হইয়া শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রেয়সি! প্রার্থনা কর, ইহার পর তোমার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব? শ্রীরাধা কহিলেন, হে নাথ! রুক্মিণীরূপে ভগিনী চন্দ্রাবলীকে, জাম্ববতীরূপে ললিতাকে, নাগ্নজিতীরূপে পদ্মাকে, মাদ্রীরূপে শ্যামলাকে, লক্ষণারূপে ভদ্রাকে, মিত্রবৃন্দারূপে শৈব্যাকে ইত্যাদিরূপে ষোড়শসহস্র একশত গোপ-

কন্যাকে লাভ করিলাম। শ্বশ্রু ব্রজেশ্বরী উপস্থিত ও এই বৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জধামে আপনার সঙ্গলাভ করিলাম; ইহার পর আর আমার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিবেন। তথাপি এই প্রার্থনা, শ্রীবৃন্দাবনে গমন করতঃ আমাদিগের সহিত মিলিত হওতঃ শ্রীমুখে বেণু ধারণ করিয়া রাস, বনবিহার, নৌখেলা ও দানলীলাদির অনুষ্ঠান করেন, ইহাই প্রার্থনা। এইস্থানে কেহ বলেন, ইহাতে প্রতিপাদিত হইল, দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণের পরম যত্ন দ্বারা নির্ম্মিত বৃন্দাবন, তন্মধ্যস্থ নিকুঞ্জ-কানন॥ সেইস্থানে সকল সখীগণ এবং নন্দ যশোদা প্রভৃতি ব্রজবাসিবর্গ থাকিলেও মনের তৃপ্তি না হওয়ায় বৃন্দাবনগমন প্রার্থনা করিয়াছেন এবং রাসের পর্য্যবসান স্বকীয়ভাবে বৃন্দাবনেই হইল। কেহ বলেন, পরকীয়াভাবে রসের পরম পুষ্টি, তাহাই দেখান হইল অর্থাৎ শ্রীরাধা সত্যভামারূপে বিবাহিত হইয়া নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণসহ বিহরণেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। আমরা বলি, কেবল স্বকীয়ায় ব্রজরসের অনুজ্জ্বলতা হেতু এবং কেবল পরকীয়ায় রসাভাস দোষ হেতু; শ্রীরাধার প্রার্থনা স্বকীয়ারসে পরকীয়ার পর্য্যবসান হইতেছে অর্থাৎ পরকীয়াভাব আচরণ দ্বারা স্বকীয়ারস উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া এবং ব্রজ ব্যতীত ইহার অন্যত্র বাস না হওয়াতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিবাহিত হইয়াও পরকীয়াভাব আচরণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে তাদৃশ উজ্জ্বল রস আস্বাদন করাইতে ব্রজে গমন প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করাই হলাদিনীশক্তির কার্য্য। শ্রীজীব গোস্বামীও বলিয়াছেন—

"পরমস্বীয়া অপি পরকীয়ায়মাণাঃ
শ্রীব্রজদেব্যঃ ন তু পরকীয়াঃ॥"

ব্রজদেবীগণ স্বকীয়া হইলেও পরকীয়াব ভাব আচরণ করিতেন; তাঁহারা পরকীয়া নহেন। অথবা 'তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ।' অর্থাৎ চঞ্চল গোপস্ত্রীগণের ঔপপত্যময় যে ভাব তদ্দারা মোহিতান্তঃকরণ আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিহার কর। ইহাতেও পরকীয়াভাব আচরণ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু পরকীয়া আচরণ প্রকাশ পাইতেছে না। অতএব স্বকীয়ায় পরকীয়াভাব পর্য্যবসান হইতেছে।

সন্দেহ হইতে পারে, গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরূপ গোস্বামী দ্বারকাস্থ নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীগণের বিবাহ ললিতমাধব নামক গ্রন্থে কিরূপে বর্ণনা করিলেন? গ্রন্থকার যদিও ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তথাপি, ভাগবতামৃতধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ডীয় গদ্য পদ্য কথায় উক্ত না হইলেও যুক্তি দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়; যে কোন কল্পে দন্তবক্রবধের পর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমিতে আগমন করিলে তাঁহার সহিত ব্রজরমণীগণের বিবাহ হইয়াছিল। অতএব দ্বারকায় তাঁহাদের বিবাহ কিরূপে সম্ভব হয়? তদুত্তর, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজরমণীগণের যে বিবাহ হইয়াছিল, তাহা প্রমাণরহিত

নহে। ইহা কাদাচিৎ লীলা। যে হেতু পাদ্মে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে ৩২ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"কৈশোরে গোপকন্যাস্তা যৌবনে রাজকন্যকা ইতি।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিবাহিত রমণীগণ কৈশোরাবস্থায় গোপকন্যা এবং যৌবনাবস্থায় ভীষ্মক প্রভৃতি রাজগণের কন্যা। আরও স্কন্দপুরাণে গোপীমাহাত্ম্যে এবং প্রভাসখণ্ডে আদিত্যমাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে, গোকুলস্থ কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা ষোড়শসহস্র একশত গোকুলরমণী পট্টমহিষী উদ্দেশে দ্বারকায় আগমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা হন। সুতরাং পূর্ণতম শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশ যেমন দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ, তদ্রূপ তদীয় পূর্ণতমা হলাদিনীশক্তি ব্রজসুন্দরীগণের পূর্ণরূপা ভীষ্মক ও সত্রাজিৎ প্রভৃতি রাজগণের কন্যা রুক্মিণী সত্যভামাদি। অতএব দ্বারকায় তাঁহাদিগের বিবাহ বর্ণন সমুচিতই হইয়াছে। পূর্ণতম ব্রজধামে তাঁহাদিগের বিবাহ হইয়াছে, এরূপ বর্ণন করিতে পার না। যে হেতু সমর্থা রতিতে সমঞ্জসা রতি উৎপন্ন হইতে পারে না। সমঞ্জসা রতি যথা উজ্জ্বলে—

"পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা।
ক্বচিদ্ভেদিতসম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা॥"

যে রতিতে পত্নীত্বাভিমান বুদ্ধি হয়, যাহা গুণাদি শ্রবণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যাহাতে কখন২ সম্ভোগের তৃষ্ণা জন্মায়, তাহাই সমঞ্জসা। সমর্থারতি যথা,

"কিঞ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ।
রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে॥"

সাধারণী এবং সমঞ্জসা হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষ সম্ভোগেচ্ছা যে রতিতে নায়ক ও নায়িকাতে একীভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম সমর্থা। ভাগবত শ্লোকের অর্থাৎ 'আহুশ্চ তে' শ্লোকের গূঢ়ার্থ বিস্তার করিতে শ্রীরূপ গোস্বামী 'যাতে' এই শ্লোক করিয়াছেন॥ ৯॥

(৬পা) 'এইমতে মহাপ্রভু ··· ··· হয় রাত্রিদিনে॥' এই ১৪শ পয়ারের ভাবার্থ। এই মতে, বিরহাবস্থায়। 'সুভদ্রা' ইতি। ভগিনী সুভদ্রা সঙ্গে আছেন, কিন্তু গোপী না থাকায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজভাব নাই; ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক ৪৭অ ভ্রমরগীতায় শ্রীরাধার উন্মাদাবস্থা বর্ণিত আছে। উদ্ঘূর্ণা, নানাপ্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্য চেষ্টাকেই উদ্ঘূর্ণা বলে। প্রলাপ, ব্যর্থ আলাপ॥ ১৪॥

(৬পা) 'দ্বাদশ বৎসর শেষ········· তারে দেখাইল॥' এই ১৫শ ও ১৬শ পয়ার দুইটির ভাবার্থ। দ্বাদশবৎসরশেষ, শেষদ্বাদশবৎসর। এইমতে সন্ন্যাস হইতে উক্ত প্রকারে। ত্রিবিধানে, তিন প্রকারে অর্থাৎ প্রভুর সন্ন্যাস হইতে ছয় বৎসর যাবৎ নানাদেশ ভ্রমণ, এই এক। কেবল নীলাচলে ছয় বৎসর যাবৎ প্রেমভক্তিশিক্ষা প্রদান, এই এক। তৎপরে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণবিরহ, এই এক, এইরূপে ত্রিবিধান। কৈল, কহিলাম। শেষ-লীলার ত্রিবিধত্ব দেখাইয়া

উক্ত ত্রিবিধ লীলার মধ্যে প্রভুর সন্ন্যাস হইতে ছয় বৎসর লীলার নাম মধ্যলীলা। এক্ষণে মধ্যলীলার সূত্র বর্ণনা করিতেছেন, 'প্রথম সূত্র' ইত্যাদি। 'তবে সার্ব্বভৌম' ইতি। আপন ঈশ্বরমূর্ত্তি, নিজের ঐশ্বর্য্য এবং বিগ্রহমূর্ত্তি। এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে, মহাপ্রভু নিজরূপ দেখাইয়া সার্ব্বভৌমকে যে কৃপা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে শ্রীগ্রন্থের ৬ পরিচ্ছেদে কবিরাজ বলিতেছেন—

"দেখাইল আগে তাবে চতুর্ভুজরূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয়-অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিতেছেন—

"আত্মভাবে হইলা ষড়্ভুজ অবতার।
প্রভু বোলে সার্ব্বভৌম কি আর বিচার ॥"

এক্ষণে মহাজন লিখিত উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য কি? তদুত্তর, উভয় বাক্যই এক। কবিরাজের বাক্যটি বৃন্দাবন ঠাকুরের বাক্যের অনুবাদ মাত্র। ইহা একটু চিন্তা করিলেই অনুভব হয়। আত্মভাব ও স্বকীয় স্বরূপ এই শব্দ দুইটি একার্থ বোধক। চতুর্ভুজ শব্দে যে কেবল শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী চতুর্ভুজ বুঝাইবে তাহা নহে। যে হেতু এস্থলে উহা প্রমাণ রহিত। যে চতুর্ভুজ রূপটি ও শ্যামবংশীমুখরূপ দেখাইয়াছেন উভয়টিই স্বকীয় স্বরূপ। উভয় রূপই এক সময়ে প্রকাশ পায়; সার্ব্বভৌম কেবল অগ্র পশ্চাৎ দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া 'আগে' ও 'পাছে' শব্দ মাত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। শুদ্ধ মাধুর্য্য অনুভবের শক্তি ছিল না বলিয়া, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাত্মক ষড়ভুজ অবতার দর্শন করাইয়া কৃপা করতঃ তদুপযুক্ত করিলেন। চতুর্ভুজ ও শ্যামবংশীমুখ বাক্যে ষড়ভুজই বোধিত হয় ॥১৫। ১৬॥

(৬পা) "তবেত করিল … তাহাতে লিখন ॥" এই ১৭শ ও ১৮শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। কূর্ম্মক্ষেত্র, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর সীমাস্থ গঞ্জাম জিলার অন্তর্গত এবং চিকাকোল হইতে আট মাইল পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। ঐ স্থানে কূর্ম্মাবতার শ্রীবিষ্ণুর মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। প্রভু কূর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিজয় নগর হইয়া সীমাচলে আগমন করিলেন। সীমাচল একটি পার্ব্বত্যপ্রদেশ। এই পর্ব্বতটি আটশত ফিট উচ্চ। ইহার উপর শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির ও মূর্ত্তি বিরাজিত। এই বিগ্রহকে জিয়ড় নৃসিংহ বলে। এসম্বন্ধে একটি ইতিহাস আছে--

ঐস্থানে পণ্ডুয়া নামে এক গোপ বাস করিতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের উদারভক্ত ও গৃহাশ্রমী ছিলেন। তিনি এক বৎসর শসা নামে লতা রোপন করেন এবং সেই সকল লতায় অনেক ফলও ফলিয়াছিল। পণ্ডুয়া শ্রীভগবানের জন্য ঐ সকল ফল অতি যত্নে রক্ষা করিতেন। কৌতুকী ভগবান্ ভক্তের সঙ্গে কৌতুক করিবার জন্য বরাহরূপ ধারণ করতঃ ফলভক্ষণ আরম্ভ করিলেন। "আশ্চর্য্য, ভগবানের ভক্তদ্রব্য কি এতই প্রিয়, যে না দিলেও ভক্ষণ করেন? অনন্তর ভক্ত পণ্ডুয়া ভগবানের ফল কোনও জন্তুতে ভক্ষণ করিতেছে জানিয়া, ধনুর্ব্বাণসহ রাত্রজাগরণ করিতে লাগিলেন। নিশীথরাত্রে দেখিতেছেন, এক বৃহৎ বরাহ

সেই ফল ভক্ষণ করিতেছে। ভগবানের দ্রব্য অপচয় হেতু ক্রুদ্ধ হইয়া পণ্ডুয়া বরাহকে লক্ষ্য করতঃ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অতিকৌতুকী বরাহরূপী শ্রীভগবান্ আর্ত্তস্বরে 'রাম রাম' উচ্চারণ করিয়া পর্ব্বতগহ্বরে প্রবেশ করিলেন। পণ্ডুয়া বরাহমুখে রামনাম শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন ও মনে করিলেন, "ভক্ত ভিন্ন বিপদ-সময়ে কে রাম নাম স্মরণ করিবে। সুতরাং বরাহ একটি হরিভক্ত। সেই হরিভক্তের অঙ্গে বাণাঘাত করিলাম, আমার ধিক্ জীবন। আমি ভক্তাপরাধী জীবন রাখিব না, অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, পণ্ডুয়া উপবাস করিতে লাগিলেন। রাত্রে শ্রীভগবান্ আকাশবাণীতে কহিলেন, "ওহে ভক্ত-রাজ, কেন উপবাস করিতেছ, উঠ, ভোজন কর।" পণ্ডুয়া কহিলেন, "আমি ভক্ত-অঙ্গে বাণাঘাত করিয়াছি, আমি আর প্রাণ রাখিব না।" শ্রীভগবান্ কহিলেন, "কোন ভক্তকে মার নাই, আমি বরাহরূপ ধারণ করিয়া তোমার ফল খাইতেছিলাম। আমার অঙ্গে বাণ বিদ্ধ হয় নাই। কৌতুক নিমিত্ত 'রাম রাম' বলিয়া পলায়ন করিয়াছিলাম। ইহাতে তোমার কোন অপরাধ হয় নাই। যদি তুমি অপরাধই মনে কর, তবে ক্ষমা করিলাম।" পণ্ডুয়া কহিলেন, যদি আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, তবে প্রসন্নতার বিশ্বাস, সাক্ষাৎ দর্শন দিন। ভক্তবৎসল ভগবান্ নৃসিংহরূপে ভক্ত-সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। পণ্ডুয়া দর্শনানন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। পরে দণ্ডবৎ পূর্ব্বক অনিমিষে দর্শন করিতে লাগিলেন। ভগবানের নিত্য স্বভাব এই যে, ভক্তকে দর্শন দিলেই বর প্রার্থনা করিতে বলেন। পুনঃ পুনঃ বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, ভক্তরাজ বর প্রার্থনা করিলেন, "আপনি আমার গৃহে চলুন, আমার গৃহে থাকিবেন। আমি আপনার সেবা করিব।" শ্রীনৃসিংহ ভগবান্ কহিলেন, "হে ভক্তবর, ঈশ্বর স্বরূপে মনুষ্যগৃহে অবস্থান অসম্ভব, তুমি আমার ভক্ত, তোমার অনুরোধও ত্যাগ করা যায় না। [illegible] তুমি দেশীয় রাজাকে আমার [illegible] কর ও এইস্থানে বহু দুগ্ধ ঢালিলে [illegible] নৃসিংহবিগ্রহরূপে প্রকাশ পাইব। [illegible] সেবা করিবে।" এই আজ্ঞা পাইয়া [illegible] রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। রাজা ভক্ত-বাক্য বিশ্বাস না করিয়া কহিলেন, "ভগবানের সাক্ষাৎ অনুমতি শুনাইতে পার, তবে আমার বিশ্বাস হয়।" পণ্ডুয়া পূর্ব্ব অনুমতির স্থানে রাজাকে লইয়া গেলেন। প্রেমের সহিত রাজার কথা জানাইয়া কহিলেন, "হে ভগবন্, রাজা আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছেন না, আপনি স্বয়ং ইহাকে দুগ্ধ ঢালিবার অনুমতি করুন।" ভক্তবাক্য-অনুরোধে ভগবান্ কহিলেন, "রাজন্! ভক্তবাক্য অবিশ্বাস করিও না, ভক্ত যাহা কহিয়াছে, তাহা সত্য।" ভক্ত-সঙ্গবলে রাজার অনায়াসে ভগবদ্বাক্য কর্ণগোচর হইল। রাজা আজ্ঞানুরূপ দুগ্ধ ঢালাইতে লাগিলেন, যত দুগ্ধ ঢালা হয়, ততই মূর্ত্তির প্রকাশ হয়, কিন্তু শ্রীচরণযুগল প্রকাশ হইল না। পরে ভগবান্ আদেশ করিলেন, "আর দুগ্ধ ঢালিও না, চরণ উঠিবে না।" রাজা দুগ্ধ ঢালা হইতে নিবৃত্তি পাইয়া ক্রমশঃ মন্দির ও সুচারুরূপে সেবাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে একদিন এক সওদাগর নিজের দুইটি স্ত্রীসহ ঐ ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হন। আপনি বাহিরে থাকিয়া স্ত্রীদ্বয়কে ঠাকুর-দর্শনে পাঠাইয়া দেন। বহু সময় গত হইলেও স্ত্রী দুইটি যখন আসিল না দেখিলেন, তখন সওদাগর মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, তাঁর স্ত্রী-দুইটি পাষাণী মূর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ তাঁহারা নৃসিংহভগবান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভক্ত সওদাগর অনেক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "আমার স্ত্রী-দুইটির ভগবান্ প্রাপ্ত হইল, আমি পাইলাম না।" রাত্রে সওদা-

গরের প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল, "হে ভক্ত, পরে তুমিও আমাকে পাইবে। এখন কিছু বর প্রার্থনা কর।" সওদাগর কহিলেন, "আপনি আমার স্ত্রী দুইটিকে যেমন গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমার নাম গ্রহণ করুন।" শ্রীভগবান্ "তথাস্তু" বলিয়া বর দিলেন। সওদাগরের নাম ছিল জিয়ড়, ভগবানের নাম নৃসিংহ; এই দুই নাম মিলনে নাম হইল জিয়ড়নৃসিংহ। ঐ নামের ইহাই কারণ।

ত্রিমল্ল, ত্রিপদী হইতে ছয় মাইল পূর্ব্বে শেষাচল নামক পর্ব্বতের উপর বালাজী মূর্ত্তি বিরাজিত। ঐ শেষাচলই ত্রিমল্ল। ত্রিপদী, বর্ত্তমান উত্তর আর্কট জিলার অন্তর্গত। এখানে শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি আছেন। অহোবল নৃসিংহ, অহোবল নামক নৃসিংহ। শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, কাবেরীর তীরে, এইস্থানে শ্রীরঙ্গনাথ বিষ্ণু মূর্ত্তি বিরাজিত। বর্ত্তমান ইহার নাম শ্রীরঙ্গপত্তন। ইহা রামানুজীয় বৈষ্ণবদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। শ্রীবৈষ্ণব, রামানুজসম্প্রদায়। ভট্টমারী, বামাচারী সন্ন্যাসীবিশেষ। কৃষ্ণদাস, নিজসঙ্গী ব্রাহ্মণ। শ্রীরঙ্গপুরী, ইনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। তত্ত্ববাদী, মাধ্ব-সম্প্রদায়ী। তা সবার, তত্ত্ববাদিগণের। সেতুবন্ধ, এখানে রামেশ্বর মূর্ত্তি বিরাজিত। বর্ত্তমান ঐ স্থানের নাম পামবান্। ঐ স্থানে কূর্ম্মপুরাণান্তর্গত রাবণ কর্ত্তৃক মায়াসীতা হরণ শ্রবণ করেন ॥১৭।১৮॥

(৭ পা) "শুনিয়া প্রভুর ··· ··· ভক্তগণের মিলনে।" এই ১৯শ ও ২০শ দুই পয়ারের ভাবার্থ সরল। অনবসরে, স্নানযাত্রার পর পনের দিন যাবৎ শ্রীজগন্নাথ দর্শনের বাধা হইলে। বিরহে, শ্রীজগন্নাথদর্শনবিরহে। আলালনাথ, পুরীর দক্ষিণ ছয়ক্রোশ ব্যবধানে। তারে, রামানন্দকে। সেইস্থানে, সেই উদ্যানে। এই স্থলে, রথযাত্রাদর্শন ছলে ॥১৯।২০॥

(৭ পা) "সার্ব্বভৌমের গৃহে ··· ··· ক্ষমাইলা শ্রীবাসাপরাধ।" এই ২১শ ও ২২শ সংখ্যক দুই পয়ারের ভাবার্থ সহজ। ভিক্ষা, ভোজন। ষাঠী, সার্ব্বভৌমের কন্যা। রাণ্ডী, বিধবা। ষাঠীর স্বামী অমোঘ, প্রভুকে নিন্দা করাতে ষাঠীর মাতা নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন, ষাঠী বিধবা হউক, যেমন আপন মাতা কোন সময়ে নিজ পুত্রকে বলে, তুমি মর। ইহা ব্যতীত অন্য কোন অর্থ হইতে পারে না। বর্ষান্তরে, পর বৎসরে। পালন, তত্ত্বাবধারণ। পথে, শ্রীক্ষেত্রমধ্যের পথে। হোরাপঞ্চমী, রথযাত্রার দিন হইতে গণনায় পঞ্চম দিবসে লক্ষ্মীদেবী রথস্থ জগন্নাথদেবকে দর্শন করেন বলিয়াই ইহার নাম হেরা বা হোরা পঞ্চমী। লগুড়, লাঠী। পথে, শ্রীক্ষেত্র হইতে গৌড়দেশ আসিবার পথে। "পুরী গোসাঞি" ইতি। পরমানন্দপুরী মহাপ্রভুর অনুপস্থিতি সময়ে তাঁহার স্মরণার্থ পরিধেয় বহির্ব্বাস চাহিয়া লইয়াছিলেন। ভদ্রক, ভদ্রক নামক স্থান। আসি, গৌড়দেশে আসিয়া। বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে, সার্ব্বভৌমের ভ্রাতার গৃহে, কুমারহট্ট গ্রামে। কুলিয়াগ্রাম, কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনের ঈশান কোণে।

দেবানন্দের প্রসাদ, পণ্ডিত দেবানন্দ ভাগবত অধ্যাপনা করিতেন; একদিন শ্রীবাসপণ্ডিত ইহাঁর চতুষ্পাঠীতে ভাগবত শুনিয়া প্রেমপরবশ হওতঃ মূর্চ্ছিত হইলে, দেবানন্দের ছাত্রগণ তাঁহাকে বহির্ভাগে নিক্ষেপ করেন। ইহাতে দেবানন্দের বৈষ্ণবাপরাধ হয়। মহাপ্রভু কুলিয়াগ্রামে আগমন করিলে, একদিন বক্রেশ্বরপণ্ডিত প্রেমভরে নাচিতে নাচিতে দেবানন্দকে আলিঙ্গন করতঃ মহাপ্রভুর সমীপে লইয়া যান। ভক্তসংসর্গে ভক্তির উদয় হইলে, মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভাগবতের ভক্তিসিদ্ধান্ত বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন। অদ্যাপিও এই স্থান অপরাধভঞ্জনপাঠ নামে বিখ্যাত। ক্ষমাইলা, ক্ষমা করাইলেন ॥ ২১। ২২ ॥

(৮ পা) "পাষণ্ডী নিন্দুক আসি ··· ইহো নাহিক সংশয় ॥" এই ২৩শ, ২৪শ ও ২৫শ সংখ্যক তিন পয়ারের ভাবার্থ সরল আছে। পথ সাজাইল মনে, মনে মনে পথ সাজাইয়াছিলেন। নিরন্ত, বোঁটা রহিত। কানাইর নাটশালা, রাজমহল হইতে তিন ক্রোশ অন্তরে। গৌড়ের, গৌড়রাজধানীর। বিনা দানে, বিনা বেতনে। "তার হিংসায় লাভ নাহি।" এই বাক্যের অভিপ্রায়, এই যে, যবন রাজা পাছে প্রভুর প্রতি কোন হিংসাচরণ করে, এই ভয়ে তিনি প্রভুর মহিমা উড়াইয়া দেন। তথাহি চৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে চতুর্থাধ্যায়ে—

"শুনিয়া কেশবখান পরম সজ্জন।
ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন ॥ ইত্যাদি"

দবীরখাস, উত্তম লেখক বা সহকারী মন্ত্রী। পুছ, জিজ্ঞাসা কর ॥২৩—২৫ ॥

(৯ পা) "এত কহি রাজা গেল······ কহিতে বাসি লাজ।" এই ২৬শ পয়ারের ভাবার্থ সরল আছে। দবীরখাস, শ্রীরূপ গোস্বামী। দুই ভাই, শ্রীরূপ ও সনাতন। বেশ লুকাইয়া, রাজকর্ম্মচারির পরিচ্ছদ গোপন করতঃ। দুই জন, শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাস। সাকর, গম্ভীরার্থ বাক্যের রচয়িতা; ইহা সনাতন গোস্বামির উপাধি। মল্লিক, শ্রেষ্ঠ। দশনে, দন্তে। দন্তে তৃণ ধারণটি দৈন্যসূচক। নীচজাতি, পতিতজাতি। নীচসঙ্গী, যবনের সঙ্গী। করি নীচকাজ, যবনের কার্য্য করি। শ্রীরূপসনাতন দৈন্যভাবে বলিতেছেন, হে প্রভো! আমরা যবন সংসর্গে থাকায় এবং যবনের দাসত্ব করিয়া তাহার অর্থ দ্বারা শরীর পোষণ করিয়াছি। অতএব যবন সদৃশ পতিতজাতি হইয়াছি।

শ্রীরূপসনাতনের পরিচয় যথা।—পূর্ব্বকালে সর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু নামে একজন কর্ণাটদেশের রাজা ছিলেন। ইনি ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। নিজের ক্ষমতায় ইনি সমস্ত রাজগণ কর্ত্তৃক পূজিত ছিলেন। ইহার অনিরুদ্ধদেব নামে একটি পুত্র হয়। সেই অনিরুদ্ধদেবের ঔরসে স্ত্রীদ্বয়ের গর্ভে রূপেশ্বর ও হরিহর নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রূপেশ্বর বহুবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। হরিহর ভুজধর্ম্মে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিলেন। রূপেশ্বর হরিহর কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া নিজের পত্নীকে সঙ্গে লইয়া আটটী ঘোটক সমেত

উত্তরদিকে শিখরভূমিতে যাত্রা করেন। তথায় যাইয়া শিখরেশ্বর নামক রাজার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক পরমসুখে বাস করেন। ঐ স্থানে পদ্মনাভ নামে রূপেশ্বরের একটি পুত্র হয়। পদ্মনাভ শিখরভূমি পরিত্যাগ করতঃ গঙ্গাতীরে নৈহাটী গ্রামে আসিয়া বাস করেন, এবং তৎকালে একটি যজ্ঞোৎসব করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচটী পুত্র হয়। ১। পুরুষোত্তম, ২। জগন্নাথ, ৩। নারায়ণ, ৪। মুরারি, ৫। মুকুন্দ। কুমার নামে মুকুন্দের একটি পুত্র হয়। কোন বিবাদ বিসম্বাদে কুমার বঙ্গদেশে ফরিদপুর জিলার দক্ষিণ বরিশালের অধীন চন্দ্রদ্বীপ পরগণার অন্তর্গত ফতেয়াবাদে গমন করতঃ বাস করেন। কুমারের পুত্রগণ মধ্যে তিনটিই শ্রেষ্ঠ মাননীয়। ১। সনাতন, ২। রূপ, ৩। বল্লভ বা অনুপম। ইঁহার পুত্র শ্রীজীব। শ্রীরূপ গোস্বামী অগ্রে মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র হয়েন বলিয়া, প্রথমেই তাঁহার নাম কথিত হয়। শ্রীরূপের এবং শ্রীসনাতনের পূর্ব্বনাম অমর ও সন্তোষ ছিল। অগ্রেতে, সম্মুখে ॥ ২৬ ॥

(৯ পা) "মত্তুল্য ইতি।" দশম শ্লোকের ভাবার্থ শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "তোমার অগ্রেতে" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। স্বদৈন্যে বলিতেছেন, হে পুরুষোত্তম! অর্থাৎ আপনি পুরুষ নামধারী ঈশ্বরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনারই শরণাপন্ন হইতেছি। তথাহি শ্রুতি,—

"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥"

সেই পুরুষ সর্ব্বোত্তম, তাঁহা হইতে উত্তম আর কিছুই নাই। তিনি অণু হইতেও অণুতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তিনি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে স্বীয় মহিমারূপ পুরে অর্থাৎ স্বশক্তিবৈভবরূপ নিজধামে অবস্থান করিতেছেন, অথচ তাঁহারই শক্তিপ্রকাশরূপ বিস্তৃত শাখাপ্রশাখায় এই সংসার পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অতএব আপনি পুরুষোত্তম বলিয়া আপনার শরণ গ্রহণ সঙ্গত হইতেছে। আমি এত পাপী ও অপরাধী যে, "পাপ ও অপরাধ হইতে আমাকে মুক্ত করুন" এরূপ প্রার্থনা করিতেও আমার লজ্জা হইতেছে। অতএব আপনাকে আমি আর কি বলিব। এই শ্লোকটি শ্রীরূপ ও সনাতনেরই কথিত ॥ ১০ ॥

(৯ পা) "পতিত তারিতে প্রভু...... দেখুক তোমার দয়াবল ॥" এই ২৭শ ও ২৮শ সংখ্যক পয়ারের ভাবার্থ, শ্রীরূপ ও সনাতন নিজের অত্যন্ত দৈন্যতা দেখাইয়া বলিতেছেন, "পতিত তারিতে" ইত্যাদি। মাহাত্মা তুলসীদাসও এরূপ বলিয়াছেন, যথা রামায়ণে—

"মো সম দীন ন দীনহিত
তুঁহু সমান রঘুবীর।
অস বিচারি রঘুবংশমণি
হরহু বিষম ভবভীর ॥"

হে রঘুবীর! আমার সমান পতিত নাই, আর তোমার ন্যায় দীনহিতকারীও নাই; হে রঘুবংশমণি, ইহা বিচার করতঃ তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমার ভবভয় বিনাশ কর। তাহা, জগাই মাধাই। শ্রীরূপ ও সনাতন নিজেরাও ব্রাহ্মণজাতি

এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, 'ব্রাহ্মণজাতি' ইত্যাদি। নীচসেবা, ম্লেচ্ছের বেতন গ্রহণপূর্ব্বক আজ্ঞা প্রতিপালন। কুপ্পর, অধীন। ম্লেচ্ছজাতি.কর্ম্মম্লেচ্ছ। ম্লেচ্ছ মধ্যে থাকিয়া ম্লেচ্ছের বেতন গ্রহণ করতঃ তাহাদের আজ্ঞামত কার্য্য করি। নিজে ব্রাহ্মণ বলিয়া বলিয়াছেন, "গোব্রাহ্মণ-দ্রোহি সঙ্গে আমার সঙ্গম।" নচেৎ গোব্রাহ্মণ-দ্রোহ করি বলিতেন। মোর কর্ম্ম, আমার প্রারব্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইয়া যবনের অধীনে দৈহিকাদি প্রতিপালন করি, ইহা আমারই প্রারব্ধকর্ম্ম ফল। কুবিষয়, ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল বিষয়। বলী, বলবান্। বাত, কথা। স্বদয়া, নিজদয়া। "সত্য এক বাত" ইত্যাদি পয়ার পোষক শ্লোক পরে বলিতেছেন, "ন মৃষেতি।" ২৭। ২৮।

(১০ পা) "ন মৃষেতি।" এই একাদশ শ্লোকের ভাবার্থ শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। পরদুঃখ বিমোচনের নাম দয়া। যদিও তোমার নিজ, পর ভেদ নাই, যদিও আমি তোমার নিত্য দাস, তথাপি তোমার প্রতি প্রতিকূলতা আচরণ দ্বারা তোমা হইতে অনেক দূরে কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত হইয়াছি। অতএব আমা ভিন্ন আর পতিত নাই, যাহাকে দয়া করিবে। যদি আমাকে দয়া না কর, তবে কাহার নিমিত্ত দয়া ভার বহন করিবে। বেদান্তে উক্ত হইয়াছে, "নৈকট্যান্নৈকট্যাৎ দূরাদ্দূরম্।" অর্থাৎ তোমার প্রতি উন্মুখব্যক্তিগণের সম্বন্ধে তুমি নিকট হইতেও অতি নিকটে, তোমার প্রতি বিমুখজনের সম্বন্ধে তুমি দূর হইতে অতি দূরে অবস্থান কর। তোমার স্বপর ভেদ না থাকিলেও, বিমুখজনই পররূপে প্রতীত হয়। অতএব এই বিমুখজনের ভবদুঃখ বিনাশ করতঃ দয়া শব্দার্থের সফলতা কর ॥১১॥

(১০ পা) "আপনা অযোগ্য …… বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে ॥" এই ২৯শ পয়ারের ভাবার্থ সরল আছে। আপন, নিজেকে। ক্ষোভ, বাধা অর্থাৎ অত্যন্ত অযোগ্যবশতঃ বলিতে বাধা হইতেছে। গুণে, দীনবৎসলতা গুণে। উপজায়, উৎপন্ন হয়। করে, হস্তে। এই বাঞ্ছা, পর শ্লোকোক্ত তোমার সেবারূপ বাঞ্ছা। যদি বল, গৌরদেহে এমন কি গুণ আছে, যাহাতে রূপ সনাতনের লোভ উৎপন্ন হয়? তথাহি চন্দ্রামৃতে—

"ক সা নিরস্কুশকৃপা ক তদৈভবমদ্ভুতম্।
ক সা বৎসলতা গৌরে গৌরে যাদৃক্ তবাত্মনি ॥"

হে কৃষ্ণ! তোমার গৌরদেহে যাদৃশী অনিবার্য্যা কৃপা ও অদ্ভুতবৈভব এবং বাৎসল্যভাব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না ॥ ২৯॥

(১০ পা) "ভবন্তমিতি।" এই দ্বাদশ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "তৈছে মোর এই বাঞ্ছা" পয়ারোক্ত বাঞ্ছা প্রকাশক এই শ্লোক। হে নাথ অর্থাৎ সর্ব্বজনরক্ষক। বিষয়াদিতে বাসনা থাকিতে ভগবৎসেবা লাভ হয় না বলিয়া, বাসনা পরিত্যাগ করিতে প্রার্থনা করিতেছেন। সেবা ব্যতীত

প্রকৃত আনন্দ লাভ হয় না বলিয়া,সেবার বাসনা করিতেছেন ॥ ১২ ॥

(১০ পা) "শুনি মহাপ্রভু ... ... পাঠাইল তোমারে ॥" এই ৩০শ পয়ারের ভাবার্থ, এস্থলে স্বরূপত্ব বিধায় 'রূপ' এই পদ প্রয়োগ করিলেন,এক্ষণে তাহার রূপ নাম হয় নাই,পশ্চাৎ ঐ নাম হইবে, ইদানীন্তন দবীরখাস। এইহেতু রূপ বলিয়া আবার দবীরখাস বলিয়াছেন। দুই ভাই, শ্রীরূপ ও সনাতন। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীরূপ রূপমঞ্জরী এবং শ্রীসনাতন রতিমঞ্জরী ছিলেন বলিয়া পুরাতন দাস বলিলেন। রাজদত্ত উপাধি পরমার্থে লাগে না বলিয়া মহাপ্রভু উঁহাদের ঐ উপাধি ছাড়াইয়া বিষয় মুক্ত করিলেন। "আজি হৈতে" ইত্যাদি ॥৩০॥

(১০ পা) "পরব্যসনিনীতি।" এই ত্রয়োদশ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 'শিখাইতে শ্লোক লিখি' তাহা এই শ্লোক ॥ ১৩ ॥

(১০ পা) "গৌড় নিকটে ··· .. তাহা কৃষ্ণচরিতলীলা ॥" এই ৩১শ ও ৩২শ পয়ারের ভাবার্থ সরল আছে। গৌড় নিকট, গৌড়রাজার নিকট অথবা রামকেলি গ্রাম। ভয়, সংসার হইতে উদ্ধার হইবার ভয়। তথাপি, গৌররাজ তোমাকে ভক্তি করিলেও। প্রতীত, বিশ্বাস। যদি বল, শ্রীচৈতন্যকে পরমেশ্বর জানিয়াও কেন যবন হইতে ভয় করিয়া তথায় থাকিতে তাহাকে নিষেধ করেন? ইহাতে বলিতেছেন, 'যদ্যপি' ইতি। কৃষ্ণচরিত লীলা, জনশ্রুতি আছে, দিনাজপুর প্রদেশে বাণরাজার বাটী ছিল, তৎকন্যা ঊষার হরণকালে শ্রীকৃষ্ণ (কানাইর নাটশালা আধুনিক যাহার নাম) ঐ স্থানে অবস্থিতি করেন। সেই চিহ্ন কিছু কিছু আছে, তাহা মহাপ্রভু দর্শন করেন ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

(১১ পা)" সেই রাত্রে তাহা ······ গেলা নীলাচল ॥" এই ৩৩৫ ও ৩৪৫ পয়ারদ্বয়ের ভাবার্থ সরল। মথুরা— মাথুরমণ্ডল। রসভঙ্গ, ভজনের বাধা। দিন পাঁচ সাত, বারদিন। তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা ব্যবহার, শচীমাতা পাক করিয়া মহাপ্রভুকে ভোজন করাইয়াছিলেন। ঝারিখণ্ড পথে, বন পথে। নানা রঙ্গে, ব্যাঘ্রাদি পশুকে হরি বলাইয়া। সন্ন্যাসিবে কৃপা করি, প্রকাশানন্দকে কৃপা করতঃ ॥ ৩৩। ৩৪ ॥

(১২ পা) "ছয় বর্ষ ঐছে ··· ··· সব কৈল নিত্যস্থিতি ॥" এই ৩৫৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ছয় বৎসর, সন্ন্যাস হইতে ছয় বৎসর। ইতি উতি, ইতস্ততঃ। সন্ন্যাস হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত লীলার সূত্র কহিয়া শেষ অষ্টাদশ বর্ষের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসরের লীলার সূত্র বলিতেছেন, 'অন্ত্যলীলার সূত্র' ইতি। চারিমাস, রথযাত্রা হইতে চারিমাস। পণ্ডিত গোসাঞি, গদাধর পণ্ডিত ॥৩৫॥

(১২ পা) "শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ...··· প্রভু তাহারে কহিলা ॥" এই ৩৬৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। হরিদাসের সিদ্ধি প্রাপ্তি, 'সাধনাৎ সিদ্ধিরিত্যুক্তা' সাধনের ফল প্রাপ্তির নাম সিদ্ধিপ্রাপ্তি

অর্থাৎ ভক্তি-সাধনান্তর ইহলোক হইতে ভক্তের নিজঅভিলষিতদেহ ধারণ করতঃ ভগবদ্ধামে গমন পূর্ব্বক তৎপার্ষদত্ব প্রাপ্তিকে সিদ্ধি প্রাপ্তি বলে। যদি বল, ইহলোক হইতে গমন করায় মৃত্যুবৎ প্রতীতি হওয়াতে, তাহাতে দুঃখ না হইয়া মহোৎসব হয় কিরূপে? তদুত্তর, এই ভগবদ্দাস স্বাভীষ্টদেহে ভগবৎসমীপে গমন করতঃ ভগবৎসেবানন্দ উপভোগ করিতেছেন, এই বিবেচনায় তাহার বন্ধুবর্গ তদানন্দে আনন্দিত হইয়া এখানে তদুদ্দেশে মহোৎসব করিয়া থাকেন। পুনরাগমন, শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীক্ষেত্রে আগমন। শক্তিসঞ্চারণ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলার রসশাস্ত্র প্রকাশ করিতে শক্তি-সঞ্চারণ। হরিদাসের দণ্ড কথা, অন্ত্য-লীলার দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে। দামোদরের বাক্যদণ্ড কথা, অন্ত্যের তৃতীয়পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে। সনাতন গোস্বামির পরীক্ষা, অন্ত্যের চতুর্থপরি-চ্ছেদে বিবৃত আছে। বল্লভ ভট্ট,গোকুলস্থ গোস্বামিদের পূর্ব্বপুরুষ ॥ ৩৬ ॥

(১২ পা) "প্রদ্যুম্নমিশ্রেরে ...... ঢাক দিয়া নিজহাত ॥" এই ৩৭২ ও ৩৮২ পয়ার দ্বয়ের ভাবার্থ সরল। প্রভু শিক্ষা ত্রাতা, এ বিষয় অন্ত্যের নবম পরিচ্ছেদে বিবৃত আছে। ঘাটাইলা, করাইলা। মনুষ্যের বেশ ধরি, চৌদ্দভুবন মধ্যে দেবতা প্রভৃতির মনুষ্যবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। ঔদ্ধত্য, ধৃষ্টতা। নাশালে নাশ করিলে। আর্ত্ত, ক্লিষ্ট। দ্রবিল, আর্দ্র হইল। মুখ ঢাক, শ্রীবাস প্রভুকে বলিতেছেন, হে প্রভো! আমরা আপ-নার গুণকীর্ত্তন করাতে আমাদিগকে নিবারণ করিতেছেন, এখন এই সকল লোককে নিবারণ করুন ॥ ৩৭। ৩৮ ॥

(১৩ পা) "সূর্য্য যৈছে উদয় ...... কহে কৃষ্ণদাস ॥" এই ৩৯৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। কাম, মনোভিলাষ। নিত্যানন্দ পাশ, যে সময় নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটী গ্রামে ছিলেন। আদি দ্বাদশ বৎসর, সন্ন্যাস হইতে দ্বাদশ বৎসর। ৩৯।

ইতি মধ্যলীলায়াং প্রথম পরিচ্ছেদে
সুবোধিনী টিপ্পনী ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(১৩ পা) বিচ্ছেদেঽস্মিন্নিতি। প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে যে বিষয় কথিত হইবে তাহা এই শ্লোকের অর্থে প্রকাশ করিলেন। প্রলাপাদি শব্দের আদি পদে উজ্জ্বলের অনুভাব বিবৃত্যুক্ত আলাপাদিও জানিবেন। এই পরি-চ্ছেদে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার সূত্র ও

কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত প্রলাপাদি অনুবর্ণিত হইবে ॥ ১ ॥

(১৩ পা) "জয় জয় গৌরচন্দ্র…… … ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥" এই ১ম পয়ারের ভাবার্থ—মহাপ্রভুর প্রলাপাদি বর্ণনা করিতে গ্রন্থকার গৌরভক্তগণের কৃপা প্রার্থনায় তাঁহাদিগকে বন্দনা করিলেন; যেহেতু তদ্ভক্তগণ উজ্জ্বলভক্তি পথে ক্রীড়া করিতেছেন। শেষ, সন্ন্যাস হইতে প্রথম দ্বাদশ বৎসরের পর। "শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে", ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে গোপীসান্ত্বনার্থ উদ্ধব ব্রজে আগমন করিলে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধার যে সকল চেষ্টা অর্থাৎ দিব্যোন্মাদ হইয়াছিল, মহাপ্রভুর সেইরূপ অবস্থা দিবারাত্র হইত। রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে মহাভাব দ্বিবিধ। মোদন ও মাদন ভেদে অধিরূঢ় মহাভাব দুই প্রকার। তথাহি উজ্জ্বলে—

"মোদনঃ স দ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্তসৌষ্ঠবম্ ॥"

যে অধিরূঢ়ভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাত্ত্বিকভাব সকলের উদয় হয় তাহার নাম মোদন। এই মোদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধার যূথ ভিন্ন অন্যত্র প্রকট হয় না, কারণ এই মোদন হ্লাদিনীশক্তির পরম বৃত্তিরূপ। তথাহি উজ্জ্বলে—

"রাধিকাযূথ এবাসৌ মোদনো নতু সর্ব্বতঃ।
যঃ শ্রীমান্ হ্লাদিনীশক্তেঃ সুবিলাসঃ প্রিয়োবরঃ।

ঐ মোহন শ্রীরাধার যূথেতেই সম্ভব হয়, সর্ব্বত্র হয় না, এই শ্রীমান্ মোদনই হ্লাদিনীশক্তির প্রিয়তর শ্রেষ্ঠ বিলাস। তথাহি তত্রৈব—

"মোদনোহয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ।
যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সুদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ ॥"

এই মোদন ভাব বিশ্লেষদশাতে মোহন নামে কথিত হয়, যে মোহনে বিরহবৈবশ্যহেতু সাত্ত্বিকভাব সকল সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি তাহার অনুভাব। শ্রীরাধাতে প্রায়ই এই মোহনের উদ্গম হয়। যাহাতে প্রতি সঞ্চারিতেই মোহের প্রাধান্য থাকে। তথাহি উজ্জ্বলে—

"এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে ॥"

কোন অনির্ব্বচনীয়া বৃত্তি বিশেষ প্রাপ্ত এই মোহনভাবের ভ্রম সদৃশ বৈচিত্রী দশা লাভ হইলে, পণ্ডিতগণ তাহাকে দিব্যোন্মাদ বলিয়া থাকেন। উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্প, প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প ভেদে দিব্যোন্মাদ বহুবিধ। দিব্যোন্মাদ প্রভৃতির ভেদ অন্ত্যলীলায় দেখান হইবে। চেষ্টা, কায়িক ব্যাপার। প্রলাপ, অকারণ বাক্য। বাদ, বচন। রোমকূপে রক্তোদ্গম ইত্যাদি, সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের চিহ্ন। হালে, নড়ে ॥১॥

(১৪ পা) "গম্ভীরা ভিতরে……… কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥" এই ২য় ও ৩য় পয়ার দ্বয়ের ভাবার্থ সরল। গম্ভীরা, অভ্যন্তর গৃহ বা চোরাকুটারী। লব, লেশ। "তিন দ্বারে" ইতি। গম্ভীরার ঊর্দ্ধ দ্বার দিয়া উপর চত্বরে যাইয়া তত্রস্থ তিনটী উচ্চ ভিত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া বাহিরে গমন করেন অর্থাৎ রুদ্ধদ্বার তিনটী উচ্চ

প্রাচীর লঙ্ঘন করতঃ বাহিরে পতিত হয়েন। তথাহি চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে দাস-রঘুনাথের উক্ত—

"অনুদ্‌ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভীমধ্যে নিপতিতঃ॥"

তিন দ্বারা উদ্‌ঘাটন না করিয়া তিনটী উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কলিঙ্গদেশ জাত গাভী মধ্যে পতিত হয়েন। কেহ বলেন, মহাপ্রভু যে স্থানে থাকিতেন সেই ঘরের তিনটি দ্বার ছিল। বহির্ভাগে কপাট রুদ্ধ থাকিত, মহাপ্রভু যাইবার সময় তাহারা আপনি উন্মুক্ত হইয়াছিল। সিংহ দ্বারে, শ্রীজগন্নাথের মন্দির প্রবেশের প্রথম দ্বার। চটক পর্ব্বত, পুরীর নিকটস্থ তন্নামা পর্ব্বত। উপবনোদ্যান, জগন্নাথবল্লভ উদ্যান অথবা কৃত্রিম বন ও বনভেদ। কাঁহা, কোথাও। বিতস্তি, অর্দ্ধহস্ত বা বিগৎ॥ ২।৩॥

(১৪ পা) "এই মত অদ্ভুতভাব……… পড়ে নিরন্তর॥" এই ৪র্থ পয়ারের ভাবার্থ—বিলাপ, দুঃখজনিত বাক্য। রায়ের, রামানন্দ রায়ের। নাটক, জগন্নাথবল্লভ নাটক। রামানন্দ রায় কৃত শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকের তৃতীয়াঙ্কে শ্রীরাধার প্রতি শশিমুখীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু "কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ" ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছিলেন। নচেৎ পর শ্লোকোক্তির অপর সঙ্গতি দেখা যায় না। শ্রীরাধাকে শশিমুখী বলিলেন,—

"হীনং পতিমপি ভজতে রমণী।
কেশরিণং কিমু কলয়তি হরিণী॥
রাধিকে পরিহর মাধবরাগময়ে॥"

পতি হীন হইলেও রমণী তাহাকে ভজনা করে, হরিণী কি সিংহের শৌর্য্য-বীর্য্য দেখিয়া তাহাতে অনুরক্তা হয়? হে রাধিকে, মাধবের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ কর। এ সম্বন্ধে লোচন দাসের পদ যথা—

"রাধিকা হে, তুঁহু বৃথা কর অনুতাপ।
শ্যামক নাম ছোড়ি, আন ভজ সুন্দরি,
হামে করহ ধনি মাপ॥ ধ্রু॥
তুয়া গুণ গাঁথি হাম, নাগর নিয়রে
কহলি বিবিধ পরকার।
শুনইতে করু হাস, নিঠুর সোই নাগর,
না বুঝল পিরিতি বেভার॥
শ্যাম গোঁয়ার, হাম বুঝল রে সখি,
শুন তুহুঁ বচন সুঠাম।
তুহুঁ বর নাগরী, রূপে গুণে আগোরি,
হাসাওবি আপনার নাম॥
অঞ্জন সদৃশ, হৃদয় তহুঁ অঞ্জন,
সরল হৃদয় নহু কান।
সুজন তুহুঁ রাই, কুজন সোই নাগর
তাকর প্রেম গরল সমান॥
বহু উতরোল, না হই বর নাগরি,
সহজে সহজে লেহ কাজ।
লোচন বচন, শুনহ বরমোহিনী,
মিলব নাগররাজ॥
আর মঝু বাণী শুনহ বর রাই।
মাধবরাগ পরিহর ঘর যাই॥ ধ্রু॥
তুহুঁ বর সুন্দরী অখিলজগতসার।
কুল-শীল-ধৈরয-ধরমে অপার॥
পতিবরতাক এমত নহু রীত।
নিজপতি ছোড়কে না কুরু অনুচিত॥
অকৃতি পতি যদি হয় গুণহীন।
তবু কুলকামিনী তাক অধীন॥
কেশরী অলখি না ভুলত হরিণী।
সুশীতল চাঁদ না ভজত নলিনী॥

কুলবনিতাগণ এমত বেভার।
পরপুরুষাধিগমন দুরাচার॥
এত শুনি নাগরী হওল উদাস।
আশ্বাস করতঃ দীন লোচনদাস॥"

রায়ের এই গীত শ্রবণ করতঃ মহাপ্রভু উদাস হওতঃ 'প্রেমচ্ছেদ' এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে লাগিলেন॥ ৪॥

(১৪ পা।) 'প্রেমচ্ছেদরুজ ইতি।' এই দ্বিতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। গ্রন্থকার "উপজিলে প্রেমাঙ্কুর" ইত্যাদি পয়ারে এই শ্লোকের অর্থ করিবেন। ইহার অর্থ প্রকাশক লোচনদাসের একটি পদ আছে যথা—

সখি হে কি কহব সে সব দুখ।
আমার অন্তর, হয় জর জর,
বিদরিয়া যায় বুক॥ ধ্রু॥
প্রেমের বেদন, না জানে কখন,
নিদয় নিঠুর হরি।
কুলিশ সমান, তাহার পরাণ,
বধিতে অবলা নারী॥
প্রেম দুরাচার, না করে বিচার,
স্থানাস্থান নাহি জানে।
সে শঠ লম্পট, কুটিল কপট,
নিশি দিশি পড়ে মনে॥
হাম কুলবতী, নবীনা যুবতী,
কানুর পিরিতি কাল।
তাহাতে মদন, হইয়ে দারুণ,
হৃদয়ে হানয়ে শেল॥
আনের বেদন, আন নাহি জানে,
শুনলো পরাণ সখি।
মোর মনোদুখ, তুমি নাহি দেখ,
আন জনে কাঁহা লখি॥
কি দোষ তোমার, পরাণ আমার,
সেহ মোর বশ নয়।
কানু বিরহেতে, বলিলে যাইতে,
তথাপি প্রাণ না যায়॥
নারীর যৌবন, দিন দুই তিন,
যেন পদ্মপত্রের জল।
বিধি মোরে বাম, না হেরিল শ্যাম,
আমার করম ফল॥
সখীর সদন, করি বিলপন,
সজলনয়ন ধনী।
হেরিয়া লোচন, আশ্বাস বচন,
কহে যুড়ি দুই পাণি॥

দ্বিতীয় শ্লোকের ভাবার্থ পর পয়ারে বলিতেছেন॥ ২॥

(১৪) "উপজিলে প্রেমাঙ্কুর……… না রহে পরাণ॥" এই ৫ম পয়ারের ভাবার্থ—শ্রীমহাপ্রভু উক্ত 'প্রেমচ্ছেদরুজঃ' এই শ্লোকের অর্থ বলিতেছেন। 'প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্ণায়ং ইহার অর্থ করিতেছেন, 'উপজিলে' ইতি। প্রেমের অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে যে সুখ এবং উৎপন্নপ্রেম ভঙ্গ হইলে যে দুঃখপূর অর্থাৎ দুঃখরাশি হয়, সাবধান হেতু শ্রীকৃষ্ণ তাহা (দুঃখানুভব) পান করেন না। পান শব্দে ইহাই বোধিত হইতেছে, অনুভব দূরের কথা তৎসম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞাত। এখানে 'অবগচ্ছতি' এই ক্রিয়ার অর্থ 'করে পান' অর্থাৎ অবগত হওয়া। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ নায়কশ্রেষ্ঠ রসিকশেখর, তিনি প্রেমভঙ্গের দুঃখ জানেন না কিরূপে? ইহাতে বলিতেছেন, 'বাহিরে' ইতি। সাবধান, বড় নিপুণ। শ্রীকৃষ্ণকে রসিকশেখর দেখিতে বটে, কিন্তু তিনি শঠ

বলিয়া প্রেমভঙ্গের দুঃখ জানেন না। শঠের লক্ষণ, তথাহি উজ্জ্বলে—

"প্রিয়ং বক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্।
নিগূঢ়মপরাধঞ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ॥"

যিনি সম্মুখে প্রিয়কার্য্য করেন, পরোক্ষে অপ্রিয়কার্য্য করেন এবং গুপ্ত অপরাধ করেন, পণ্ডিতেরা তাহাকে শঠ বলেন। শঠতা নায়কের একটি গুণ। রসপুষ্টির জন্য শ্রীকৃষ্ণ শঠতা করিতেন; বাস্তবিক তিনি শঠ নহেন। এ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, প্রেম, সমুদ্রস্বরূপ নির্ব্বেদাদি সঞ্চারিভাবগণ তাহার তরঙ্গস্বরূপ। সমুদ্র হইতে যেমন তরঙ্গরাশি উদ্ভূত হইয়া সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করে, পশ্চাৎ তাহাতে মিশিয়া তৎস্বরূপ হইয়া যায়; তদ্রূপ প্রেমসমুদ্র হইতে নির্ব্বেদাদি সঞ্চারিভাব উদ্গাত হইয়া প্রেমকে বর্দ্ধিত করে এবং তাহাতে মিশিয়া তৎস্বরূপ হইয়া যায়। এই স্থানে ঈর্ষাভাবের উদ্গাতি হইল। ত্রয়স্ত্রিংশৎ ভাবের মধ্যে না থাকিলেও অমর্ষে ঈর্ষার অন্তর্ভাব করিয়াছেন। যদি বল, যদি এত দুঃখ তবে কেন প্রেম করিয়াছিলে? ইহাতে বলিতেছেন, "হা হা বিধেঃ কা গতিঃ।" অর্থাৎ "সখি হে, না বুঝিয়ে" ইতি। বিধান, বিধি। অর্থাৎ বিধাতা কাহার যে কি করেন, তাহা বুঝা যায় না। যে হেতু "সুখ লাগি" ইতি। সুখ, হইবে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রেম করিলাম, কিন্তু বিধাতার চক্রে দুঃখ হইল। প্রেম করিলে যে দুঃখ হয় তাহা জানি না। এ স্থানে বিষাদের উৎপত্তি। অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি, আরব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি, বিপদ ও অপরাধাদি জনিত অনুতাপকে বিষাদ বলে। উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন বিলাপ, দীর্ঘনিশ্বাস, বৈবর্ণ্য এবং মুখশোষাদি তাহার ক্রিয়া। এ স্থানে অভীষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি হেতু অনুতাপ। বিলাপ অনুভাব। এইরূপসর্ব্বত্র জানিবেন॥ ৫॥

(১৪ পা) "কুটিল প্রেমা……নারি উকাশিতে।" এই ৬ষ্ঠ পয়ারের ভাবার্থ। যদি বল, নিজপতি বা অন্য পুরুষ থাকিতে, শঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে কেন প্রেম করিয়াছিলে? তাহাতে বলিতেছেন, "ন চ প্রেম বা স্থানাস্থানমবৈতি।" অর্থাৎ "কুটিল প্রেমা" ইতি। অগেয়ান, অজ্ঞান। উকাশিতে শব্দের অর্থ কেহ বলেন, প্রকাশ করিতে। কেহ বলেন, খুলিতে বা ছেদন করিতে অর্থাৎ গুণরূপ দড়ির বন্ধন ছেদন করিতে। অজ্ঞান কুটিল প্রেম যোগ্য বা অযোগ্য নায়ক জানে না এবং ভাল-মন্দ কিছুই বিচার করে না। অতএব অজ্ঞানবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের শঠতা না জানিয়াই তাহাতে প্রেম হইয়াছিল। যদি বল, অজ্ঞানবশতঃ যে কর্ম্ম করিয়াছিলে, এক্ষণে জ্ঞান হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেই প্রেম ত্যাগ কর না? তাহাতে বলিতেছেন, তাহা হইতে পারে না; কেন না, "ক্রূর শঠের" ইতি। শঠের গুণডোরে আমি হাতে গলে বদ্ধ আছি, ত্যাগের ইচ্ছা থাকিলেও বন্ধন হেতু উহা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

যত ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি, গুণডোর তত আমায় বন্ধন করিতেছে ॥ ৬ ॥

(১৪ পা) "যে মদন......না লয় জীবন ॥" এই ৭ম পয়ারের ভাবার্থ। একে প্রেমবিচ্ছেদ হেতু দুঃখভোগ করিতেছি, তাহাতে আবার এ সময় মদন দুঃখ দিতেছে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, "নাপি মদনো" অর্থাৎ "যে মদন" ইতি। তনুহীন, শরীরবিহীন। পরবীণ, নিপুণ। পাঁচবাণ—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন। সন্ধে, সন্ধান করে। মদন পঞ্চবাণ দ্বারা বিরহিণীকে বিদ্ধ করতঃ একেবারে জীবন না লইয়া অর্দ্ধমৃতের ন্যায় দুঃখ দেয়। যদি বল, মদন তোমায় যদি দুঃখ দেয়, তবে তাহার প্রতিকার কর না কেন? ইহাতে বলিতেছেন, "তনুহীন" অর্থাৎ মদনের যদি শরীর থাকিত তবে প্রতিকার করিতাম অর্থাৎ প্রতিহার দিতাম ॥৭॥

(১৪ পা.) "অন্যের যে দুঃখ...ধৈর্য্য করিবার ॥" এই ৮ম পয়ারের ভাবার্থ। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেম করিয়াছ, তাহাও ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং মদনকেও প্রতিশোধ যখন দিতে পারিবে না, তখন ধৈর্য্যধারণ করাই কর্ত্তব্য। ইহাতে বলিতেছেন, "অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং" অর্থাৎ "অন্যের যে দুঃখ মনে" ইত্যাদি। অন্য জন কাঁহা লিখি, অন্য জনের কথা কি বলিব। একের মনের দুঃখ অন্যের অনুভবের বিষয় হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ জন্য আমার মনের দুঃখ যে কি পরিমাণ হইয়াছে, তাহা না জানিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে বলিতেছ বটে, কিন্তু তাহা ধরা যায় না। এরূপ দুঃখ তোমার হইলে তুমিও কখন ধৈর্য্য ধরিতে পারিতে না বা আমাকে ধৈর্য্য ধরিতে বলিতে না। যাহারা আমার দুঃখে দুঃখিনী বলিয়া থাকে এবং সর্ব্বদা আমার নিকটে থাকে, সেই প্রিয় সখীরাই যখন আমার দুঃখ না জানিয়া ধৈর্য্যধারণ করিতে বলিতেছে, তখন অন্যে যে বলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অন্যে, যাহারা প্রিয়সখী নহে বা যাহাদের অপ্রাকৃত প্রেম হয় নাই। প্রাকৃত প্রেমের উৎকর্ষতাতে যখন ধৈর্য্য চলে না, তখন অপ্রাকৃত প্রেম সম্বন্ধে বক্তব্য কি? ॥ ৮ ॥

(১৫ পা) "কৃষ্ণকৃপা......জীবে কোনজন ॥" এই ৯ম পয়ারের ভাবার্থ, যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ দয়ার সাগর, তিনি অবশ্যই একদিন তোমায় দয়া করতঃ তোমার দুঃখ বিনাশ করিবেন। অতএব তদাশায় জীবন ধারণ কর। ইহাতে বলিতেছেন, "সখি তোর" ইতি। হে সখি! তোর এ বচন বিফল। আমি ততদিন বাঁচিলে ত? যে দিন শ্রীকৃষ্ণ আমায় অঙ্গীকার করিবেন, সে দিন পর্য্যন্ত কে জীবিত থাকিবে? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, "নো জীবনং বাশ্রবং" অর্থাৎ জীবের "জীবন" ইতি। পদ্মপত্রে জলের ন্যায় জীবন চঞ্চল। জীবন থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করিবেন, কিন্তু জীবনের স্থিরতা প্রতিই বিশ্বাস নাই, যে ততদিন থাকিবে ॥ ৯ ॥

(১৫ পা) "শতবৎসর...... দিন দুই চারি ॥" এই ১০ম পয়ারের ভাবার্থ। যদি বল, শতবৎসর পর্য্যন্ত এখনও জীবনান্তের সময় আছে, অতএব কিছুদিন পরেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন। ইহাতে বলিতেছেন, "দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং" অর্থাৎ 'নারীর' ইতি। মনোহারী যৌবন না থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ আর অঙ্গীকার করিবেন না অর্থাৎ মনুষ্যজীবন শতবৎসর স্থায়ি হইলেও, কৃষ্ণসুখ হেতু যৌবন অল্পদিন স্থায়ী অর্থাৎ আমার যৌবনের পর শ্রীকৃষ্ণ আসিলে, কি দিয়া তাঁহার সেবাসুখ সম্পাদন করিব ॥ ১০ ॥

(১৫ পা) "অগ্নি যেন নিজ...... সমুদ্রেতে ডারে ॥" এই ১১শ পয়ারের ভাবার্থ। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে পরনারী বধ করেন। ইহাতে বলিতেছেন, 'অগ্নি যেন' ইতি। নিজধাম, নিজরূপ। অভিরাম, মনোহর। ডারে, ডুবাইয়া দেন। অগ্নি যেমন নিজের মনোহর-রূপ দ্বারা পতঙ্গকে আকর্ষণ করতঃ তাহার প্রাণবিনাশ করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজগুণ দ্বারা নারীগণকে আকর্ষণ করতঃ বধ করে। দুঃখ সমুদ্রে ক্ষেপণই তাঁর নারীবধে সাবধানতা ॥ ১১ ॥

(১৫ পা) "এতেক বিলাপ...... শ্লোক কৈল পাঠ ॥" এই ২২শ পয়ারের ভাবার্থ। গ্রন্থকার মহাপ্রভুর পর শ্লোকবলিবার প্রস্তাব করিতেছেন, "এতেক" ইতি। বিলাপ, দুঃখজনিত বাক্য। বিষাদ, অনুতাপ। উঘারিয়া, খুলিয়া ॥ ১২ ॥

(১২ পা) "শ্রীকৃষ্ণরূপেতি।" এই তৃতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। গ্রন্থকারও ইহার অর্থ পর পয়ারে করিতেছেন। বিষাদভাবে মহাপ্রভু যে শ্লোক বলিয়াছেন, তাহা এই শ্লোক। বিষাদভাবের লক্ষণ, যথা রসামৃতসিন্ধুতে—

"ইষ্টানবাপ্তি প্রারব্ধ কার্য্যাসিদ্ধি বিপত্তিতঃ।
অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা ॥
অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধি চিন্তা চ রোদনম্।
বিলাপশ্বাসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োঽপি চ ॥"

ইষ্টের অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধকার্য্যের অসিদ্ধি, বিপদ ও অপরাধ-বশতঃ অনুতাপ ও বিষণ্ণতা তাহাকে বিষাদ বলে। ইহাতে উপায়, সহায়, অনুসন্ধান, চিন্তা, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য, ও মুখশুষ্কাদি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

(১৫ পা) "বংশীগানামৃতধাম...... সকল বিফল ॥" এই ১৩শ পয়ারের ভাবার্থ। মহাপ্রভুর কথিত শ্লোকের অর্থ করিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি পাঁচটীর সেবা ব্যতীত নিজের চক্ষুরাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের ব্যর্থতা বলিবার জন্য প্রথমে চক্ষুর ব্যর্থতা বলিতেছেন, "বংশী" ইতি। বংশী-গানামৃত-ধাম, বংশীর গানরূপ অমৃতের বাসস্থান। লাবণ্যামৃতজন্মস্থান, সৌন্দর্য্যরূপ অমৃতের জন্মস্থান অর্থাৎ লোকে যে কিছু সৌন্দর্য্য আছে, তাহা সেই শ্রীমুখচন্দ্রের ছটার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র! কেহ বলেন, লাবণ্য এই শব্দটি লবণ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যেমন লবণাম্বুতে চাক্‌চিক্য ছটা থাকে,

তদ্রূপ রূপের চাকৃচিক্যকে লাবণ্য বলে। পড়ু, পতিত হউক। যে নয়ন শ্রীকৃষ্ণমুখ দর্শন করে নাই, তাহা বৃথা। শ্লোকোক্ত শেষ চরণদ্বয়ের অর্থ করিতেছেন, "সখি হে" ইতি। শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদি ব্যতীত আমার দেহাদি সকলই বৃথা। এখানে "সকল" এই পদে শ্লোকোক্ত "অহানি" পদেরও অর্থ হইয়াছে, অর্থাৎ দিবস সকলও ব্যর্থ॥ ১৩॥

(১৭ পা) "কৃষ্ণের মধুর......ভস্ত্রার সমান॥" এই ১৪শ ও ১৫শ পয়ারদ্বয়ের ভাবার্থ। কর্ণের ব্যর্থতা বলিতেছেন, "কৃষ্ণের" ইতি। তরঙ্গিণী, নদী। শ্রবণে, কর্ণে। কানা কড়ির ছিদ্র যেমন কোন কার্য্যকর হয় না, প্রত্যুত লোকে তাহাকে অগ্রাহ্য করে, তাহার বিনিময়ে দ্রব্যাদি পাওয়া যায় না; তদ্রূপ অমৃত-নদীস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাক্য যে কর্ণে প্রবেশ করে নাই, তাহা অকিঞ্চিৎকর। নাসিকার ব্যর্থতা দেখাইতেছেন, "মৃগ-মদ" ইতি। যেই, কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ। তার, মৃগনাভি ও নীলপদ্মের সম্মিলন-জনিত সুগন্ধ। যার, যে নাসার। ভস্ত্রা, লৌহাদি জারণ নিমিত্ত চর্ম্ম নির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ, জাঁতা ইতি ভাষা। ভস্ত্রার শ্বাসাদি থাকিলেও যেমন কোন সুগন্ধ গ্রহণ করিতে উহা সমর্থ হয় না, কেবল ভস্মারশিতে ব্যাপ্ত হয় এবং নিরন্তর অগ্নিতাপ গ্রহণ করে; তদ্রূপ যে নাসা কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ গ্রহণ না করিয়া প্রাকৃত গন্ধে মুগ্ধ হয়, সে কেবল দুর্ব্বাসনারূপ ভস্ম-রাশিতে পরিব্যাপ্ত হয় এবং সর্ব্বদা আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে দহ্যমান হয়। এইহেতু বলিলেন, "তার নাসা ভস্ত্রার সমান॥" ১৪। ১৫॥

(১৫ পা) "কৃষ্ণের অধরামৃত‥‥লৌহ সম জানি॥" এই ১৬শ ও ১৭শ পয়ারদ্বয়ের ভাবার্থ। জিহ্বার ব্যর্থতা বলিতেছেন, "কৃষ্ণের" ইতি। সুধাসার স্বাদু বিনিন্দন, যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত, গুণ ও চরিত্রের আস্বাদন না করে, সেই পর্য্যন্ত সুধাসারের প্রশংসা করে, কিন্তু কৃষ্ণের অধরামৃত পান ও গুণ-চরিতের কীর্ত্তন করিলে, তখন উহার নিকট সুধা হেয় বলিয়া নিন্দিত হয়। ভেক জিহ্বাসম, ভেক যেমন সুমধুর জলরাশিতে বাস করিয়াও তাহার জিহ্বা কর্দ্দমাক্ত জল পান করে; তদ্রূপ যে জিহ্বা কৃষ্ণের অধরামৃত পান না করিয়া কর্দ্দম সদৃশ প্রাকৃত রসের আস্বাদন করে, তাহাই ভেক জিহ্বাসম। অথবা—ভেক জিহ্বা যেমন হরিগুণ কীর্ত্তন না করিয়া স্বীয় শব্দ দ্বারা নিজশত্রু সর্পকে আহ্বান করতঃ তাহার কবলে নিপতিত হইয়া প্রাণ হারায়; তদ্রূপ যে জিহ্বা কৃষ্ণগুণ-চরিত কীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হইয়া বিষয়বার্ত্তা কীর্ত্তন করতঃ কাল-সর্পকে আহ্বান করিয়া তাহার কবলে পতিত হইয়া নিজজীবনে বঞ্চিত হয়, সে রসনা ভেক জিহ্বাসম। কেহ বলেন, ভেকের জিহ্বা না থাকায় তাহার সহিত উপমাই হইতে পারে না, তাহা নহে, ভেকের জিহ্বা আছে, কিন্তু তাহাতে কোন রস গ্রহণ করিতে পারে না।

ত্বগিন্দ্রিয়ের ব্যর্থতা বলিতেছেন, 'কৃষ্ণ কর' ইতি। করপদতল, করতল ও পদতল। যেন স্পর্শ মণি, শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ও পদতল এমনিই সুশীতল যে, যে ব্যক্তি তাহা স্পর্শ করিয়া সুশীতল হয়, সে আবার অন্যকে সুশীতল করে। অথবা, স্পর্শমণি যেমন লৌহকে সুবর্ণ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শে কুব্জার ন্যায় প্রাকৃত দেহও অপ্রাকৃত হয়। বা শ্রীকৃষ্ণ-কর-পদতল স্পর্শে তাপিত ব্যক্তিও সুশীতল হয়। তার স্পর্শ, কৃষ্ণ-করপদতল স্পর্শ। গণি, গণনা করি। কর্ম্মকারেরা কঠিন লৌহকে যেমন দগ্ধ করতঃ হাতুড়ীর আঘাত করে; তদ্রূপ যাহার কৃষ্ণকর-পদতল স্পর্শ নাই, তাহার সেই বপু মায়া কর্ত্তৃক ত্রিতাপে দগ্ধ হওতঃ কাম ক্রোধা-দির পদাঘাত প্রাপ্ত হয়। এই হেতু "সেই বপু লৌহসম জানি" বলিলেন॥ ১৬,১৭॥

(১৫ পা) 'করি এত……পড়ে এক শ্লোক॥' এই ১৮শ পয়ারের ভাবার্থ। মহাপ্রভুর কথিত পর শ্লোক বলিবার প্রস্তাব প্রকাশ করিতে গ্রন্থকার বলিতে-ছেন, 'করি এত' ইতি। বিলপন, দুঃখ-জনিত বাক্য। দৈন্য, দুঃখ ত্রাস এবং অপরাধাদিতে আপনাকে নিকৃষ্টজ্ঞান। চাটু, হৃদয়ের অপটুতা, মলিনতা, চিন্তা, এবং অঙ্গের জড়তাদি দৈন্যের কার্য্য। নির্ব্বেদ ; মহার্ত্তি, বিচ্ছেদ, ঈর্ষা এবং সদ্বিবেকাদি দ্বারা নিজের অবমাননা। অবসাদ, অবসন্নতা॥ ১৮॥

(১৬ পা) 'যদেতি।' এই ৪র্থ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। গ্রন্থ-কার পর পয়ারে ইহার অর্থ করিতে-ছেন। 'পড়ে এক শ্লোক' তাহা এই শ্লোক। মহাপ্রভু দৈন্যাদি ভাবে এই শ্লোক বলিয়াছেন॥ ৪॥

(১৬ পা) 'যে কালে……করিব সকল॥' এই ১৯শ ও ২০শ পয়ারদ্বয়ের ভাবার্থ। "যদা যাতো দৈবাদিতি।" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন, 'যে কালে' ইতি। যে কালে, জাগ্রদবস্থায়। স্বপনে, স্বপ্নাবস্থায় বা অকস্মাৎ প্রাদুর্ভাব হইয়া-ছিলেন। বংশীবদন বলাতে নব-কৈশো-রের অভিব্যক্তি সূচিত হইল। আনন্দ আর মদন মন হরণ করাতে শ্রীকৃষ্ণদর্শ-নের বাধা হইল। অতএব তাহারা বৈরী (শত্রু)। নেত্র ভরি, চক্ষু পূর্ণ করিয়া অর্থাৎ আশা নিবৃত্তি করিয়া। মনঃ সংযোগেই বস্তু গ্রহণ হয়, কিন্তু মদন ও আনন্দ আমার মন হরণ করাতে নেত্র ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে পারি নাই। শ্লোকোক্ত "পুনর্যস্মিন্নিতি।" চরণের অর্থ করিতেছেন, "পুনঃ যদি" ইতি। ঘটী, দণ্ড। ক্ষণ, অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক ক্ষণ। পল, দণ্ডের ষষ্টি ভাগের এক ভাগ। সকল, ক্ষণদণ্ডাদি। "কোন ক্ষণ" এখানে কর্তৃপদ। শ্রীকৃষ্ণদর্শন-সময়কে বহু যত্ন করিয়া রাখিব অর্থাৎ এবার শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন পাইলে মদন ও আনন্দকে দূরীভূত করিয়া তাঁহাকে আশানুরূপ দর্শন করিব॥ ১৯।২০॥

(১৭ পা) 'ক্ষণে বাহ্য……শ্লোক উচ্চারয়॥' এই ২১শ, হইতে ও ২৩শ

পয়ার ত্রয়ের ভাবার্থ সরল। ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, ক্ষণকাল মনের বাহ্যানুসন্ধান হইল। দুইজন, স্বরূপ গোস্বামী ও রামানন্দ রায়। আমি না চৈতন্য, এই "না" শব্দটি প্রশ্নার্থে আমিত সচেতন অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় আছি? প্রলাপিনু, অনর্থক বাক্য কহিলাম। "শুন" ইতি। দরিদ্র ব্যক্তি ধনাভাবে পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিতে না পারিলে সেই পরিবারবর্গ যেমন বৃথা হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধন অভাবে আমি দরিদ্র। অতএব তদভাবে আমার জীবন ও দেহাদিকে আমি সুখী করিতে না পারায়, তাহারা বৃথা হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "পুনঃ কহে হায় হায়।" যদি বল, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধন আমার আছে। মহাপ্রভু তাহার অভাব দেখাইতেছেন, "শুন স্বরূপ" ইতি ॥ ২১—২৩ ॥

(১৬ পা) "কই অবরহিঅমিত্তি।" এই পঞ্চম শ্লোকের তাৎপর্য্য গ্রন্থকার পর পয়ারে প্রকাশ করিতেছেন। মহাপ্রভু এই শ্লোক দ্বারা নিজ প্রেমের অভাব দেখাইতেছেন। অবহিত্থাভাব প্রকাশ করতঃ এই শ্লোক বলিলেন। তথাহি রসামৃতসিন্ধু ৪ লহরী—

"অনুভাবপিধানার্থোঽবহিত্থভাব উচ্যতে।"

অনুভাবকে গোপন করিবার নিমিত্ত ভাবকে অবহিত্থা বলে ॥৫॥

(১৬ পা) "অকৈতব……কেহো না জীয়য় ॥" এই ২৪শ পয়ারের ভাবার্থ। "কইঅব" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন, অকৈতব ইতি। কৃষ্ণপ্রেম এবম্বিধ শুদ্ধ বস্তু যে তাহাতে স্ব-সুখ কামনারূপ মালিন্য থাকে না এবং উহা মনুষ্যলোকে হয় না। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন, "যেন জাম্বুনদ হেম।" জম্বুনদ জাত সুবর্ণের নাম জাম্বুনদ হেম। ইহাতে কিছুমাত্র মালিন্য থাকে না এবং ইহা পাতালে জন্মে, মনুষ্যলোকে জন্মে না। কৃষ্ণপ্রেম নৃলোকে হয় না, এই কথার আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থ দ্বারা সেই প্রেমের অত্যন্ত-অভাব প্রতিপন্ন করা হইল। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-লুব্ধ সাধকগণ ইহাতে নিরাশ হইবেন বলিয়া, পুনরায় বলিতেছেন, "যদি হয়" ইতি। প্রেমলুব্ধ ব্যক্তির কৃষ্ণ-প্রেমার সহিত যদি যোগ হয়, তবে তাহার সঙ্গে আর বিয়োগ হয় না। বিয়োগ হইলে কেহ বাঁচে না। ইহা দ্বারা কৃষ্ণ-প্রেম মহা আদরের বস্তু ইহাও বলা হইল। না জীয়য়, জীবিত থাকে না ॥ ২৪ ॥

(১৭ পা) "এত কহি……লাজ বীজ খাঞা ॥" এই ২৫শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "এত" ইতি। প্রভুক্ত বাক্য "আপন হৃদয়" ইতি। অদভুত, অশ্রুতচর। দোঁহে, স্বরূপ ও রামানন্দ। যদি বল, অবহিত্থাভাবে ক্রন্দনাদি কেন? তাহা স্ব-সৌভাগ্য প্রকাশ জন্য ॥ ২৫ ॥

(১৭ পা) "ন প্রেমেতি।" এই ষষ্ঠ শ্লোকের তাৎপর্য্য গ্রন্থকার পর পয়ারে প্রকাশ করিতেছেন। স্ব-সৌভাগ্য প্রকাশ জন্য ক্রন্দন করি, ইহা বলিতে মহাপ্রভু এই শ্লোক বলেন।

"শ্লোক পড়ে 'অদ্ভুত' তাহা এই শ্লোক ॥ ৬ ॥

(১৭ পা।) 'দূরে শুদ্ধপ্রেম…… জানিহ নিশ্চয় ॥" এই ২৬শ পয়ারের ভাবার্থ। মহাপ্রভু কথিত শ্লোকের অর্থ করিতেছেন, "দূরে" ইতি। শুদ্ধ, স্ব-সুখবাসনাশূন্য। কপট, স্ব-সুখবাসনা-বিশিষ্ট। কৃষ্ণপায়, শ্রীকৃষ্ণচরণে। শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ দূরে থাকুক, কপট প্রেমবন্ধনও নাই। প্রেম যদি নাই, তবে ক্রন্দন কর কেন? ইহাতে বলিতেছেন, "ক্রন্দামীত্যাদি।' অর্থাৎ "তবে যে" ইতি। সৌভাগ্যাতিশয্য জানাইবার জন্য ক্রন্দন করি, প্রেম জন্য নহে ॥২৬॥'

(১৭ পা।) 'যাতে বংশীধ্বনি…… করিয়ে ধারণ ॥" এই ২৭শ পয়ারের ভাবার্থ। কপট প্রেমবন্ধের অভাবের কারণ বলিতেছেন, "বংশীবিলাসীত্যাদি" অর্থাৎ "যাতে" ইতি। যাতে বংশীধ্বনি সুখ, যে মুখচন্দ্রের বংশীধ্বনিতে আমাদের সুখ হয়। না দেখি, না দেখিয়া। অবলম্বন, বিষয়ালম্বন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। যে মুখচন্দ্রস্থিত বংশীর শব্দরূপ অমৃতে আমাদের সুখ হয়, এরূপ শ্রীকৃষ্ণমুখ-চন্দ্রিমা না দেখিয়াও, যদি সেই মুখচন্দ্র প্রেমের বিষয় না হয়, অথচ নিজদেহে প্রীতি করি; তাহা হইলেই শ্রীকৃষ্ণে আমার কপট প্রেমবন্ধনের অভাবও হইতেছে অর্থাৎ নিজ-সুখ নিমিত্ত যদি শ্রীকৃষ্ণে প্রেম করিতাম, তবে শ্রীকৃষ্ণে কপট প্রেমবন্ধন থাকিত, তাহাও যখন নাই, সুতরাং কপট প্রেমবন্ধনাভাব হইল। "নিজ দেহ" ইতি। নিজ-দেহে যে প্রীতি করি, তাহা কেবল অর্থাৎ কপট প্রেমশূন্য শুদ্ধকামের রীতি অনুযায়ী। কামভোগের নিমিত্ত যে প্রাণধারণ, তাহা কীটতুল্য অর্থাৎ কীটের ন্যায় হেয় প্রাণধারণ করিতেছি ॥ ২৭ ॥

(১৭ পা) 'কৃষ্ণপ্রেম… ….মসি-বিন্দু ॥" এই ২৮শ পয়ারের ভাবার্থ। শুদ্ধপ্রেম কি, তাহা বলিতেছেন, "কৃষ্ণ" ইতি। শুদ্ধ গঙ্গাজল, তৃণকর্দ্দমাদিরহিত শরৎ-কালীয় নির্ম্মল গঙ্গাজল। নির্ম্মল গঙ্গাজল যেমন স্বাদু ও সংসারমোচক, তদ্রূপ স্ব-সুখবাসনারহিত নির্ম্মল কৃষ্ণ-প্রেম স্বাদু ও সংসারমোচক। অশুদ্ধ গঙ্গাজল যেমন সংসারমোচক কিন্তু স্বাদু নহে, তদ্রূপ স্ব-সুখবাসনাযুক্ত কৃষ্ণপ্রেম সংসারমোচক কিন্তু স্বাদু নহে। যদি বল, নির্ম্মল প্রেমে স্ব-সুখবাসনা কিরূপে প্রকাশ পায়? ইহাতে বলিতেছেন, "নির্ম্মল" ইতি। মসী, কালিমা। শুক্ল বস্ত্রে যেমন কালিমা-বিন্দু আপনিই প্রকাশ পায়, তদ্রূপ নির্ম্মল প্রেমে বা অনুরাগে অন্য দাগ (স্বসুখবাসনারূপ-চিহ্ন) লুকায় না, উহা আপনিই প্রকাশ পায় ॥ ২৭ ॥

(১৭ পা।) 'শুদ্ধপ্রেম……অদ্ভুত চরিত।' এই ২৯শ পয়ারের ভাবার্থ। যদি বল, সেই শুদ্ধপ্রেমে যদি নিজসুখ নাই, তবে তাহাতে কি সুখ? ইহাতে বলিতেছেন, "শুদ্ধ" ইতি। শুদ্ধপ্রেম সমুদ্রতুল্য বলিয়া উহার সুখ কহিবার যোগ্য নহে। তথাপি সেই সিন্ধুর এক

বিন্দু পাইলে বাউলে (বাতুল হইয়া) তাহার বলে, এবং তাহার এক বিন্দুতেই বাতুল জগৎ প্লাবিত করে অর্থাৎ জগতকে প্রেমে সুখী করে। অতএব ইহা বলিলে, কে পাতিয়ায় (বিশ্বাস করিবে) অর্থাৎ শুদ্ধ-প্রেমের যে একবিন্দু লাভ করিয়াছে, সেই বিশ্বাস করিবে, অন্যের বিশ্বাস হইবে না॥ ২৯॥

(১৭ পা) "এই মত·········একত্র মিলন॥" এই ৩০৫ ও ৩১৫ পয়ারদ্বয়ের ভাবার্থ। দিনে দিনে, প্রতিদিন। যদি বল, ঐরূপ প্রেমে বড়ই কষ্ট দেখিতেছি। অতএব কষ্টজনক প্রেমে প্রয়োজন কি? ইহাতে বলিতেছেন, "বাহিরে" ইতি। বিষ-জ্বালার ন্যায় বাহিরে দুঃখানুভব হইলেও মনে মহা আনন্দ থাকায় কোনই কষ্ট নাই পরন্তু সুখই হয়; যে হেতু সুখ দুঃখ মনোধর্ম্ম। যে প্রেমে বাহিরে দুঃখানুভব হয় এবং ভিতরে আনন্দানুভব হয়, তাহার আস্বাদনের প্রকার দেখাইতেছেন, "তপ্ত ইক্ষু" ইতি। তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের স্বাদুতা বৃদ্ধির জন্য উষ্ণতা নিমিত্ত মুখদাহ হইলেও যেমন তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণকারিগণের অপরিত্যক্ত এবং উপাদেয়; তদ্রূপ কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ স্বাদুতাধিক্যের হেতু বলিয়া বিষ-জ্বালাময় বিরহ থাকিলেও প্রেমিকগণের অপরিত্যক্ত এবং পরম উপাদেয়। ইহাই কৃষ্ণ-প্রেমের অদ্ভুত চরিত্র। এই প্রেম যাঁর মনে প্রকাশ পায়, সেই ব্যক্তিই ইহার বিষামৃতের একত্র কিরূপ মিলন এবং ইহার বিক্রম অর্থাৎ আস্বাদন বুঝিতে পারেন। অন্যে পারেন না বা বাক্য দ্বারা ইহা ব্যক্ত হন না। অথবা কৃষ্ণ-প্রেমের অদ্ভুত চরিত্র বলিয়া, দুঃখও সুখ-রূপে অনুভাবিত হয়॥ ৩০। ৩১॥

(১৭ পা) "পীড়াভিরিতি।" এই সপ্তম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "সেই প্রেমা যার মনে" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। বিষামৃত মিশ্রিত কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম সর্ব্বদা জাগরিত থাকে, একবারও নিদ্রিত হয় না অর্থাৎ ক্ষণকালও মন হইতে অপসারিত হয় না। বাচক শব্দের অভাব হেতু প্রেমের কথা বলাও যায় না, কেবল অনুভবই হইয়া থাকে। এই প্রেমের পথ শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ-বিশিষ্ট জনেরই গোচরীভূত হয়। প্রশ্ন বা উত্তর দ্বারা অন্য কেহ ইহার পথ জানিতে পারেন না। কৃষ্ণবিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে কণ্টক-বিদ্ধ ব্যথার তুল্য অনুযায়ী শক্তিবিদ্ধ ব্যথার ন্যায় এই প্রেমের জ্ঞান হয়। কৃষ্ণ-সংযোগ উপস্থিত হইলে, এই প্রেম অমৃত মাধুর্য্যের অহঙ্কার বিনাশ করে॥৭॥

(১৮ পা) "যে কালে······অশ্রুজলে॥" এই ৩২৫ ও ৩৩৫ পয়ারদ্বয়ের ভাবার্থ সরল আছে। গ্রন্থকার মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক অপর বিরহদশা বলিতেছেন, "যে কালে" ইতি। শ্রীরাম, শ্রীবলরাম। মহাপ্রভু বলিতেছেন, "সকল" ইতি। পদ্মলোচন, জগন্নাথ। আনন্দের কি কহিব বলে, সে আনন্দের বল (উচ্ছ্বাস) কি বলিব? গ্রন্থকার বলিতেছেন, "গরুড়ের" ইতি। গরুড়ের সন্নিধানে,

শ্রীজগন্নাথের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরের পূর্ব্ব-ভাগে গরুড়ের স্তম্ভ আছে, তদুপরি গরুড়ের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সন্নিধানে, নিকটে। সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া মহাপ্রভু প্রতিদিন জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেন। নিম্নখালে, ঐ স্তম্ভমূলে অদ্যাপিও একটি গর্ত্ত রহিয়াছে ॥৩২।৩৩॥

(১৮ পা) "তাঁহা হৈতে......... পড়িতে ॥" এই ৩৪৫, হইতে ৩৬৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তাঁহা হৈতে, গরুড়স্তম্ভের নিকট হৈতে। পৃথিবী-লেখন, মাটী খোঁটা, এইটি চিন্তার কার্য্য। কুরুক্ষেত্রে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণমিলনান্ত-ভাবে মহাপ্রভু বলিতেছেন, 'হা হা' ইতি। হাহা শব্দ খেদবাক্য। অভী-ষ্টের অপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের প্রাপ্তি জনিত বিচারকে চিন্তা বলে। শ্বাস, অধো-মুখতা, ভূমিলিখন, বৈবর্ণ্য, উন্নিদ্রতা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, কম্প ও দৈন্য প্রভৃতি তাহার অনুভাব। গ্রন্থকার মহাপ্রভুর পরশ্লোক বলিবার প্রস্তাব প্রকাশ করিতেছেন, 'উঠিল' ইতি। ভাবাবেগ, ভাবের প্রাবল্য। উদ্বেগ, মনের কম্প। নিশ্বাস, চাপল্য স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু,বৈবর্ণ্য ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি তাহার কার্য্য। এই উদ্বেগ প্রোষিত ভর্ত্তৃকা নায়িকার তৃতীয় অবস্থা। প্রোষিত ভর্ত্তৃকা, বিদেশগতা স্বামী ॥৩৪-৩৬॥

(১৮ পা) 'অমূনীতি' এই অষ্টম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। নানাশ্লোক, তন্মধ্যে এই শ্লোক। শ্রীরাধা বিরহাগ্নিজ্বালায় উদ্বিগ্না হইয়া ক্ষণকালকেও বহুদিন বোধে অত্যন্ত দুঃখ বশতঃ যে প্রলাপ করিয়া-ছিলেন, গ্রন্থকর্ত্তা তাহাই বর্ণন পূর্ব্বক কহিতেছেন, "অমূনীতি" অর্থাৎ অহো-রাত্র দিনের মধ্যে যে ক্ষণ সকল আছে, তাহা কোটিকল্প বলিয়া বোধ হইতেছে, হায় ! তোমার দর্শন ব্যতীত আমি ইহা কিরূপে অতিবাহিত করিব, তাহার উপায় বল। যদি বল, তোমরা যদি অনঙ্গে তপ্ত হইয়াছ, তাহা হইলে তোমা-দের পতিগণ অন্বেষণ করিতেছে, তাহা-দের নিকট গমন কর। ইহাতে শ্রীরাধা কহিলেন, "হে অনাথবন্ধো" অর্থাৎ আর্ত্তিদ পতি পুত্রে কি হইবে ? বংশীধ্বনি দ্বারা তুমি আমাদের পতি ছাড়াইয়া অনাথা করিয়াছ। অতএব ত্যক্তপাতী অনাথা-গণ আমাদের সম্বন্ধে তুমিই একমাত্র বন্ধু। সেই দুঃখদ পতিগণকে আমরা ত্যাগ করিয়াছি, সুতরাং দর্শন দাও। যদি বল, পতিসেবা স্ত্রীগণের ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম কেন পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে বলিতেছেন, 'হে হরে' অর্থাৎ চিত্ত ও ইন্দ্রিয়হারি ! ইহা তোমার অযোগ্য বাক্য ; যেহেতু তুমিই আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়গণকে হরণ করিয়াছ। অতএব ইহাতে তুমিই দোষী, তোমার এরূপ উপদেশ শোভা পায় না। যদি বল, তোমরা কামিনী, সুতরাং চঞ্চলা। মোহ বশতঃ তোমরা ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পার, আমি কিরূপে ধর্ম্মত্যাগ করিব এবং মন হরণ করিয়াই বা কেন তোমাদের ধর্ম্ম ছাড়াইব। ইহাতে বলিতেছেন, "হে

করুণৈকসিন্ধো" অর্থাৎ তুমি যদি আমাদের ধর্ম্ম ত্যাগ না করাইয়া থাক এবং আমরা যদি নিজ ইচ্ছায় ধর্ম্মত্যাগ করিয়া থাকি, তবে কৃপাসিন্ধুত্ব হেতু ধর্ম্মত্যাগিনী আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর ॥ ৮ ॥

(১৮ পা) "তোমার......উপায় ॥ এই ৩৭৫ ও ৩৮৫ পয়ারদ্বয়ের ভাবার্থ সরল। মহাপ্রভুর কথিত "অমূনি" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন, "তোমার" ইতি। কাটন.অতিবাহিত করা। গ্রন্থকার প্রভুর পর শ্লোক বলিবার প্রস্তাব প্রকাশ করিতেছেন, "উঠিল" ইতি ॥ ৩৭।৩৮ ॥

(১৮ পা) "ত্বচ্ছৈশবমিতি।" এই নবম শ্লোকের শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "পুছেন উপায়" এই উপায় জিজ্ঞাসার এই শ্লোক। শ্রীরাধা উদ্‌ঘূর্ণাদশায় শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাদি (কৈশোরাদি) বর্ণন করিলে গ্রন্থকর্ত্তা তাহাই উল্লেখ করিতেছেন। যদি বল, "তোমার নেত্র চাপল্য তোমার ন্যায় অন্য কোন রমণীতে এরূপ বিফলতা দৃষ্ট হইতেছে না, তুমি সাধ্বীশ্রেষ্ঠা, অতএব গম্ভীরা হও। এইরূপে সখীগণও তোমাকে বুঝাইতেছে।" শ্রীকৃষ্ণের এরূপ পরিহাসবাক্যকে মনে স্মরণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্বেগের সহিত যে প্রলাপ করিয়াছিলেন,লীলাশুক তাহাই বর্ণন পূর্ব্বক কহিতেছেন, মাদকত্ব ও আকর্ষকত্বাদি গুণবিশিষ্ট মাধুর্য্য দ্বারা তোমার কৈশোর ও আমার চাপল্য ত্রিভুবনে আশ্চর্য্য জানিও। এই দুইটীই তোমার ও আমার জ্ঞেয়। অথবা আমার চাপল্য তোমা কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে, ইহা তোমার বা স্বীয়ত্ব হেতু আমার জানিবার যোগ্য। অন্যের দুঃখ অন্যে জানে না, এই ন্যায়বশতঃ সখীগণও আমার উদ্বেগ সম্যক্ জানে না, যে হেতু তুমি এইরূপ বলিতেছ। পুনরায় প্রোচ্ছলিত উদ্বেগে সদৈন্যে বলিতেছেন, নয়ন দ্বারা তোমার মুখপদ্ম দর্শন করিতে কি করিব? যাহা করিলে দর্শন হয়, তুমি তাহার উপদেশ কর। যদি বল, আমার মুখপদ্ম না দেখিলে কি হইবে? ইহাতে বলিতেছেন, তোমার দর্শন না হইলে, চক্ষুবিশিষ্ট জনের চক্ষু বিফল। তথাহি দানকেলি কৌমুদ্যাম্—

"ভবতু মাধবজল্পমশৃণ্বতোঃ
শ্রবণয়োরলমশ্রবনির্ম্মম.।
তমবিলোকয়তোরবিলোকনিঃ।
সখি বিলোচনয়োশ্চ কিলানয়োঃ॥"

শ্রীরাধা কহিলেন, হে সখি! আমার শ্রবণদ্বয় মাধবের গুণানুবাদ শ্রবণ করে নাই, এই হেতু ইহাদের বধিরতাই ভাল, আমার চক্ষুর্দ্বয় তাঁহাকে দর্শন করে নাই, এ কারণ ইহাদের অন্ধত্বই ভাল। যদি বল, এক্ষণে আমাকে দেখিতে পাইতেছ না; অতএব আমাকে কিরূপে দেখিবে? ইহাতে বলিতেছেন, আমরা কুলবধূ, আমাদের পক্ষে তোমার দর্শন দুর্লভ। এক্ষণে গোচারণাদি দ্বারা অবসর প্রাপ্ত হইয়াও যদি দেখা না দাও, তবে তুমিই নিষ্ঠুর। অথবা যদি বল, আমার ন্যায় অন্য কোন ব্যক্তিকে দর্শন কর না কেন? ইহাতে বলিতেছেন, মুরলীবিলাসি হেতু তাহা বিরল ॥ ৯ ॥

(১৯ পা) "তোমার······সম্বোধন ॥" এই ৩৯৫, হইতে ও ৪১শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। "ত্বচ্ছৈশবমিতি" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন, "তোমার" ইতি। মাধুরী, মাধুর্য্য। দেহের অনির্ব্বচনীয় রূপকে মাধুর্য্য বলে। বল, প্রভাব। গ্রন্থকার মহাপ্রভুর পর শ্লোক বলিবার প্রস্তাব প্রকাশ করিতেছেন, "নানাভাবের" ইত্যাদি। তথাহি রসামৃতে,

"স্বরূপয়োর্ভিন্নয়োর্ব্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ ॥"

সমান রূপ অথবা ভিন্নরূপ ভাবদ্বয়ের পরস্পর মিলনের নাম সন্ধি। সমান ভাবদ্বয়ের সন্ধি, ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সন্ধি, এক হেতুর সন্ধি ও অনেক হেতুর সন্ধি ভেদে সন্ধি চারি প্রকার। তথাহি তত্রৈব—

"শবলত্বং তু ভাবানাং সম্মর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরম্ ॥"

ভাবসকলের পরস্পর সম্মর্দ্দের নাম শাবল্য। তথাচ—

"কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিঃ।
মুখশোষত্বরা-চিন্তা-নিশ্বাসস্থিরতাদিকৃৎ ॥"

অভীষ্টবস্তুর দর্শনস্পৃহা ও প্রাপ্তিস্পৃহা নিমিত্ত কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতাকে ঔৎসুক্য বলে। ইহাতে মুখশোষ, ত্বরা, চিন্তা, দীর্ঘনিশ্বাস এবং স্থিরতাদি হইয়া থাকে। তথাচ—

"রাগদ্বেষাদিভিশ্চিত্তলাঘবং চাপলং ভবেৎ।
তত্রাবিচার পারুষ্যস্বচ্ছন্দাচরণাদয়ঃ ॥"

রাগ ও দ্বেষাদি জনিত চিত্তের যে লঘুতা তাহার নাম চপলতা। ইহাতে অবিচার, নিষ্ঠুরবাক্য ও স্বচ্ছন্দচারিতা প্রভৃতি হইয়া থাকে। তথাচ—

"দুঃখত্রাসাপরাধাদ্যৈরনৌর্জ্জিত্যন্তু দীনতা।
চাটুকৃন্মান্দ্য মালিন্য চিন্তাঙ্গজাড্যাদিকৃৎ ॥"

দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে যে দৌর্ব্বল্য হয় তাহার নাম দৈন্য। ইহাতে চাটু, হৃদয়ের ক্ষুণ্ণতা, মলিনতা, চিন্তা ও অঙ্গের জড়তা হয় ॥ তথাচ—

"অপরাধদুরুক্ত্যাদিজাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা।
বধবন্ধশিরঃকম্প-ভৎসনোত্তাড়নাদিকৃৎ ॥"

অপরাধ, ও দুরুক্ত্যাদিজনিত ক্রোধকে উগ্রতা (রোষ) কহে। ইহাতে বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভৎসন ও তাড়নাদি হইয়া থাকে। তথাচ—

"অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতা।"

তিরস্কার ও অপমানাদি জন্য অসহিষ্ণুতার নাম অমর্ষ। ইহাতে ঘর্ম্ম, শিরঃকম্পন, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়ান্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়না প্রভৃতি হইয়া থাকে। তথাচ—

"উন্মাদো হৃদ্‌ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।"

অতিশয় আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদিজনিত হৃদ্‌ভ্রমকে উন্মাদ বলে। ইহাতে অট্টহাস, নৃত্য, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি হইয়া থাকে। প্রেমোন্মাদ, প্রেমপ্রভব। ভাবগণ, স্থায়ী ও ব্যভিচারী প্রভৃতি। অবসাদ, অবসন্নতা। গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তি যেমন গ্রহের ইচ্ছায় কার্য্য করে, তদ্রূপ মহাপ্রভুও ভাবাবিষ্ট হইয়া ভাবের অনুরূপ কার্য্য করিতেছেন ॥ ৩৯-৪১ ॥

(১৯ পা) "হে দেব ইতি।" এই দশম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মহাপ্রভুর সম্বোধনোক্তি এই শ্লোক। অনন্তর শ্রীরাধা পাত্রোত্থান

করতঃ চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া বলিলেন, হে সখি! নূপুরের শব্দ শ্রুত হইতেছে, কিন্তু কৃষ্ণকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তবে কি এই কুঞ্জমধ্যে কোন রমণীর সহিত রমমাণ শঠ কৃষ্ণ রহিয়াছেন? পুনরায় উন্মাদ ভাবাবেশে, অন্য নারী কর্ত্তৃক সম্ভোগ চিহ্নযুক্ত আগত শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে দর্শনকারিণি শ্রীরাধার তাঁহার প্রতি অমর্ষভাবের উদয় হইয়াছিল। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের অন্যত্র গমন আশঙ্কা করিয়া, পশ্চাৎ তাপ বশতঃ ঔৎসুক্যের উদয়ে শ্রীরাধার সন্ধিভাব উৎপন্ন হইল। অমর্ষ ও ঔৎসুক্য ভাবকে আশ্রয় করিয়া শাবল্যভাব উদিত হইল। অমর্ষের অনুগতা অসূয়া উগ্রতা ও অবহিত্থাভাব শ্রীরাধাতে প্রকাশ পাইয়াছিল। ঔৎসুক্যের অনুগা মতি, দৈন্য ও চাপল্যাদিভাবের উদয় হয়। অনন্তর উন্মাদের অনুগতা ভাবসন্ধি ও ভাবশাবল্য প্রকাশ পায়। শ্রীরাধার প্রলাপবাক্যের গ্রন্থকার অনুবর্ণন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে অন্য রমণী কর্ত্তৃক সম্ভুক্ত জানিয়া অমর্ষোদয় বশতঃ স্বাভাবিক নিজ ধীরাধীরমধ্যাত্ব গুণকে আশ্রয় করতঃ ক্রন্দনের সহিত বক্রোক্তি দ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিতেছেন, "হে দেব" অর্থাৎ অন্য রমণীর সহিত ক্রীড়া কর বলিয়া তোমায় "দেব" বলিয়া সম্বোধন করিতেছি। অতএব সেই রমণীর নিকট গমন কর। ধীরাধীরার লক্ষণ যথা—

"ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্॥"

ধীরাধীরা নায়িকা বাষ্পের সহিত বক্রোক্তি দ্বারা নায়ককে প্রিয় বলেন। সেই সময় অবজ্ঞাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের গমন অনুভব করিয়া কৃষ্ণদর্শনে ঔৎসুক্য হইয়া বলিতেছেন, "হে দয়িত!" অর্থাৎ তুমি আমার প্রাণপ্রিয়; সুতরাং কেন আমাকে ত্যাগ করিতেছ? তুমি পুনরায় দর্শন দাও। বিনীতের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন জানিয়া অমর্ষের অনুগা অসূয়ার উদয় বশতঃ শ্রীরাধা ধীরমধ্যাত্ব গুণকে আশ্রয় করতঃ বক্রোক্তি দ্বারা সোল্লুণ্ঠ বচন বলিতেছেন, "হে ভুবনৈকবন্ধো" অর্থাৎ ইহাতে তোমার আর কি দোষ, তুমি কেবল আমার ও সর্ব্বগোপীগণের বন্ধু নহ, পরন্তু বেণুনাদাকৃষ্টভুবনের সমস্ত রমণীগণের বন্ধু। অতএব তাহাদের নিকট নিজ-প্রিয়সাধনে গমন কর। ধীরার লক্ষণ যথা—

"ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎ
প্রাসং সাগসং প্রিয়ম্।"

ধীরা নায়িকা সাপরাধপ্রিয়কে বক্রোক্তি দ্বারা সোল্লুণ্ঠ বচন বলেন। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের গমনানুমান করতঃ ঔৎসুক্যানুগত মত্যাখ্য ভাবোদয় বশতঃ বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ" অর্থাৎ হে শ্যামসুন্দর, তুমি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছ, আমার অভিমানে তোমার কি হইবে? অতএব আমাকে দর্শন দাও। "হে প্রিয়ে! আমি কুঞ্জের বাহিরেই ছিলাম, কোথাও গমন করি নাই, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" এবম্বিধ অনুনয়কারি শ্রীকৃষ্ণের আগমন বোধ

করতঃ উগ্রতা ভাবোদয় বশতঃ অধীর-মধ্যাত্ব গুণকে আশ্রয় করিয়া সরোষে বলিতেছেন, "হে চপল" অর্থাৎ গোপীগণের কালসর্প। পরস্ত্রীচৌর। এখান হইতে গমন কর। অধীরার লক্ষণ যথা—

"অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈর্নিরস্যেদ্বল্লভং রুষা॥"

অধীরা নায়িকা রোষ প্রকাশ করতঃ কান্তকে নিষ্ঠুর বাক্য বলেন। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের গমন শঙ্কা করতঃ শ্রীরাধা বলিলেন, হায়! আমি অবজ্ঞা করাতে, শ্রীকৃষ্ণ গমন করিল, পুনরায় কি আসিবে না? এইরূপে শ্রীরাধার দৈন্য-ভাবের উদয়ে কাকু বাক্যে বলিতেছেন, "হে করুণৈকসিন্ধো" অর্থাৎ যদিও আমি অপরাধিনী, তথাপি তুমি করুণাময় ও কোমল। অতএব তুমি আমাকে দর্শন দাও। "হে প্রিয়ে! বৃথা অভিমান দ্বারা কেন আমাকে কষ্ট প্রদান করিতেছ? প্রসন্ন হও" এরূপে অনুনয়কারি শ্রীকৃষ্ণের আগমন আশঙ্কা করতঃ অমর্ষা-নুগা অবহিত্থাভাবোদয় বশতঃ ধীর-প্রগল্ভা গুণকে আশ্রয় করিয়া ঔদাসিন্য বাক্যে বলিতেছেন, "হে নাথ" অর্থাৎ তুমি কি ব্রজবাসিগণকে রক্ষা কর নাই? কোন রমণী নষ্টবুদ্ধি হওতঃ তোমাকে সম্ভাষণ করে না? কিন্তু ব্রাহ্মণীগণ কর্তৃক মৌনব্রত গ্রহণে তোমায় সম্ভাষণ করি নাই। অতএব আমার এই অপরাধ ক্ষমণীয়। ধীরপ্রগল্ভার লক্ষণ যথা—

"উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরা॥"

ধীরপ্রগল্ভা দুই প্রকার, একা মানিনী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সম্ভোগ বিষয়ে উদাসীনা, দ্বিতীয়া অবহিত্থা (আকার সঙ্গোপন) ও আদরান্বিতা। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের গমন শঙ্কা করিয়া শ্রীরাধা কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কি নিরস্ত হইলেন? অথবা আর তিনি আসিবেন না? কোন কালে যদি তিনি কৃপা পূর্ব্বক পুনরায় দর্শন দেন, সেই কালে আমি নিজেই তাহাকে কণ্ঠে গ্রহণ করিব। চাপল্যোদয় হেতু সদৈন্যে বলিতেছেন, "হে রমণ" অর্থাৎ সর্ব্বদা তুমি আমাকে রমণ করিয়া থাক বলিয়া, তুমি রমণ। এক্ষণে তুমি আগমন করতঃ আমাকে রমণ কর। শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন অনুভব করিয়া তিরস্কৃত আগন্তুক অমর্ষভাবে প্রবল স্বাভাবিক ঔৎসুক্য দ্বারা আক্রান্ত মনা হইয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে বাহুযুগল প্রসার করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত না হওয়াতে তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। তখন তিনি ব্যাকুলা হইয়া কহিলেন, "হে নয়নাভিরাম! কবে তুমি আমার নয়নগোচর হইবে? আরূঢ় অনুরাগদশায় ভক্তের সাধক শরীরেও সেই সেই ভাবের উদয় হয়॥ ১০॥

(১৯ পা) "উন্মাদের……সম্মান।" এই ৪২শ পয়ারের ভাবার্থ। মহাপ্রভু মানভরে সোল্লুণ্ঠন বচনাদি দ্বারা নানা-ভাবে "হে দেব" এই শ্লোক পাঠ করিয়া-ছিলেন, গ্রন্থকার সেই মানের এবং সোল্লুণ্ঠ-বচনাদির উৎপত্তির প্রকার দেখাইতেছেন, "উন্মাদের" ইতি। তথাহি উজ্জ্বলে—

"সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা।
অতস্মিং স্তদিতিভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"

সর্ব্বত্র সকল অবস্থাতে সকল কালে কৃষ্ণমনস্কতা প্রযুক্ত সে এ বস্তু নহে, এই বলিয়া যে ভ্রান্তি তাহাকে উন্মাদ বলে। ইহাতে ইষ্টদ্বেষ, নিশ্বাস, নিমেষ ও বিরহাদি হয়। প্রণয়মান, প্রণয়োত্থমান বা প্রণয় ও মান। তত্রৈব—

"মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।"

প্রিয়জনের সহিত আপনার অভেদ মনন হয়, এরূপ মানকে পণ্ডিতেরা প্রণয় বলে। মান যথা তত্রৈব—

"স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে॥"

যে স্নেহ উৎকৃষ্টতা প্রাপ্তি হেতু নূতন মাধুর্য্যকে অনুভব করাইয়া কৌটিল্যকে ধারণ করায় তাহাকে মান বলে। সোল্লুণ্ঠবচন, পরিহাসযুক্ত বাক্য। গর্ব্ব যথা, রসামৃতে—

"সৌভাগ্যরূপতারুণ্যগুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ।
ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে॥"

সৌভাগ্য, রূপতারুণ্য, গুণ, সর্ব্বোত্তম আশ্রয় ও ইষ্টবস্তু লাভাদি দ্বারা অন্যের অবজ্ঞাকে গর্ব্ব কহে। ব্যাজস্তুতি যথা, কাব্যপ্রকাশে—

"ব্যাজস্তুতির্মুখে নিন্দা স্তুতির্ব্বা রূঢ়িরন্যথা।"

স্তুতিতে পর্য্যবসান যে নিন্দা, বা নিন্দাতে পর্য্যবসান যে স্তুতি তাহাকে ব্যাজস্তুতি বলে। উন্মাদদশায় শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হওয়াতে ভাবাবেশে অর্থাৎ যে সময়ে যেরূপ ভাবের উদয় হয়, তত্তদ্ভাবাবেশে প্রণয়মানের উদয় হয়, তজ্জন্য সোল্লুণ্ঠ বচনাদি হয়॥ ৪২॥

(১৯ পা) "তুমি দেব……করে মান॥" এই ৪৩শ ও ৪৪শ পয়ারদ্বয়ের ভাবার্থ। শ্লোকোক্ত "হে দেব" ইহার অর্থ করিতেছেন, "তুমি" ইতি। দেব অর্থাৎ ক্রীড়ারত। সেই ক্রীড়া দেখাইতেছেন, "ভুবনের" ইতি। অন্য রমণী সহ ক্রীড়া করিতে তথায় গমন কর, এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। শ্লোকোক্ত "হে দয়িত" ইহার অর্থ করিতেছেন, "তুমি মোর" ইতি। দয়িত, প্রিয়। আমাতে যে তোমার চিত্ত বাস করে অর্থাৎ তুমি যে আমাকে মনে কর, সে আমার ভাগ্য। অতএব সেই ভাগ্যে তুমি আগমন কর। অথবা আমাকে মনে করিয়া আমার সৌভাগ্য নিমিত্ত দর্শন দাও। শ্লোকোক্ত "হে ভুবনৈকবন্ধো" ইহার অর্থ করিতেছেন, "ভুবনে" ইতি। কর সব সমাধান অর্থাৎ তুমি ভুবনের বন্ধু, একা আমার নয়। অতএব তাহাদের নিকট গমন করতঃ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধি কর। শ্লোকোক্ত "হে কৃষ্ণ" ইহার অর্থ করিতেছেন, "তুমি" ইতি। কৃষ্ণ অর্থাৎ চিত্তহর। "ঐছে" ইতি। আমার মানে প্রয়োজন নাই একবার দর্শন দাও॥ ৪৩।৪৪॥

(১৯ পা) "তোমার………বৈদগ্ধ্যবিলাস॥" এই ৪৫শ ও ৪৬শ পয়ার দ্বয়ের ভাবার্থ। শ্লোকোক্ত "হে চপল" ইহার অর্থ করিতেছেন, "তোমার" ইতি। চঞ্চলমতিত্ব প্রযুক্ত তোমার একত্র স্থিতি না হওয়াতে তুমি অন্যত্র গমন কর, ইহাতে তোমার দোষ নাই। অতএব তুমি গমন কর। শ্লোকোক্ত "হে করুণৈক-

সিন্ধো" ইহার অর্থ করিতেছেন, "তুমিত" ইতি। যদিও আমি অপরাধ করিয়াছি, তথাপি নিজকরুণা ও কোমল স্বভাব বশতঃ দর্শন দাও। শ্লোকোক্ত "হে নাথ" ইহার অর্থ করিতেছেন, "তুমি" ইতি। ব্রজরক্ষার নিমিত্ত বহুকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তোমার আগমনের অবকাশ নাই। এখানে অমর্ষানুগত আকার গোপন প্রকাশ পাইতেছে। শ্লোকের তাৎপর্য্যে দৃষ্টি করিবেন। ব্রাহ্মণী কর্তৃক মৌনব্রতে সম্ভাষণ করি নাই। এই বাক্যে অবহিত্থা প্রকাশ পাইল। শ্লোকোক্ত "হে রমণ" ইহার অর্থ করিতেছেন, "তুমি" ইতি। কলাবিলাসাদিতে যুক্ত চিত্তকে বিদগ্ধ বলে। আপনি বিদগ্ধ, অতএব আগমন করিয়া আমার সহিত রমণ করুন ॥ ৪৫।৪৬ ॥

(১৯ পা) "মোর বাক্য.......... মূর্চ্ছিত ॥" এই ৪৭শ ও ৪৮শ পয়ার দ্বয়ের ভাবার্থ। শ্লোকোক্ত "হে নয়নাভিরাম।" ইহার অর্থ করিতে অবশিষ্ট বাক্যের অর্থ করিবার জন্য বলিতেছেন, "মোর" ইতি। শ্লোকোক্ত "হা হা" এই শেষ চরণের অর্থ করিতেছেন "হাহা পুনঃ" ইতি। গ্রন্থকার মহাপ্রভুর কথিত "মার স্বয়মিতি।" পরশ্লোক বলিবার প্রস্তাব প্রকাশ করিতেছেন, "স্তম্ভ" ইত্যাদি। যথা রসামৃতে—

"স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ।"

হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য বিষাদ ও ক্রোধ হইতে স্তম্ভ উৎপন্ন হয়,ইহাতে বাক্যাদিরাহিত্য, নিশ্চলতা ও শূন্যতাদি প্রকাশ পায়। কম্প যথা তত্রৈব—

"বিত্রাসামর্ষহর্ষাদ্যৈর্বেপথুর্গাত্রলৌল্যকৃৎ।"

বিত্রাস, ক্রোধ ও হর্ষাদি দ্বারা যে গাত্রের চাঞ্চল্য, তাহার নাম কম্প।

"স্বেদো হর্ষভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ।"

হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিজনিত শরীরে আর্দ্রতা করণকে প্রস্বেদ বলে।

"বিষাদরোষভীত্যাদের্বৈবর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া।
ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যকার্শ্যাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥"

বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি হইতে বর্ণ বিকারের নাম বৈবর্ণ্য, ইহাতে মলিনতা ও কৃশতা হয়। অশ্রু যথা তত্রৈব—

"হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈরশ্রুনেত্রে জলোদ্গমঃ।"

হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদি দ্বারা বিনা প্রযত্নে নেত্রে যে জলোদ্গম হয়, তাহার নাম অশ্রু। হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলত্ব ও ক্রোধাদিজনিত অশ্রুতে উষ্ণত্ব সম্ভব হয়। স্বরভেদ যথা তত্রৈব—

"বিষাদবিস্ময়ামর্ষহর্ষভীত্যাদিসম্ভবম্।
বৈস্বর্য্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্গদিকাদিকৃৎ ॥"

বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ হয়। গদ্গদ বাক্যকে স্বরভেদ কহে।

"রোমাঞ্চোহয়ং কিলাশ্চর্য্যহর্ষোৎসাহভয়াদিজঃ।
রোমামভ্যুদ্গমস্তত্র গাত্রসংস্পর্শনাদয়ঃ ॥"

আশ্চর্য্য দর্শন,হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি জন্য রোমাঞ্চ হয়। ইহাতে রোমসকলের উদ্গম ও গাত্রসংস্পর্শাদি হইয়া থাকে। হাঁসে কান্দে ইত্যাদি উদ্ভাস্বর নামক অনুভাবের শীত ও ক্ষেপণ এই দুইটী অবস্থা বলা হইল। যাহা অনুভব করিয়া পরমানন্দে হৃদয় সুশীতল হয়, তাহার ক্রিয়ার নাম শীত। ইহাতে

জৃম্ভা,গীত,দীর্ঘনিশ্বাস, লোকানপেক্ষিতা, লালাস্রাব ও হাস্য হয়। শ্রীহরিবিরহ সমুত্থিত হইলে কালক্ষেপণার্থ যে ক্রিয়া প্রকাশ হয়,তাহার নাম ক্ষেপণ। ইহাতে নৃত্য, বিলুণ্ঠিত, চিৎকার, তনুমোটন, হুঙ্কার, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কা হয়। এস্থলে হাস্য ও গান শীতানুভব এবং নৃত্য ও ক্রন্দন ক্ষেপণানুভব। অন্যান্য বিষয় রসামৃতে দেখিবেন। পূর্ব্বে সাতটী সাত্ত্বিক বলিয়া এক্ষণে "ভূমে পড়িয়া" ইহাতে অষ্টসাত্ত্বিকভাব মহাপ্রভুর শরীরে উদয় হওয়ায় সুদ্দীপ্তসাত্ত্বিক বলা হইল। ইহা মহাভাব ব্যতীত অন্যত্রে সম্ভব হয় না ॥ ৪৭।৪৮ ॥

(২০পা) "মূর্চ্ছায়……নিশ্চয়।" এই ৪৯৫ পয়ারের ভাবার্থ। মূর্চ্ছায় সাক্ষাৎকার (শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎ) পাইয়া হুঙ্কার করতঃ কহিলেন, এই আইলা মহাশয় (শ্রীকৃষ্ণ)। ইহা শ্রীরাধার ভাবে সখীর প্রতি উক্তি। "কৃষ্ণে" ইতি কৃষ্ণের মাধুরীর উন্মাদিনী শক্তি দ্বারা কৃষ্ণে প্রথমে নানা ভ্রম হইল, শ্লোক পাঠ করতঃ কৃষ্ণ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন ॥৪৯॥

(২০ পা) "মারঃ স্বয়মিতি।" এই একাদশ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "শ্লোক পড়ি" তাহা এই শ্লোক। ইহার অর্থ গ্রন্থকার পর পয়ারে করিতেছেন ॥ ১১ ॥

(২০ পা) "কিবা এই……নেত্রা-নন্দ ॥" এই ৫০৫ পয়ারের ভাবার্থ। বিরহবিক্লবা শ্রীরাধা মূর্চ্ছিত অবস্থায় দূর হইতে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতঃ কন্দর্পভ্রমে ভয় বশতঃ বলিতে-ছেন, "মারঃ স্বয়ং নু" অর্থাৎ "কিবা এই সাক্ষাৎ কাম।" জগতকে মারে বলিয়া কন্দর্পের একটি নাম মার, সেই জগৎমারক কাম আমাকে মারিবার জন্য কি আসিতেছে? পুনঃ মাধুর্য্য অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যে বলিতেছেন, "মধুর-দ্যুতিমণ্ডলং নু" অর্থাৎ "কিবা দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান।" সেই কন্দর্প এরূপ মধুর নহে; তবে ইনি মধুর কান্তিমণ্ডল কি? পুনঃ আশ্চর্য্যে বলিতেছেন, "মাধুর্য্যমেব নু" অর্থাৎ "কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত। কেবল কান্তিমণ্ডলে এত আশ্চর্য্যতা নাই; অতএব ইনি কি মূর্ত্তিমান মাধুর্য্য? পুনঃ মন ও নয়নের অতিশয় তৃপ্তি হওয়াতে সন্তোষের সহিত কহিতেছেন, "মনোনয়নামৃতং নু" অর্থাৎ "কিবা মনোনেত্রোৎসব।" কেবল মাধুর্য্যে মন প্রভৃতির তৃপ্তি হয় না, অতএব ইনি কি মন নয়নের অমৃত? পুনঃ অবয়ব অনুভব করিয়া কহিতেছেন, "বেণীমৃজো নু" অর্থাৎ "কিবা প্রাণের বল্লভ"। অমৃতে করচরণাদি অবয়ব নাই। অতএব ইনি কি বেণীমৃজ অর্থাৎ প্রবাসের পর সমাগত কান্ত? পুনঃ সুন্দররূপে অব-লোকন করিয়া আনন্দের সহিত কহিতে-ছেন, "মমেত্যাদি" অর্থ "সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ।" কি আশ্চর্য্য ইনি যে আমার জীবনবল্লভ নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়নকে আনন্দ দিবার জন্য উদয় হইয়াছেন। হে সখিগণ! তোমরা দর্শন কর ॥ ৫০ ॥

(২০ পা) "গুরু নানা.........পরম আনন্দ ॥" এই ৫১৯ ও ৫২৯ পয়ারদ্বয়ের ভাবার্থ। গ্রন্থকার অন্ত্যলীলার সূত্র বর্ণনায় যে প্রলাপাদি বর্ণন করিলেন, তদতিরিক্ত আরও প্রলাপাদি আছে, ইহা বলিতেছেন, "গুরু" ইতি। যে যে ভাব প্রভুকে যাহ্য করায়, তিনি তাহাই করেন, অর্থাৎ ভাবের অধীন হইয়া প্রলাপাদি দ্বারা শেষলীলায় কালযাপন করেন। সেই সকল ভাব দেখাইতেছেন, "নির্ব্বেদ"—মন্যু, প্রণয় রোষ ॥ ৫১।৫২ ॥

(২০ পা) "পুরীর......ভাবোদয়।" এই ৫৩৯ ও ৫৪৯ পয়ারদ্বয়ের ভাবার্থ সরল। মুখ্য, প্রধান। পুরী, অর্থাৎ পরমানন্দপুরী মহাপ্রভুর গুরুবর্গের মধ্যে একজন বলিয়া প্রভুতে বাৎসল্য ভাব। মুখ্যরসানন্দ, মধুরভাব। "লীলাশুক" ইতি। লীলাশুক, বিল্বমঙ্গল। বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণকর্ণামৃত রচনা করায় তাঁহার গুরু সোমগিরি তাঁহার লীলাশুক নাম রাখেন অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা বর্ণনে শুক সদৃশ। কর্ণামৃতে তাহার নানা ভাবোদ্গম বর্ণিত আছে। সাধকশরীরে প্রেম পর্য্যন্তই শেষ সীমা, কিন্তু প্রেমপরিণাম স্নেহ মানাদি উদয় হয় না; তথাপি বিল্বমঙ্গলে তাহা যখন উদয় হইয়াছে, তখন পরমেশ্বর মহাপ্রভুতে এই সকল ভাবোদয় হইবে, তাহাতে কি বিস্ময়। 'তাতে' ইতি। একেত মহাপ্রভু অবিচিন্ত্য মহাশক্তিবিশিষ্ট তাহাতে আবার মধুররসকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাতেই সর্ব্ব ভাবোদয় হয় ॥ ৫৩।৫৪ ॥

(২০ পা) "পূর্ব্বে.........শিরোমণি" ইতি। এই ৫৫৯ ও ৫৬৯ পয়ারদ্বয়ের ভাবার্থ। কি কারণে মধুর-রসাশ্রয় করিয়াছেন, তাহা বলিতেছেন, "পূর্ব্বে" ইতি। তিন অভিলাষে, শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা, স্বমাধুর্য্য ও তদাস্বাদে শ্রীরাধার সুখ। "যদ্যেহো" ইতি। আশ্রয়জাতীয় ভাব ব্যতীত বিষয়জাতীয় মাধুর্য্য সম্যক্ আস্বাদন হয় না। "আপনে" ইতি। সেই তিন বস্তু আপনি আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকে তদাস্বাদনোপায় শিক্ষা দিলেন। প্রেম-চিন্তামণি, প্রেমরূপ চিন্তামণি অর্থাৎ চিন্তামণির নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে তাহাই যেমন প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ প্রেমের নিকট যে যাহা চায় তাহাই পায়। "নাহি" ইতি। পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া প্রেমদান করিয়াছেন ॥ ৫৫।৫৬ ॥

(২০ পা) "এই গুপ্ত.........দাসের সঙ্গ" ইতি। এই ৫৭৯ ও ৫৮৯ পয়ারদ্বয়ের ভাবার্থ সরল। গুপ্তভাবসিন্ধু, এই সিন্ধু সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে গুপ্ত ছিল। "সেই" ইতি। শ্রীচৈতন্যের কৃপা হইলে এবং তাঁহার দাসানুদাসের সহিত সঙ্গ হইলে, শ্রীচৈতন্যলীলা বুঝিতে পারে।

"ধর্ম্মকৃদ্বিষ্ণুসেবী চ তীর্থাটী বেদপারগঃ।
ন বেত্তি ব্রজতত্বং হি গৌরভক্তাশ্রয়ং বিনা ॥"

ধর্ম্মাচরণকারী, বিষ্ণুসেবী, তীর্থপর্য্যটনকারী ও বেদপারগ হইয়াও গৌরভক্তাশ্রয় ব্যতিরেকে ব্রজতত্ব কখনই জানিতে পারে না ।৫৭।৫৮॥

(২১ পা) "চৈতন্যলীলা......আরা-

ধিতে" ইতি॥ এই ৫৯তম পয়ারের ভাবার্থ সরল। এই গ্রন্থের অন্ত্যলীলা নিজ কল্পিত নহে, তাহা বলিতেছেন, "চৈতন্য" ইতি। রত্নসার, শ্রেষ্ঠরত্ন। তিহো, স্বরূপ গোস্বামী। ভেটে, উপহারে। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী জানিতেন, তাহা হইতে শ্রীরঘুনাথ দাস প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়া বর্ণন করিলাম। "মহাপ্রভুর পরম মঙ্গল লীলাময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রচুর শ্লোক আছে; ইহা সকলের বোধগম্য নহে।" এরূপ বলিয়া যাঁহারা লোকের প্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে গ্রন্থের অত্যন্ত দুর্ব্বোধতা সত্ত্বেও মহাপ্রভুর কৃপাবলে গ্রন্থশ্রবণে যাহার প্রবৃত্তি হইবে, তাহার সম্বন্ধে এই গ্রন্থের তত্ত্ব অত্যন্ত সুবোধ হইবে; গ্রন্থকার ইহা বলিতেছেন, "যদি কেহ" ইতি। ইতরজন, যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না। শ্রীচৈতন্যে চিত্ত অর্পিত হইলে গ্রন্থের তত্ত্ব সুবোধ হইবে! যথা চন্দ্রামৃতে—

"সর্ব্বসাধনহীনোঽপি পরমাশ্চর্য্যবৈভবে।
গৌরাঙ্গে ন্যস্তভাবো যঃ সর্ব্বার্থপূর্ণ এব সঃ॥"

সর্ব্বোৎকৃষ্ট চমৎকারকারী ঐশ্বর্য্যশালী গৌরাঙ্গের প্রতি যাঁহার চিত্ত সমর্পিত হয়, তিনি সকল সাধন হীন হইলেও সর্ব্বার্থ-শিরোমণি নিগূঢ়-প্রেমে পরিপূর্ণ হয়েন। "প্রভুর" ইতি। শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনে যেখানে যে শ্লোক প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানে সেই শ্লোক প্রামাণ্যরূপে সন্নিবেশিত করাতে ভাষা কঠিন হওয়াতে ইতরজন না বুঝিলে কি করিব? বিশেষ এক কার্য্যে সকল চিত্ত সন্তোষ করিতে পারা যায় না। শ্লোক না বলিলে প্রভুর লীলাবর্ণন সুচারুরূপে হয় না। অতএব সকলের চিত্ত আরাধনা (সন্তোষ) করিতে পারিলাম না। কারণ প্রভুর লীলা বর্ণন করিতে গেলে চিত্ত আরাধনা হয় না; চিত্তবিনোদন করিলে তল্লীলা সুন্দররূপে বর্ণনা করা হয় না॥ ৫৯॥

(২১ পা) "নাহি কারো……বড় হয় হিত॥" এই ৬০তম পয়ারের ভাবার্থ। অজ্ঞজন বুঝিতে পারিবে না বলিয়া, যে শ্লোক সন্নিবেশ করিয়াছি, তাহা নহে; কেননা, তাহার সহিত আমার বিরোধ নাই এবং শ্লোক সন্নিবেশ করিতেও কেহ অনুরোধ করে নাই। "যদি হয়" ইতি। যদি কাহারও প্রতি রাগ (ভালবাসা) বা দ্বেষ (হিংসা) থাকে, তবেই রাগ ও ও দ্বেষ অনুগত ভাবে বিষয় লেখা যায়; কিন্তু তাহা আমার না থাকাতে ঐরূপ ভাবেই প্রকাশ করিয়াছি। যদি বল, রাগ ও দ্বেষ যদি তোমার নাই, তবে শ্লোক ব্যতীত চৈতন্যলীলা বর্ণন করিলে না কেন? ইহাতে বলিতেছেন, "সহজ" ইতি। চিনি কিরূপ মিষ্ট, ইহা যেমন বলা যায় না; তদ্রূপ সহজ (অনারোপিত) বস্তু লেখা যায় না অর্থাৎ শ্লোক সন্নিবেশ করিলেও সহজবস্তু প্রকাশ করিয়াছি। ভাবজ্ঞগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। "যদি হয় রাগোদ্দেশ" এই পাঠে। যদি রাগের (চিত্তরঞ্জনের) উদ্দেশ (অনুসন্ধান) থাকে,

তবে তাহাতে আবেশ (চিত্তের একাগ্রতা) হয় বলিয়া সহজ (স্বাভাবিক প্রেম) বস্তু লেখা হয় না; যেহেতু চিত্তরঞ্জনে মন থাকায় লেখ্যের অনুসন্ধান থাকে না। অজ্ঞজনেরও ইহাতে অধিকার আছে, ইহা বলিতেছেন, "যেবা" ইতি। অজ্ঞব্যক্তি চৈতন্যলীলা শ্রবণ করিতে করিতে বা এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে চৈতন্যলীলার অদ্ভুত (অলৌকিক) শক্তি দ্বারা তাঁহার কৃষ্ণে প্রেম উৎপন্ন হইবে এবং রসের রীতি সহজ বস্তু বলিয়া যাহা লেখা যায় না তাহা জানিবে। অতএব চৈতন্যলীলা শ্রবণে বড় হিত হয়। তথাহি চন্দ্রামৃতে—

"সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু॥"

সংসার-সাগরতরণে, সঙ্কীর্ত্তনামৃত রসাস্বাদনে এবং প্রেমসমুদ্র-বিহারে যদি তোমার মন হয়, তবে শ্রীচৈতন্যের চরণে শরণ গ্রহণ কর॥ ৬০॥

(২১ পা) "ভাগবত......কৃষ্ণদাস॥" এই ৬১তম, হইতে ৬৩তম পয়ার তিনটির ভাবার্থ সরল। কাঠিন্যপ্রযুক্তও সকলে এ গ্রন্থ বুঝিতে পারিবেন। ইহা উদাহরণের সহিত বলিতেছেন, "ভাগবত" ইতি। ভাগবতের কৃপায় যেমন শ্লোকময় ভাগবত বুঝিতে পারে, তদ্রূপ এই গ্রন্থের বা চৈতন্যের কৃপায় ইহা বুঝিতে পারিবে। মধ্যলীলায় অন্ত্যলীলার সূত্র বর্ণনা কর কেন? বা তাহা সূত্রে বিস্তারই কর কেন? ইহাতে বলিতেছেন, "এই অন্ত্যলীলা" ইত্যাদি। ইহা মধ্যে, চৈতন্যলীলাবর্ণন সময় মধ্যে। জীয়ে, জীবিত থাকি॥ ৬১-৬৩॥

ইতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সুবোধিনী টিপ্পনী॥ ২॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(২২ পা) "ন্যাসমিতি।" এই প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার যাহা বলিবেন, তাহা শ্লোকার্থে প্রকাশ করিয়া শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করতঃ পূর্ব্বের ন্যায় মঙ্গলাচরণ করিলেন। এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস ও শ্রীঅদ্বৈতগৃহে ভোজন বিলাসাদি বর্ণিত হইয়াছে॥ ১॥

(২২ পা) "জয় জয়.........রাঢ়দেশে॥" এই ১ম পয়ারের ভাবার্থ সরল। চৈতন্যলীলাবর্ণনে চৈতন্যভক্তের কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন, "জয় জয়"

ইতি। চৈতন্যভক্তের কৃষ্ণপদাম্বুজরসে একমাত্র অধিকার হেতু গ্রন্থকার তদ্ভক্তগণকে বন্দনা করিলেন। তথাহি—

"কৃষ্ণপদাম্বুজরসসম্বন্ধঃ কস্য ন কচিৎ।
জানন্ত্যনুভবন্ত্যেব তং রসং গৌরপার্ষদাঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মরসে যে কোন বিশেষ সম্বন্ধ কোথাও কাহারও হয় নাই। গৌর-পার্ষদগণই সেই রস জানেন ও অনুভব করেন। ভ্রমিতে, ভ্রমণ করিয়া॥ ১॥

(২২ পা)"এতামিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

অবন্তিদেশে কোন এক ব্রাহ্মণ যক্ষবিত্তের ন্যায় ইহলোক ও পরলোককে বঞ্চনা করিয়া প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন। পরে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনাদর দ্বারা পুণ্য ক্ষয় হইলে, তাহার সমস্ত ধন নষ্ট হইয়া যায়। ঐ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে যে ভগবদ্ভজন করিয়াছিলেন, তাহা অবিনশ্বর। ধনাদি নষ্ট হইলে, সেই ভজনপ্রভাবে তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই ভগবান্ আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, নচেৎ ধনক্ষয়ে আমার চিত্তে এরূপ নির্ব্বেদ আসিয়া কেন উপস্থিত হইল? তখন তিনি সন্ন্যাসির বেশে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুষ্ট লোকগণ তাহাকে নানা দুঃখ দিলে, তিনি একটি গাথা দ্বারা নানা হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক নানা বিচার করিয়া বলেন, ইহারা আমার দুঃখের কারণ নহে, কেবল মনই সুখ দুঃখের কারণ। আত্মা প্রকৃতির পর, অহঙ্কার নিমিত্ত তাহার সুখ দুঃখ, বাস্তবিক তাহার সুখ দুঃখ নাই। ইত্যাদি বলিয়া বলিতেছেন, "এতামিতি।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! বিঘ্ন দ্বারা স্থগিতা, পূর্ব্বার্জ্জিতা যে আমার প্রতি শুদ্ধা ভক্তি; ধনক্ষয়ে তাহা ব্রাহ্মণের মনে উদিত হইয়াছিল। তাহার মনে ভক্তি প্রাদুর্ভূত হইলে, নিজের সুখদুঃখসহনোপায় সন্ন্যাসকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বকথিত বিষয়গুলির বিচার করতঃ নিশ্চয় করিয়াছিলেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণসেবা করিব" এবং তিনি আমার চরণসেবা দ্বারা অমৃতসিন্ধুতে নিমগ্ন হওতঃ নৃত্য করিতে করিতে আনন্দের সহিত দর্প করিয়া বলিয়াছিলেন, "এতামিতি। অর্থাৎ 'দেহ ও দৈহিকাভিমান হইতে শুদ্ধ যে জীবাত্মা; তাহার বিচারিতলক্ষণ স্বরূপকে (জ্ঞানকে) কিঞ্চিন্মাত্র অবলম্বন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা দ্বারাই সংসারান্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হইব। পরমাত্মনিষ্ঠা (জ্ঞান) দ্বারা উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। ইহা 'এব' শব্দ দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। যদি বল, তবে পরাত্মনিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া কি করিতেছ? ইহাতে বলিতেছেন, "পূর্ব্বতমৈরিতি।" অর্থাৎ প্রাচীন মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত বলিয়াই, উহা কিঞ্চিন্মাত্র অবলম্বন করিয়াছি। অথবা, অন্য বিষয়ে আবেশ পরিত্যাগ জন্য জ্ঞানে আস্থামাত্র করিয়াছি॥ ২॥

(২২ পা) "প্রভু কহে ······ শুনাঞা হরিনাম॥" এই ২য় পয়ারের ভাবার্থ সরল। "প্রভু কহে" ইতি। সাধু, সত্য। ভিক্ষুক বচন, "এতামিতি শ্লোক বাক্য। অতএব মুকুন্দসেবন ব্রত (নিয়ম) নির্দ্ধারণ (নির্ণয়) কৈল (করিলাম)। অর্থাৎ এইরূপ নিয়মে মুকুন্দসেবা করিব, যেন কখন ভঙ্গ হয় না। দীর্ঘকাল অনুপালনীয় সঙ্কল্পই ব্রত। কিরূপ নিয়মে

সেবা করিবেন তাহা বলিতেছেন, "পরাত্মনিষ্ঠামাত্র" ইতি। এই পয়ারটি "এতামতি" শ্লোকের ফলিতার্থ। বেশ, আস্থা। অন্যাবেশ পরিত্যাগ নিমিত্ত দেহ ও দৈহিকাভিমান হইতে শুদ্ধ যে জীব, তাহার নিষ্ঠা অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের অংশ ও দেহাদি হইতে অতিরিক্ত অতএব তাহার সুখ দুঃখ নাই, এরূপ বিচারিতলক্ষণস্বরূপ যে আত্মা, তাহাতে আমার আস্থামাত্র, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবায় সংসার তরিব। আত্মতত্ত্বজ্ঞানে সংসার তরে না, কেবল শ্রীকৃষ্ণসেবায় উত্তীর্ণ হয়। সেই বেশ কৈল, সেই আস্থা করিলাম। এবে, এক্ষণে। কৃষ্ণনিষেবণ, কৃষ্ণসেবা। "গোপবালক" ইতি। প্রভুর দর্শন প্রভাবে গোপবালকেরা হরি হরি বলে। শুনি, হরিনাম শুনিয়া। তা সবার, গোপবালকগণের ॥ ২ ॥

(২৩ পা) "গুপ্তে তা.........সব ভক্তগণ ॥" এই ৩য় পয়ারের ভাবার্থ সরল। গুপ্তে, প্রভুর অসাক্ষাতে। করিয়া প্রবন্ধ,রচনা করিয়া। "বৃন্দাবনপথ" ইতি। পুছেন, জিজ্ঞাসা করেন। বৃন্দাবনের পথ দেখাইতে গঙ্গাতীরপথ দেখান কথা মিথ্যা হইলেও এখানে দোষ হয় না, কেননা, অনুরাগে শাস্ত্রাপেক্ষা থাকে না। অথবা, শ্রীকৃষ্ণের আহারাদির জন্য যেমন যশোদার প্রলোভনবাক্য দোষাবহ নহে, তদ্রূপ তিন দিন উপবাসী শ্রীচৈতন্যের আহারাদির জন্য বাৎসল্য ভাবময় নিত্যানন্দের গঙ্গাতীরপথ দেখাইয়া অদ্বৈত-গৃহে আনয়ন করাও দোষাবহ নহে। গাঢ়স্নেহ বশতঃ ঐরূপ করিয়াছিলেন। তথাহি মধ্যের সপ্তমে মহাপ্রভুর উক্তি—

"নীলাচল আসিতে তুমি ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড।
তোমা সবার গাঢ়স্নেহে আমার কার্য্য ভঙ্গ ॥"

অতএব নিত্যানন্দকৃত আচরণ দোষাবহ নহে ॥ ৩ ॥

(২৩ পা) "তারে পাঠাইয়া.........করেন স্তবন ॥" এই ৪র্থ পয়ারের ভাবার্থ সরল। আগে, সম্মুখে। দিল পরিচয়, আমিও বৃন্দাবন যাইব, এইরূপ পরিচয় দিলেন, আত্মপরিচয় নহে; যেহেতু ইতঃপূর্ব্বে নিত্যানন্দের সহিত প্রভুর পরিচয় আছে। বিশেষ "প্রভু কহে শ্রীপাদ" এই বাক্যেও পূর্ব্বপরিচয় প্রতীত হইতেছে। যদি বল, গঙ্গাতীরপথ দেখান নিত্যানন্দের দোষাবহ নহে, কিন্তু নিত্যানন্দ অদ্বৈত-গৃহে যাইতেছেন অথচ প্রভুকে বলিতেছেন, "তোমা সনে যাব বৃন্দাবন" এই বাক্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা হইতেছে? ইহা হইতে পারে না, কেননা—

"আচার্য্য কহে তুমি যাঁহা তাঁহা বৃন্দাবন।"

এই পর পয়ারে কথার সমাধান হইবে। তেহোঁ, নিত্যানন্দ। যদি বল, প্রভুকে গঙ্গার নিকট আনিয়া যমুনা বলিয়া দর্শন করান,ইহাতে নিত্যানন্দের বঞ্চনা প্রকাশ পাইতেছে। এই কথার সমাধান "আচার্য্য কহে মিথ্যা নহে" ইত্যাদি পর পয়ারে করিবেন ॥ ৪ ॥

(২৩ পা) "চিদানন্দভানোরিতি।" এই তৃতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে

প্রকাশ আছে। মহাপ্রভু যমুনার যে স্তব করিয়াছেন, তাহা এই শ্লোক দ্বারা স্তব করিলেন ॥ ৩ ॥

(২৩ পা) "এত বলি……গঙ্গাধার ॥" এই ৫ম ও ৬ষ্ঠ পয়ারদ্বয়ের ভাবার্থ সরল। এত বলি, স্তব বলিয়া। কৈল গঙ্গাস্নান, যমুনাজ্ঞানে গঙ্গাস্নান করিলেন। কৌপীন, মেখলাবন্ধ পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড। হেথা, বৃন্দাবনে। "আচার্য্য কহে" ইতি। যাঁহা, যেখানে। প্রাকৃত বস্তু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব তুমি যখন প্রাকৃত নানাদেশে গমন কর, তখন সেই সেই দেশে আধারশক্তিলক্ষণ বিভূতি-বিশিষ্ট তদ্ধামের আবেশ হয় শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে—

"যত্র ক্বচিদ্বা প্রকটলীলায়াং তদ্‌গমনাদিকং শ্রূয়তে তদপি তেষাং আধারশক্তিরূপাণাং স্থানানামাবেশাদেব মন্তব্যম্ ॥"

প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অন্যস্থানে যে গমনাদি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে নিত্য লীলাস্পদ আধারশক্তিরূপ স্থান-সকলের আবেশ হয় জানিবেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য হওয়াতে তাহাতে প্রাকৃত বস্তুর স্পর্শ নাই। শ্রুতিও বলেন, "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, স্বে মহিম্নীতি।"

সেই ভগবান্ কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? নিজ মহিমায়। অতএব শ্রী-চৈতন্য যেখানে গমন করেন,সেই স্থানেই বৃন্দাবনের আবেশ হওয়াতে, গঙ্গাতীরও বৃন্দাবন হইতেছে। শ্রীপাদবচন, নিত্যা-নন্দবাক্য। অদ্বৈত কহিলেন, প্রভো, উভয়মতেই আপনি প্রতারণীয় নহেন। নির্দ্দোষ এই নিত্যানন্দ আপনাকে এখানে আনিয়া নিজ শ্রীপাদ নামের সার্থকতা করিয়াছেন।

"শ্রিয়ং পাতীতি শ্রীপঃ কৃষ্ণস্তম্ আদদাতীতি।"

শ্রীপদ শব্দে কৃষ্ণ, তাহাকে যিনি সম্যক্‌রূপে দান করেন, তিনি শ্রীপাদ। ইনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, এজন্য ইনিই শ্রীপাদ ॥৫।৬॥

(২৩ পা) "পশ্চিম ধারে…অন্তর ॥" এই ৭ম পয়ারের ভাবার্থ সরল। সুখ, নীরস। রুখ, ঘৃতাদিস্নেহরহিত। সূপ, দাউল। "পাদ প্রক্ষালন" ইতি। সন্ন্যাসী গৃহস্থের পূজ্য, এইজন্য অদ্বৈত, প্রভুর পাদ প্রক্ষালন করিলেন এবং প্রভুও তাহা স্বীকার করিলেন নচেৎ গৌরব করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বে পাদস্পর্শ করিতে দিতেন না ॥ ৭ ॥

(২৪ পা) "প্রথমেই পাক……… লোক যত হয় ॥" এই ৮ম হইতে ১০ম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তিন-ঠাঞি, তিনস্থানে; শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের জন্য। বাড়াইল, প্রস্তুত করাইল। বত্তিশা আঠিয়া কলার, বত্রিশ ছড়া বিচি কলা জন্মায় যে বৃক্ষে, সেই কলাগাছের। আঙ্গটিয়া, উপরের অখণ্ড পত্রকে আঙ্গটপাত বলে। শাল্যন্ন, রামশালির অন্ন। পীত ঘৃতসিক্ত, গব্য-ঘৃতযুক্ত। সাদ্রক বাস্তুক, হরিদ্রার সহিত বেতো শাক। সুক্তা, তিক্তবিশেষ, বা আচার। পঞ্চবিধ তিক্ত, গুলঞ্চ, নিম্ব, বাসক, পলতা ও কণ্টকারী বা পঞ্চ প্রকারের রন্ধিত ব্যঞ্জন। পঞ্চবিধ কাস,

পিপুল, চই, পিপুলমূল, চিতামূল ও শুণ্ঠি বা পঞ্চ প্রকারের রক্ষিত ঝালের ব্যঞ্জন। ব্যঞ্জন এই কয়টি দ্রব্যযুক্ত হইলে এমনি অপূর্ব্ব হয়, যে আস্বাদনে অমৃতনিন্দক। শর্ক্করা, চিনি। দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, দুগ্ধ দিয়া কুষ্মাণ্ড পাক। মধুরাম্ল, মিষ্ট অম্ল ॥৮-১০॥

(২৪ পা) "মুদ্গবড়া·······তুমি যাহ ঘরে ॥" এই ১১শ, ১২শ ও ১৩শ পয়ার তিনটির ভাবার্থ সরল। মাষবড়া, শব্দে কেহ উরতি দাউলের বড়া কল্পনা করেন। কেহ বলেন, মাষকলাইয়ের বড়া। চতুর্দ্দশী ও রবিবারেই মাষ ভক্ষণের বিশেষ নিষেধ পাওয়া যায়।

"মাষঃ শ্রমসুখবতাং নরানাং নিত্যং সেবনীয়স্তম্।"

শ্রমসুখবিশিষ্ট নরের মাষ নিত্যই সেবনীয়। পুলী, পিষ্টক। মৃৎকুণ্ডিকা, মাটির ভাঁড়। লকুলকী, পিষ্টক বিশেষ। না শকি, পারি না। দুই প্রভু, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। বোলাইল, ডাকিলেন। সবে, অন্য লোক সকল। কৃত্য নাহি সরে, দিনকৃত্য কিছু হয় নাই ॥ ১১-১৩ ॥

(২৪ পা) "হরিদাস কহে········ উচ্ছিষ্ট রাখিব ॥" এই ১৪শ হইতে ১৮শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। পাছে, অতঃপর। ঐছে, এই প্রকারে। "প্রভু জানে" ইতি। আচার্য্যের মন কথা, তিন ভোগের মধ্যে এক ভোগ শ্রীকৃষ্ণকে দিয়াছেন, অপর দুই ভোগ দুই প্রভুর জন্য অনিবেদিত রাখিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ আর শ্রীচৈতন্যকে এবং শ্রীবলদেব নিত্যানন্দকে দেওয়া হয় না। এই তাহার মন কথা। বেদ্য, জ্ঞাত। তিনে, শ্রীঅদ্বৈত লইয়া তিন ॥ ১৪—১৮ ॥

(২৫ পা) "আচার্য্য কহে······· করিল পূরণ ॥" এই ১৯শ হইতে ২৩শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। পিণ্ডা, রাশি। তার লেখে, ঐ রাশির তুলনায়। পঞ্চগ্রাস, ব্রাহ্মণের প্রথম ভোজনে ক্ষুদ্র পাঁচটী গ্রাস। জল দিল দুই গোসাঞির হাতে, সন্ন্যাসিগণের ভোজনের পূর্ব্বে গৃহস্বামিকে জলগণ্ডুষ প্রদান করিতে হয়। ইহাতে নিত্যানন্দেরও সন্ন্যাস প্রতিপন্ন হইল। নিত্যানন্দ কহে কৈল ইত্যাদি বাক্য পরিহাসযুক্ত। তৈর্থিক, তীর্থপর্য্যটক। দশবিশ মানের, কুড়ি সেরে এক শলী, দশ শলীতে এক বিশ হয়, সেই পরিমাণের। "না ছড়াইও" এই বাক্যে ঝুট ছড়াইতে অদ্বৈত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন ॥ ১৯—২৩ ॥

(২৫ পা) নিত্যানন্দ কহে········ হৃদয় উপরে ॥" এই ২৪শ, হইতে ২৭শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। পেট না ভরিল, পরিহাস বাক্য। উঝালি, ছড়াইয়া। "তোর জাতি" ইতি। তত্ত্বে ঈশ্বরের জাতি ও কুল না থাকায় উহা স্তুতিবাক্য। পাগল, প্রেমোন্মত্ত। নাশিলে মোর সব স্মৃতিধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দের প্রসাদস্পর্শে শুদ্ধ ভক্তির উদয় হওয়াতে স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মের রক্ষা হয় না। রসবাস, রস ও সুগন্ধযুক্ত। মুখবাস, মুখশোধন ॥ ২৪—২৭ ॥

(২৬ পা) "আচার্য্য করিতে····· হরষিত হঞা ॥" এই ২৮ হইতে ৩০৫

পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। বহু নাচাইলে, আমাকে অবতীর্ণ করিয়া অনেক কার্য্য করাইলে। দুইজনে, মুকুন্দ ও হরিদাসকে। যে আছিল মনে, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের প্রসাদ ভোজন করেন। নাহি সমাধান, গমনাগমন শেষ হয় না। বুলে আচার্য্য ধরিঞা অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত প্রেমভরে ভুমিতলে পতিত হইবেন, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে ধারণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥২৮-৩০॥

(২৬ পা) "কি কহব রে······ভাবের তরঙ্গে॥" এই ৩১৫ হইতে ৩৫৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে আসিলে শ্রীরাধা যে পদ বলেন, তদনুবাদে শ্রীঅদ্বৈত উহা বলিতেছেন, 'কি কহব' ইতি। কেহ বলেন, গুরু ও শ্রীকৃষ্ণে অভেদ করিয়া বলিতেছেন, শ্রীচৈতন্যের আগমনে মাধব অর্থাৎ আমার গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর আগমন হইয়াছে। ওর, সীমা। চিরদিনে, বহুকাল পরে। গাই, গান করিয়া। ভাঙিয়া, বঞ্চনা করিয়া। গোসাঞি দেখিয়া অর্থাৎ প্রেমোৎকণ্ঠায় প্রভুকে ভুমে পতিত দেখিয়া। সোয়াথ, স্বাস্থ্য। কানু, শ্রীকৃষ্ণ। বিষাদামর্ষ, বিষাদ ও অমর্ষ। ভাবসৈন্য, নির্ব্বেদাদি সঞ্চারী-ভাবরূপ সৈন্য॥৩১-৩৫॥

(২৬ পা) "তিনদিন উপবাসে······প্রভু হইলা সত্বর॥" এই ৩৬৫ হইতে ৪০৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। উদ্দণ্ডনৃত্যে, ভাবাবেশে ঊর্দ্ধে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক নৃত্য করিয়া। এইমত, অর্থাৎ প্রথমে যেরূপ ভাবে প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন, সেইরূপে দশদিনই সেবা করেন। প্রভাতে, প্রভুর অদ্বৈতগৃহে সন্ন্যাসের পর প্রথম আগমনের পরদিন প্রাতঃকালে। সংঘট্ট-সম্মৃদ্ধ, অত্যন্ত ভীড়। রহিমু, রহিব॥৩৬-৪০॥

(২৭ পা) "একে একে মিলিলা··· নিমাই শরীরে॥" এই ৪১৫ হইতে ৪৩ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। দৃঢ়, গাঢ়ভাবে। কৃপাদৃষ্টে হাসি, হাস্যপূর্ব্বক কৃপাদৃষ্টি করতঃ। চূর্ণ হৈল হেন বাসো অর্থাৎ সেই সুকোমল কলেবর বা চূর্ণ হইল॥ ৪১—৪৩॥

(২৮ পা) "এই মত শচীদেবী··· পাপিষ্ঠ জীবন॥" এই ৪৪৫ হইতে ৪৮৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। শ্রীচৈতন্যের ভুমিতে পতন দেখিয়া শ্রীশচীমাতা বাৎসল্যে হর্ষ, ভয় ও দৈন্যভাবে ব্যাকুল হইলেন। শ্রীচৈতন্য দর্শনে হর্ষ। ভুমিতে পতন ভয়। পতননিবারণে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনায় দৈন্য। বৈয়গ্র্য, ব্যাকুলতা। গতাগতি, যাতায়াত। বার্ত্তা, সংবাদ। শকতি, শক্তি॥ ৪৪-৪৮॥

ইতি মধ্যলীলায়াং তৃতীয় পরিচ্ছেদে সুবোধিনী টিপ্পনী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(৩০ পা) "যস্মৈ দাতুমিতি ॥" এই প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। গ্রন্থকার এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর চরিত্র বর্ণনা করিবেন বলিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনায় এই শ্লোক দ্বারা তাহাকে বন্দনা করিলেন ॥১॥

(৩০ পা) "জয় জয়.........আনিল মাগিয়া ॥" এই ১ম ও ২য় পয়ারের ভাবার্থ সরল। পূর্ব্বের ন্যায় গ্রন্থকার নিজ অভীষ্টদেব শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও তদ্ভক্তগণকে পয়ার দ্বারা বন্দনা করিলেন। দম্ভকরি, অহঙ্কার করিয়া অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনদাসের বর্ণনা হইতে উত্তম বর্ণনা করিব, এই অহঙ্কার করিয়া যদি বর্ণি (বর্ণনা করি)। চারি-ভক্ত, শ্রীনিত্যানন্দাদি চারিভক্ত ॥ ১।২ ॥

(৩০ পা) "পথে বড়......দানীগণ ॥" এই ৩য় পয়ারের ভাবার্থ সরল। দানী, পথকর যে গ্রহণ করে।

কেহ বলেন, গোপীনাথ যে পরমমোহন তৎ-সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তি আছে। যে কালে রাম সীতার সহিত চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করেন; সেই সময়ে একদা রাম সীতার সহিত চিত্রকূটের শোভা দর্শন করিতে করিতে হাস্য করিলে, সীতাদেবী বলিলেন, নাথ! আপনি কি জন্ত হাস্য করিলেন? শ্রীরাম বলিলেন, তাহা তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। অনন্তর জানকীর অতিশয় আগ্রহে পুনরায় শ্রীরাম বলিলেন, ইহার পর আমি যে অবতার করিব, সে রূপ দর্শনে ত্রিজগৎ মোহিত হইবে। সীতাদেবী বলিলেন, প্রভো! আপনি আমাকে বঞ্চনা করিলেন, কারণ সম্মুখে এইতো জগন্মো-হন রূপ দেখিতেছি ইহা অপেক্ষা আর কি রূপ হইতে পারে? অতএব কৃপা করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব বলুন। শ্রীরাম বলিলেন, আমি তোমাকে সত্য কথা বলিয়াছি। সীতা কহিলেন, তবে আমাকে সেই রূপ দেখান। শ্রীরাম বলিলেন, তুমি সেই রূপ দেখিলে অধীরা হইবে। পতিব্রতার পতির রূপ ব্যতীত অন্যের রূপদর্শন অকর্ত্তব্য। সীতা বলিলেন, সে কি, অন্তের রূপ যে আমি দেখিব না? তাহা আপনারই ভিন্নরূপ। অতএব আমাকে উহা দেখান। তখন শ্রীরামচন্দ্র শর দ্বারা প্রস্তর খুদিয়া এই গোপীনাথ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন এবং তদ্দর্শনে সীতা মোহ প্রাপ্ত হইলেন। এই হেতু গোপীনাথ পরম মোহন। এই কিম্বদন্তিটি সঙ্গত বোধ হয় না।

তাঁর, শ্রীগোপীনাথের। প্রভুর, শ্রীচৈতন্যের ॥ ৩ ॥

(৩০ পা) "নানারূপে......বোলেন হাঁসিয়া ॥" এই ৪র্থ ও ৫ম পয়ার দ্বয়ের ভাবার্থ সরল। নানারূপে প্রীতি কৈল অর্থাৎ প্রীতি পূর্ব্বক নানা প্রকারে প্রভুর সেবা করিল। বঞ্চন, যাপন। কথা, ক্ষীরচুরির বৃত্তান্ত। সেইত আখ্যান, ঈশ্বরপুরীর নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, সেই ইতিহাস। ধরি, রাখিয়া ॥ ৪। ৫ ॥

(৩১ পা) "পুরী এই দুগ্ধ......নারে চালাইতে ॥" এই ৬ষ্ঠ হইতে ১২শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ভোক, ক্ষুধা। শোষ, তৃষ্ণা বা ক্ষুধাজন্য শুষ্কতা। বসি,

বাস করি। আমার গ্রামেতে, এই গ্রামে বা আমার জগতে। বাট, পথ। তন্দ্রা, অল্প নিদ্রা। বাহ্যবৃত্তি লয় অর্থাৎ অল্প নিদ্রায় ইন্দ্রিয়গণের বহির্ব্যাপার থাকে না, কিন্তু অন্তর্ব্যাপার সমস্তই থাকে। কাঢ়, বাহির কর। মঠ, মন্দির। স্নপন, স্নান। বজ্র, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র, অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রনাভ ॥ ৬-১২ ॥

(৩১ পা) "মহা মহা বলিষ্ঠ ...... পর্ব্বত হৈল পূর্ণ ॥" এই ১৩ শ হইতে ১৬শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। যদি বল, গোবর্দ্ধন উপরি উঠিতে নিষেধ থাকায় পুরী কি প্রকারে উঠিলেন, তদুত্তর, শ্রীগোপালের আজ্ঞায় তদুপরি উঠিয়াছিলেন। ছানিয়া, ছাকিয়া। নব শত, নূতন এক শত।

পঞ্চগব্য ও তন্মন্ত্র—১। গোময়—"গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টিং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥" ২। গোমূত্র-গায়ত্রী দ্বারা। ৩। দুগ্ধ—পূর্ব্বমন্ত্র দ্বারা। ৪। ঘৃত—পূর্ব্বমন্ত্র। ৫। দধি—পূর্ব্বমন্ত্র। কুশোদক দিবারও বিধি আছে। মন্ত্র যথা—দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনো বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে। পঞ্চামৃত যথা—১। শর্করা (চিনি) গায়ত্রী দ্বারা। ২। দুগ্ধ—"আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বিশ্বং ভবা বাজস্য সঙ্গতে ॥" ৩। ঘৃত—"তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি ॥" ৪। দধি—"দধিক্রাব্ণো অকার্ষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ সুরভিনো মুখা করৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ ॥" ৫। মধু—"মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্ নো বনস্পতির্মধুমান্ অস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥" তথাহি—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"ততঃ শঙ্খভৃতেনৈব ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ ক্রমাৎ।
দধ্না ঘৃতেন মধুনা খণ্ডেন চ পৃথক্ পৃথক্ ॥
পঞ্চামৃতাদ্যৈঃ স্নপনং সদা নেচ্ছন্তি তৎপ্রিয়াঃ।
কিন্তু তৈঃ কালদেশাদিবিশেষে কারয়ন্তি নঃ ॥

শঙ্খে পঞ্চামৃত গ্রহণ করতঃ যথাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্নান করাইবে। ভক্তগণ সর্ব্বদা পঞ্চামৃত স্নানের বিধি দেন না; কিন্তু দেশকালভেদে উহার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। উহার পরিমাণ যথা ব্রহ্মপুরাণে—

"দেবানাং প্রতিমা যত্র ঘৃতাভ্যঙ্গস্ততো ভবেৎ।
পলানি তস্য দেয়ানি শ্রদ্ধয়া পঞ্চবিংশতিঃ।
অষ্টোত্তরপলশতং স্নানে দেয়ঞ্চ সর্ব্বদা।
দ্বে সহস্রে পলানান্তু মহাস্নানে চ সংখ্যয়া ॥

দেবতাপ্রতিমা স্থলে শ্রদ্ধা সহকারে পঞ্চবিংশপল ঘৃতাদি মর্দ্দন করাইতে হয়; সক্ষম হইলে অভ্যঙ্গস্নান সময়ে অষ্টোত্তরশতপল প্রদান করিবে। মহাস্নান সময়ে দ্বিসহস্রপল প্রমাণ দিবে। পাঁচ রতিতে এক মাষ, ষোল মাষে সুবর্ণ, সুবর্ণ চতুষ্টয়ে এক পল।

শঙ্খগন্ধোদকে, শঙ্খোদকে ও গন্ধোদকে। দালি, দাউল ॥ ১৩-১৬ ॥

(৩২ পা) "কুম্ভকারের ...... দিয়া আচ্ছাদিল ॥" এই ১৭শ হইতে ২০শ পয়াব পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। মৃদ্ভাজন, মাটীর হাঁড়ি। স্তূপ, রাশি। কড়ি, দধি ও বেসম সংযোগে প্রস্তুত করা ব্রজবাসিগণের খাদ্যবিশেষ। মাঠা, ঘোল। শিখরিণী, সূদশাস্ত্রে যথা—

"অর্দ্ধাঢ়কং সুচিরপর্য্যুষিতস্য দধ্নঃ খণ্ডস্য
ষোড়শপলানি শশিপ্রভস্য।
সর্পিঃ পলং মধুপলং মরিচং দ্বিকর্ষং শুণ্ঠ্যাঃ
পলার্দ্ধমপিচার্দ্ধপলং বীজস্য ॥"

সুচির পর্য্যুষিত দধি অর্দ্ধাঢ়ক, চিনি ষোল পল, ঘৃত এক পল, মধু এক পল, মরীচ দুই কর্ষ,

শুঠ দুই কর্ষ, বীড় লবণ দুই কর্ষ। ইহার যোগে শিখরিণী হয়।

বিড়ার সঞ্চয়, পানের খিলি সমূহ। টাটী, ঝাপ বা আগড় ॥ ১৭-২০ ॥

(৩২।৩৩ পা।) "পুরী গোসাঞি…… কেহোত প্রাচীর ॥" এই ২১শ হইতে ২৫শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। পূর্ব্ব অন্ন-কূট, শ্রীকৃষ্ণাবতার সময়ের গোবর্দ্ধন পূজার অন্নকূটই যেন প্রত্যক্ষ হইয়াছে। মাঙ্গিয়া, চাহিয়া। গব্যভোজন, দুগ্ধ পান। অন্ন লয়া, তণ্ডুলাদি খাদ্য দ্রব্য লইয়া। ভেট, উপহার ॥ ২১-২৫ ॥

(৩৩ পা।) "এক এক ব্রজবাসী…… ভোগ বিবরণে ॥" এই ২৬শ হইতে ২৯শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। গৌড় হৈতে, গৌড়দেশ হইতে। বৈরাগী, বিষয় বৈরাগ্যবিশিষ্ট। লেপ, লেপন কর। সেবার নির্ব্বন্ধ, যত্ন পূর্ব্বক গোপা-লের সেবার নিমিত্ত।

"শান্তিপুর আইলা শ্রীল অদ্বৈতের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে ॥
তাঁর ঠাই মন্ত্র লৈল যতন করিয়া।"

এই পয়ারে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর প্রেম দেখিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করাতে, অনুপযুক্ত কেবল কৌলিক গুরু (কুলগুরু) করিবার প্রথা নাই। ভক্তিমান্ যোগ্যব্যক্তির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে। ইহা প্রতিপন্ন হইল। এখানে একটি আশঙ্কা হইতে পারে, হরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে—

"পুরশ্চরণকৃদ্ধোমমন্ত্রসিদ্ধঃ প্রয়োগবিৎ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ॥"

যিনি পুরশ্চরণাদি দ্বারা নিজমন্ত্র চৈতন্য করিয়াছেন, সকল প্রকার প্রয়োগ কুশল, সত্যবাদী অথচ গৃহস্থধর্ম্মে স্থিত তিনিই গুরু হইবেন। এরূপ হইলে শ্রীঅদ্বৈত সন্ন্যাসির নিকট দীক্ষা লইলেন কি প্রকারে? তদুত্তর, সিদ্ধমন্ত্রগুরুর নিকট দীক্ষা লইতে পারেন অর্থাৎ যিনি যে মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী হইলেও, তাঁহার নিকট হইতে ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিলে দোষ হয় না। জগমোহন, শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ তদংশ স্থান বিশেষ। কাঁহা কাঁহা, কি কি দ্রব্য। সৌষ্ঠব, পরিপাটী। ভিয়ানে,পাক করিয়া। লাগাব, প্রদান করিব। গোপা-লের নিমিত্ত শ্রীগোপীনাথের ভোগ জানিতে যে ইচ্ছা করেন, ইহা তাঁহার সেবাবিষয়ক প্রীতি কার্য্য ॥ ২৬-২৯ ॥

(৩৩। ৩৪ পা) "শয্যাভোগে…… মাধবপুরীরে চাহিয়া ॥" এই ৩০ৎ হইতে ৩৩ৎ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। শয্যা-ভোগ, শয়নের পূর্ব্বকালীন ভোগ। লেপি, লেপন করিয়া। দ্বার দিয়া, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া। বোলে, অনুসন্ধান করে ॥ ৩০-৩৩ ॥

(৩৪ পা) "ক্ষীর লও এই … … গোপাল বৃত্তান্ত ॥" এই ৩৪ৎ হইতে ৩৭ৎ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। লাগি, জন্য। আবেশে, প্রেমাবেশে। ঠিকরি, মৃণ্ময় ক্ষীরপাত্রের খোলা। প্রতিষ্ঠা, সুখ্যাতি। "প্রতিষ্ঠার স্বভাব" ইতি। বিদিত, জ্ঞাত। লাগ লৈয়া, লগ্ন হৈয়া। বিধাতা প্রতিষ্ঠার নির্ম্মাণ কর্ত্তা হেতু

সর্ব্বত্র তাহার সুখ্যাতির ঘোষনা করেন অর্থাৎ যেখানে ভক্ত যাইবেন, সুখ্যাতিও সেখানে উপস্থিত হইবে। গোপাল বৃত্তান্ত, গোপাল যে চন্দন চাহিয়াছেন সেই কথা ॥ ৩৪-৩৭ ॥

(৩৫ পা) "গোপাল চন্দন ... ... আনিল ডাকিয়া ॥" এই ৩৮৫ হইতে ৪১ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। আশঙ্কা হইতে পারে, গোপাল চন্দন চাহিয়াছেন ভক্তগণ ইহা শুনিয়া আনন্দিত হওতঃ রাজপাত্রের (রাজকর্ম্মচারীর) নিকট চন্দন প্রার্থনা করেন কেন? সে সময়ে তত্রত্য চন্দনবন উৎকলের রাজার আয়ত্ত থাকাতে তদাজ্ঞা ব্যতীত অন্য কেহ চন্দন লইয়া দেশান্তরে যাইতে পারিত না। "এক বিপ্র" ইতি। চন্দনবহন নিমিত্ত এক ব্রাহ্মণ ও এক সেবক দিলেন; কিন্তু পুরীগোঁসাই তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া স্বয়ং চন্দন বহন করেন। ইহা পশ্চাৎ "হেন জন চন্দনের ভার বহি যায়" এই পয়ারে ব্যক্ত হইবে। তাঁহারা সঙ্গে ছিলেন মাত্র। সম্বল সহিত, অর্থের সহিত। ঘাটে, মাশুল লইবার স্থানে। দান, মাশুল। রাজলিখা, রাজার ছাড়। যদি বল, শ্রীগোপালের নিজের জন্য চন্দন প্রার্থনা করতঃ শ্রীগোপীনাথে উহা দিতে বলেন কেন? ইহাতে বলিতেছেন, "স্বতন্ত্র ঈশ্বর" ইতি। তাঁহার আজ্ঞাপালনই আমাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় জানিনা; যে হেতু স্বতন্ত্র ঈশ্বর। এই দুই, পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্র হইতে সঙ্গে সমাগত ব্রাহ্মণ ও সেবক। বেতন, ক্ষেত্রে যে সম্বল পাইয়াছিলেন তাহা হইতে মাহিনা দেন। যাবৎ হৈল অন্ত, পুরী যে সকল চন্দন আনিয়াছিলেন, তাহা যে পর্য্যন্ত শেষ না হইল, তাবৎকাল তিনি রেমুণাতে থাকিলেন ॥৩৮-৪১॥

(৩৯,৩৬ পা)"গ্রীষ্মকাল অন্তে... .. নাহি এ বিচার ॥" ৪২৫ হইতে ৪৪৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তিনবার স্বপ্নে, প্রথম কুঞ্জ হইতে গোপালমূর্ত্তি বাহির কর; দ্বিতীয় তাপশান্তির জন্য চন্দন আন, তৃতীয় শ্রীগোপীনাথে চন্দন দাও। জঞ্জাল,উদ্বেগ। পরাকাষ্ঠা,সীমা। বিরক্ত, নিস্পৃহ। মৌনী, বৃথালাপ বর্জ্জিত। গ্রাম্যবার্ত্তা, বিষয়বার্ত্তা। বুলে, চলে। মণেক, একমণ। জগাতি, জঙ্গল। কেহ বলেন, বিক্রেয় দ্রব্যের কর আদায়ের স্থান ॥ ৪২-৪৪ ॥

(৩৬ পা) "সঙ্গে এক বট......... শ্লোকের সহিতে ॥" এই ৪৫৫, ৪৬৫ ও ৪৭৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। বট, কড়ি। যাঁর নামে সকল তাপের শান্তি হয়, সেই গোপালের তাপ ও তৎশান্তির জন্য পুরীর নিকট চন্দন প্রার্থনা কিরূপে হইতে পারে? ইহাতে বলিতেছেন, "এই তার গাঢ়" পয়ার হইতে "হৈল দয়াবান্" পয়ার পর্য্যন্ত। পরীক্ষা করিয়া পুরীর প্রগাঢ় প্রেম লোকে দেখাইতে তাপশান্তি ছলে চন্দন প্রার্থনা করেন। "অয়ীতি" শ্লোক। তার কৃপায়ে, শ্রীরাধা কৃপায়। নাহি চৌঠজন, শ্রীরাধাদি তিন জন্য ব্যতীত আর চতুর্থ জন নাই অর্থাৎ রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে মহাভাব

দ্বিবিধ। অধিরূঢ় মহাভাবও মোদন ও মোহন নামে দ্বিবিধ। মোদন কেবল রাধিকাযূথেই প্রকাশ পায়। প্রবিশ্লেষ দশায় এই মোদনকে মোহন বলে! মোহন নামক ভাব এক শ্রীরাধাতেই উদয়, এই ভাব কোন অনির্ব্বচনীয় গতিকে প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে যে ভ্রম তুল্য কোন বিচিত্রতা হয়, তাহাকে দিব্যোন্মাদ বলে। ইহা শ্রীরাধাতেই সম্ভবে। উন্মাদাবস্থায় শ্রীরাধা যাহা বলেন, তৎকৃপায় হৃদয়ে ঐ উন্মাদের সঞ্চার হওয়াতে পুরীর এই শ্লোক স্ফূর্ত্তি হয়, শ্রীচৈতন্য শ্রীরাধাভাব অঙ্গীকার করায় এই শ্লোক আস্বাদন করেন। অতএব তিন জন ব্যতীত আর কেহ উহার অভিপ্রায় বুঝে না ॥ ৪৫-৪৭ ॥

(৩৬ পা) "অয়ীতি।" এই দ্বিতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন জনিত মহাবিরহসমুদ্রে পতিতা শ্রীরাধার শাবল্যভাবের উদয় হইলে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী কৃত পদ্যে অনুবর্ণিত হইতেছে। প্রথমতঃ শ্রীরাধা স্বাপরাধ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিবেন না জানিয়া, পরমদৈন্যোদয়ে বলিতেছেন, "অয়ি।" অয়ি শব্দটি কোমল সম্বোধন। হে "দীনদয়ার্দ্র" অর্থাৎ আমার ন্যায় দীনজনে যে তোমার নিরর্গল কৃপা তদ্দ্বারা পরম স্নিগ্ধ। অতএব হে তদ্‌গুণসম্পন্ন! যদিও আমি তোমাতে অপরাধিনী, তথাপি দয়ার্দ্রচিত্তত্বহেতু তুমি এই দীনকে দর্শন দাও। অথবা, ভব ও বিরহসমুদ্রে পতিতজনের প্রতি যে তোমার দয়া তদ্দ্বারা উদ্বিগ্নচিত্ত অর্থাৎ তাদৃশজনের দুঃখ বিনাশতৎপর। অতএব আমি অতি দীনা আমার ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া কোথাও থাকিতে পার না; সুতরাং দর্শন দাও। পুনরায় পূতনাবধাদি স্মরণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দয়ত্ব স্ফূর্ত্তি হইলে শ্রীরাধা কহিতেছেন, "হে নাথ" অর্থাৎ নির্দ্দয়রূপে তুমি স্ত্রীগণকে বধ কর। অতএব আমাদিগকে ত্যাগ তোমার কর্ত্তব্য হইয়াছে। অথবা, দক্ষিণত্ব গুণোদয়ে শ্রীরাধা কহিলেন, "হে নাথ" অর্থাৎ তুমি সর্ব্বজনরক্ষক; সুতরাং তাদৃশস্বভাব ত্যাগ করতঃ আমাদিগকে মারিতে কেন মথুরা গমন করিলে? দক্ষিণা যথা উজ্জ্বলে—

"অসহা মাননির্ব্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী।
সামভিস্তেন ভেদ্যা চ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা॥"

যে নায়িকা মানগ্রহণে অসহা ও নায়কের প্রতি যুক্তবাক্য প্রয়োগ করে এবং নায়কের স্তববাক্যে প্রসন্ন হয়, তাহাকে দক্ষিণা কহে। এখানে যুক্তবাক্য প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা, শ্রীকৃষ্ণের পালনাদি গুণ শ্রীরাধায় স্ফূর্ত্তি হওয়ায় কহিতেছেন, "হে নাথ" অর্থাৎ তুমি আমাদিগকে বহু প্রকারে রক্ষা করিয়াছ; এক্ষণে কেন আমাদের ত্যাগ করিলে। অথবা, যিনি নাথ, তিনি অভীষ্টদানে সমর্থ। যিনি অভীষ্টদাতা, তিনি আমাদের অনভীষ্ট প্রদান করতঃ কোথায় না যাইতেছেন? অথবা, অবহিত্থাভাবে কহিলেন, "হে নাথ" অর্থাৎ সম্বন্ধ পদের অনির্দ্দেশ হেতু

তুমি কেবল আমার নাথ নহ, পরন্তু ব্রজবাসি ও মথুরাবাসিগণের নাথ। অতএব তাহাদের সুখ সম্পাদন কর। আমার অভিমানে তোমার কোন আশঙ্কা নাই। উত্তাপ প্রদান করা তোমার ধর্ম্ম; সুতরাং আমাদের ত্যাগে তোমার আর অপরাধ কি? 'হায় হায় আমার অনাদরবাক্য দ্বারা আমার একমাত্র জীবন শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় মথুরায় গমন করিলেন।' বিরহবৈবশ্য হেতু ইহা স্মরণ করতঃ অসূয়াভাবে শ্রীরাধা কহিলেন, "হে মথুরানাথ" অর্থাৎ এক্ষণে তুমি মথুরানাগরীগণের নাথ। অতএব আমার অরক্ষণে তোমার কোন দোষ নাই। অথবা, ঈর্ষা বশতঃ কহিলেন, "হে মথুরানাথ" অর্থাৎ মথুরানাগরীগণ তোমার চিত্ত হরণ করিয়াছে। অতএব গ্রাম্যকুলবালিকা ও পশুপালিকা আমাদের সহিত রমণ করিতে কেন তুমি আগমন করিবে? পূর্ব্বে তুমি ব্রজনাথ ছিলে, এক্ষণে মথুরারমণীগণের রূপাদি শ্রবণ করতঃ তাহাদের উপভোগ করিতে গমন করতঃ মথুরানাথ হইয়াছ। তোমার স্বভাব অনবস্থিত; সুতরাং ব্রজে কোন প্রয়োজনে আসিবে। শ্রীরাধা অসূয়াভাবে কহিতেছেন, যদিও মথুরানাগরী তোমায় অধীন করিয়াছে, তথাপি কৃতজ্ঞতা অঙ্গীকার করিয়া একবার দর্শন দেওয়া সঙ্গত। এই অভিপ্রায়ে কহিলেন, "কদেতি।" অথবা, "হে সখি, শ্রীকৃষ্ণ অতিনির্দ্দয়, কখনও তিনি আসিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কিরূপে আমি প্রাণসকল ধারণ করিব।" এরূপ ঔৎসুক্যোদয়ে শ্রীরাধা কহিলেন, "কদাবলোক্যসে।" অথবা, যদি বল, আমি (শ্রীকৃষ্ণ) তোমাদেরই সদা পালক, মথুরাস্থিত যাদবাদির সুখ বিধান জন্য কয়েকদিন বাস করিব। তাহাতে সদৈন্যে কহিতেছেন, হে মথুরাজনপালক কবে তুমি আমাদের দেখা দিবে? যদি বল, সুহৃদ্‌গণের সুখবিধান করিয়াই আগমন করিব। ইহাতে ব্যাকুলভাবে শ্রীরাধা কহিলেন, 'হে দয়িত' অর্থাৎ প্রাণতোষক, তোমার অদর্শনে মন অত্যন্ত অস্থির হইতেছে, এক্ষণে কি করি? দয়িত হেতু তদুপায় তুমিই বল। অথবা, যদি বল, তোমাদিগকে যখন পরিত্যাগ করিয়া আমি গমন করিয়াছি, তখন আমার নির্দ্দয়তা অনুমান করতঃ আমার দুরাশা ত্যাগ করতঃ নিজ পতিকে ভজনা কর। শ্রীকৃষ্ণের এই অভিপ্রায় অনুমান করতঃ শ্রীরাধা কহিলেন, "হে দয়িত" অর্থাৎ হৃদয়নাথ, হৃদয় তোমাকেই নাথ রূপে জানে। অতএব সেই হৃদয়ের প্রতি কেন তুমি উদাসীন হইতেছ? যদি বল, আমাকে উদাসীন জানিয়া হৃদয়ের স্থৈর্য্য উৎপাদন কর। ইহাতে বলিতেছেন, 'হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরমিতি।' অর্থাৎ হৃদয় কাতর হইয়াছে, তাহার ভদ্রাভদ্র বিচার নাই। ইহা জানিয়া যাহা উচিত হয়, তাহা বিধান কর। তোমার অদর্শনে প্রাণ স্থির হইতেছে না। এরূপ বুদ্ধি দ্বারা পরামর্শ করতঃ কিরূপে হৃদয়কে স্থির করিব।

ইহাই বলিতেছেন, 'আম্যতীতি।' অর্থাৎ হৃদয় অনবস্থা লাভ করিয়াছে। এতাদৃশী অবস্থাবিশিষ্টা হইয়া আমি কি করিব অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিব কি মরিয়া যাইব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ২ ॥

(৩৬ পা) "এই শ্লোক পড়িতে······ প্রেমনাট ॥" এই ৪৮৭ ও ৪৯৭ পয়ারের ভাবার্থ সরল। প্রেমোন্মাদ, প্রেম জনিত উন্মাদ। ইতি উতি, ইতস্ততঃ। ইহা উন্মাদের অনুভাব। না নিঃস্বরে বাণী, স্বরভেদ বুঝাইল। স্বরভেদাদি বৈবর্ণ্য পর্য্যন্ত সাত্ত্বিক ভাব। নির্ব্বেদাদি দৈন্য পর্য্যন্ত ব্যভিচারীভাব। ইষ্টানিষ্টের শ্রবণ ও দর্শন এবং বিরহাদিতে মোহের পূর্ব্ব ও পর অবস্থা সদৃশ বিচার শূন্যতাকে জাড্য বলে। নিমেষরাহিত্য, তুষ্ণীভাব এবং বিস্মরণাদি তাহার অনুভাব। উঘারিল, খুলিয়া গেল। প্রেমনাট, প্রেমবিলাস ॥ ৪৮। ৪৯ ॥

(৩৬।৩৭ পা) "লোকের সংঘট্ট······ কৃষ্ণদাস ॥" ৫০৭, হইতে ৫২৭ পয়ার তিনটির ভাবার্থ সরল। বাহুড়িয়া, ফিরাইয়া। গোঙাইয়া, অতিবাহিত করিয়া। দুঁহার, ভগবান্ ও ভক্তের ॥ ৫০-৫২ ॥

ইতি মধ্যলীলায়াং চতুর্থ পরিচ্ছেদে সুবোধিনী টিপ্পনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
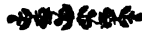
(৩৭ পা) "পদ্ভ্যামিতি।" এই প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই পরিচ্ছেদে সাক্ষিগোপালের চরিত্র ও শ্রীনিত্যানন্দ কর্ত্তৃক দণ্ডভঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় গ্রন্থকার শ্রীগোপালচরিত্র বর্ণন হেতু তৎকৃপা প্রার্থনায় তাঁহাকে বন্দনা করিলেন ॥ ১ ॥

(৩৭।৩৮ পা) "জয় জয় শ্রীচৈতন্য...... দিব কন্যাদান ॥" ১ম হইতে ৪র্থ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। 'চলিতে চলিতে' ইতি। মহাপ্রভু রেমুণা হইতে যাজপুরে গমন করেন। যাজপুরে বৈতরণী নদীর দশাশ্বমেধ নামক ঘাটে স্নান, ব্রাহ্মণ নগরে বরাহমূর্ত্তি দর্শন, এবং নাভিগয়াতে বিরজাদেবীকে দর্শন করতঃ কটক যাত্রা করেন। রাজা প্রতাপরুদ্র যেখানে থাকিতেন, সেই স্থানে সাক্ষিগোপালকে লইয়া যাইতেন, এজন্য তখন সাক্ষিগোপাল কটক নগরে ছিলেন। এক্ষণে ইনি সত্যবাদী গ্রামে আছেন। গোবিন্দ স্থানে, শ্রীগোবিন্দের বর্ত্তমান পুরাতন মন্দিরের উত্তরদিকে শ্রীগোপালের মন্দির। শ্রীগোপালস্থানের পরিচয় হেতু শ্রীগোবিন্দস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, নচেৎ তৎকালে তথায় ছিল না ॥ ১-৪ ॥

(৩৮ পা) "ছোট বিপ্র......জানিব নিশ্চয়॥" এই ৫ম হইতে ৮ম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। প্রবীণ, শ্রেষ্ঠ। ইহারে আমি দিল, ইহাকে আমি বাক্ দান করিলাম। গুরুবুদ্ধ্যে, শ্বশুরবুদ্ধে। জানিব, জানাইব॥ ৫-৮॥

(৩৯ পা)'একদিন......চাঁদ ধরিতে॥' এই ৯ম হইতে ১২শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। সাক্ষী বোলাইয়া, শ্রীগোপালকে সাক্ষী আনাইয়া। ন্যায়, উচিত বা নালিশ। ধর্ম্ম যায়, কন্যাদান করিতেই হইবে, না দিলে ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। ন্যায় করি, বিবাদ করিয়া। লঘু বিপ্র, ছোট বিপ্র। বিবাহিতে বিবাহ করিতে॥৯-১২॥

(৩৯ পা) "ঠেঙ্গা দেখি......কর অঙ্গীকারে॥" এই ১৩শ হইতে ১৬শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। নাহিক স্মরণ বলাতে মিথ্যা বলা হইলেও প্রাণ সঙ্কটে উহা দোষ হয় না, কেননা সত্য বলিলে কন্যা দিতে হইবে, তাহাতে স্ত্রী-পুত্রাদি বিষপানে প্রাণত্যাগ করিবে। তথাহি শ্রীভাগবতে অষ্টমে ১৯ অধ্যায়ে—

"স্ত্রীষু নর্ম্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে।
গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্॥"

উৎসাহ পূর্ব্বক স্ত্রীবশীকরণে, পরিহাসে, বরের প্রশংসা কথনে, প্রাণসঙ্কটে, গোব্রাহ্মণের হিতজন্য বৃত্ত্যর্থে ও হিংসায় মিথ্যাবাক্য দোষকর নহে। তথাহি শ্রুতিঃ—

"তস্মাৎ কাল এব দদ্যাৎ কালে
ন দদ্যাৎ তৎ সত্যানৃতে মিথুনী করোতি॥"

সেই হেতু কালে দিব, কালে দিব না এরূপে সত্যমিথ্যার যোগ করিবে। তথাহি যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"বর্ণিনাং হি বধো যত্র তত্র সাক্ষ্যনৃতং বদেৎ॥"

যেখানে মনুষ্যগণের প্রাণ সঙ্কট হইবে সেখানে মিথ্যা সাক্ষ্য বলিবে। অতএব বড় বিপ্রের সত্যানৃত বাক্য দোষাবহ নহে।

প্রাগল্‌ভ্য, ঔদ্ধত্য। ন্যায় জিতিতে, উচিতকে অন্যথা করিতে॥ ১৩-১৬॥

(৪০ পা) "তবে মুক্রি......তাহা যাইতে নারিব॥" এই ১৭শ হইতে ২১শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। নহিব, হইবে না। লট্‌পটী, গোলমেলে॥১৭-২১॥

(৪০ পা) "বিপ্র কহে......সেই স্থানে॥" এই ২২শ পয়ারের ভাবার্থ। "প্রতিমা" ইতি। পরম ভক্ত ছোট বিপ্রের ভগবৎপ্রতিমায় শৈলাদিবুদ্ধি না থাকায় তাঁহাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়াছেন, কেন না ভক্তের তাঁহাতে তদ্বুদ্ধিই হইয়া থাকে, নচেৎ নারকী হয়। তথাহি ভগবদ্বাক্য—

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥"

এইটি শিলাময়ী কিম্বা দারুময়ী প্রতিমা এই মূঢ়বুদ্ধি বশতঃ সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান পরমাত্মা যে ঈশ্বর, আমাকে ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ আমার সহিত প্রতিমার ঐক্যভাব না জানিয়া যে প্রতিমা ভজন করে অর্থাৎ লোকদৃষ্টিতে কেবল জলাদি অর্পণ করে, ভস্মে ঘৃত প্রদানের ন্যায় তাহা বিফল হয়।

উলটি, ফিরিয়া॥ ২২॥

(৪০।৪১ পা) "নুপুরের ধ্বনি...... আনন্দ অন্তর॥" এই ২৩শ হইতে ২৬শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। রান্ধি, রন্ধন করিয়া। ইবে, এক্ষণে। আইলু, আসিলাম। সাক্ষী, শ্রীগোপাল॥ ২৩-২৬॥

(৪১ পা) "যদি বর দিবে......আনন্দিত হয়া॥" এই ২৭শ হইতে ৩১শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। বুলি বলিয়া।

মাণিক্যসিংহাসন, পূর্ব্ব রাজার সিংহাসনের নাম ॥ ২৭ ॥

(৪২ পা) "সেই হৈতে.....দণ্ড যে ধরিল ॥" এই ৩২৯ হইতে ৩৪৯ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ঠারাঠারি, তাকাতাকি। ভুবনেশ্বর, কটকের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে; এই স্থানে ভুবনেশ্বর নামে অনাদিলিঙ্গ মহাদেব আছেন। ভার্গীনদী, পুরীর তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিতা। এই নদীর তীরে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের দণ্ডভঙ্গ করায়, ইহাকে দণ্ডভাঙ্গা বলে ॥ ৩২-৩৪ ॥

(৪২ পা) "কপোতেশ্বর......মহেশ দেখিয়া ॥" এই ৩৫৯ পয়ারের ভাবার্থ। কি নিমিত্ত দণ্ডভঙ্গ করেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্তে, ২য়ে, যথা,—

"দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দরায়।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায় ॥
অহে দণ্ড আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এ তো যুক্তি নহে ॥
এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড ॥"

অথবা—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই আশ্রম চতুষ্টয় সগুণ, সগুণ হইলে মায়া পরতন্ত্র, তাহা হইলে কর্ম্মের অধীন এবং কর্ম্মাধীন হইলে সংসারী। পরমহংসগণ আশ্রমাতীত ও নির্গুণ। এই হেতু তাঁহাদের দণ্ড থাকে না। দণ্ডিগণ আশ্রমোচিত কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায়ী হন। পরমহংস গুণাতীত বলিয়া বিধি-নিষেধের কিঙ্কর নহেন। ভাগবতে ১১শ, ১৮অ, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্দেহচেতসাম্।
ন হ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ ॥"

বাক্যের দণ্ড মৌন, দেহের দণ্ড কাম্যকর্ম্ম-ত্যাগ, চিত্তের দণ্ড প্রাণায়াম, এই তিনটি দণ্ড যাহার নাই, হে উদ্ধব, সেইজন কেবল বাঁশের দণ্ডধারণে সন্ন্যাসী হয় না।

এ প্রমাণে দণ্ডাদি যতিচিহ্ন ধারণেই যতি হয়, তাহা নহে, কিন্তু তদ্ধর্ম্ম-নিষ্ঠাতেই যতি হয়, এইটি পরম রসিক-জনে জানাইবার জন্য দণ্ডভঙ্গ করেন। পূর্ব্বে ত্রিদণ্ডিরা তিনখানি দণ্ড ধারণ করিতেন। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে একদণ্ড হয়। বাক্, দেহ ও চিত্তের যখন গুণবৃত্তি থাকে, তখন তাহাদের দণ্ডার্থ তৎস্মারক তিনখানি দণ্ড থাকে। পরমহংসগণের গুণবৃত্তি না থাকায়, কখনই রাগাদির বিষয়োন্মুখতা হয় না, এজন্য তাঁহারা দণ্ড ধারণ করেন না। অতএব সচ্চিদানন্দময় ভগবানের গুণ-সঙ্গও হইবার সম্ভাবনা নাই; তাঁহার রাগাদির দণ্ড কি? এই হেতু দণ্ড তিন খণ্ড করিয়া দেখাইলেন, ইহার বাক্, দেহ ও চিত্তের দণ্ডের প্রয়োজন নাই। মায়াধিকারের দণ্ড মায়ার স্রোতে ভাসিয়া যাউক। যাঁহার বাক্, দেহ ও চিত্ত সকলই সচ্চিদানন্দময়, তাঁহার আবার দণ্ড কেন? এবং ইহাতে ইহাও দেখাই-লেন, ভক্তিমার্গে কোন আশ্রম বিশেষের প্রয়োজন নাই। অথবা, শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া সার্ব্বভৌমের নিকট যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবেন, তাহাতে যতিচিহ্ন দণ্ডাদির প্রয়োজন নাই, এই হেতু শ্রীচৈতন্য দণ্ড ভাঙ্গান এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণ

ত্রয় খণ্ডনাভিপ্রায়ে তিনখণ্ড করেন। অথবা—

"এহো কেনে দণ্ড ভাঙ্গে তেহো কেন ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাইয়া কেন ক্রুদ্ধ এহোঁত দোষায়॥
দণ্ডভঙ্গলীলা এই পরম গভীর।
সেই বুঝে দোঁহার পদে, যার ভক্তিধীর॥৩৫॥"

(৪২ পা) "জগন্নাথের... ..প্রকাশিল॥" এই ৩৬৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। দেউল, শ্রীমন্দির। আঠারনালা, এই স্থানে নদীর উপরে যে সাঁকো আছে, তাহাতে আঠারটি ছিদ্র থাকায় ইহাকে আঠারনালা বলে। ইহাতে পার হইয়া পুরী যায়॥ ৩৬॥

(৪২ পা) "নিত্যানন্দে প্রভু······কর মোর দণ্ড॥" এই ৩৭৫ পয়ারের ভাবার্থ। এই পয়ারানুযায়ী স্বয়ং দণ্ড ভাঙ্গাতে শ্রীনিত্যানন্দের মিথ্যা কথা হইল এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত "দণ্ড হাতে করি হাসে" পয়ারে বলিয়াছেন, আমি (শ্রীনিত্যানন্দ) যাহাকে (শ্রীচৈতন্যকে) হৃদয়ে বহন করি, সে আবার তোমাকে বহন করেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে; এই বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ দণ্ড ভঙ্গ করেন। অতএব উভয় গ্রন্থের সামঞ্জস্য কি? ইহাতে বলিতেছেন, "প্রেমাবেশে পড়িলে" ইতি। শ্রীনিত্যানন্দ হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য বাস করায় দণ্ড ভঙ্গ বিষয়ে দুই জনার ভরেই দণ্ডভঙ্গ হওয়াতে উহা মিথ্যা হইল না বা গ্রন্থদ্বয়ের অসামঞ্জস্য হইল না। তবে যে উহা স্পষ্টরূপে না বলিয়া এইরূপে বলেন, তাহা প্রেমের স্বভাব বশতঃ অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যকে হৃদয়ে যে ধারণ করেন, তাহা প্রেমের কার্য্য। কিন্তু প্রেমিক প্রেমকে হৃদয় হইতে বাহির করেন না। যে হেতু তাহাতে প্রেম খর্ব্ব হয় বা থাকে না। তথাহি প্রেমসম্পুটে—

"প্রেমা দ্বয়োরসিকয়োঃ স্থির দীপ এব
হৃদ্বেশ্মভাসয়তি নিশ্চলমেব ভাতি।
দ্বারাদয়ং বদনতস্তু বহিষ্কৃতশ্চ—
ন্নির্ব্বাতি শীঘ্রমথবা লঘুতামুপৈতি॥"

প্রেমরূপ স্থিরপ্রদীপ নায়ক ও নায়িকার হৃদয়রূপ গৃহকে প্রকাশ করে এবং নিশ্চলরূপে তথায় প্রকাশ পায়। কিন্তু মুখরূপ দ্বার দিয়া যদি এই প্রেমপ্রদীপ বাহির হয়, তবে নির্ব্বাণ হয় অথবা লঘুতাকে প্রাপ্ত হয়। অতএব এই দণ্ডভঙ্গলীলা প্রেমের কার্য্য॥ ৩৭॥

(৪২ পা) "শুনি প্রভু মনে······কৃষ্ণদাস॥" এই ৩৮৫ হইতে ৪০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ব্যক্তি, প্রকাশ করতঃ। ভাঙ্গাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ ইত্যাদি, ক্রোধছলে শ্রীনিত্যানন্দাদির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অগ্রে জগন্নাথদর্শনে গমন, কেবল সার্ব্বভৌমকে কৃপা করা। তাঁহারা সঙ্গে থাকিলে সার্ব্বভৌমগৃহে গমন হয় না; যে হেতু তাঁহারাই সুস্থ করিতেন। মহাপ্রভুর এই অভিপ্রায় জানিয়া কিঞ্চিৎ ক্রোধ উৎপাদনের জন্য শ্রীনিত্যানন্দ সেই দিনেই দণ্ড ভঙ্গ করেন॥৩৮-৪০॥

ইতি মধ্যলীলায়াং পঞ্চম পরিচ্ছেদে সুবোধিনী টিপ্পনী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(৪৩ পা) "নৌমীতি।" এই প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সার্ব্বভৌমের ভক্তি বলিবেন। গ্রন্থকার পূর্ব্বের ন্যায় এই শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন ॥ ১ ॥

(৪৩ পা) "জয় জয়... সাত্ত্বিক বিকার ॥" এই ১ম হইতে ৪র্থ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। মন্দিরে, গর্ভ মন্দিরের বাহির মন্দিরে। পড়িছা, মন্দিরের সেবক। শিষ্য পড়িছা দ্বারে; পড়িছাগণ মধ্যে সার্ব্বভৌমের যাঁহারা শিষ্য ছিলেন, তদ্দ্বারা। সাত্ত্বিকবিকার, সাত্ত্বিকভাব। তথাহি রসামৃতসিন্ধুতে—

"কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তেতু সাত্ত্বিকাঃ।
স্নিগ্ধা দিগ্ধাস্তথা রুক্ষা ইত্যমী ত্রিবিধা মতাঃ॥"

সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি অথবা কিঞ্চিৎ ব্যবধান হেতু ভাবসমূহে চিত্ত আক্রান্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে সত্ত্ব বলেন। সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন যে সকল ভাব তাহাদিগকে সাত্ত্বিক বলা যায়। এই সাত্ত্বিক তিন প্রকার, স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ।

ঐ তিনটি মুখ্য ও গৌণ ভেদে সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় ॥১-৪॥

(৪৩ পা) "সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ...... বড় চমৎকার ॥" এই ৫ম পয়ারের ভাবার্থ। যদিও সত্ত্বমূল প্রযুক্ত সমুদায় ভাব সাত্ত্বিক, তথাপি স্তম্ভাদি সকল সত্ত্বমূল নিবন্ধন সাত্ত্বিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। সত্ত্বের তারতম্য প্রযুক্ত প্রাণ ও দেহে ক্ষোভের তারতম্য হয়; এই হেতু সকল সাত্ত্বিক ভাবেরই তারতম্য আছে। এই সাত্ত্বিক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ধূমায়িতা, জ্বলিতা, দীপ্তা ও উদ্দীপ্তা এই চারি প্রকার হয়। উক্ত বৃদ্ধি বহুকাল ব্যাপিত্ব, বহুঅঙ্গ ব্যাপিত্ব ও স্বরূপের উৎকর্ষ, এই তিন প্রকার হয় এক সময়ে যদি পাঁচ ছয় অথবা সমুদায় ভাব উদিত হইয়া পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা উদ্দীপ্ত। সুদ্দীপ্তা ভাব যথা রসামৃতে—

"উদ্দীপ্তা এব সুদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী।
সর্ব্ব এব পরং কোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি॥"

সাত্ত্বিক ভাবসকল মহাভাবে পরম উৎকর্ষতা ধারণ করে. এই হেতু উদ্দীপ্তভাব মহাভাবে সুদ্দীপ্তা হয়। সুখ ও দুঃখজনিত চেষ্টাকে ও জ্ঞানশূন্যতাকে প্রলয় বলে। এই প্রলয়, উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব এবং সুদ্দীপ্তাভাব নিত্যসিদ্ধ (পারিষদ) ভক্তে প্রকাশ পায়। যে মহাভাবে সাত্ত্বিকভাব সকল উদ্দীপ্ত হয়, তাহাকে রূঢ়ভাব বলে। যাহা মুকুন্দমহিষীগণের অতি দুর্লভ এবং ব্রজদেবীগণের একমাত্র বেদ্য সেই ভাবকে মহাভাব বলে।

শ্রেষ্ঠ, অমৃততুল্য, স্বরূপসম্পত্তি সেই ভাব, মনকে স্বীয় স্বরূপকে লাভ করায়। যে মহাভাবে রূঢ়োক্ত অনুভাব হইতে কোন বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত অনুভাব দৃষ্ট হয়,

তাহাকে অধিরূঢ় ভাব বলে। এখানে শ্রীচৈতন্যের অধিরূঢ় ভাব এবং সুদ্দীপ্তা-ভাবাদি দেখিয়া সার্ব্বভৌম মনে করিলেন, এই দৃষ্ট ভাবসকল ব্রজগোপীতেই সম্ভবে, ইহা মনুষ্যদেহে কিরূপে হইল? ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়॥ ৫॥

(৪৩ পা) "এত চিন্তি ······বার্ত্তা আরবার॥" এই ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। উত্তরিল, উপস্থিত হইল। তৈছে, মূর্চ্ছিতাবস্থায়॥ ৬-৮॥

(৪৪ পা) "মুকুন্দ কহে······প্রভুর পদধ্বনি॥" এই ৯ম হইতে ১৩শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। দুঃখহর্ষ, মোহাবস্থা দর্শনে দুঃখ, অনেকক্ষণ পর দর্শনে হর্ষ। সাথে, সঙ্গে॥ ৯-১৩॥

(৪৪ পা) "সার্ব্বভৌম কহে······কহিতে লাগিলা॥" এই ১৪শ হইতে ১৯শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। পাখালি, ধৌত করিয়া। লাফরাব্যঞ্জন, চার পাঁচটি তরকারির মিশ্রিত ব্যঞ্জন। পিঠাপানা, ঘৃতসিক্ত পিষ্টকাদি। সমাধ্যায়ী, এক গুরুর পরম্পর ছাত্রকে সমাধ্যায়ী বলে। দোঁহাকে, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও জগন্নাথ মিশ্রকে॥ ১৪-১৯॥

(৪৫ পা) "সহজেই পূজ্য·········হয়েন মধ্যম॥" এই ২০শ হইতে ২৪শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। উপকর্ত্তা, উপকারী। মাতৃস্বসা, মাসী। শয্যোত্থান, গাত্রোত্থানলীলা। কৃষ্ণকর্ণামৃতে বর্ণিত হইয়াছে যথা—

"কলক্বণিতকঙ্কণং করনিরুদ্ধপীতাম্বরং
ক্রমপ্রসৃতকুন্তলং গলিতবর্হভূষং বিভোঃ।
পুনঃ প্রকৃতিচাপলং প্রণয়িনীভুজাযন্ত্রিতং
মম স্ফুরতু মানসে মদনকেলিশয্যোত্থিতম্।"

যাহাতে কঙ্কণ মধুর শব্দ করিতেছে, পীতবসন করে অবরুদ্ধ হইতেছে, ক্লান্তিজন্য কুন্তল ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে, পুনঃ পুনঃ স্বভাববশে চপল এবং যাহা প্রণয়িনীর ভুজদ্বয়ে আবদ্ধ, সেই প্রাতঃকালীন মদনাবেশ বশতঃ শয্যোত্থানলীলা আমার মানসে নিয়ত স্ফূর্ত্তি হউন।

প্রকৃতিবিনীত,স্বভাব বিনয়যুক্ত॥২০-২৪॥

(৪৫ পা) "গোপীনাথ কহে······বিজ্ঞের গোচর॥" এই ২৫শ হইতে ২৭শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। বাহ্যাপেক্ষা, গৌরবাপেক্ষা; এই হেতু, বড় সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়াছেন। যোগপট্ট, সন্ন্যাসিগণের বস্ত্র বিশেষ, সন্ন্যাসিরা, ঐ বস্ত্র দ্বারা জানু ও পৃষ্ঠবন্ধন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধজানু হইয়া উপবেশন করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসিগণ যে সম্প্রদায়ে সংস্কারিত হইয়া যোগপট্ট গ্রহণ করেন, সেই সম্প্রদায়েরই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাতেই সীমা, ইনিই স্বয়ং ভগবান্। বিজ্ঞের গোচর, তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিই জানেন॥ ২৫-২৭॥

(৪৫ পা) শিষ্যগণ কহে·········জানিবারে॥" এই ২৮শ পয়ারের ভাবার্থ। গোপীনাথাচার্য্যের মুখে প্রভুর ঈশ্বরতত্ত্বের কথা শুনিয়া শিষ্যগণ (সার্ব্বভৌমের ছাত্রগণ) বলিলেন, আপনি কোন্ প্রমাণে ইহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্থির করিয়াছেন? গোপীনাথাচার্য্য কহিলেন, আপ্তবাক্যই (প্রকৃত বাক্যার্থগোচর যথার্থ জ্ঞানবানই আপ্ত বা সিদ্ধান্তিত) ইহার ঈশ্বরত্বের প্রমাণ। বিজ্ঞ

লোকেরা ইঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। যেহেতু শ্রুতি বলেন, "নাবেদ বিন্মনুতে তং বৃহন্তম্" সেই পরমেশ্বরকে অবেদজ্ঞ পুরুষ অনুভব করিতে পারে না? দাম্ভিক শিষ্যগণ বলিলেন, ইঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া অনুমান করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বরত্বসাধক লিঙ্গ জ্ঞানের প্রয়োজন।

অনুমিতিরূপ তৎপরবর্ত্তী জ্ঞান বিশেষের সাধনকে অনুমান বলা যায়। "ধূমোদ্‌গারী পর্ব্বত অগ্নিবিশিষ্ট" ইত্যাদি স্থলে অগ্ন্যাদিজ্ঞান অনুমিতি এবং উক্ত অনুমিতির সাধনীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞান অর্থাৎ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে। এবম্বিধ জ্ঞানই অনুমান। অনুমান শব্দের অর্থ পশ্চাৎ জ্ঞান। প্রথম লিঙ্গ পরামর্শ অর্থাৎ হেতুর (ধূমের জ্ঞান)। পরে দ্বিতীয় লিঙ্গ পরামর্শ বা লিঙ্গলিঙ্গীর (হেতু সাধ্যের কিনা ধূমে বহ্নির) ব্যাপ্তিজ্ঞান (অব্যভিচরিত পরম্পরাগত বা যৌগপদ্যরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান)। এই জ্ঞানই অনুমান। তৃতীয়লিঙ্গ পরামর্শ বা পরামর্শ (ব্যাপার)। তজ্জন্য সাধ্যরূপ অপ্রত্যক্ষ অর্থের জ্ঞান (অনুমিতি) ফল। পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানকেই পরামর্শ বলা যায়। পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান শব্দের অর্থ, ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্টজ্ঞান, অর্থাৎ সাধ্যের (বহ্নির), সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর (ধূমের) পক্ষবৃত্তিত্ব জ্ঞান (পর্ব্বতে অবস্থিতির জ্ঞান)। প্রথমতঃ রন্ধনশালাদিতে ব্যাপক (যাহা ব্যাপ্য হইতে অধিক স্থানে থাকে) বহ্নির সহিত ব্যাপ্য (যাহা ব্যাপক হইতে অল্প স্থানে থাকে) ধূমের ব্যাপ্তি (স্বাভাবিক যৌগপদ্য বা সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ এক আধারে স্থিতি)' গৃহীত (ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, এইরূপ অনুভববিশেষ বা ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন) হয়। পরে কালান্তরে পর্ব্বতাদিতে ধূম দৃষ্ট হইলে, পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ ব্যাপ্তির স্মরণ হয়। পরে বহ্নির সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমের পর্ব্বতাদি পক্ষে স্থিতির জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানই পরামর্শ। পরিশেষে তাদৃশ পরামর্শের সাহায্যেই পর্ব্বতাদিকে বহ্নিবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান হয়। এই শেষোক্ত জ্ঞানই অনুমিতি। লিঙ্গদর্শন ভিন্ন লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধের জ্ঞান হয় না। লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধ আবার পূর্ব্বেই জ্ঞাত হওয়া চাই; নতুবা অননুভূত লিঙ্গলিঙ্গী সম্বন্ধের স্মরণ হইতে পারে না। লিঙ্গলিঙ্গিসম্বন্ধের স্মরণ ভিন্ন তজ্জন্য পরামর্শ ও তজ্জন্য অনুমিতিও জন্মিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরত্বসাধকের লিঙ্গ জ্ঞান কি?

গোপীনাথাচার্য্য কহিলেন, অনুমান ঈশ্বরের প্রমাণ নহে; সাবয়বত্বাদি লিঙ্গ দ্বারা বিশ্ব কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধিত হইতে পারিলেও ঈশ্বরতত্ত্ব সাধিত হইতে পারে না।

দোষ বশতঃ যথাবৎ বস্তুগ্রহণে অসামর্থ্য ঘটিলে প্রত্যক্ষের ব্যভিচার ঘটে। ইন্দ্রিয়দোষ যেরূপ প্রত্যক্ষের বাধক, তদ্রূপ হেতুদোষ অনুমানের বাধক। যে দোষ বশতঃ অনুমিতি ও তাহার কারণ, এই উভয়ের অন্যতরের জ্ঞানের বিরোধ বা বাধা উপস্থিত হয়, তাহার নাম হেতু-দোষ। এই হেতুদোষ বশতঃ অনুমান ভ্রান্ত হয়। বৃষ্টি দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত অধিক পরিমাণে ধূমোদ্‌গম হইতেছে দেখিয়া পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান করিলে, ঐ অনুমান ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। অন্ধকারগৃহে রজ্জুকে সর্প দেখিয়া তাহাকে বিষাক্ত বলিয়া অনুমান। মরুমরীচিকার জলে মৎস্যের অনুমান। ইত্যাদি অনুমান ভ্রান্ত হয়। অনুমান স্বয়ং মূলতঃ শুদ্ধ নহে, অতএব তদ্দ্বারা যে অনুমিতি তাহাও শুদ্ধ হইতে পারে না। মনে করুন, আমরা এই বিশ্বসংসারের বিচিত্র কৌশল দেখিয়া অনুমান করিব, ইহা অবশ্য কোন জ্ঞানবান্ শিল্পী কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। এরূপ অনুমান আমাদিগের কার্য্য সাদৃশ্যে, কিন্তু আমাদিগের কার্য্যের সহিত

বিশ্বকার্য্যের কি কোন সাদৃশ্য আছে? আমরা ঘট ও পটাদি নির্ম্মাণ করি। এই বিশ্ব কি ঘট পটাদির ন্যায় বস্তুবিশেষ? ঘটাদির উৎপত্তি দেখিয়াছি বলিয়াই উহাকে কার্য্য বলে। বিশ্বের ত উৎপত্তি দেখি নাই, তবে উহাকে কার্য্য বলি কেন? অবশ্য এ সংসারে অনেক বস্তু আছে, যাহাদিগের উৎপত্তি আমরা দেখি নাই, অথচ আমাদিগের কার্য্যের সহিত সাদৃশ্যে উহাদিগের উৎপত্তি ও তৎকারণের অনুমান করিয়া থাকি। কিন্তু বিশ্বকে কি সেইরূপে বা বিশ্বকারণকে তদ্রূপে অনুমান করা হয়? পার্থিবশিল্পীর সাদৃশ্যে বিশ্বশিল্পীর অনুমান মূলতঃ অশুদ্ধ। অন্য ঘটাদির কারণ যাদৃশ, অন্য বিশ্বের কারণও তাদৃশই হইবে এ কথা কে বলিতে পারে? সদৃশ ঘটনার বিসদৃশ কারণ তো অনেকই দৃষ্ট হয়। কোন স্থানে কোন একটি যন্ত্রাদি প্রত্যক্ষ করিলে মনে হয়, উহা অবশ্য কোন মানবের জ্ঞাননৈপুণ্য দ্বারা উৎপন্ন। কারণ মনুষ্য কর্ত্তৃক ঐরূপ যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হইতে আমরা অনেক স্থানেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই বিশ্বের কোন অংশই উৎপাদিত হইতে দৃষ্ট হয় নাই। অতএব এই বিশ্বের জ্ঞানবান্ কর্ত্তারও অনুমান হইতে পারে না। সাবয়ববস্তুমাত্রই কর্ত্তৃসাপেক্ষ; বিশ্ব সাবয়ব, অতএব বিশ্বও কর্ত্তৃসাপেক্ষ; এইরূপ ব্যাপ্তিলিঙ্গক গৌণরূপ অনুমান প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বমাত্রই সাধিত হইয়া থাকে, ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধিত হইতে দেখা যায় না; ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতিরেকে ঈশ্বরতত্ত্বের জ্ঞান হয় না, ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝা যায় না।

ঈশ্বরতত্ত্বের অনুভব তাঁহার কৃপা ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। "অথাপীতি" শ্লোক দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

(৪৫ পা "অথাপীতি।" এই দ্বিতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। হে দেব, ভক্তি দ্বারা তোমার পাদপদ্মের কৃপালেশ প্রাপ্ত হইয়া অনু-গৃহীত হইলেই তোমার অপার মহিমার তত্ত্ব বা লীলার তত্ত্ব জানিতে পারে। তোমার কৃপা শূন্য হওতঃ একাকী বা সহস্রজ্ঞানির গুরু হইয়াও শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা বিচার করতঃ ও যোগাভ্যাস দ্বারা অনুসন্ধান করিয়াও তোমার তত্ত্ব জানিতে পারে না। তথাহি মুণ্ডকোপনিষদে—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥

ঈশ্বরতত্ত্ব, বেদশাস্ত্র প্রচুর অধ্যয়ন দ্বারা লভ্য নহেন, গ্রন্থার্থধারণশক্তি দ্বারা লভ্য নহেন ও পুনঃ পুনঃ শ্রবণ দ্বারাও লভ্য নহেন। তবে কিসে ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায়? ইহাতে বলিতেছেন, "যমিতি।" অর্থাৎ যিনি ভক্তিমান্ হইয়া পরমে-শ্বরকে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার কৃপা দ্বারা তিনি তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন; অন্য সাধনা দ্বারা তাঁহার তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। ভগ-বান্ও সেই ভক্তের নিকট নিজতত্ত্ব প্রকাশ করেন ॥ ২ ॥

(৪৬ পা) "যদ্যপি......নাহি কিছু দোষ॥" এই ২৯শ হইতে ৩১৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। উক্ত শিষ্য-বাক্যে সার্ব্বভৌম মৌন থাকায় মৌন সম্মতি লক্ষণ ন্যায়ে, তাহাতে তাহার সম্মতি বুঝিয়া গোপীনাথাচার্য্য সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "যদ্যপি" ইতি। ভট্টাচার্য্য, তুমি জগদ্গুরু, শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিতপ্রধান হইয়াও ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে বিদিত হইতে পার না। ইহা

তোমার দোষ নহে। পাণ্ডিত্যাদি দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব অনুভব করা যায় না। ইহা শাস্ত্রই বলিতেছেন। সার্ব্বভৌম এতাবৎকাল নীরব ছিলেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া, কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন, আচার্য্য, যথেষ্ট হইয়াছে, সাবধানে কথা কও। আমি ঈশ্বরের কৃপা ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে জানিতে পারি নাই। তুমি যে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি? আচার্য্য কহিলেন, "বস্তুবিষয়" ইতি। যে বস্তু যাদৃশ, তদ্বিষয়ে তাদৃশ জ্ঞানই বস্তুতত্ত্বজ্ঞান। বস্তুতত্ত্বজ্ঞানই কৃপাতে প্রমাণ। যেমন ঘট দর্শনে মৃত্তিকাত্ব জ্ঞান; তদ্রূপ ঈশ্বর দর্শনে ঈশ্বরত্বজ্ঞান। ইহাই তৎকৃপার প্রমাণ। আমি যখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছি, তখন অবশ্য ঈশ্বরের কৃপাও লাভ করিয়াছি। শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্বে প্রমাণ দেখাইতেছেন, "ইহাঁর" ইতি। ইহাঁতে প্রলয়াখ্য সুদ্দীপ্ত ভাবরূপ ঈশ্বরের লক্ষণসকল পরিস্ফুটই হইতেছে, এই যে মহাপ্রেমাবেশ ইহাঁর দর্শন করিয়াছ। ইহাই তাঁহার ঈশ্বরত্বে প্রমাণ। কেননা তাহা মনুষ্যদেহে হয় না। তথাপি যে তুমি ইহাঁকে ঈশ্বর বলিয়া বিদিত হইতে পার নাই, ইহা মায়ারই প্রভাব জানিবে। ইষ্টগোষ্ঠী, তত্ত্বনিশ্চয় নিমিত্ত সভা। ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন, আচার্য্য, রাগ করিও না, বিচারে দোষও গ্রহণ করিও না; কারণ শাস্ত্রবিচারে কাহারও দোষ গ্রহণ করা উচিত হয় না। আমি যাহা কিছু বলিব, শাস্ত্রমতই বলিব ॥ ২৯-৩১ ॥

(৪৬ পা) "মহাভাগবত……নাহিক বিচার ॥" এই ৩২৯ হইতে ৩৫৫ পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। শ্রীচৈতন্য যে পরম ভগবদ্ভক্ত, তাহা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না। কলিযুগে ঈশ্বরের অবতার স্বীকৃত হয় না। কলিতে বিষ্ণুর অবতার নাই বলিয়াই, তাঁহাকে 'ত্রিযুগ' বলা হয়। আচার্য্য কিছু দুঃখিত হইয়া উক্ত বাক্য খণ্ডন করিলেন, "শাস্ত্রজ্ঞ" ইত্যাদি। ভট্টাচার্য্য, তুমি কেবল শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান কর। কলিতে বিষ্ণুর অবতার মাত্র নিষিদ্ধ হয় নাই। কলিতে লীলাবতার হয় না বলিয়াই তাঁহাকে 'ত্রিযুগ' বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত, শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান। এই দুই প্রধান শাস্ত্রেই কলিতে যুগাবতার স্বীকৃত হইয়া থাকে। অবধান, জ্ঞান। তর্কনিষ্ঠ হৃদয় হেতু তোমার সে বিচার বুদ্ধি নাই। কলিতে যুগাবতার সম্বন্ধে শ্রীভাগবত ও মহাভারতের শ্লোক তিনটির দ্বারা পরে প্রমাণ করিতেছেন ॥ ৩২-৩৪ ॥

(৪৬ পা) "আসন্নিতি।" "কৃষ্ণবর্ণমিতি।" ও সুবর্ণবর্ণ ইতি ॥" তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকের ভাবার্থ আদিলীলার ভাবার্থ ব্যাখ্যায় ৯৮, ১০৫, ও ১০৬ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। মহাভারত ও শ্রীভাগবতশাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা গোপীনাথ শ্রীচৈতন্যাবতার প্রমাণিত করিলেন ॥৩-৫

(৪৬ পা) "তোমার আগে……… মায়ার প্রসাদ ॥" এই ৩৫৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। আগে, নিকট। ঈশ্বর

ভূমিতে, ক্ষারভূমিতে। মায়ার প্রসাদ, মায়ারই মহিমা। ক্ষারভূমিতে যেমন সার ও রসের অভাব হেতু বীজের অঙ্কুর হয় না, তদ্রূপ তোমার হৃদয়ে ভক্তি না থাকায় এবং রসশোষক বৈরাগ্যমূলক অদ্বৈতবাদ থাকায় শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ পায় না। ক্ষেত্রপতির কৃপায় যেমন ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা শক্তি হয়; তদ্রূপ হৃদয় রূপ ক্ষেত্রপতি শ্রীচৈতন্যের যে দিন কৃপা হইবে, সেই দিন তোমার শুষ্ক হৃদয় সার ও রসযুক্ত প্রেমরূপ সুফল প্রসব করিবে, শাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্ম তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং আমার ন্যায় শ্রীচৈতন্যে ঈশ্বর বোধ হইবে ও তখন তুমিও শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব সাধন করিবে। সকল শাস্ত্র জাজ্বল্যমান থাকিলেও যে তোমার শিষ্যগণ ঘোর কুতর্ক উত্থাপন করিতেছে, সে কেবল মায়ারই মহিমা। পর শ্লোক দ্বারা উহা প্রমাণ করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

(৪৭ পা। "যচ্ছক্তয় ইতি।" এই ষষ্ঠ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ঈশ্বরতত্ত্বনির্ণয়ে ঈশ্বরের মায়ায় যে সকলেই মোহিত হয়, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক।

যদি বল এই বিশ্বের কারণ যদি ঈশ্বর, তাহা হইলে কেহ তাঁহাকে অদ্বৈত বলেন, কেহ দ্বৈত বলেন, কেহ জগৎ হইতে অতিরিক্ত বলেন, কেহ স্বভাব বলেন ইত্যাদিরূপে তত্ত্ববিদ্গণ কর্ত্তৃক বোধিত হইলেও বিবাদ-সম্বাদকারিগণ তত্ত্বনিশ্চয়ে কেন পুনঃ পুনঃ মোহিত হন? তদুত্তরে বলিতেছেন, "যচ্ছক্তয় ইতি॥ অর্থাৎ তাঁহারই মায়ায় উহারা মোহিত হন। তথাহি প্রথমে—

"নান্তং গুণানামগুণস্য
জগ্মুর্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ॥"

তাঁহার কল্যাণকর গুণগণের অন্ত যোগীশ্বর ভব ও ব্রহ্মাদি দেবগণও প্রাপ্ত হন নাই। অতএব অন্যে তাঁহার তত্ত্বনির্ণয়ে মায়ায় মোহিত না হইবে কেন? পরন্তু তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ নির্ণয়ে অপরাধী হওতঃ মোহিত হয়েন ॥ ৬ ॥

(৪৭ পা।) "যুক্তমিতি।" এই সপ্তম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণ-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বাদিগণ যে নানা কথা বলে তৎপ্রমাণ এই শ্লোক।

যদিও বিসম্বাদে সমস্ত মত দ্বারা নিজমতকে অনুবাদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই মতকে প্রশংসা করিতেছেন, "যুক্তমিতি।" বেদজ্ঞব্রাহ্মণগণ যেরূপ বলেন, তাহা যুক্ত। যদি বল, সর্ব্বমত যদি অযুক্ত নহে, তবে সকলেই যুক্তি দ্বারা অন্য মতসকলকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ মতকে শ্রেষ্ঠত্বরূপে প্রতিপাদন করতঃ নিজমত প্রচারে যত্নবান্ হয়েন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন, "মায়ামিতি"। মায়া অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তি। অসৎপ্রকাশিকা অবিদ্যা অর্থ নহে। মরুপ্রদেশে সূর্য্যকিরণ দ্বারা প্রতিফলিত জলভ্রমে, সেই স্থলে পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু যেমন পরিমাণের তারতম্য অনুমিত হয়, তদ্রূপ মৎসম্বন্ধীয় অচিন্ত্যশক্তিতে অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের পক্ষ স্থাপনা করতঃ নানা বিবাদ করিয়া থাকেন। মরুতে জলই নাই; সুতরাং তাহার পরিমাণাদি বিবাদ ও হইতে পারে না। আমা হইতে যখন ভিন্ন তত্ত্ব নাই, তখন সেই সংখ্যা নিরূপণে বিবাদ কিরূপে হইবে? তবে আমার মায়াতে মুগ্ধ হইয়া বাদিরা সকলই বলিতে পারে ॥ ৭ ॥

(৪৭ পা।) "তবে ভট্টাচার্য্য........ না পারি ॥" এই ৩৬৫ হইতে ৪০৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। করাইহ শিক্ষা,

ইহা উপহাস বাক্য। দুঃখরোষ, দুঃখ-জনিত ক্রোধ। ঐছে মতি কহ, ঐরূপ বাক্য বলিও না॥ ৩৬-৪০॥

(৪৮ পা) "ভট্টাচার্য্য কহে......অর্থ আচ্ছাদিয়া॥" এই ৪১শ ও ৪২শ পয়ারের ভাবার্থ। যাহার জ্ঞান আছে, "আমি বুঝি না," সে বুঝিবার জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করে। যাহা বুঝ না, তাহা জিজ্ঞাসা কর ও চেষ্টা কর, ক্রমেই বুঝিবে। মহাপ্রভু কহিলেন, কিছুই বুঝি না, কি জিজ্ঞাসা করিব? সূত্রের অর্থ বরং কিছু কিছু বুঝিতে পারি, আপনার ব্যাখ্যানের কিছুই বুঝিতে পারি না। ইহা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বজনসম্মত পাণ্ডিত্যের প্রতি আঘাত অসহ্য হইল। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তুমি সূত্রের অর্থ কি বুঝিয়াছ এবং সূত্রের সহিত ব্যাখ্যানের কি অসঙ্গতি দেখিতেছ? মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন, 'সূত্রের" ইতি॥ ৪১। ৪২॥

(৪৮ পা) "সূত্রের মুখ্যার্থ......হানি হয়॥" এই ৪৩শ হইতে ৪৭ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। সূত্রের লক্ষণ—

"লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্মনীষিণঃ॥"

অনতিদীর্ঘ, অল্প অক্ষর ও অল্প পদযুক্ত অনেক অর্থের সূচক ও সর্ব্বতোভাবে সারভূত বাক্যকেই পণ্ডিতেরা সূত্র বলেন। সূত্রবোধ ব্যাখ্যান সাপেক্ষ।

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা।
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্॥"

পদচ্ছেদ, প্রত্যেক পদের অর্থনির্দ্দেশ, সমস্ত পদের সমাসবাক্য, বাক্যঘটক পদসমূহের অর্থ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন ও আশঙ্কার বা আপত্তির নিরসন, এই পাঁচটি ব্যাখ্যানের লক্ষণ। ঐ ব্যাখ্যান আবার বৃত্তিতে সঙ্ক্ষেপে এবং ভাষ্যে সবিস্তারে আলোচিত হইয়া থাকে।

"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥"

যে গ্রন্থে সূত্রানুসারি পদসমূহ দ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং স্বপ্রযুক্ত পদ সকলও ব্যাখ্যাত হয় তাহাকেই ভাষ্য বলা হয়।

ভাষ্য সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিবে। আপনি যে ভাষ্য বলিতেছেন, তাহা সূত্রের মুখ্যার্থ প্রকাশ না করিয়া কল্পিত গৌণার্থ দ্বারা মুখ্যার্থকে আচ্ছাদন করিতেছে। উপনিষদের যাহা মুখ্যার্থ, তাহাই বেদান্তসূত্রে বিচারিত হইয়াছে। আপনার কথিত ভাষ্য ঐ মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতেছে। উপনিষদুক্ত শব্দ সকলের অভিধাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা অর্থ নির্ণয় করিতেছে। প্রমাণের মধ্যে বেদই প্রধান প্রমাণ। বেদ যাহা বলেন, তাহাই প্রমাণ। তাহার কারণ দেখাইতেছেন, জীবের অস্থি ও বিষ্ঠা সাধারণতঃ অপবিত্র। বেদ বলিতেছেন, শঙ্খ ও গোময় পবিত্র। বেদ বলাতেই শঙ্খ ও গোময় জীবের অস্থি ও বিষ্ঠা হইয়াও পবিত্র হইয়াছে। দৃষ্ট ও অদৃষ্টার্থক বেদ লৌকিক এবং অলৌকিক জ্ঞানের নিদান। আত্মার সত্ত্বা, স্বরূপ, ঐহিক ও পারত্রিক গতি, দেহের সহিত সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম, ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ, জগতের স্বরূপ, জীবের মুক্তি ও তৎসাধনোপায় প্রভৃতি

সমস্ত জ্ঞানের আকর বেদ। যে বেদ এই সকল জ্ঞানের আকর; তাহা অবশ্য অন্য শাস্ত্র কর্ত্তৃক প্রমাণিত না হইয়া নিজেই নিজের প্রমাণ হওয়াই উচিত। বেদ আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়াই আপনার প্রমাণ হয়েন। মুখ্যার্থই স্বতঃপ্রমাণ, স্বপ্রকাশ বেদের প্রাণ। মুখ্যার্থ ত্যাগ করিলে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যের ও স্বপ্রকাশত্বের হানি হয়। বেদে লক্ষণা স্বীকার করিলে, লক্ষ্যার্থ প্রকাশক বেদকে প্রমাণ করিবার জন্য প্রমাণান্তরের প্রয়োজন হয়, অনুমানাদির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ঋষিগণের যখন পরস্পর বিবাদ দৃষ্ট হয়, তখন ঋষিবাক্য দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ের সম্ভাবনা নাই। বেদ শব্দ নিত্য ও চিরদিনই অবিকৃতাবস্থায় রহিয়াছে॥ ৪৩—৪৭॥

(৪৮ পা) "ব্যাসের……স্থাপন॥" এই ৪৮২ ও ৪৮৩ পয়ারের ভাবার্থ। বেদার্থনির্ণায়ক কৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃত বেদান্তরূপ স্বপ্রকাশ সূর্য্যের মুখ্যার্থরূপ যে কিরণ, তাহা আপনার কথিত ভাষ্যরূপ মেঘের লাক্ষণিক অর্থ দ্বারা আচ্ছাদিত; সুতরাং স্বপ্রকাশতারহিত (পরপ্রকাশ্য) হইয়া বুদ্ধিকে আচ্ছাদন করিতেছে। বেদে ও তদর্থনির্ণায়ক পুরাণাদিতে ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ অতিশয় বৃহৎ বস্তুই উক্ত হইয়াছেন। যিনি স্বয়ং বৃহৎ ও যিনি অন্যকে বৃহৎ করেন অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপে ধারণ করেন, তিনিই ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থ। ঐ অর্থে ব্রহ্মবস্তু সশক্তিক বা সবিশেষই হইতেছেন। শক্তিরহিত, ধর্ম্মরহিত, গুণরহিত, ও বিশেষরহিত বস্তু অতিশয় বৃহৎ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারেন না। বস্তুর উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, তদ্‌গত ধর্ম্ম দ্বারাই নির্ণীত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম, বৃহৎ ও সর্ব্বাশ্রয় হইলে, তাঁহাতে বৃহত্ত্ব ও সর্ব্বধারকত্ব রূপ ধর্ম্ম স্বীকার্য্য হইতেছে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, নির্গুণ শ্রুতিগণের গতি কি হইবে? তদুত্তর "যা যেতি" পর শ্লোকে বলিতেছেন॥ ৪৮। ৪৯॥

(৪৮ পা) "যা যেতি।" এই অষ্টম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

শ্রুতি সামান্যতঃ দুই প্রকার। ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী ও নিস্ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী। ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী শ্রুতিসকল আবার তিন প্রকার। ১। তল্লক্ষক, ২। তন্মহিমাপ্রদর্শক, ৩। পরমবস্তুর উদ্দেশক। তল্লক্ষক যথা—সৃষ্ট্যাদিবোধিকা শ্রুতিগণ ব্রহ্মের সৃষ্টি, পালন ও সংহাররূপ তটস্থলক্ষণ অবলম্বন করিয়া তাঁহার লক্ষক হয়েন। তন্মহিমাপ্রদর্শক যথা—যে শ্রুতিগণ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যবর্ণন দ্বারা তাঁহার মহিমা প্রচার করেন, তাঁহারাই তন্মহিমাপ্রদর্শক বেদ। যে শ্রুতিগণ ব্রহ্মের ত্রৈগুণ্যের নিষেধ দ্বারা পরমবস্তুর উদ্দেশমাত্র করেন, তাঁহারাই পরমবস্তুর উদ্দেশক বেদ। এই শেষোক্ত শ্রুতি আবার দ্বিবিধ। ১। গুণ নিষেধ দ্বারা পরমবস্তুর উদ্দেশক বেদ হয়েন। ২। গুণসামানাধিকরণ্য দ্বারা পরমবস্তুর উদ্দেশক বেদ হয়েন। নিস্ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী শ্রুতিগণও দুই প্রকার। ১। নির্গুণ বেদ সকল বিশেষ্যের (গুণরহিত ও ধর্ম্মাদিরহিত) নির্দ্দেশ করিয়া ব্রহ্মপর হয়েন। ২। প্রাকৃতগুণরহিত বেদগণ স্বরূপশক্তিবিশিষ্টের নির্দ্দেশ করিয়া ভগবৎপর হয়েন। উদাহরণ যথা—

"যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতিগণ

সৃষ্ট্যাদি তটস্থলক্ষণ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মবস্তুকে লক্ষ্য করেন বলিয়া, ইঁহারা তল্লক্ষক বেদ। "ইন্দ্রো যাতোঽবসিতস্য রাজা" ইত্যাদি শ্রুতিগণ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য বর্ণন দ্বারা তাঁহার মহিমা প্রচার করেন বলিয়া, ইঁহারা তন্মহিমাপ্রদর্শক বেদ। "অস্থূলমণমু" ইত্যাদি শ্রুতিগণ ব্রহ্মের প্রাকৃত গুণের নিরাস দ্বারা পরমবস্তুর উদ্দেশ করেন বলিয়া, ইঁহারা পরমবস্তুর উদ্দেশক বেদ। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিগণ জগৎরূপা বহিরঙ্গা শক্তির ও জীবরূপা তটস্থাশক্তির সহিত সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ তাদাত্ম্য দ্বারা পরমবস্তুর উদ্দেশ অর্থাৎ নাম করেন বলিয়া, ইঁহারা সামানাধিকরণ্য দ্বারা পরমবস্তুর উদ্দেশক হয়েন। "আনন্দোব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিগণ বিশেষ্য ব্রহ্মের নির্দ্দেশ দ্বারা ব্রহ্মপরতা এবং "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি শ্রুতিগণ শক্তিবিশিষ্ট ভগবানের নির্দ্দেশ দ্বারা ভগবৎপরতা হয়েন বলিয়া, ইঁহারা নিস্ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী দ্বিবিধা বেদ হয়েন। প্রথমোক্ত চারিপ্রকার শ্রুতি ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী এবং শেষোক্ত দুই প্রকার শ্রুতি নিস্ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী। এই ছয় প্রকার ভিন্ন আর কোন প্রকার শ্রুতি নাই। সমস্ত শ্রুতিই এই ষড়বিধা শ্রুতির অন্তর্গত। অতএব সকল শ্রুতিরই সার্থকতা হইতেছে, কোন শ্রুতিই নিরর্থক হইতেছে না। ইতি সন্দর্ভ।

"ব্রহ্ম হৈতে জন্মে" ইত্যাদি পয়ারে সকল শ্রুতির সার্থকতা দেখাইতেছেন ॥৮॥

(৪৮ পা) "ব্রহ্ম হৈতে ⋯ ⋯মন॥" এই ৫০৭ ও ৫১৭ পয়ারের ভাবার্থ। ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা সর্ব্বশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবানই বোধিত হন। তিনি কখনই নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না। তবে যে শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিতে দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্য বিশেষের নিষেধ নহে, প্রাকৃত বিশেষের (হস্তপদাদি বিশেষণের) নিষেধ, ইহাই দেখাইতেছেন, "ব্রহ্ম হৈতে" ইতি। প্রথম প্রকার শ্রুতিতে, "যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণি উৎপন্ন হইয়াছে, যদ্দ্বারা এই সকল ভূত জীবন ধারণ করিতেছে, ও যাঁহাতে এই সকল ভূত লয় পাইতেছে," এই প্রকার উক্তি দেখা যায়। ইহাতে ব্রহ্মের অপাদনত্ব, করণত্ব ও অধিকরণত্ব রূপ তিনটি অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের উপাদান, নিমিত্ত ও ব্যাপক হয়েন, ইহা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। ইহাতে ব্রহ্মের সবিশেষ চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। দ্বিতীয় প্রকার শ্রুতিতে, "ইন্দ্র (ঐশ্বর্য্যশালী) ব্রহ্ম স্থাবর ও জঙ্গমের রাজা (নিয়ন্তা)" এইরূপ কথিত হওয়ায় ব্রহ্মের নিয়ন্তৃস্বরূপ ঐশ্বর্য্য দ্বারা তাঁহার মহত্ত্ব (বিশেষত্বই) প্রকাশ পাইতেছে। তৃতীয় প্রকার শ্রুতিতে, "ব্রহ্ম স্থূল নহেন, ব্রহ্ম সূক্ষ্ম নহেন," ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত স্থৌল্যাদি (স্থূলাদি) গুণের নিরাস দ্বারা তাঁহার উদ্দেশমাত্র করা হইতেছে, বিশেষের নিষেধ করা হয় নাই। চতুর্থ প্রকার শ্রুতিতে, "এই সমস্তই ব্রহ্ম," ইত্যাদি উক্তি দ্বারা বিশ্বের সহিত একতা নির্দ্দেশ করতঃ তাঁহার উদ্দেশ করিতেছে, বিশেষের (বিশেষণের) নিষেধ করেন নাই। পঞ্চম প্রকার শ্রুতিতে "ব্রহ্ম আনন্দ মাত্র," ইহা বলিয়া কেবল বিশেষ্যের নির্দ্দেশ করিতেছে, বিশেষের নিষেধ করেন নাই। ষষ্ঠ প্রকার শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মের শক্তির নির্দ্দেশ করিতেছে। ব্রহ্মের ত্রিপাদঐশ্বর্য্য এবং এক-

পাদঐশ্বর্য্য উভয়ই শক্তির বিলাস। শক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মের ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ এবং পাদ ঐশ্বর্য্যের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের অসঙ্গতি হয়। অতএব ব্রহ্মের শক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। "ভগবান্ বহু হৈতে" ইত্যাদি। "স ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইতি শ্রুতিঃ। অর্থাৎ তিনি প্রকৃতি ঈক্ষণ করিলেন এবং বহু প্রজা হইব বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন প্রকৃতির গুণের ক্ষোভ হয় নাই, তখন মহত্তত্ত্বাদির জন্ম হয় নাই; তখন মনে করিলেন, 'আমি বহু হইব।' সেকালে প্রাকৃত মনের উৎপত্তি না হওয়ায় শ্রীভগবানের মন অপ্রাকৃত এবং নয়নের উৎপত্তি না হওয়ায়, যে নয়ন দ্বারা প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করিলেন, সে নয়নও অপ্রাকৃত; ইহা স্থির হইতেছে। অতএব ব্রহ্মের মন ও নেত্র প্রকৃতির কার্য্য না হওয়ায়, উহা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ব্রহ্ম শব্দে যে সর্ব্বশক্তিসমন্বিত আকারাদিবিশিষ্ট শ্রীবিগ্রহ বোধিত হয়েন; তাহা "ব্রহ্মশব্দে কহে" ইতি। পর পয়ারে বলিতেছেন॥ ৫০।৫১॥

(৪৮ পা)"ব্রহ্মশব্দে কহে……করয়ে নিশ্চয়॥" এই ৫২৯ পয়ারের ভাবার্থ। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই সেই কার্য্যের উৎপত্তির জন্য সেই সেই কারণের ধর্ম্মবিশেষ স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। সকল উপাদান-কারণে ও সকল নিমিত্তকারণেই উক্ত প্রকার ধর্ম্ম স্বীকার্য্য। ঐ ধর্ম্মই শক্তি। উহা কারণ হইতে ভিন্ন নহে। বিবর্ত্ত-বাদেও ঝিনুকেই রৌপ্যের স্ফূর্ত্তির অধিষ্ঠান হয়। ঝিনুকাদি ব্যতীত অঙ্গারে রৌপ্যের স্ফূর্ত্তি হয় না। প্রস্তুত বিষয়ে ব্রহ্মকেই জগতের অধিষ্ঠান বলিয়া অঙ্গী-কার করা হয়, অন্য কাহাকেও উহার অধিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করা হয় না। অতএব জগৎকার্য্যের সিদ্ধির জন্য তদ-ধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মের ধর্ম্ম বা শক্তি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শক্তিস্বীকারে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের হানি হয় না। স্বয়ং-সিদ্ধ তাদৃশ (সমান) ও অতাদৃশ (অস-মান) তত্ত্বান্তরের অভাবই অদ্বয়। ব্রহ্ম নিজশক্তির একমাত্র সহায় বলিয়া ও ব্রহ্ম ব্যতীত ঐ সকলশক্তি অসিদ্ধ হয় বলিয়া, ব্রহ্মের সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ত্রিবিধ ভেদেরই অভাব হইতেছে। ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্মসদৃশ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু হইতে ভিন্ন হইলে সজাতীয় ভেদ এবং উহা ব্রহ্ম হইতে অসমান স্বয়ংসিদ্ধবস্তু হইতে ভিন্ন হইলে বিজাতীয় ভেদ ও ঐ শক্তি ব্রহ্মের ধর্ম্ম না হইয়া ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা ব্রহ্মের অনধীন স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু হইতে ভিন্ন হইলে ব্রহ্মের স্বগত-ভেদের আপত্তি হইতে পারিত। জীব-শক্তি ব্রহ্মসদৃশ ও মায়াশক্তি ব্রহ্ম হইতে অসমান স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু হইতে ভিন্ন না হওয়ায় এবং স্বরূপশক্তি ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত না হওয়ায় ও ব্রহ্মের অধীন হওয়ায়, উহার স্বীকারে ব্রহ্মের সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ হইতেছে না। জীবশক্তি ব্রহ্মের তটস্থপ্রকাশ, অঘটন-

ঘটনাপটীয়সীবিচিত্রজগৎউৎপাদনকারিণী মায়াশক্তি ব্রহ্মের অপ্রকাশ, আর অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপপ্রকাশ। জীবশক্তি ব্রহ্মরূপ সূর্য্যের কিরণস্থানীয়া, মায়াশক্তি তমঃস্থানীয়া, স্বরূপশক্তি মণ্ডলস্থানীয়া। মায়াশক্তি ও জীবশক্তি বিশ্বের উপাদান কারণ এবং স্বরূপশক্তি নিমিত্তকারণ। অতএব উক্ত শক্তি তিনটির অস্বীকারে জীব ও জড়াত্মক জগতের সৃষ্টি অসঙ্গতি হয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও শারীরকভাষ্যে বলিয়াছেন—

"শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্যনিয়মনার্থা কল্প্যমানা ন্যান্যা নাপ্যসতী কার্য্যং নিয়চ্ছেৎ অসত্ত্বাবিশেষাদন্যত্বা বিশেষাচ্চ। তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যমিতি।" (২।১। ৮)

শক্তি কারণের ধর্ম্ম। উহা কারণে থাকিয়া কার্য্যকে নিয়মিত করে। উহা কার্য্যকে নিয়মন করিবার জন্য কারণে কল্পিত হয়। উহা কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন নহে এবং অসৎও নহে। উহা যদি কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন এবং অসৎ হইত, তবে কার্য্যকে নিয়মিত করিত না অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উৎপত্তি হইবে এরূপ একটি নিয়ম হইত না।

অতএব যেরূপ বস্তুর ক্রিয়াসামর্থ্যরূপা শক্তি কার্য্যের পূর্ব্বে এবং পরেও মন্ত্রাদির শক্তির ন্যায় বস্তুতে থাকেই, কার্য্যকাল পাইয়া প্রকাশ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মেরও শক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। শক্তির অস্বীকারে বেদান্তের অনুবন্ধ অসঙ্গত হয়। বেদান্তের অনুবন্ধ চারিটি, অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন। অনুবন্ধ চারিটিই শাস্ত্রপ্রবৃত্তির হেতু।

অধিকারির অনুরোধেই শাস্ত্রের আরম্ভ হয়। অধিকারী না থাকিলে কাহার জন্য শাস্ত্র আরব্ধ হইবে? অতএব অধিকারী অবশ্য অপেক্ষিত। অভিলষিত বিষয় জানিবার জন্য লোকে শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। এই শাস্ত্র অনুশীলন করিলে, এই বিষয় জানিতে পারিব বুঝিয়াই লোকে শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। অতএব বিষয়রূপ অনুবন্ধ অবশ্য অপেক্ষনীয়। শাস্ত্রীয় বিষয় জানিয়া কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, তাহা না জানিয়া বিবেচক ব্যক্তির শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। প্রয়োজনের জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। প্রয়োজন, প্রবৃত্তির হেতু বলিয়া, প্রয়োজন অবশ্য অপেক্ষনীয়। সম্বন্ধ নামক অনুবন্ধ পূর্ব্বোক্ত বিষয় ও প্রয়োজনের সহিত শাস্ত্রের কিরূপ সম্বন্ধ তাহাই প্রকাশ করেন। অতএব উহাও অপেক্ষিত। এক জীবশক্তিরূপ অধিকারির অস্বীকারে উক্ত চারিটি অনুবন্ধই অসঙ্গত হইয়া যায়। এই অনুবন্ধের সিদ্ধির জন্য মায়াবাদিরাও কাল্পনিক অধিকারীজীব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয়টি অঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে। বেদ পঠিত হইলে, আপাততঃ বেদার্থের অবগতি হইবে। জন্মবন্ধের মোচনের জন্য কাম্যকর্ম্ম ও নিষিদ্ধকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে। অন্তঃকরণের মালিন্য দূরীকরণার্থ নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত এই ত্রিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। পরে নিত্য ও অনিত্যবস্তুর বিচার, ইহ ও পরকালের ফলভোগে বৈরাগ্য, শমদমাদি সাধনসম্পত্তি ও মুক্তির ইচ্ছা এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। স্বরূপতঃ অধিকারী না থাকিলেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা শাস্ত্রানুশীলনরূপ ব্যবহারের সিদ্ধির জন্য উল্লিখিত গুণাবলী সমন্বিত অধিকারী জীব কল্পিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ জীবরূপ অধিকারী সত্যই, কল্পিত নহেন। জীব জন্মান্তরীয় কর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও শ্রদ্ধালু হইয়া

সাধুসঙ্গের পরই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বা শাস্ত্রানুশীলনের অধিকারী হন। সাধুসঙ্গের পূর্ব্বে উক্ত সাধন চতুষ্টয় দুর্লভ. সাধুসঙ্গের পরই ঐ সকল সাধন-সম্পত্তি লাভ হয়। সাধুসঙ্গের পর সাধুর ভাব অনুসারে জ্ঞান বা ভক্তি লাভ হইলে জ্ঞানী বা ভক্তিমান্ হয়।

বিবর্ত্তবাদীর মতে, সর্ব্ববিধ বিশেষণ রহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বেদান্তশাস্ত্রের বিষয় হইতে পারে না। কারণ যাঁহার কোন বিশেষণ নাই, তিনি কখন শাস্ত্রের বিষয় হইতে পারেন না। জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞারহিত বস্তুই নির্ব্বিশেষ। শাস্ত্র শব্দাত্মক। শব্দ কখনই জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞারহিত বস্তুর বাচক হইতে পারে না। শাস্ত্র জাত্যাদিরহিত বস্তুর বাচক না হইতে পারিলেও, উহার লক্ষক হউক, এরূপও বলিতে পারা যায় না; কারণ লক্ষণা যে শব্দের শক্তি সেই শব্দই যদি ব্রহ্মের বাচক না হইল, তবে তাহার সেই শক্তিরূপা লক্ষণা দ্বারাই বা কি প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারিবে? বিশেষতঃ "যোঽসৌ সর্ব্বৈর্ব্বেদৈর্গীয়তে॥" যিনি সকল বেদ কর্ত্তৃক গীত হয়েন। "সর্ব্বে বেদা যৎ-পদমামনন্তি।" বেদগণ যাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন, ইত্যাদি শ্রুতিগণ ব্রহ্মের বেদবাচ্যত্বই বলিয়া থাকেন। "যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের অবাচ্যত্ব ও অজ্ঞেয়ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল তাঁহার মহত্ত্ব প্রযুক্ত। বেদ সকল ব্রহ্মের মহিমা সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তন করিতে পারে না বলিয়াই উহাদের অবাচ্যত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব অনন্তশক্তিতে পরিপূর্ণ ব্রহ্ম শব্দে স্বয়ং ভগবানই বোধিত হইতেছেন। সর্ব্বশক্তিসমন্বিত পরব্রহ্ম নামক শ্রীভগবানই বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়। শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। "বেদের" ইতি। বেদের নিগূঢ় অর্থ সহসা বুদ্ধির বিষয় না হওয়ায়, পুরাণ-বাক্য দ্বারা ঐ বেদার্থকে নিশ্চয় করা হইয়া থাকে। বেদার্থকে নির্ণয় করেন বলিয়া, উহার নাম পুরণ। সীসা দ্বারা স্বর্ণবলয় যেমন পুরাণ করা যায় না; তদ্রূপ পুরাণ ব্যতীত অন্য শাস্ত্র দ্বারা বেদার্থ পুরণ হয় না। অতএব পুরাণ বেদের অকৃত্রিমভাষ্য। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগ-বত ব্রহ্মসূত্রাদির অকৃত্রিমভাষ্য। শ্রীমদ্ভা-গবতে শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া-ছেন। তাহা পরে দেখাইতেছেন ॥৫২॥

(৪৮ পা) "আত্মো ভাগ্যোতি।" এই নবম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ব্রহ্মশব্দের বাচ্য স্বয়ং ভগবান্ এবং সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ইহাই এই শ্লোকদ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥৯॥

(৪৯ পা) "অপাণি পাদ······করহ নিশ্চয়॥" এই ৫৩৫ ও ৫৪৫ পয়ারের ভাবার্থ। ভগবানের হস্তপাদাদি ইন্দ্রিয় সকলের মুখ্যার্থ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহে নহে। "অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ।" প্রভৃতি শ্রুতিসকল ব্রহ্মের প্রাকৃত পাণিপাদাদির নিষেধ করিয়া গ্রহণচলনাদি কর্ম্ম দ্বারা অপ্রাকৃত পাণিপাদাদির বিধান করিয়া-ছেন বলাই সঙ্গত। নঞর্থ পর্য্যালোচনা

দ্বারাও উঁহাই স্থির হইয়া থাকে। তথাপি আচার্য্য ঐ সকল শ্রুতির মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণা দ্বারা ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্য ও পূর্ণানন্দ বিগ্রহ, সেই ভগবানকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করা কি সাহসের কার্য্য নহে? শ্রুতি ও স্মৃতি একবাক্যে যাঁহার স্বাভাবিক শক্তিত্রয় স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাকে নিঃশক্তি বলিয়া নিশ্চয় করা কি দুর্বুদ্ধি নয়? ॥ ৫৩।৫৪ ॥

(৪৯ পা) "বিষ্ণুশক্তিরিত্যাদি।" এই দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকত্রয়ের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

এই শ্লোক তিনটির দ্বারা ব্রহ্মের অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থাশক্তির প্রতিপাদন করিতেছেন। ব্রহ্মের শক্তির অস্বীকারে তাঁহার ব্যাপকত্বাদির অসঙ্গতি হয়। অবিদ্যা কর্ম্ম যাহার তাহাই অবিদ্যাকর্ম্মা। সেইটিই সংজ্ঞা যাহার তিনিই অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা অর্থাৎ অজ্ঞান কর্ম্মা। যদিও এইটি বহিরঙ্গা মায়া, তথাপি জীবকে আবরণ করিতে ইহার সামর্থ্য আছে। এইজন্য বলিতেছেন, "যা যেতি।" ক্ষেত্রজ্ঞ নামক জীব, ঐ অবিদ্যা (অজ্ঞান) মায়া দ্বারা আলিঙ্গিত হওতঃ সংসারের দুঃখ অনুভব করে। জীবশক্তি ভগবান্ হইতে বিভেদ প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যা হেতু তাপ অনুভব করে, ইহা প্রতিপন্ন হইল। অপর প্রকার দেখাইতেছেন, "তয়েতি।" জীবশক্তি মায়াশক্তি দ্বারা সম্যক্ আবৃত হওতঃ ব্রহ্মাদিস্থাবর পর্য্যন্ত দেহে লঘু ও গুরুভাবে থাকেন। কিন্তু এইটি বৃহৎ জীব এইটি ক্ষুদ্র জীব এরূপভাবে তারতম্য হয় না। কেবল দেহানুসারেই জীবকে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বলা হয়। বস্তুতঃ অণুই জীবের স্বরূপ। অচিন্ত্য জীবশক্তি দ্বারা চিদ্রূপতা ও নির্ব্বিকারতারহিত প্রকৃতির জড়ত্ব ও বিকারিত্ব উৎপন্ন হয়। স্বরূপের তিরোধান হেতু জীব তারতম্যরূপে প্রকাশিত হয়, ইহাই প্রমাণ করিলেন। অতএব সমস্ত চিৎ ও অচিৎশক্তিবিশিষ্ট ভগবান্ ॥ ১০-১২ ॥

(৪৯ পা) "হ্লাদিনীতি।" এই ত্রয়োদশ শ্লোকের তাৎপর্য্য আদিলীলার ভাবার্থ ব্যাখ্যায় ১৬৯ পত্রাঙ্কে দৃষ্টি করিবেন। পূর্ব্ব শ্লোকে জীবশক্তি ও বহিরঙ্গাশক্তির প্রমাণ করিয়া এই শ্লোক দ্বারা একা স্বরূপশক্তি ত্রিবিধরূপে প্রকাশ পান, ইহাই প্রমাণিত করিলেন।

যদি বল, জীবেও ত্রিবিধা শক্তি দৃষ্ট হয়? ইহাতে বলিতেছেন, "হ্লাদতাপকরীতি।" অর্থাৎ জীবে যে গুণময়ী ত্রিবিধা শক্তি দেখা যায়, তাহা তোমাতে নাই। তাহার হেতু দেখাইতেছেন, "গুণবর্জ্জিতে।" অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণরহিত। হ্লাদকরী অর্থাৎ মনের আনন্দদায়িনী শক্তি সাত্বিকী। বিষয় বিয়োগাদিতে দুঃখদায়িনী তামসী। তদুভয়মিশ্রা রাজসী। অতএব যে শ্রীভগবান হইতে সকলের সম্যক্ স্থিতি, সেই সকলের অধিষ্ঠানভূত ভগবানে ত্রিবিধা গুণময়ী শক্তি নাই। ইহাতে জীব যে ভগবান হইতে পারেন না, তাহাও প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৩ ॥

(৪৯ পা) "সচ্চিদানন্দময়......ঈশ্বরের সনে।" এই ৫৫৫ হইতে ৫৭৫ পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহার সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ ও আনন্দাংশে হ্লাদিনী নাম্নী স্বরূপশক্তি স্বীকৃত হইয়া থাকেন। একই পরমেশ্বর যেমন সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ, তদ্রূপ একই স্বরূপশক্তিই সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী স্বরূপা। এই ত্রিরূপাত্মিকা স্বরূপশক্তি ভিন্ন পরমেশ্বরের আরও দুই প্রকার শক্তি স্বীকৃত হয়েন।

একটির নাম মায়াশক্তি ও অপরটির নাম জীবশক্তি। ঐ শক্তি কয়টি যে শ্রীভগবানের দাসী তাহা বলিতেছেন, "অন্তরঙ্গা" ইতি। স্বরূপাদি শক্তিত্রয় ভক্তপর্য্যায়, অতএব ঐ তিন শক্তিই পরমেশ্বরে প্রেমভক্তি করিয়া থাকেন। পরমেশ্বরের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য ও তদীয় ধাম পরিকরাদি তাঁহার স্বরূপ শক্তিরই বৈচিত্র্য। পরমেশ্বরের এই সকল শক্তি স্বীকার না করা নিতান্ত সাহসের কার্য্য বলিতে হইবে। মায়া যাঁহার অধীন তিনিই পরমেশ্বর, যিনি মায়ার অধীন তিনিই জীব। ইহাই জীবে ও ঈশ্বরে ভেদ। এইরূপ স্পষ্টভেদ সত্ত্বেও জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ বলা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। গীতাশাস্ত্রে জীবকে অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গার মধ্যবর্ত্তিনী শক্তিরূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই ভগবদুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া জীবে ও ঈশ্বরে কল্পনা করা কি অসঙ্গত হইতেছে না? পর শ্লোক দ্বারা এ বিষয়ের প্রমাণ করিতেছেন ॥৫৫-৫৭॥

(৪৯ পা) "অপরেয়মিতি।" এই চতুর্দ্দশ শ্লোকের ভাবার্থাদি আদির সপ্তম পরিচ্ছেদে ষষ্ঠ শ্লোকে দেখিবেন। জীবতত্ত্ব ঈশ্বরের শক্তি, এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন। গীতাশাস্ত্রে জীবকে শক্তি বলায় বুঝিতে হইবে, জীব আশ্রিত ও ঈশ্বর আশ্রয়। অতএব আশ্রিত ও আশ্রয়রূপ ভেদ থাকায় ঈশ্বরের সহিত জীবের অভেদস্থাপন কিরূপে কর ॥১৪॥

(৫০ পা) "ঈশ্বরের……সর্ব্বনাশ॥" এই ৫৮৫ ও ৫৯৫ পয়ারের ভাবার্থ। সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহকে সত্ত্বগুণের বিকার বলা কি সঙ্গত হইয়াছে? যিনি পরমেশ্বরের শ্রীবিগ্রহকে মায়িক বলেন, তিনি কি পাষণ্ডীর মধ্যে গণ্য হয়েন না? বৃহদ্বৈষ্ণবে উক্ত হইয়াছে—

"যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বস্মাদ্বহিঃ কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ।
মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলঃ স্নানমাচরেৎ।
পশ্যেৎ সূর্য্যং স্পৃশেদ্‌গাঞ্চ ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতি॥"

সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহকে যে মায়িক বলিয়া জানে, বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম হইতে বিধিপূর্ব্বক তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। উক্ত ব্যক্তির মুখ দর্শন করিলে বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে। সূর্য্যকে দর্শন করতঃ গাভী স্পর্শ করতঃ ও ঘৃত ভোজন করতঃ পবিত্রতা লাভ করিবে।

যমদণ্ডী, যমদণ্ড্য। নাস্তিক বৌদ্ধগণ হইতেও কাল্পনিক ব্যাখ্যায় আরও নাস্তিকতা প্রকাশ পায়, তাহা দেখাইতেছেন, "বেদ" ইত্যাদি। বৌদ্ধগণ অর্থাৎ যাহারা জগৎকে ক্ষণিক, আত্মাকে ক্ষণিক, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কেবলমাত্র প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাহারা বেদ না মানায় নাস্তিক। বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ, বেদ আশ্রয় করিয়া নাস্তিকের ন্যায় কথা বলা। বৌদ্ধেতে, বৌদ্ধ হইতে। বৌদ্ধমতে বিশ্ব অসৎ। শঙ্করাচার্য্য বলেন, বিশ্ব সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসদ্‌বিলক্ষণ। সৎ বলিতে ভাব এবং অসৎ বলিতে অভাব। সৎ ও অসৎ বিলক্ষণা মায়ার অসত্ত্বেই তাৎপর্য্য। মায়াপ্রতিবিম্বিত ঈশ্বর ও তাহার বৃত্তিরূপা অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত জীবের

অসত্ত্বেই পর্য্যবসান হয়। সত্তা মাত্র ব্রহ্মেরও শূন্যত্বই দেখা যায়। অতএব সূক্ষ্মবিচারে বৌদ্ধবাদ ও মায়াবাদ একই হইতেছে। সংসারাবদ্ধ জীবের বন্ধন মোচন নিমিত্ত বেদব্যাস বেদান্তসূত্র করিলেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কল্পিত অর্থ দ্বারা সূত্রের প্রকৃত অর্থকে আচ্ছাদন করিলেন এবং জীবই ব্রহ্ম এরূপ উপদেশ দিলেন। অতএব উহা শ্রবণ করিলে বন্ধন মোচন না হইয়া 'আমি ব্রহ্ম' চিন্তা দ্বারা অপরাধী হওতঃ নিরয়গামী হইবে। যেমন কোন রাজভৃত্য নিজেকে রাজা বলিয়া পরিচয় দিলে, অপরাধী হওতঃ দণ্ড প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ জীব আপনাকে ব্রহ্ম ভাবনা করিলে অপরাধী হয়। যেমন সূর্য্যের রশ্মি সূর্য্যমণ্ডলকে প্রকাশ করিতে পারে না; যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না, তদ্রূপ জীব কখনই ব্রহ্ম হইতে পারে না। অতএব আচার্য্যের কল্পিতার্থ শ্রবণ করিলে সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, কোনরূপ মঙ্গলের উদয় হয় না ॥৫৮।৫৯॥

(৫০ পা) "পরিণাম বাদ…… অবিকার॥" এই ৬০তম পয়ারের ভাবার্থ। বেদান্তসূত্র বৌদ্ধের সত্তাভবাদ এবং তার্কিকের আরম্ভবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক স্পষ্টাক্ষরে পরিণামবাদ স্থাপন করিলেও, বিবর্ত্তবাদী-আচার্য্য সূত্রকারকে ভ্রান্ত মনে করিয়া "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১।৪।২৬) এই সূত্রোক্ত পরিণামের উপর দোষোদ্ভাবন পূর্ব্বক

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (২।১।১৪) সূত্রের ভাষ্যে" ন হ্যেকস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্ব শক্যং প্রতিপত্তুম্।"

অর্থাৎ একই ব্রহ্মের যুগপৎ পরিণাম ও অপরিণাম বলা আদৌ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিবর্ত্তবাদ স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার উক্ত প্রয়াস কি ব্যর্থ হয় নাই? পরিণামবাদের কি সঙ্গতি হয় না, সামঞ্জস্য হয় না? পরিণাম দ্বিবিধ, স্বরূপপরিণাম ও শক্তিবিক্ষেপলক্ষণ পরিণাম। তন্মধ্যে স্বরূপপরিণাম সাংখ্য-সিদ্ধান্ত। সাংখ্যেরা বলেন, ব্রহ্মানধিষ্ঠিত-স্বতন্ত্র-প্রকৃতির স্বরূপ পরিণাম হয়। শেষোক্ত পরিণামই বেদান্তসিদ্ধান্ত। বেদান্তমতে, সর্ব্বশক্তি-বিশিষ্ট পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম অচিন্ত্য নিজশক্তি বিক্ষেপ দ্বারা জগতের জন্মাদি সাধন করেন। যেমন আকাশ হইতে শব্দ এবং ঊর্ণনাভি হইতে সূত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে; তদ্রূপ তাদৃশ পুরুষোত্তম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। একই সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত তদীয় শক্তিবিশেষ বিক্ষিপ্ত বা স্পন্দিত হইয়া উক্ত স্পন্দনের তারতম্যে বিচিত্র জগৎ আকারে পরিণত হইয়াছেন। যেমন মণি অবিকৃত অবস্থায় স্বর্ণসমূহ প্রসব করে; তদ্রূপ অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই স্বশক্তি বিক্ষেপ দ্বারা বিচিত্র জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥

(৫০ পা) "ব্যাসভ্রান্ত …… নশ্বরমাত্র কয়॥" এই ৬১ তম ও ৬২ তম

পয়ারের ভাবার্থ। আচার্য্য ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়া নিজকল্পিত অর্থ বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন; ইহাতে কি দোষ হয় নাই? আরও দোষ দেখাইতেছেন, "জীবের" ইতি। আচার্য্য বেদান্তের

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।"

এই সূত্রে এই জগতকে ব্রহ্মের মায়াশক্তি বলিয়াছেন। জীবের অজ্ঞান দ্বারা জগতসৃষ্টি হয় বলিয়া জগতকে মিথ্যা বলিয়াছেন। ইহা কি সঙ্গত? রজ্জুতে সর্পজ্ঞান যেমন মিথ্যা, তদ্রূপ জগৎ মিথ্যা নহে কিন্তু ঘটের ন্যায় নশ্বর। শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে আত্মার বিনাশ শুনা যায় না, কিন্তু দেহের বিনাশ চিরপ্রসিদ্ধ। অতএব নশ্বরদেহে অবিনশ্বর আত্মার আরোপজ্ঞান মিথ্যা হয়। পরিদৃশ্যমান্ জগত কিরূপে মিথ্যা হয়? "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদি।" শ্রুতিতে "ইদং" শব্দে জগৎ উক্ত হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল। "তৎ সত্যমিত্যাচক্ষত।" ইত্যাদি শ্রুতিতেও জগতের সত্যত্বই অঙ্গীকৃত হয়; কিন্তু উহা নশ্বর। নশ্বর শব্দে অভাব নহে, জগতের অব্যক্ততারূপ। বিশ্বের অব্যক্তরূপ সিদ্ধ হইলে ঝিনুকে রজতজ্ঞানের ন্যায় জগৎ মিথ্যা নহে। পট যেমন উৎপত্তির পূর্ব্বে সূত্ররূপেই অবস্থান করে, পরে ওতপ্রোতভাবে সজ্জিত সূত্র হইতেই অভিব্যক্তি হয়, তদ্রূপ বিশ্বও সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থান করে, ব্রহ্ম সিসৃক্ষু হইলে, তাহা হইতে তাঁহার অভিব্যক্তি হয়। জগতের সূক্ষ্মতা প্রাপ্তই অব্যক্ত।

যদি বলেন, সুবর্ণ হইতে উৎপন্ন কুণ্ডল যেমন সুবর্ণাত্মক, তদ্রূপ অবিনশ্বর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগৎ অবিনশ্বর হউক; যেহেতু কার্য্যও কারণ উভয়েই ধর্ম্মগত অভেদ এবং অক্ষর ব্রহ্ম হইতে ক্ষর বিশ্বের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবে? তাহার উত্তর এই, কার্য্য কারণধর্ম্মের সর্ব্বাংশরূপে অনুগত হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। যেমন অগ্ন্যাদি হইতে উৎপন্ন কার্য্যরূপ প্রভাদিতে দাহকত্বাদি ধর্ম্ম দৃষ্ট হয় না। দীপাদির প্রভা যেমন দীপাদির প্রকাশবিস্তার; তদ্রূপ ব্রহ্মের শক্তিকৃত বিস্তার এই অখিল জগৎ। যদি এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে না থাকে, তবে তাহার উৎপত্তি হয় না। আকাশের পুষ্পের ন্যায় মিথ্যা হয়। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ও "আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিশ্বের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয়। জগতের কারণ অবস্থা ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্যভাবে বর্ত্তমান থাকে। বিস্তৃতরূপে কার্য্য অবস্থাতেই, এই বিশ্ব হয়। ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না, বা পরেও থাকিবে না, বিশ্বের নাশ হেতু ঝিনুকে ভ্রম রজতজ্ঞানের ন্যায় ব্রহ্মে মিথ্যা জগৎ সৃষ্টিমধ্যেই প্রকাশ পায়; এই প্রকার অনুমান মিথ্যা; যেহেতু উহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। তাহার কারণ, যিনি অনুভূত হইলে অন্য বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হয় না, সেই ব্রহ্মে ঝিনুকাদি নিকৃষ্ট বস্তুসকলের ন্যায় অন্য বিষয়ের আরোপ কিরূপে হয়? শ্রুতিগণই বলিয়াছেন,—

"দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে
ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথানিতি।"

নিত্য সুখস্বরূপ আপনাতে যাঁহারা একবার মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের কুৎসিত সুখে আর প্রবৃত্তি হয় না। অতএব অচ্যুতের স্বরূপ হইতে অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা এই বিশ্ব প্রকাশ পায়। দ্রব্যমাত্র মৃত্তিকা ও লৌহাদির যে ভেদ ঘটকুণ্ডলাদি, তাহার প্রকার দ্বারাই সাদৃশ্যনিরূপণ করতঃ ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির পরিণাম স্বীকার করা হয়। ঝিনুকে রজতের ও রজ্জুতে সর্পের

ভ্রমজ্ঞান দ্বারা সাদৃশ্য নিরূপণ করায় কি দোষ হয় না? ব্রহ্মে মিথ্যা জগতের অধিষ্ঠান অসম্ভব। ব্রহ্ম মিথ্যাসম্বন্ধরহিত, ইহা বলিবার জন্য শ্রুতিতে "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মকে সত্য বলিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য,মৃৎপিণ্ডাদিকর্ত্তা দ্বারা যে ঘট উৎপন্ন হয়, সেই ঘট সৎ বা অসৎ? ঘট অসৎ হইলে, প্রথমে পিষ্টপেষণ, দ্বিতীয়ে ক্রিয়ার পিণ্ডাদিকর্ত্তা দ্বারা ও তদুভয়ের সম্বন্ধের, আকাশে পুষ্পধারণের ন্যায় অসম্ভবত্ব হেতু ঘটাদি উৎপন্ন হয় কি? অর্থাৎ হয় না। অতএব অসৎ ঘটের উৎপত্তি কিরূপে সিদ্ধ হয়? মৃৎপিণ্ডে ঘট অব্যক্তরূপে বর্ত্তমান থাকে, কর্ত্তা ও তন্নিষ্পন্ন ক্রিয়াযোগ দ্বারা যেমন ঘট উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ পরমকারণ ভগবানে স্থিত বিশ্ব, ভগবানের স্বাভাবিক শক্তি ও তন্নিষ্পন্ন ক্রিয়াযোগ দ্বারা এই জগৎ উৎপন্ন হয়। জগতকে অসৎ বলায় বেদান্তবিরুদ্ধ হইতেছে না কি? ইহাতে বেদবিরুদ্ধ ও প্রকারান্তে অনীশ্বরবাদ প্রকাশ পাইতেছে না কি? বেদবিরুদ্ধবাদী নিন্দনীয়। তথাহি পাদ্মে—

শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চৈব যুক্তয়শ্চেশ্বরং পরম্।
বদন্তি তদ্বিরুদ্ধং যো বদেত্তস্মান্ন চাধম ॥"

শ্রুতিগণ, স্মৃতিগণ ও যুক্তিসকল পরমেশ্বরকে বলেন। যে ব্যক্তি তদ্বিরুদ্ধ অর্থাৎ পরমেশ্বরকে মানে না, তাহা হইতে অধম আর নাই। তথাহি গীতায় (১৬৮)—

"অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥"

অসুরস্বভাব জনগণ এই জগতকে ঝিনুকে রজতাদি জ্ঞানবৎ ভ্রমলক্ষণ অসত্য, আকাশে পুষ্পবৎ অপ্রতিষ্ঠ (নির্দ্দেশশূন্য), ব্রহ্মে ঈশ্বরজ্ঞান অজ্ঞানমাত্র কল্পিত হেতু ব্রহ্ম ঈশ্বরাভিমানী হয়েন, সৃষ্টিবিষয়ে কেহই ঈশ্বর নাই সুতরাং জগৎ অনীশ্বর, স্বভাবোৎপন্ন এবং স্বপ্নবৎ স্বেচ্ছাহেতুক বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। অতএব জগৎকে অসৎ বলা কি দোষাবহ নহে?

"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনাঃ ন বিদুরাসুরাঃ।
গীতায় (১৬৭) এই শ্লোক দ্বারা তাহাদের সংস্কার দোষ উক্ত হইয়াছে।

"এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ॥"

ইত্যাদি গীতার (১৬৯) এই শ্লোক দ্বারা তাহাদের গতিকেও নিন্দা করিয়াছেন। জগতকে অসৎ বলায় উহা মায়াবাদ হইয়াছে। ভগবানের ইচ্ছাতেই আচার্য্য ঐরূপ করিয়াছেন। তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে দেবীর প্রতি শ্রীমহাদেবের বাক্য—

"বেদান্তে তু মহাশাস্ত্রে মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥"

হে দেবি, জগতের নাশ হেতু আমিই মহাশাস্ত্র বেদান্তে বেদবিরুদ্ধ মায়াবাদ বলিয়াছি। অতএব সত্যস্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিমান্ পরমেশ্বর তুচ্ছ ও মিথ্যা কার্য্য করেন না। তথাহি মাধ্বভাষ্য প্রমাণিতা শ্রুতি:—

"অথৈনমাহুঃ সত্যকর্ম্মেতি
সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৃজমিতি।"

অনন্তর বিজ্ঞগণ শ্রীভগবানকে সত্যকর্ম্মা, সত্য ও এই সত্য বিশ্বের স্রষ্টা বলেন। তথাহি শ্রীভাগবতে ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তবে—

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃত,সত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥"

এই শ্লোকে শ্রীভগবানের সত্য সঙ্কল্পত্ব, সত্যপরায়ণত্ব সৃষ্ট্যাদিলীলাত্রয়ে সত্যত্ব, সত্য বিশ্বের কারণত্ব, বিশ্বের অন্তর্য্যামিরূপে স্থিতত্ব, সত্যের, সত্যতা হেতুত্ব, বাক্যের সত্যত্ব, দৃষ্টির সত্যত্ব, সত্যের প্রবর্ত্তকত্ব ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। ইহা স্বীকার না করিলে অর্দ্ধকুক্কুটীর ন্যায় উপহাসাস্পদ হইতে হয় এবং ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক স্তবের স্বারস্যভঙ্গ ও প্রক্রমভঙ্গ দোষ হয়।

অতএব বিশ্ব মিথ্যা নহে, সত্যই; ইহা স্থির হইল॥ ৬১।৬২॥

(৫০ পা) "প্রণব যে ... মহাবাক্য ॥" এই ৬৩তম ও ৬৪তম পয়ারের ভাবার্থ। অপর দোষ দেখাইতেছেন, "প্রণব" ইতি। শ্রুতিতে যখন জীব ও ব্রহ্মের অভেদের ন্যায় ভেদও স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে, তখন সর্ব্ববেদবীজভূত প্রণবের মহাবাক্যত্ব আচ্ছাদন করিয়া তত্ত্বমস্যাদি প্রাদেশিক চারিটি বাক্যের মহাবাক্যত্ব অবধারণ করিয়া তন্মলে মায়াবশ জীবকে মায়াধীশ পুরুষোত্তমের সহিত সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। যে বাক্যে উপক্রমাদি ষড়্‌বিধ লিঙ্গ দ্বারা গ্রন্থের তাৎপর্য্যের অর্থ বোধ হয়, তাহাকে মহাবাক্য বলে। প্রণব সকল বেদের বীজ। প্রণব হইতেই সকল বেদের আবির্ভাব। প্রণবেই সকল বেদের পর্য্যবসান। প্রণব বেদের অন্তরঙ্গ নাম ও ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি। প্রণবকে ব্রহ্মের স্বরূপও বলা হয়। অতএব পরমেশ্বরের বাচক প্রণবই একমাত্র মহাবাক্য। শঙ্করাচার্য্য প্রণবের মহাবাক্যত্ব আচ্ছাদন করিয়া সামাদিবেদ চতুষ্টয়োক্ত তত্ত্বমস্যাদি প্রাদেশিক বাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যচতুষ্টয় জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বোধক। জীব ও ব্রহ্মের উক্ত প্রকার ঐক্য তত্ত্বমস্যাদি প্রাদেশিক বাক্যচতুষ্টয় ভিন্ন বেদের অপর কোন বাক্য দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; কিন্তু বেদের সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছেন। বেদার্থনির্ণায়ক বেদান্তসূত্র বা ইতিহাসপুরাণাদিতেও সর্ব্বত্র ব্রহ্ম উদ্দেশিত হইয়াছেন, কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য নির্দ্দিষ্ট হয়েন নাই। অতএব তত্ত্বমস্যাদি বাক্যচতুষ্টয়ের সর্ব্ববেদার্থে সমন্বয় না থাকায় এবং প্রণবের সর্ব্ববেদার্থে সমন্বয় থাকায়, তত্ত্বমস্যাদি বাক্যচতুষ্টয়ের মহাবাক্যত্ব না হইয়া, একমাত্র প্রণবের মহাবাক্যত্ব হওয়াই সঙ্গত। এইরূপে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য যদি মহাবাক্য না হইল, তবে তন্মলে মায়াবশ জীবকে মায়াধীশ ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলা কি নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হইল না? আরও,—

"যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ কিমাত্মকো।
ভগবান্ জ্ঞানাত্মকঃ ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চেতি ॥"

এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন,—ভগবান যদাত্মক, তাহার প্রকাশও তদাত্মিকা। ভগবান্ কিমাত্মক? জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্য্যাত্মক ও শক্ত্যাত্মক ভগবান্। "ত্বমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥"

প্রভৃতি শ্রুতি সকলে ও তদর্থনির্ণায়ক স্মৃতি সকলে যখন শ্রীভগবানের স্বরূপভূত শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপশক্তি বিলাসভূত ধামাদি স্পষ্টাক্ষরেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তখন উহাদের মায়িক বলায়, শারীরকভাষ্যকার কি অপরাধী হন নাই ॥৬৩৷৬৪॥

(৫০ পা) "এইমত ... শাস্ত্র কৈল ॥" এই ৬৫তম হইতে ৬৭তম পয়ার তিনটির ভাবার্থ সহজ। এইমত, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে। কল্পনাভাষ্যে, শঙ্করাচার্য্য কৃত শারীরক ভাষ্যে। প্রতিকূল অর্থের নাম পূর্ব্বপক্ষ। বিতণ্ডা, পরমতে দোষারোপ। ছল, বক্তার তাৎপর্য্যার্থের অবিষয়ীভূত অর্থ কল্পনা করিয়া দোষারোপ। নিগ্রহ,

যাহাতে পরাজয় হয় তাহাকে নিগ্রহস্থান বলে। "আচার্য্যের" ইতি। এই সকল আচরণে বস্তুতঃ আচার্য্যের কোন দোষ দেখা যায় না; কারণ সাময়িক প্রয়োজনানুসারে ভগবদাজ্ঞায় আচার্য্য ঐরূপ কার্য্য করিয়াছেন। "স্বাগমৈরিতি" ও "মায়াবাদমিতি" পরশ্লোক দ্বারা তদ্বিষয়ের প্রমাণ করিতেছেন॥ ৬৫—৬৭॥

(৫০ পা) "স্বাগমৈরিতি।" ও "মায়াবাদমিতি।" পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। কালানুসারে শ্রীভগবানের আজ্ঞায় শঙ্করাচার্য্য যে কল্পনা শাস্ত্র কলিতে প্রচার করিয়াছেন, তৎপ্রমাণ এই দুই শ্লোক॥ ১৫।১৬॥

(৫০ পা) "শুনি ... ... গুণগণ।" এই ৬৮তম পয়ারের ভাবার্থ সরল। শুনি, মায়াবাদের উপর এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব দোষারোপ শ্রবণ করিয়া। "মুখে" ইতি। তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাগর্ব্ব খর্ব্ব হওয়ায় মুখ দিয়া একটি বাক্যও বহির্গত হইল না। ভট্টাচার্য্যকে বিস্মিত দেখিয়া প্রভু কহিলেন, ভট্টাচার্য্য! বিস্মিত হইবেন না, শ্রীভগবানে ভক্তিই পরম-পুরুষার্থ। শ্রীভগবানের এমনি অচিন্ত্য গুণ যে মুক্ত পুরুষগণও তাঁহাতে ভক্তি করিয়া থাকেন। পরশ্লোক দ্বারা এই বাক্যের প্রমাণ করিতেছেন॥ ৬৮॥

(৫১ পা) "আত্মারামা ইতি।" এই সপ্তদশ শ্লোকের ভাবার্থ মধ্যের চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদে বলা হইবে, তজ্জন্য আমরা এখানে বলিলাম না। ঐ পরিচ্ছেদে সবিশেষ সৃষ্টি করিবেন। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি এবং তাঁহার ভজনই পরম পুরুষার্থ, এই শ্লোক দ্বারা তাহারই দিগ্দরশন করাইলেন। মুক্তপুরুষগণও ভক্তি করেন তৎপ্রমাণ এই শ্লোক॥ ১৭॥

(৫১ পা) "শুনি ভট্টাচার্য্য ... ... অভিপ্রায়॥" এই ৬৯ তম ও ৭০ তম পয়ারের ভাবার্থ সরল। শ্লোকটি শুনিয়া ভট্টাচার্য্য বাক্য বলিবার অবসর পাইয়া কহিলেন, "এই শ্লোকের" ইতি। প্রভু কহিলেন, আপনিই প্রথমে ব্যাখ্যা করুন। "শুনি" ইতি। ভট্টাচার্য্য বিনষ্টপ্রায় পাণ্ডিত্য অভিমানকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত বদ্ধ-পরিকর হওতঃ তর্কশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের উত্থাপন সহকারে উক্ত শ্লোকটিকে নয় প্রকারে অর্থ করিলেন। প্রভু তাহা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি। আপনি যে অর্থ করিলেন, সে আপনার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্ন মতির পরিচয় প্রদান করিল। কিন্তু আরও কিছু নিগূঢ় অভিপ্রায় আছে॥ ৬৯।৭০॥

(৫১ পা) "ভট্টাচার্য্য ... ... অভিপ্রায় নয়॥" এই ৭১তম পয়ারের ভাবার্থ সরল। ভট্টাচার্য্য মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু বিস্মিত হইবেন। কিন্তু তাহা হইল না। প্রভুর কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য স্বয়ংই অধিকতর বিস্মিত হইয়া প্রভুর ব্যাখ্যা শ্রবণে প্রার্থনা করিতেছেন। "তাঁর, ভট্টাচার্য্যের। নব অর্থ মধ্যে, নয় প্রকার অর্থ মধ্যে। এক না ছুইল, একটি অর্থও

বলিলেন না। একাদশ পদ যথা—১ আত্মারামাঃ, ২ চ, ৩ মুনয়ঃ, ৪ নির্গ্রন্থাঃ ৫ অপি, ৬ উরুক্রমে, ৭ কুর্ব্বন্তি, ৮ অহৈতুকীং, ৯ ভক্তিং, ১০ ইত্থম্ভূতগুণঃ, ১১ হরিঃ। পৃথক্ পৃথক্ পদের অর্থ করিয়া, সেই সেই পদের প্রধান অর্থের সহিত আত্মারাম শব্দ মিলাইয়া আঠার প্রকার অর্থ করিলেন।

কেহ বলেন, মহাপ্রভু সনাতনের নিকট যে একষষ্টি প্রকার অর্থ করেন, তাহা এই আঠার প্রকার অর্থ হইতে অতিরিক্ত। ইহা হইতে পারে না; যে হেতু তথায় উক্ত হইয়াছে—

"পূর্ব্বে শুনিয়াছি, তুমি সার্ব্বভৌমস্থানে।
এ শ্লোকের আঠার অর্থ করিছ ব্যাখ্যানে॥"

ইত্যাদি পয়ারানুযায়ী সনাতন মহাপ্রভু-কৃত আঠার প্রকার অর্থই শুনিতে চাহেন, কিন্তু মহাপ্রভু ঐ আঠার প্রকার অর্থ করিতে যাইয়া একষষ্টি প্রকার অর্থ করেন। অতএব এই আঠার প্রকার অর্থ, একষষ্টি প্রকার অর্থের অন্তর্গত। ঐ স্থলে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইবেন॥ ৭১॥

(৫১ পা) "ভগবান ··· ··· দুই কর যুড়ি॥ এই ৭২তম হইতে ৭৪তম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। "ভগবান তাঁর ভক্তি" এই স্থলে কোথাও "ভগবান তাঁর শক্তি" পাঠ আছে। প্রভু কর্তৃক ব্যাখ্যাত প্রত্যেক অর্থেই শ্রীভগবান্ ও তাঁহার প্রতি ভক্তি আচরণ অবশ্য কর্ত্তব্য অথবা তাঁহার শক্তি ও গুণ সকলের অচিন্ত্য প্রভাব দ্বারা জ্ঞান, যোগ সিদ্ধগণের ও সাধকের চিত্ত আকর্ষিত হয়, ইহা উক্ত হইল। ভগবানের ভক্তি বা শক্তি ও গুণগণ স্বর্গাদি সাধ্য ও কর্ম্মাদি সাধনের স্পৃহা ত্যাগ করায়; ইহাই অচিন্ত্য প্রভাব। এই বাক্যের প্রমাণ করিতেছেন, "সনকাদি" ইতি। এইরূপ বহুবিধ অর্থ ভট্টাচার্য্য শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি অলৌকিকী প্রতিভা দ্বারা প্রভুকে শ্রীভগবান্ বুঝিয়া, পূর্ব্বকৃত তাঁহার অবজ্ঞা হেতু নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া মনে মনে ব্যথিত ও অনুতপ্ত হইলেন। পরক্ষণেই প্রকাশ্যভাবে আত্মগ্লানি করিতে করিতে প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। প্রভু তাঁহাকে অগ্রে নিজের ঐশ্বর্য্যাত্মক চতুর্ভুজরূপ ও পশ্চাৎ মধুর বংশীধর দ্বিভুজ স্বরূপ প্রদর্শন করাইলেন অর্থাৎ উভয়রূপটি প্রভুর স্বকীয় হওয়াতে ভট্টাচার্য্য অগ্র পশ্চাৎ দেখিলেন। দ্বিভুজস্বরূপ নিজরূপ হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য ইহা প্রতিপন্ন হইল, নচেৎ দ্বিভুজ বংশীমুখ রূপটির অপ্রসঙ্গ হয়। ভট্টাচার্য্য তদ্দর্শনে প্রণাম করতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব করিলেন॥৭২—৭৪॥

(৫১ পা) "প্রভুর কৃপায় ··· ··· ভিক্ষা করাইলা।" এই ৭৫তম হইতে ৭৮তম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। যদি বল,মায়াবাদির ভগবৎস্তব করা কিরূপে সম্ভবে? ইহাতে বলিতেছেন, "প্রভুর" ইতি। প্রভুর কৃপায় ভট্টাচার্য্যের সর্ব্বতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হওয়াতে, তিনি নাম ও মাহাত্ম্যযুক্ত শত সংখ্যক স্বরচিত শ্লোক দ্বারা প্রভুর স্তব করিলেন। স্তব শুনিয়া প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। আলিঙ্গন পাইয়া ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া ভূমিতলে

পতিত হইলেন এবং তাঁহার দেহে অশ্রু-কম্পাদি বিকার সকলের আবির্ভাব হইল। প্রভুর পদ্মহস্ত স্পর্শ পাইয়া সংজ্ঞালাভ করতঃ ভট্টাচার্য্য প্রভুর চরণে ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন গোপীনাথাচার্য্য প্রভুকে কহিলেন, "সেই" ইতি। "করুণাময় প্রভো, তোমার অপার করুণা, তুমি সেই ভট্টাচার্য্যকে এইরূপ করিলে। প্রভু কহিলেন, "ভক্ত" ইতি। "তুমি শ্রীজগন্নাথের ভক্ত, তোমার সঙ্গের গুণে ইনি শ্রীজগন্নাথের কৃপা পাইয়া এইরূপ হইলেন। পরে প্রভু ভট্টাচার্য্যকে স্থির করিলেন। ধৈর্য্য-লাভের পর ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "প্রভো, আমি তর্কজড়, তুমি আমাকেও উদ্ধার করিলে। যিনি আমাকেও উদ্ধার করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে জগদুদ্ধার অল্পকার্য্য ॥ ৭৫—৭৮ ॥

(৫২ পা) "আর দিনে ...... ভক্ষণ করিল ॥" এই ৭৯তম ও ৮০তম পয়ারের ভাবার্থ সরল। আর দিন, অন্য দিন। অরুণোদয়কাল, সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্ব চারি দণ্ডকাল। স্ফুট কহি, স্পষ্ট করিয়া। জাড্য, জড়তা ॥ ৭৯।৮০ ॥

(৫২ পা) "শুষ্কমিতি।" ও "নেতি"। এই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্কৃত অগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং পাক করেন এবং ভগবান্ স্বয়ং ভোজন করেন। অতএব শ্রীজগন্নাথের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ অন্ন শুষ্ক, বহুকালের বাসি হোক্ বা দুর্গন্ধাদিযুক্ত হোক্ অথবা বৈদিকাচারযুক্ত চাতুর্বর্ণ্য দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া দূরদেশ হইতে আনীত হোক্, প্রাপ্ত-মাত্রই (এখানে মাত্র শব্দে তৎক্ষণাৎই) মহাপ্রসাদ বুদ্ধি দ্বারা উহা ভোজন করিবে। শিষ্টগণ বলেন, শ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রসাদ সম্বন্ধেই এই বিধি। এই মহাপ্রসাদ ভোজন বহুভাগ্যকে অপেক্ষা করে। যখন ভগবান্ বলিয়াছেন, মহা-প্রসাদভোজনে দেশকালাদির নিয়ম নাই, তখন ভোজন না করিলে প্রত্যবায় হয়। মহাপ্রসাদ বহুগুণসম্পন্ন বলিয়া মহাপ্রসাদ কৈবল্যস্বরূপ। উৎকলখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

মহাপ্রসাদ মস্তকে ধারণ করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। ভোজন করিলে মদ্যপানাদি জনিত মহাপাপ সকল নষ্ট হয়। ঘ্রাণে মানস পাপ, দর্শনে দর্শনজন্য পাপ, আস্বাদে বাক্যজন্য ও শ্রবণে শ্রবণজ পাপ, স্পর্শনে ত্বক্‌কৃত ও মিথ্যা-আলাপ জন্য পাপ, গাত্রলেপনে শরীর জন্য পাপ দগ্ধ হয়। সন্দেহ হইতে পারে, কৈবল্যস্বরূপ ও স্বয়ং লক্ষ্মী কর্তৃক পাচিত সুদুর্লভ মহাপ্রসাদকে দুর্ভাগ্য কলির জীব কিরূপে প্রাপ্ত হইল? তদুত্তর, কোন সময়ে নারদ দ্বারকায় গমন করিয়া শ্রবণ করিলেন, উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, হে প্রভো, "আপনার উচ্ছিষ্ট খাইয়া দাস আমরা আপনার মায়াকে জয় করিব।" মহাপ্রসাদের এরূপ গুণ শুনিয়া নারদ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং উহার প্রাপ্তি জন্য লোভ হইল। নারদ মনে করিলেন, মহাপ্রসাদের এরূপ মাহাত্ম্য মহাদেবকে জানান উচিত। অনন্তর নারদ কৈলাসধামে গমন করিয়া শিব-পার্ব্বতীকে প্রণাম করতঃ মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলে, মহাদেব কহিলেন, নারদ, এই দুর্লভ মহাপ্রসাদ লক্ষ্মীর কৃপা ব্যতীত পাইবার উপায় নাই। অত-

এ। তুমি তাঁহার আরাধনা কর, তাহা হইলে মহাপ্রসাদ পাইবে কিন্তু মহাপ্রসাদের কিঞ্চিৎ আমার প্রদান করিও। একাই ভোজন করিও না। মহাদেবের মুখে প্রসাদ পাইবার উপায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া ও তাঁহাকে প্রণাম করতঃ লক্ষীর উপাসনায় নারদ গমন করিলেন। বহুকালব্যাপী তপস্যা দ্বারা লক্ষীদেবী সন্তুষ্ট হইয়া নারদকে বর দিতে আগমন করিয়া বলিলেন, "বৎস, বর গ্রহণ কর, কি নিমিত্ত আমার তপস্যা করিতেছ?" নারদ কহিলেন, "দেবি, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনা কর্তৃক পাচিত প্রভুর ভুক্তান্ন মহাপ্রসাদ কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া আমার মনোভিলাষ পূর্ণ করুন।" দেবী কহিলেন, "নারদ, অতি দুর্ল্লভ বস্তু প্রার্থনা করিয়াছ। প্রভুর পরিকর ব্যতীত ঐ মহাপ্রসাদ অন্য কেহ প্রাপ্ত হয় না। বিশেষ, প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত উহা প্রদান করিতে আমি সমর্থ নহি।" অনন্তর দেবী প্রভুর আদেশ গ্রহণ করতঃ কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ আনিয়া নারদকে প্রদান করিলেন। নারদ উহার মধ্য হইতে কিয়দংশ মহাদেবের নিমিত্ত রাখিয়া ভোজন করিবামাত্র প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং তদবস্থায় কৈলাসে আগমন করতঃ মহাদেবকে ঐ মহাপ্রসাদ প্রদান করিলেন। মহাদেবও উহা ভোজন করতঃ প্রেমোন্মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। পৃথিবী ভার সহ্য করিতে না পারিয়া পার্ব্বতীর শরণাপন্ন হইলেন। পার্ব্বতী উভয়ের নিকট আগমন করিয়া উভয়ের প্রেম দর্শনে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাদৃশ উৎপন্ন প্রেমের কারণ জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন, মহাপ্রসাদ ভোজনই তাহার হেতু। সানন্দে মহাপ্রসাদ প্রার্থনা করিলে, যখন উহা প্রাপ্ত হইলেন না, তখন বলিলেন, দেব, আমায় ভালবাসেন বলিয়া কি, আমার জন্য প্রসাদ রাখিতে বিস্মরণ হইয়াছেন? অথবা, অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া আনন্দের অংশ প্রদানে অসমর্থ হইলেন? ইহাতে আমি যেমন বঞ্চিত হইলাম, অভিশাপ দিতেছি, এই মহাপ্রসাদ যেন শৃগালকুক্কুরেরও সুলভ হয়। আর দুর্ল্লভ থাকে না। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় এরূপ কার্য্য হইল। পার্ষদ সহ প্রকট হইয়া যেমন কলির জীবকে নিস্তার করিলেন, তদ্রূপ মায়ানাশক দুর্লভ মহাপ্রসাদকেও অভিশপ্ত করিয়া কলির জীবের জন্য বৈকুণ্ঠ হইতে আনয়ন করিয়া দয়াল নামের সার্থকতা করিলেন। অতএব এমন দয়াল অবতারকে কোন মূঢ় না ভজে? এই দুর্ল্লভ মহাপ্রসাদকে প্রাপ্ত হইয়া কে অবজ্ঞা করে? যে ভোজন না করে বা অবজ্ঞা করে অথবা বেদবিধির অপেক্ষা করে, সে নরাধম ॥ ৮০।৭৯ ॥

(৫২ পা) "দেখি ... ... বিশ্বাস ॥" এই ৮১তম ও ৮২তম পয়ারের ভাবার্থ সরল। মহাপ্রসাদে ভট্টাচার্য্যের এতাদৃশ বিশ্বাস দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর মন অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে, নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥"

হে রাজন, অল্প পুণ্যবান্ ব্যক্তির মহাপ্রসাদে গোবিন্দে, শ্রীনামে ও বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না।

দুই জন ধরি, শ্রীচৈতন্য ও ভট্টাচার্য্য পরস্পরকে ধরিয়া। দোঁহার, শ্রীচৈতন্য ও সার্ব্বভৌম। "স্বেদ" ইতি। উভয়ের নয়নের জলে উভয়েই অভিষিক্ত হইলেন। পরে মহাপ্রভু কহিলেন, আজি আমি অনায়াসে ত্রিভুবন জয় করিলাম, আজি আমি বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলাম অর্থাৎ সেই স্থানের সুখ অনুভব করিলাম অথবা ইহা দৈন্যোক্তি; আজি আমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হইল। ইহার হেতু

দেখাইতেছেন, 'সার্ব্বভৌমের' ইতি। ভট্টাচার্য্যের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হইয়াছে। যদি বল, প্রসাদে বিশ্বাস হওয়াতে কি হইল? তদুত্তর 'আজি' ইতি পর পয়ারে বলিতেছেন ॥ ৮১।৮২ ॥

(৫২ পা) "আজি······ভক্ষণ॥" এই ৮৩ তম পয়ারের ভাবার্থ সরল। আজি তুমি অকপটে কৃষ্ণের আশ্রয় লইলে, তজ্জন্য কৃষ্ণও অকপটে তোমার প্রতি সদয় হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি সদয় হওয়াতে, তাঁহার তত্ত্ব তোমাতে স্ফূর্ত্তি হওয়ায় তোমার দেহাদি বন্ধন নাশ হইল। যে পর্য্যন্ত আত্মাতে দেহবুদ্ধি ও দেহে আত্মবুদ্ধি, সেই পর্য্যন্তই জীবের দেহবন্ধন। ঐ দেহবন্ধনের মূল অবিদ্যা। জীব যে পর্য্যন্ত অবিদ্যার অধিকারে থাকে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিয়া প্রত্যবায়ী হয়। অবিদ্যার নিবৃত্তিতে কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারও নিবৃত্ত হইয়া যায়, সুতরাং তখন আর কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ী হইতে না। আজি তোমার দেহবন্ধন ছিন্ন হওয়াতে রজঃও তমোগুণের নিবৃত্তি হইয়াছে। তোমার মন ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাশূন্য হইয়া পবিত্র হওয়ায় কৃষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্য হইয়াছে। আজি তুমি কর্ম্মকাণ্ড উল্লঙ্ঘন করিয়া ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিলে। আজি তুমি বেদধর্ম্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

অর্থাৎ আপন আপন অধিকারে নিষ্ঠাই গুণ। ভক্তির অঙ্গযাজনই জীবের প্রকৃত আপন অধিকার। ভক্তির অঙ্গ মহাপ্রসাদ-ভোজন ত্যাগ করিলে দোষ, প্রসাদ ভক্ষণে গুণ। অতএব তুমি নিজের কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। ইহাতে বেদোক্ত কর্ম্মবিধির নাশ হইলেও বেদোক্ত ভক্ত্যঙ্গ-সাধনবিধির নাশ করা হয় নাই। অকপট ভজনে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় বেদোক্ত কর্ম্মবিধি শিথিল হইয়া যায় ও দেহাদিবন্ধন নাশ হয় এবং ভগবানের তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি পায় ॥ ৮৩ ॥

(৫৩ পা) 'যেষামিতি'। এই বিংশ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ভগবানের গুণ অনন্তহেতু যিনি জ্ঞানের আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তি দ্বারা ভগবানকে ভজন করেন, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন, ইহা বলিতেছেন, 'যেষামিতি।' 'আজি সে খণ্ডিল' ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। শুদ্ধাভক্তি আচরণে মায়ার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার দেহবন্ধন এবং বেদোক্ত কর্ম্মবিধির অনুষ্ঠানও থাকে না। অহঙ্কারেরও নাশ হওয়াতে আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি কর্ম্মী, আমি জ্ঞানী ইত্যাদি নষ্ট হইল। অতএব তখন আত্মা প্রেমাস্পদ; তখন তাঁহার ভক্ত্যঙ্গ সাধনই অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব বেদোক্ত ভক্ত্যঙ্গ যাজনে এবং বেদোক্ত কর্ম্মবিধির ত্যাগে কোন দোষ হইল না ॥ ২০ ॥

(৫৩ পা) "এত কহি···সংকীর্ত্তন ॥" এই ৮৪তম ও ৮৫তম পয়ারের ভাবার্থ সরল। অভিমান বিনাশের হেতু দেখা-

ইতেছেন, "চৈতন্যচরণ" ইতি। তার, সার্ব্বভৌমের ॥ ৮৪।৮৫ ॥

(৫৩ পা) "হরের্নামেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদির ৮৬ পৃষ্ঠায়, তাৎপর্য্য ভাবার্থব্যাখ্যায় ৩০১ পৃষ্ঠায় দেখুন ॥ ২১ ॥

(৫৩ পা) "এই শ্লোকের……কণ্ঠ কৈল।" এই ৮৬তম হইতে ৮৮তম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। পূর্ব্বে যে কহিল, ঈশ্বরকৃপায় ঈশ্বরতত্ত্ব বোধ হয়; পাণ্ডিত্যাদ্যে নহে, ইত্যাদি কথা। দোহে, জগদানন্দ ও দামোদর। প্রসাদপত্রী, মহাপ্রসাদ ও ভট্টাচার্য্যলিখিত শ্লোকদ্বয়-যুক্ত তালপত্রী ॥ ৮৬-৮৮ ॥

(৫৪ পা) "বৈরাগ্যেতি।" এই দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ শ্লোক দুইটির তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। বৈরাগ্য প্রপঞ্চ বস্তুতে আসক্তি শূন্য। বিদ্যা, শ্রীভগবত্তত্ত্বের অনুভব। 'গাঢ়রূপে লীন হউক' বলাতে, ইহাই বোধিত হইতেছে যে, আমার মন শ্রীচৈতন্য ব্যতীত যেন আর কাহাকেও প্রার্থনা করে না। অথবা, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণ-সেবানন্দ ব্যতীত অন্য কোন আনন্দে আমার মন আকৃষ্ট না হয়। অতএব যদি কেহ প্রকৃত আনন্দ লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে একমাত্র শ্রীচৈতন্য-চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর; তাহার কৃপায় পরমানন্দ লাভ করিবে ॥ ২২।২৩ ॥

(৫৪) "এই দুই শ্লোক…ফিরাইলা।" এই ৮৯তম পয়ারের ভাবার্থ সরল। কীর্ত্তিঘোষে, যশ প্রচারিত হয়। ঢক্কাবাদ্যাকার, ঢাকের শব্দের ন্যায়। ঢাকের শব্দ যেমন সকলেই শুনিতে পায়, তদ্রূপ মহাপ্রভুর কৃপা ও সার্ব্বভৌমের ভক্তি সকলেই শুনিয়াছিল। একতান, একচিত্ত। শ্লোক, স্তুতি-শ্লোক। ব্রহ্ম-স্তবের, শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ব্রহ্মাকৃত স্তবের এক শ্লোক "তত্ত্ব ইতি।" দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা, দুই অক্ষর পরিবর্ত্তন করিলেন। যথা "মুক্তিপদে" স্থানে "ভক্তিপদে" বলিলেন ॥ ৮৯ ॥

(৫৪ পা) "তত্তেঽনুকম্পামিতি।" এই চতুর্ব্বিংশ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে প্রভো! অনাসক্ত হইয়া বিষয়ভোগ করতঃ যে ব্যক্তি নিখিল কার্য্যে তোমার করুণা অবলোকন করতঃ অর্থাৎ পিতা যেমন নিজ পুত্রকে কখন মিষ্টান্নভক্ষণ ও কখন নিম্বভক্ষণ করান এবং কখন আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করেন, কখন হস্ত দ্বারা প্রহার করেন; এই সমস্ত কার্য্যে পিতার করুণা ভিন্ন অন্য কিছুই লক্ষ্য হয় না; তদ্রূপ সুখ, দুঃখ, লাভালাভ, মানাপমান প্রভৃতি কার্য্য আমার হিতের জন্য পিতার ন্যায় প্রভু করিতেছেন, আমি করিতেছি না; ইত্যাদিরূপে তোমার করুণা অবলোকন করিয়া এবং কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার করিয়া অর্থাৎ বালকের মঙ্গলের জন্য পিতা যেমন আচরণ করে, তদ্রূপ আমাদের মঙ্গলের জন্য তুমি এই সকল কর, এইরূপে পৃথুরাজার ন্যায় প্রত্যহ শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করতঃ সুখ-দুঃখাদিতে ক্লিষ্ট না হইয়া তোমাতে আসক্তচিত্ত হওতঃ ভক্তিপথে বিচরণ করে, সে ভক্তিপদে দায়ভাগী হয়। "ভক্তিশ্চ পদঞ্চ ভক্তিপদং তস্মিন্ ভক্তিপদে।" ভক্তি (প্রেম) ও পদ (সেবা) যাহাতে, ভক্তি-

পদে। দায়ভাগ হয় অর্থাৎ ভ্রাতৃ-বণ্টনের ন্যায় তুমি তাহার দায়িস্বরূপে বর্ত্তমান থাক। অতএব তুচ্ছ মুক্তির কথা কি বলিব ? এস্থলে বুদ্ধি ও চেষ্টাদির নিষেধ হইল। বুদ্ধি ও নিজ চেষ্টাদি রহিত জীবিত পুত্র যেমন পিতার সম্পত্তি লাভ করে ; তদ্রূপ এখানেও বুদ্ধি অর্থাৎ শাস্ত্রাদির শুষ্ক বিচার এবং আত্মকৃত কর্ম্মফল নিবারণে চেষ্টাদি রহিত হইয়া তোমাতে মন অর্পণ করিলে জীবত্ব অর্থাৎ ভক্তিমার্গস্থিতস্বরূপ সম্পত্তি জীব লাভ করে। শ্রুত্যাধ্যায়ে শ্রুতিগণও বলিয়াছেন—"দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধেত্যাদি।"

প্রাণধারী জীব যদি তোমার অনুবর্ত্তী ভক্ত হয়, তবে, তাহাদিগের জীবন সার্থক, নচেৎ ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা নিশ্বাস বহন করিয়া, তাহাদের জীবন ধারণ করা মিথ্যা। অভক্তগণ ঘোরান্ধকারাবৃত অসূর্য্যানামক লোকে গমন করে। ভক্তি লাভ করিলে অনায়াসে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় ॥ ২৪ ॥

(৫৪ পা) "প্রভু কহে......করে ভক্তি ॥" এই ৯০তম পয়ারের ভাবার্থ। সার্ব্বভৌমের পঠিত শ্লোক শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, ঐ শ্লোকের "মুক্তিপদে" স্থানে "ভক্তিপদে" পাঠ করিলে কেন ? ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি ? ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "ভক্তি নহে" ইতি ॥ যে ব্যক্তি তোমার কৃপার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবনধারণ করেন, তিনি অবশ্য দয়াধিকার স্বরূপে তোমাতে প্রেমই লাভ করিয়া থাকেন। অতএব প্রেমই প্রকৃত পুরুষার্থ, মুক্তি ফল নহে, এজন্য 'মুক্তিপদে' স্থলে 'ভক্তিপদে' পাঠ করিয়াছি। মুক্তি যে পুরুষার্থ নহে, তাহার কারণ দেখাইতেছেন, "ভগবদ্ভক্তি" ইতি। শ্রীভগবানে যাহারা ভক্তি করে না, শ্রীভগবান তাহাদিগকে যে মুক্তি দান করেন, তাহা কেবল দণ্ড প্রদান করা ; যেহেতু তাহারা সেবাসুখে বঞ্চিত হয়। যাহাদের মুক্তিতে সেবানন্দ অনুভব হয় না, তাহাদের পুমর্থ সম্পন্ন হয় না। সৎ বস্তুর স্ফূর্ত্তির অভাবে সমস্তই নিরর্থক হয়। সকলেই আনন্দ অনুসন্ধান করে, যাহাতে আনন্দ নাই, তাহা দণ্ড ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? এখানে মুক্তি বলিতে, ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ভগবৎ বা ঈশ্বর-সাযুজ্য। ভগবদপরাধী মলিনচিত্ত দুই প্রকার ; ভগবদ্বহির্মুখ ও ভগবদ্বেষী। ভগবদ্বেষী কে ? তাহাই বলিতেছেন, "কৃষ্ণের" ইতি। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিকে সত্য নাহি মানে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া স্বীকার করে না। প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার বলে এবং যেই নিন্দা অর্থাৎ শিশুপালাদির ন্যায় তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ-লীলাদি প্রাকৃত করিয়া স্থাপন করে বা গুণকে দোষ বলিয়া কীর্ত্তন করে ও যুদ্ধাদি করে, তাহারা ভগবদ্বেষী। এই দুয়ের, যে জ্ঞানিগণ, শ্রীকৃষ্ণশরীর সত্য করিয়া মানে না এবং প্রাকৃত বুদ্ধিতে যুদ্ধাদি ও নিন্দা করে, সেই শিশুপালাদির সাযুজ্যমুক্তিই ফল বা দণ্ড। যে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করে, তাহার ফল মুক্তি নহে ॥৯০॥

(৫৫ পা) "যদ্যপি সে......অঙ্গীকার ॥" এই ৯১তম পয়ারের ভাবার্থ। যদি বল, সালোক্যাদি ভেদে মুক্তি পাঁচ প্রকার ; কেহ কেহ সালোক্যাদি মুক্তি গ্রহণ করেন। অতএব ভক্তির ফল মুক্তি নহে কিরূপে ? ইহাতে বলিতেছেন,

"যদ্যপি" ইতি। সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সার্ষ্টি এই চারি প্রকার মুক্তি যদি ভগবৎসেবার আনুকূল্য করে, তবে কোন কোন ভক্ত সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি অঙ্গীকার করেন। সালোক্যাদি চারি প্রকার মুক্তি দ্বিবিধ। সুখৈশ্বর্য্যচতুরা অর্থাৎ সুখ ও ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিই যাহার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রেমৈকচতুরা অর্থাৎ প্রেম-সেবাই যাহার প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব ভক্তসেবার প্রতিকূলা সুখৈশ্বর্য্যচতুরা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি প্রার্থনা না করিয়া প্রেমৈকচতুরা সালোক্যাদি মুক্তি সেবার অনুকূলা বলিয়া গ্রহণ করে ॥৯১॥

(৫১) "সাযুজ্য শুনিতে...ধিক্কার ॥" এই ৯২তম পয়ারের ভাবার্থ। সেবার অনুকূলা সালোক্যাদিমুক্তি ভক্ত গ্রহণ করিলেও যাহাতে সেবাসুখে বঞ্চিত হইতে হয়, এরূপ সাযুজ্য গ্রহণ করেন না। সেবানন্দ নাই বলিয়া ঘৃণা করেন এবং সেব্য-সেবক-ভাব বিলুপ্ত হইবে বলিয়া ভয় করেন। ভক্তগণ নরক প্রার্থনা করেন, তথাপি সাযুজ্যমুক্তি চান না। কারণ নরকে ঘোরতর যাতনা ভোগ সময়ে ভগবৎ-স্মৃতির সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সাযুজ্যে ঐ স্মৃতির সম্ভাবনা অতি অল্প। সাযুজ্য দুইপ্রকার, ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। ঈশ্বরসাযুজ্য প্রকটস্ফূর্ত্তি-লক্ষণ, এবং ব্রহ্মসাযুজ্য সুষুপ্তির ন্যায় অনতিপ্রকটস্ফূর্ত্তি-লক্ষণ, উভয়ের ইহাই ভেদ। সন্দেহ হইতে পারে। ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বরসাযুজ্য শ্রেষ্ঠ, যেহেতু, ঈশ্বরসাযুজ্য-প্রাপ্ত শিশুপাল ও দন্তবক্র পুনরায় সামীপ্য মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ করিয়াছিল। অতএব শ্রীগ্রন্থে সাযুজ্য-মুক্তিকে ধিক্কার দিতেছেন কেন? শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—

"বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্।
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ ॥"

বৈরানুবন্ধতীব্র ধ্যান দ্বারা ঈশ্বরসাযুজ্য-প্রাপ্ত দন্তবক্র ও শিশুপাল পুনরায় বিষ্ণুপার্ষদ হইয়াছিলেন। তদুত্তর, দন্তবক্র, শিশুপাল, জয়, বিজয়-রূপে পূর্ব্বে বিষ্ণুপার্ষদ থাকাতে কচিৎ ভগবানের ইচ্ছা দ্বারা লীলার জন্য কেবলমাত্র উভয়কেই সাযুজ্য হইতে বহির্গত করিয়া শ্রীভগবান্ পার্ষদত্ব-রূপে সংযোজনা করেন এবং উহারা সুখৈশ্বর্য্য-চতুরা সামীপ্য মুক্তিলাভ করেন, প্রেমৈক-চতুরা সামীপ্য মুক্তি পান নাই। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণে তাহাদের বৈরভাব ছিল, ভক্তিবাসনা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ লীলার্থ অবতীর্ণ হইলেই উহারা তাঁহাতে বৈরভাবাপন্ন হইবে। সাত্ত্বিকী ভক্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হইলে ভক্তিবাসনা বশতঃ "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥" মুক্তগণও দেহ ধারণ করতঃ শ্রীভগবানকে ভজনা করেন।" ইত্যাদি শ্রুতি বচন দ্বারা তাদৃশ মুক্তগণের মধ্যে কাহারও কচিৎ পুনরায় প্রেমভক্তি লাভ শ্রুত হওয়া যায়; কিন্তু ঈশ্বর সাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্তগণের ভক্তিলাভের সম্ভাবনা না থাকায় উহাদের ধিক্কার দিতেছেন। যাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া আর ভক্তিলাভ করিতে পারেন না, তাঁহাদের ব্রহ্মসাযুজ্য অপেক্ষা ঈশ্বর-সাযুজ্য অন্য প্রকারে শ্রেষ্ঠ, কেন না, ভগবৎ-ইচ্ছায় ঈশ্বরসাযুজ্য ব্যক্তিরও কখন ভগবৎ সাক্ষাৎকার ঘটিতে পারে, কিন্তু ভক্তিবাসনা রহিত ব্রহ্মসাযুজ্য ব্যক্তির উঁহার দর্শন দুর্ঘট। অতএব ঈশ্বরসাযুজ্য হেয় বলিয়া ভক্তগণ উহাকে ধিক্কার প্রদান করেন ॥ ৯২ ॥

(৫৫ পা) "সালোক্যেতি ॥" এই পঞ্চবিংশ শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা

আদিলীলার ৫৪ পৃষ্ঠায় দৃষ্টি করিবেন। 'ব্রহ্ম ঈশ্বরসাযুজ্য দুই ত প্রকার' এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। একত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য ॥ ২৫ ॥

(৫৫ পা) 'প্রভু কহে ··· উল্লাস।' এই ৯৩ হইতে ৯৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। প্রভু কহিলেন, 'মুক্তিপদের।' ইতি। মুক্তিপদ অর্থাৎ মুক্তি যাঁহার পদ বা চরণ, তাহাকে মুক্তিপদ বলে। এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত নহে। শ্রীভাগবতে ১ম স্ক, বলিয়াছেন—

"যেনাপবর্গরদদভ্রবুদ্ধির্ভেজে
খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলমিতি।"

অপবর্গ মুক্তি নাম যার, সেই খগেন্দ্রধ্বজ শ্রীভগবানের পাদমূল ভজন করিয়াছিলেন।

অতএব মুক্তি ভগবচ্চরণের নাম। অন্যরূপ অর্থ বলিতেছেন, 'নবম' ইতি। অথবা ভাগবতের ২য় স্কন্ধোক্ত "অত্র সর্গোত্যাদি" শ্লোকে দশ পদার্থ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে নবম পদার্থরূপ মুক্তির পদ অর্থাৎ দশম পদার্থরূপ আশ্রয়। এই দুই অর্থেই শ্রীভগবানকে বোধ করায়। অতএব পাঠ পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কাহে পাঠ ফিরি, কেন পাঠ ফিরাই অর্থাৎ 'মুক্তিপদ না বলিয়া" "ভক্তিপদ" বলি কেন? ভট্টাচার্য্য কহিলেন, 'যদ্যপি' ইতি। যদিও মুক্তিপদশব্দের কথিত অর্থও করা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু মুক্তিশব্দের রূঢ়ি অর্থে সাযুজ্য বোধ হয়। ঐ সাযুজ্য ভক্তের ঘৃণ্য বস্তু। অতএব মুক্তি বলিতে মনে ক্ষোভ ও ঘৃণা হয়, কিন্তু ভক্তি বলিতে হৃদয়ে আনন্দ হয়। অতএব পাঠ পরিবর্ত্তনই উচিত বোধ হইতেছে ॥ ৯৩ ৯৫॥

(৫৫ পা) 'শুনিয়া হাসেন ··· ··· ব্রজেন্দ্র নন্দন॥' এই ৯৬ পয়ারের ভাবার্থ। ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া প্রভু আনন্দিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ইহার হেতু বলিতেছেন, "যে ভট্টাচার্য্য" ইতি। যিনি সর্ব্বদা মায়াবাদ পড়িতেন বা পড়াইতেন, তিনি এক্ষণে ভক্তি ভিন্ন অন্য উপদেশ দেন না বা গ্রহণ করেন না। অথবা, ভক্তিকথা ভিন্ন অন্য কথা মুখে আনেন না। হেন বাক্য স্ফুরে, ভক্তি সম্বন্ধীয় কথা বলেন। যদি বল, শ্রীচৈতন্যের যদি এত প্রভাব এবং তাঁহার কৃপায় সার্ব্বভৌমের ঈদৃশী ভক্তি হয়, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রবাসি বৈষ্ণবগণ ও সার্ব্বভৌম পূর্ব্বে তাঁহার শরণাপন্ন হন নাই কেন? তদুত্তর, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে চিনিতে পারেন নাই, ইহাই সদৃষ্টান্তে বলিতেছেন, 'লোহাকে' ইতি। যে পর্য্যন্ত স্পর্শ (পরশ) মণি লৌহকে স্বর্ণ না করে, সে পর্য্যন্ত স্পর্শমণিকে যেমন সহজে কেহ চিনিতে পারে না, তদ্রূপ যে পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌমের ভক্তি না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-মহিমা কেহ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। জহুরী যেমন পরীক্ষা ব্যতীতও স্পর্শমণিকে চিনিতে পারে, তদ্রূপ কোন কোন ভক্ত শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রোদয়ে—

"জ্ঞাতুং ন শক্তোত্যহহ ন
পুমান্ দর্শনাৎ স্পর্শরত্নম্।
যাবৎ স্পর্শাজ্জনয়তীতরাং
লোহমাত্রং ন হেম॥"

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেও তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারে না। যেমন স্পর্শমণি যে পর্য্যন্ত লৌহকে সুবর্ণ না করে, সেই অবধি তাহাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে পারে না।

চৈতন্যকৃপায় ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখিয়া ক্ষেত্রবাসি বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই তাঁহার শরণাপন্ন হয়েন॥৯৬॥

(৫৫ পা) "কাশীমিশ্র···কৃষ্ণদাস॥" এই ১৭ ও ১৮ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ভিক্ষা নির্ব্বাহন, ভোজনকার্য্য সাধন। আগে, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে। প্রভুর লীলা, মায়াবাদী সার্ব্বভৌমকে ভক্ত করা। জ্ঞানকর্ম্মপাশ, জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ বন্ধন। বিমোচন, সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ। সন্দেহ হইতে পারে,—

শ্রদ্ধা করিয়া এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ শ্রবণ করিলে জ্ঞান ও কর্ম্মবন্ধন কিরূপে বিনাশ পাইবে? তদুত্তর, "আত্মা অরে বা দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য"ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য দ্বারা যখন বেদান্তশ্রবণে জীবের জ্ঞান ও মোক্ষলাভ হয়, তখন এই পরিচ্ছেদ পুনঃ পুনঃ শ্রবণে জীবের জ্ঞানকৃত সাযুজ্য-বন্ধন ও কর্ম্মকৃত ভোগাদিবন্ধন কেন বিনাশ হইবে না?

অতএব এই লীলাশ্রবণে জ্ঞানির জ্ঞান ও কর্ম্মির কর্ম্ম নষ্ট হইয়া শুদ্ধা ভক্তির উদয় হইবে। ইহাতে যাহার ভক্তি না হইবে সে দুর্ভাগা॥৯৭।৯৮॥

ইতি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সুবোধিনী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

(৫৬ পা) "ধন্য তমিতি।" এই প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার যাহা বলিবেন, তাহাই শ্লোকার্থে প্রকাশ করিলেন। যাঁহার অসীম দয়ার প্রভাবে প্রারব্ধজনিত দুষ্ট গলিত কুষ্ঠ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়, তাঁহার কৃপা হইলে আমি (গ্রন্থকার) অনায়াসে তাঁহার লীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হইব এবং এবম্বিধ দয়াবান্ পুরুষ ব্যতীত আর কাহাকে প্রণাম করিব। যাঁহার করুণায় বাসুদেবের কুষ্ঠরোগ নষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার কৃপা হইলে যন্ত্রণাদায়ক কুষ্ঠরূপ ভবরোগ হইতে অনায়াসে মুক্ত হইতে পারিব। অতএব এরূপ পুরুষই সর্ব্বদা বন্দনীয়॥ ১॥

(৫৬ পা) "জয় কর······শ্রীহস্তে ধরিয়া॥" এই ১ম ও ২য় পয়ারের ভাবার্থ সরল। এইমত, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কথিত প্রকারে। সার্ব্বভৌমের নিস্তার

করিল, সার্ব্বভৌমকে ভক্ত করিলেন, "অহং ব্রহ্ম" আমিই ব্রহ্ম জ্ঞানে অপরাধী হয়, সেই অপরাধজনক জ্ঞানের বিনাশ করিয়া ভক্তিতত্ত্ব জানাইলেন। ইচ্ছা উপজিল, ইচ্ছা হইল। "মাঘ শুক্লপক্ষে" ইতি। মাঘের শুক্লপক্ষে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ। এ সম্বন্ধে কিছু মতভেদ দৃষ্ট হয়।

কেহ বলেন, মাঘমাসের সংক্রান্তির দিনই সন্ন্যাসের দিন। কেহ বলেন, সংক্রান্তির পরদিনই সন্ন্যাসের দিন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় আলোচনা করিলে জানা যায়, নবদ্বীপে শ্রীবাস আঙ্গিনায় প্রভু, ভক্তগণের সহিত রাত্রে কীর্ত্তন করিয়া শেষ রাত্রে কাটোয়া গমন করেন, প্রভাতে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুর দর্শন না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণের বিষয় অনুমান করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতাদিতে সংক্রান্তির দিন মহাপ্রভুর কাটোয়া গমন জানা যায়। অতএব সংক্রান্তির পরদিনই সন্ন্যাসগ্রহণ স্থির হইতেছে। মুরারিগুপ্তের চৈতন্যচরিতমৃতের তৃতীয়প্রক্রমে উক্ত হইয়াছে,

"ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণং
কুম্ভং প্রযাতে মকরাৎ মনীষী।
সন্ন্যাসমন্ত্রং প্রদদৌ মহাত্মা
শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ॥"

সূর্য্য মকররাশি হইতে কুম্ভরাশিতে প্রবেশ করিলে অর্থাৎ [মকরসংক্রান্তিতে বিধানজ্ঞ অর্থাৎ] সংক্রান্তির পুণ্যকালোচিত কর্ম্মজ্ঞ শ্রীকেশবভারতী সংক্রমণের পুণ্যকালে শ্রীচৈতন্যকে সন্ন্যাসমন্ত্র প্রদান করেন। এই শ্লোক দ্বারা বোধিত হয়, সংক্রান্তির দিন পুণ্যকালে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তথাহি চৈতন্যমঙ্গলে মধ্যখণ্ডে শ্রীলোচনদাস বলিয়াছেন—

"মুণ্ডন করিয়া প্রভু দেখি শুভক্ষণে।
সন্ন্যাস করয়ে শুভদিন সংক্রমণে॥
মকর নেউটে কুম্ভ আইসে হেন বেলে।
সন্ন্যাসের মন্ত্রগুরু কহে হেনকালে॥"

এই পয়ারানুযায়ী মকরসংক্রান্তিতে সংক্রমণের শুভদিন ও শুভক্ষণ অর্থাৎ পুণ্যকাল দর্শন করিয়া মহাপ্রভু কেশবভারতীর নিকট উপস্থিত হইলে, সেই পুণ্যকালে ভারতী সন্ন্যাসমন্ত্র বলেন। চৈতন্যভাগবতে মধ্যে ২৬ অধ্যায়ে বলেন,

"শুন শুন নিত্যানন্দস্বরূপ গোসাঞি।
এ কথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চজন ঠাঞি॥
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥"

এই পয়ারানুসারে উত্তরায়ণদিবসে অর্থাৎ মাঘ মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ কাল, তাহার এই সংক্রমণে অর্থাৎ প্রথম সংক্রান্তিতে (মকরসংক্রান্তিতে) মহাপ্রভুর কাটোয়া গমন, তাঁহার উক্তি দ্বারাই স্থির হইতেছে। 'চলিব' শব্দে প্রভুর ভাবি গমন বোধ করাইতেছে। 'এই' শব্দটি বর্ত্তমান মাসোচিত কালকে বুঝাইতেছে। অতএব এই পয়ারেও সংক্রান্তির দিন মহাপ্রভুর গমন প্রতিপন্ন হওয়াতে চৈতন্যচন্দ্রোদয় গ্রন্থের সহিত বিরোধ হয় নাই। সংক্রান্তিদিনের পূর্ব্বরাত্রের শেষরাত্রে মহাপ্রভু বহির্গত হইয়া প্রেমাবেশে সংক্রান্তিদিন সন্ধ্যায় কাটোয়ায় উপস্থিত হয়েন এবং পরদিন কেশ মুণ্ডন করিয়া পুণ্যকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যদি বল, মুরারিকৃত শ্লোক ও লোচনকৃত পয়ারের সহিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় ও ভাগবত বাক্যের কি সঙ্গতি হইবে? তদুত্তর একটু চিন্তা করিলে সকলবাক্যই মীমাংসিত হয়। মুরারিকৃত শ্লোকে কেশবভারতীকে বিধানজ্ঞ বলা হইয়াছে, লোচনকৃত পয়ারে শুভদিন সংক্রমণের শুভক্ষণে মহাপ্রভুর মন্ত্র গ্রহণ প্রতিপন্ন হইতেছে। এক্ষণে ঐ শুভক্ষণটির সময় নিশ্চয় করিলে সকল বাক্যই সামঞ্জস্য হয়। সূর্য্য এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন করিলে তাহাকে সংক্রমণ বলে। তথাহি তিথিতত্ত্বে

"কল্যাদ্বয়াত্মক মধ্যরাত্রগতে তদ্দিবসীয়তিথেরভেদে তদ্দিবসীয়শেষযামদ্বয়ং পুণ্যং, তিথিভেদে তু তৎ-দিবসীয় শেষযামদ্বয়ং পরদিবসীয়াদ্যযামশ্চ পুণ্যম্। উভয়দিনে পুণ্যকালেঽপি পূর্ব্বদিনাকরণ এব পর-দিনে তদ্বিহিতং কার্য্যম্। তিথি ভেদাভেদয়োঃ-র্দক্ষিণায়নে তদ্দিবসীয়শেষযামদ্বয়ম্ উত্তরায়ণে তু পরদিবসীয়াদ্যযামদ্বয়ং পুণ্যম্॥"

সূর্য্যের দুই দণ্ড বিশিষ্ট মধ্যরাত্রনিষ্ঠ সংক্রমণ হইলে, সেই দিনসম্বন্ধীয় তিথির অভেদে অর্থাৎ প্রাতঃকাল হইতে সংক্রমণকাল পর্য্যন্ত এক তিথি হইলে তৎদিবসীয় শেষ প্রহর পুণ্যকাল। তিথির ভেদে অর্থাৎ প্রাতঃকালাবধি সংক্রমণকাল পর্য্যন্ত দুইটি তিথি হইলে তৎদিবসীয় শেষ প্রহর ও পরদিনের প্রথম প্রহর পুণ্যকাল। উভয় দিনে পুণ্যকাল হইলে তদ্বিহিত কার্য্য পূর্ব্বদিনে না করিয়া পরদিনে করাই সঙ্গত। ভেদ ও অভেদ তিথির মধ্যে দাক্ষিণায়নে তৎদিবসীয় শেষ প্রহর পুণ্য এবং উত্তরায়ণে পরদিনে প্রথম প্রহর পুণ্য অর্থাৎ শুভক্ষণ।

"কর্কটাবস্থিতে ভানৌ দক্ষিণায়ণমুচ্যতে।
উত্তরায়ণমপ্যুক্তং মকরস্থে দিবাকরে॥"

শ্রাবণ মাস হইতে পৌষ পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন, মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ কাল। মহাপ্রভুর গমন দ্বারাই তিথির ভেদত্ব উপলক্ষিত হইতেছে। অতএব সংক্রমণের (সংক্রান্তির) দিন বহির্গত হইয়া পরদিন শুভক্ষণে সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, বলিলে আর কাহারও বাক্যের বিরোধ হয় না। আদিলীলার ভাবার্থব্যাখ্যায় ২৫৪ পৃষ্ঠায় ২ কলমে ৭ পঙ্ক্তিতে যে বলা হইয়াছে, উত্তরায়ণসংক্রান্তির দিন ইহার অর্থ উত্তরায়ণকালে প্রথম সংক্রান্তির দিন জানিবেন। ১৪৩২শক স্থানে ১৪৩১শক হইবে।"

সন্ন্যাসের পর ফাল্গুনাদি মাসে মহাপ্রভু কি করেন, তাহা পর পয়ারে বলিতেছেন, "ফাল্গুন আসিয়া" ইত্যাদি ॥১।২॥

(৫৬ পা) "তোমা সবা ··· দ্বিগুণ হয় দুঃখে॥" এই ৩য় হইতে ৫ম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। প্রাণাধিক, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম। ভাগবতে (৯।৫) ভগবান্ বলিয়াছেন,

("নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্ব্বিনা।")

আমার ভক্ত ব্যতীত আমি আমার দেহাদিকেও ইচ্ছা করি না অর্থাৎ দেহাদি হইতেও আমার ভক্ত প্রিয়। ভক্ত কিরূপ প্রাণাধিক, তাহা পর পয়ারে বলিতেছেন, "প্রাণ ছাড়া যায়" ইতি। ভক্ত-কৃত উপকার স্মরণ করাইতেছেন, "তুমি" ইতি। তুমি সব, তোমরা সকলে। উদ্দেশে, অন্বেষণে। সিদ্ধি-প্রাপ্তি সন্ন্যাসিগণের দেহত্যাগকে সিদ্ধি-প্রাপ্তি বলে। এই ছল, বিশ্বরূপের অন্বেষণ করার ছল করিয়া দক্ষিণদেশ উদ্ধার করিবেন। "একাকী" ইতি। কে ইহা সহয়, তোমার একাকী গমন কে সহ্য করিবে। না পড় হঠরঙ্গে, হঠাৎ কোন বিপদে না পড়। "প্রভু কহে" ইতি। মহাপ্রভু নর্ত্তক ও শ্রীনিত্যানন্দ যে সূত্রধার তাহার প্রকার বলিতেছেন, "সন্ন্যাস করি" ইত্যাদি। তোমা সবার গাঢ় স্নেহে. তোমরা স্নেহ করিয়া আমার হিত কর, তাহাতে আমার কর্ত্তব্য ভঙ্গ হয়। "ক্রোধে" ইতি। আমায়, আমার সহিত। আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম দেখিয়া মুকুন্দ দুঃখী হয়। সেই সন্ন্যাস ধর্ম্ম কি, তাহা বলিতেছেন, "তিনবার শীতে" ইতি ॥৩-৫॥

(৫৭ পা) "আমি ত সন্ন্যাসী ······

কিছু না বলিবে ॥" এই ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। শিক্ষাদণ্ড কথা অন্ত্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখুন। ইহার অগ্রেতে দামোদরের আগে। না জানি ব্যাবহার, কিরূপে কাহার সহিত ব্যবহার করা উচিত, তাহা জানি না। ইহারে না ভায়, দামোদরের ভাল লাগে না। স্বতন্ত্র চরিত্র আমার, স্বাধীনভাবে আমার কোন কার্য্য করা। লোকাপেক্ষা নাহি ইহার, যাহাতে নিজ ধর্ম্মের ক্ষতি হয়, দামোদরের তাদৃশ লোকাপেক্ষা নাই অর্থাৎ লৌকিক রক্ষা করিতে গিয়া ধর্ম্ম বিনষ্ট করে না; কৃষ্ণকৃপাই তাহার হেতু। আমি লোকাপেক্ষা, আমার কৃষ্ণকৃপার অভাবে সম্পূর্ণ লোকাপেক্ষা আছে। তাতে, পূর্ব্বোক্ত সব কারণে। "দোষারোপ" ইতি। ইঁহাদের যে যে গুণে মহাপ্রভু বশীভূত, দোষারোপ-চ্ছলে সেই সেই গুণ কীর্ত্তন করিয়া স্বয়ং আস্বাদন করিলেন। "চৈতন্যের" ইতি। অকথ্যকথন, যে ভক্তবাৎসল্য গুণের কথা কহিতে অশক্য। সেই ভক্তবাৎ-সল্য দেখাইতেছেন, "আপনে বৈরাগ্য" ইতি। আপনি যে বৈরাগ্য দুঃখ সহ্য করেন, তাহাতে নিজের কোন ক্লেশ বোধ হয় না; কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্য দেখিয়া ভক্তগণ যার-পর-নাই দুঃখ পান। সেই ভক্তগণের দুঃখ তাঁর শক্যে অর্থাৎ যে শক্তিতে ঘোরতর কঠোর বৈরাগ্য দুঃখ অনায়াসে সহ্য করেন, সেই পরিপূর্ণশক্তি দ্বারা ভক্তদুঃখজনিত স্বীয় দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না। এই ভক্তবাৎসল্য গুণের অসীম মহিমা। দুই হস্ত বদ্ধ নাম গণনে, পথে চলিবার সময় দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীপর্ব্বে নাম জপ করিবেন এবং বাম হস্তে তাহার সংখ্যা রাখিবেন, সুতরাং দুই হস্ত নাম গণনায় বদ্ধ থাকিলে কৌপীন বহির্ব্বাস ও জলপাত্র কে বহন করিবে বা প্রেমে অচেতন হইলে উহার কে রক্ষা করিবে। যে তুমি ইচ্ছা কর, স্বতন্ত্র ভাবে কোন কার্য্য করিতে পারিবে না বলিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইতেছ না কিন্তু কৃষ্ণদাস সঙ্গে যাইলে তোমার স্বতন্ত্র-তার হানি হইবে না ॥৬ ৯॥

(৫৭ পা) "তবে তার বাক্যে ··· চলিল গৌরহরি ॥" এই ১০ম হইতে ১৩শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তাঁর বাক্যে, নিত্যানন্দের কথায়। শুভে, মঙ্গলমত। লেউটি ফিরিয়া। বিভঙ্গ, নষ্ট। ঠাকুর পাশ, জগন্নাথের নিকট ॥১০।১৩॥

(৫৯ পা) "ভট্টাচার্য্য সঙ্গে ··· ··· বক্ত্রময় ॥" এই ১৪শ হইতে ১৬শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। আলালনাথ পথে, পুরীর নৈঋর্ত কোণে আলালনাথ, এখানে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি আছে, এই পথে ॥১৪—১৬॥

(৫৮ পা) "বজ্রাদপীতি।" এই দ্বিতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "মহানুভাবের স্বভাব।" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২ ॥

(৫৮ পা) "নিত্যানন্দ প্রভু ··· ··· নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ এই ১৭শ হইতে ২১শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তাবৎ,

সেই পর্য্যন্ত। তাহাঁ, আলালনাথের মন্দিরে। বৈসে যত জন, সেই গ্রামে যত লোক বাস করে। আগে, ইহার পরে। অতিকাল হৈল, সময় অতিক্রম হইল। প্রেমাবেশে যে নাম সংকীর্ত্তন করেন, তাহা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ইতি। পর শ্লোকে বলিতেছেন ॥ ১৭—২১ ॥

(৫৯ পা) "এই শ্লোক পড়ি ··· ··· তার হয় নাশ ॥" এই ২৩শ হইতে ২৬শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। সেই লোক, যাহাকে দেখিয়া মহাপ্রভু হরি বলেন। তারে, যে লোক মহাপ্রভুর পশ্চাতে গমন করে। শক্তি সঞ্চারিয়া, কলিধর্ম্ম প্রচারিকা শক্তি তাহাতে সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে বিদায় করেন; যে শক্তি প্রভাবে সে ব্যক্তি যাহাকে হরি বলিতে বলেন, সেই হরি বলিয়া নৃত্য করে ॥ ২৩—২৬ ॥

(৬০ পা) "প্রথমে কহিল ··· ··· বিষয় তরঙ্গে ॥" এই ২৭শ হইতে ২৯শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। প্রথমে কহিল ইত্যাদি, মহাপ্রভু যেরূপ ভাবে গমন করিয়াছিলেন তদ্রূপ ভাবে। যাও, যাই। লৈবা, গ্রহণ করিবে ॥ ২৭-২৯ ॥

(৬০ পা) "যারে দেখে ······ করয়ে স্তবন ॥" এই ৩০৫ হইতে ৩৩৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তার, উদ্ধার কর। বাধিবে, ব্যাঘাত দিবে। অনুব্রজি, পদদ্বারা গমন করিয়া। কিড়াবহু কীটযুক্ত। আলিঙ্গিলা, আলিঙ্গন করিল। দুঃখ সঙ্গে, দুঃখের সহিত ॥ ৩০-৩৩ ॥

(৬১ পা) "ক্বাহমিতি।" এই তৃতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য ও টীকা এবং বাঙ্গলা আদি ১৩৫ পত্রাঙ্কে দেখুন ॥ ৩ ॥

(৬১ পা) "বহু স্তুতি ··· ··· কৃষ্ণদাস ॥" এই ৩৪৫ হইতে ৩৭৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। আছিলাঙ,ছিলাম। একান্ত, অনন্যভাবে ॥৩৪—৩৭॥

ইতি মধ্যলীলায়াং সপ্তম পরিচ্ছেদে সুবোধিনী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

(৬১ পা) "সঞ্চার্য্যেতি।" এই প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য। এই পরিচ্ছেদে ভক্তির মীমাংসা বর্ণিত হইবে। ইহাই শ্লোকার্থে প্রকাশ করিলেন। ভক্তিবিষয় স্থির করতঃ ব্যাখ্যা বা শ্রবণ করিতে হইবে। এই শ্লোকটি সাঙ্গরূপক অলঙ্কারে বর্ণিত। উহার লক্ষণ যথা,

"অঙ্গিনো যদি সাঙ্গস্য রূপণং সাঙ্গমেব তৎ।
সমস্তবস্তুবিষয়মেকদেশবিবর্ত্তি চ ॥"

অঙ্গির সহিত অঙ্গের যে বর্ণন, তাহার নাম

সাঙ্গরূপক্] অলঙ্কার। তাহা দুই প্রকার, সমস্ত বস্তু বিষয় ও একদেশ বিবর্ত্তি।

এখানে গৌরাঙ্গরূপ সমুদ্র অঙ্গী, রামানন্দ মেঘ, ভক্তিসিদ্ধান্ত জল, ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রকাশরূপ বর্ষণ, বোধরূপ রত্ন, এই চারিটি অঙ্গ। অতএব সমস্ত বস্তু বিষয় সাঙ্গরূপ অলঙ্কার হইল। গৌররূপ সমুদ্রটি লুপ্তোপমা অলঙ্কার। যদি বল, সমুদ্র সহ গৌরের কি ধর্ম্ম সাদৃশ্যে উপমা? তদুত্তর,—

সমুদ্রের অগাধত্ব, গৌরের হৃদয়-আশয়ের অগাধত্ব; সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য, মহাপ্রভুর আজ্ঞা দুর্লঙ্ঘ্য; সমুদ্রের সুধা, গৌরের কৃপারূপ সুধা ইত্যাদি সমুদ্রের যে যে ধর্ম্ম, গুণ ও রূপ আছে, মনীষিগণ সেই সেই ধর্ম্মাদির উদ্ভাবনা করিয়া লইবেন। সমুদ্রে জল, গৌরাঙ্গে ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ জল। সমুদ্রে বর্ষণ, গৌরাঙ্গে ভক্তিসিদ্ধান্তপ্রকাশ রূপ বর্ষণ। সমুদ্রে রত্ন, গৌরাঙ্গে বোধরূপ রত্ন। এই সকল শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। যদি বল, মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্,] সুতরাং চিন্ময় বস্তু; আর সমুদ্র জড় পদার্থ, অতএব উভয়ের উপমা কিরূপে হয়? তদুত্তর, উপমা হয় না সত্য, কিন্তু জড়বুদ্ধি প্রবেশের জন্য আংশিক উপমা দেওয়া মাত্র। সমুদ্রের সহিত গৌরাঙ্গের উপমা যে বাস্তবিক অসম্ভব, তাহা চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। সমুদ্রের সীমা পঞ্চাশৎ কোটি যোজন, কিন্তু গৌরের আশয় অসীম। সমুদ্রের অধঃস্থল বরং পাওয়া যায়, কিন্তু গৌরের আশয় কেহই বোধ করিতে সমর্থ হয় না। সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য হইলেও, অনেকে লঙ্ঘন করিয়াছেন শুনা যায়, কিন্তু মহাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘনে কাহারও সামর্থ্য হয় নাই। যদি কেহ লঙ্ঘন করে, সে দণ্ডনীয় হয়। সুধার গুণ অমর হওয়া, কিন্তু অমরত্বের নিত্যত্ব নাই, যতদিন স্বর্গ, ততদিনই অমরত্ব। তথাহি শ্রুতি,

"কর্ম্মজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে।"

কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদি লোক ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব স্বর্গের ক্ষয়ে অমরত্বের হানি; কিন্তু গৌরের কৃপারূপ সুধায় অনন্ত জীবন অমর হয়, এই অমরত্ব নিত্য ইত্যাদি।

সমুদ্রে জল, গৌররূপ সমুদ্রে নিজবিষয়ক বা নিজভক্তিসিদ্ধান্ত সমূহরূপ জল। মহাপ্রভু ভক্তির বিষয়ালম্বন হইয়াও আশ্রয়ালম্বন। অতএব "স্বভক্তিসিদ্ধান্তের" দুই অর্থই করা হইল। আর একটি সন্দেহ হইতে পারে, ভক্তির সিদ্ধান্ত একটি হওয়া উচিত, সিদ্ধান্তসমূহ কিরূপে হইতে পারে? তবে কি ভক্তিসিদ্ধান্তের সমূহ আছে? যে হেতু শ্লোকে "সিদ্ধান্তচয়" বলিয়াছেন। তদুত্তর, ভক্তিসিদ্ধান্তের সমূহ না হইলেও প্রকারান্তরে সমূহ অর্থাৎ বহু প্রকার হয়। ভক্তিসন্দর্ভে—

"অতো নির্গুণাপি বহুবিধৈবাবগন্তব্যা।"

ভক্তিযোগ নির্গুণ হইলেও বহু প্রকারেই বোধ্য। যথা, ভক্তি ত্রিবিধা; আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা। ত্রিবিধা আবার সকৈতবা অকৈতবা ভেদে দ্বিবিধা। কর্ম্মরূপা ও কর্ম্মার্পণরূপা ভেদে আরোপসিদ্ধা দ্বিবিধা। কর্ম্মার্পণ আবার ভগবৎপ্রীণনরূপা ও ভগবানের প্রতি ত্যাগরূপা ভেদে দ্বিবিধা। কর্ম্মমিশ্রা, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ও ভেদে, সঙ্গসিদ্ধা ত্রিবিধা। কর্ম্মমিশ্রা আবার তিন প্রকার,—সকামা, কৈবল্যকামা, ভক্তিমাত্রকামা। সকামা আবার রাজসা ও তামসা ভেদে দ্বিবিধা। এই এক প্রকারে সমূহ। দ্বিতীয় প্রকার যথা, সাধুসঙ্গ হইতে আসক্তি পর্য্যন্ত সাধনভক্তির সমূহ, রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত সাধ্যভক্তির সমূহ ও শান্ত ভক্তি হইতে মধুর ভক্তি পর্য্যন্ত সমূহ। এই সকল প্রকারে যে সমূহ, তাহা এই পরিচ্ছেদের প্রায় স্থলেই প্রকাশ আছে। এই অভিপ্রায়েই "চয়" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

এক্ষণে বিবেচ্য, জলের কোন ধর্ম্মের সহিত

ভক্তিধর্ম্মের সাদৃশ্য ? জলের ধর্ম্ম উচ্চ স্থানে থাকে না, ভক্তির ধর্ম্ম অভিমানরূপ উচ্চ স্থানে থাকে না। জল যেমন নিম্নস্থানে থাকে, তদ্রূপ ভক্তিধর্ম্ম দৈন্তরূপ নীচ স্থানে থাকে। ইত্যাদি ধর্ম্ম সাদৃশ্যে। শ্রীরামানন্দ রায় রূপ মেঘ, শ্রীগৌররূপ সমুদ্রে ভক্তিসিদ্ধান্ত সমূহ প্রকাশরূপ বর্ষণ করিতেছেন, ইহাই বর্ষণের সাদৃশ্য। সমুদ্রে বর্ষণ উপলক্ষণে জগতে বর্ষণও বুঝিতে হইবে। কারণ, এই প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হইলে জগতের জীবেরাও শ্রবণ করিবে। অতএব জগতের বর্ষণও অভিপ্রেত হইতেছে। মেঘ মরুভূমি ও উর্ব্বরাভূমি বিচার না করিয়াই বর্ষণ করেন, কিন্তু মরুভূমিতে শস্যাদির বীজ অঙ্কুরিত হয় না, উর্ব্বরাভূমিতে অঙ্কুরিত হয়; তদ্রূপ যাহাদের হৃদয়ে নামাপরাধাদি আছে, তাহাদের হৃদয়রূপ মরুভূমিতে ভক্তি অঙ্কুরিত হয় না, যাঁহাদের তাহা নাই, তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়। অপরাধ থাকিলেও শ্রবণাদিকর্ত্তব্যকালে অপরাধ ক্ষয় হইলে ভক্তির অঙ্কুর হইবে। সমুদ্র রত্নাকর হইলেও উহার বৈষম্য দোষ আছে। ভাগ্যবানকে রত্ন দেন, ভাগ্যহীনকে দেন না। শ্রীতুলসীদাস বলিয়াছেন,

"ভাগ্যহীনজন সমুদ্রে ডুবে যাঁহা রত্নকে চেরি।
কর্ লগে ঘুঙ্গ উঠে উহ করম্‌কে ফেরি॥"

সমুদ্র ভাগ্যবানকে যে রত্ন দেন, তাহাও সমুদ্রে না গেলে দেন না অর্থাৎ কাহারও দেশে, গ্রামে বা গৃহে যাইয়া দেন না। গৌর সমুদ্রে বৈষম্য দোষ নাই। ভক্তিরত্ন ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যহীন সকলকেই প্রদান করেন এবং দেশে, গ্রামে বা গৃহে গমন করিয়া দেন। এই হেতু কোন পদকর্ত্তা বলেন,—

"দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ নিতাই।
অখিল জীবের ভাগ্যে, অবনি বিহরে গো,
পতিতপাবন দুনো ভাই॥ ধ্রু॥
যারে দেখে নিজঠামে, যাচিয়া বিলায় প্রেমে,
উত্তম অধম নাহি জান।
এ তিন ভুবনের লোক, নাহি জরা মৃত্যু শোক,
প্রেম-অমৃত বারি পানে॥
কলপ বিরিখ সিন্ধু, না যাচয়ে এক বিন্দু,
ছি ছি কিয়ে তাহাতে উপমা।
পতিত দেখিয়া কাঁদে, দেহে স্থির নাহি বাঁধে,
বিলায় অমূল্য ভক্তি প্রেমা॥
এমন দয়াল ছুহুঁ, না ভজয়ে হেন পহু,
সে ছারের জীবনে কি আশ।
সন্ন্যাসী বিপ্র হইলেহ, অসুরে গণন সেহ,
অনন্তদাসের এই ভাষ॥"

সমুদ্রে যেমন মেঘ বর্ষণ করিলে রত্ন প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ গৌররূপ সমুদ্রেও বোধরত্ন প্রতিফলিত হইতেছে। সমুদ্রস্থ রত্ন প্রাকৃত ও ও সামান্য, এ রত্ন অপ্রাকৃত ও অসামান্য। তথাহি রসামৃতে দক্ষিণে,—

"যথা বৈরেব সলিলৈঃ পরিপূর্য্য বলাহকান্।
রত্নালয়ো ভবত্যেভির্বৃষ্টৈস্তৈরেব বারিধিঃ॥"

রত্নাকর নিজজল দ্বারা যেমন মেঘগণকে পূর্ণ করিয়া পরে মেঘগণ কর্ত্তৃক বর্ষিত জলের সহিত আপনাকে সমুদ্ররূপে বিধান করে; তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গও আপনার ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ জল রামানন্দ মেঘে সঞ্চার করিয়া তাহাকে পূর্ণ করতঃ রামানন্দরূপ মেঘ কর্ত্তৃক বর্ষিত সিদ্ধান্তরূপ জলের সহিত আপনাকে বোধরূপ রত্নালয়ত্ব বিধান করিয়াছেন।

ভক্তমুখে ভক্তিতত্ত্ব অতি সুমধুর বলিয়া রামানন্দ রায়ে শ্রীগৌরাঙ্গ শক্তি সঞ্চার করেন ও ভক্তির রহস্যসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন॥ ১॥

(৬২ পা) "জয় জয় ⋯ ⋯ পদ্মভৃঙ্গ॥" এই ১ ও ২ পয়ারের ভাবার্থ সরল। জয় শব্দের সর্ব্বত্রই উৎকর্ষ অর্থ। প্রথমে দুইবার জয় শব্দের হর্ষ অর্থ জানিবেন। যথা, "হর্ষে শোকে তথা

দৈন্যে পুনরুক্তির্ন দুষ্যতে।" হর্ষ, শোক ও দৈন্যে পুনরুক্তি দোষ হয় না। পূর্ব্ব-রীতে, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে গমনের যে রীতি বর্ণন করা হইয়াছে, সেই নিয়মে। আগে, কূর্ম্মক্ষেত্রের অগ্রে গমন করিলেন। কথোদিনে, কয়েক দিনের পর। দণ্ডবৎনতি, অষ্টাঙ্গে প্রণাম। যথা,—

পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যাম্ উরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥"

পদদ্বয়, করদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃ, মস্তক, নয়ন, বাক্য ও মনের দ্বারা যে প্রণাম, তাহা অষ্টাঙ্গ। করদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, নয়ন ও বাক্য দ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ বলে। প্রণাম বিধি যথা,—

"গরুড়ং দক্ষিণে কৃত্বা কুর্য্যাত্তৎপৃষ্ঠতো বুধঃ।
অবশ্যঞ্চ প্রণামাংস্ত্রীন্ শক্তশ্চেদধিকাধিকান্॥"

সুধী ব্যক্তি প্রণতি সময়ে ভগবানের সম্মুখস্থ গরুড়কে দক্ষিণে রাখিয়া প্রণাম করিবে। তিনবার প্রণাম কর্ত্তব্য, সক্ষম হইলে তদপেক্ষা অধিকবার করিলেও ক্ষতি নাই। নারদপঞ্চরাত্র বলেন, শয়ন ও ভোজন ব্যতীত অন্য সময়ে হরি ও গুরুকে আটচল্লিশ বা ছত্রিশবার, আঠার বা নয় বার প্রণাম করিবে। প্রণামে নিষেধ যথা,—

"জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুমান বৈ ধর্ম্মমাচরেৎ।
সর্ব্বং তন্নিস্ফলং যাতি একহস্তাভিবাদনাৎ॥
বস্ত্রপ্রাবৃতদেহস্তু যো নরঃ প্রণমেত মাম্।
শ্বিত্রী স জায়তে মূর্খঃ সপ্তজন্মানি ভামিনি॥
অগ্রে পৃষ্ঠে তথা বামে সমীপে গর্ভমন্দিরে।
জপহোমনমস্কারান্ন কুর্য্যাৎ কেশবালয়ে॥
সকৃদ্ভূমৌ নিপতিতো ন শক্তঃ প্রণমেন্মুহুঃ।
উত্থায়োত্থায় কর্ত্তব্যং দণ্ডবৎ প্রণিপাতনম্॥"

এক হস্ত দ্বারা প্রভুকে প্রণাম করিলে, আজন্ম সঞ্চিত ধর্ম্মাচরণ বিফল হয়। কেহ সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্রাবৃত করিয়া আমাকে (প্রভুকে) প্রণাম করিলে, সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত শ্বেতকুষ্ঠী ও মূর্খ হয়। প্রভুর সম্মুখে, পশ্চাতে, প্রভুকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া, নিকটে ও নিজালয় ব্যতীত অন্য মন্দির মধ্যে জপ, হোম ও বন্দনা করিতে নাই। সক্ষম হইলে একবার মাত্র ভূতলে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণতি করিবে না, প্রতিবার গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিবে।

স্তুতি, স্তব। প্রহ্লাদেশ, প্রহ্লাদের ঈশ্বর। পদ্মামুখ-পদ্মভৃঙ্গ, পদ্মা অর্থাৎ লক্ষ্মী, তাঁহার মুখ পদ্মতুল্য, তাহাতে যিনি ভৃঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর বা অতিশয় আসক্ত॥ ১১২॥

(৬২ পা) 'উগ্রোঽপীতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

প্রহ্লাদ জগতকে উপদেশ দিতেছেন, হে জগদ্বাসি মনুষ্যগণ; আমরা পিতা ও পুত্রে সাক্ষ্য দিতেছি, যদি কেহ শ্রীভগবানের ভক্ত হও, তবে আমার মত সর্ব্ববিপদে শ্রীভগবানের ক্রোড় প্রাপ্ত হইয়া অনন্তজীবন শীতল করিবে। আর যদি ভক্তদ্বেষী হও, তবে আমার পিতা কর্ত্তৃক দৃষ্ট পথের পথিক হইয়া জীবন হারাইবে। ভগবান্ দুই পথই প্রকট দেখাইতেছেন। যে পথে তোমার ইচ্ছা হয়, সেই পথে গমন করিতে পার। ফলতঃ শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্ত হও, আমার পিতার অনুসরণ করিও না। উহা পথ নহে। আমার মত অসুরনন্দনের প্রতি যাঁহার এতাদৃশী দয়া, তাঁহাকে না ভজিয়া, কাহাকে ভজন করিবে॥ ২॥

(৬২ পা) 'এইমত ... ... রাত্রি দিবসে॥" এই ৩য় পয়ারের ভাবার্থ। এইমত, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকমত অনেক শ্লোক পাঠ করিয়া স্তব করেন। 'নৃসিংহ-সেবক" ইতি। স্তুতির পর নৃসিংহের পূজারি প্রভুকে মালা প্রসাদ আনিয়া

দেন। পূর্ব্ববৎ, কূর্ম্মক্ষেত্রে কূর্ম্ম নামক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ যেমন নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কোন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। সেই রাত্রি নৃসিংহক্ষেত্রে থাকিয়া পরদিন কোন সময়ে, কি ভাবে প্রভু গমন করেন; তাহা বিশদ করিয়া বলিতেছেন, "প্রভাতে" ইতি। প্রভু প্রভাতে উঠিয়া প্রেমাবেশে গমন করেন। এরূপ প্রেমাবেশ হয় যে, দিক (উত্তরাদি) বিদিক (ঈশানাদি কোন্) রাত্র ও দিবস বোধ ছিল না।

সন্দেহ হইতে পারে, যখন দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই, তখন লক্ষ্যদিকে গমন করেন কিরূপে? অথবা দিবারাত্র জ্ঞান না থাকায় দিবারাত্রের সময়োচিত কৃত্য হয় কিরূপে? তদুত্তর, কৃষ্ণপ্রেম সচ্চিদানন্দ ও বিভু; প্রেমে জ্ঞান ডুবিলেও প্রেমের জ্ঞান ডুবে না। প্রেমাবেশে ভক্ত জ্ঞানহারা হইলেও অনুচিত ক্রিয়াদি কিছুই করেন না, কিন্তু প্রেমই তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করান। অতএব এখানে প্রেমই লক্ষ্যদিকে লইয়া যাইতেছেন ও সময়োচিত কর্ম্ম করাইতেছেন॥ ৩॥

(৬২ পা) "পূর্ব্ববৎ ...... বাজায়॥" এই চতুর্থ ও ৫ম পয়ারের ভাবার্থ। পূর্ব্ববৎ, পূর্ব্বে যেমন হরিনাম দিয়া লোক সকলকে বৈষ্ণব করিতে করিতে গমন করেন, সেরূপে গমন করিতেছেন। কথোদিনে, কতিপয় দিনে। গোদাবরীতীরে, গোদাবরী নাম্নী নদীর তীরে। চলি আইলা, উপস্থিত হইলেন। হৈল যমুনা স্মরণ, যমুনা মনে পড়িল। স্মৃতি হৈল, স্মরণ হইল। সেই বনে, গোদাবরীর পার্শ্বস্থ বনে। যমুনা ও বৃন্দাবন স্মরণজনিত প্রেমানন্দে কিছু সময় গান ও নর্ত্তন করেন। কৈল তাহা স্নান অর্থাৎ গোদাবরীর অপর পারে স্নান করেন। ঘাট ছাড়ি, স্নানঘাট ত্যাগ করিয়া। কথোদূরে, কিছু দূরে। জল সন্নিধানে, জলের নিকটে।

ঐ স্থানে উপবেশন করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তনের অভিপ্রায় এই যে, মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ হেতু—রামানন্দ রায়ের সহিত এখানেই দেখা হইবে জানিয়া—রায়ের প্রতীক্ষা করেন। মুগ্ধত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব দুইটি এক সময়ে মহাপ্রভুতে থাকায় নরলীলার কোনরূপ অনিষ্ট হয় নাই।

হেনকালে, যে সময়ে মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই সময়ে। বাজনা বাজায়, বাদ্যের সহিত স্নান বড় লোকের মর্য্যাদাসূচক বলিয়া রামানন্দ বাদ্যের সহিত স্নান করিবার জন্য নদীতীরে আসিলেন॥ ৪।৫॥

(৬২ পা) "তাঁর সঙ্গে ··· সন্ন্যাসি দেখিয়া॥" এই ৬ষ্ঠ পয়ারের ভাবার্থ। তাঁর সঙ্গে, রামানন্দ রায়ের সঙ্গে। বৈদিক ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ ও বেদাচারবান্ ব্রাহ্মণ। তেঁহ, রামানন্দ রায়। স্নানাদি তর্পণ, ঐকান্তিক ভক্তের ভক্তিশাস্ত্রের বিধি অনুসারে স্নান ও তর্পণ করিলেন। আদি পদে আচমন বুঝিতে হইবে।

সঙ্কেপস্নান যথা,—

জলাশয়ে গমন করতঃ হস্ত পদ ধৌত করিয়া আচমন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। "অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকাং তিথৌ অমুকে বাসরে অমুক দেবশর্ম্মা বা দাসঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে স্নানমহং

করিব্যে।" পরে গঙ্গাদি স্মরণ করতঃ তীর্থকে অর্ঘ্য দিবে। "ইদমর্ঘ্যং তীর্থায় সমর্পয়ামি।" পরে—

"সাগরঘননির্ঘোষ দণ্ডহস্তা সুরান্তক।
জগৎস্রষ্টর্জ্জগন্মর্দ্দিন্ নমামি ত্বাং সুরেশ্বর ॥"

এই মন্ত্র বলিয়া তীর্থপতিকে প্রণাম করিয়া,—

"দেব দেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর।
দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবনে ॥"

এই মন্ত্রে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া "নমো নারায়ণায়" মন্ত্র দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত হস্ততল গত জল চারি, পাঁচ, বা সাতবার মস্তকে দিয়া—

"অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥"

এই মন্ত্রে মৃত্তিকা লইয়া মস্তকাদিতে লেপন করিবে। পরে তীর্থজলে প্রবেশ করিয়া প্রবাহাভিমুখে ও স্থিরজলে সূর্য্যাভিমুখে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান, করিয়া কৃষ্ণনাম করিতে করিতে স্নান করিবে। বিশেষ স্নান গুরুর নিকট জানিবেন। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে কুম্ভমুদ্রাযোগে তিনবার মস্তকে জল দিয়া দেবাদি তর্পণ করিবে। সামান্য তর্পণ যথা,—

ব্রহ্মাদয়ো যে দেবাস্তান্ দেবান্ তর্পয়ামি, ভূর্দ্দেবাংস্তর্পয়ামি, ভুবর্দ্দেবাংস্তর্পয়ামি, স্বর্দ্দেবাং স্তর্পয়ামি,ভূর্ভুবঃস্বর্দ্দেবাংস্তর্পয়ামি, কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদয়ো যে ঋষয়স্তানৃষীন্ তর্পয়ামি, ভূঋষীং স্তর্পয়ামি, ভুবঋষীং স্তর্পয়ামি, স্বঋষীং স্তর্পয়ামি, সোমঃ পিতৃমান্যমোঽঙ্গিরোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ কব্যবাহনাদয়ো যে পিতরস্তান্ পিতৄং স্তর্পয়ামি ইত্যাদিরূপ মন্ত্রে তর্পণ করিবে। পরে বস্ত্র ত্যাগ করিয়া জলে শ্রীভগবানের পূজা করিবেন। স্বীয় ইষ্টমন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস করিয়া জলমধ্যে পদ্ম ভাবনা করতঃ পীঠ মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে এক একবার তর্পণ করিবে। পরে ঐ পদ্ম মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবাহন পূর্ব্বক তুম্র অঙ্গে ষড়ঙ্গ ন্যাস করতঃ মনঃ কল্পিত গন্ধাদি পঞ্চ উপচারযোগে সলিলে তর্পণ করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। কৃতী ব্যক্তি সেই জলকে অমৃত চিন্তা করিয়া তদুপরি নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করতঃ কৃষ্ণের মস্তক দেশে এক শত আটবার তর্পণ করিবেন। পরে আবরণ তর্পণ ও বিসর্জ্জনাদি করিবেন। বিশেষ দেবাদিতর্পণ গুরুর নিকট জানিবেন। বাহুল্যভয়ে লেখা হইল না। বৈষ্ণবাচমন যথা,—

"কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, মাধবায় নমঃ।" এই তিনমন্ত্রে জল পান করিবে। "গোবিন্দায় নমঃ" ও "বিষ্ণবে নমঃ" এই মন্ত্রদ্বয়ে দক্ষিণ ও বামহস্ত ধৌত করিবে। "মধুসূদনায় নমঃ" বলিয়া উপরের ওষ্ঠ, "ত্রিবিক্রমায় নমঃ" বলিয়া নিম্নের ওষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মার্জ্জন করিবে।" "বামনায় নমঃ" ও "শ্রীধরায় নমঃ" মন্ত্রে উপর ও নীচের ওষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠ মূল দ্বারা উন্মার্জ্জন করিবে। "হৃষীকেশায় নমঃ" মন্ত্রে হস্তদ্বয় ধৌত করিবে। "পদ্মনাভায় নমঃ" মন্ত্রে পদদ্বয় ধৌত করিবে। "দামোদরায় নমঃ" মন্ত্রে মস্তকে জল প্রোক্ষণ করিবে। "বাসুদেবায় নমঃ" মন্ত্রে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে। "সঙ্কর্ষণায় নমঃ" ও "প্রদ্যুম্নায় নমঃ" মন্ত্রদ্বয় দ্বারা দক্ষিণ ও বামনাসাপুট অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিবে। "অনিরুদ্ধায় নমঃ" ও "পুরুষোত্তমায় নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামনেত্র অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিবে। "অধোক্ষজায় নমঃ ও "নৃসিংহায় নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণ ও বাম কর্ণ অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিবে। "অচ্যুতায় নমঃ" মন্ত্রে নাভিদেশ অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিবে। "জনার্দ্দনায় নমঃ" মন্ত্রে করতল দ্বারা বক্ষঃ স্পর্শ করিবে। "উপেন্দ্রায় নমঃ" মন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গুলির অগ্র দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। "হরয়ে নমঃ ও "কৃষ্ণায় নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামবাহু সর্ব্বাঙ্গুলির অগ্র দ্বারা স্পর্শ করিবে। রামানন্দ রায় ভক্তিশাস্ত্রোক্ত বিধি ব্যতীত অন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিধিমত স্নান ও তর্পণাদি করেন নাই। রায়

রসিকভক্ত হইলেও ভক্তিশাস্ত্রোক্ত বিধি আচরণ করিতেন, ইহা সিদ্ধ হইল। অন্যথা "যথাবিধি স্নান" এই পয়ার মিথ্যা হয়। অতএব ভক্তিশাস্ত্রোক্ত বিধি সকলের অবশ্য আচরণীয়।

তাঁরে দেখি, রামানন্দকে দেখিয়া। মিলিতে, মিলন করিতে। উঠি ধায়, উঠিয়া ধাবিত হয়। তথাপি, যদিও মহাপ্রভুর অতিশয় মিলনের উৎকণ্ঠা হইয়াছে, তাহা হইলেও মনে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিলেন। আইলা, আসিলেন। অপূর্ব্ব, প্রবীন ॥৬॥

(৬২ পা) "সূর্য্যশত ......কৃষ্ণবর্ণ ॥" এই ৭ম হইতে ৯ম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। রামানন্দ প্রভুকে কিরূপ দেখিতেছেন, তাহা বলিতেছেন,সূর্য্যশত" ইতি। সূর্য্যশত-সমকান্তি, শত শত সূর্য্যতুল্য অঙ্গের কান্তি। অরুণ বসন, লালবর্ণের বস্ত্র। সুবলিত, যে অঙ্গ যেমন গঠন হইলে সর্ব্ব সুন্দর হয়, সেই অঙ্গ সেইরূপে গঠিত। অপূর্ব্ব দর্শনই চমৎকারের হেতু। 'উঠি প্রভু।' প্রভু গাত্রোত্থান করিয়া রায়কে বলিতেছেন, উঠ উঠ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল। রায়কে আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎকণ্ঠায় উঠিতে ত্বরা করিতেছেন। "তথাপি" ইতি। রায়কে জানিয়াও প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি রামানন্দ? রায় কহিলেন, 'সেই হও' "অর্থাৎ হাঁ, আমারই নাম রামানন্দ রায়। দাস শূদ্র মন্দ অর্থাৎ আমি শূদ্র দাস, শূদ্র দাসও ভাল হয়, আমি তাহাও নহি, তদপেক্ষাও মন্দ। ইহা দৈন্যোক্তি জানিবেন। প্রেমাবেশে,প্রেমের আবেশে দুই জনাই আনন্দে জ্ঞানহারা হইলেন। "স্বাভাবিক প্রেম" ইতি। দুই জন পরস্পর স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া উভয়ের হৃদয়ে স্বাভাবিক অর্থাৎ সহজপ্রেম, যাহা কোন দিন সাধনে লাভ করেন নাই, যাহা উভয়ের নিত্যই বিরাজমান, ফলতঃ স্বতঃসিদ্ধপ্রেম হৃদয়ে উভয়ের অভিব্যক্ত হইল। দুই জন দুই জনকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ের আনন্দসাগরে জ্ঞান ডুবিয়া গেলে অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ইহাতে প্রলয়নামক সাত্বিকভাব প্রকাশ পাইল। 'স্তম্ভ স্বেদ' ইতি। গদ্‌গদকৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ স্বরভঙ্গ নামক সাত্বিকভাব। অষ্টসাত্বিক এককালে উদিত হওয়াতে সুদ্দীপ্ত সাত্বিক হইয়াছে ॥ ৭—৯ ॥

(৬২।৬৩ পা) 'দেখিয়া ... ... লাগিলা ॥' এই ১০ম পয়ারের ভাবার্থ সরল। দেখিয়া, প্রভু ও রামানন্দের ভাবাদি দেখিয়া। ব্রাহ্মণগণের চমৎকারিতা এবং পরস্পরের বিচার "এইত সন্ন্যাসী" পর পয়ারে বলিতেছেন। এই সন্ন্যাসির অঙ্গে ব্রহ্ম তুল্য কান্তি প্রকাশ পাইতেছে, ইনি শূদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করেন কেন? ইহাই ব্রাহ্মণগণের আশ্চর্য্যতা। "এই" ইতি। আমাদের এই মহারাজ রায় রামানন্দ মহা পণ্ডিত ও গম্ভীর। ইনিও সন্ন্যাসির স্পর্শে মত্ত হইয়া অস্থির হইয়াছেন। ইঁহার প্রতি কারণ কি বুঝিতে পারিতেছি না। বিচার করিতে লাগিলেন। "এইমত" ইতি। ব্রাহ্মণগণের ভক্তি-

তত্ত্বের বোধ না থাকায়, তাঁহারা এই প্রকারে মনে মনে ভাবিতেছেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। পয়ারের শেষে মন শব্দ রহিয়াছে, তাহার অর্থ মনে। বিজাতীয় লোক অর্থাৎ তাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব জানেন না, বলিয়া বিজাতীয়। কৈল সম্বরণ, ভাব সম্বরণ করিলেন; স্বভাবতই হৃদয়ে চেতন উঠিতেছিল, সেই সময়ে ভাব সম্বরণ করেন; জানিতে হইবে, নচেৎ অচেতনে স্বজাতীয় বিজাতীয় লোক জানা যায় না। সুস্থ, স্বভাবস্থ ॥ ১০ ॥

(৬৩ পা) "সার্ব্বভৌম··· ···মনুষ্য-জনম ॥" এই ১১শ ও ১২শ পয়ারের ভাবার্থ। মিলিতে তোমারে, তোমার সহিত মিলিবার জন্য। করিল যতন, বহুযত্ন করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। তোমা মিলিবারে, তোমার সহিত মিলন করিতে। এথা, গোদাবরীতীরে। করেন ভৃত্যজ্ঞান, আমাকে দাস বলিয়া জানেন। পরোক্ষেও, অসাক্ষাতেও। মোর হিতে, আমার হিত বিষয়ে। সাবধান, বিচক্ষণ ॥ ১১।১২ ॥

(৬৩ পা) 'সার্ব্বভৌমে··· ···তার ঘর ॥' এই ১৩ ও ১৪ পয়ারের ভাবার্থ। সার্ব্বভৌমের প্রতি যে আপনার কৃপা হইয়াছে, তাহার এই চিহ্ন (লক্ষণ)। যদি বল, সেই লক্ষণ, কি? তাহা 'অস্পৃশ্য" ইতি পর পয়ারে বলিবেন। ভট্টাচার্য্যের প্রতি যে আপনার কৃপা হইয়াছে,সেই কৃপার অধীন হইয়া অর্থাৎ কৃপাপাত্রের বাক্যানুরোধে, অস্পৃশ্য আমি, আমাকেও আপনি স্পর্শ করিলেন। আমি (রামানন্দ) যে স্পর্শ-যোগ্য নহি, তাহার কারণ বলিতেছি। "কাঁহা তুমি" ইতি। শূদ্রাধম অর্থাৎ অন্য শূদ্র রাজারও কোনদিন বিষয় ত্যাগ হইতে পারে, কিন্তু আমি তাঁহাদের অপেক্ষাও হীন, আমার বিষয়ত্যাগ ও আপনার দর্শন বা স্পর্শন অসম্ভব। "মোর" ইতি। আমাকে দেখিতে আপনাকে বেদ নিষেধ করেন অর্থাৎ শূদ্র-দর্শন সন্ন্যাসির নিষেধ। দর্শনের কথা দূরে থাকুক, আপনি আমাকে স্পর্শ করিলেন। তাহাতে বেদবাক্যকে ভয় বা আমাকে ঘৃণাও করিলেন না। ফলতঃ মহাপ্রভু বেদবাক্য লঙ্ঘন করেন নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধের বাক্য লঙ্ঘন হইলেও ভক্তিসম্বন্ধীয় বেদবাক্য লঙ্ঘন হয় নাই; পরন্তু তাহার পালনই হইয়াছে। ভক্তকে দর্শন বা স্পর্শন করিতে বেদ কোথাও নিষেধ করে নাই। "তোমার" ইতি। নিন্দ্যকর্ম্ম, নিন্দনীয় কর্ম্ম। এখানে রামকে মহাপ্রভুর স্পর্শন, নিন্দনীয় কার্য্য নহে। ইহা দৈন্যোক্তি। কোন কোন স্থানে ঈশ্বরের কৃপা ঈশ্বরকে নিন্দনীয় কার্য্য করাইলেও, সেই কৃপা তাঁহার ভূষণস্বরূপ; দোষাবহ নহে। কারণ, তাদৃশ কার্য্যে শ্রীভগবানের বা কৃপার স্বাতন্ত্র্যই প্রকাশ পায়। ইহা, এইস্থানে। তেঞি সে, সেই হেতু। 'মহান্ত' ইতি। মহান্তগণের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা পামর উদ্ধারের জন্য পামরগৃহে গমন করেন।

মহান্তগণ নিজকার্য্যসাধনে তথায় গমন করেন না। মহান্ত শব্দের অর্থ ভগবান্ ও তাঁহার ভক্ত। জীব-নিস্তার করা ভগবানের স্বভাব; ঐ স্বভাব ভক্তেও সঞ্চারিত হয়। উভয়ের স্বভাব এক বলিয়াই ভগবানের স্বভাববর্ণন-প্রসঙ্গে মহান্ত শব্দ প্রয়োগ করিলেন ॥ ১৩।১৪ ॥

(৬৩ পা) 'মহদ্বিচলনমিতি।' এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। 'মহান্তস্বভাব' এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক রামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে বলেন।

শ্রীনন্দ মহারাজ গর্গমুনিকে বলিতেছেন, হে ভগবন্, অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ অর্থে ভগবান্ নহে। তথাহি বিষ্ণুপুরাণে,—

"উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥"

জগতের উৎপত্তি, লয় ও প্রাণিগণের জন্ম, মৃত্যু, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই ছয়টিকে যিনি জানেন, তাহাকেও ভগবান্ বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণসেবা ও তন্নিষ্ঠা দ্বারা মহৎগণের হৃদয় পূর্ণ; সুতরাং পূর্ণের অন্যত্র গমনের কারণ অর্থাৎ স্বার্থ থাকিতে পারে না। অতএব গৃহস্থ পামরগণের গৃহে পামর-উদ্ধার জন্যই গমন করেন। যদি বল, মঙ্গলের প্রয়োজন গৃহস্থগণের, সুতরাং তাহারাই সাধুর আশ্রমে যাইয়া মঙ্গল গ্রহণ করেন না কেন? তদুত্তর, "দীনচেতসামিতি।" অর্থাৎ গৃহিগণ ঐহিক ও পারলৌকিক পুত্র ও কলত্রাদিরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায় গৃহত্যাগ করিয়া তাহারা সাধুর আশ্রমে যাইতে পারে না। সেই হেতু সাধুগণই তাহাদের গৃহে যাইয়া তাহাদের মঙ্গল সাধন করেন। অতএব আপনার ন্যায় সাধুর আমার গৃহে আগমন উচিতই হইতেছে ॥ ৩ ॥

(৬৩ পা) 'আমার সঙ্গে···তোমার দর্শন॥' এই ১৫ হইতে ১৭ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। সহস্রেক, অনেক। পর পয়ারে দ্রবীভূত মনের অনুভাব অর্থাৎ চিহ্ন বলিতেছেন. "কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ইতি। আকৃতে, আকারে। প্রকৃতে, স্বভাবে। আনের কা কথা, অন্যের কথা কি বলিব। মায়াবাদী, বিবর্ত্তবাদী অর্থাৎ জীবই ব্রহ্ম, জগৎমিথ্যা, এরূপ বাদী। এইটি মহাপ্রভুর দৈন্যোক্তি। এই জানি, আমাকে মায়াবাদী জানিয়া। হৃদয়শোধিতে অর্থাৎ মায়াবাদকে ত্যাগ করিয়া ভক্তিতত্ত্ব জানাইতে। তারে, বৈদিক ব্রাহ্মণকে ॥ ১৫-১৭ ॥

(৬৪ পা) "রায় কহে··· ···বিষ্ণু-ভক্তি হয় ॥" এই ১৮ হইতে ২০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। শোধিতে, পবিত্র করিতে। করহ মার্জ্জন, পবিত্র কর। তবু, তথাপি। সেই বিপ্র, বৈষ্ণব বৈদিক ব্রাহ্মণ। রহঃস্থানে, নির্জ্জন-স্থানে। 'প্রভু কহে পড় শ্লোক' ইতি। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে বলিতেছেন, সাধ্যের অর্থাৎ উপায়রূপ পুরুষার্থের; নির্ণয় অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক; শ্লোক পড় অর্থাৎ পাঠ কর। শ্লোক পাঠ কর বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণ সহিত পুরুষার্থ বল।

ধর্ম্ম ও অর্থ এই দুইটি উপায়রূপ পুরুষার্থ এবং কাম ও মোক্ষ এই দুইটি ফলরূপ পুরুষার্থ। ইহার মধ্যে মহাপ্রভু ফলরূপ পুরুষার্থের প্রশ্ন করেন নাই; আবার উপায়রূপ পুরুষার্থের মধ্যে অর্থরূপ পুরুষার্থ জিজ্ঞাসা করেন নাই। কেবল ধর্ম্মরূপ পুরুষার্থ কি, তাহা প্রশ্ন করিয়াছেন। যদি বল, তাহা কিরূপে জানা গেল? তদুত্তর, ধর্ম্মরূপ পুরুষার্থ প্রশ্নের উত্তর হওয়াতে, ধর্ম্মরূপ

পুরুষার্থের প্রশ্নই সিদ্ধ হইতেছে। অতএব পুরুষের প্রয়োজন যাহাতে নির্ণীত হইয়াছে, এরূপ একটি শ্লোক মহাপ্রভু পাঠ করিতে বলিলেন।

রামানন্দ রায় বলিতেছেন, স্বধর্ম্ম-আচরণে (অনুষ্ঠানে) বিষ্ণুতে ভক্তি হয়। অতএব স্বধর্ম্ম-আচরণই উপায়-রূপ পুরুষার্থ।

স্বধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজনের বর্ণোচিতধর্ম্ম এবং গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের আশ্রমোচিতধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়নাদি ও গৃহস্থের গৃহপালনাদি প্রভৃতি। উক্ত স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই পুরুষের প্রয়োজন অর্থাৎ সাধ্য। স্বধর্ম্মাচরণই বিষ্ণুভক্তি। ইহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুরুষের একটি প্রয়োজন হইলেও উহা বিষ্ণুভক্তি নহে। তবে যে ভক্তি বলিয়াছেন, তাহা বর্ণাশ্রমধর্ম্মে ভক্তির আরোপমাত্র। সন্দেহ হইতে পারে, স্বধর্ম্মাচরণ যদি ভক্তি না হয়, তবে স্বধর্ম্মে ভক্তির আরোপ করেন কেন? তদুত্তর, ধার্ম্মিক পুরুষেরই ভক্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা। অতএব ভক্তিপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় ভক্তির আরোপ করা হইয়াছে। ভক্তি কেবল ভক্তসঙ্গেই হইয়া থাকে। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত স্বধর্ম্ম বা অন্য কোনরূপ পুণ্য দ্বারা ভক্তিপ্রাপ্তি যে যে বচনে পাওয়া যায়, তাহা কেবল, ভক্তিপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় পরম্পরা-রূপে কখন কখন ভক্তিপ্রাপ্তির কারণ বুঝিতে হইবে, নিশ্চয় কারণ নহে। ভক্তসঙ্গই ভক্তিপ্রাপ্তির নিশ্চয় কারণ। ফলতঃ স্বধর্ম্মাচরণ আরোপসিদ্ধা ভক্তি। এই প্রশ্নোত্তরে অধিকারির ভেদও দেখান হইতেছে জানিবেন। ১৮—২০ ॥

(৬৪ পা।) "বর্ণাশ্রমেতি।" এই চতুর্থ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই বিষ্ণুভক্তি তৎ-প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৪ ॥

(৬৪ পা।) "প্রভু কহে......সাধ্য সার॥" এই ২১শ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু বলিলেন, রায়, তুমি যে সাধ্য বলিলে, তাহা একটি সাধ্য বটে।

বিষ্ণুর আরাধনা বা বিষ্ণুভক্তিই সাধ্য বস্তু, ইহা সত্য, এবং অজাতশ্রদ্ধ-ব্যক্তির বর্ণাশ্রমাচার পালন করিতে করিতে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তমালিন্যকর রজঃ ও তমোগুণের নাশের পর মহৎসঙ্গাদি দ্বারা ভক্তিলাভের সম্ভাবনা আছে, ইহাও স্থির; কিন্তু বর্ণাশ্রমাচার, সাধ্য-ভক্তির সাক্ষাৎ সাধন না হইয়া, পরম্পরায় সাধন হইতেছে। সুতরাং উহাকে অন্তরঙ্গ সাধন না বলিয়া, বাহ্য (বহিরঙ্গ) সাধনই বলা হয়। অতএব উক্ত শ্লোক দ্বারা সাধ্যের নির্ণয় না হইয়া সাধনের নির্ণয় হইল। সাধনের নির্ণয়ে সাধ্যের নির্ণয় স্বীকার করিয়া লইলেও, অভীষ্টসিদ্ধি হই-তেছে না, কারণ উক্ত বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক দ্বারা যে সাধনের নির্ণয় হইল, তাহাও বহিরঙ্গ সাধন-মাত্র অর্থাৎ সামান্য সাধ্য। যেহেতু স্বধর্ম্মটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নহে ও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিও নহে।

এই সাধ্যের আগে কহ অর্থাৎ ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধ্য যাহা, তাহার প্রমাণ সহিত শ্লোক পাঠ কর। ইহা কর্ম্মমিশ্রা আরোপসিদ্ধা ভক্তি।

রায় কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ। বর্ণাশ্রমাচারকারি হইতে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ।

প্রথমতঃ কর্ম্ম দুই প্রকার; শাস্ত্রতঃ ও স্বভাবতঃ। স্বভাবতঃ কর্ম্ম আবার বিবিধ; পুণ্যকর্ম্ম ও পাপকর্ম্ম। তন্মধ্যে পাপকর্ম্মের ফল নিজে গ্রহণ করিয়া, আর সকল কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করার নামই কর্ম্মার্পণরূপ সাধ্য। ইহাও

উপায়রূপ পুরুষার্থ এবং আরোপসিদ্ধা ভক্তি। কর্ম্মার্পণরূপ সাধ্য দ্বিবিধ, সকৈতব ও অকৈতব। কর্মছিদ্র-নিবারণে শ্রীকৃষ্ণে যে কর্ম্মার্পণ, তাহা সকৈতব এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য যে কর্ম্মফল ত্যাগ, তাহা অকৈতব। রায় মহাশয় অকৈতব কর্ম্মফল ত্যাগকেই সাধ্য বলিতেছেন। কারণ, ইহা হইতেই ভক্তিপ্রাপ্তির অধিক সম্ভাবনা আছে। কর্ম্মার্পণসাধ্য যদিও ভক্তিপ্রাপ্তির নিশ্চয় কারণ নহে, তথাপি ভক্তিলাভের অধিক সম্ভাবনা থাকায়, ইহাকে একটি সাধ্য স্থির করা হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মফল ত্যাগ সাধ্যটি কর্ম্মার্পণরূপা আরোপসিদ্ধা ভক্তিই হইতেছে ॥২১॥

(৬৪ পা।) "যৎকরোষীতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। গীতার এই শ্লোকটি পাঠ করিবার, রায়ের অভিপ্রায় এই,—

শ্রীভগবানের আজ্ঞাবোধে বা কর্ত্তব্যবোধে বিষ্ণুপুরাণোক্ত বর্ণাশ্রমাচার-পরিপালন সাধ্যভক্তির বহিরঙ্গ সাধন। কারণ, উহা ফলকামনারহিত বলিয়া উক্ত হইলেও ফলের প্রতি আগ্রহরহিত না হওয়ায়, উহা সকাম তুল্য, সুতরাং কঠোর; কিন্তু গীতোক্ত কর্ম্ম বা কর্ম্মযোগ সাধ্যভক্তির-অন্তরঙ্গ সাধন, কারণ,উহা ফলের প্রতি দৃষ্টিরহিত, আগ্রহরহিত হওয়ায় নিষ্কাম, অতএব হৃদ্য। উক্ত কর্ম্মের ফল, কর্ম্মের সহিত প্রিয় ভগবানে অর্পিত হওয়ায়, উহা সাধ্যভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন হওয়াই সঙ্গত ॥ ৫ ॥

(৬৪ পা।) "প্রভু কহে··· ···ভক্তি সাধ্যসার ॥" এই ২২শ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যটি একটি সাধ্য হইলেও, উহা কর্ম্মার্পণরূপা আরোপসিদ্ধা ভক্তি হওয়ায়, উহাও বাহ্য মধ্যে গণ্য হইতেছে।

কর্ম্মার্পণ দুই প্রকার; ভগবৎপ্রীণনরূপা কর্ম্মার্পণ ও শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মফলত্যাগরূপকর্ম্মার্পণ। ভক্তির অন্তরঙ্গসাধন ভক্তিই হওয়া উচিত। কৃষ্ণার্পিত কর্ম্মও কর্ম্মই, ভক্তি নহে। কি ভগবানের আজ্ঞাবোধে বা কর্ত্তব্যবোধে অনুষ্ঠিত কর্ম্মফলের প্রতি দৃষ্টিযুক্ত বর্ণাশ্রম-আচার পালনরূপ কঠোর সকাম কর্ম্ম; কি ফলের প্রতি লক্ষ্যরহিত কৃষ্ণার্পিত হৃদ্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগ উভয়ই কর্ম্ম, উভয়ই আরোপসিদ্ধা ভক্তি; শুদ্ধা ভক্তি নহে। উক্ত উভয়বিধ কর্ম্ম, ভক্তির ন্যায় চিত্তশুদ্ধিকর হওয়ায়, ভক্তির আকারে দৃষ্ট হয়। অতএব ভক্তি না হইয়াও, ভক্তিত্বের আরোপ হেতু ভক্তি নামে কথিত হয় বলিয়াই, উহাদিগকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। আরোপসিদ্ধা ভক্তি কথনই পরমপুরুষার্থের অন্তরঙ্গ সাধন হইতে পারে না। কর্ম্ম সকল ভগবানে অর্পণ করাতে নিষ্কাম স্বধর্ম্মপর হইলেও বাহ্য মধ্যে গণ্য হইতেছেন। কারণ কর্ত্তব্যজ্ঞান এখনও ইহাঁদের অন্তরে বদ্ধমূল রহিয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করিতেছি,' এই জ্ঞান রহিয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেম অর্থাৎ বিশুদ্ধা ভক্তি বা তৎফল লাভের আশা সুদূরবর্ত্তিনী। ইহাঁরা সাযুজ্যমুক্তি পর্য্যন্তেরই অধিকারী। তবে সকাম স্বধর্ম্মপর হইতে ইহাঁদিগের এইমাত্র অধিক লাভ যে,ইহাঁদের মুক্তি অপেক্ষাকৃত সত্বরেই হইয়া থাকে। যথা,—

"লভন্তি যতয়ঃ সন্তো মুক্তিং জ্ঞানপরাঃ হি যে।"

"যাঁহারা কামনার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিয়া নিষ্কাম স্বধর্ম্মে যত্নবান্ হয়েন, তাঁহারা সত্বই মুক্তি লাভ করেন।

অতএব ইহা অপেক্ষা যাহা অন্তরঙ্গ সাধন তাহা বল।

রায় কহিলেন, "স্বধর্ম্মত্যাগ" ইতি। স্বধর্ম্মত্যাগরূপ যে ভক্তি, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাধ্য।

কর্ম্মত্যাগ দুই প্রকারে হইতে পারে, এক

কর্ম্মাধিকার নিরস্ত হইলে কর্ম্মত্যাগ; অপর অনধিকারে কর্ম্মত্যাগ। কর্ম্ম আর ধর্ম্ম এক কথা। উক্ত দুই প্রকার কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তি করা যাইতে পারে। যদি বল, তন্মধ্যে এই পয়ারে রায় কোন ভক্তিকে সাধ্যসার বলিতেছেন? তদুত্তর, কর্ম্মত্যাগের অনধিকারে কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ সাধ্য বলিতেছেন। তাহার প্রতি কারণ এই যে, অধিকারী ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক যদি ভক্তি করেন, তবে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি হয়। তাহাকে মহাপ্রভু বাহ্য বলিতে পারেন না এবং তাহার উপরে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিও বলা হইতে পারে না। ইহার পরে প্রশ্নের উত্তরে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিই বলিয়াছেন। সুতরাং অনধিকারে কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিই এখানে সাধ্যসার। এই সিদ্ধান্তে সন্দেহ হইতে পারে,অনধিকারিকে কর্ম্মত্যাগের বিধি শাস্ত্র দিতে পারেন না। কারণ, বিধি দিলে অনধিকারীও থাকে না। তদুত্তর, অনধিকারে বিধি দেন নাই; তবে কি না, অজ্ঞত্ব নিবন্ধন অর্থাৎ শাস্ত্রাদি না জানিয়া রাগবশতঃ কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে, সেই ভক্তি পূর্ব্বোক্ত সাধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ সাধ্য হইবার বাধক নাই। উক্ত প্রকার সাধ্যের সাধকই অনেক পাওয়া যায়। তথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে,—

"মৎকর্ম্মকুর্ব্বতাং পুংসাং
ক্রিয়ালোপো ভবেদ্ যদি।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি
তিস্রকোট্যো মহর্ষয়ঃ॥"

ভগবান্ বলিতেছেন, যাহারা আমার ভজন করে, তাহাদের যদি ক্রিয়ালোপ হয় অর্থাৎ বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম নষ্ট হয়, তবে তাহাদের প্রতিনিধি হইয়া তিনকোটি মহর্ষিগণ তাহাদের কর্ম্ম বা ক্রিয়া করিয়া দেন। এই শ্লোকে প্রমাণ হইতেছে যে, যাহারা অনধিকারে কর্ম্মত্যাগ করেন, মহর্ষিগণ তাঁহাদের প্রতিনিধি হইয়া কর্ম্ম করিয়া দেন। কারণ, কর্ম্ম-নিবৃত্ত্যাধিকারে কর্ম্মের প্রতিনিধির প্রয়োজন নাই। তথাহি ভাগবতে,—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কোবার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥"

স্বধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তার যদি ভজনের অপরিপাকে মৃত্যু হয় বা সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাতে কি তাহার অমঙ্গল হইবে? কথনই না, অর্থাৎ অধঃপতনাদি হইলেও, তাহার ভক্তিবাসনা নষ্ট হইবে না; সুতরাং অমঙ্গল হইল না। আর স্বধর্ম্ম-অনুষ্ঠান করিয়া কে কবে পুরুষার্থ লাভ করিয়াছে? অর্থাৎ করে নাই। অধিকারে কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক হরিভজনে অমঙ্গলের আশঙ্কাই আসিতে পারে না। এই সকল বিচারে নিষ্পন্ন হইতেছে, যে অনধিকারী ব্যক্তিও কর্ম্মত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজন করিলে তাহাও এক প্রকার সাধ্য। উক্ত সাধ্যের প্রমাণদ্বয় "আজ্ঞায়ৈবেতি" ও "সর্ব্বধর্ম্মানিতি।" যাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও এক শ্লোকে বিচারপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ প্রমাণিত হইতেছে। কর্ম্ম নির্ব্বেদে কর্ম্মত্যাগ হইলে বিচার বা কৃষ্ণের আজ্ঞার অপেক্ষা নাই। এই হেতুই রায় মহাশয় স্বধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিকে সাধ্যসার বলিয়াছেন। শ্রদ্ধাবশতঃ স্বধর্ম্মত্যাগ হইলেও স্বরূপ ত্যাগ হয় না বলিয়া, ইহা কর্ম্মমিশ্রা সঙ্গসিদ্ধাভক্তি॥ ২২॥

(৬৪।৬৫ পা) "আজ্ঞায়ৈবেতি" ও "স্বধর্ম্মানিতি" এই ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। স্বধর্ম্মত্যাগ প্রমাণ এই শ্লোক দুইটি। এই শ্লোক পাঠ করিবার অভিপ্রায় এই,

সাধকের দৃঢ় শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মাচরণ ও আচরিত স্বধর্ম্মের ফলার্পণই কর্ত্তব্য। পরে যখন দৃঢ় শ্রদ্ধা জন্মে, তখন শ্রীভগবানে শরণাপন্ন হইয়া তদুপদিষ্ট কর্ম্মও ত্যাগ করিয়া থাকেন॥ ৬,৭॥

(৬৫ পা)"প্রভু কহে…সাধ্যসার।" এই ২৩শ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কহিলেন, কর্ম্ম বা স্বধর্ম্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইলেও ফলার্পণ দ্বারা শরণাপত্তি হয়, উহা শুদ্ধা নহে। কারণ, উহা সঙ্গসিদ্ধা।

জ্ঞানকর্ম্মাদিসঙ্গ দ্বারা ভক্তি সিদ্ধ হইতে পারিলেও উহা সাক্ষাৎ ভক্তি নহে। শরণাপত্তিতে দুঃখনিবারণের তাৎপর্য্য থাকায়, সাধক দুঃখনিবারণার্থই ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন বলিয়া, উহা উত্তমা ভক্তির মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। জ্ঞান ও কর্ম্মের আবরণরহিত, অন্য কামনাশূন্য ভক্তিকেই উত্তমা ভক্তি বলা যায়। শরণাপত্তি প্রকারান্তে জ্ঞান ও কর্ম্মের আবরণ শূন্য হইতে পারিলেও দুঃখনাশে তাৎপর্য্য থাকায় অন্য কামনারহিত হইতে পারে না। ইহাঁরা ভক্তমধ্যে গণনীয় হইলেও, ইহাঁদের ভক্তির সহিত কিঞ্চিৎ কর্ম্মের মিশ্রণ থাকায়, ইহাঁরাও বাহ্য বলিয়া পরিত্যজ্য হয়েন।

অতএব ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল।

রায় কহিলেন, কর্ম্মমিশ্রা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির দুঃখনিবারণে তাৎপর্য্য থাকায়, ইহা উত্তমা ভক্তি মধ্যে গণ্য না হইলে, তদপেক্ষা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই শ্রেষ্ঠা। কারণ, উহার দুঃখনিবারণে তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয় না। যেহেতু জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মস্বরূপ-সম্প্রাপ্ত-ব্যক্তির ক্লেশ ও কর্ম্মফলের কামনা দৃষ্ট হয় না। অতএব ইহাই অন্তরঙ্গ সাধন ॥ ২৩ ॥

(৬৫ পা) "ব্রহ্মভূত" ইতি। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। জ্ঞানমিশ্রাভক্তির প্রমাণ এই শ্লোক। ইহার অভিপ্রায় এই,—

জ্ঞানমার্গে সুখ ও দুঃখ বাস্তব নহে। ক্লেশকর্ম্মাদি বিপাকের কামনা না থাকায়, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুর জন্য শোক ও কামনা না করায় ইনিই শ্রেষ্ঠ হইতেছেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি দ্বারাই পরা (উত্তমা) ভক্তির লাভ হয়। অতএব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি পূর্ব্বোক্ত উপায়রূপ পুরুষার্থ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ উপায়। যে হেতু পূর্ব্বোক্ত ভক্তি সকলের অনুষ্ঠানে এই ভক্তির উদয় হয়। অতএব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই উত্তমা ভক্তির সাক্ষাৎ সাধন বা শ্রেষ্ঠ সাধ্য ॥ ৮ ॥

(৬৫ পা)"প্রভু কহে…সাধ্যসার ॥, এই ২৪শ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কহিলেন, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি একটি সাধ্য মধ্যে গণ্য হইতে পারিলেও জ্ঞানমিশ্রা হওয়াতে, উহা জ্ঞানমিশ্রা-সঙ্গসিদ্ধা হইতেছে, স্বরূপসিদ্ধা হইতেছে না।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তের সর্ব্বত্রই বৈরাগ্য। কেবল ভগবানের ভক্তির মহিমাদি জ্ঞানে কিছু আসক্তি দেখা যায়। ইহাতে দুঃখনিবারণে তাৎপর্য্য না থাকিলেও জ্ঞানের আবরণ থাকায়, উত্তমা ভক্তির মধ্যে ইহা গণ্য হইতে পারে না। বিশেষ, কিঞ্চিৎ ভক্তি না থাকিলে কৈবল্য সিদ্ধ হয় না বলিয়া ভক্তির কিঞ্চিৎ মিশ্রণ দেখা যাইতেছে। এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে কৈবল্য কামনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব উহা কৈবল্যকামাপর নামা জ্ঞানমিশ্রা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলিয়া কথিত হইতেছে। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে জ্ঞানই অঙ্গী, ভক্তি উহার অঙ্গমাত্র। অঙ্গী জ্ঞান, অঙ্গভক্তির সাহায্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা ভক্তির ফল মোক্ষ সাধন করিতে পারিলেও ভগবৎ সাক্ষাৎকার দ্বারা প্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ প্রদান করিতে পারে না।

অতএব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেও বাহ্য (বহিরঙ্গ) সাধন জানিয়া উহার পর যাহা, তাহা পাঠ কর, অর্থাৎ ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধ্য বল।

রায় কহিলেন, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যখন উত্তমা ভক্তি নহে, তখন জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই সকলের শ্রেষ্ঠ সাধ্য। অন্যকামনাশূন্য ও জ্ঞানকর্ম্মাদির আবরণরহিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তিমাত্রকামা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠা।

ইহা দুই প্রকার কর্ম্মমিশ্রা ও কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন, তৎকথায় শ্রদ্ধা, পূজায় নিষ্ঠা, স্তবাদিপাঠ, শ্রীকৃষ্ণভজন নিমিত্ত তদ্বিরোধী অর্থের ত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে চন্দন-লেপনাদির ভোগ ও পুত্রোপলালনাদির সুখত্যাগ, ভক্তির কারণ যাগ, যজ্ঞ, দান জপ ও ব্রতাদি বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানাদিকে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিমাত্র-কামা বলে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিষ্কাম ভাগবতোক্ত স্বধর্ম্ম দ্বারা ও পঞ্চরাত্রোক্ত বৈষ্ণবের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম দ্বারা কৃষ্ণসেবার অনুষ্ঠান করা, প্রাণিগণকে পীড়াদান ত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণপূজা, প্রাণিসকলে অন্ত-র্য্যামিরূপে কৃষ্ণের ভাবনা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য দ্বারা অহিংসা, অস্তেয় ও ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রত ধারণ, শুচি, সন্তোষ, তপস্যাদির অনুষ্ঠান, অভিমানশূন্য হওয়া, আত্মা ও অনাত্মাবিবেক শাস্ত্র শ্রবণাদি করা প্রভৃ-তিকে কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমাত্রকামা বলে॥২৪॥

(৬৫ পা।) "জ্ঞানে প্রয়াসমিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। জ্ঞানশূন্যা ভক্তিবিষয়ক প্রমাণ এই শ্লোক।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে কেবলমাত্র ভক্তি প্রার্থনা করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যের মহিমা বিচারে কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত পার্শ্বে সর্ব্বদা থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করেন। ভক্তমুখ হইতে ভক্তিশাস্ত্রমত বিধি শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য দেহাদি দ্বারা প্রণামাদি বা শ্রবণসময়ে অঞ্জলিবন্ধনাদি করে ও বাক্যের দ্বারা স্তবপাঠাদি বা বিধির অনুমোদন করে এবং মনের দ্বারা কৃষ্ণচিন্তনাদি করে। হে অজিত, তুমি প্রায়ই তাঁহার বশীভূত হও। প্রায় শব্দ দ্বারা প্রেমভক্তি অপেক্ষিত হইতেছে॥৯॥

(৬৬ পা।) "প্রভু কহে……...সাধ্য সার॥" এই ২৫ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কহিলেন, রায়, তুমি যে ভক্তিমাত্র-কামা ভক্তির কথা বলিলে, উহা যদি অন্যকামনারহিত স্বরূপসিদ্ধা দ্বারা সাক্ষাদ্রূপা হয়, তবে উহা নিগুর্ণা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, কিন্তু ইহাও সাধ্য নহে, পরন্তু সাধনভক্তি। এতাদৃশী ভক্তি কর্ণাদি দ্বারা সেবনমাত্র বলিয়া স্বরূপসিদ্ধা। এরূপ ভক্তকে সালোক্যাদি মুক্তি প্রদান করিলেও সেবা ব্যতীত উহা গ্রহণ করেন না। যদি গ্রহণ করেন, তবে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্যই গ্রহণ করেন, নিজের জন্য নহে।

স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি দ্বিবিধা, বৈধী ও রাগানুগা। বৈধীভক্তি শুদ্ধা বটে, যেহেতু ঐ বৈধী আচরণে রাগানুগা ভক্তি উৎপন্ন হয়। ভক্তিশাস্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা প্রবর্ত্তিতা ভক্তিই বৈধীভক্তি। ঐ বিধি দুই প্রকার; একটি প্রবৃত্তিহেতু, অপরটি বিধির অনুক্রম কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সকলের জ্ঞানহেতু। একমনে হরির গুণ সর্ব্বদা কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজা করিবে; ইহা প্রবৃত্তিহেতু। দ্বিতীয় জ্ঞানহেতুটি অর্চ্চন-ব্রতাদিগত। শরণাপত্তি (অনন্যগতি) শ্রীগুরুসেবাদি সৎসেবা, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও পূজাদি ভেদে বৈধীভক্তির বহু ভেদ দৃষ্ট হয়। বৈধীভক্তি বিধির মুখাপেক্ষী, সুতরাং উহা দুর্ব্বলা। যাহা স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা প্রবলা।

অতএব স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত প্রবলা ভক্তি যাহা, তাহা বল।

রায় কহিলেন, প্রেমভক্তিই সকলের

শ্রেষ্ঠ সাধ্য ও স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিতা প্রবলা। যেহেতু প্রেমভক্তি শাস্ত্রোক্ত বিধির মুখাপেক্ষী নহে।

ইহা দুই প্রকার; রাগাত্মিকা ও রাগানুগা। বিষয়িগণের স্বাভাবিকী বিষয়সংসর্গেচ্ছা অতিশয়ময়ী যে প্রেমা, তাহা যেমন রাগ; তদ্রূপ ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিকী সংসর্গেচ্ছা অতিশয়ময়ী যে প্রেমা, তাহা রাগ নামে উক্ত হয়। বিশেষণ ভেদে সেই রাগ বহু প্রকারে দৃষ্ট হয়। যথা ভাগবতে,—

"যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা
গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টমিত্যাদৌ।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমি সনকাদির পরব্রহ্মরূপ, প্রদ্যুম্নাদির মধ্যে কাহার ভ্রাতা, কাহার মাতুলেয়, কাহার বৈবাহিক, শ্রীদামাদির সখা, ব্রজেশ্বরাদির পুত্র, প্রেয়সীগণের প্রিয় ইত্যাদিরূপে দারুকাদির দেবতা ও ইষ্ট। এইরূপে রাগ বহু প্রকার। সন্দেহ হইতে পারে, শ্রীমতি মোহিনীর প্রতি মহাদেবের যে ভাব, তাহাও রাগ হউক। তদুত্তর, অনুক্তবশতঃ উঁহাকে রাগ বলিয়া স্বীকার করা হয় না, যেহেতু মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া মহাদেবের ঐরূপ ভাব হয়। এইরূপে আমি প্রিয়া, আমি পিতা ইত্যাদি সেই সেই অভিমানলক্ষণ ভাববিশেষ দ্বারা স্বাভাবিক রাগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন হইলে, সেই সেই রাগ কর্ত্তৃক প্রেরিতা শ্রবণকীর্ত্তনাদি প্রায়া নবধা যে ভক্তি; তাঁহাদের সেই ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। যে রুচি রাগাত্মিকার অনুগমন করে, তাহা রাগানুগা। রুচিমাত্র প্রবৃত্তি দ্বারা প্রেমভক্তি লাভ হয়, কিন্তু বিধি বুদ্ধিকে অন্যত্র প্রেরণ করে বলিয়া, উহার প্রেমভক্তিতে প্রবৃত্তি দেখা যায় না। অতএব প্রেমভক্তিতে বৈধী আদরণীয় না হওয়ায়, বৈধী হইতে প্রেমভক্তি শ্রেষ্ঠা।

সন্দেহ হইতে পারে, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধি ত্যাগ করিতে বলিতেছেন। তাহাতে "চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্ম্ম।" প্রেরণালক্ষণ প্রয়োজনই ধর্ম্ম। এই বাক্যে পূর্ব্বমীমাংসায় বিধির দ্বারাই বিধির অপূর্ব্বত্ব শ্রবণ করা যায়।

"অপ্রাপ্তপ্রাপকবিধিরপূর্ব্ববিধিঃ।"

অপ্রাপ্তিতে যাহা প্রাপক, তাহা অপূর্ব্ব বিধি। অননুভূত বস্তুর অনুভূত হওয়াতে প্রেরণালক্ষণ বিধি শ্রেষ্ঠ। আরও—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।"

ইত্যাদি যামলেও শ্রুত্যুক্ত ক্রমবিধি ব্যতীত অন্যবিধির দোষ শ্রবণ করা যায়। আরও কথিত আছে,—

"তথা শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥"

বেদ ও পুরাণে মদুক্ত যে বিধি আছে, তাহাকে যে ব্যক্তি লঙ্ঘন করে, সেই আজ্ঞাচ্ছেদী ব্যক্তি আমার দ্বেষী ও আমার ভক্ত হইলেও সে বৈষ্ণব নহে। অতএব শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতিতে কথিত আবশ্যক ও নিষেধের বিধিকে লঙ্ঘন বৈষ্ণবত্বের বাধক হইতেছে অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধি না মানিলে, সে বৈষ্ণব নহে। অতএব প্রেরণালক্ষণ বিধি আদরণীয় নহে, কিরূপে সম্ভবে? আর নিরপেক্ষ বিধি দ্বারাই বা কিরূপে প্রেমভক্তি সিদ্ধ হয়? তদুত্তর, শ্রীকৃষ্ণের নামগুণাদিসকলের বস্তুশক্তি সিদ্ধ; ধর্ম্মের ন্যায় ভক্তির প্রেরণা সাপেক্ষত্ব নাই। অতএব জ্ঞানাদি ব্যতীতও ভক্তির ফল লাভ বহুস্থানে শুনা যায়। যাহার প্রেমভক্তিতে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি নাই, তাহার প্রবৃত্তির প্রেরণাজন্যই বিধি। ক্রমবিধি ও তদ্বিষয়। সেই নানা বিক্ষেপবিশিষ্ট বিধিতে রুচিমাত্রের প্রবৃত্তি না থাকায়, উহা রাগাত্মিকা ভক্তির সঙ্কেত জানে না। শুদ্ধমার্গে প্রবেশ এবং ক্রমশঃ চিত্তের একাগ্রতার জন্য মর্য্যাদারূপ সেই বিধি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা স্বীকার না করিলে, প্রেমভক্তির সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণোন্মুখতাকর-তাদৃশ রুচির, অভাব বশতঃ বিধির মর্য্যাদার হানি হয়।

নিরপেক্ষ ভক্তিশাস্ত্রোক্ত বিধির রুচিই শ্রীকৃষ্ণের মনোরম রাগাত্মিকা ক্রমবিশেষে অভিনিবেশ করায়। এমন কি, দুরভিসন্ধি দ্বারা রাগাত্মিকা ভক্তগণের অনুকরণ করিলেও তাদৃশত্ব প্রাপ্তি শুনা যায়। পূতনা যেমন ধাত্রীত্বের অনুকরণ করিয়া ধাতৃগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব ধর্মশাস্ত্রোক্ত বিধি ত্যাগ করিয়া তদীয় রুচিবিশিষ্ট প্রেমভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা ভক্তগণ উত্তমা গতি না পাইবেন কেন? অর্থাৎ প্রাপ্ত হইবেন। গৌতমীয়ে,

"ন জপো নার্চ্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ।
কেবলং সততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজভাবিনাম্॥"

সর্ব্বদা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তাশালি জনের জপ, পূজা, ধ্যান ও বিধিক্রম নাই। আবশ্যক ও নিষেধ বিধির উল্লঙ্ঘন দুই প্রকার; ধর্মশাস্ত্রোক্ত ও ভক্তিশাস্ত্রোক্ত। ভগবদ্ভক্তি বিশ্বাস পূর্ব্বক ধর্মশাস্ত্রোক্ত আবশ্যক ও নিষেধ বিধি ত্যাগ করিলে বৈষ্ণবভাব হইতে ভ্রষ্ট হয় না। যে হেতু ভক্তিশাস্ত্রোক্ত বিধিও একটি বিধি। ভক্তিশাস্ত্রোক্ত বিধি অবশ্য পালনীয়, উহার আচরণে কোন অনিষ্ট হয় না। ভক্তিশাস্ত্রোক্ত বৈধী মিলিত রাগানুগা ভক্তির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বলিয়া, মহাপ্রভু বৈধীর শুদ্ধতা স্বীকার করিলেন। তাদৃশ রুচি উৎপন্ন হইলে বৈধী অপেক্ষা প্রেমভক্তি শ্রেষ্ঠা। যতদিন তাদৃশ রুচি উৎপন্ন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ভক্তিশাস্ত্রোক্ত বিধি অবশ্য পালনীয়। ইতি ভক্তিসন্দর্ভ। অতএব ভাবমার্গের সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্ত সিদ্ধান্তিত হইল। এরূপে স্বধর্ম্মাচরণ হইতে পর পর কথিত সাধ্য শ্রেষ্ঠ জানিবেন॥২৫॥

(৬৬ পা) "নানোপচারেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। প্রেমভক্তিবিষয়ক প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই,—

বৈধীভক্তি উৎপত্তির পর প্রেমভক্তি উৎপন্ন হয়। বিধিবিহিত পূজাদি হইতেও প্রেমভক্তির সৌভাগ্য অধিক। শ্রীকৃষ্ণের উপচার কৃত নানা পূজা পৃথক্ পৃথক্ আছে, কিন্তু প্রেম-উপচারে পূজায় ভক্তের হৃদয় আনন্দে বিগলিত হয়। যেহেতু প্রেমে মমত্বাতিশয় আছে। পূজাদিতে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হেতু প্রেমই উহার ফল। যতদিন প্রেম উৎপন্ন না হয়, ততদিনই পূজার অনুষ্ঠান; কিন্তু প্রেম লাভ হইলে, আর নানা পূজানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না; যেমন ক্ষুধায় ভক্ষ্যপেয় সুখদায়ক হয়॥ ১০॥

(৬৬ পা) "কৃষ্ণভক্তীতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই,—

যদি বল, প্রেম অতি দুর্লভ পদার্থ, তাহাকে কিরূপে লাভ করা যাইতে পারে? তদুত্তর, সদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের ভজনরূপ নির্য্যাস দ্বারা সম্পাদিত সত্তা যে বুদ্ধি, তাহা ক্রয় করিলেই প্রেমলাভ হইবে। এই বুদ্ধির প্রযোজক কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ। অতএব ভক্তগণের যে ইহাতে স্ব-সুখকামনা নাই, ইহাও প্রতিপন্ন হইল। তাদৃশ বুদ্ধি ক্রয়ের মূল্য বলিতেছেন, প্রেমময় লোভই সেই বুদ্ধির মূল্য। তথাহি রসামৃতে;—

"তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্॥"

ব্রজবাসিগণের কোন ভাব প্রাপ্তিবিষয়ে লোভ উৎপন্ন হইলে সেই সেই ভাবে অধিকারী হয়। "মূল্যমপি" এই অপি শব্দে বোধিত হয়, যেমন তাদৃশ বুদ্ধি দুর্লভা, মূল্যও তদ্রূপ দুর্লভ। কেননা, কোটিজন্মসুকৃতি দ্বারা উহা লাভ হয় না॥ ১১॥

(৬৬ পা) "প্রভু কহে··· ··· ···সর্ব্ব সাধ্যসার॥" এই ২৬ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কহিলেন, প্রেমভক্তি সাধ্যের সার তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি যে প্রেম বলিলে, উহা মমত্ববর্জ্জিত শান্ত প্রেম। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি?

প্রেমভক্তিতে বারটি রস আছে। তন্মধ্যে সাতটি গৌণ রস ও পাঁচটি মুখ্য রস। উনবিংশ

পরিচ্ছেদে সবিশেষ দৃষ্টি করিবেন। মহাপ্রভু প্রেম-ভক্তির মধ্যস্থ মুখ্য রসের তারতম্য প্রদর্শনার্থ রায়কে অগ্রসর হইতে বলিতেছেন। এই হেতু ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ কি, তাহা মহাপ্রভু প্রশ্ন করেন। তথাহি শ্রীগ্রন্থে ঊনবিংশে,—

"শান্তরতি দাসরতি সখ্যরতি আর।
বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চ প্রকার॥"

শান্ত ও দাস্যরতি আশ্রয়ভক্তিময়রস। বাৎসল্য ও সখ্যরতি প্রশ্রয়ভক্তিময়রস। শান্তপ্রেম জ্ঞান-ভক্তিময় রস। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপায় জ্ঞানি-গণ যে রতি লাভ করে, তাহাকে শান্তরতি বলে। তথাহি রসামৃতে,—

"শান্তাঃ স্যুঃ কৃষ্ণতৎপ্রেষ্ঠ কারুণ্যেন রতিং গতাঃ।"

ঐ রসে শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্মরূপে বা চতুর্ভুজরূপে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়েন। ইহাদের অনুভাব, বিভাবাদি ভাব ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে দেখিবেন। অতএব ইহা শ্রেষ্ঠ প্রেম নহে, ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ প্রেম যাহা, তাহা বল। রায় মহাশয় এখানে শান্তরতির কথাই বলিয়াছেন, যেহেতু প্রশ্নের উত্তরে পরে দাস্যরতির কথা বলিবেন।

রায় কহিলেন,দাস্যভক্তিরসই প্রধান। যেহেতু, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রভুত্বরূপে স্ফূর্তি পান।

দাসভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনত্বরূপে দ্বিবিধ, ঐশ্বর্য্যৈকজ্ঞানময়ত্ব ও মাধুর্য্যৈকজ্ঞানময়ত্ব। পুন-রায় তাঁহারা অঙ্গসেবক, পার্ষদ ও প্রেষ্য ভেদে তিন প্রকার। পুরাদিতে পার্ষদাদি দাসভক্তগণ ঐশ্বর্য্যৈকজ্ঞানময়। ব্রজে পার্ষদাদি দাসভক্তগণ মাধুর্য্যৈকজ্ঞানময়; ইহাঁদের প্রীতিভক্তি। অত-এব ইহাঁরাই শ্রেষ্ঠ। দাস্যভক্তিময় রসের আলম্বন-বিভাবাদি ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে দৃষ্টি করিবেন॥ ২৬॥

(৬৬ পা) "যন্নামেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। দাস্যভক্তি যে শ্রেষ্ঠ, তাহা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিলেন। দাস-ভক্তগণের অলভ্য কিছু থাকে না বলিয়া, উহা শ্রেষ্ঠ। যে রস প্রাপ্ত হইলে সক-লই পাওয়া যায়॥ ১২॥

(৬৭ পা) "ভবন্তমিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। দাস্যভাবে কিছু অলভ্য থাকে না বলিয়া, ভক্তগণ উহা প্রার্থনা করেন। অতএব উহা শ্রেষ্ঠ। এই শ্লোকেও ইহাই প্রতিপন্ন হইল॥ ১৩॥

(৬৭ পা) "প্রভু কহে··· ··· ...সর্ব্ব সাধ্যসার॥" এই ২৭ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কহিলেন, দাস্যভক্তিময় রস শ্রেষ্ঠ হইলেও, এই রসে শ্রীকৃষ্ণ প্রভুত্বরূপে স্ফূর্তি পান বলিয়া, উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে। যেহেতু উহা গৌরবভাবময় রস। গৌরবভাবে দাসভক্তের চিত্ত সঙ্কুচিত হয়, যথারূপে ইষ্টগ্রহণ করিতে পারে না। ব্রজস্থ পার্ষদাদি দাসভক্তের রস প্রীতিময় হইলেও, ইহাতে পূর্ণরূপে প্রকাশ পান না। অতএব ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ রস যাহা, তাহা বল।

রায় কহিলেন,গৌরবভাবময় দাস্যরতি হইতে বিশ্বাসভাবময় সখ্যরতি শ্রেষ্ঠ।

প্রীতিভক্তি দ্বিবিধা; গৌরবমিশ্রাপ্রীতি ও শুদ্ধাপ্রীতি। ব্রজস্থ দাসগণের গৌরবমিশ্রাপ্রীতি। সখাগণের শুদ্ধাপ্রীতি। সখাগণের চিত্তে গৌরব-ভাব না থাকায় এবং তাঁহাদের শুদ্ধপ্রীতি সঙ্কীর্ণ না হওয়ায় পূর্ণরূপে বা স্বভাববিশেষ দ্বারা উঁহাদের প্রীতি প্রতিক্ষণই বিকাশিত হয়। সখাগণের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলামাধুর্য্যের যেরূপ অসাধারণী স্ফূর্ত্তি হয়, দাসভক্তে সেরূপ স্ফূর্ত্তি হয় না। অতএব সখ্যরতি শ্রেষ্ঠা। মৈত্রীময় রসে শ্রীকৃষ্ণ মিত্রস্বরূপে স্ফূর্ত্তি পান। মৈত্রীময় রস

দুই প্রকার, সুহৃদ ও সখা। রায় মহাশয় এখানে ব্রজস্থ সখার কথাই বলিলেন। সখ্যরতির আলম্বন বিভাবাদি উনবিংশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥২৭॥

(৬৭ পা) "ইত্থমিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। সখ্যপ্রেম যে শ্রেষ্ঠ, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই,—

ভগবান্ ব্রহ্মস্বরূপে, পরদেবতা (প্রভুত্বরূপে) ও সখারূপে যে প্রকাশ পান, তন্মধ্যে সখারূপে প্রকাশই পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবিশেষ-অবলম্বন সখাগণের নিকট পরম মধুরতারূপে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ পান। অতএব উহা শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪ ॥

(৬৭ পা) "প্রভু কহে··· ... ···সর্ব্ব সাধ্যসার। এই ২৮ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কহিলেন, শুদ্ধপ্রীতিময় সখ্যপ্রেম যে উৎকৃষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঐ রসে শ্রীকৃষ্ণ কখন চতুর্ভুজরূপে, কখন দ্বিভুজ নরাকাররূপে প্রতীত হয়েন। অর্জ্জুন চতুর্ভুজরূপ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, হে জনার্দ্দন, তোমার নরাকার দ্বিভুজরূপই সাম্য; সুতরাং দ্বিভুজরূপই শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধ প্রীতিময় সখ্যপ্রেম উৎকৃষ্ট হইলেও শুদ্ধ প্রীতির পরিপাক অবস্থা যদি থাকে, তাহা বর্ণন কর।

রায় কহিলেন, শুদ্ধপ্রীতিপ্রচুর-বিশ্বাস-ভাবময় সখ্যপ্রেম হইতে অনুগ্রাহ্যভাবময় বাৎসল্যপ্রেম শ্রেষ্ঠ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ লাল্যস্বরূপে স্ফূর্ত্তি পান। পিত্রাদি-গুরুগণই এই রসের আশ্রয়।

এই রস দুই প্রকার; ভক্ত্যাদিমিশ্র ও শুদ্ধ। বসুদেব, দেবকী ও কুন্তী প্রভৃতি ভক্ত্যাদিমিশ্র। শ্রীনন্দ, যশোদা ও তৎসমভাবাপন্ন অন্য গোপ-গোপীগণ শুদ্ধ। রায় মহাশয়, এখানে নন্দ-যশোদার বাৎসল্যপ্রেমের উল্লেখ করিলেন। যেহেতু পর শ্লোক দুইটি দ্বারা নন্দযশোদাদির বৎসলরতিকে প্রমাণিত করিবেন ॥২৮॥

(৬৭ পা) "নন্দরিতি। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ লাল্যরূপে বশীভূত হয়েন এবং স্তন্যপানাদি করেন ॥১৫॥

(৬৭ পা) "নেমমিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই শ্লোকও বাৎসল্যপ্রেম পর।

"নন্দঃ কিমকরোদিতি।" শ্লোকের তাত্ত্বিক-সিদ্ধান্ত বলিতেছেন, "নেমমিতি।" মহাভক্তিরূপ প্রেমপরিপাক প্রসাদ যশোদা যাহা পাইলেন, ভক্তাদিগুরু ব্রহ্মা, বৈষ্ণবগণের দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাদেব, বক্ষঃস্থিতা নিত্যপ্রিয়া লক্ষ্মীও ঐ প্রসাদ পান নাই। সখ্যভক্তিরসবিশিষ্টা লক্ষ্মী ও দাস্যভক্তিময় ব্রহ্মা এবং মহাদেব যখন এ প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই, তখন উহা যে শ্রেষ্ঠ প্রসাদ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যশোদাই কৃষ্ণকে বন্ধন করেন, ব্রহ্মাদি কেহই পারেন নাই; এই প্রসাদ। যশোদা বাৎসল্য প্রেমে ঐ প্রসাদ লাভ করায় দাস্য ও সখ্য হইতে বৎসলাখ্যরস শ্রেষ্ঠ হইয়েছে। অতএব অনুগ্রাহ্যভাবময় বাৎসল্য প্রেমই শ্রেষ্ঠ। এই রসের আলম্বন বিভাবাদি উনবিংশ পরিচ্ছেদে দেখিবেন ॥ ১৬ ॥

(৬৭ পা) "প্রভু কহে··· ··· ···সর্ব্ব সাধ্যসার ॥" এই ২৯ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কহিলেন, এহোত্তম অর্থাৎ বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আগে কহ আর অর্থাৎ এই প্রেমের যদি আর কিছু পরিপাক অবস্থা থাকে, তবে তাহা বল।

রায় কহিলেন, অনুগ্রাহ্যভাবময়

বাৎসল্যপ্রেম হইতে স্বসুখতাৎপর্য্যরহিত সম্ভোগভাবময় কান্তাপ্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ কান্তরূপে স্ফূর্ত্তি পান। কান্তাগণই এই রসের আশ্রয়।

কান্তাগণ তিন প্রকার; সামান্যা, স্বীয়া ও পরকীয়া। সৈরিন্ধ্রী প্রভৃতি সামান্যা। পট্টমহিষীগণ স্বীয়া, তন্মধ্যে রুক্মিণী ও সত্যভামা মুখ্যা। শ্রীব্রজদেবীগণ পরকীয়া, ইঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা কান্তা। এই রসের আলম্বনাদি উনবিংশ পরিচ্ছেদে দেখিবেন। ললিতা বিশাখা প্রভৃতি ব্রজদেবীগণ ত্রিবিধা; মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা। মুগ্ধাদিগণ মধ্যে কেহ নবযৌবন, কেহ স্পষ্টযৌবন, কেহ সম্যগ্‌যৌবন; তত্তদ্রূপে বয়সভেদাদি দ্বারা তাঁহাদের চেষ্টাও বিভিন্ন। ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা ভেদে স্বভাব তিন প্রকার। প্রেমের তারতম্য বশতঃ কেহ শ্রেষ্ঠা, কেহ সমা, কেহ লঘ্বী। লীলার অবস্থা ভেদে কেহ অভিসারিকা, কেহ বাসকসজ্জা, কেহ উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা। উঁহাদের ভাবের চারি প্রকার ভেদ দেখা যায়; সাদৃশ্য, কিঞ্চিৎসাদৃশ্য, অস্ফুটসাদৃশ্য ও বিরোধিত্ব। উহার প্রত্যেকটি আবার চারি প্রকার; সখী, সুহৃৎ, তটস্থা, ও প্রাতিপক্ষিকী। ইতি প্রীতিসন্দর্ভ। জিজ্ঞাসা থাকিলে সন্দর্ভ দেখিবেন। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে বিস্তার করা হইল না। রায় মহাশয় প্রশ্নের উত্তরে পরকীয়া ভাবাপন্ন-কান্তাগণের কথা বলেন। যেহেতু "নায়মিতি" শ্লোক দ্বারা ব্রজদেবীগণের কান্তাপ্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। অতএব কান্তাপ্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট॥ ২৯॥

(৬৮ পা) "নায়মিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে॥ সর্ব্বোৎকৃষ্ট কান্তাপ্রেম প্রমাণপর এই শ্লোক। ইহার অভিপ্রায় এই, রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভুজালিঙ্গনরূপ প্রসাদ, ব্রজদেবীগণ যে প্রাপ্ত হন, সেই প্রসাদ স্বীয়াভাবাপন্ন লক্ষ্মীদেবী প্রাপ্ত হন নাই। কারণ, লক্ষ্মীদেবী রাসে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ভুজালিঙ্গনরূপ প্রসাদটি প্রেমের পরিপাক অবস্থা। অতএব কান্তাভাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস॥ ১৭॥

(৬৮ পা) "তাসামিতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৭৩ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। এই শ্লোকের অভিপ্রায়, ব্রজদেবীনিষ্ঠকান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়া কান্তাগণকে ত্যাগ করিয়াও ব্রজদেবীর নিকট গমন করেন। "শৌরিঃ" অর্থাৎ প্রাকৃত-জন্মরহিত শ্রীকৃষ্ণ শূরবংশে (ক্ষত্রিয়বংশে) প্রকট হইয়াও কান্তাভাবাপন্না ক্ষত্রিয়রমণীগণকে ত্যাগ করিয়া ব্রজপ্রেমে মুগ্ধ হওতঃ "তাসাম্" অর্থাৎ ব্রজদেবীগণের মধ্যে অপূর্ব্বরূপে প্রকট হইয়াছিলেন। যেহেতু ব্রজদেবীনিষ্ঠকান্তাপ্রেমের রস অপূর্ব্ব ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। "গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্" ইত্যাদি শ্লোকেও ব্রজদেবীগণের প্রেমের বিশেষত্ব কথিত আছে। অতএব ইঁহাদের প্রেমই সর্ব্বাধিক। "স্ময়মানমুখাম্বুজঃ" অর্থাৎ সহাস্যমুখপদ্ম। ব্রজদেবীগণকে যে ত্যাগ করেন, তাহা ত্যাগ নহে, পরিহাসমাত্র; ইহা জানাইতে এবং তাঁহারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করেন। ব্রজদেবীগণকে ত্যাগ করায় শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত সঙ্কুচিত হয় বলিয়া, তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভে, মস্তক পর্য্যন্ত পীতবস্ত্র ধারণ (আবরণ) করেন। ইহাই "পীতাম্বরধর" শব্দের অভিপ্রায়। "স্রগ্বী" শব্দের অভিপ্রায় এই,— ব্রজদেবীগণ ব্যতীত অন্য রমণী শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর নহে, ইহা জানাইতে, ব্রজদেবী কর্ত্তৃক গ্রথিত বনমালা ধারণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবীগণের প্রতি যেরূপ আচরণ করেন, অন্যকান্তাগণের প্রতি সেরূপ আচরণ করেন না। অতএব ব্রজদেবীনিষ্ঠ-কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ॥ ১৮॥

(৬৮ পা) "কৃষ্ণপ্রাপ্তির... ...তারতম ॥" এই ৩০ পয়ারের ভাবার্থ।

যদি বল, কান্তাভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলে, অন্যান্য ভাব সাধনে কি শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না, বা অপর ভাবগণ কি শ্রেষ্ঠ নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন, "কৃষ্ণপ্রাপ্তির।" ইতি।

কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সাধন বহুপ্রকার; অতএব সাধন অনুসারে কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্যও বহু প্রকার। যাঁহার যে ভাবে নিষ্ঠা, তাঁহার সম্বন্ধে, তাঁহার সেই ভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু তটস্থ (নিরপেক্ষ) হইয়া বিচার করিলে, ভাব সকলের তারতম্য স্বীকার না করিয়া পারা যায় না॥ তদনুসারে কান্তাপ্রেমকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিতে হয় ॥৩০॥

(৬৮ পা) 'যথোত্তরমিতি।' এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৪০ পৃষ্ঠায় ও তাৎপর্য্য ভাবার্থব্যাখ্যায় ১৬১ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। বিচারে শৃঙ্গাররসময় কান্তাপ্রেম যে শ্রেষ্ঠ, রায় তাহা এই শ্লোকে প্রমাণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

(৬৮ পা) 'পূর্ব্ব পূর্ব্ব... ... ...কহে ভাগবতে॥" এই ৩১ ও ৩২ পয়ারের ভাবার্থ। 'যথোত্তরমিতি।' শ্লোকের অর্থ করিতেছেন. 'পূর্ব্ব পূর্ব্ব' ইতি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের, শান্তদাস্যাদিরসের। পরে পরে, দাস্যসখ্যাদি রসে। গুণ ও আস্বাদনের আধিক্যবশতঃ কান্তাপ্রেম শান্তাদি সকল প্রেম হইতে শ্রেষ্ঠ। যেমন আকাশের শব্দগুণ বায়ুতে। আকাশ ও বায়ুর শব্দ ও স্পর্শগুণ তেজে। আকাশ, বায়ু ও তেজের শব্দ স্পর্শ ও রূপগুণ জলে। আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণ পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়; তদ্রূপ শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠাগুণ দাস্যে। শান্ত ও দাস্যের নিষ্ঠা ও সেবাগুণ সখ্যে। শান্ত, দাস্য ও সখ্যের নিষ্ঠা, সেবা ও অসঙ্কোচ গুণ বাৎসল্যে। শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্যের নিষ্ঠা, সেবা, অসঙ্কোচ ও মমতাধিক্যগুণ কান্তাপ্রেমে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আরও কান্তাপ্রেমে নিজাঙ্গ দ্বারা সেবারূপ গু .টি অধিক দেখা যায়; এই গুণটি শান্তাদিতে নাই।

গুণের আধিক্য হেতু প্রতি রসে পর পর আস্বাদনেরও আধিক্য হয়। মধুররস সর্ব্বগুণের আকর (খনি) বলিয়া, উহা সর্ব্বাপেক্ষা স্বাদু। মধুররসে স্থায়ীভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ভাবাবস্থা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। অতএব এই সীমান্ত-প্রাপ্ত কান্তাপ্রেম দ্বারাই পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র কান্তাপ্রেমেরই বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতেও যথেষ্ট প্রমাণ আছে এবং কান্তাপ্রেমের সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব স্বীকার করিয়াছেন; তাহা পরশ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন ॥ ৩১।৩২ ॥

(৬৯ পা) 'ময়ি ভক্তির্হীতি।' এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৩৮ পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থ ব্যাখ্যায় ১৪২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। কান্তাপ্রেম সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র এই প্রেমেরই অধীন; ভাগবতোক্ত এই শ্লোক দ্বারা তাহার প্রমাণ করিলেন ॥২০

(৬৮ পা) 'কৃষ্ণের ... ... ভজে তৈছে॥' এই ৩৩ পয়ারের ভাবার্থ

সরল। রায় মহাশয়, অন্য প্রকারে কান্তাপ্রেমের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা প্রতিপাদন করিতেছেন, 'কৃষ্ণের' ইতি। কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা কি, তাহা বলিতেছেন, "যে আমারে" ইতি। পূর্ব্ব হইতে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সময় হইতে। পর শ্লোকে কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতেছেন ॥৩২॥

(৬৮ পা) "যে যথেতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৩৭ পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থ ব্যাখ্যায় ১৪০ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোক বলিয়া যুদ্ধকালে অর্জ্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন ॥ ২১ ॥

(৬৮ পা) "এই প্রেমার ··· ··· ভাগবতে ॥" এই ৩৪ পয়ারের ভাবার্থ। এই প্রেমার, কান্তাপ্রেমের।

অন্ত সাধনানুরূপ ভজন শ্রীকৃষ্ণ করিতে পারেন, কিন্তু কান্তাপ্রেম সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ব্রজদেবীনিষ্ঠকান্তাপ্রেমের অনুরূপ ভজন না হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ ঋণী হয়েন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। অনুরূপভজন, গোপীগণ যেমন সকল ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনিষ্ঠ হয়েন; শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ সকল ত্যাগ করিয়া এক সংখ্যক গোপীনিষ্ঠ হন নাই ॥ ৩৪ ॥

(৬৮ পা) "ন পারয় ইতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৫২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। "এই প্রেমার" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে গোপীগণ, তোমাদের প্রেমের অনুরূপ ভজন আমি বহুকালেও করিতে পারিব না। কামময়স্বরূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ নির্ম্মলপ্রেমবিশেষময়ত্ব দ্বারা নির্ম্মলা যে, অবিষয়িকা তোমাদের চিত্তের একাগ্রতা এবং কুলবধূগণ যাহা ত্যাগ করিতে পারে না; সেই দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খল অর্থাৎ গৃহসম্বন্ধিনী ঐহিক, পারলৌকিক সুখকর লোক ও ধর্ম্মমর্য্যাদিকে তোমরা নিঃশেষে ছেদন করিয়া পরম অনুরাগ দ্বারা আমাতে আত্মনিবেদন করিয়াছ। এই অসাধারণ সাধুকর্ম্মের, সদৃশ প্রত্যুপকার করিতে আমি সমর্থ হইব না। "ভজনানুরূপ ভজন করিব" আমার এই প্রতিজ্ঞাকে তোমাদের প্রেম ভঙ্গ করিল। আমার চিত্ত বহুতে প্রেমযুক্ত থাকায়, একনিষ্ঠ হয় নাই; তজ্জন্য তোমাদের প্রেমের অনুরূপ ভজন হইল না। অতএব এই প্রেমার নিকট আমি ঋণী রহিলাম। কোন পদকর্ত্তা বলেন,

"শুন, রাই বিনোদিনী, আমি সে তোমার ঋণী,
তুয়া ঋণ নারিনু শোধিতে।
শুধিতে তোমার ধার, মনে করি কতবার,
পুনঃ আরবার হ'ল জনমিতে ॥
কলমে পুরিয়া কালী, কলিজা কাগজ করি,
খত দিনু নিজ হাতে লিখিয়া।
খত রইল তব হাতে, খাতক কৈলা নন্দসুতে,
খালাস হব তুয়া গুণ গাইয়া ॥
খত ছাড়াইতে যদি, ধন নাহি দেয় বিধি,
ব্যাজ লাগি কি বুদ্ধি করিব।
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি, লোটায়া মাখিব ধূলি,
ইহা বই আর না পারিব ॥ ইত্যাদি।"

এই কান্তাপ্রেমে কাম, কর্ম্ম, লোক ও ধর্ম্মাদি শাস্ত্রাদির কোন অপেক্ষা নাই। যেহেতু, উহা নিরুপাধিক অর্থাৎ স্বসুখতাৎপর্য্যরহিত। অতএব ব্রজদেবীনিষ্ঠকান্তাপ্রেমের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ঋণী এবং উহা নিরুপাধিক হওয়াতে, এই প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ২২ ॥

(৬৯ পা) "যদ্যপি ··· ··· মাধুর্য্য ॥" এই ৩৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। রায় মহাশয় তাদৃশ গোপীগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন, "যদ্যপি" ইতি। ধুর্য্য,

আশ্রয়। যদিও শ্রীকৃষ্ণ অপরিসীম সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আশ্রয়, তথাপি ভাবের অধিকারিণী ব্রজদেবীগণের সঙ্গে তাঁহার মধুরতা অধিকতররূপে প্রকাশ পায় ॥৩৫॥

(৬৯ পা) তত্রাতীতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। "যদ্যপি" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক।

দেবকীসুত বলিতে যশোদাপুত্র শ্রীকৃষ্ণ; তথাহি বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে,—

"দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদাদেবকীতি চ।
অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়া ॥"

যশোদা ও দেবকী নামে নন্দপত্নীর দুইটী নাম। এই হেতু বসুদেবপত্নী দেবকীর সহিত যশোদার সখ্য ভাব হয়। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসৌন্দর্য্য ও ও সর্ব্বশোভাসম্পন্ন হইলেও রাসমণ্ডলে গোপীগণ দ্বারা অধিকতররূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। মণ্ডলমধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণকে এক জানিবেন। অন্য মূর্ত্তি সকল তাঁহার প্রকাশ। এক শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া বেণুবাদন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বরাসমণ্ডলকে মণ্ডন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের আশ্রয় হইলেও, গোপীগণ দ্বারা তাঁহার শোভাতিশয় সাধন করিতেছেন, "মধ্যে" ইতি। স্বর্ণময়মণিগণের মধ্যে যেমন ইন্দ্রনীলমণি অত্যধিকরূপে শোভা পায়, তদ্রূপ স্বর্ণময়মণি স্বরূপা গোপীগণ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অত্যধিকরূপে শোভা পান। গোপীগণের অঙ্গকান্তির ছটার সম্পর্ক বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ অনতিশ্যামল মরকতমণির বর্ণতা প্রাপ্ত হন বলিয়া, মহামরকত বলিলেন। গোপীগণ দ্বারা শ্রী কৃষ্ণের সর্ব্বসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের বৃদ্ধি হয় বলিয়া গোপীগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তন্নিষ্ঠ কান্তাপ্রেমও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ॥ ২৩ ॥

(৬৯ পা) "প্রভু কহে ··· ··· ... বাখানি ॥" এই ৩৬ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কহিলেন, ব্রজদেবীনিষ্ঠকান্তাপ্রেমই যে শ্রেষ্ঠ সাধ্য, ইহা নিশ্চয়। ইহার পর যদি আরও কিছু থাকে, কৃপা করিয়া তাহাও বল। রায় কহিলেন, ইহার পরও প্রশ্ন করেন, এমন লোক পৃথিবীতে আছেন, এতদিন আমি জানিতাম না। ইহার মধ্যে, ব্রজদেবীগণের মধ্যে। শ্রীরাধার প্রেমই সাধ্যের শিরোমণি (শ্রেষ্ঠ), ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত।

ঋক্‌বেদে উক্ত হইয়াছে,—

"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা
বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা ॥"

শ্রীমাধব শ্রীরাধার সহিত ও শ্রীরাধা শ্রীমাধবের সহিত সকল লোকেই বিরাজিত আছেন ॥ ৩৬ ॥

(৬৯ পা) 'যথা রাধাপ্রিয়েত্তি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৫৫ পৃষ্ঠায় দেখুন। ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠা তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥২৪

(৬৯ পা) "অনয়েত্তি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন। ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীরাধাপ্রেমই সাধ্যশিরোমণি,তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥২৫॥

(৬৯ পা 'প্রভু,কহে ... ··· বিলাপ করিঞা ॥" এই ৩৭ ও ৩৮ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কহিলেন, রায় আরও বল,ইহা শুনিয়া আমার বিশেষ সুখোদয় হইতেছে। তোমার মুখে অপূর্ব্ব অমৃতময় নদী অর্থাৎ অপ্রাকৃত রস প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের ভয়ে শ্রীরাধাকে সর্ব্ব সমক্ষে লইতে না পারিয়া গোপনে লইয়া যান। ইহাতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণের অন্য গোপীতে অপেক্ষা আছে; অন্যাপেক্ষা থাকিলে প্রেমের

গাঢ়তা প্রকাশ পায় না। রাধা লাগি, রাধার জন্য। গোপীরে, গোপীগণকে। গাঢ় অনুরাগ, গাঢ় প্রেম। অতএব এ বিষয়ের মীমাংসা কি বল? রায় কহিলেন, ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের উপমা নাই। শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীর অপেক্ষায় শ্রীরাধাকে লইয়া যান নাই। শ্রীরাধাই মান করিয়া রাস ত্যাগ করেন। শ্রীরাধা রাস ত্যাগ করিলে, পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণও রাসমণ্ডল ছাড়িয়া শ্রীরাধার অন্বেষণার্থ গমন করেন।

শ্রীকৃষ্ণের কান্তাগণ সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা ভেদে ত্রিবিধা। ইঁহাদের কান্তাভাব স্থায়ী। সাধারণীর কান্তাভাব সম্ভোগেচ্ছানিদান। সমঞ্জসার কান্তাভাব কচিৎভেদিত-সম্ভোগেচ্ছ। সমর্থার কান্তাভাব স্বরূপাভিন্ন-সম্ভোগেচ্ছ। সম্ভোগেচ্ছা যে কান্তাভাবের মূল তাহাকেই সম্ভোগেচ্ছনিদান-কান্তাভাব বলে। সম্ভোগেচ্ছা যে কান্তাভাবে কখন কখন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, তাহার নাম কচিৎ সম্ভোগেচ্ছ। যে কান্তাভাবে সম্ভোগেচ্ছা নিত্যই স্বরূপের সহিত অভেদে প্রকাশ পায়, তাহার নাম স্বরূপা-ভিন্ন-সম্ভোগেচ্ছ কান্তাভাব। কুব্জাদি সাধারণী বা সামান্যাকান্তা; মহিষীগণ সমঞ্জসা কান্তা ও ব্রজদেবীগণ সমর্থাকান্তা। সাধারণীকান্তাগণের বলবতী সম্ভোগেচ্ছা, সকল সময়েই কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময় প্রেম হইতে ভিন্ন আকারে কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গজন্য স্বসুখবাসনারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সাধারণী কান্তাগণ স্বরূপতঃ স্বসুখ-তাৎপর্য্যবর্জ্জিত হইলেও তাঁহাদের প্রেম কৃষ্ণসঙ্গজন্য স্বসুখ-বাসনার আকারে আকারিত হইয়া প্রকাশ পাওয়াতে উহার কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময় স্বরূপের প্রকাশ থাকে না, স্বসুখ-তাৎপর্য্যময় রূপান্তরই লক্ষিত হয়। সমঞ্জসা কান্তাগণের ঐ সম্ভোগেচ্ছা কখন কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গজন্য স্বসুখবাসনার আকারে উত্থিত হইয়া সাধারণীর ন্যায় স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে এবং কখন কেবল কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময় প্রেমের সহিত একীভূত হইয়া উক্ত প্রেমের অন্তর্ভূত হইয়া সমর্থার ন্যায় স্বরূপাভিন্নরূপেই প্রকাশ পায়। সমর্থা ব্রজদেবীগণের সম্ভোগেচ্ছা সর্ব্বদা কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী। তাঁহাদের সম্ভোগেচ্ছা কখনই কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গজন্য স্বসুখবাসনারূপে উত্থিত হয় না। ব্রজদেবীগণের কৃষ্ণসুখ ভিন্ন নিজসুখের অনুসন্ধানই থাকে না। তাঁহাদের নিজসুখের অনুসন্ধান না থাকাতেই, তাঁহাদের সম্ভোগেচ্ছা শুদ্ধ এবং কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হইয়া কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া যায়। তজ্জন্য ব্রজদেবীগণের কান্তাভাবকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। সাধারণ ব্রজদেবীগণের প্রেম হইতে আবার শ্রীরাধাপ্রেমের বিশেষ উৎকর্ষ আছে। সাধারণ ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ও অঙ্গসঙ্গ পাইয়া আর কোনদিকে চান না, আনন্দে বিভোর হইয়া যান। শ্রীরাধা কিন্তু সেরূপ বিভোর হন না। এই হেতু শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে সাক্ষাৎ ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে গমন করিলেন ॥ ৩৭।৩৮ ॥

(৬৯ পা) "কংসারিরিতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৫৬ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। "শতকোটি" ইতি পর পয়ারের এই শ্লোকার্থের তাৎপর্য্যার্থ দেখিবেন ॥ ২৬ ॥

(৬৯ পা) "ইতস্ততস্তামিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পর পয়ারে প্রকাশ আছে। "রাধা চাহি বনে" ইতি পূর্ব্ব পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ২৭ ॥

(৭০ পা) "এই দুই...…বামতা ॥" এই ৩৯ পয়ারের ভাবার্থ। এই দুই শ্লোকের, পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোকের। "কংসারিরিতি।" শ্লোকের অর্থ বলিতেছেন,

'শতকোটি' ইতি। শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীসঙ্গে শতকোটি প্রকাশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাস বিলাস করেন। রাধাপাশ, রাধার নিকট অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধার সহিত গোপীগণের মণ্ডল মধ্যে থাকিয়া প্রতি গোপীর নিকট এক এক মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। ইহাই প্রকাশমূর্ত্তি।

কেহ বলেন, "গোপীবপুর্দর্পণ ইব" গোপীগণের দেহ দর্পণের ন্যায়; অতএব গোপীমণ্ডলের মধ্যে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান থাকায়, উঁহাদের দেহে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি যে দেখা যায়, তাহাই প্রকাশ। দর্পণতুল্য গোপীদেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উভয় মূর্ত্তিই প্রতিফলিত হইলেও শ্রীরাধা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করেন; নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পান নাই। যেহেতু শ্রীরাধার নিজানুসন্ধানের অবসর ছিল না।

সাধারণ প্রেম, বিশেষ ভাবরহিত প্রেম। সমতা, সমভাব। বামতা, প্রতিকূল। "শতকোটি" ইত্যাদি পয়ারে ব্রজদেবীগণের প্রেম হইতে শ্রীরাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব বলিতেছেন,—

সাধারণ ব্রজদেবীগণ রাসে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া আর কোনদিকে চাহিলেন না, আনন্দে বিভোর হইয়া গেলেন। শ্রীরাধা কিন্তু সেরূপ বিভোর না হইয়া দেখিলেন, প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বেই এক এক কৃষ্ণ; ঠিক সেইরূপ সাধারণভাবে তাঁহার পার্শ্বেও এক কৃষ্ণ রহিয়াছেন। ইহাই দেখিয়া শ্রীরাধার কুটিলস্বভাবাপন্ন প্রেম বামতা (মান) হইল। শ্রীরাধাপ্রেমকে কুটিল বলেন কেন, তাহা "অহেরিবেতি।" পরশ্লোকে প্রমাণ করিলেন। শ্রীভাগবতেও বলিয়াছেন,—

"তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥"

গোপীগণের সৌভাগ্যজনিত সঞ্চারীভাব যে গর্ব্ব; তাহার প্রশমনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল ত্যাগ করেন। অশ্রুযুক্তপ্রভৃতি দ্বারা গর্ব্ব প্রশমিত হয় না বলিয়া, অন্তর্ধান হয়েন। সকল গোপীতে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণরূপে বিহার করিতেছেন দেখিয়া, সর্ব্বশ্রেষ্ঠতমা শ্রীরাধার ঈর্ষা সহসা উৎপন্ন হয়; তদ্দ্বারা তিনি কষায়িতনয়না ও মানিনী হয়েন এবং রাসমণ্ডল ত্যাগ করেন। অনুনয়াদি দ্বারা মান প্রশমিত হয় বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ রাধার সেই মানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য বা অনুনয়াদি দ্বারা মানপ্রশমন জন্য শ্রীরাধার পশ্চাৎ মণ্ডল হইতে সহসা অন্তর্ধান হয়েন। একা শ্রীরাধার সহিত লীলা-লালসাই অন্তর্ধানের মূল কারণ। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাবশতঃ যোগমায়াই ঐ অন্তর্ধান ক্রিয়াটি সম্পাদন করেন। সযুক্তিকবাক্য, সান্ত্বনাবাক্য, দান, নতি ও উপেক্ষা দ্বারা সহেতুক মান উপশম হয়। কিঞ্চিৎ প্রতীকার [illegible] নির্হেতুক মান উপশম হয়॥৩৯॥

(৭০ পা) "অহেরিবেতি।" [illegible] শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীরাধাপ্রেম যে কুটিলস্বভাবাপন্ন তাহা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিলেন।

সর্পগতি যেমন সরলা নহে, তদ্রূপ প্রেমের স্বভাবও সরল নহে বলিয়া, কারণ ও অকারণেও নায়ক ও নায়িকার মান উদিত হয়। [illegible] রসবিশেষেই গর্ব্ব ও মান প্রকাশ পায়।

"স্বাভীষ্টাশ্লেষবিক্ষাদিনিরোধী মান উ[illegible]"

স্বাভীষ্ট আলিঙ্গন ও দর্শনাদির যাহা নিরোধকারী, তাহাই মান। অভীপ্সিত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন ও দর্শনাদি না করায় [illegible] মান লক্ষিত হইতেছে। অতএব প্রেমের কুটিলত্ব দোষ নহে, পরন্তু রসবিশেষ হেতু গুণই॥ ২৮॥

(৭০ পা) "ক্রোধ করি … শ্রীরাধিকার গুণ॥" এই ৪০ ও ৪১ পয়ারের ভাবার্থ। রত্যাখ্যভাবের সঞ্চারীভাব

ক্রোধ, ভাবকে বর্দ্ধিত করে বলিয়া, ভাববৃদ্ধির জন্য শ্রীরাধার ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ইহা প্রণয়জনিত ক্রোধ।

শ্রীরাধা মানিনী হইয়া রাস ছাড়িয়া গেলেন। তিনি রাস ছাড়িয়া গেলে, চন্দ্রহারের সূত্র ছিঁড়িয়া গেল, চন্দ্র সকল ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নাত্মা। শ্রীরাধা চলিয়া গেলেই, শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ না দেখিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং তিনিও চলিয়া গেলেন, রাসমণ্ডল ভাঙ্গিয়া গেল। "কংসারিরিতি" শ্লোকের "সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলামিতি।" ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন "সম্যক" ইতি।

একা, একমাত্র। রাধিকাশৃঙ্খলা, রাধিকাই পরমাশ্রয়া। তাহা বিনু শ্রীরাধা ব্যতীত।

শ্রীরাধা রাস ত্যাগ করিলে মধ্যমণির অভাবে মণির মালা শোভাচ্যুত হইল। শ্রীকৃষ্ণের রাস আর ভাল লাগিল না, তিনিও শ্রীরাধার অনুসরণ করিলেন। "ইতস্ততস্তামিতি।" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "ইতস্তত ভ্রমি" ইতি।

ভ্রমি, ভ্রমণ করিয়া। খিন্ন দুঃখিত।

যখন শতকোটি গোপীতেও শ্রীকৃষ্ণের কামাভিলাষ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না, যখন কামবাণে বিদ্ধ হওতঃ দুঃখিত হইয়া কেবল শ্রীরাধার জন্য বিষাদ করেন, যখন একা শ্রীরাধাতেই শ্রীকৃষ্ণের কামাভিলাষ পরিতৃপ্ত হয়, যখন একা শ্রীরাধার সহিত বিলাসাভিলাষে শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীগণকে সাক্ষাৎ ত্যাগ করেন; তখন এই সকল কার্য্য দর্শনে শ্রীরাধার প্রেম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাহা অনুমিত হইতেছে ॥৪০।৪১॥

(৭০ পা) "প্রভু কহে…নিরূপিতে নারে॥" এই ৪২ ও ৪৩ পয়ারের ভাবার্থ সরল। তোমা স্থানে, তোমার নিকটে। রসবস্তুতত্ত্ব, রসবস্তুর যাথার্থ্য। হৈল জ্ঞানে, জানিলাম। ইহা, কৃষ্ণস্বরূপ রাধাস্বরূপ, রসতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব। প্রভু প্রীত হইয়া কহিলেন, ইহা শুনিবার জন্যই তোমার নিকট আসিয়াছি। এখন আমি সাধ্যসাধনের তত্ত্ব জানিলাম, কিন্তু আরও কিছু অভিলাষ হইতেছে। কৃপা করিয়া কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রস কোন তত্ত্ব, প্রেমই বা কোন তত্ত্ব, তাহা বল। এই সকল বিষয় তোমার নিকট ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট শুনিবার সম্ভাবনা নাই। তুমি ভিন্ন অপর কেহই এই তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে।

সন্দেহ হইতে পারে, প্রভু রায়কে চারিটি প্রশ্ন করেন; কিন্তু রায় মহাশয় প্রশ্নের দুইটি উত্তর প্রদান করেন অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপ ও রাধাস্বরূপ বলেন। কৃষ্ণস্বরূপ, রাধাস্বরূপ রসতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব এই চারিটি প্রশ্নের চারিটি উত্তর না দিলেন কেন? তদুত্তর, রায় রামানন্দ প্রভুকৃত চারিটি প্রশ্নের চারিটি উত্তরই প্রদান করেন। কৃষ্ণস্বরূপ নির্ণয় করাতে কৃষ্ণস্বরূপ ও রসতত্ত্ব এবং রাধাস্বরূপ নির্ণয়ে রাধাস্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ব বলা হইয়াছে। তত্তৎস্থলে দৃষ্টি করিবেন ॥ ৪২।৪৩

(৭০ পা) "রায় কহে … … সেই গুরু হয়॥" এই ৪৪ হইতে ৪৬ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। বাণী, বাক্য। নাট নৃত্য। সবে, একমাত্র। প্রভুর কথা শুনিয়া রায় কহিলেন, প্রভো, আমিত কিছুই জানি না, আপনি যাহা বলাইলেন, তাহাই বলিলাম। লোকে যেমন শুক পক্ষিকে পাঠ পড়াইয়া, তাহার মুখ হইতে ঐ পাঠ শ্রবণ করিয়া সুখ পায়, আপনিও তেমনি আমার অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাকে বলাইয়া শুনিতেছেন,

এবং শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছেন। বস্তুতঃ আমি ভাল কি মন্দ বলিতেছি, তাহার কিছুই জানি না।

প্রভু দৈন্য পূর্ব্বক বলিতেছেন, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তিতত্ত্বের কিছুই জানি না। মায়াবাদে আমার চিত্ত মলিন হইয়া গিয়াছে। সার্ব্বভৌমের সঙ্গগুণে ঐ মন কিছু নির্ম্মল হইলে, আমি তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, ভক্তিতত্ত্ব আমিও জানি না, একমাত্র রামানন্দ জানে, সেও এখানে নাই। তাঁহার মুখে তোমার মহিমা শুনিয়াই এখানে আসিয়াছি। তুমি আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া স্তুতি করিতেছ, কিন্তু বিপ্র, সন্ন্যাসীই বা শূদ্র হউন, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনি গুরু তুল্য। কৃষ্ণস্বরূপ ও রাধাস্বরূপাদিতত্ত্ব-প্রকাশ জন্যই প্রভু দৈন্যভাব অবলম্বন করেন ॥ ৪৪—৪৬ ॥

(৭০ পা) "সন্ন্যাসী··· ··· ···তাহা উচ্চারী ॥" এই ৪৭ ও ৪৮ পয়ারের ভাবার্থ সরল। প্রভু কহিলেন, আমি সন্ন্যাসী বলিয়া বঞ্চনা করিও না। শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধার তত্ত্ব কহিয়া আমাকে পূর্ণ মনোরথ কর।

সন্দেহ হইতে পারে, রামানন্দ তাঁহার সম্মুখে বাচালতা প্রকাশ করেন কেন? তদুত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন, "যদ্যপি" ইত্যাদি। যদিও রায় মহাশয় মহাভক্ত, যদিও তাঁহার মনকে শ্রীকৃষ্ণের মায়া আচ্ছাদন করিতে পারেন না অর্থাৎ মহাপ্রভুকে সামান্য মনুষ্য বা একজন ভক্ত বলিয়া বা সন্ন্যাসী বলিয়া, প্রতীত করাইতে পারেন না, তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবলা অর্থাৎ লীলার জন্য যেমন কৃষ্ণের ইচ্ছা নিজের পারিষদগণকেও মোহিত করে, তদ্রূপ লীলার জন্য তাঁহারই পরম প্রবলা ইচ্ছা রায়কে মোহিত করিয়া বাচালতা প্রকাশ করাইতেছে। "এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর" এই পূর্ব্ব পয়ারে ব্রাহ্মণগণবাক্যে রায় মহাশয় যে বাচাল নহেন, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। যদিও রায় বুঝিতেছেন, যে আমি যাঁহার সম্মুখে বাচালতা প্রকাশ করিতেছি, তিনি (ইনি) স্বয়ং ভগবান্, তথাপি তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া ও তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বলিলেন, আমি নট, তুমি সূত্রধার; তুমি আমাকে যেমন নাচাইতেছ, আমিও তদ্রূপ নাচিতেছি; আমার জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী, তোমার যাহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, আমিও তাহাই উচ্চারণ করিতেছি। তুমি কৃষ্ণস্বরূপ যেরূপ বলাইবে, আমি সেই রূপই বলিব ॥ ৪৭।৪৮ ॥

(৭০ পা) "ঈশ্বর পরম ··· ··· সর্ব্বরস পূর্ণ ॥" এই ৪৯ পয়ারের ভাবার্থ সরল। রায় রামানন্দ কৃষ্ণের স্বরূপ বলিতেছেন, "ঈশ্বর" ইত্যাদি। আধার, আশ্রয় ॥ ৪৯ ॥

(৭১ পা) "ঈশ্বর ইতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা 'আদির ২৫ পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থব্যাখ্যায় ৭১ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। "ঈশ্বর পরম" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২৯ ॥

(৭১ পা) "বৃন্দাবনে·······মন্মথমদন ॥" এই ৫০ পয়ারের ভাবার্থ। সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বরস পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত অপ্রাকৃত নবীন মদন। তিনি অন্য প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত মদন সকলের মূলাশ্রয়। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত হইয়া নিত্যনূতনরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। তিনি কোটি-

কন্দর্প-লাবণ্য এবং প্রাকৃতাপ্রাকৃত কন্দর্প সকলের মূলস্থানীয়। শাস্ত্রকারগণ এই জন্যই কামবীজ ও কামগায়ত্রী দ্বারা তাঁহার উপাসনার বিধান করিয়াছেন। তিনি পুরুষ ও স্ত্রী, স্থাবর ও জঙ্গম সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেন। তিনি সাক্ষাৎ কামকেও মোহিত করেন ॥৫০॥

(৭১ পা) "তাসামিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৭৩ পৃষ্ঠায় দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ যে, সাক্ষাৎ কামকেও মোহিত করেন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥৩০॥

(৭১ পা) "নানা ভক্তে…আশ্রয় ॥" এই ৫১ পয়ারের ভাবার্থ সরল। নানা ভক্তের আস্বাদ্যরস শান্তাদিভেদে বহুবিধ। শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল রসের বিষয় ও আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ রসের আশ্রয়, কিরূপে, তাহা পর শ্লোকে সপ্রমাণ করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

(৭১ পা) "অখিলরসেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "রসামৃতের বিষয় আশ্রয়" এই পয়ার প্রমাণ "অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ।" অর্থাৎ অখিল রস সকল যাঁহাতে তাদৃশ রসরাজ মূর্ত্তি যাঁহার তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। [illegible] আশ্রয় হওয়াতে রস-[illegible] বিষয় হইল। শ্রীকৃষ্ণ যেমন সচ্চিদানন্দ, রসও তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ ॥৩১॥

(৭২ পা) "শৃঙ্গার…সর্ব্বচিত্তহর ॥" এই ৫২ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসরাজ মূর্ত্তি। আত্ম (নিজের) পর্য্যন্ত সকলের চিত্তহরণ করেন। এখানে রস কোন তত্ত্ব; এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন, শৃঙ্গাররসই রসের তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গাররসরাজ মূর্ত্তিধারী বলিয়াই নিজরূপে নিজে মোহিত হন ॥ ৫২ ॥

(৭২ পা) "বিশ্বেষামিতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৫৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তিধর" প্রমাণ "শৃঙ্গার মূর্ত্তিমান্" ইতি ॥৩২॥

(৭২ পা) "লক্ষ্মীকান্ত… …মন ॥" এই ৫৩ পয়ারের ভাবার্থ সরল। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি নারায়ণাদি অবতারের মন হরণ করেন ॥ ৫৩ ॥

(৭২ পা) "দ্বিজাত্মজেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি নারায়ণাদি পুরুষাবতারের মন হরণ করেন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক।

দ্বারকাস্থ মৃত ব্রাহ্মণবালকগণকে আনয়ন জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভূমাপুরুষের নিকট গমন করেন। কোথায় গমন করেন, তাহা ভাগবতে পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ে,—

"ততঃ প্রবিষ্টঃ সলিলং নভস্বতা
বলীয়সৈজদ্বৃহদূর্ম্মি ভূষণমিত্যাদি।"

সপ্তশ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। উহা সঙ্ক্ষেপে বলা হইতেছে। প্রয়োজন হইলে ঐ স্থলের তোষণী দেখিবেন। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন নভস্থল হইতে সলিলরূপা বিরজানদীতে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বলোকাতীত পুরী দর্শন করিলেন। মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মাণ্ডের উপরি সত্যলোক, তদুপরি বিষ্ণুলোক, তদুপরি অহঙ্কাররূপ আবরণস্থ রুদ্রলোক, তদুপরি মহত্তত্ত্বাবরণস্থ মহাবিষ্ণুলোক, তদুপরি প্রকৃত্যাবরণস্থ মহাদেবীলোক, তদুপরি পরব্যোমস্থ মহাবৈকুণ্ঠনাথের কারণার্ণবের অন্তর্গত মহাকালরূপ ভবন। ইহা অর্জ্জুন দেখিয়াছিলেন।

হরিবংশে ইহাকে মুক্তধাম বলে। পুষ্টি, শ্রী, কীর্ত্তি প্রভৃতি অখিল বিভূতি সকল ঐ ধামস্থ পুরুষকে সর্ব্বদা সেবা করিতেছেন। গোবর্দ্ধনপূজায় যেমন শ্রীকৃষ্ণ লীলাকৌতুক জন্য ব্রজজন সহ নিজাংশ মূর্ত্তিকে প্রণাম করেন, তদ্রূপ এই পুরুষকেও প্রণাম করেন। গোবর্দ্ধনপূজাগ্রাহী পুরুষ হইতেও এই পুরুষ আত্মমহত্ত্ব প্রকাশক বলিয়া, ইহাকে ভূমা পুরুষ বলা হইল। ঐ ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে বলিলেন, আপনাদের দর্শন জন্য, মৃত ব্রাহ্মণবালকগণকে এখানে আনয়ন করিয়াছি। শ্রীহরিবংশে ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনা।
বিপ্রার্থমেষ্যতে কৃষ্ণো মৎসমীপং ন চান্যথা॥"

বিপ্রের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমার নিকট আসিবেন, ইহা অন্যথা হইবে না জানিয়া, আমার দর্শনের জন্য মহাত্মা ভূমাপুরুষ মৃত ব্রাহ্মণবালকগণকে হরণ করেন। ইহা আশ্চর্য্য নহে। যে হেতু শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্যলীলার উপযোগী শৃঙ্গাররসরাজ অদ্ভুতরূপ দর্শন করিবার জন্যই ভূমাপুরুষ ঐরূপ কার্য্য করেন। অতএব ভূমাপুরুষ হইতে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও সৌন্দর্য্যাদি গুণ যে অধিক, তাহার প্রাপ্তি হইল। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিতে যে, ভূমাপুরুষ আকৃষ্ট হন, তাহাও প্রতিপন্ন হইল। এই ভূমাপুরুষই নারায়ণাদি-অবতার। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি তদবতারের, সুতরাং মন হরণ করেন॥ ৩৩॥

(৭২ পা) "লক্ষ্মী... ...আকর্ষণ॥" এই ৫৪ পয়ারের ভাবার্থ সরল। শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তি নারায়ণাদি-অবতারের চিত্ত হরণ করেন, ইহা বলিয়া, লক্ষ্মী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠা রমণীগণকেও আকর্ষণ করেন; ইহা বলিতেছেন, "লক্ষ্মী আদি" ইতি॥ ৫৪॥

(৭২ পা) 'কস্যেতি।' ইহার তাৎপর্য্য। শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তি লক্ষ্মীরও মন হরণ করেন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক।

নাগপত্নীগণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ, তোমার নারায়ণরূপের ললনা লক্ষ্মী পরম সুকোমলা হইয়াও, যে শৃঙ্গাররসরাজময় গোপালরূপের প্রাপ্তিকামনায়, তদ্বিধ-পরমপতি নারায়ণের সঙ্গময় সেই সেই ভোগসকল ত্যাগ করিয়া বদ্ধনিয়মা হইয়া তপ আচরণ করেন; কিন্তু তাহাতেও তোমার এই রূপ প্রাপ্ত হন নাই। লক্ষ্মীর কৃষ্ণপ্রাপ্তি স্বীকার করিলে, এই শ্লোক অপ্রাসঙ্গ হয়। স্ত্রীত্ব হেতু স্বপতির আরাধনাই তপ। এই লক্ষ্মী নারায়ণের প্রেয়সীরূপা, গোপরামারূপা নহে। অতএব গোপীগণের ন্যায় লক্ষ্মীর তাদৃশ ভাব না থাকায়, ইনি শ্রীকৃষ্ণকে পান নাই। শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তি দ্বারা লক্ষ্মী আকর্ষিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিকামনায়, তিনি তাঁহার আরাধনা করেন, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। লক্ষ্মী ও নারায়ণ যখন কৃষ্ণমাধুর্য্যে আকর্ষিত হন, তখন অন্যের কথা কি? ॥ ৩৪॥

(৭২ পা) "আপনার...আলিঙ্গন॥" এই ৫৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। সর্ব্বচিত্তহর অর্থাৎ কৃষ্ণমাধুর্য্য লক্ষ্মী ও নারায়ণ প্রভৃতি সকলের চিত্তহরণ করেন। ইহা বলিয়া, নিজমাধুর্য্যে নিজেই আকর্ষিত হইয়া নিজেকে নিজে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হয়েন, তাহা বলিতেছেন, 'আপনার' ইতি॥ ৫৫॥

(৭২ পা) 'অপরিকলিতেতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৪৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। 'আপনার মাধুর্য্যে' এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক॥ ৩৫॥

(৭২ পা) 'সঙ্ক্ষেপে......উপরে॥" এই ৫৬ পয়ারের ভাবার্থ সরল। রায় কহিলেন, প্রভো, সঙ্ক্ষেপে কৃষ্ণের স্বরূপ ও রসতত্ত্ব বলিলাম, এক্ষণে রাধাতত্ত্ব (প্রেমতত্ত্ব) এবং তাঁহার স্বরূপ বলি শ্রবণ করুন।

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অনন্ত। ঐ অনন্ত শক্তি সকল সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। চিচ্ছক্তি, মায়া শক্তি ও জীবশক্তি। চিচ্ছক্তির নাম অন্তরঙ্গা শক্তি, মায়াশক্তির নাম বহিরঙ্গা এবং জীবশক্তির নাম তটস্থা শক্তি। অন্তরঙ্গাশক্তিই স্বরূপশক্তি ও সর্ব্বশক্তির প্রধানা ॥ ৫৬ ॥

(৭৩ পা) "বিষ্ণুশক্তিরিতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৮৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। শ্রীকৃষ্ণের সাধারণতঃ তিন শক্তির পর প্রমাণ এই শ্লোক। বিষ্ণুশক্তি বলিতে অন্তরঙ্গা শক্তি ॥ ৩৬ ॥

(৭৩ পা) "সৎ চিৎ... করি মানি ॥" এই ৫৭পয়ারের ভাবার্থ সরল। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়; তদীয় স্বরূপ-শক্তিও ত্রিরূপাত্মিকা।

ঐ সচ্চিদানন্দময়ী ত্রিরূপাত্মিকা স্বরূপশক্তি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিস্বরূপিনী এবং অধিষ্ঠাতৃ-রূপতঃ সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। সন্ধিনী প্রধানা অধিষ্ঠাত্রী ধামাদি ও গুরুবর্গ; সম্বিৎ প্রধানা অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞান ও সখিবর্গ; হ্লাদিনী প্রধানা অধিষ্ঠাত্রী ভক্তি ও কান্তাবর্গ। শান্ত ও দাসগণ কেহ সন্ধিনী প্রধান ও কেহ সম্বিৎপ্রধানের মধ্যে নিবিষ্ট ॥ ৫৭ ॥

(৭৩ পা) "হ্লাদিনীতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৪১পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থব্যাখায় ১৬৯ পৃষ্ঠায় দেখুন। "স্বরূপশক্তি হয়" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৩৭ ॥

(৭৩ পা) "কৃষ্ণকে আহ্লাদে...রাধা ঠাকুরাণী ॥" এই ৫৮ ও ৫৯ পয়ারের ভাবার্থ সরল। হ্লাদিনী শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনীর দ্বারাই সুখ আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও নিজানন্দের অধিষ্ঠাত্রী হ্লাদিনী-শক্তি দ্বারা নিজের আনন্দ অনুভব করেন। এই হ্লাদিনী শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-গণকেও আনন্দ প্রদান করেন। প্রভু কৃত "প্রেম কোন তত্ত্ব" এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, "হ্লাদিনীর" ইতি। হ্লাদিনীর সারাংশই প্রেম। সারাংশ শব্দের অর্থ আনুকুল্যাভিলাষ। ঐ আনুকুল্যাভি-লাষাত্মক প্রেমকে আনন্দ চিন্ময়রসও বলা যায়। ঐ রসাত্মক প্রেমের সার মহাভাব। শ্রীরাধাই মহাভাব স্বরূপিনী। ইনিই কান্তাবর্গের অংশিনী ॥ ৫৮।৫৯ ॥

(৭৩ পা) "তয়োরিতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৪২ পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থব্যাখ্যায় ১৭২ পৃষ্ঠায় দেখুন। "প্রেমের পরম" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৩৮ ॥

(৭৩ পা) "প্রেমের......বিদিত ॥" এই ৬০ পয়ারের ভাবার্থ সরল। বিভা-বিত, বিশেষরূপে উৎপাদিত। আনন্দা-ধিষ্ঠাত্রী মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধার দেহ কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ এবং তাদৃশ প্রেম দ্বারা বিভাবিত। অতএব শ্রীরাধা কান্তা-গণের শ্রেষ্ঠা বলিয়া বিদিত ॥ ৬০ ॥

(৭৩ পা) "আনন্দচিন্ময়েতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৪৩ পৃষ্ঠায় দেখুন। "প্রেমে বিভাবিত" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। আনন্দচিন্ময়-রস দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ উপাসিত হন। আনন্দ-চিন্ময়রসাত্মক প্রেমে শ্রীরাধা বিভাবিত হয়েন। ইহাই প্রেমের তত্ত্ব ॥ ৩৯ ॥

(৭৩ পা) "সেই মহাভাব……কায়-ব্যূহরূপ ।" এই ৬১ পয়ারের ভাবার্থ। মহাভাবরূপা শ্রীরাধা চিন্তামণিসার সদৃশী।

চিন্তামণিসার বলাতে ইহাই বোধিত হইতেছে, যেমন চিন্তামণির নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়; তদ্রূপ শ্রীরাধার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায় এবং প্রার্থনার অতিরিক্ত বিষয়ও পায়। শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণই তাহার কার্য্য। লক্ষ্মীগণ তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি, মহিষীগণ তাঁহার প্রতিবিম্ব ও ললিতাদি গোপী-গণ তাঁহার কায়ব্যূহ। বহুকান্তা বিনা রসের উল্লাস না হওয়াতে, শ্রীরাধা সকলকান্তার আকারে বিরাজ করেন। শ্রীরাধা নানামূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। অগ্নি ও অগ্নিশিখার যেমন ভেদ নাই, তদ্রূপ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে ভেদ নাই। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা; লীলারস আস্বাদনের জন্য রূপভেদ মাত্র ॥ ৬১ ॥

(৭৩ পা) "রাধা প্রতি……শাড়ী পরিধান ॥" এই ৬২ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীরাধার দেহ যে, প্রেমের স্বরূপ ও প্রেম দ্বারা বিভাবিত, তাহা দেখাইতেছেন, "রাধা প্রতি" ইত্যাদি। উদ্বর্ত্তন, শরীরের মলনাশক দ্রব্য, ইহাতে শরীর কোমল ও সুস্থ হয়। অঙ্গে উদ্বর্ত্তন লেপনে যেমন শরীরের মল নষ্ট হয় এবং শরীর উজ্জ্বল, কোমল ও সুন্দর হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের স্নেহই রাধার উদ্বর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণস্নেহরূপ উদ্বর্ত্তনে আরও একটি সুগন্ধি দিতেছেন, 'তাতে অতি সুগন্ধি' ইতি। তাতে অর্থাৎ কৃষ্ণস্নেহরূপ উদ্বর্ত্তনে সখীগণের প্রণয়রূপ সৎগন্ধ কুঙ্কুমাদির মিশ্রণে অতি সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন হইল। উক্ত উদ্বর্ত্তন দ্বারাই রাধার দেহ সুগন্ধ ও উজ্জ্বল হয়। চিত্তদ্রবকারী গাঢ় প্রেমকে স্নেহ বলে। "কারুণ্যামৃত" ইতি। প্রাতঃকালে নদীর প্রবাহে স্নান কর্ত্তব্য হেতু শ্রীরাধার প্রাতঃস্নান বলিতেছেন, করুণতারূপ জলের তরঙ্গ দ্বারা রাধার প্রাতঃস্নান। বয়ঃসন্ধিতে বাল্যচাপল্যের নিবৃত্তি হওয়ায় প্রথমতঃ করুণার আবিষ্কার হয়। করুণার তরঙ্গে বাল্যচাপল্য নিবৃত্ত হয় বলিয়া, কারুণ্যামৃতধারায় স্নান বলিলেন। মধ্যাহ্নে দাসীগণ কর্ত্তৃক অর্পিত জলধারা দ্বারা সুকুমারী নারী-গণের স্নান কর্ত্তব্যতা হেতু মধ্যাহ্ন-স্নান বলিতেছেন, যৌবনরূপ জলধারায় মধ্যাহ্ন স্নান। সখীগণই শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-দর্শন করাইয়া যুবতীভাব প্রাপ্ত করান বলিয়া তারুণ্যামৃতধারা বলিলেন। সায়াহ্নে নিদাঘতাপ বিনাশ জন্য জলে অবগাহন স্নানের প্রয়োজন হেতু সায়াহ্ন স্নান বলিতেছেন, লাবণ্যরূপ জলে রাধার সায়াহ্নস্নান। ত্রিকালীন স্নানে ইহা বোধিত হয়, শ্রীরাধার দেহ করুণা, যৌবন ও সৌন্দর্য্যের মূলাশ্রয়, যাহা লক্ষ্মীদেবীকেও গ্লানিযুক্ত করে। শ্রীরাধার পরিধেয় বস্ত্র বলিতেছেন, "নিজ" ইতি। নিজের লজ্জারূপ শ্যামবর্ণ অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসরূপ পট্ট নির্ম্মিত সাটী (পরিধান বস্ত্র) ইহাতে শ্রীরাধা যে পরমা লজ্জাবতী, তাহা বলা হইল ॥ ৬২ ॥

(৭৩ পা) "কৃষ্ণ অনুরাগে……পট্ট-বাস ॥" এই ৬৩ ও ৬৪ পয়ারের ভাবার্থ।

যাহাতে সর্ব্বদা অনুভূত শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি প্রতিক্ষণে নূতন নূতনরূপে প্রতীয়মান হয়; সেই কৃষ্ণানুরাগ শ্রীরাধার রক্তবর্ণ ওড়না। শ্রীরাধা প্রণয়মানরূপ কঞ্চুলিকা দ্বারা নিজ-স্তনযুগলকে আবৃত রাখিয়াছেন। সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুম, সখীপ্রণয়রূপ চন্দন ও স্মিতকান্তিরূপ কর্পূর,এই তিনটি শ্রীরাধার অঙ্গের বিলেপন। শৃঙ্গাররসরূপ যে কস্তুরী, তদ্দ্বারা রাধার কলেবর বিচিত্রিত হইয়াছে। প্রচ্ছন্নমানই রাধার কেশবিন্যাস। ধীরাধীরাত্বরূপ গুণ রাধার পট্টবাস (সুগন্ধিচূর্ণ) ॥ ৬৩।৬৪ ॥

(৭৩ পা) "রাগ তাম্বুল...পূরিত ॥" এই ৬৫ ও ৬৬ পয়ারের ভাবার্থ। রাগরূপ তাম্বুলের রাগে রাধার অধর উজ্জ্বল। কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, অস্ফুটধ্বনি, রক্তা, উন্মাদ ও জড়তা এই নয়টি উত্তম রত্ন ও হর্ষাদি তেত্রিশটি সঞ্চারীভাব এবং কিলকিঞ্চিতাদি বিংশতি অলঙ্কারই রাধার অঙ্গের অলঙ্কার। ভাবভূষণ, ভাবরূপভূষণ। ভরি, ধারণ করিয়াছিলেন।

কিলকিঞ্চিতাদি বিংশতি অলঙ্কার যথা,—ভাব, হাব ও হেলা এই তিনটি অঙ্গজ। শোভা, কান্তি, দীপ্ত, মাধুর্য্য, প্রগলভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য এই সাতটি অযত্নজনিত। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত,বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত এই দশটি স্বভাবজনিত অলঙ্কার। এই ভাবসকল শৃঙ্গাররসে রতি নামক স্থায়ীভাবে প্রকাশ পায়। ভাব যথা উজ্জ্বলে,—

"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া।"

চিত্তের প্রথম বিকারকে ভাব বলে। হাব যথা তত্রৈব,—

গ্রীবারেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ।
ভাবাদীষৎপ্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে॥"

গ্রীবা বক্রকরণ, ভ্রূনেত্রাদির বিকাশকারী এবং ভাব হইতে যাহা ঈষৎ প্রকাশক, তাহা হাব। হেলা যথা,—

"হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গারসূচকঃ।"

হাব যদি স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হয়, তবে তাহাকে হেলা বলে। শোভা যথা,—

"সা শোভা রূপভোগাদ্যৈর্যৎ স্যাদঙ্গবিভূষণম্।"

রূপ ও ভোগাদিজনিত অঙ্গবিভূষণই শোভা। কান্ত যথা,—

"শোভৈব কান্তিরাখ্যাতা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা।"

মন্মথের পুষ্টিজনিত উজ্জ্বল শোভাকে কান্তি বলে। দীপ্ত যথা,—

"কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভিঃ।
উদ্দীপিতাতি বিস্তারং প্রাপ্তা চেদ্দীপ্তিরুচ্যতে॥"

যৌবন, দেশ, কাল, ভোগ ও গুণাদি হেতু উদ্দীপ্ত ও বিস্তৃত কান্তিকে দীপ্ত বলে। মাধুর্য্য যথা,

"মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা।"

সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টার চারুতাকে মাধুর্য্য বলে। প্রগলভতা যথা,—

"নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগলভতা।"

সম্ভোগে নিঃশঙ্কের নাম প্রগলভতা। ঔদার্য্য যথা,

"ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধাঃ।"

সর্ব্বাবস্থা গত বিনয়কে ঔদার্য্য বলে। ধৈর্য্য যথা,

"স্থিরা চিত্তোন্নতির্যাতু তদ্ধৈর্য্যমিতি কীর্ত্ত্যতে।"

চিত্তোন্নতির স্থিরতাকে ধৈর্য্য বলে। লীলা যথা,

"প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ।"

রমণীয় বেশ ও ক্রিয়াদি দ্বারা প্রিয়ের অনুকরণকে লীলা বলে। গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদি কর্ম্মসকলের প্রিয় সঙ্গম জন্য যে তাৎকালিকবৈশিষ্ট তাহাকে বিলাস বলে। বিচ্ছিত্তি যথা,

"আকল্প কল্পনাল্পাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ।"

বেশ রচনা অল্প হইলেও, যাহা দেহের কান্তি পোষণ করে, তাহা বিচ্ছিত্তি। কান্ত প্রাপ্তিকালে

মদনাবেশ বশতঃ অস্থানে ভূষণাদির বিন্যাসকে বিভ্রম বলে। গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎহাস্য, অসূয়া, ভয়, ক্রোধ ও হর্ষ এই সকলের সঙ্করীকরণকে কিলকিঞ্চিত বলে। কান্তের স্মরণ ও বার্ত্তাদি শ্রবণে কান্তবিষয়ক ভাবের ভাবনা জন্য হৃদয়ে অভিলাষের প্রকাশকে মোট্টায়িত বলে। কান্ত স্তন ও অধরাদি গ্রহণ করিলে, অন্তরে প্রীতি হইলেও সম্ভ্রম বশতঃ ব্যথিতের ন্যায় বাহ্যে ক্রোধ প্রকাশকে কুট্টমিত বলে। কান্ত ও তদর্পিত বস্তু অভীষ্ট হইলেও, তাহাতে গর্ব্ব ও মান হেতু অনাদরকে বিব্বোক বলে। যাহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গি সুকুমারতা এবং ভ্রূবিলাসের মনোহরতা প্রকাশ পায়, তাহাকে ললিত বলে। লজ্জা, মান, ঈর্ষাদি দ্বারা যে স্থানে বিবক্ষিত বিষয় প্রকাশিত হয় না, তাহা বিকৃত।

মধুরত্বাদি চতুর্ব্বিধ গুণগ্রাম রাধার পুষ্পমালা॥ ৬১।৬৬॥

(৭৩ পা) 'সৌভাগ্যতিলক···আশপাশ॥ এই ৬৭ ও ৬৮ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীরাধা সৌভাগ্যরূপ তিলকে উজ্জ্বলা। প্রেমবৈচিত্ত্য যাহার হারের মধ্যমণি। তরল, হার। প্রিয়তমের নিকটে থাকিয়া প্রেমের উৎকর্ষতা বশতঃ প্রিয়সহ বিচ্ছেদ ভয়ে পীড়ার অনুভবকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। যৌবনরূপ প্রিয়সখীর স্কন্ধদেশে শ্রীরাধা আপনার লীলারূপ করপদ্ম অর্পণ করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলামনোবৃত্তিরূপা সখী শ্রীরাধার চারিপাশে রহিয়াছেন॥৬৭।৬৮॥

(৭৪ পা) 'নিজাঙ্গ······কলেবর॥" এই ৬৯ হইতে ৭১ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। শ্রীরাধা কীর্ত্তিস্বরূপ অন্তঃপুর মধ্যে গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে আনন্দে শয়ন করিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণসঙ্গ চিন্তা করেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম ও যশঃ শ্রবণই রাধার সুন্দর কর্ণভূষণ। শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশের প্রবাহই রাধার মুখে বাক্যরূপে প্রবাহিত হয়। বিশেষগুণযুক্তা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গাররস দ্বারা কন্দর্পমত্ততারূপ মধু পরিবেশন পূর্ব্বক পান করাইতেছেন। রাধা শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমরূপ রত্নের আকর ও অনুপম গুণদ্বারা পূর্ণ কলেবর॥৬৯।৭১॥

(৭৪ পা) 'কা কৃষ্ণস্যেতি।' এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 'কৃষ্ণের বিশুদ্ধ' এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রণয়ের উৎপত্তি স্থান বলাতে তিনি যে, প্রেমরত্নের আকর, তাহা প্রতিপন্ন হইল। অনুপম গুণ, যে গুণের উপমা নাই; যাহা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ প্রার্থনা করেন॥ ৪০॥

(৭৪) "যাঁহার········জীব ছার॥" এই ৭২ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ রাধার অনুপম গুণ প্রার্থনা করেন, তাহা দেখাইতেছেন, "যাঁহার" ইতি। সত্যভামাদি মহিষীগণ যাঁহার সৌভাগ্যগুণ ইচ্ছা করেন, ব্রজরামাগণ যাঁহার নিকট কলাবিলাস শিক্ষা করেন, লক্ষ্মী ও পার্ব্বতী যাঁহার সৌন্দর্য্যাদি গুণ কামনা করেন, অরুন্ধতী যাঁহার পাতিব্রত্যধর্ম্ম ইচ্ছা করেন, তিনিই অনুপমগুণা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার গুণগণের সীমা পান না, ছার জীব কি করিয়া সেই রাধার গুণের ইয়ত্তা করিবেন॥ ৭২॥

(৭৪ পা) "প্রভু কহে·····চরিত॥" এই ৭৩ পয়ারের ভাবার্থ সরল। প্রভু কহিলেন, কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও

প্রেমতত্ত্ব জানিলাম। এক্ষণে উভয়ের বিলাসমহত্ত্ব বল। রায় কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বিদগ্ধ, কেলিনিপুণ ও নিশ্চিন্ত ধীরললিতাখ্য নায়ক। সর্ব্বদা কামক্রীড়াই তাঁহার কার্য্য॥ ৭৩॥

(৭৪ পা) "বিদগ্ধ ইতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই শ্লোকে ধীরললিত নায়কের লক্ষণ বলিলেন॥ ৪১॥

(৭৪ পা) "রাত্রিদিনে··· ···ক্রীড়ারঙ্গে॥" এই ৭৪ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ধীরললিত নায়কের কার্য্য বলিতেছেন, "রাত্রি" ইতি। শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিদিন রাধার সহিত কুঞ্জমধ্যে বিহার করেন। এরূপ ক্রীড়াতেই তাঁহার কৈশোর বয়স সফল হয়॥ ৭৪॥

(৭৪ পা) "বাচা সুচিতেতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৪৫ পৃষ্ঠায় দেখুন। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বিহার করেন তৎপ্রমাণ এই শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণে প্রকটরূপেই ধীরললিতত্বগুণ দেখা যায়। নাট্যশাস্ত্রজ্ঞেরা ধীরললিতত্ববিষয়ে প্রায় কন্দর্পকেই উদাহরণ দেন॥ ৪২॥

(৭৫ পা)"প্রভু কহে···আচ্ছাদিল॥" এই ৭৫ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কহিলেন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবিলাস সত্য, কিন্তু আরও যদি কিছু বলিবার থাকে, তাহা বল। রায় বলিলেন, ইহার পর আর বুদ্ধির গতি হয় না। উক্ত প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত বলিয়া যে এক সামগ্রী আছে, তাহা শুনিয়া তোমার সুখ হইবে কি না জানি না; কারণ উহা শক্তি ও শক্তিমানের অদ্বৈত ভাব।

প্রেমবিলাস শব্দের অর্থ প্রেমবৈচিত্র্য বা প্রেমের বহির্বিলাস। বিলাস শব্দের অর্থ সমবায়িকারণের বিসদৃশকার্য্যের উৎপত্তি বা অন্যথাখ্যাতি অর্থাৎ তত্ত্বতঃ পৃথক্ না হইয়া অন্যরূপে প্রকাশ পাওয়া। যাহা কার্য্যের সহিত সমবেত হয়, তাহা সমবায়িকারণ। প্রেমবিলাসরূপ কার্য্যের সমবায়িকারণ শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার ক্রিয়াদি, এতদুভয়ের অন্তর্মুখতাই বিসদৃশকার্য্যের উৎপত্তি। অতএব প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত শব্দের অর্থ বহির্বিলাসের পুনরায় অন্তর্মুখতা। প্রেম প্রথমতঃ বহির্বিলাসে স্ত্রীপুরুষ ভেদভাবে প্রকাশিত হইয়া, পুনরায় অন্তর্মুখতায় তদুভয়ের পরৈক্যপ্রতিপাদক হয়েন। প্রেম স্বরূপে অবস্থিত হইয়াই যখন বিপ্রলম্ভে বিরাগাভাসরূপে প্রতীয়মান হন, তখন প্রথমে শক্তি ও শক্তিমান ভিন্নভাবে প্রকাশিত পাইয়া আবার অভিন্নভাবেই প্রকাশ পান। প্রেমের যে অবস্থায় এইরূপ বৈপরীত্য ঘটে, সেই অবস্থাকেই প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত বলে। অথবা মহাভাব রস দ্বারা উভয়ের যে অভিন্নভাব প্রকাশ, তাহা প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত। কেহ বলেন, সম্ভোগাত্মক বিলাসে উভয়ের যে ঐক্যভাব, তাহাই প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত। তথাহি জগন্নাথবল্লভে,

"মিলিতমিদং কিল তনুযুগলং
পুনরাপ ন কঞ্চন ভেদম্।
বিষমশরাশুগকীলিতমেব
সখি গলিতচিরন্তনখেদম্॥"

মদনিকা কহিলেন, বিলাসে উভয় তনু এরূপে মিলিত হইল যেন, উভয়ের কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ লক্ষিত হয় নাই; কন্দর্পের শর দ্বারা যেন কীলিত হইয়া রহিল; ইহাতে উভয়ের চিরন্তন খেদ নষ্ট হইল। রায় প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের একটি পদ গান করিলেন। ঐ গীতটি অতি রহস্যময় বলিয়া, প্রভু

প্রেমাবেশে হস্ত দ্বারা রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। এই পরিচ্ছেদের শেষে "চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হইতে।" এই পয়ারানুযায়ী প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত মূর্ত্তিটিই শ্রীচৈতন্য ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। "তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তমিত্যাদি। শ্লোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঐক্য মূর্ত্তিই শ্রীচৈতন্য, ইহা গ্রন্থকার বলিয়াছেন। নিজতত্ত্ব প্রকাশ হইতেছে দেখিয়া রায়ের মুখ আচ্ছাদন করেন। কেহ বলেন, সমৃদ্ধিমান্ শৃঙ্গারমূর্ত্তিই শ্রীচৈতন্য। রায়ের গীত পরে বলিতেছেন॥ ৭৫॥

(৭৬ পা) "পহিলহি.........গেল॥" এই ৭৬ পয়ারের ভাবার্থ। রায়ের গীত যথা, "পহিলহি" ইত্যাদি।

কোন দিন মানাবসানে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মিলিত হইয়া গমন করিলে, মানভঙ্গবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সংশয় হয়। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন, আগত কল্য কোন নিপুণা দূতীকে পাঠাইয়া শ্রীরাধার মান প্রসাদন করিব। ঐ রাত্রে শ্রীরাধা স্বপ্নে দেখেন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিতা দূতী আসিয়া কৃষ্ণের কথিত অনুনয় বাক্য বলিতেছেন। ইহা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন, "পহিলহি"ইতি।

পহিলহি, প্রথমে। রাগ, পূর্ব্বরাগ। নয়নভঙ্গ, নয়নভঙ্গী হেতু। ভেল, হইয়াছে।

পূর্ব্বরাগ যথা—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥

যে রতি সঙ্গমের পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণাদি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া নায়ক ও নায়িকার উন্মীলন অর্থাৎ বিভাবাদির মিশ্রণে আস্বাদময়ী হয়, তাহাই পূর্ব্বরাগ। রসশাস্ত্রকারেরা বলেন,—

চক্ষুরাগঃ প্রথমং চিন্তাসঙ্গস্ততোহথ সঙ্কল্পঃ।"

নয়নভঙ্গী দ্বারা প্রথমে চক্ষুরাগ উৎপন্ন হয়, পরে সঙ্গ নিমিত্ত চিন্তা, পরে মিলন বিষয়ে সঙ্কল্প হয়। সন্দেহ হইতে পারে, প্রথমে মাধবের পূর্ব্বরাগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে রাধার পূর্ব্বরাগ পূর্ব্বে বর্ণিত হয় কেন? যাঁহার প্রথমে রাগ হয়, তাহারই বর্ণন অগ্রে হওয়া উচিত। তদুত্তর, যদিও মাধবের রাগ প্রথম উৎপন্ন হয়, তথাপি রাধার রাগ বর্ণিত হইলে চারুতার আধিক্য হয়। কারণ, যদিও বয়ঃসন্ধির আরম্ভে ভাবের প্রথম বিক্রিয়ার পর স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর অন্বেষণ সম্ভব হয়, তাহা হইলেও লজ্জা, ধৈর্য্য ও কুলাচারাদি দ্বারা আবৃতা স্ত্রীর পুরুষের প্রতি সহসা পূর্ব্বরাগ প্রকট হয় না। ধৈর্য্য ও লজ্জাদি পুরুষের আবরক না হওয়ায়, প্রথম চিত্তের বিক্রিয়াতেই প্রায় পুরুষ দ্বারা স্ত্রীগণ অন্বেষিত হওয়ায় পুরুষের পূর্ব্বরাগ প্রকট হয়। স্ত্রীগণের প্রেমের আধিক্য থাকায় প্রেম হইতে লজ্জাদির নিবারণ হয়। অতএব শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগই প্রথমে বর্ণিত হওয়া উচিত। অথবা, ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তিকেই রস বলে; যেহেতু ঐ রস ভক্তকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। ভগবানের রাগ ভক্তরাগের পশ্চাৎ জন্মায়। ব্রজদেবীগণ ভক্তের অবধি স্থান বলিয়া, তাঁহাদের প্রথম পূর্ব্বরাগ হওয়া উচিত।

অনুদিন বাঢ়ল, প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবধি, শেষ। না গেল, প্রাপ্ত হইলাম না। অর্থাৎ হে সখি, প্রথমে নয়নভঙ্গী দ্বারা লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ ও মোহাদিময় পূর্ব্বরাগ প্রকাশিত হইয়া উত্তরোত্তর পরিপাকে ভাবের পরাকাষ্ঠা মহাভাবে পরিণত হইল॥৭৬॥

(৭৭ পা) "না সো.......বিছুরল জানি॥" এই ৭৭ পয়ারের ভাবার্থ। যদি বল, প্রেম যখন মহাভাবে পরিণত হইল, তখন তাঁহার অবধি পাওয়া গেল।

"তাঁহার অবধি পাইলাম না" এরূপ কথা শ্রীরাধা বলেন কেন? তদুত্তর, শ্রীরাধা যে উহার অবধি পান নাই, তাহার কারণ বলিতেছেন, "না সো" ইতি। সো, তিনি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। রমণ, পতি। হাম, আমি। রমণী, পত্নী। হে সখি, সেই অবস্থায় আমাদের স্ত্রী ও পুরুষ ভেদভাব না থাকায়, তদবস্থার অবধি প্রাপ্ত হই নাই। যখন আমাদের ভেদ-ভাব রহিল না, আমাদের অভেদভাব জানিয়া, তখন মনোভব (কন্দর্প) উভ-য়ের মন পেষণ করিয়া একীভূত করিল।

ভাগবতের "জন্মাদ্যস্যেতি" প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় কৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন,—

"পরস্পরং বিলাসাদিভিরনবরতম্ মহাভাবরসেন বা পরস্পরমভিন্নতাং গতয়োরৈক্যম্॥"

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর সর্ব্বদা বিলাসাদি দ্বারা বা মহাভাবরসের দ্বারা পরস্পর অভিন্নতাকে প্রাপ্ত হইয়া উভয়ে একীভূত হইয়াছিলেন। লোচন দাস বলিয়াছেন,—

"নিধুবনে মাতল, তনু তনু মিলল,
টুটল চিরন্তন খেদ।
মনসিজ বিশিখ, খিল যনু লাগল,
তনু তনু লখই না ভেদ॥"

সো সব, সেই সমস্ত। প্রেম কাহিনী, প্রেমের কার্য্য। কানুঠামে, শ্রীকৃষ্ণের নিকট। কহবি, বলিবে। বিছুরল, ভুলিয়াছেন। জানি, জানিয়া অর্থাৎ এ সব কথা শ্রীকৃষ্ণ ভুলিয়া গিয়াছেন জানিয়া, তোমায় বলিতেছি, তুমি তাঁহার নিকট এ সব বলিবে॥ ৭৭॥

(৭৯ পা) "না খোজলুঁ... ...ঐছন রীতি।" এই ৮ পয়ারের ভাবার্থ। যদি বল, তোমাদের এরূপ মিলন কে ঘটাইল? তদুত্তরে বলিতেছেন, "না" ইতি। না খোজলুঁ অর্থাৎ আমাদের রাগাবস্থায় মিলনের জন্য দূতী অথবা অন্য কাহাকেও অন্বেষণ করিতে হয় নাই। মধত, মধ্যস্থ। পাঁচবাণ, কাম অর্থাৎ সেকালে আমাদের মনের একতা সম্পাদন কর্ত্তা মধ্যস্থ হইয়া, উভয়ের মিলন ঘটাইয়াছিল।

এই কাম, প্রাকৃত কাম নহে, পরন্তু প্রেম। উহা কাম হইলেও তত্ত্বরূপ। অন্যথা তত্ত্বপদের বৈয়র্থ্যাপত্তি হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই স্বাভা-বিক প্রেমের হেতু কে? তদুত্তর, যোগমায়া। গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—

"মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥" ইত্যাদি।

"যোগযুক্তা মায়া যোগমায়া"—পরাখ্যাচিন্ত্য-শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তির আশ্রয় হওয়াতে, তাঁহার নিজ-পাদপদ্মের প্রেমসম্পত্তিবিস্তাররূপ সত্যস্বভাব প্রকাশ পাইতেছে। অতএব হে সখি, শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ স্বভাবই আমাদের মিলনহেতু। অথবা, "যোগায় মায়ঃ শব্দো যস্যাঃ সা যোগমায়া" বংশী। এই অর্থে প্রিয়সখী বংশীই আমাদের মিলনের কারণ। ইত্যাদিরূপে মনীষিগণ সংলগ্ন করিয়া লইবেন।

অব, এইক্ষণে। সোই, শ্রীকৃষ্ণ বা নিজ-পাদপদ্মের প্রেমসম্পত্তিবিস্তাররূপ সত্যস্বভাব। বিরাগ, প্রেমশূন্য বা তাদৃশ স্বভাবের ব্যতিক্রম। তুহু, তুমি। ভেলি, হইলি। সুপুরুখ প্রেমক, সুপুরুষের প্রেমের। হে সখি, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের বিরাগাবস্থায় তোমাকে দূতী হইতে হইল। সুপুরুষের প্রেমের রীতি, এই-

রূপই বটে অর্থাৎ মিলন বিষয়ে কপটতা প্রকাশ করা প্রেমের ধর্ম্ম ॥ ৭৮ ॥

(৭৫ পা) 'রাধয়া ইতি।' এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। "পহিলহি" এই পয়ারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত উক্ত হইয়াছে, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক।

কোন কুঞ্জে পরস্পরের মাধুর্য্য-আস্বাদনে নিমগ্ন ও উদ্দীপ্তসাত্ত্বিকভাবে অলঙ্কৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণের অদ্ভুত মহাভাবমাধুরী অনুমোদন করিয়া বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে এই শ্লোক বলেন। শৃঙ্গাররসই শিল্পী এবং স্বীয় কর্ম্মেতে পটু; ইহা বলাতে উভয়ের রতি সুস্পষ্ট হইল। "শ্রীরাধা ও তোমার" এই সূচনা দ্বারা উভয়ের ঔপপত্যভাব বশতঃ লোকদ্বয়নিন্দার অনবেক্ষণ প্রযুক্ত তোমাদের প্রেম সূচিত হইতেছে। পরস্পরের চিত্তই জতু (গালা), প্রেমরূপ তাপে দ্রবীভূত হয়, এই বাক্যে স্নেহ প্রকাশ পাইতেছে। প্রেম দ্বারা চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া একীভাবরূপে মিলিত হয় বলাতে, প্রণয় সূচিত হইতেছে। প্রণয় ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বাম্যভাবকে প্রকাশ করায় মান সূচিত হইতেছে। উভয়ের ভেদভ্রম যেরূপে নির্দ্ধূত হয়, সেইরূপে একত্রীকরণ হেতু, উভয়ের সুসখ্য প্রকাশ পাইতেছে। গোবর্দ্ধনপর্ব্বতাদি নিকুঞ্জ সকলে তুমি কুঞ্জরপতি," এই সম্বোধনে "তুমি মহাগজেন্দ্র তুল্য লীলাশালী" ইহা বোধিত হইতেছে এবং তোমার সুকুমার চরণদ্বয়ের, পর্ব্বত-গহ্বর কুঞ্জাদিতে পরস্পর মিলন নিমিত্ত রাত্রিদিন অভিযানকারি যে তোমরা দুইজন যুবক ও যুবতী, তোমাদের কষ্টও সুখজনক বলিয়া রাগ সূচিত হইতেছে। নিত্যনূতনত্বরূপে ভাসমান রাগই হিঙ্গুলরাশি, এতদ্দ্বারা অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে। হিঙ্গুলের ছায় রক্তবর্ণ জতুর অন্তর্ব্বহি হিঙ্গুলাকারত্ব উভয়চিত্তের মহাভাবকারত্ব, অনুরাগোৎকর্ষের স্বসংবেদ্যত্ব, ব্রহ্মাণ্ডস্থ ভক্তজনের অন্তঃকরণে বিস্ময়প্রাপ্তির জন্য মহাভাবের ক্রিয়াক্ষোভ (ভেদ ভাব) অনুভবনীয়; এতদ্দ্বারা যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব উক্ত হইল। এইরূপে উত্তরোত্তর উদাহরণ সকলে মহাভাবের চিহ্নসকল কখন পৃথক্ পৃথক্‌রূপে কখন সম্পূর্ণরূপে বোধিত হয়। মহাভাবে পরস্পরের অভিন্নত্ব হেতু, এই মহাভাবে অন্যের অপ্রবেশ বশতঃ ইহার স্বসম্বেদ্য দশা বলিলেন ॥৪৩॥

(৭৫ পা) "প্রভু কহে...... ..হয় গোচর ॥" এই ৭৯ ও ৮০ পয়ারের ভাবার্থ সরল। "প্রভু" ইতি। সাধ্য বস্তুর (প্রেমের) ইহাই অবধি বটে। আমি তোমার প্রসাদে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তকেই সাধ্যবস্তুর অবধি বলিয়া জানিলাম। সাধন ব্যতীত সাধ্যবস্তুর লাভ হয় না। অতএব তাদৃশ সাধ্যবস্তুর লাভের উপায় যাহা, তাহাই বল। "অত্যন্ত রহস্য" ইতি। প্রেম সাধনের রহস্য অতি গূঢ়। যদি বল, গূঢ় কিসে? তদুত্তর, 'রাধাকৃষ্ণের' ইত্যাদি। শ্রীরাধাকৃষ্ণের গূঢ়তর লীলা দাস্যবাৎসল্যাদি ভাবের অগম্য ॥ ৭৯।৮০ ॥

(৭৫ পা) "সবে এক... ...নাহিক উপায় ॥" এই ৮১ ও ৮২ পয়ারের ভাবার্থ। সবে এক, কেবল একমাত্র। ইহা, এই রাধাকৃষ্ণলীলায়। সখী লীলা-বিস্তারিণী অর্থাৎ সখীগণই লীলা বিস্তার করিয়া সখীগণই আস্বাদন করেন। সখীগণ কিরূপে লীলারস আস্বাদন করেন, তাহা "সখীর স্বভাব" ইত্যাদি পয়ারে ব্যক্ত হইবে। এই লীলায় এক সখী ব্যতীত অন্যের গতি (প্রবেশ) হয় না। যিনি সখীভাবে সখীর অনু-

গত হইয়া ভজন করেন, তিনিই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কুঞ্জসেবারূপ সাধ্যবস্তু লাভ করেন।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায় ৫৫ শ্লোকে,—

"যং ক্রোধকামসহজপ্রণয়াদিভীতি-
বাৎসল্যমোহগুরুগৌরবসেব্যভাবৈঃ।
সঞ্চিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধভাব, কামভাব, সখ্য-ভাব, ভীতিভাব, বাৎসল্যভাব, মোহভাব, গৌরব-ভাব ও সেব্যভাব; এই সকলের মধ্যে ভক্তগণ যে কোন ভাবে ভজনা করিলে, তিনি নিজের ভজনানুরূপ দেহ পান অর্থাৎ যিনি ভক্তকে তাঁহার ভাবনানুরূপ দেহ দেন, সেই আদিপুরুষ গোবি-ন্দকে ভজনা করি। অতএব সখীর অনুগত ভজনে সখী হয়। সখী যথা,—

"প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী॥"

প্রেম লীলা ও বিহারাদির বিস্তারকারিণীকে সখী বলে। সখীর ভেদ উজ্জ্বলে দেখিবেন। কেহ বলেন, সখীগণের ভাব যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা আপনাকে রাগানুগা সখী বলিতে পারেন; নচেৎ তাদৃশভাব যাহাদের উৎপন্ন হয় নাই, তাহারা আপনাকে সখী বলিয়া মানিলে "অহং গ্রহোপাসনা" হয়। যেহেতু গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির কায়ব্যূহরূপা। অতএব আমি কৃষ্ণ বলিলেও যে দোষ, আর আমি গোপী বলি-লেও সেই দোষ। তাদৃশ ভাব যদি স্বয়ং গ্রহা-বিষ্টের ন্যায় গোপী অভিমান করায়, তবে কোন দোষ হয় না, পরন্তু গুণই সম্পাদন করে। যেমন ভাবশূন্য রাজা আপনাকে বিষ্ণু বলিয়া অভিমান করায় নরকগামী হন,কিন্তু গ্রহাবিষ্টের ন্যায় ভাবা-বিষ্ট প্রহ্লাদ মহাশয় "আমি কৃষ্ণ" বলায় সাধুগণের শিরোভূষণ হয়েন। অতএব আমি কবে সখী-গণের অনুগত হইয়া রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা পাইব, এরূপ লোভ করিলে এবং গুরুকৃষ্ণের কৃপা হইলে ভাগ্যোদয়ে সখীভাব পাইতে পারে; নচেৎ উহা হইবার নহে। জাতরতি ভক্তের ঐ ভাব ঘটে। অজাতরতি সাধকের কেবল উহার প্রার্থনাই কর্ত্তব্য। এই সাধকের জন্য নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"কবে বৃষভানুপুরে, আহিরীগোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব॥" ইত্যাদি।

গ্রন্থকারও বলিয়াছেন,—

"অধিকারী নহে, চাহে ধর্ম্ম আচরিতে।
অচিরে বিনাশ পায় নাচিতে গাইতে॥"

অতএব অজাতরতি সাধকের সখীভাব প্রকাশ নিজের সর্ব্বনাশ করা। ইহাতে প্রতিপন্ন হইল, রাগমার্গে জাতরতি ভক্তেরই সখীভাব লাভ হয়, অন্যের হয় না। যতদিন জাতরতি উৎপন্ন না হয়, ততদিন অন্য সাধনানুষ্ঠান দ্বারা ঐ রতির জন্য সাধন করিবেন॥ ৮১।৮২॥

(৭৬ পা) "বিভুরপীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "সখী বিনু" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক॥ ৪৪॥

(৭৬ পা) "সখীর স্বভাব......কোটি সুখ পায়॥" এই ৮৩ ও ৮৪ পয়ারের ভাবার্থ সরল। সখীগণ কর্ত্তৃক লীলা বিস্তার বলিতেছেন, "সখীর" ইতি। সখীগণের অকথ্য (আশ্চর্য্য) স্বভাব এই যে, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজ-লীলায় মন নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার লীলা করাইয়া যে সুখ লাভ করেন, তাহা নিজলীলার সুখ হইতে কোটিগুণ অধিক। শ্রীরাধার স্বরূপ বলিতেছেন, "রাধার" ইতি। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-লতা স্বরূপা। সখী-

গণের স্বরূপ বলিতেছেন, "সখীগণ" ইতি। সখীগণ ঐ রাধারূপা প্রেমকল্প-লতার কেহ পল্লব, কেহ পুষ্প; অতএব শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত দ্বারা যদি ঐ লতাকে সেচন করা হয়, নিজসুখ হইতে পল্লবাদির কোটিগুণ সুখ হয়। ইহাই সখীগণের লীলা আস্বাদনের প্রকার ॥৮৩৮৪॥

(৭৬ পা) "সখ্য ইতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। সখীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজলীলায় মন নাই, কিন্তু শ্রীরাধার লীলা করাইয়া, তাঁহারা কোটিগুণ সুখ অনুভব করেন,তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥৪৫॥

(৭৬ পা) "যদ্যপি⋯কাম নাম॥" এই ৮৫ ও ৮৬ পয়ারের ভাবার্থ। কৃষ্ণে প্রেরি, কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিয়া। আত্মকৃষ্ণ সঙ্গ হৈতে ইত্যাদি, শ্রীরাধা স্বয়ং কৃষ্ণের সহিত লীলা করিয়া কৃষ্ণের সুখ সম্পাদন করতঃ যে আনন্দ লাভ করেন, সখী দ্বারা কৃষ্ণসুখ সম্পাদন করিয়া নিজাপেক্ষা কোটিগুণ সুখ অনুভব করেন। অন্যোন্যে (এইরূপ পরস্পর) বিশুদ্ধ প্রেমে রসের পোষণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ প্রেম দেখিয়া তুষ্ট হন। যদি বল, গোপীর কামক্রীড়া থাকায়, উহাকে কামই বলা হউক? তদুত্তর, "সহজে" ইতি।

যখন আপনা হইতে পরিবারে, পরিবার হইতে প্রতিবেশীমণ্ডলে, প্রতিবেশীমণ্ডল হইতে গ্রামে, গ্রাম হইতে দেশে, দেশ হইতে ভূমণ্ডলে প্রেম প্রসৃত হইলে প্রাকৃত প্রেম পূজ্য হইয়া থাকে, ভগবৎপ্রেমও শান্ত হইতে দাস্যে, দাস্য হইতে সখ্যে, সখ্য হইতে বাৎসল্যে, বাৎসল্য হইতে কান্তাভাবে প্রসৃত হইয়া পূজ্য হইয়া থাকে, তখন বৈষয়িক প্রেমের ন্যায়, ভগবৎপ্রেমও বিষয় ও আশ্রয়ের মহত্ব অনুসারে পূজ্য না হইবে কেন? গোপীপ্রেমে সেই মহত্ব সীমান্তপ্রাপ্ত হইয়াছে। মহত্বের সীমান্তপ্রাপ্ত গোপীপ্রেম স্বভাবতঃ অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত হইলেও প্রাকৃত কামক্রীড়ার সহিত সাম্য বশতঃই গোপীপ্রেমকে কাম বলা হয়॥ ৮৫।৮৬॥

(৭৭ পা) "প্রেমৈবেতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৫০ পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থ ব্যাখ্যার ১১৪ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। "কামক্রীড়া" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৪৬ ॥

(৭৭ পা) "নিজেন্দ্রিয়⋯ ...সঙ্গম বিহার॥" এই ৮৭ পয়ারের ভাবার্থ। কামের নিজেন্দ্রিয়-সুখেই তাৎপর্য্য; আর গোপীপ্রেমের কৃষ্ণসুখেই তাৎপর্য্য। গোপীগণের নিজেন্দ্রিয়-সুখে বাঞ্ছা দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই তাঁহার সহিত বিহার করিয়া থাকেন।

পরকীয়াভাব কুলবধূগণকে পরম মর্য্যাদাস্বরূপ স্বজন ও আর্য্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রদান করে। অতএব গোপীগণ যখন স্বজন ও আর্য্যপথ ত্যাগ করিয়া দুঃখের পরম কাষ্ঠাকে সুখ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন, তখন গোপীপ্রেম যে শ্রীকৃষ্ণসুখ জন্যই তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, এ প্রেম মহিষীগণেও সম্ভব হয় না। অতএব উহা অপ্রাকৃত॥ ৮৭॥

(৭৭ পা) "যত্তে সুজাতেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৫০

পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থব্যাখ্যার ১৯৭ পৃষ্ঠায় দেখুন। 'কৃষ্ণে সুখ' পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৪৮ ॥

(৭৭ পা) 'সেই… … …ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥' এই ৮৮ ও ৮৯ পয়ারের ভাবার্থ। ঈদৃশ গোপীভাবরূপ অমৃতে যাহার লোভ হয়, তিনি লোকধর্ম্ম ও বেদধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করেন। যিনি রাগানুগামার্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তিনিই ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দকে প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহার গোপী-ভাবে প্রগাঢ় লোভ হয় নাই, তিনি বেদ-ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন না। কেহ কেহ দৈন্যবশতঃ আপনাকে তাদৃশ অধিকারী বোধ না করিয়া যে কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন, তাহা ভক্তি-শাস্ত্রবিহিত জানিতে হইবে। যেহেতু ঐরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে লোভ বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে ॥ ৮৮।৮৯ ॥

(৭৭ পা) 'ব্রজলোকের…ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥' এই ৯০ পয়ারের ভাবার্থ। ব্রজলোকের ; ব্রজের লোক যথা, সখ্য-ভাবের ভক্ত সুবলাদি, বাৎসল্যের ভক্ত শ্রীনন্দাদি ও মধুরের ভক্ত শ্রীরাধাদি। ইহাদের কোন একটি ভাব লইয়া ভজনই রাগানুমার্গের ভজন ; তন্মধ্যে গোপী-ভাবই শ্রেষ্ঠ। এরূপ ভজনকারী ব্যক্তিই অন্তে ভাবযোগ্য দেহ লাভ করিয়া, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়েন। ভাবসিদ্ধ হইলে তদুপযুক্ত দেহেই আবেশ হয় ; প্রেমের পরিপাকে দেহ প্রাপ্ত হইয়া অভীষ্ট সেবা করিতে প্রবৃত্ত হয়। ভাবযোগ্য দেহে শ্রীকৃষ্ণ লাভ হয়, তাহার প্রমাণ দিতেছেন,'তাহাতে' ইতি। শ্রুতিচরী দেবীগণ রাগানুমার্গে ভজন করিয়া ভাবযোগ্য গোপীদেহ পাইয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন ॥৯০॥

(৭৭ পা) 'নিভৃতমরুদিতি।' এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রুতিগণ যে রাগানুমার্গে ভজন করিয়া ভাবযোগ্য দেহ ও শ্রীকৃষ্ণসেবা পান, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক। অতএব রাগমার্গ ব্যতীত ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না।

বৃহদ্বামনে উক্ত হইয়াছে—

"ব্রহ্মানন্দময়ো লোকো ব্যাপী বৈকুণ্ঠসংজ্ঞিতঃ।
তল্লোকবাসী তত্রস্থৈঃ স্তুতো বেদৈঃ পরাৎপরঃ ॥"
চিরং স্তুত্যা ততস্তুষ্টঃ পরোক্ষং প্রাহ তান্ গিরা।
তুষ্টোঽস্মি ব্রূত, ভো প্রাজ্ঞা বরং যন্মনসেপ্সিতম্ ॥

শ্রুতয় ঊচুঃ—

কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ।
কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধা ন সংশয়ঃ ॥
যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ।
ভজন্তি রমণং কৃত্বা চিকীর্ষাজনি নস্তথা ॥" ইত্যাদি

অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মানন্দময় বৈকুণ্ঠে বেদ-গণ বহুকালব্যাপী স্তব করিলে, ভগবান্ বলিলেন, তোমরা বর গ্রহণ কর। শ্রুতিগণ কহিলেন, হে প্রভো! কন্দর্পকোটিলাবণ্যযুক্ত তোমাকে দর্শন করিয়া, আমাদের চিত্ত রমণীভাবকে প্রাপ্ত হইয়া কামমোহিত হইল। তোমার লোকবাসিনী গোপীগণ যেমন তোমাকে পতিরূপে ভজনা করে, তদ্রূপভাবে তোমাকে ভজনা করিতে আমাদের বাসনা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আগামী সারস্বতকল্পে তোমরা গোপী হইবে। পদ্মপুরাণে পরমমুখ্যা গায়ত্রীরও গোপীদেহপ্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে। অতএব রাগমার্গে শ্রুতিগণের ভজন সিদ্ধান্তিত হইল। ৪৮ ॥

(৭৭ পা) "সমদৃশ... ...কৃষ্ণচন্দ্র ॥" এই ৯১ পয়ারের ভাবার্থ। সেইভাবে, গোপীভাবে। সমা, গোপীগণের ন্যায় দেহপ্রাপ্তি। কৃষ্ণসঙ্গানন্দ, কৃষ্ণের সঙ্গ জন্য আনন্দ অর্থাৎ স্পর্শমাধুর্য্য। পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত "সমাঃ সমদৃশো ইহার অর্থ করিলেন। বিধিমার্গে ভজন করিয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না ॥ ৯১ ॥

(৭৮ পা) 'নায়মিতি।' শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 'বিধিমার্গে নাহি।' ইতি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। "ইতভক্তিমতাং" অর্থাৎ শ্রীযশোদায় ইহা উপলক্ষিত, বাৎসল্য, সখ্য, কান্তাভাবাশ্রয় ব্রজলোকের যে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি; সেই ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ সুখলভ্য। ব্রজলোকের যে ভক্তি, তদ্বিশিষ্ট বলিলেই, রাগানুগা-মার্গ বুঝাইতেছে ॥ ৪৯ ॥

(৭৮ পা) "অতএব... ...ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥" এই ৯২ ও ৯৩ পয়ারের ভাবার্থ। অতএব, বিধিমার্গে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, এই হেতু। এখানে জাতরতি ভক্তের ভাবসিদ্ধের এবং রাগ-মার্গে প্রবেশের কথা বলিতেছেন, 'গোপীভাব করি' ইত্যাদি।

যিনি গোপীভাব গ্রহণ করিয়া রাত্রিদিন শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার চিন্তা করেন, যিনি নিজের সিদ্ধদেহ ভাবনান্তর ঐ দেহে অবস্থিত হইয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা করেন, তিনিই সখীভাবে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের চরণ লাভ করেন। যেমন দুর্ব্বাসনাশ্রয় পুরুষের পাপ করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও, তাহার বাসনা তাহাকে পাপে নিযুক্ত করে; তদ্রূপ সাধক দৈন্যবশতঃ আপনাকে অনধিকারী বোধ করিলেও, ভাব বলপূর্ব্বক তাহাকে গোপী ভাবাবিষ্ট করে। সূর্য্যকান্ত-মণি যেমন সূর্য্যের অনুগত হইয়া তেজঃ ধারণ করতঃ দাহাদিকার্য্য করে; তদ্রূপ সাধক গোপীর অনুগত হইয়া তাঁহার ভাব ধারণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। অতএব গোপীর অনুগতি ব্যতিরেকে কেবল ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজন করিলে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাহার দৃষ্টান্ত। লক্ষ্মীদেবী ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে ভজন করিয়াও গোপীর অনুগতি ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারেন নাই। ফলকথা, গোপীভিন্ন গোপীপ্রেম অন্যে কেহ দিতে পারে না ॥ ৯২।৯৩ ॥

(৭৮ পা) 'নায়মিতি।' শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ৬৮পৃষ্ঠায় দেখিবেন। 'তথাপি না পাইল' এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৫০ ॥

(৭৮ পা) "এত শুনি... ... ...কথা পরস্পরে ॥" এই ৯৪ হইতে ৯৬তম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। এত শুনি, পূর্ব্বোক্ত সাধন প্রকার শুনিয়া। তারে, রায়কে। গলাগলি ক্রন্দনটী প্রেমের ক্রন্দন। জ্ঞানের তুমি সীমা অর্থাৎ তুমি রসজ্ঞ। জীব, বাঁচিব। গোষ্ঠী, সভা ॥ ৯৪-৯৬ ॥

(৭৮ পা) "প্রভু কহে... ... ...মুক্ত শিরোমণি।" এই ৯৭ ও ৯৮ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কহিলেন, আঠার প্রকার বিদ্যার মধ্যে কোন বিদ্যা শ্রেষ্ঠ?

আঠার প্রকার বিদ্যা যথা, বিষ্ণুপুরাণে,—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতে চতুর্দ্দশঃ ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গন্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ ॥"

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দ, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ; গন্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র।

রায় কহিলেন, শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত যথাযথ ভক্তিস্বরূপ জানা যায় না বলিয়া, কৃষ্ণভক্তিপ্রতিপাদকশাস্ত্র অভ্যাসই যথার্থ বিদ্যা।

তথাহি শ্রুতিঃ,—

"যজ্জ্ঞাতে ভবেজ্জ্ঞাতম্।"

যে কৃষ্ণভক্তি জানিলে সমস্ত জানা যায়,তাহাই প্রকৃতবিদ্যা।

প্রভু কহিলেন, দানাদিপ্রভবা কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন কীর্ত্তি শ্রেষ্ঠ? রায় কহিলেন, কৃষ্ণভক্ত বলিয়া জীবের খ্যাতিই শ্রেষ্ঠ।

কেন না, দানাদিপ্রভবা কীর্ত্তিতে জীবের অহঙ্কার উৎপন্ন হয় এবং তজ্জন্য স্থানভ্রষ্টও হয়; যথা, হরিশ্চন্দ্রাদি রাজাগণ। কৃষ্ণভক্তকীর্ত্তিতে দৈন্যভাব থাকায়, অপরূপ অহঙ্কার উৎপন্নই হইতে পারে না এবং ভক্তস্থান হইতে জীব ভ্রষ্ট হয় না। অতএব কৃষ্ণভক্ত বলিয়া খ্যাতিই শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

প্রভু কহিলেন, জীবের ঋদ্ধি, সিদ্ধি প্রভৃতি অনেক সম্পত্তি আছে, তন্মধ্যে কোন সম্পত্তি প্রধান? রায় কহিলেন, রাধাকৃষ্ণে প্রেমই জীবের প্রধান সম্পত্তি। যে হেতু জীবের উহা নিজ ধন।

আরও, "আত্মারামাশ্চ মুনয় ইতি।" শ্লোকানুসারী, জীব অন্য সম্পত্তি পাইলেও, জীব যখন প্রেমে লোভ করেন, তখন প্রেমই প্রধান সম্পত্তি। যাহা লাভ করিলে অন্যাকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা কথনই শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি মধ্যে গণ্য হইতে পারে না; যাহার লাভে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পায়, তাহাই প্রধান সম্পত্তি। প্রেমলাভে কোনও আকাঙ্ক্ষাই দেখা যায় না। অতএব তাদৃশ প্রেমই প্রধান সম্পত্তি।

প্রভু কহিলেন, জীবের বহু দুঃখ, তন্মধ্যে কোন দুঃখ শ্রেষ্ঠতর? রায় কহিলেন, কৃষ্ণভক্ত বিরহই গুরুতর দুঃখ।

যে হেতু, সংসারের মধ্যে যাঁহারা একবার কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ লাভ করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, তাহাদের সে সঙ্গবিরহে যে দুঃখ হয়, তাহার তুলনায় সাংসারিকাদি দুঃখ নহে। ভক্তসঙ্গে আধ্যাত্মিকাদি সমস্ত দুঃখই বিনাশ পায়। কেহ যেমন প্রথমে সুখ অনুভব করিয়া পরে দুঃখ পাইলে, তাহার পক্ষে উহা গুরুতর হয়; তদ্রূপ ভক্তসঙ্গে তাপত্রয়ের বিনাশে আনন্দানুভব হইয়া, তদ্বিরহে দুঃখলাভে অধিকতর দুঃখ হয়। অতএব ভক্তবিরহই গুরুতর দুঃখ।

প্রভু কহিলেন, যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত ইহাঁরা সকলেই মুক্ত; তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? রায় কহিলেন, কৃষ্ণপ্রেমভক্তই মুক্ত শ্রেষ্ঠ।

কেন না, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি বলে। কৃষ্ণভক্তেরই অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি হয়। জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মানন্দ অর্থাৎ তরল আনন্দ অনুভব করেন; গাঢ় আনন্দ অনুভব করেন না। জ্ঞানিগণেরও ব্রহ্মানন্দের পর প্রেমানন্দে লোভ দেখা যায়; অতএব ইহারা মুক্তশ্রেষ্ঠ নহেন। যোগিগণ চিচ্ছক্তি অংশ বিশিষ্ট মায়াশক্তি প্রচুর পরমাত্মার আনন্দ অনুভব করেন। ইহাঁদেরও প্রেমে লোভ দেখা যায়। অতএব ইহাঁরাও মুক্ত শ্রেষ্ঠ নহে। উহাঁদের নিজসুখেই তাৎপর্য্য দেখা যায়। ভক্তগণ সর্ব্বশক্তি পরিপূর্ণ নিবিড় ভগবদানন্দ অনুভব করেন। ইহাঁরা ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্যত্র লোভ করেন না বলিয়া, ইহাঁরা মুক্তশ্রেষ্ঠ। "ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়মিত্যাদি।' ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়, এই শ্রুতি বাক্য

দ্বারা বোধিত হয়, ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ করাইয়া পরমানন্দ প্রাপ্তি এবং অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি করায়। অতএব ভক্তই মুক্তশ্রেষ্ঠ ॥ ৯৭।৯৮ ॥

(৭৯ পা) "গান মধ্যে··· ··· ...কর্ণ রসায়ণ ॥" এই ৯৯ ও ১০০ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কহিলেন, কোন গান করা জীবের নিজধর্ম্ম ? রায় কহিলেন. যে গানের মর্ম্ম রাধাকৃষ্ণের প্রেমময় লীলা, তাহাই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু, তাদৃশ গান সেই লীলায় জীবের লোভ উৎপাদন করে। প্রভু কহিলেন, মঙ্গলের মধ্যে জীবের কোন শ্রেয়ঃ প্রধান ? রায় কহিলেন, কৃষ্ণভক্তসঙ্গ জীবের সকল অনর্থকে নষ্ট করিয়া দিয়া, ভক্তি প্রদান করে, তজ্জন্য কৃষ্ণভক্ত সঙ্গই জীবের প্রধান মঙ্গল। প্রভু কহিলেন, স্মরণের মধ্যে জীবের কোন স্মরণ সর্ব্বদা কর্ত্তব্য ? রায় কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও লীলা স্মরণই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য। কারণ ঐ স্মরণ অভয় ও অভীষ্টবস্তু প্রদান করে। প্রভু কহিলেন, ধ্যানের মধ্যে কোন ধ্যান উত্তম ? রায় কহিলেন, রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যানই উত্তম। যে হেতু, শ্রুতি বলেন, রাধাকৃষ্ণই পরম দেবতা, তাঁহার ধ্যানই শ্রেষ্ঠ। প্রভু কহিলেন, বাসস্থানের মধ্যে কোন বাসস্থান উৎকৃষ্ট ? রায় কহিলেন, যেখানে নিত্যরাসলীলা হয়, সেই শ্রীবৃন্দাবনই শ্রেষ্ঠ বাসস্থান। ব্রহ্মাও বৃক্ষলতা হইয়া, ঐ স্থানে বাস করিতে প্রার্থনা করেন। প্রভু কহিলেন, শ্রোতব্যের শ্রেষ্ঠ কি ? রায় কহিলেন, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই শ্রেষ্ঠ শ্রোতব্য। যেহেতু, ঐ লীলা শ্রবণ করিতে করিতে তাদৃশ প্রেমে লোভ হইবে এবং রাগানুগামার্গে বিচরণ করিবে ॥ ৯৯।১০০ ॥

(৭৯ পা) "উপাস্যের···ভাগ্যবান্।" এই ১০১ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কহিলেন, উপাস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি ? রায় কহিলেন, যুগল রাধাকৃষ্ণনামই প্রধান উপাস্য।

শ্রুতি বলেন,—

"যো ধ্যায়তি রসয়তি ভজতি
সোঽমৃতো ভবতীতি।"

যিনি রাধাকৃষ্ণকে ধ্যান করেন, তাঁহার পঞ্চপদী নাম উপাসনা দ্বারা তাঁহাকে সুখী করেন এবং ভজন করেন, তিনি অমৃত হয়েন। অতএব নাম উপাসনায় তাঁহারা সুখী হয়েন বলিয়া, নামই প্রধান উপাস্য বা নাম ও নামী অভেদ বশতঃ নাম প্রধান উপাস্য।

প্রভু কহিলেন, মুক্তীচ্ছু ও ভক্তীচ্ছু, এই উভয় ব্যক্তির গতি কীদৃশী ? দৃষ্টান্তের সহিত রায় কহিলেন, স্থাবর সদৃশী ও দেব সদৃশী গতি।

জীব যেমন স্থাবর (বৃক্ষ পর্ব্বতাদি) দেহে আবিষ্ট হইয়া মোহগ্রস্ত বশতঃ কোন আনন্দাদি অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হওতঃ কোনরূপ আনন্দ অনুভব করিতে না পারায়, স্থাবরসদৃশী গতি বলিলেন। দেবদেহাবিষ্ট জীব যেমন নানা বিষয়ের সুখ আস্বাদন করে; তদ্রূপ যাঁহারা ভক্তিপ্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা নিরন্তর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বৈচিত্রীময় লীলারস আস্বাদন করতঃ আনন্দ অনুভব করেন, অতএব ভক্তীচ্ছাই শ্রেষ্ঠা। দৃষ্টান্তের সহিত মুক্তীচ্ছা ও ভক্তীচ্ছা ব্যক্তির আনন্দ রস আস্বাদনের তারতম্য দেখাইতেছেন,

"অরসজ্ঞ" ইতি। অরসজ্ঞ কাক যেমন সুপক্ক কিঞ্চিৎ মধুর রসযুক্ত নিম্বফল আস্বাদন করে, তদ্রূপ হত-ভাগ্য জ্ঞানীও শুষ্কজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা তরল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। রসজ্ঞ কোকিল যেমন সরস আম্র-মুকুল আস্বাদন করে; তদ্রূপ ভাগ্য-বান্ ব্যক্তি সরস আম্রমুকুলরূপ কৃষ্ণপ্রেমামৃত আস্বাদন করেন। নয়ন কোণে ঈষৎ ঈক্ষণ ও নির্নিমেষ ঈক্ষণের যেরূপ ভেদ, তদ্রূপ ব্রহ্মানন্দ ও ভগবদা-নন্দের ভেদ জানিবেন ॥ ১০১ ॥

(৭৯ পা।) "এইমত·········প্রকাশে হৃদয় ॥" এই ১০২ ও ১০৩ পয়ারের ভাবার্থ সরল। এইমত, প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠীতে। দুইজন, মহাপ্রভু ও রামা-নন্দ। বিহানে, প্রভাতে। প্রকাশন, প্রকাশ। প্রকাশে হৃদয়, হৃদয়ে প্রকাশ করে ॥ ১০২।১০৩ ॥

(৭৯ পা।) "জন্মাদ্যস্যেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "ব্রহ্মারে বেদ যৈছে" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোকোক্ত "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে" ইতি ॥ ৫১ ॥

(৮১ পা।) "এক সংশয়··· ···ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি ॥" এই ১০৪ ও ১০৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। প্রভুকে দর্শন করিয়া প্রভু সম্বন্ধে রায়ের যে সন্দেহ হয়, তাহা বলিতেছেন, "পহিলে" ইতি। পহিলে, প্রথমে। তোমা, তোমাকে। দেখোঁ, দেখি। পঞ্চালিকা, প্রতিমা। "তার" ইতি। ঐ অঙ্গকান্তি দ্বারা তোমার শ্যামরূপ আচ্ছাদিত। তাহাতে, প্রতি-মার অঙ্গকান্তি দ্বারা অঙ্গ ঢাকা হই-লেও। এই সব দেখিয়া আমার চিত্ত ঘোরতর সংশয়ে আকুল হইতেছে। তাঁহাতাঁহা, স্থাবরজঙ্গমাদিতে। তার মূর্ত্তি, প্রেমের মূর্ত্তি ॥ ১০৪।১০৫ ॥

(৮১ পা।) "সর্ব্বভূতেষ্বিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

মহাভাগবত স্থাবর জঙ্গমে আপনার অভীষ্ট দেবের মূর্ত্তি অনুভব করেন; এই শ্লোকে তাহাই প্রমাণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে যখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হয়, তখন সর্ব্বত্র ভগবানের স্ফূর্ত্তি হয় ॥ ৫২ ॥

(৮১ পা।) "বনলতাস্তরব ইতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মহাভাগবতগণ নিজচিত্তে স্ফূরিত অভীষ্টমূর্ত্তি স্থাবরাদিতে অনু-ভব করেন; তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥৫৩॥

(৮১ পা।) "শ্রীরাধাকৃষ্ণ...ব্যবহার ॥" এই ১০৬ ও ১০৭ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ছাড় ভারিভুরি অর্থাৎ যাহার সঙ্গে নিজ-শক্তি রাধা রহিয়াছে বা যিনি রাধাভাব-কান্তি দ্বারা যুক্ত, সেই স্ত্রীসঙ্গির আবার সন্ন্যাস কি? অতএব এই কপটবেশ ত্যাগ করিয়া নিজস্বরূপ দেখাও। আর নিজরূপ গোপন করিও না। ইহা রায়ের প্রেমময় বাক্য। আগে, সম্মুখে। প্রভুর অবতার সম্বন্ধে রায় দুইটি কারণ বলি-তেছেন, "নিজ গূঢ়" ইতি ॥ ১০৬।১০৭ ॥

(৮১ পা) "তবে প্রভু··· ···করি আস্বাদন ॥" এই ১০৮ ও ১০৯ পয়ারের

ভাবার্থ সরল। দেখাইল, নিজতত্ত্ব অনুভব করাইল। রসরাজ, শৃঙ্গাররস অর্থাৎ অখিল রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। মহাভাব, ভাবের উৎকৃষ্ট শ্রীরাধা।

যেমন স্থায়ীভাব বিভাবাদিতে মিলিত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ রসরাজ ও মহাভাব লীলা না করিলে দুই একরূপে প্রকাশ পান। এই হেতু বলিলেন, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।" লীলার সময়ে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব শ্রীরাধা ভিন্নরূপে প্রকাশ পান। রসরাজ ও মহাভাবের একত্র মিলনই শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ। মূর্চ্ছিত, ইহা সঞ্চারীভাব। তোমার গোচরে, তোমার অনুভবের বিষয়। "গৌর অঙ্গ" ইতি। কেহ বলেন, ইহাতে মহাপ্রভুর "আমি কৃষ্ণ" বলিয়া অভিমান আছে। অন্যথা (গোপেন্দ্রসুত বিনা না স্পর্শে অন্য জন) ইহার সঙ্গতি হয় না।

তাঁর, শ্রীরাধার। আত্মমন, দেহ ও মন ॥ ১০৮।১০৯ ॥

(৮২ পা) "তোমার ঠাঞি...প্রভু রামরায় ॥" এই ১১০ ও ১১১ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ঠাঞি, নিকট। প্রভু কহিলেন, রায়, তোমার নিকট আমার কোন কর্ম্ম গুপ্ত নহে। তাহার কারণ বলিতেছেন, "লুকাইলে" ইতি। তুমি ভক্ত, ভক্তের নিকট নিজতত্ত্ব গোপন করিলেও ভক্ত প্রেমবলে সব জানিতে পারে। অতএব এ সব তুমি গোপন করিবে। গোপন রাখিবার কারণ বলিতেছেন, "আমার" ইতি। আমি নিজমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে রাধার ভাব গ্রহণ করিয়াছি, ইহা আমার পাগলের কার্য্য বলিয়া লোকে উপহাস করিবে; এইহেতু গোপন রাখিতে বলি। দ্বিতীয় বাতুল, তুমি আবার ইহার অনুসন্ধান করিয়া বাহির করাতে দ্বিতীয় বাতুল হইলে। অতএব উভয়ে সমান। না পাইলে পার, অন্ত পাওয়া গেল না। "তামা কাঁসা" ইতি। যেমন তামা, কাঁসা, রূপা প্রভৃতির উত্তরোত্তর উৎকর্ষ, তদ্রূপ প্রভু ও রায়ের প্রশ্ন ও উত্তরে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আরম্ভ করিয়া সাধ্যবস্তুর উৎকর্ষ মহাভাবে পর্য্যবসিত করিলেন অর্থাৎ যেমন কোন খনি খুঁড়িতে খুঁড়িতে তামা, কাঁসা, রূপা, সোণা পরে চিন্তামণি লাভ হয়, তদ্রূপ এই সাধ্যবস্তুর প্রশ্নোত্তরে চিন্তামণিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু মহাভাবের প্রাপ্তি হইল ॥১১০।১১১॥

(৮২ পা) "আর দিন...কৃষ্ণদাস।" এই ১১২ হইতে ১১৫ পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। হনুমান্, হনুমানের মূর্ত্তি। প্রয়াণ, গমন। বিদ্যাপুর, বিদ্যানগর। গ্রন্থকার বলিতেছেন, রামানন্দ মিলন সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করিলাম। যদি বল, বিস্তার করিলে না কেন? তাহাতে বলিতেছেন, "বিস্তারি" ইতি। সহস্র বদন যখন উহা বিস্তার করিতে পারেন না, তখন আমি কিরূপে পারিব? খণ্ড, চিনি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এই পরম নিগূঢ় বিষয়, কে জানিতে পারে? তাহাতে বলিতেছেন, "শ্রীচৈতন্য ইতি।" শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের চরণ যাঁহার সর্ব্বস্ব অর্থাৎ উহাঁদের চরণ বা ভজন ব্যতীত যিনি অন্য কিছু জানেন না, তিনি ঐ তত্ত্ব জানিতে সক্ষম, অন্যে সক্ষম নহে ॥ ১১২-১১৫ ॥

ইতি মধ্যলীলায়াম্ অষ্টমে সুবোধিনী।

নবম পরিচ্ছেদ।

(৮৩ পা) "নানামতেতি।" গ্রন্থকার পূর্ব্বের ন্যায় এই শ্লোক দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়া,এই পরিচ্ছেদে কথিত বিষয় ইহার অর্থে প্রকাশ করিলেন ॥ ১ ॥

(৮৩ পা) "জয় জয় ··· ··· বৈষ্ণব কৈ।" এই ১ম ও ২য় পয়ারের ভাবার্থ সরল। বিলক্ষণ, আশ্চর্য্য। সেই সব, যে সব তীর্থে গমন করেন। সেই ছলে, তীর্থে গমন ছল করিয়া। প্রভুর তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম বলিতে গ্রন্থকার সক্ষম নহেন, তাহার কারণ বলিতেছেন, "দক্ষিণ" ইতি। দক্ষিণ ও বামদিকে যত তীর্থ আছে, তাহাতে গমনের ফেরাফেরি অর্থাৎ নিকটস্থ তীর্থকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অগ্রে দূরস্থ তীর্থে কখন গমন, কখন বা এক তীর্থে দুইবার গমন, ইত্যাদিরূপে তীর্থে প্রভুর গমনাগমন হওয়াতে তীর্থক্রম বলিতে পারি না। এই হেতু ক্রম না লিখিয়া নামমাত্র বর্ণন করিব। পূর্ব্ববৎ, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের প্রভুর গমন যেরূপ ভাবে বর্ণন করিয়াছি, তদ্রূপ ভাবে পথগমন সময়ে হরি বলিয়া সকলকে বৈষ্ণব করেন। তাহারা অন্য গ্রামের লোককে বৈষ্ণব করেন ॥ ১।২ ॥

(৮৩ পা) "দক্ষিণ ··· ... পাহিমাং" ইতি ॥ ৩য় ও ৪র্থ পয়ারের ভাবার্থ সরল। পাষণ্ডী, বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি। সেই সব লোক, কর্ম্মী,জ্ঞানী ও পাষণ্ডী। রাম উপাসক সব, যে সকল ব্যক্তি রাম উপাসক। তত্ত্ববাদী, মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়। বৈষ্ণব, রামানুজ সম্প্রদায় ॥৩।৪॥

(৮৩ পা) "এই শ্লোক ······ গৌরহরি ॥" এই ৫ম ও ৬ষ্ঠ পয়ারের ভাবার্থ সরল। এই শ্লোক "রাম রাঘব" শ্লোক। গৌতমী গঙ্গা, ইহাতে স্নান করিয়া ইন্দ্র ও চন্দ্রের গুরুপত্নীতে গমন হেতু পাপ বিনষ্ট হয়। তাঁহা মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে। তাঁহা, সিদ্ধবটে। তার ঘরে, বিপ্র ঘরে ॥ ৫।৬ ॥

(৮৩।৮৪ পা) "স্কন্দক্ষেত্র ··· ··· করিয়ে সঞ্চয় ॥" এই ৭মও ৮ম পয়ারের ভাবার্থ সরল। স্কন্দ, কার্ত্তিক। সেই বিপ্র,পূর্ব্বে সিদ্ধবটে যে বিপ্র ঘরে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর দর্শন প্রভাব কি তাহা বলিতেছেন, "তোমা দেখি" ইতি। আজন্মস্বভাব, জন্মাবধি যে স্বভাব ; তাহা কি, বলিতেছেন, "বাল্যাবধি" ইতি। অপর স্বভাব বলিতেছেন, "বাল্যকাল" ইতি। সঞ্চয়, সংগ্রহ ॥৭।৮॥

(৮৪ পা) "রমন্ত ইতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। রামনাম মহিমাসূচক এই শ্লোক ॥ ২ ॥

(৮৪ পা) "কৃষিরিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। কৃষ্ণনাম মহিমাসূচক এই শ্লোক ॥ ৩ ॥

(৮৪ পা "পরং ব্রহ্ম ··· .. পাইল ॥"

এই ৯ম পয়ারের ভাবার্থ সরল। দুই নাম, রামনাম ও কৃষ্ণনাম। আর শাস্ত্রে, অন্যশাস্ত্রে অর্থাৎ পদ্মপুরাণে ও ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে। বিশেষ পাইল, রামনাম হইতে কৃষ্ণনামের মহিমার বিশেষ পাইলাম। তাহা শ্লোক দুইটিতে বলিতেছেন ॥ ৯ ॥

(৮৪ পা) "রামেতি॥" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। রামনাম পাঠের ফল কি, তাহা এই শ্লোকে বলা হইল ॥ ৪ ॥

(৮৪ পা) "সহস্রনাম্নামিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। রামনাম হইতে কৃষ্ণনামের ফল যে বিশেষ তাহা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হইল ॥ ৫ ॥

(৮৪।৮৫ পা) "এই বাক্যে……হৈল সব দেশ ॥" এই ১০ম ও ১১শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। এই বাক্যে, সহস্রনাম্নামিতি বাক্যে। তথাপি, কৃষ্ণনামের অপার মহিমা হইলেও। যদি বল, তবে কৃষ্ণনাম না লইয়া রামনাম গ্রহণ কর কেন? তাহাতে বলিতেছেন, "শুন হেতু তার" ইত্যাদি। তাহার মহিমা, কৃষ্ণ-নামের মহিমা। লাগিল, স্মরণ হইল। নির্দ্ধারিল, স্থির করিল। যখন তোমার দর্শনে, আমার ইষ্টদেব রামের নাম না বলিয়া কৃষ্ণনাম বলিতেছি, তখন তুমিই সেই শ্রীকৃষ্ণ ইহা স্থির করিলাম। নচেৎ এরূপ হইতে পারে না। বৃদ্ধকাশী, ইহা একটী তীর্থস্থান।

মান্দ্রাজদেশের উত্তর আর্কটের কালহস্তী নামক স্থানই বৃদ্ধকাশী। ইহা সুবর্ণমুখী নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। ষ্টেট্ রেলওয়ের তিরুপতি-নেল্লুর ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে। বৃদ্ধকাশী দ্বিতীয় বারাণসী সদৃশ। এখানে শিবমন্দির আছে। মহাদেবের পাঞ্চভৌতিকমূর্ত্তির অন্যতম অনাদি বায়ুমূর্ত্তি এখানে বিরাজমান। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই স্থানে তপস্যা করিতে আসিবার সময় কৈলাসের শৃঙ্গের একাংশ আনয়ন করেন এবং তিনি স্বয়ং এই মন্দিরের মূল স্থাপন করেন। এক নাগ নিজের মণি মহাদেবের মস্তকে রাখিয়া আরাধনা করিত এবং এক হস্তী জলাভিষেক দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিত। কোন দিন কোন কারণ বশতঃ নাগ ও হস্তী উভয়ে উভয়কে আঘাত করিলে উভয়েই প্রাণত্যাগ করে। মহাদেব পূর্ব্ব হইতে তাহাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, এই ঘটনায় মহাদেব তাহাদের পুনরায় জীবন দান করিয়া আপন আলয় তাহাদের নামে অভিহিত করেন। তদবধি এই দেবালয়ের নাম কালহস্তী হইয়াছে। কাল অর্থে সর্প, হস্তীর অপভ্রংশ হস্ত্রী। কালহস্তী একটি নগর। ইহার দক্ষিণদিকে পাহা-ড়ের পার্শ্বে আর একটি শিবালয় আছে; সেই মূর্ত্তির নাম মণিকুণ্ডেশ্বরস্বামী। বৃদ্ধকাশীর বর্ত্ত-মান নাম পদ্দুবোলগোপুরম্। এইটি বৌদ্ধদিগের স্থান। তাহা হৈতে, বৃদ্ধকাশী হইতে ॥ ১০।১১ ॥

(৮৫ পা) "তার্কিক …… খণ্ড খণ্ড কৈল ॥" এই ১২শ ও ১৩ পয়ারের ভাবার্থ সরল। সবে, তার্কিকাদিগণ। উদ্‌গ্রাহে, বিচারে। দুষি, দোষ প্রদান করতঃ। খণ্ড খণ্ড, তার্কিকাদিগণের মত সকলকে পরাজয় করেন। হারি হারি, বিচারে পরাজয় হইয়া। নিজনব-মতে, নিজের নূতন মতে। অসম্ভাষ্য, সম্ভাষণের যোগ্য নহে ॥ ১২।১৩ ॥

(৮৫ পা) "দার্শনিক …… উঠে হরি বলি ॥" এই ১৪শ ও ১৫শ পয়ারের

ভাবার্থ সরল। বৌদ্ধ সকলে মিলিয়া যে কুমন্ত্রণা করেন, তাহা পর পয়ারে বলিতেছেন, "অপবিত্র" ইত্যাদি। অমেধ্য, অপবিত্র। বাজিয়া, শব্দ করিয়া। তেরছে, বক্রভাবে। জীয়াও, বাঁচাও। গুরুকর্ণে, গুরুর কর্ণে। তবে, উচ্চ করিয়া নাম শুনাইলে ॥ ১৩।১৪ ॥

(৮৫ পা) "কৃষ্ণ কহি ... ... চমৎকার হৈল ॥" এই ১৫শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। পানা নরসিংহ, এই মূর্ত্তিটি কৃষ্ণা-নদীর দক্ষিণ তীরে ও কৃষ্ণাজিলার অন্তর্গত মঙ্গল গিরিতে অবস্থিত।

পাহাড়ের গায়ের মধ্যস্থলে পাথর কাটিয়া নরসিংহ স্বামীর মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তি পাহাড়ের গাত্রে অঙ্কিত আছে। কেবল সিংহাকৃত মুখটী পিত্তলে প্রস্তুত। শ্রীমূর্ত্তির একটি বিষয়ে পৌরাণিক বিবরণ এই;—কোন সময়ে এক ঋষিপুত্র পিতার ভয়ে হস্তীরূপ ধারণ করিয়া, ঐ স্থানে বিষ্ণুর তপস্যা করেন; পরে বিষ্ণু বর প্রদান করিতে প্রত্যক্ষ হইলে, ঋষিপুত্র তাঁহাকে ঐ স্থানে সশরীরে অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু কহিলেন, তোমার এই হস্তীদেহ পর্ব্বতে পরিণত হইলে, আমি অবস্থিতি করিব। আশ্চর্য্য, ভগবানের ভক্তদেহে অবস্থান কি এতই সুখকর? তখন ঋষিবর শরীর ত্যাগ করিলে উহা পর্ব্বতে পরিণত হয়। তদবধি ঐ পাহাড়টি দেখিলে, হস্তীর অবয়ব বলিয়া অনুমিত হয়। কিছুকাল পরে, অসুররাজ নমুচি উক্ত পর্ব্বতের পশ্চাতে থাকিয়া, ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া, তদীয় বরে প্রবল হইয়া, ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে, ইন্দ্র বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু ফেন নিক্ষেপ পূর্ব্বক উক্ত অসুরকে বধ ও পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বিষয় স্মরণ করিয়া ঐ পর্ব্বতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই ঘটনা ত্রেতাযুগে হয়। ত্রেতাযুগে মুক্তাদ্রি দ্বাপরে ধর্ম্মাদ্রি এবং এই কলিতে ঐ পর্ব্বত মঙ্গলাদ্রি নামে অভিহিত হইয়াছে। এখানে পানীয়ই ভগবানের প্রধান উপাদেয়। যুগভেদে পানীয়ও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। ত্রেতায় ঘৃত, দ্বাপরে দুগ্ধ পান করিতেন এক্ষণে গুড়ের সরবৎ পান করেন, ইহাকে পানা কহে। অতএব পানানরসিংহ নাম হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

(৮৬ পা) "শিবকাঞ্চী ... ... শচীর নন্দন ॥" এই ১৭শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। আসি, আগমন করিয়া। কাবেরীর তীরে, কাবেরী নদীর তীরে। শিবকাঞ্চী, ইহার বর্ত্তমান নাম কনুজীভরম্।

কাঞ্চীপুরী দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তর ভাগের ভাগের নাম শিবকাঞ্চী এবং দক্ষিণ ভাগের নাম বিষ্ণুকাঞ্চী। প্রভু শিবকাঞ্চীতে শিব দর্শন করেন। এই মূর্ত্তি একাম্বর নামে বিখ্যাত। ইতিহাস এই, কোন সময়ে পার্ব্বতীদেবী কৌতুক করিবার ছলে পশ্চাৎ হইতে হস্ত দ্বারা মহাদেবের চক্ষু আবরণ করায় বিশ্বসংসার অন্ধকারময় হইয়া যায়। তদপরাধে মহাদেবের আদেশে দেবী মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া একাম্বর নাথের মন্দির প্রাঙ্গনে কম্পানদী নামক তীর্থে ছয় মাস কামাক্ষীদেবীরূপে তপস্যা করিলে মহাদেব পুনঃ গ্রহণ করেন। তদবধি দেবী পৃথক্ মন্দিরে বিরাজিতা। ফাল্গুন মাসের দশম দিবসে দেবীর ভোগমূর্ত্তিকে একাম্বর নাথের ভোগমূর্ত্তির সহিত রাত্রিকালে একঘরে রাখা হয়। এখানে অনেকগুলি লিঙ্গ আছে। প্রবাদ আছে, কোন সময়ে একাম্বর নাথ একমুষ্টি বালুকা ছড়ান, তাহাতে যতগুলি বালুকাকণা ছিল, ততগুলি লিঙ্গমূর্ত্তি হয়। বিষ্ণুকাঞ্চীতে প্রভু লক্ষ্মী নারায়ণ দর্শন করেন। এখানে বরদারাজ স্বামির (বিষ্ণুর) মন্দির সম্বন্ধে এক ইতিহাস আছে। কোন সময়ে সরস্বতী দেবী ব্রহ্মার উপর অসন্তুষ্ট হয়েন। কাঞ্চীপুরে যজ্ঞ করিলে শত যজ্ঞের

ফললাভ হয় বলিয়া, ব্রহ্মা অশ্বমেধযজ্ঞ করিবার মানসে ঐ স্থানে যজ্ঞস্থল নির্ম্মাণ করেন। উহার উত্তরদ্বার নারায়ণবন, পশ্চিমদ্বার বিরিঞ্চিপুর, দক্ষিণদ্বার চিঙ্গালিপুত, পূর্ব্বদ্বার মহাবল্লীপুর। দেবী সরস্বতী নারদের মুখে ব্রহ্মার যজ্ঞকথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিতা হয়েন এবং তিনি নদীরূপা হইয়া যজ্ঞস্থল ভাসাইতে আগমন করেন। ব্রহ্মা ইহা জানিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, বিষ্ণু আসিয়া নদী রোধ করিলে, অন্তঃসলিলা হইয়া নদী বহিতে লাগিল। বিষ্ণু তখন অনন্যোপায় হইয়া উলঙ্গাবস্থায় এদোক্কারি নামক স্থানে নদীর সম্মুখে পতিত হইলে, দেবী লজ্জায় অধোমুখী হইয়া পূর্ব্বাভিপ্রায় ত্যাগ করেন। যজ্ঞাগ্নিতে বরদাতা বিষ্ণুই বরদারাজ নামে অভিহিত হয়েন। প্রভু ত্রিকালহস্তীতে ও পক্ষতীর্থে মহাদেব, পরে বৃদ্ধকালতীর্থে শ্বেতবরাহ দর্শন করেন। শিয়ালীভৈরবী দেবী, তাঞ্জোরের অন্তর্গত শিয়ালী নামক স্থানে অবস্থিত। কোন সময়ে তনজান নামক এক রাক্ষস এইস্থানে দৌরাত্ম্য করিত। বিষ্ণু উহাকে নিহত করিলে, রাক্ষস প্রার্থনা করে, তাহার নামে এই নগরটি অভিহিত হয়। তদবধি উহা তঞ্জাপুর নামে বিখ্যাত। এক্ষণে উহার নাম তাঞ্জোর ॥ ১৭॥

(৮৬ পা।) "গো সমাজ………মহাপ্রভুর মন॥" এই ১৮শ হইতে ২১শ পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ সরল। কুম্ভকর্ণকপালের, কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলিতে এক সরোবর হইয়াছিল। এক্ষণে ইহার নাম কাম্বকানম্। পাপনাশনে, কৃষ্ণানদীর শাখা নদীর তীরে। মানিলকৃতার্থ, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিল। চাতুর্ম্মাস্য, বর্ষার চারিমাস। ইহা একটি ব্রত বিশেষ।

আষাঢ় মাসের শুক্লাদ্বাদশী বা পৌর্ণমাসী অথবা সংক্রান্তি হইতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লাদ্বাদশী বা পৌর্ণমাসী অথবা সংক্রান্তি পর্য্যন্ত এই ব্রত করিবে। শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষা ত্যাগ করিবে। ঐ ব্রত মধ্যে কেবল রাত্র-ভোজনে তীর্থযাত্রার ফল হয়। পঞ্চগব্য ভোজনে চান্দ্রায়ণ ব্রতের ফল ইত্যাদি, হরিভক্তিবিলাসে অন্যান্য বিষয় দেখিবেন বা গুরুর নিকট জ্ঞাত হইবেন।

হৈল উপসন্ন, উপস্থিত হইল। কৃপায় কৃপাপূর্ব্বক। তার ঘরে, বেঙ্কটভট্টের ঘরে। আবর্ত্তন, আবৃত্তি পাঠ। অষ্টাদশাধ্যায়, গীতার আঠারঅধ্যায়। তাহা, নিন্দা বা হাস্য। যাবৎপঠন, যে পর্য্যন্ত পাঠ করেন ॥ ১৮-২১ ॥

(৮৬।৮৭ পা) "মহাপ্রভু পুছিলা… করিলা অপার॥" এই ২২শ হইতে ২৪শ পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ সরল। তারে, বৈষ্ণবব্রাহ্মণকে। তোত্র, চাবুক। যাবৎ পঢ়ো, যে পর্য্যন্ত পাঠ করি। তাঁর, শ্রীকৃষ্ণের। এই লাগি, শ্রীকৃষ্ণের দরশন পাই বলিয়া। তাহা হইতে, অর্জ্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণ দরশন হইতে। কৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যে, কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি দ্বারা। এই লাগি, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ জন্য। ২২-২৪ ॥

(৮৭ পা) "কস্যেতি॥" এই ষষ্ঠ শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের অষ্টমে ৭২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। "এই লাগি সুখ ভোগ" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনেত্যাদি ॥ ৬॥

(৮৭ পা।) "ভট্ট কহে……কৃষ্ণের সঙ্গম॥ এই ২৫শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। "সাধ্বী হয়া কেনে" এই পূর্ব্ব পয়ারে মহাপ্রভু পরিহাস বাক্য দ্বারা

লক্ষ্মীর যে কুলটা দোষ দেখাইয়াছেন, ঐ দোষ নিরাস পূর্ব্বক ভট্ট বলিতেছেন, "কৃষ্ণ" ইত্যাদি। কৃষ্ণ এবং নারায়ণ একই স্বরূপ হইলেও, কৃষ্ণে বৈদগ্ধ্যাদি গুণ বিশেষ থাকায়, লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গম প্রার্থনায় তপস্যা করেন। এইরূপ করাতেও কোন দোষ দেখা যায় না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ অভিন্ন ॥২৫॥

(৮৭ পা) "সিদ্ধান্তত" ইতি। এই সপ্তম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ যে স্বরূপতঃ অভিন্ন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক। প্রেমময়-রসের এরূপ স্বভাব যে,শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে দর্শন করায়। অতএব লক্ষ্মী-দেবীও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গজন্য তপস্যা করেন ॥৭॥

(৮৭ পা) "কৃষ্ণসঙ্গে.........শাস্ত্রে শুনি ॥" এই ২৬শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলে লক্ষ্মীর কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা ধর্ম্ম কখন নষ্ট হয় না। অথবা তাপনী-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

"যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য ভূতানি বিদধাতি
স বো হি স্বামী ভবতি ॥"

যিনি স্থাবরজঙ্গমে আবিষ্ট হইয়া প্রাণীসকলকে ধারণ করেন, সেই গোবিন্দই তোমাদের (লক্ষ্মী-গণের) স্বামী।

অতএব কৃষ্ণসঙ্গে লক্ষ্মীর পতিব্রতা-ধর্ম্ম যায় না ; বরং বিশেষ লাভ আছে। আর পরমরসকদম্বময়বিলাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। নারায়ণরূপে ঐ বিলাস হয় না। বিনোদিনী, ক্রীড়াকামিনী। ইহাতে, শ্রীকৃষ্ণ অভিপ্রায়ে ॥ ২৬ ॥

(৮৭ পা) "নায়মিতি।" এই অষ্টম শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের অষ্টমে ৬৮ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। "রাস না পাইলা লক্ষ্মী" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৮॥

(৮৮ পা) "লক্ষ্মী কেনে......শ্রুতি-গণ ॥" এই ২৭শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। প্রভু কহিলেন, লক্ষ্মী তপস্যা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে পান নাই; কিন্তু শ্রুতিগণ পাইলেন, ইহার কারণ কি ? ॥ ২৭ ॥

(৮৮ পা) "নিভৃতেতি।" এই নবম শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের অষ্টমে ৭৭ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। "তপ করি কৈছে" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৯ ॥

(৮৮ পা) "শ্রুতি পায়...ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥" এই ২৮শ ও ২৯শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ইহা, শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণকে পান, লক্ষ্মী পান না কেন, এ বিষয়ে। কোটি-সমুদ্রগম্ভীর, কোটি সমুদ্র হইতেও গম্ভীর। লীলামর্ম্ম, লীলার তত্ত্ব। জিনি, খেলাতে শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিয়া। তথাহি ভাগবতে দশমে—

"উবাহ ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।

খেলায় পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে বহন করেন।

ঐশ্বর্য্য জ্ঞান নাহি, স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা বলিয়া ব্রজ-লোক কৃষ্ণকে জানেন না। নিজ সম্বন্ধ মনন অর্থাৎ আমার সখা, আমার পুত্র ইত্যাদিরূপ অভিমান করেন ॥ ২৮।২৯ ॥

(৮৮ পা) "নায়মিতি।" এই দশম শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের অষ্টমে ৭৮ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। ব্রজলোকের

অনুগতি ভিন্ন ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না, এই শ্লোক দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিলেন। শ্রুতিগণ ব্রজদেবীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিলেন; লক্ষ্মী ব্রজদেবীগণের অনুগত না হইয়াই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিলেন, এই হেতু তিনি লাভ করিতে পারিলেন না ॥১০॥

(৮৮ পা) "শ্রুতিগণ...তেঁহ মন॥" এই ৩০৫ হইতে ৩২৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ব্রজেশ্বরীসুত, শ্রীকৃষ্ণ। দেবী, লক্ষ্মী। অন্যদেহে, গোপীদেহ ব্যতীত অপর দেহে। তাঁহার, নারায়ণের। সর্ব্বোপরি কক্ষা, সকল সাধনের শ্রেষ্ঠ স্থানে অবস্থিত নারায়ণের ভজন। এই অর্থাৎ নারায়ণভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পরিহাসদ্বারে, উপহাসবাক্য দ্বারা। পরিহাসদ্বারে, প্রভু কি কথা বলেন, তাহাই বলিতেছেন, "স্বয়ং" ইত্যাদি। শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি হওয়াতেই শ্রীকৃষ্ণ, লক্ষ্মী প্রভৃতির মন হরণ করেন ॥ ৩০-৩২ ॥

(৮৮ পা) "এতে চাংশেতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির দ্বিতীয়ে ২২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। ইহার তাৎপর্য্য ভাবার্থব্যাখ্যার ৫৭ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। "কৃষ্ণের বিলাস" ইতি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১১ ॥

(৮৮ পা) "নারায়ণ... ... .স্বয়ং ভগবান্॥" এই ৩৩৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান, তৎসম্বন্ধে অন্য যুক্তি দেখাইতেছেন, "নারায়ণ" ইতি। নারায়ণ ও কৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ বেণু মাধুর্য্যাদি গুণ। ঐ অসাধারণ গুণ থাকাতেই শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীর মন হরণ করেন। যে পড়িলে শ্লোক অর্থাৎ "সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদে ইতি।" এই শ্লোক যে বলিলে। সেই শ্লোকে, তোমার কথিত "সিদ্ধান্ততেতি" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ তাহার প্রাপ্তি হয় ॥ ৩৩ ॥

(৮৮ পা) "সিদ্ধান্ততেতি।" এই শ্লোক বলিয়া ভট্টের কথিত শ্লোককে স্মরণ করাইলেন। পর পয়ার দ্বারা এই শ্লোকের অর্থ করতঃ এই শ্লোকোক্ত শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ব স্থাপন করিতেছেন॥১২॥

(৮৮ পা) "স্বয়ং... ...অনুরাগে ॥" এই ৩৪৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া লক্ষ্মীর মন হরণ করেন। নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ না হওয়াতে গোপীগণের মন হরণ করিতে পারেন না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের মন হরণ করিতে সমর্থ। নারায়ণের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোপীগণের অনুরাগ ভাজন হইতে পারেন নাই ॥ ৩৪ ॥

(৮৯ পা) "গোপীনামিতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির সপ্তদেশে ১৪২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। "চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দেখায়"। এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১৩ ॥

(৮৯ পা) "এত কহি.....নানাকাররূপ॥" এই ৩৫৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। এত কহি, "স্বয়ং ভগবান" এই

পূর্ব্ব পয়ার হইতে "সেই কৃষ্ণে" পয়ার পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত বাক্য বলিয়া। তাঁর, বেঙ্কটভট্টের। যাতে, যে সিদ্ধান্তে। কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ, কৃষ্ণসঙ্গ জন্য রসের আস্বাদন। গোপীদ্বারে, গোপীরূপে। ঈশ্বরত্বে যেমন কৃষ্ণ ও নারায়ণ অভেদ, তদ্রূপ গোপী ও লক্ষ্মী তত্ত্বতঃ অভেদ। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়কারিণী। অতএব শ্রীরাধাই শ্রীলক্ষ্মী হওয়াতে, লক্ষ্মী গোপীরূপে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ করিলে কোন দোষ হয় না। অথবা, ভট্টকে আনন্দ দিবার জন্য ঐ কথা বলেন। গোপী ও লক্ষ্মীর যে অভেদ, তাহা সদৃষ্টান্তে বলিতেছেন, "একই" ইতি ॥৩৫॥

(৮৯ পা) "মণির্যথেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "একই ঈশ্বর ভক্তের" ইতি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১৪ ॥

(৮৯ পা) "ভট্ট কহে··· ...শ্রীশচীনন্দন॥" এই ৩৬৫ ও ৩৭৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। তাঁর কৃপায়, লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপায়। শ্রীরঙ্গ, শ্রীরঙ্গনাথ। এই রঙ্গলীলা, এইরূপে মনোহরলীলা॥৩৬।৩৭॥

(৮৯ পা) "ঋষভপর্ব্বত ··· হরষিত হঞা॥" এই ৩৮৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। চলি আইলা, গমন করিলেন। ঋষভ পর্ব্বত, নীলপর্ব্বতের শৃঙ্গবিশেষ; ইহা মাদুরার নিকট। ইহার বর্ত্তমান নাম পাল্‌নিহিল্। এখানে শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি আছেন। পরমানন্দপুরী, ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। তাঁহা, ঋষভ পর্ব্বতে। পাশ, নিকট। তারে, মহাপ্রভুকে। সেই বিপ্রঘরে, যে বিপ্রের ঘরে পরমানন্দপুরী ছিলেন। তাঁর ঠাঞি, পরমানন্দপুরীর নিকট ॥ ৩৮ ॥

(৯০ পা) "পরমানন্দপুরী .....কহে নিরন্তর॥" এই ৩৯৫ হইতে ৪১৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। শ্রীশৈল, মলয় পর্ব্বতের বা পশ্চিমঘাটের অংশ। যখন মহাপ্রভু শ্রীশৈলে আসেন, তখন হরপার্ব্বতী ব্রাহ্মণবেশে ঐ স্থানে বাস করেন। তাঁহা, শ্রীশৈলে। দুঁহার, শিবদুর্গার। নিভৃতে, গোপনে। তাঁর সনে, শিবের সহিত। ইষ্টগোষ্ঠী, পরমার্থতত্ত্বনির্ণয়ের সভা। দক্ষিণ মথুরা, বর্ত্তমান মাদুরাই দক্ষিণ মথুরা। সেই বিপ্র, দক্ষিণ মথুরায় যে বিপ্রের সহিত দেখা হয়। কৃতমালায়, কৃতমালানদীতে স্নান ও মীনাক্ষীদেবীকে প্রভু দর্শন করেন। ভিক্ষা কি দিবেক, ভোজন কি করাইবে। ইহার কারণ বলিতেছেন, "বিপ্র পাক নাহি করে।" তারে, বিপ্রকে। বিপ্র পাক করেন নাই কেন? তাহার হেতু বলিতেছেন, "বিপ্র কহে" ইত্যাদি। শ্রীরামের ভাবে আবিষ্ট থাকাতে বিপ্র পাক করেন নাই এবং সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু মোর" ইত্যাদি। প্রয়োজন, আরম্ভন। নির্ব্বিণ্ণ, নির্ব্বেদযুক্ত। হুতাশ, খেদ। সীতার আকৃতি মায়া অর্থাৎ মায়াসীতা॥৩৯-৪১॥

(৯০ পা) "সীতয়ারাধিত ইতি।" এই শ্লোক দুইটির তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।" সীতার আকৃতি মায়া" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥১৫।১৬ ॥

(৯১ পা) "বিশ্বাস করহ… …দিলে দরশন ॥" এই ৪২৫ হইতে ৪৪৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। তারে, বিপ্রকে। ধনুতীর্থ, লক্ষ্মণের অগ্রভাগ দ্বারা সমুদ্রের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ধনুতীর্থের উৎপত্তি হয়। রামেশ্বর, শ্রীরামের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের নাম। তার মধ্যে, কূর্ম্মপুরাণের ব্যাখ্যার মধ্যে। সেই পত্রী, যে পত্রীতে "সীতয়ারাধিতঃ" শ্লোক লিখন আছে ॥ ৪২-৪৪ ॥

(৯১।৯২ পা) "মহাদুঃখ হৈতে……ন্যায় নাহি বাসি ॥" এই ৪৫ ও ৪৬ পয়ারের ভাবার্থ সরল। সে দিনে, যে দিনে আপনি প্রথম আসিয়াছিলেন। পাণ্ড্যদেশ তাম্রপর্ণী, তাম্রপর্ণী নদীর তীরবর্ত্তী পাণ্ড্যদেশ। মল্লার দেশেতে, মালবার দেশে। সরল বিপ্রের, মহাপ্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাসের। তাহার উদ্দেশে, কৃষ্ণদাসের অনুসন্ধানে। ন্যায় নাহি বাসি, উচিত বলিয়া বোধ করি না ॥ ৪৫।৪৬ ॥

(৯২ পা) "শুনি সব… … …পরম সাধন ॥" এই ৪৭ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ সরল। ধাঞা, দৌড়িয়া। তাঁহা গোষ্ঠী হৈল, পয়স্বিনী-নদীর তীরে আদিকেশবমন্দিরে সভা হইল। অনন্ত পদ্মনাভ, এখানে অনন্তেশ্বর নামে শিব এবং পদ্মনাভ নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন। পয়োষ্ণী, নদীবিশেষ। এখানে মাধ্বাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত একটি দেবস্থান আছে। সিংহারিমঠ, শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া এইস্থানে এক চক্রের সম্মুখে সরস্বতীকে স্থাপন করিয়া মঠ নির্ম্মাণ করেন। তত্ত্ববাদী, যাঁহারা সকল বস্তুকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করে। উড়ুপকৃষ্ণ, মাধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক স্থাপিত বালগোপালমূর্ত্তি।" গোপীচন্দন ভিতরে" ইত্যাদি।

কোন সময়ে এক সওদাগর দ্বারকা হইতে জাহাজে করিয়া আসিতেছিলেন, এই স্থানে তাহার পোত জলমগ্ন হয়। সেই পোতে অনেক গোপীচন্দন ছিল, তন্মধ্যে এক গোপালমূর্ত্তি ছিলেন। ঐ মূর্ত্তি মাধ্বাচার্য্যকে স্বপ্নে আদেশ করেন, তুমি এইস্থান হইতে আমাকে লইয়া যাও। মাধ্বাচার্য্য ঐ মূর্ত্তি আনয়ন করেন; ইনিই নর্ত্তক গোপাল।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ অর্থাৎ বর্ণাশ্রমোচিতধর্ম্ম আচরণ এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে সেই ধর্ম্মের ত্যাগ। কৃষ্ণপ্রেমসেবাফলের, কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণসেবারূপ ফলের ॥ ৪৭-৫০ ॥

(৯২ পা) "শ্রবণমিতি।" এই সপ্তদশ শ্লোকের তাৎপর্য্য, শ্রবণকীর্ত্তনাদি যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভের প্রধান উপায় এই শ্লোকে তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন। শাস্ত্র শ্রীভাগবতশাস্ত্র। শ্রবণাদিই যে প্রেমের শ্রেষ্ঠ সাধন, তাহা শ্রীজীব গোস্বামী দেখাইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাময় শব্দসকলের কর্ণস্পর্শের নাম শ্রবণ। শ্রবণাদি নয়টি লক্ষণ যাঁহার, তাহাই ভগবদ্বিষয়িকা ভক্তি। শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তির আচরণকারীরই অধ্যয়ন উত্তম। ভক্তি কি, তথাহি শ্রুতিঃ—

"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যেনা-মুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্যম্।"

ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণের ভজন, ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় কামনা নিরাস পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে মনের যে

অর্পণ, তাহাই ভজন ও ভক্তি। এই নবলক্ষণে সমুচ্চয়ের আবশ্যক নাই। এই নববিধা ভক্তির মধ্যে একাঙ্গ অর্থাৎ শ্রবণাদির কোন একটি সাধন করিলে সাধ্যবস্তু প্রেমের লাভ হয়। ভিন্ন শ্রদ্ধা ও রুচিবশতঃ কোন স্থানে অন্য অঙ্গের মিশ্রণও দেখা যায়। এখানে নবলক্ষণ শব্দ সামান্য উক্তি দ্বারা ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য জানিবেন। রসামৃতোক্ত গুরুপাদাশ্রয়াদি চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ ইহার মধ্যে অন্তর্ভাবিত আছে। নামাদিশ্রবণ ভক্ত্যঙ্গের ক্রম। যদিও নামরূপাদির মধ্যে যে কোন একটিরই হউক বা বিপর্য্যয়রূপে হউক উহার অনুষ্ঠান করিলে সিদ্ধ হয়, তথাপি প্রথমে অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য নামশ্রবণ আবশ্যক। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপশ্রবণে রূপের উদয় যোগ্য হয়। রূপ সম্যক্‌রূপে উদিত হইলে গুণের স্ফূর্ত্তি হয়। গুণ সম্যক্‌রূপে স্ফুরিত হইলে পরিকর-বৈশিষ্ট্যে গুণের বৈশিষ্ট্য সম্পাদিত হয়। অনন্তর নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর সম্যক্‌রূপে স্ফুরিত হইলে সুন্দররূপে লীলার স্ফূর্ত্তি হয়। এই অভিপ্রায়ে সাধনের ক্রম লিখিত হইল। মহৎগণের মুখ হইতে যদি নাম শ্রবণ হয়, তবে নামাদি-শ্রবণের অধিকতর মাহাত্ম্য এবং শ্রবণবিষয়ে জাত-রুচিগণের পরম সুখপ্রদ হয়। মহৎগণের মুখ হইতে শ্রবণ দুই প্রকার, মহৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধের শ্রবণ ও মহৎ কর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান বিষয়ের শ্রবণ। তাদৃশ প্রভাবময় শব্দাত্মক ও পরমরস-ময় শ্রীভাগবতের শ্রবণই অতীব শ্রেষ্ঠ। কেন না, প্রকাশিত প্রবন্ধময় ভাগবত নারায়ণ কর্ত্তৃক বিরচিত এবং শুকদেব কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হওয়ায়, উঁহার শ্রবণ শ্রেষ্ঠ। পূর্ণ ও ভগবত্ব হেতু শ্রীকৃষ্ণ-নামাদির শ্রবণ, পরম ভাগ্য বশতঃই সম্পন্ন হয়। কীর্ত্তনাদিতেও এইরূপ জানিতে হইবে। নাম রূপাদির উচ্চ ভাষণকে কীর্ত্তন বলে। সম্প্রতি যাহা স্বয়ং কীর্ত্তন কর, তাহাও শুকদেবাদি মহজ্জ-নের পূর্ব্ব কীর্ত্তিত; ইহাই অনুসন্ধান পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিবে। শ্রবণ ব্যতীত, শ্রীকৃষ্ণের নামরূপাদি জানা যায় না বলিয়া, কীর্ত্তনের অগ্রে শ্রবণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষ, যদি সাক্ষাৎ মহৎকৃত কীর্ত্তনের শ্রবণভাগ্য না হয়, তবে স্বয়ং পৃথক্ কীর্ত্তন করিবে, কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রবণভাগ্য হইবে। "তদ্বাগ্বিসর্গোজনতাঘবিপ্লব" ইত্যাদি শ্লোকে টীকা-কারও বলিয়াছেন, নাম শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিবে; শ্রবণ যদি না হয়, তবে স্বয়ংই গান করিবে। পূর্ব্ববৎ কীর্ত্তনেও নাম, রূপ ও গুণাদির ক্রম জানিবেন। লজ্জারহিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গানই নামকীর্ত্তন; ইহাই প্রশস্ত। এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি দীনজনের বিষয়পাররূপা ও করুণাময়ী। ইহা শ্রীকৃষ্ণৈকপরতাসম্পাদনার্থা। কলিতে তপঃ, যোগ, বিদ্যা ও যজ্ঞাদিক্রিয়া সাঙ্গ না হওয়ায়, কলির লোক স্বভাবতঃই দীন। এই দীন লোকে নামকীর্ত্তন আবির্ভূত হইয়া সত্যাদিযুগগত সর্ব্বসাধনের ফল, দীনগণকে প্রদান করতঃ কৃতার্থ করিলেন; যে কীর্ত্তনে ভগবান্ বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হয়েন। কীর্ত্তনাদি ভক্তিমাত্রে দেশকালাদির নিয়ম নাই। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিতে দশটি অপরাধ পরিত্যাগ করিবে। দশাপরাধ যথা,— সাধুনিন্দা, বিষ্ণু ও শিব নামের পৃথক্ মনন, গুরুকে অবজ্ঞা, শাস্ত্রনিন্দা, নামে অর্থবাদ, কল্পনা, নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের সাম্য মনন, বিমুখজনে নামোপদেশ, নাম শ্রবণে অপ্রীতি। অবিশ্রান্তভাবে নাম করিলে দশবিধ নামাপরাধ হইতে মুক্ত হয়। অথবা, কৃষ্ণকৃপায় অপরাধের ভোগ নষ্ট হয়। এই কীর্ত্তনে দৈন্য, নিজাভীষ্টমত বিজ্ঞপ্তি ও স্তবাদি পাঠ অন্তর্ভাবিত। কীর্ত্তনাদির পর শরণাপত্তি প্রভৃতি দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে নির্ব্বিদ্যমান ব্যক্তি নামাদিকীর্ত্তন ত্যাগ না করিয়া স্মরণ করিবে। যৎকিঞ্চিৎ মনের দ্বারা নামরূপাদির অনুসন্ধানই স্মরণ। নামাদি সম্বন্ধে স্মরণ বহুবিধ। পূর্ব্ববৎ ক্রমোপাসনা রীতি দ্বারা [illegible] গুণ, পরিকরসেবা ও লীলার স্মরণ জানিবেন।

স্মরণ সামান্যতঃ পঞ্চবিধ। ১। মনোদ্বারা যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানই স্মরণ, ২। সকল স্থান হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া সামান্যাকারে রূপাদিতে মন ধারণাই ধারণা, ৩। বিশেষরূপে রূপাদির চিন্তন ধ্যান, ৪। অমৃতধারার ন্যায় মনের অনবচ্ছিন্নতা ধ্রবানুস্মৃতি, ৫। ধ্যেয় বস্তুর কেবল স্ফূরণই সমাধি। ইহা শান্তভক্তের হয়। দাসাদিভক্তের সমাধিতে লীলাদিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি পান। অনন্তর রুচি ও শক্তি হইলে স্মরণ ত্যাগ না করিয়া পাদসেবা করিবে। কাল ও দেশাদিতে যথোচিত পরিচর্য্যাই পাদসেবন। পাদসেবায় পাদশব্দ দ্বারা ভক্তিই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব সেবার সাদরত্ব বিধান হইল। ইহাতে শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, স্পর্শন, পরিক্রম, অনুব্রজন, সাধুসঙ্গ, তুলসীসেবা, ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম, দ্বারকা মথুরাদি, তদীয় তীর্থস্থানে গমনাদি পর্য্যন্ত ভক্ত্যঙ্গসকল অন্তর্ভাবিত। অনন্তর অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে, মন্ত্রগুরুকে আশ্রয় করিবে এবং তাঁহার নিকট অর্চ্চনমার্গ বিশেষরূপে জানিবে। কারণ, প্রদত্ত মন্ত্রদেবতার অনুরূপ ভজনোপদেশ প্রদান করিতে মন্ত্রদাতা গুরুই সমর্থ। অসমর্থ হইলে অন্যের নিকট জানিবে। আগমোক্ত আবাহনাদি ক্রম যাহার, তাহাই অর্চ্চন নামে কথিত হয়। যদিও ভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিতে কথিত অর্চ্চনের ন্যায়, অর্চ্চনমার্গের আবশ্যক নাই, অর্চ্চন ব্যতীতও শরণাপত্তি প্রভৃতির একটি অনুষ্ঠানে পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়; তথাপি দীক্ষা বিধান দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত বিশেষসম্বন্ধবিশিষ্ট গুরুর চরণ আশ্রয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহা শ্রীনারদাদি কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথের অনুসরণকারী ব্যক্তিগণ দেখাইয়াছেন।

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সঙ্ক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥"

যে মন্ত্র দিব্য জ্ঞানকে প্রদান করে এবং পাপকে ক্ষয় করে, তত্ত্বজ্ঞগণ তাহাকে দীক্ষা বলেন। মন্ত্রলোচ্ছুকগণ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অবশ্য অর্চ্চন করিবে। দীক্ষিতগণ মধ্যে যাঁহারা ধনী গৃহস্থ, তাঁহাদের অর্চ্চনমার্গই শ্রেষ্ঠ সাধন। বসুদেবকে মুনিগণ বলিয়াছেন—

"অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ ॥"

শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিজবিত্ত দ্বারা কৃষ্ণের অর্চ্চনই গৃহস্থগণের মঙ্গলকর পথ। বিত্ত থাকিতে বিত্ত দ্বারা অর্চ্চন না করিয়া নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় কেবল স্মরণাদি নিষ্ঠা করিলে, তাহাদের বিত্তশাঠ্য প্রতিপত্তি হয় এবং অন্য দ্বারা যাহারা অর্চ্চনাদি করায়, তাহারা ভগবানে অশ্রদ্ধাময়ত্ব হেতু অতি নীচ। গার্হস্থ্যধর্ম্মের দেবতাযাগরূপ শাখাপল্লবাদি সেকস্থানীয় মূলসেকরূপ শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন। উহা না করিলে মহাদোষ হয় এবং নরকে পতন হয়। তথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্।
অপূজ্য ভোজনং কুর্ব্বন্নরকাণি ব্রজেন্নরঃ ॥"

অর্থাৎ শ্রীহরিকে পূজা না করিয়া ভোজন করিলে নরকে যায়। অর্চ্চনমার্গে বিধি অবশ্য অপেক্ষনীয়। যদি বল, মন্ত্র ভগবন্নামাত্মক। তন্মধ্যে নমঃ শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত মন্ত্র দ্বিবিধ। একটি শ্রীভগবান্ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক সমর্পিত শক্তি বিশেষ, অপরটি শ্রীভগবানের সহিত আত্মসম্বন্ধ বিশেষ প্রতিপাদক। তন্মধ্যে কেবল নিরপেক্ষ শ্রীভগবানের নাম পরম পুরুষার্থ প্রেম পর্য্যন্ত প্রদানে সমর্থ। অতএব নামের অধিক সামর্থ্য দেখা যাইতেছে, সুতরাং দীক্ষাদি অপেক্ষার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ নাম করিলেই যখন প্রেম লাভ হয়, তখন দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন কি? তদুত্তর, যদিও স্বরূপতঃ সম্বন্ধ নাই, তাহা হইলেও প্রায় স্বভাবতঃ দেহাদিসম্বন্ধ দ্বারা কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত মনুষ্যগণের বিক্ষিপ্তচিত্তের সঙ্কোচের জন্য শ্রীমৎ-ঋষিগণ এই অর্চ্চনমার্গে দীক্ষা গ্রহণের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। অতএব সেই মর্য্যাদালঙ্ঘন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অতএব উভয়ের পরস্পর [illegible] ও অপেক্ষা রহিল না। গোপালমন্ত্র [illegible],

সুসিদ্ধ ও আর বিচার নাই। এই অর্চ্চন দ্বিবিধ, কেবলার্চ্চন ও কর্ম্মমিশ্রার্চ্চন। অর্চ্চনের অঙ্গ-সকল আগমাদিতে বা গুরুর নিকট জানিবেন। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, কার্ত্তিকাদিব্রত ও একাদশীব্রতাদি এই অর্চ্চনে অন্তর্ভাবিত। এই মার্গে যে অপরাধ আছে, তাহা ত্যাগ করিবেন। অপরাধ যথা, বরাহ পুরাণে;—পাদুকা লইয়া ভগবদ্গৃহে গমন, যানে আরোহণ করিয়া মন্দিরে গমন, দেবতার উৎসবাদির অনাদর, দেবতার অগ্রে প্রণাম না করা, উচ্ছিষ্ট ও অশৌচ অবস্থায় ভগবানের বন্দনাদি, একহস্তদ্বারা প্রণাম, প্রদক্ষিণ কালে দেবতার সম্মুখে আসিয়া যে রীতিতে প্রদক্ষিণ করা হইতেছিল, সেই রীতির পরিবর্ত্তন না করিয়া প্রদক্ষিণ করা, দেবতার অগ্রে পাদপ্রসারণ, তদগ্রে কটিবন্ধন, তদগ্রে শয়ন, তদগ্রে ভক্ষণ, তদগ্রে মিথ্যাকথা বলা, তদগ্রে উচ্চকথন, তদগ্রে পরস্পর অন্য বিষয় আলাপন, তদগ্রে রোদনাদি, তদগ্রে কাহারও নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করা, তদগ্রে নিষ্ঠুর ক্রূরবাক্য বলা, তদগ্রে কম্বল দ্বারা গাত্র আবরণ, তদগ্রে পরনিন্দা, তদগ্রে পরস্তুতি, তদগ্রে অশ্লীলবাক্য বলা, তদগ্রে অধোবায়ুত্যাগ, সামর্থ্যসত্ত্বে মুখ্য উপচার না দিয়া গৌণ উপচার প্রদান, অনিবেদিত বস্তু ভক্ষণ, যে সময়ের যে ফলাদি তাহা না দেওয়া, ভুক্ত বা ব্যবহৃত ব্যঞ্জনাদির অবশেষ সমর্পণ, দেবতাকে পশ্চাতে রাখিয়া উপবেশন, দেবতার অগ্রে অন্য ব্যক্তিকে অভিবাদন, গুরু কোন প্রশ্ন করিলে উত্তর না দেওয়া, নিজের প্রশংসাকরণ, দেবতার নিন্দন, রাজান্নভক্ষণ, অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তিস্পর্শন অনিয়মে বিগ্রহ সমীপে গমন, বাদ্য ব্যতীত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন, কুকুরাদি কর্ত্তৃক দূষিত ভক্ষ্য বস্তুর সংগ্রহ, পূজাকালে কথা বলা, পূজাকালে মূত্র পুরীষাদি ত্যাগার্থ গমন, গন্ধমাল্যাদি প্রদান না করিয়া ধূপদান, অযোগ্যনিষিদ্ধ পুষ্পাদি উপহার দ্বারা পূজন, দন্তধাবন না করিয়া, স্ত্রীসংসর্গের পর শুচি না হইয়া, রজস্বলা স্ত্রী, দীপ ও মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া রক্ত, নীল, অধৌত ও অন্যের বস্ত্র পরিধান করিয়া, শব দর্শন করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, শ্মশান ভ্রমণ করিয়া, ভুক্তান্নের অপরিপাক অবস্থায়, কুসুম্ভ ফুল, কুসুম্ভশাক ও তিলকল্ক বা হিঙ্গ ভোজন করিয়া, তৈলমর্দ্দন করিয়া, শ্রীবিগ্রহের স্পর্শ বা তাঁহার কোন কার্য্য করা; দেবতার সম্মুখে তাম্বূলচর্ব্বণ, এরণ্ডাদি নিষিদ্ধপত্রস্থ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চন, আসুরকালে পূজন, কাষ্ঠাসনে বা ভূমিতে বসিয়া দেবতার পূজা, দেবতাকে স্নান করাইবার সময় বামহস্ত দ্বারা দেবতাস্পর্শ, শুষ্ক বা যাচিত পুষ্প দ্বারা পূজা, পূজাকালে থুথু ফেলা, পূজা বিষয়ে বা পূজাকালে আত্মশ্লাঘা, বক্রভাবে তিলক করা, পাদপ্রক্ষালন না করিয়া মন্দিরে গমন, অবৈষ্ণব কর্ত্তৃক পক্ক বস্তুর নিবেদন, অবৈষ্ণবের সম্মুখে পূজন, নখস্পৃষ্ট জল দ্বারা স্নান করান, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পূজন, নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন ও ভগবানের নাম লইয়া শপথাদি করণ ইত্যাদি অনেক অপরাধ শাস্ত্রদৃষ্টে জানা যায়। ব্যাসদেব এই সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয় করিয়াছেন,—

"অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশব॥"

যে প্রতিদিন গীতার এক অধ্যায় পাঠ করে, কেশব তাহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করেন। এই পূজামার্গে মানসপূজাও বিহিত আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উক্ত হইয়াছে, প্রতিষ্ঠানপুরে এক দরিদ্র সরল বিপ্র বাস করিতেন। তিনি দেহকে কর্ম্মাধীন জানিয়া নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিতেন। কোন দিন তিনি ব্রাহ্মণসভায় বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রবণ করেন। মনের দ্বারাও বৈষ্ণবধর্ম্মাচরণে সিদ্ধ হয়, ইহা জানিয়া, সেইদিন হইতে ঐ ধর্ম্ম আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর প্রত্যহ গোদাবরীতে স্নান করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাপন করতঃ শান্তমতি হইয়া প্রাণায়ামাদি পূর্ব্বক স্থিরচিত্ত হওতঃ মনের দ্বারা অভিমত শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করতঃ ভগবন্মন্দিরমার্জ্জন পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া

সৌবর্ণঘটে গঙ্গাদি তীর্থ সকলের জল আহরণ পূর্ব্বক নানা পরিচর্য্যার দ্রব্য দ্বারা স্নানাদি হইতে আরাত্রিক পর্য্যন্ত মহারাজের ন্যায় উপচার দ্বারা পূজা সমাপন করিয়া প্রতিদিন অতিসুখে কাল-যাপন করিতেন। এইরূপে বহুদিন গত হইলে কোনদিন শ্রীভগবানের ভোজন জন্য ঘৃতের সহিত পরমান্ন নির্ম্মাণ করিয়া সৌবর্ণপাত্রে রাখিলেন, পরে উত্তপ্ত বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যে অঙ্গুলিদ্বয় প্রবেশ করাতেই উহা দগ্ধ হইল এবং সখেদে বলিলেন, এরূপ উত্তপ্ত বস্তু ভগবানে অর্পণ করিতেছিলাম? এই দুঃখে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইলে বাহ্যেও দগ্ধা-ঙ্গুলির যন্ত্রণায় পীড়িত হইলেন। বৈকুণ্ঠে শ্রী-প্রভৃতির সহিত উপবিষ্ট বৈকুণ্ঠনাথ ঐ ভক্ত বিপ্রের অবস্থা জানিয়া হাস্য করিলেন। শ্রীপ্রভৃতি প্রিয়া-গণ হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসিলে, বৈকুণ্ঠনাথ তাঁহা-দিগকে সঙ্গে লইয়া ঐ ভক্ত সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাসির কারণ দেখাইলেন এবং ভক্তকে যোগ্যস্থান প্রদান করিলেন। বন্দন যদিও অর্চ্চনের অঙ্গরূপ, তথাপি কীর্ত্তন, স্মরণের ন্যায় স্বাতন্ত্র্যভাবে বলি-বার অভিপ্রায়ে পৃথক্ বিধান করিয়াছেন। নম-স্কারই বন্দন। একহস্তে, বস্ত্রাবৃতদেহে, ভগবানের সম্মুখে, পশ্চাতে, বামভাগে ও গর্ভমন্দিরে প্রণা-মাদি রূপ অপরাধ বন্দনে ত্যাগ করিবে। তাঁহার আমি দাস, এই অভিমানই দাস্য। ইহাতে শ্রী-কৃষ্ণের ভজন প্রয়াস। বন্ধুভাবে তাঁহার হিত-চিন্তাই সখ্য। দেহাদি হইতে শুদ্ধ আত্ম পর্য্যন্তের সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণই আত্মনিবেদন। ইহা গো বিক্রয়ের ন্যায়। যেমন বিক্রেতা বিক্রীত গরুর কোন চেষ্টা করে না, ক্রেতাই উহার মঙ্গ-লাদি সাধন করে, গরুও বিক্রেতার কোন কার্য্য করে না; তদ্রূপ ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিলে নিজের জন্য কোন চেষ্টা করিবে না। প্রয়োজন হইলে, অন্য বিবর ভক্তিসন্দর্ভে দেখিবেন॥ ১৭॥

(৯৩ পা) "শ্রবণ ......সীমা॥" এই পয়ারের ভাবার্থ 'শ্রবণং কীর্ত্তনমিতি।' প্রমাণ বশতঃ নামাদির শ্রবণকীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণপ্রেম হয়। পুরুষার্থের সীমা, পুরুষের প্রয়োজন সকলের অবধি। শ্রীকৃষ্ণে প্রেম হইলে পুরুষের কি অবস্থা হয়, তাহা পর শ্লোকে বলিতেছেন॥ ৫১॥

(৯৩ পা) "এবমিতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির সপ্তমে ৮৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ব্রতধারী ব্যক্তির যে কি অদ্ভুত অবস্থা হয়, তাহা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিলেন॥ ১৮॥

(৯৩ পা) "কর্ম্মত্যাগ......কভু নহে॥" এই ৫২৯ পয়ারের ভাবার্থ। তত্ত্ববাদিকে প্রভু বলিতেছেন, আপনি যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের কৃষ্ণে অর্পণকে শ্রেষ্ঠসাধন বলিয়া নির্ণয় করিলেন, তাহা কিরূপে হইতে পারে? সর্ব্বশাস্ত্রে (শ্রী-ভাগবতাদি শাস্ত্রে) নিন্দনীয় কর্ম্মকে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। ত্যাগের হেতু বলিতেছেন, "কর্ম্ম" ইতি। কর্ম্ম হইতে ভোগাদি প্রাপ্ত হওয়ায় কৃষ্ণের প্রেমভক্তি কখন পাওয়া যায় না। কর্ম্ম-ত্যাগ দুই প্রকারে হয়, এক ভক্তিকাম-নায়, অপর ভগবদাজ্ঞায়॥ ৫২॥

(৯৩ পা) "আজ্ঞায়ৈবেতি।" এবং "সর্ব্বধর্ম্মানিতি।" এই শ্লোকে দুইটির টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ৬৪ পৃষ্ঠায় দেখুন। ভগবান্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট কর্ম্মের গুণ দোষ জানিয়া ভক্তি কামনায় কর্ম্মের ত্যাগ প্রথম শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন এবং ভগবদাজ্ঞায় কর্ম্মত্যাগ দ্বিতীয় শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন। কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে প্রমাণ শ্লোক॥ ১৯।২০॥

(৯৩ পা) "তাবদিতি।" এই একবিংশ শ্লোকের তাৎপর্য্য, শাস্ত্র যে কর্ম্মকে নিন্দা করেন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক। যদি বল, কেবল কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সম্বন্ধে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, অতএব কর্ম্ম সকলেরই প্রয়োজনীয়। উহাকে সাঙ্কর্য্য করিলে কিরূপে ভক্তি প্রবর্ত্তিত হয়? তদুত্তর ভক্তিতে কর্ম্মাধিকারিতা নিষেধ করিতে এই শ্লোক বলিতেছেন। ভক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মে অধিকার। শ্রীকৃষ্ণে শরণাপত্তিই শ্রদ্ধার চিহ্ন। শ্রীকৃষ্ণে অশরণ ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ ভয়জনক এবং শরণাপন্ন ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ অভয়জনক, ইহা শাস্ত্র বলেন। জিজ্ঞাস্য থাকিলে ভক্তিসন্দর্ভ দেখুন ॥ ২১ ॥

(৯৩ পা) "পঞ্চবিধ ··· ··· সম ॥" এই ৫৩৫ পয়ারের ভাবার্থ। পঞ্চবিধ মুক্তিকে পুরুষার্থ নির্ণয় করিয়াছেন; তদুত্তরে প্রভু বলিতেছেন, "পঞ্চবিধ" ইতি। ভক্তগণ এই পঞ্চবিধ মুক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান ও নরকতুল্য দর্শন করেন। পরপর শ্লোক তিনটীতে ইহার প্রমাণ করিতেছেন ॥ ৫৩ ॥

(৯৩ পা) 'সালোক্যেতি।' এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির চতুর্থে ৫৪ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। ভক্তগণ পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করেন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২২ ॥

(৯৩ পা) 'যো দুস্ত্যজানিতি।' এই ত্রয়োবিংশ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ভক্তগণ পঞ্চবিধ মুক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, এই শ্লোকদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিলেন ॥ ২৩ ॥

(৯৪ পা) ' নারায়ণপরা ইতি।' শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ভক্তগণ পঞ্চবিধ মুক্তিকে নরকের তুল্য দেখেন, এই শ্লোক দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিলেন। নরক তুল্য কষ্টদায়ক স্থান না থাকায় মুক্তির সহিত উহার উপমা দিলেন। মুক্তিতে সেবা সুখ না থাকায় ভক্ত সম্বন্ধে উহা অত্যন্ত কষ্টকর ॥ ২৪ ॥

(৯৪ পা) "কর্ম্ম মুক্তি······সম্প্রদায় সম্বন্ধ ॥" এই ৫৪৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। তত্ত্ববাদিকে প্রভু কহিতেছেন, 'কর্ম্ম' ইতি। সেই দুই অর্থাৎ মুক্তিকে সাধ্য এবং কর্ম্মকে উহার সাধন বলিয়া স্থাপনা করে। প্রভু নিজের দৈন্যতা দেখাইয়া ঐ দুইকে সাধ্য সাধন স্থাপনের অভিপ্রায় বলিতেছেন, 'সন্ন্যাসী' ইত্যাদি। তেঞি সন্ন্যাসী বলিয়া। সন্ন্যাসি-মুখে এরূপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত শুনিয়া তত্ত্ববাদী বিস্মিত হন। নির্ব্বন্ধ, অভিলষিত প্রাপ্তিবিষয়ে বারেবারে যত্ন। আচরিয়ে, আচরণ করি। সম্প্রদায় সম্বন্ধ, সেই সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ থাকায় ॥ ৫৪ ॥

(৯৪ পা) 'প্রভু কহে ··· আনন্দ ॥' এই ৫৫৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। প্রভু কহিলেন, কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই শ্রদ্ধাভক্তিরহিত। তোমার সম্প্রদায় অর্থাৎ তোমার দলে। জ্ঞানীগণ শ্রীমূর্ত্তির সত্যত্ব স্বীকার করে না, তোমরা স্বীকার কর, ইহাই তোমাদের বিশেষ গুণ। এই মত,

এইরূপ বিচার দ্বারা। তার ঘরের, তত্ত্ববাদিগণের। গর্ব্ব অর্থাৎ আমরা যাহাকে সাধ্য সাধন নিশ্চয় করিয়াছি তাহাই শ্রেষ্ঠ, এরূপ মনন।

এখানে কেহ বলেন, এই প্রকরণ আলোচনা করিলে বুঝা যায়, মাধ্বসম্প্রদায়ের সহিত প্রভুর কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ তিনি গুরুগৌরব করিতেন। পূর্ব্বাচার্য্যের মতে যে প্রভু, দোষারোপ করেন, ইহাও সম্ভব নহে। প্রভুর যে গুরুপ্রণালী দেখা যায়, উহা কল্পিত। মধ্বের নাম আনন্দ তীর্থ, ইনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। অতএব ব্রহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত। মাধবেন্দ্র মধ্বসম্প্রদায় ভিন্ন ব্রহ্মসম্প্রদায়ে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ী হয়েন। এই হেতু কবিকর্ণপুর চৈতন্যকল্পতরুর মূলস্থানে মাধবেন্দ্রকে বলিয়াছেন। অতএব মহাপ্রভু ব্রহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত। এই হেতু তিনি শ্রীভাগবতোক্ত শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত প্রচার করেন।

ইহা অসঙ্গত। কেন না, প্রেমেয়রত্নাবলী গ্রন্থে প্রথম প্রেমেয়ে ৮ শ্লোকের টীকায় উক্ত হইয়াছে,—

"যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঈশ্বরস্তথাপি তন্মতং সর্ব্বোত্তমং বীক্ষ্য তদন্বয়ে দীক্ষাং স্বীচকার লোকসংগ্রহেচ্ছুরিত্যাদি।"

যদিও শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর, তথাপি লোকসংগ্রহ নিমিত্ত মধ্বাচার্য্য প্রণীত মতই সর্ব্বোত্তম বিবেচনায় দীক্ষা স্বীকার করতঃ উপদেশ দেন। ইহাতে মধ্বাচার্য্যের সহিত প্রভুর সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে। যদি মধ্বের সহিত প্রভুর কোন সম্বন্ধ না থাকে, তবে গুরু গৌরব করেন কেন? যাহার লিখিত গোবিন্দভাষ্যাদি স্বীকার করা হইতেছে, প্রমেয় রত্নাবলীতে তাঁহার লিখিত প্রভুর গুরুপ্রণালীকে কল্পিত বলা হয় কেন? অতএব গুরু প্রণালী প্রমাণ রহিত নহে। প্রভুর গুরুপ্রণালী আদির ভাবার্থব্যাখ্যায় ২৪৫ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। মধ্বাচার্য্য বেদবিদবরেণ্য বাদরায়ণের শিষ্য, শঙ্করের শিষ্য নহে। ব্রহ্ম-সম্প্রদায় বলিতে অদ্বৈতবাদ বোধ হয় এবং মধ্বাচার্য্য শঙ্করের শিষ্য হইলে অদ্বৈতবাদী হইতেন; কিন্তু মধ্বসম্প্রদায় দ্বৈতবাদী, ইহা মাধ্বভাষ্যেই প্রমাণিত হয় এবং মহাপ্রভু দ্বৈতবাদ পক্ষই অবলম্বন করেন। কবিরাজ ও কবিকর্ণপুর যে মাধবেন্দ্রকে চৈতন্যবৃক্ষের মূল স্থানে বলিয়াছেন, তাহার কারণ এই, মাধ্বসম্প্রদায় মধ্যে গোপীপ্রেম মাধবেন্দ্রে প্রথম প্রকাশ পায়।

মাধ্বসম্প্রদায় মধ্যে তত্ত্ববাদীগণ যে সাধ্য ও সাধনকে মধ্ব কর্ত্তৃক প্রবর্তিত মনে করিয়া গর্ব্ব করিতেন, মহাপ্রভু সেই গর্ব্বকে চূর্ণ করতঃ প্রকৃত সাধ্য ও সাধন নির্ণয় করিলেন। পঞ্চাপ্সরাসরোবর, ইহা একটি তীর্থ।

স্বর্গের অপ্সরা বর্ণা, সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা ও লতা এই কয় সখী মিলিত হইয়া অচ্যুত ঋষির তপোভঙ্গে উদ্যত হইলে, ঋষিবর পাঁচজনকে শাপ প্রদান করেন, তোমরা কুম্ভীর হইয়া জলে বাস কর। তখন তাহারা ঋষিচরণ ধারণ করিয়া শাপ মোচন জন্য প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, জল হইতে তোমাদের কেহ উত্তোলন করে, তবে শাপ মুক্ত হইবে। পরে নারদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তিনি বলিলেন, অর্জ্জুন তীর্থযাত্রায় আগমন করিয়া তোমাদিগকে জল হইতে তুলিবেন। পরে বর্ণা প্রভৃতি পাঁচজন পাঁচসরোবরে কুম্ভীর হইয়া বাস করেন। ইহাই পঞ্চাপ্সরা নামে খ্যাত।

গোকর্ণ স্থানে গোকর্ণ শিব দেখেন। দ্বৈপয়ানী, একটি তীর্থ। কোলাপুর, বোম্বাইয়ের অন্তর্গত রত্নগিরির দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। পাণ্ডুপুর, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত সোলাপুরের নিকট ভীমা নদীর ধারে। এখানে বিঠ্ঠলেশ্বরের মন্দির আছে॥ ৩৫॥

(৯৪ । ৯৫ পা) "প্রেমাবেশে...... এতেক কহিলা ॥" এই ৫৬ ও ৫৭ পয়ারের ভাবার্থ সরল। আমার গোসাঞের, মাধবেন্দ্রপুরীর। গন্ধ, সম্বন্ধ। সিদ্ধিপ্রাপ্তি, প্রাকৃত দেহত্যাগ। প্রস্তাবে, কথায় কথায় ॥ ৫৬।৫৭ ॥

(৯৫ পা) "প্রভু কহে......করিলে বিশ্রাম ॥" এই ৫৮ ও ৫৯ পয়ারের ভাবার্থ সরল। তোঁহা, তিনি। ভীমরথি, ভীমানদী। তাপীনদী, বর্ত্তমান নাম তাপ্তী, হাইদ্রাবাদের উত্তর পশ্চিম। নির্ব্বিন্ধ্যা, উজ্জয়িনী নগরীর কিঞ্চিৎ দূরে এই নদী প্রবাহিতা, ইহা বিন্ধ্যগিরি হইতে নিঃসৃতা। অতিবৃদ্ধ, অতি পুরাতন ॥ ৫৮।৫৯ ॥

(৯৫ । ৯৬ পা) নাসিক ত্র্যম্বক...... পাইলা গৌরহরি ॥" এই ৬০ হইতে ৬২ পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ সরল। নাসিক ত্র্যম্বক, মহাদেব; সম্প্রতি আহাম্মদ নগরের উত্তর পশ্চিম গোদাবরীর উৎপত্তি স্থানে নাসিক নগর অবস্থিত। সপ্তগোদাবরী, দক্ষবাটিকায় দক্ষরাজের মন্দিরের পূর্ব্বভাগে যে বৃহৎ সরোবর আছে, তাহা সপ্তগোদাবরী। স্কন্দ পুরাণে উক্ত হইয়াছে;—

দক্ষবাটিকায় বসিষ্ঠাদি সপ্তর্ষি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া, উঁহার অভিষেকের জন্য সপ্তগোদাবরী তীর্থ আনয়ন করিতে যান। পথিমধ্যে দৈত্যদিগের সহিত তাঁহাদের বিবাদ উপস্থিত হইলে, সপ্তর্ষি গোদাবরীকে অন্তর্বাহিনী করিয়া ঐ স্থানে আনয়ন করেন। ইহাতেই দক্ষবাটিকার গৌরব বৃদ্ধি হয়। এখানে সপ্তদশা তীর্থ আছে।

দুই জনার, মহামহাপ্রভুর ও রামানন্দের। সমাধান, শেষ ॥ ৬০—৬২ ॥

(৯৬ পা) "আলাল নাথ ....নিজ-ঘরে গেলা ॥" এই ৬৩ ও ৬৪ পয়ারের ভাবার্থ সরল। কৃষ্ণদাসে,সঙ্গী ব্রাহ্মণকে। থেহো, অবধি। পাণ্ডাপাল, পাণ্ডাগণ। "মালা প্রসাদ ॥" ইতি। শ্রীজগন্নাথ প্রসন্ন হইয়া এই মালা প্রসাদ আমাকে দিলেন, এই বোধে প্রভু সুস্থির হইলেন। কাশীমিশ্র, জগন্নাথের প্রধান সেবক ও প্রতাপরুদ্ররাজার গুরু। পড়িছা, তত্ত্বাবধারক ॥ ৬৩।৬৪ ॥

(৯৭ পা) "মোর ঘরে......কৃষ্ণদাস ॥" এই ৬৫ ও ৬৬ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ভট্ট, সার্ব্বভৌম। মাৎসর্য্য, অন্যের শুভে বিদ্বেষ। যতেক বিচারে, যত বিচার করে ॥ ৬৫।৬৬ ॥

ইতি নবম পরিচ্ছেদে সুবোধিনী ॥ ৯ ॥

দশম পরিচ্ছেদ।

(৯৭ পা) "তং বন্দ ইতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদে যাহা বলিবেন, তাহা শ্লোকার্থে প্রকাশ করিলেন। প্রচুর বর্ষণ দ্বারা কোন শস্যের উপকার হয়, কোন শস্যের অপকার হয় বলিয়া গ্রন্থকার অমৃতরূপ বর্ষণ বলিলেন। ইহাতে নিজ দুর্ষনরূপ প্রচুর

বর্ষণ হইলেও শস্যের অপকারের কোন সম্ভাবনা নাই। শস্য কি? ভক্তগণই শস্য। ইত্যাদিরূপে মনীষিগণ লগ্ন করিয়া লইবেন ॥ ১ ॥

(৯৮ পা) "জয় জয় ··· সংসারিক-জন ॥" এই ১ম হইতে ৩য় পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। দক্ষিণে, দক্ষিণদেশে। রহয়ে, থাকেন। সেই ছলে, তীর্থ ভ্রমণ ছলে ॥ ১-৩ ॥

(৯৮ পা) "ভবদ্বিধেতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদির প্রথমে ১২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। "মহান্তের এই এক লীলা" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥২॥

(৯৮ পা) "বৈষ্ণবের ....কৈল আলিঙ্গন ॥" এই ৪র্থ হইতে ৭ম পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ সরল। এই হয় স্বভাব নিশ্চল অর্থাৎ তীর্থভ্রমণছলে তীর্থকে পবিত্র এবং লোকসকলকে নিস্তার করেন, ইহা বৈষ্ণবের নিশ্চিত স্বভাব। তিঁহো, মহাপ্রভু। তবহিঁ, সেই সময়। তাঁহা, জগন্নাথের মন্দিরে ॥৪-৭॥

(৯৯ পা) "দর্শন করি ······ ইহার সংহতি।" এই ৮ম হইতে ১০ম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তাঁরে, মহাপ্রভুকে। তারে, কাশীমিশ্রকে। তাহা, কাশীমিশ্রের ঘরে। হাঁকারে, ডাকে। মহাসোয়ার, পাচক প্রধান। ধ্যায়, ধ্যান করে ॥৮-১০॥

(৯৯ পা) "এই সব বৈষ্ণব ··· ... সনে নাহি যায় ॥" এই ১১শ হইতে ১৩শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। এই সব বৈষ্ণব, ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক কথিত বৈষ্ণব। যেই যবে ইচ্ছা, যখন যে ইচ্ছা। তার পুত্র, ভবানন্দের পুত্র। সবলোকে, অন্য বৈষ্ণবগণকে। কালা-কৃষ্ণদাসে, দক্ষিণভ্রমণকালীন নিজ সঙ্গী ব্রাহ্মণকে। দায়, সম্বন্ধ ॥ ১১-১৩ ॥

(১০০ পা) "এত শুনি... ... করিল প্রয়াণ ॥" এই ১৫শ হইতে ১৮শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। এত শুনি, মহাপ্রভুর বাক্য শুনিয়া। আইকে, শচীমাতাকে। কহুক, বলুক। তাঁহা আসি, নবদ্বীপে আসিয়া। আইর মন্দিরে, শচীমাতার গৃহে। তিঁহো, পরমানন্দপুরী। তথাই, শচীমাতার গৃহে ॥১৫-১৮॥

(১০১ পা) "সত্বরে আসিয়া ··· ··· পড়িতে লাগিল ॥" এই ১৯শ হইতে ২২শ পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তাঁহারে, পরমানন্দপুরীকে। মর্ম্ম, প্রিয়। আশ্রিয়াছে, আশ্রয় করিয়াছে। ॥১৯—২২॥

(১০১ পা) "হেলোদ্ধূলিতেতি।" এই তৃতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধারণ করিয়া দামোদর যে শ্লোক পাঠ করেন, তাহা এই শ্লোক ॥৩॥

(১০২ পা) "উঠাইয়া ··· ··· শাস্ত্র পরমাণ ॥" এই ২৩শ হইতে ২৬শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। কৃপারজ্জু, কৃপারূপ দড়ি। বেদপরতন্ত্র, বেদের অধীন। লঙ্ঘিব, লঙ্ঘন করিব ॥ ২৩-২৬ ॥

(১০৩পা) "স শুশ্রূবাণিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে আছে। "গুরু আজ্ঞা বলবান্" ইতি পয়ারপ্রমাণ এই শ্লোক ॥৪॥

(১০৩ পা) "তবে মহাপ্রভু ……এই-ত কারণ॥" এই ২৭শ হইতে ৩০শ পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ সরল। তবে, গুরুআজ্ঞা লঙ্ঘনীয় নহে বলিয়া। তারে, গোবিন্দকে। তরি, উদ্ধার হই। নতি, প্রণাম। চলাচল, চল ও অচল। সত্য কহ, সত্যকথা বলিয়াছেন। ইহাঁ সহ, মহাপ্রভু সহ। ন্যায়, বিচার। বাখানি, বলেন। চর্ম্ম ঘুচাইয়া ইত্যাদি, যখন ইহাঁর ইচ্ছায় আমার চর্ম্মাম্বরের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়াছে এবং দম্ভ ত্যাগ পূর্ব্বক চিত্ত শুদ্ধ হইল, তখন ইহাতে আমি ইহার ব্যাপ্য এবং ইনি আমার ব্যাপক, যেহেতু আমি ইহাঁর ইচ্ছার অধীন॥২৭-৩০

(১০৪ পা) "সুবর্ণ বর্ণ ইতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদি লীলার ৩০ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী ব্যাপ্যব্যাপক ন্যায় দ্বারা প্রভুর সচল ব্রহ্মত্ব স্থাপন করিয়া, পুনরায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রভু যে স্বয়ং তাহা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিতেছেন॥ ৫॥

(১০৪ পা) "এই সব নামের…… হৈল আমার॥" এই ৩১ শৎ পয়ারের ভাবার্থ সরল। এই সব নামের, সুবর্ণবর্ণ এই শ্লোকস্থ নাম সকলের। ইহো, মহাপ্রভুর। নিজাস্পদ, নামের নিজ স্থান অর্থাৎ বিষয়। চন্দনাক্ত প্রসাদ, চন্দন দ্বারা লিপ্ত জগন্নাথের প্রসাদি ডোর। দ্বিভুজে, দুই বাহুতে। শিষ্য সত্য পরাজয়; গুরুর সহিত শিষ্য বিচার করিলে শিষ্যেরই পরাজয় হয়, ইহা সত্য। এহো নহে, তুমি যাহা বলিলে শিষ্যের পরাজয় হয়, ইহা নহে। অন্যহেতু হয়, পরাজয়ের অন্য কারণ আছে। অন্য কারণ কি, তাহা বলিতেছেন, "ভক্তঠাঁই" ইত্যাদি। আপন প্রভাব অর্থাৎ তোমার প্রভাব। প্রভাব কি, তাহা বলিতেছেন, "আজন্ম" ইত্যাদি। নিরাকার, নির্ব্বিশেষ। তদ্রূপ, কৃষ্ণরাগ। সতৃষ্ণ, দেখিয়াও দর্শনে সাধ মিটে না॥৩১॥

(১০৪ পা) "অদ্বৈতবীথীতি।" এই শ্লোকেরভাবার্থ শ্লোকার্থে প্রকাশআছে। এই শ্লোকে বিল্বমঙ্গল নিজের দশা বলিয়াছেন। যেমন বিল্বমঙ্গল নির্ব্বিশেষের উপাসক হইয়াও কৃষ্ণমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হওতঃ কৃষ্ণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তদ্রূপ ব্রহ্মানন্দ ভারতীও মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণরূপে অনুভব করতঃ এবং তৎমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হওতঃ তদ্ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন॥ ৬॥

(১০৪ পা) "প্রভু কহে …… কৃষ্ণদাস॥" এই ৩২শ ও ৩৩শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ইহাঁর কৃপাতে অর্থাৎ মহাপ্রভুরূপী কৃষ্ণের কৃপাতে। ইহার, কৃষ্ণের। নিজস্থানে, নিজের নিকট॥ ৩২।৩৩॥

ইতি দশম পরিচ্ছেদে সুবোধিনী॥ ১০॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

(১০৫ পা) "অত্যুদ্দণ্ডমিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই পরিচ্ছেদে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য বর্ণিত হইবে, ইহাই শ্লোকার্থে প্রকাশ করিলেন। এক সময়ে উভয়-পদকে উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে দণ্ডের ন্যায় শরীর ধারণই উদ্দণ্ড নৃত্য। নৃত্যে কি অলঙ্কার পরিধান করেন, তাহা বলিতেছেন, 'নানা ভাবেতি।' অর্থাৎ সাত্ত্বিকাদি নানা ভাবই অলঙ্কার। অলঙ্কারে যেমন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ নানাভাবধারণে মহাপ্রভু অধিকতর সুন্দর হয়েন। গৌরাঙ্গকে চন্দ্র বলায়, বোধিত হইতেছে, পূর্ণচন্দ্র উদয় হইলে সমুদ্র যেমন অতিশয় তরঙ্গিত ও উচ্ছলিত হইয়া তীরস্থ স্থানসমূহকে নিমজ্জিত করে, তদ্রূপ গৌরচন্দ্র উদিত হইয়া নিজমাধুর্য্য দ্বারা প্রেম-সমুদ্রকে তরঙ্গায়িত ও উচ্ছলিত করিয়া তন্মধ্যে বিশ্বকে মগ্ন করেন।" "চক্রে" এই আত্মনে পদ ক্রিয়া দ্বারা বোধিত হইতেছে, মহাপ্রভুও আনন্দিত হয়েন॥ ১॥

(১০৫পা) "জয় জয়...বিষের ভক্ষণ॥" এই ১ম ও ২য় পয়ারের ভাবার্থ সরল। এই প্রতাপরুদ্র অর্থাৎ যিনি নীলাচলের রাজা ও জগন্নাথের সেবক, সেই এই প্রতাপরুদ্র। এরূপ কথা বলিবার তাৎপর্য্য, মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনায় "এই" শব্দ প্রয়োগ করেন। তোমা, তোমার সহিত। "সন্ন্যাসী" ইতি। বিষের ভক্ষণ সম রাজার ও স্ত্রীর দর্শন, যেহেতু আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী। অতএব বিরক্ত ব্যক্তির যে রাজা ও স্ত্রী দরশন একেবারে নিষিদ্ধ, তাহা প্রতিপন্ন হইল। বিষপান করিলে যন্ত্রণার সহিত দেহ পতন হয় এবং আত্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া নরকভোগ করিতে হয়, তদ্রূপ রাজাও স্ত্রীকে দরশন করিলে তৎসংসর্গে নানা-বিধ দুর্ব্বাসনা আসিয়া চিত্তকে মলিন করে ও নানা অশান্তিভোগ করাইয়া নরকে গমন করায়। অতএব উহা বিষ-পান তুল্য॥ ১।২॥

(১০৫ পা) "নিষ্কিঞ্চনস্যেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ভবসমুদ্রতরণেচ্ছুক ও ভজনে প্রবৃত্তব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী দর্শন যে মহা অকল্যাণকর, তাহা এই শ্লোকে প্রমাণ করিলেন। বিষ পান করিলে কোন ঔষধাদির সাহায্যে বাঁচিবার উপায় আছে, কিন্তু বিষয়ী ও স্ত্রীর সংসর্গে পুনঃ দুর্ব্বাসনা হইলে উহা সহজে নিবৃত্ত হয় না। এই হেতু, উহা দোষা-কর॥ ২॥

(১০৫ পা)"সার্ব্বভৌম…বিকার ॥" এই ৩য় পয়ারের ভাবার্থ সরল। তথাপি, যদিও রাজা জগন্নাথসেবক এবং শ্রেষ্ঠ-ভক্ত তাহা হইলেও। কাল সর্পাকার অর্থাৎ প্রাণনাশক সর্প দর্শন করিলে যেমন ভয় হয়, তদ্রূপ রাজদরশন। আরও কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তিকে স্পর্শ করিলে যেমন মনোবিকার হয়, তদ্রূপ রাজদরশনে মনোবিকার হইতে পারে, অতএব উহা পরিত্যজ্য ॥ ৩ ॥

(১০৫ পা) "আকারাদিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "কাষ্ঠনারী স্পর্শে" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। অতএব স্ত্রী ও বিষয়ির দর্শন বিরক্ত ব্যক্তির সর্ব্বথা পরিত্যজ্য ॥ ৩ ॥

(১০৬ পা) "ঐছে বাত… …অঙ্গী-কার ॥" এই ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত পয়া-রের ভাবার্থ সরল। গজপতি, রাজ-বংশের উপাধি। মহাপ্রেমাবেশে, মহা প্রেমে আবিষ্ট হওতঃ। পিরিতি বিশেষে, বিশেষ প্রীতি পূর্ব্বক। রাজা প্রীতি পূর্ব্বক কি বলিলেন, তাহা বলিতেছেন, "তোমার যে" ইত্যাদি। খাও সে বর্ত্তন, সে বৃত্তি ভোগ কর। সেবে, সেবা করে। এই গুণে অর্থাৎ তোমাতে প্রীতি করা গুণে। এই বাক্যে প্রভু যে প্রতাপরুদ্রকে অঙ্গীকার করিবেন, তাহার আভাস জানা গেল ॥ ৪ ॥

(১০৬পা) "মমেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মহাপ্রভু যে বলিলেন, "এই গুণে কৃষ্ণ ইত্যাদি।" কৃষ্ণ অঙ্গীকার করিবেন কেন? তাহা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিতেছেন, যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত হয়, তাহারা আমার প্রিয়তম ও ভক্তশ্রেষ্ঠ। অতএব রামানন্দ, তুমি ভক্ত, তোমাতে প্রতাপরুদ্রের প্রীতি করায় সে ভক্ততম; এই হেতু কৃষ্ণ তাহাকে স্বীকার করিবেন। পরশ্লোকেও ইহার সমর্থন করিতেছেন ॥ ৪ ॥

(১০৬ পা) "আদর ইতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ভগবদ্ভক্তকে আদর না করিলে ভগবানের সন্তোষ হয় না এবং ভক্তি-লাভেরও কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইহাই এই শ্লোকে বলিলেন ॥ ৫ ॥

(১০৬ পা) "আরাধনানামিতি। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীভগবানের অর্চ্চন হইতে যে তদ্ভক্তের পূজা প্রশস্ততর; তাহা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৬ ॥

(১০৭ পা) "দুরাপেতি।" এই সপ্তম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ভগবদ্ভক্ত পূজা যে ভাগ্যকে অপেক্ষা করে এবং উহা দুর্লভ, তাহা এই শ্লোকে প্রমাণ করিলেন ॥ ৭॥

(১০৭ পা) "পুরী ভারতী…অব-তার॥" এই ৭ম হইতে ৯ম পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ সরল। চরণাভিবন্দ, চরণবন্দন। কমললোচন, শ্রীজগন্নাথ। ঐছে, ঐ স্থান হইতে অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে। প্রভুপাদে, প্রভুর শ্রী-চরণে। ৭-৯ ।

(১০৭ পা) "অদর্শনীয়ানিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "পাপী নাচ উদ্ধারিতে" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৮ ॥

(১০৮ পা) "তাঁর প্রতিজ্ঞা ... ... গৌরব করিয়া ॥" এই ১০শ হইতে ১৫শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। কৃপাধন, কৃপারূপ সম্পত্তি। অকারণ, নিষ্প্রয়োজন। দেব, রাজার প্রতি ভট্টাচার্য্যের সম্বোধন সূচক বাক্য। যাঁহাকে অর্থাৎ মহাপ্রভুকে। করিতে পঠন, পাঠ করিতে করিতে। একলে, একাকী। অনবসরে, স্নানযাত্রার পর কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত অঙ্গরাগ হয়, সে সময়ে দর্শনের অবকাশ থাকে না অর্থাৎ কেহ দর্শন পায় না। আশীর্ব্বাদি, আশীর্ব্বাদ করিয়া। আমাতে, আমাকে। অট্টালী অট্টালিকা। সবা, সকলকে। গৌরব, সম্মান করিয়া ॥ ১০-১৫ ॥

(১০৯ পা) "আদৌ মালা ... কলিহত জন ॥" এই ১৬ শ হইতে ১৯শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। আদৌ, প্রথমে। তাঁরে, শ্রীঅদ্বৈতকে। তারে, গোবিন্দকে। তাঁর, মহাপ্রভুর ॥ ১৬-১৯ ॥

(১০৯ পা) "কৃষ্ণবর্ণমিতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদির ৩১ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। ইহার তাৎপর্য্য ভাবার্থ ব্যাখ্যায় ১০৬ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। "সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে" ইতি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। কলিতে সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা ভগবানের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৯ ॥

(১০৯ পা) "রাজা কহে......ঈশ্বর না মানে ॥" এই ২০শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। বিতৃষ্ণ, বিমুখ। যারে, যাহাকে। তাঁহারে, শ্রীচৈতন্যকে। কৃষ্ণ করি লৈতে পারে, কৃষ্ণ বলিয়া অনুভব করিতে পারে। পণ্ডিত নহে কেন, পণ্ডিত হউক না কেন। মানে, স্বীকার করে ॥ ২০ ॥

(১০৯ পা) "অথাপীতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা মধ্যের ষষ্ঠে ৪১ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। "তাঁর কৃপা নাহি" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১০ ॥

(১০৯ পা) "রাজা কহে......বেদলোকধর্ম্ম ॥" এই ২১শ হইতে ২৩শ পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ সরল। আগে তাঁরে মিলি, প্রথমে শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়া। তাঁরে আগে, মহাপ্রভুকে সম্মুখে লইয়া। দেখিব, দেখিবে। পান, পানীয়। পরোক্ষ, অসাক্ষাৎ অর্থাৎ ঋষিগণের মুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কর্ম্মাঙ্গ। সাক্ষাৎ আজ্ঞা, যাহা নিজে শ্রীমুখে বলিয়াছেন অর্থাৎ প্রসাদভক্ষণ ভক্তির অঙ্গ। অতএব কর্ম্মাঙ্গের অনুরোধে ভক্ত্যঙ্গ ত্যাগ অনুচিত। আরও ইহা হইতে বিশেষ বলিতেছেন, "বিশেষে শ্রীহস্তে" ইত্যাদি। উপোষণ, উপবাস। কৃষ্ণাশ্রয়ে, কৃষ্ণের শরণাপত্তিতে। বেদলোকধর্ম্ম, বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড ও স্ত্রী পুত্রের ভরণ-পোষণাদি রূপ ধর্ম্ম।

নরোত্তম ঠাকুরও বলিয়াছেন,—
"জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায় ॥ ইত্যাদি।"

শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া যদি মানবের হৃদয়ে ভক্তি প্রেরণ করেন, তবে ঐ মানব

ভক্ত্যঙ্গযাজনে বেদ ও লোকধর্ম্মরূপ কর্ম্মাঙ্গের হানি করিলেও কোন দোষ হয় না, তৎপ্রমাণ শ্লোক পরে বলিতেছেন। ভক্ত্যঙ্গ যাজন না করিয়া কর্ম্মাঙ্গের হানি বড় দোষাবহ॥ ২১—২৩॥

(১১০ পা) "যদেতি।" এই একাদশ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "যারে কৃপা করি" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। মহৎগণ কর্তৃক বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণ যখন কৃপা করেন, তখন সেই ব্যক্তি লৌকিক ব্যবহারে ও কর্ম্মকাণ্ডে পরিনিষ্ঠিতা মতি ত্যাগ করিবে। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ত্যাগ করিবে না॥১১॥

(১১০ পা) "তবে রাজা……চন্দন দিল॥" এই ২৪শ হইতে ২৬শ পয়ার পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ সরল। নহে যেন বাদ, ইহাতে যেন কোন বাধা না হয়। আজ্ঞা ধরিহ, আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। আজ্ঞা নহে, আজ্ঞা না করিলেও। বৈষ্ণব মিলনে, বৈষ্ণবের সহিত মিলিত হইবার জন্য। বৈষ্ণব মিলিলা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সহিত মিলিত হইলেন। আচার্য্যেরে,অদ্বৈতকে। "মিশ্রের"ইতি। যদি বল, মিশ্রের আবাসে অসংখ্য বৈষ্ণবের সমাবেশ কিরূপে হয়? তদুত্তর, অবিচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে অল্প স্থানেই সকলের সমাবেশ হইল। সবায়, সকল ভক্তগণকে॥ ২৪—২৬॥

(১১১ পা) "ভট্টাচার্য্য…...শ্লোক পড়িয়া॥" এই ২৭শ হইতে ৩০শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তারে, বাসুদেবকে। পুনর্জ্জন্ম, অর্থাৎ আমার পূর্ব্বে মুকুন্দের তোমার চরণ প্রাপ্তিরূপ দ্বিতীয় জন্ম হওয়ায়, মুকুন্দ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইল। দুই পুস্তক, ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত। ২৭—৩০॥

(১১১ পা) "নিমজ্জত ইতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মহাপ্রভুর সহিত শিবানন্দের এই প্রথম সাক্ষাৎ হইলে, শিবানন্দ মহাপ্রভুকে এই শ্লোক বলেন। "শ্লোক পড়িয়া" তাহা এই শ্লোক॥ ১২॥

(১১১ পা) "প্রথমেই……আনন্দে মিলিলা॥" এই ৩১৭ হইতে ৩৩৭ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তৃণ দুই গুচ্ছ অর্থাৎ দন্তে তৃণধারণে বোধিত হয়. আমি তৃণ ভোজী পশুতুল্য অতি নীচ ও হিতাহিত বোধ রহিত। পাছে ভাগে, পশ্চাতে পালায়। নিতে, আনয়ন করিতে। প্রান্তে, একধারে। তুরিতে, শীঘ্র। ছার, অস্পৃশ্য। টোটা. জঙ্গল বা বাগিচা। গোঙাও, সময় অতিবাহিত করি॥ ৩১—৩৩॥

(১১২ পা) "প্রভুপাদে …… পরম পাবন॥" এই ৩৪৭ হইতে ৩৬৭ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। প্রভুপাদে, প্রভুর শ্রীচরণে। দুইজন পড়িছা। চূড়া, শ্রীমন্দিরের চূড়া। "প্রভু কহে তোমা স্পর্শি" এই পয়ারে সন্দেহ হইতে পারে, মহাপ্রভু যবন হরিদাসকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইবেন, এরূপ কথা বলেন কেন? তদুত্তর, হরিদাসে পবিত্র ধর্ম্ম থাকাতেই মহাপ্রভু স্পর্শ করিতে অভিলাষী হয়েন।

সেই পবিত্র ধর্ম্ম কি, তাহা "ক্ষণে ক্ষণে" ইত্যাদি পয়ারে বলিতেছেন ॥ ৩৪—৩৬॥

(১১৩ পা) 'অহোবতেতি।' এই ত্রয়োদশ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 'ক্ষণে ক্ষণে' ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। তপঃ প্রভৃতি সকলি তোমার নাম কীর্ত্তনের অন্তর্ভূত থাকায় তোমাতে পবিত্রধর্ম্ম রহিয়াছে। ঐ ধর্ম্ম আমাতে নাই, মহাপ্রভুর এই বাক্যটি ভক্তের সম্মানসূচক। যে ব্যক্তির মুখে শ্রীভগবানের নাম থাকে, তিনি শ্বপচ হইলেও যখন পবিত্র,তখন বহুনামকীর্ত্তনকারী হরিদাসে পবিত্রতা না থাকিবে কেন? অতএব এই শ্লোক দ্বারা হরিদাসের পবিত্রতা প্রমাণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

(১১৩ পা) "এত বলি......মাল্যচন্দন ॥" এই ৩৭ৎ হইতে ৪০ৎ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তারে, হরিদাসকে। সেই গৃহে, 'আমার নিকটে এই পুষ্পের' ইত্যাদি পয়ারোক্ত মহাপ্রভু কর্তৃক প্রার্থিত গৃহ। ঊর্দ্ধ হস্তে, হস্ত উত্তোলন করিয়া। তোমাপেক্ষা, তোমার অপেক্ষা। ৩৭—৪০ ॥

(১১৪ পা) 'চারিদিকে ... কৃষ্ণদাস ॥' এই ৪১ৎ হইতে ৪৪ৎ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। আছাড়ের কালে ভাবাবেশে পতনের সময়ে। বুলে, ভ্রমণ করে। করে সিনানে, স্নান করে। সমাপি, সমাপ্ত করিয়া। পুষ্পাঞ্জলি, ফুলের বেশ ॥ ৪১—৪৪ ॥

ইতি একাদশ পরিচ্ছেদে সুবোধিনী ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

(১১৫ পা) 'শ্রীগুণ্ডিচেতি।' এই প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। গ্রন্থকার যাহা বলিবেন, তাহা শ্লোকার্থে প্রকাশ করিলেন ॥ ১ ॥

(১১৫ পা) 'জয় জয় ... প্রেম পরতন্ত্র ॥' এই ১ম হইতে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ সরল। তারে মিলিতে, মহাপ্রভুর সহিত মিলন করিতে। তা সবারে, ভক্তসকলকে। সে সব, সেই ভক্তসকল। মিলো, পাইব। যাউ, যাক্। সবাজ্ঞায়, সকলের কথামত। তাঁর স্নেহে, প্রতাপরুদ্রের স্নেহে। প্রেমপরতন্ত্র, প্রেমের অধীন ॥ ১—৬ ॥

(১১৬ পা) "নিত্যানন্দ কহে...... আশা ধরি ॥" এই ৭ম পয়ারের ভাবার্থ সরল। ঐছে হয় কোন জন, এমন কে

ব্যক্তি আছে। ইষ্ট, অনুরাগের বিষয়। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী, শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধ ২৩ অ, উক্ত আছে—

একদা শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন, এমন সময়ে গোপগণ কৃষ্ণের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, নিকটবর্ত্তীস্থানে ব্রাহ্মণগণ আঙ্গিরস যাগ করিতেছেন, ঐ স্থানে যাইয়া আমাদের নাম করিয়া অন্ন প্রার্থনা কর। অনন্তর ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিয়া অন্ন না পাইলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পুনরাগমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিলে, বিপ্রপত্নীগণ পতি পুত্রাদির বাধা গণনা না করিয়া বহুগুণসম্পন্ন অন্নাদির সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয়েন। তন্মধ্যে কোন বিপ্রপত্নী স্বামি কর্ত্তৃক রুদ্ধা হইয়া যথাশ্রুত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া দেহ ত্যাগ করেন।

পতি আগে, পতির সম্মুখে। তাহা পাঞা, বহির্বাস পাইয়া ॥ ৭ ॥

(১১৬ পা) "প্রভু কহে·····ভক্ত গজপতি ॥" এই ৮ম হইতে ১১ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তুমি সব, তোমরা সকলে। সাধিবে তাঁহারে, যাহাতে প্রভুর সন্তোষ হয়, এরূপ কার্য্য করিবে। দুইজন, প্রতাপ রুদ্র ও রামানন্দ। মসিবিন্দু, কালির বিন্দু ॥ ৮—১১ ॥

(১১৬ পা) "প্রভু কহে·····হৈলা একজন ॥" এই ১২শ হইতে ১৪শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তারে দেখি, রাজপুত্রকে দেখিয়া। সর্ব্বজনে, সকল লোকের ॥ ১২—১৪ ॥

(১১৭ পা) "এইমত··· করিলে শোধন ॥" এই ১৫শ হইতে ১৮শ পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল ॥" তাঁহা তাঁহা, যেখানে যেখানে নিমন্ত্রণ হয়। আমি সব, আমরা সকলে। সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা। শত শত, ইহা অসংখ্য শব্দ বাচি। মার্জ্জি, মার্জ্জন করতঃ। চারিভিত, চতুর্দ্দিকের দেয়াল। শ্রীজগমোহন, গর্ভমন্দিরের সম্মুখস্থ দরদালান। প্রাঙ্গণ, উঠান ॥ ১৫—১৮ ॥

(১১৮ পা) "তৃণ ধূলি ··· তথাপি করে রোষ ॥" এই ১৯শ হইতে ২৪শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ঝিকঁর, কাঁকর। ঝাটি, ঝেটনধূলি। কালাপেক্ষা করি, প্রক্ষালনের সময় অপেক্ষা করিয়া। ঊর্দ্ধঅধোভিত্তি, দেয়ালের উপর ও নিম্নদেশ। খাপরা, ভগ্ন ঘটের অংশ। প্রণালিকা, জল যাইবার পথ। ভারতী, ব্রহ্মানন্দ। পুরী, পরমানন্দ। ইহাঁ বিনু, ভারতী ও পুরী ব্যতীত। ধোয়, ধৌত করে। মন না মিলিলে, মনোমত না হইলে। পবিত্র ভর্ৎসন, প্রশংসাচ্ছলে তিরস্কার। ১৯—২৪ ॥

(১১৯ পা) "স্বরূপ গোসাঞি······ সন্তোষ হইল ॥" এই ২৫শ হইতে ৩০৭ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ফৈজতি, লাঞ্ছনা। ঢেকা মারি, ধাক্কা মারিয়া। বিকলে, ব্যাকুল হইয়া। জলছাটি, জলের ছিটা। সরোবরে, ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক সরোবরে ॥ ২৫—৩০ ॥

(১২০ পা) "পুরী গোসাঞি···লাগিল তথাই ॥" এই ৩১৫ হইতে ৩৬৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। পিণ্ডোপরি, পিড়ার উপর। দেয়ায়, প্রদান করান। ক্রীড়া কলহ, প্রণয়যুক্ত বিবাদ ॥ ৩১—৩৬ ॥

(১২১ পা) "অদ্বৈত কহে···বড় অনাচার॥" এই ৩৭৭ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীনিত্যানন্দ সহ শ্রীঅদ্বৈতের প্রণয় বিবাদ বলিতে প্রথমে অদ্বৈতবাক্য বলিতেছেন, "অবধূতের" ইত্যাদি। অবধূতের সঙ্গে অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রমচিহ্ন রহিত ব্যক্তি সহ ভোজনে জানি না কোন্ গতি হইবে অর্থাৎ সঙ্গদোষে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নষ্ট হওয়ায় পরলোকে যাতনা ভোগ করিতে হইবে। স্তুতিপক্ষে জীব মায়াধিকারে বদ্ধ হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত করেন; মায়াতীত পরমেশ্বর শ্রীবলরাম বা নিত্যানন্দ বর্ণাশ্রমধর্ম্মবর্জ্জিত, সেই মহাপুরুষের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করা পুণ্যরাশিকে অপেক্ষা করে, কিন্তু আমি ভোজন করিলাম, না জানি ইহাতে কোন্ গতি হইবে অর্থাৎ ইহার সহিত ভোজন করায় কোন্ অনির্ব্বচনীয় মঙ্গলকর আনন্দ প্রাপ্তি হইবে। নিন্দাপক্ষে; যদি বল, অবধূতের সহিত ভোজনে যদি দোষ, তবে মহাপ্রভু ভোজন করেন কেন? ইহাতে বলিতেছেন, 'প্রভু ত' ইত্যাদি। প্রভু অনাসক্ত ও নির্লেপ বলিয়া ইঁহার দোষ হয় না। কেননা "নান্নেতি।" অর্থাৎ সন্ন্যাসী অন্নদোষে লিপ্ত হয়েন না। ইহা শাস্ত্রবাক্য। স্তুতিপক্ষে, প্রভুর্ত্ত সন্ন্যাসী অর্থাৎ প্রভু সর্ব্বসঙ্গরহিত শ্রীভগবান্। তাঁহার উদরের মধ্যে সকল থাকায় উঁহার ভোজনে কোন দোষ হয় না। নিন্দাপক্ষে, যদি বল, প্রভুর দোষ না হইলে, তোমার দোষ হয় কেন? ইহাতে বলিতেছেন, "আমিত" ইত্যাদি। অর্থাৎ মহাপ্রভু সন্ন্যাসী বলিয়া তাহার দোষ নাই, কিন্তু আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আমার অন্নদোষ আছে। যাহার জন্ম-কুলাদি জানা নাই, তাহার সহিত ভোজন, আমার পক্ষে মহাদোষকর। স্তুতিপক্ষে, আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অভিমানী সংসারী ও বদ্ধজীব। ঈশ্বরের সহিত সমান স্থানে অবস্থান করিলে জীবের নরক প্রাপ্তি হয়। অতএব আমি তাদৃশ জীব, ইহাঁর সহিত সমান অবস্থান করা, আমার পক্ষে মহাদোষ। ইনি পরমেশ্বর হেতু জীবের ন্যায় গুণাকৃত জন্মাদি না থাকায়, ইহার জন্মাদি জানি না বা কেহই জানেন না। বড় অনাচার, স্তুতিপক্ষে; সদাচার বিরুদ্ধ॥ ৩৭॥

(১২১ পা) "নিত্যানন্দ কহে···স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি॥" এই ৩৮৫ পয়ারের ভাবার্থ। নিত্যানন্দবাক্য বলিতেছেন, 'অদ্বৈত' ইত্যাদি। অদ্বৈত আচার্য', অদ্বৈতবাদের গুরু। স্তুতিপক্ষে, হরির' সহিত অভেদ হেতু অদ্বৈত এবং ভক্তির উপদেষ্টা বলিয়া আচার্য্য। অদ্বৈতসিদ্ধান্তেইত্যাদি অর্থাৎ জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ স্বীকার করিলে শুদ্ধভক্তি বাধ হয়। স্তুতিপক্ষে, হরিতে ও তোমাতে অভেদ সিদ্ধান্ত স্থির থাকায় শুদ্ধভক্তির কার্য্য তোমাতে বাধ হয়; যেহেতু ঈশ্বর কখন আপনার ভজন আপনি করিতে পারে না। একবস্তু বিনা, একব্রহ্ম ব্যতীত। স্তুতিপক্ষে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত। ব্যাজস্তুতি, নিন্দাচ্ছলে স্তুতি। যেন গালাগালি, গালাগালির মত॥৩৮॥

(১২১ পা) "তবে মহাপ্রভু...কৃষ্ণদাস ॥" এই ৩৭৯ হইতে ৪২৯ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। পরিবেশক, পরিবেশনকারী। আর দিন, রথের পূর্ব্বদিন। নেত্রোৎসব, রথদ্বিতীয়ার পূর্ব্বদিন প্রতিপদে জগন্নাথের চক্ষুদান হয়, এজন্য ইহাকে নেত্রোৎসব বলে। পক্ষদিন, পোনের দিন। মর্য্যাদা লঙ্ঘন, ভোগমণ্ডপে অন্য কাহারও যাইতে অধিকার নাই, মহাপ্রভু দর্শনোৎকণ্ঠায় সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ভোগমণ্ডপে প্রবেশ করেন। পাশরিলা ভুলিলা ॥ ৭৯—৪২॥

ইতি দ্বাদশ পরিচ্ছেদে সুবোধিনী।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।
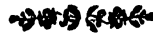
(১২২ পা) "স জীয়াদিতি।" প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই পরিচ্ছেদে যাহা উক্ত হইবে, তাহা শ্লোকার্থে প্রকাশ করিলেন। রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য বর্ণিত হইবে ॥১॥

(১২২ পা) "জয় জয়...কিছুই না শুনি ॥" এই ২য় হইতে ৩য় পয়ার পর্য্যন্ত [illegible]র্থ সরল। গণসঙ্গে, ভক্ত সকলের [illegible]ত। পাণ্ডুবিজয় ; পহাণ্ডি শব্দের অপভ্রংশ পাণ্ডু, বিজয় অর্থে যাত্রা, উৎকলদেশে হাত ধরিয়া পায় পায় হাঁটনের নাম পহাণ্ডি, শ্রীজগন্নাথদেবকে পউডুরি ধরিয়া ক্রমে ক্রমে লইয়া যাওয়ার নামই পাণ্ডুবিজয়। দয়িতাগণ, প্রিয় ভক্তগণ বা রক্ষক। তুলি সব, গদি সকল। পাতি, পাতিয়া। মনিম শব্দে কেহ অর্থ করেন মহাশয়। কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণাবতারে মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গবন্ধনকালীন বলিয়াছিলেন, "মণিমাংস্তব জান্বথোরু" অর্থাৎ মণিমান্ দেব তোমার জানু ও উরুদেশ রক্ষা করুন। এই হেতু জগন্নাথদেবের অদ্য পাণ্ডুবিজয়দর্শন করিয়া এবং তাঁহার পদবেদনা অনুভব করতঃ মহাপ্রভু বলিতেছেন, মণিমান দেব ইঁহার জানুদ্বয়কে রক্ষা করুন, যেন ইহার পদবেদনা না হয়। মণিমান্ শব্দের অপভ্রংশ মণিমা। এই বাক্য বাৎসল্যসূচক হইলেও বাৎসল্যের গুণ মধুরে থাকে বলিয়া মধুরভাবাপন্ন মহাপ্রভু ঐ কথা বলেন। তথাহি অষ্টমে,

"শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে।"
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে॥ ১—৩ ॥

(১২৩ পা) "তবে প্রতাপরুদ্র ... তাঁহো করেন নর্ত্তন ॥" এই ৪র্থ হইতে ১১শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। "তুচ্ছ সেবা" ইতি। রাজা হইয়াও নীচব্যক্তির

যে কার্য্য মার্জ্জনাদি, তাহা করেন। অতএব উত্তম হইয়া তুচ্ছ সেবা করেন বলিয়া সুখ পাইল, তুচ্ছ সেবা দ্বারা রাজার দৈন্য দেখিয়া মহাপ্রভু সুখী হইলেন; যেহেতু ভক্তির সহচারিভাব দৈন্য, যেখানে ভক্তি সেখানেই দৈন্য। দৈন্যের অভাবে ভক্তির অভাব। ঘাঘর কিঙ্কিনী, কিঙ্কিনীতে অব্যক্ত শব্দ হইতে লাগিল। ক্বণিত, শব্দ। নিভৃতে, পরদার আড়ালে। গৌড়, বলবান্ ব্যক্তি। কারো বলে, কাহার ক্ষমতায়। মার্দ্দঙ্গিক, মৃদঙ্গ বাদ্যকর। গায়ন, গায়ক। বাটিয়া, পৃথক্ করিয়া। পালিগান, গানের দোয়ার॥৪-১১॥

(১২৪ পা) "গোবিন্দ ঘোষ ... ভাগ্যের নাহি সীমা॥" এই ১২শ হইতে ১৫শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। খণ্ডের, শ্রীখণ্ডের। দুই পার্শ্বে, রথের দুই পাশে। দুই, দুই সম্প্রদায়। পাছে, রথের পশ্চাতে। শ্রী-বৈষ্ণবঘটামেঘে, বৈষ্ণবসমূহ রূপ মেঘে। আমাদের দয়ায়, আমাতে অধিক দয়া আছে বলিয়া। লখিতে, দেখিতে ॥১২-১৫॥

(১২৪ পা) "সার্ব্বভৌম ... জগন্নাথ এই ১৬শ হইতে ২০শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ঠারাঠারি ইঙ্গিত। চৈতন্যের চুরি অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ে শ্রীচৈতন্যের যে প্রকাশ মূর্ত্তি। যদি বল, এই প্রকাশের তত্ত্ব অন্যে জানে না কেন? তাহাতে বলিতেছেন, "যারে তাঁরে" ইতি। যদি বল, রাজা ঐ তত্ত্ব কিরূপে জানিল? তদুত্তর, "রাজার তুচ্ছ" ইতি। রাজারে, রাজার প্রতি। প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী লীলাশক্তি কিরূপভাবে কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাহা সদৃষ্টান্তে বলিতেছেন, "পূর্ব্বে যৈছে।" ইতি ॥ ১৬—২০ ॥

(১২৫ পা) "নম ইতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। জগন্নাথকে দর্শন করিয়া মহাপ্রভু উর্দ্ধমুখে যে সকল শ্লোক দ্বারা স্তব করেন, তন্মধ্যে এই একটি শ্লোক ॥ ২ ॥

(১২৫ পা) "জয়তীতি।" মহাপ্রভু কর্ত্তৃক স্তব সকলের মধ্যে এইটি দ্বিতীয় শ্লোক ॥ ৩ ॥

(১২৫ পা) "জয়তীতি।" মহাপ্রভু স্তব সকলের মধ্যে একটি তৃতীয় শ্লোক ॥ ৪ ॥

(১২৬পা) "নাহমিতি।" কৃত স্তবের মধ্যে এইটি চতুর্থ শ্লোক ॥ ৫ ॥

(১২৬ পা) "এত পড়ি ... শ্রীমুখে হৈল ত্রাস॥" এই ২১শ হইতে ২৫শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। এত পড়ি, পূর্ব্বোক্ত চারি শ্লোক পাঠ করিয়া। ভগবান্, শ্রীজগন্নাথকে। অলাত আকার অর্থাৎ জ্বলৎকাষ্ঠ বেগে ঘুরাইলে যেমন অনলশিখা চক্রের ন্যায় প্রতীত হইয়া সকলদিকেই একদা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মহাপ্রভুও চক্রাকারে নৃত্য করিয়া যুগপৎ সকলদিকেই দৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা ঘূর্ণা নামক অনুভাব। সসাগর মহী-শৈল, সাগর ও পর্ব্বতের সহিত পৃথিবী। হস্তে তারে স্পর্শি, শ্রীবাসকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া। অন্য আছু, অন্যজনের কথা থাকুক। দুই জনার, সুভদ্রা ও বলরামের ॥ ২১—২৫ ॥

(১২৭ পা) "উদ্দণ্ড নৃত্যে......করি

উচ্চৈঃস্বরে ॥" এই ২৬শ হইতে ৩২শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব বলিতেছেন, "মাংসব্রণ ॥" ইত্যাদি। মাংসব্রণ, প্রত্যেক লোমকূপ স্থানে মাংস উচ্চ হইয়া ব্রণাকৃতি হয়, ইহা পুলক। একেক দণ্ডের কম্প, ইহা কম্প। সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ, ইহা স্বেদ। জজগগ, ইহা স্বর ভেদ। দেহ কান্তি, ইহা বৈবর্ণ্য। মল্লিকা পুষ্প সম, শ্বেতবর্ণ। ভূমিতে লোটায়, ইহা লোটন নামক অনুভাব। মৃতি, মরণের পূর্ব্বাবস্থা। শ্বাস হয় হীন, ইহা মৃতি নামক সঞ্চারী ভাবের অনুভাব। মুখে পড়ে ফেন, ইহা অপস্মার নামক সঞ্চারী ভাবের ক্রিয়া। জলযন্ত্র, ফোয়ারা। ভাব বিশেষে অর্থাৎ বহুকাল পরে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিয়া শ্রীরাধার যে ভাব হয়, তাদৃশ ভাবে। হৃদয় জানিয়া, মনোগত ভাব বুঝিয়া। গীতের অভিনয়, হস্ত চালনা দ্বারা গানের ভাব প্রকাশ করা ॥ ২৬—৩২ ॥

(১২৭ পা) "যঃ কৌমারহরেতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা মধ্যের ৩ পৃষ্ঠায় দেখিবেন এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থ ব্যাখ্যায় ৫ পৃষ্ঠায় দেখিবেন ॥ ৬ ॥

(১২৭ পা) "এই শ্লোক……করেন পঠন ॥" এই ৩৩শ হইতে ৩৭শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। এই শ্লোক, যঃ কৌমারেতি শ্লোক। পূর্ব্বে, প্রথম পরিচ্ছেদে। পুষ্পারণ্য, পুষ্পের উদ্যান। যার অর্থ, যে শ্লোকের অর্থ ॥ ৩৩—৩৭ ॥

(১২৮ পা) "আহুশ্চেতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ৫ পৃষ্ঠায় দেখিবেন এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থব্যাখ্যায় ৬ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। গ্রন্থকার "অন্যের যে অন্য মন" ইত্যাদি পয়ার ইহার অর্থ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

(১২৮ পা) "অন্যের যে…...রহে জীবন ॥" এই ৩৮শ ও ৩৯শ পয়ারের ভাবার্থ। "আহুশ্চেতি" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন "অন্যের যে" ইতি। যাহারা তোমার চরণ চিন্তা করিতে পারে, তাহাদের (অন্যের) মন অন্য স্থানে থাকিতে পারে; কিন্তু তোমার চরণ চিন্তা আমাদের অসামর্থ্য বলিয়া, মুরলীবিলাসযুক্ত বিপিনবিহারাস্পদ বৃন্দাবনে আমার মন আসক্ত। অতএব বৃন্দাবন ও আমার মনকে এক করিয়া জানি অর্থাৎ বৃন্দাবন হইতে আমার মনকে পৃথক করা যায় না। তাহা, বৃন্দাবনে। সেই বৃন্দাবনে যদি তোমার পদদ্বয়কে উদয় করাও অর্থাৎ গমন কর, তবে বুঝিব, তোমার পূর্ণ কৃপা হইয়াছে, নচেৎ জ্ঞানোপদেশে পূর্ণ কৃপা প্রকাশ পায় না। যদি বল, তোমরা এখানে আগমন কর না কেন? এখানে বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করাইয়া তোমাদের সহিত বিহার করিব। তদুত্তরে বলিতেছেন, আমরা পরগৃহিণী, আমরা স্বাধীনা নহি, এবং গৃহও ত্যাগ করিতে পারি না। "প্রাণনাথ" অর্থাৎ তুমি প্রাণপ্রিয়, আমাদের প্রিয় কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য। সদন, গৃহ। আমাদের গৃহ; সেই গৃহ কিরূপে ত্যাগ করিব? একে গৃহত্যাগ অসম্ভব, তাহাতে আবার সেখানে তাদৃশ সুখজনক তোমার

মিলন। এই উভয়টি অন্যত্র সম্ভবে না। অতএব বৃন্দাবনে তোমার মিলন না পাইলে আমাদের জীবন থাকিবে না, এই হেতু সেখানে যাইতে প্রার্থনা করিতেছি ॥৩৮।৩৯ ॥

(১২৮ পা) পূর্ব্বে উদ্ধব......না কর বিচারে ॥" এই ৪৮ ও ৪১৮ পয়ারের ভাবার্থ। উদ্ধব দ্বারে, উদ্ধবের মুখে। এবে, এক্ষণে। সাক্ষাৎ, সম্মুখে। আমারে আমাকে। শ্রীবৃন্দাবনে তোমার মিলন ব্যতীত আমরা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না বলিয়া, আমাদের জীবন রক্ষার জন্য পূর্ব্বে উদ্ধবের মুখে এবং এক্ষণে সম্মুখে মায়া ও মোহনাশক যোগ ও জ্ঞানের উপায় কহিতেছ; ইহা তোমার উচিত হয় না। যদি বল, জ্ঞান ও যোগ উপদেশ দেওয়া আমার উচিত নহে কেন? তাহাতে বলিতেছেন, "তুমি" ইতি। যাহার চিত্ত লীলা ও বিলাসে মাখা, তাহাকে বিদগ্ধ বলে। যোগী ও জ্ঞানিরই যোগ জ্ঞানোপদেশ শোভা পায়, তুমি বিদগ্ধ নায়ক ও কৃপাময় অর্থাৎ পরদুঃখমোচন স্বভাব; তোমার ঐরূপ উপদেশ প্রদান অনুচিত। বিশেষ, তুমি আমার হৃদয় জ্ঞাত আছ। বরং প্রাণ ত্যাগ করে, তথাপি সিংহ যেমন মাংস ব্যতীত তৃণ ভোজন করে না, তদ্রূপ আমিও তোমার প্রেম ব্যতীত অন্য উপদেশ বা অন্য আনন্দ প্রার্থনা করি না। তথাহি ব্রজবিলাসে,—

"সিংহ সদা আমিষ রুচি-মানে।
তৃণ ন ভখৈ পুনি তেজৈ পরাণে ॥"

যদি বল, তোমার হৃদয় আমি জ্ঞাত নহি, তাহাতে শ্রীরাধা নিজ-হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতেছেন, "চিত্তকাঢ়ি" ইতি। কাঢ়ি, ফিরাইয়া। আমি ক্ষণকালের জন্য তোমা হইতে চিত্ত ফিরাইয়া বিষয়ে লাগাইতে বহু চেষ্টা করিলেও তোমা হইতে কিছুতেই চিত্ত ফিরে না, যে দিকে দৃষ্টি করি, সেই বিষয়ই তোমাকে স্মরণ করিয়া দেয়। ভ্রমর যেমন পদ্মের লোভী রক্তপদ্ম ও কুমুদ যেমন সূর্য্য ও চন্দ্রের লোভী, আমিও তদ্রূপ তোমার বদন-চন্দ্রের চাতকিনী। তথাহি ব্রজবিলাস,—

"অলি লোভী পঙ্কজপদকরকে!
কোকি কোকনদ-দ্যুতি দিনকরকে ॥
বদন-ইন্দুকে কুমুদ চকোরা।
তনঘন ছবিকে চাতক মোরা ॥"

অতএব যাহার চিত্ত তোমা ব্যতীত জানে না, তারে (তাহাকে) তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দাও, এরূপ নিকপট স্নেহ প্রকাশের প্রয়োজন কি? এরূপ কার্য্যে লোক উপহাস করে। উপহাসের দুইটি কারণ, প্রথম বিদগ্ধনায়কের তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ উপহাসাস্পদ। দ্বিতীয় তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের অনধিকারিণী আমি, আমার প্রতি উপদেশ। অতএব স্থানাস্থান (অধিকারী ও অনধিকারী) বিচার কর না? উহা বিচার করিয়া শিক্ষা দেওয়াই উচিত ॥ ৪০।৪১ ॥

(১২৮ পা) "নহে গোপী...লহ তার পার ॥" এই ৪২৮ ও ৪৩৮ পয়ারের ভাবার্থ। যদি বল, আমি স্থানাস্থান বিচার করিয়াই তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতেছি, যেহেতু

তোমরা সুচতুরা, ধ্যানে সমর্থ হইবে। ইহাতে বলিতেছেন, "যোগেশ্বরৈরিত্যাদি" অর্থাৎ 'নহে গোপী' ইতি। গম্ভীর বুদ্ধিবিশিষ্ট যোগেশ্বরগণ তোমার ধ্যান করিতে সমর্থ, কিন্তু গোপীগণ যোগেশ্বর নহে, সুতরাং তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া সন্তোষ পাইবে না। যদি গোপীগণ যোগেশ্বর হইত, তবে ধ্যান করিয়া সন্তোষ লাভ করিত। যাহারা কৃষ্ণের মাধুর্য্যামৃত পান করিয়াছে, তাহাদের চিত্ত, জ্ঞান ও যোগরূপ নিম্বফলে আকৃষ্ট হইবে কেন? যদি বল, তোমরা যোগেশ্বর না হও, কিন্তু সংসার-কূপে পতিতা; আমার পাদপদ্ম-ধ্যান ব্যতীত সংসার-কূপ হইতে কিরূপে উদ্ধার লাভ করিবে? তাহাতে বলিতেছেন, "সংসারকূপেত্যাদি" অর্থাৎ 'দেহস্মৃতি' ইতি। যাহারা সংসারকূপে পতিত, তাহারা তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করুক, কিন্তু আমরা সংসারকূপে পতিতা নহি; কেন না, যাহারা নিজের দেহের অনুসন্ধান রাখে না, তাহাদের সংসার কোথায়? যে তোমার চরণ ধ্যান করিয়া সংসার হইতে উদ্ধার পাইবে? অর্থাৎ সংসার আছে কি না তাহাও আমাদের অনুসন্ধান নাই। অতএব আমাদের সংসারও নাই, সুতরাং তাহা হইতে উদ্ধারও হইতে চাহি না। যদি বল, সংসার হইতে যদি উদ্ধার হইতে না চাও, তবে কি নিমিত্ত এত কাতরতা প্রকাশ করিতেছ? তাহাতে বলিতেছেন, "বিরহ" ইতি। আমরা বিরহরূপ সমুদ্রে পতিতা, উহা হইতে উদ্ধার জন্য এত কাতর হইতেছি। যদি বল, সন্তরণ দ্বারা উত্তীর্ণ হও না কেন? তাহাতে বলিতেছেন, "কাম" ইতি। তিমিঙ্গিল, বৃহৎ জলজন্তু বিশেষ। বিরহসমুদ্র হইতে সন্তরণ দ্বারা উত্তীর্ণ হইবার আমাদের উপায় নাই, যেহেতু কাম (প্রেম) রূপ তিমিঙ্গিল আমাদের গ্রাস করিয়াছে। অতএব গোপীগণে তার পার (বিরহসমুদ্রের পারে) উত্তোলন কর ॥ ৪২।৪৩ ॥

(১২৮ পা) "বৃন্দাবন.........দুর্দ্দৈব বিলাস ॥" এই ৪৪৫ ও ৪৫৫ পয়ারের ভাবার্থ। বিরহসমুদ্রের পারে লইবার উপায় বলিতেছেন, "বৃন্দাবন" ইতি। বৃন্দাবনে গমন করতঃ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে দানলীলা, যমুনাতীরস্থ বনে বিহারাদি ও কুঞ্জমধ্যে রাসাদিলীলার যদি অনুষ্ঠান কর, তবেই বিরহ-সমুদ্র হইতে পার হই। ব্রজে আগমন জন্য শ্রীকৃষ্ণের আসক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজাদি স্মরণ করাইতেছেন, "সেই ব্রজ" ইতি। বড় চিত্র (আশ্চর্য্য) পরম আনন্দময় সেই ব্রজাদি কিরূপে পাশরিলে (ভুলিলে)। ব্রজাদি বিস্মরণ হওয়াতে তোমার কৃতঘ্নতা প্রকাশ পায় নাই; কেন না "বিদগ্ধ" ইতি। মৃদু, কোমলচেতা। সদ্‌গুণ, সদ্‌গুণান্বিত। স্নিগ্ধ, প্রেমিক। করুণ, দয়ালু। এই সব গুণ তোমাতে থাকায় তোমার কৃতঘ্নতা দোষ হইতে পারে না, তবে যে তোমার ব্রজজনকে ভাল লাগে না, তাহা তোমার দোষ নহে, কেবল আমাদেরই দুর্দ্দৈবের খেলা অর্থাৎ আমা-

দেরই দুর্ভাগ্যবশতঃ তুমি ব্রজে গমন করিতেছ না ॥ ৪৪।৪৫ ॥

(১২৮ পা) "না গণি……করাও নিজপদ ॥" এই ৪৬৫ হইতে ৪৮৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। আমরা নিজদুঃখ গণনা করি না, কিন্তু শ্রীযশোদার দুঃখময় মুখ দর্শন করিয়া ব্রজবাসির হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মাতা যশোদার দুঃখ শ্রবণ করিয়া যদি কৃষ্ণ ব্রজে আগমন করেন, এই হেতু যশোদার দুঃখ বলেন। অথবা কৃষ্ণের প্রতি ব্রজজনের অনুরাগ বর্ণন করেন। হয়,ব্রজবাসিগণকে বিনাশ কর,যদি তাহা না পার, ব্রজে আগমন করিয়া দর্শন দানে তাহাদিগকে বাঁচাও। নচেৎ বিরহদুঃখ সহিবার জন্য কেন ব্রজজনকে জীবিত রাখিয়াছ। যদি বল, বিরহদুঃখ সহ্য করিবার প্রয়োজন কি? এখানে আগমন কর, তাহা হইলে ঐ দুঃখ থাকিবে না। ইহাতে বলিতেছেন, "তোমার" ইতি। অন্য বেশ (রাজবেশ) অন্যসঙ্গ (যাদবাদির সহিত মিলন) অন্যদেশ (দ্বারকাদি) বাস, ইহা ব্রজজনের কখন ভাল লাগে না। অতএব উহারা এখানে আসিলেও তাহাদের তাদৃশ দুঃখ ঘুচিবে না। আরও বিশেষ "গেহংজুষামিতি।" অর্থাৎ "ব্রজভূমি" ইতি। ব্রজজন ব্রজসেবাকারিণী বলিয়া ব্রজভূমি ত্যাগ করিতে পারে না, অথচ তোমায় না দেখিয়াও থাকিতে পারে না। যদি বল, ব্রজজন আমায় না দেখিয়া থাকিতে পারে না কেন? তাহাতে বলিতেছেন,"তুমি ব্রজের"ইতি। যদি বল, কিরূপে তোমাদের বাঁচাইব? তাহাতে বলিতেছেন, "মনস্যুদিয়াদিতি" অর্থাৎ "ব্রজে" ইতি। তুমি ব্রজে আগমন করিলেই আমরা বাঁচিব। "মনে বনে এক করি জানি" এই পূর্ব্ব পয়ারানুসারে এখানে মন বলিতে ব্রজ বুঝিতে হইবে ॥ ৪৬-৪৮ ॥

(১২৯ পা) "শুনিয়া… …জীবনের জীবন ॥" এই ৪৯৫ ও ৫০৫ পয়ারের ভাবার্থ। রাধিকা বাণী, "অন্যের যে অন্য" ইত্যাদি পয়ারোক্ত শ্রীরাধার বাক্য। মনে আনি, স্মরণ করিয়া। ব্রজলোকের প্রেম, যে প্রেম কৃষ্ণনিষ্ঠ অর্থাৎ কৃষ্ণসুখ ভিন্ন আর কিছু চায় না। তার, শ্রীরাধার। ঝুঁরো, ক্রন্দন করি। যদি বল, কাহার জন্য ক্রন্দন কর? তাহাতে বলিতেছেন, "ব্রজবাসী" ইতি। তার মধ্যে, পিতা, মাতা ও সখাগণের মধ্যে। শ্রীরাধাকে জীবনের জীবন বলাতে, গোপীগণ মধ্যে শ্রীরাধা যে প্রিয়তমা তাহা বলা হইল ॥ ৪৯।৫০ ॥

(১২৯ পা) "তোমা সবার …দুঁহে রাখে প্রাণ ॥" এই ৫১৫ ও ৫২৫ পয়ারের ভাবার্থ। যদি বল, ক্রন্দন কর কেন? তাহাতে বলিতেছেন, "তোমা" ইতি। তোমরা সকলের প্রেমে আমি বশীভূত বলিয়া তোমাদের জন্য আমি ক্রন্দন করি। অতএব আমি তোমাদের অধীন। যদি বল, তুমি যদি আমাদের অধীন, তবে আমাদের ত্যাগ করিয়া দূরদেশে আছ কেন? তাহাতে বলিতেছেন, "তোমা" ইতি। দুর্দৈব, দুর-

দুষ্ট। আমার প্রবল দুরদৃষ্টই আমাকে দূরদেশে আনিয়াছে এবং তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করাইয়াছে। যদি বল, তুমি যদি আমাদের প্রেমে এত অধীন এবং তোমার দুর্দ্দৈব যদি আমাদিগকে ছাড়াইয়া দূরদেশে লইয়া আসিয়াছে, তবে কিরূপে জীবিত আছ? যেহেতু অকৈতব প্রেমের বিরহে কেহ বাঁচে না। তাহাতে বলিতেছেন, "প্রিয়া" ইতি। কান্তসঙ্গহীনা কান্তা এবং কান্তা সঙ্গ ব্যতীত কান্ত বাঁচিতে পারে না সত্য, কিন্তু "মোর" ইতি। পতি মনে মনে বিচার করেন, যদি প্রিয়া বিরহে আমি প্রাণ ত্যাগ করি, তাহা শুনিয়া আর প্রেয়সী বাঁচিবেন না। পত্নীও মনে করেন, যদি প্রিয়বিরহে আমি মরি, তবে প্রাণপতি জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। এই ভয়ে (পরস্পরের মরণ ভয়ে) দোঁহে (পতি ও পত্নী) প্রাণ রক্ষা করে॥ ৫১।৫২॥

(১২৯ পা) "সেই সতী… …আমা স্ফূর্ত্তি॥" এই ৫৩ ও ৫৪ পয়ারের ভাবার্থ। বিয়োগে, (বিরহে) যে প্রিয়ের হিত কামনা করে, সেই প্রেমবতী সতী। যে প্রিয়ার হিত অনুসন্ধান করে, সে প্রেমবান্ পতি। পতি ও পত্নী যদি নিজদুঃখ গণনা না করিয়া প্রিয়জনের সুখ কামনা করে, তবে উভয়ে শীঘ্র মিলিত হয়। যদি বল, আমার হিতানুসন্ধান কি কর? তাহাতে বলিতেছেন, "রাখিতে" ইতি। নিতি নিতি, প্রত্যহ। তোমার জন্য আমি নারায়ণ সেবা করি, তজ্জন্য তাঁহার শক্তি আমাতে সঞ্চারিত হয়, সেই শক্তিতে প্রত্যহ তোমার নিকট গমন করিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করি। ক্রীড়ান্তে যদুপুরী যাই। ক্রীড়ার সময় আমার স্ফূর্ত্তি করিয়া মান॥ ৫৩।৫৪॥

(১২৯ পা) "মোর ভাগ্যে…জানিহ নিশ্চয়॥" এই ৫৫ ও ৫৬ পয়ারের ভাবার্থ। মো বিষয়ে, আমার সম্বন্ধে। শ্রীরাধার প্রেম যে পরম প্রবল, তাহা বলিতেছেন, "লুকাইয়া" ইতি। তোমার প্রেম আমাকে গোপনভাবে আনয়ন করে, কিছুদিন পরে প্রকাশ্যভাবে আনয়ন করিবে। যদি বল, এখনই ব্রজে আইস না কেন? এক্ষণে যাইতে পারি না, তদ্বিষয়ে কারণ বলিতেছেন, "যাদবের" ইতি। প্রতিপক্ষ, শত্রু॥ ৫৫।৫৬॥

(১২৯ পা) "সেই শত্রুগণ… প্রতীত হইল॥" এই ৫৭ হইতে ৫৯ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। যদি বল, শত্রু বিনাশ জন্য যখন যদুপুরে বাস ও রাজ্যভোগ করিতেছ, তখন যাদবের প্রতিই তোমার প্রেম প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে বলিতেছেন, "সেই" ইতি। কেবল ব্রজজনের হিতার্থ শত্রুবিনাশ করিতে যাদবের সহিত বাস, এবং অনাসক্ত হইয়া রাজ্যভোগ করিতেছি। যদি বল, শত্রুবিনাশ জন্যই যদি যদুপুরে বাস হয়, তবে রাজ্যভোগ কর কেন? ইহাতে বলিতেছেন, "যে বা" ইতি। রাজ্যাদি ভোগ যাদবের সন্তোষ জন্য, নিজের নিমিত্ত নহে। প্রেমগুণে, প্রেমের গুণে

বা প্রেমরূপ রজ্জুতে। দিন দশ বিশে, ত্রিশ দিনে। বিলাসিব রাত্রিদিবসে, দিবারাত্র বিলাস করিব।

কেহ বলেন, দিবারাত্র বিলাস করিলে আর পরকীয়া ভাব থাকিবে না। ইহাকে সমৃদ্ধিমান্ শৃঙ্গার বলে। এই সম্ভোগে আর বিরহের সম্ভাবনা নাই, ইহাতেই মধুর রস উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লাভ করে। স্বকীয়াভাব ব্যতীত দিবারাত্র নিরন্তর বিলাসসম্পন্ন হয় না। কেহ বলেন, উজ্জ্বলে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে,—

"দুর্ল্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥"

মুখ্যসম্ভোগ চারি প্রকার, সঙ্ক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ-সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। সুদূর প্রবাস বশতঃ বিরহী নায়ক ও নায়িকার পরাধীনত্ব প্রযুক্ত উভয়ের দুর্লভ দর্শনের যে উপভোগের আধিক্য, তাহার নাম সমৃদ্ধিমান। ইহার আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় উক্ত হইয়াছে,—

"এবঞ্চ সুদূরপ্রবাসান্তে দাম্পত্যে সত্যপারতন্ত্র্যা এব সমৃদ্ধিমান্ সঙ্ক্ষিপ্ত-সঙ্কীর্ণ-সম্পন্না এবোপপত্যে ইতি ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধির্নৈব গ্রন্থকৃদাশয় স্পর্শিনীতি বুধ্যতে। পারতন্ত্র্যাভাব এব দাম্পত্য এব সমৃদ্ধিমানিতি যদি তেষামাশয়স্তর্হি 'সখ্যস্তা মিলিতা নিসর্গমধুরপ্রেমাভিরামীকৃতা যামীয়ং সমগংস্ত সংস্তববতী শ্বশ্রূশ্চ গোষ্ঠেশ্বরী। বৃন্দারণ্য নিকুঞ্জধাম্নি ভবতা সঙ্গোঽপ্যয়ং রঙ্গবান্ সংবৃত্তঃ কিমতঃ পরং প্রিয়তরং কর্ত্তব্যমত্রাস্তি মে॥' ইতি স্পষ্টমেব পারতন্ত্র্যাভাব দাম্পত্যনিরূপকং পদ্যমনুদাহৃত্য "দগ্ধং হন্তেতি," "তবাত্র পরিমৃগ্যতেতি" ঔপপত্যাপারতন্ত্র্যময়ং পদ্যদ্বয়ং কথমুদাহরণত্বেনোপন্যস্তমিতি।"

সুদূর প্রবাসের পর স্বাধীন স্বকীয়া ভাব হইলে, তাহাতে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয় এবং পরাধীন পরকীয়াভাবে সঙ্ক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ ও সম্পন্ন সম্ভোগ হয়, এরূপ ব্যাখ্যা গ্রন্থকারের আশয় নহে। স্বাধীনভাবাপন্ন স্বকীয়া প্রেমেই সমৃদ্ধিমান্ হয়, ইহা যদি গ্রন্থকর্ত্তার আশয় হয়; তবে, ললিতমাধবে দশমাঙ্কে ৩৪ শ্লোকোক্ত সুস্পষ্ট স্বাধীন স্বকীয়াভাব নিরূপক "সখ্যস্তারিতি।" পদ্যকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উদাহরণ না দিয়া, ললিতমাধবোক্ত পরাধীন পরকীয়া ভাবময় "দগ্ধমিতি" ও "তবাত্রেতি।" পদ্য দুইটী দ্বারা উদাহরণ করিতে এই শ্লোকটি দুইটি লেখেন কেন? কোন জিজ্ঞাসা থাকিলে উজ্জ্বল দেখিবেন। অতএব পরকীয়াতে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয়। ইহাতে বিচ্ছেদ দেখা যায় না।

তারে, শ্রীরাধাকে। কৃষ্ণ-প্রাপ্তি প্রতীত হইল, শীঘ্রই কৃষ্ণ ব্রজে যাইবেন, ইহা বিশ্বাস হইল। ৫৭—৫৯॥

(১২৯ পা) "ময়ীতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৩৮ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। ইহার তাৎপর্য্য ভাবার্থ ব্যাখ্যায় ১৪২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন॥ ৮॥

(১২৯ পা) "এই সব… … …দিব্য পরিমল॥" এই ৬০ ও ৬১ পয়ারের ভাবার্থ সরল। এই সব অর্থ, পূর্ব্বোক্ত অর্থ সকল। চাঞা, দর্শন করিয়া। "স্বরূপের ইন্দ্রিয়" ইতি। স্বরূপের ইন্দ্রিয় প্রভুর ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া কার্য্য করে। তর্জ্জনীতে ভূমি লেখে, ইহা চিন্তা নামক সঞ্চারী ভাব। "যবে যেই রস" ইতি। প্রভুর যখন যে ভাব উত্থিত হয়, স্বরূপ তাদৃশ রসানুযায়ী গান করিয়া, সেই রসকে প্রত্যক্ষরূপে আস্বাদন করান। পরিমল, গন্ধ॥ ৬০।৬১॥

(১৩০ পা) "প্রভুর হৃদয়ে…… … আছিলা অন্য স্থানে॥" এই ৬২ হইতে ৬৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। উন্মাদ ঝঞ্ঝাবায়ু, উন্মাদরূপ ঝড় বাতাস। উপ-

জিল, আরম্ভ হইল। নানা ভাবরূপ সৈন্যে যে যুদ্ধ করেন, সেই নানাভাব কি, তাহা বলিতেছেন, "ভাবোদয়" ইত্যাদি। সঞ্চারী, সঞ্চারীভাব। যিনি হাস্যাদি ও ক্রোধাদি ভাবকে নিজের অধীন করিয়া সুরাজার ন্যায় বিরাজমান থাকেন, তাহাকে স্থায়ীভাব বলে। ভাব পুষ্পদ্রুম, ভাবরূপ পুষ্পবৃক্ষ ॥ ৬২—৬৫ ॥

(১৩০ পা) "যদ্যপি রাজার··· ··· তাহা কৈল সমর্পণ ॥" এই ৬৬ হইতে ৬৯ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। হাড়ির সেবন, নীচ কাজ অর্থাৎ পথ সম্মার্জ্জন। অবসর, সময়। যাই, গমন করিয়া। বলগণ্ডি স্থান, প্রবাদ আছে,—

যে পথে বলপূর্ব্বক কর গ্রহণ করা হইত, তাহা বলগণ্ডি। চন্দন পুষ্করণীর পথ হইতে শ্রদ্ধা নদীর পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত যে পথ, তাহা বলগণ্ডি। পূর্ব্বে যে সময়ে গুণ্ডিচা মন্দির যাইতে মধ্যে শ্রদ্ধা-নদী ছিল, সে সময় ছয়খানি রথ হইত, তিনখানি মন্দির হইতে শ্রদ্ধানদীর তীর পর্য্যন্ত যাইত। পরে নদী পার হইয়া অপর তিনখানি রথে তিন মূর্ত্তি আরোহণ করিতেন এবং গুণ্ডিচা মন্দিরে যাই-তেন। সম্প্রতি শ্রদ্ধানদী মজিয়া গিয়াছে, রথ এক্ষণে সোজাসুজি গুণ্ডিচা মন্দিরে যায়।

রথ রাখি,রথের গতি স্থগিত করিয়া। তাহা, বলগণ্ডি স্থানে ॥ ৬৬—৬৯ ॥

(১৩১ পা)"আগে পাছে······করি-য়াছেন বর্ণন ॥" এই ৭০ ও ৭১ পয়ারের ভাবার্থ সরল। আরামে, বাগানে ॥৭০-৭১

(১৩১ পা) "রথারূঢ়স্যেতি।" এই নবম শ্লোকর তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। যে শ্লোক দ্বারা রূপগোস্বামী রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্যবর্ণন করেন, তাহা এই শ্লোক ॥৯॥

(১৩১ পা)"ইহা যেই···কৃষ্ণদাস ॥" এই ৭২ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ইহা, রথাগ্রে মহাপ্রভুর নর্ত্তন লীলা। তার, যে শ্রবণ করে ॥ ৭২ ॥

ইতি ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে সুবোধিনী ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

(১৩১ পা) "গৌর" ইতি। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার যাহা বলিবেন, তাহা শ্লোকার্থে প্রকাশ করি-লেন। নিজভক্তগণ সহ মহাপ্রভু লক্ষ্মী-বিজয়োৎসব দর্শন ও স্বরূপের মুখ হইতে গোপীর প্রেমরসের উল্লাস শ্রবণ করেন, ইহাই এই পরিচ্ছেদে বলা হইবে ॥১॥

(১৩২ পা) "জয় জয়··· ···নেত্রে জলধার ॥" এই ১ম হইতে ৩য় পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। "জয় শ্রোতাগণ" ইতি। গৌরাঙ্গ যাহাদের প্রাণ এবং

গৌরপদ ধন (সম্পত্তি) সেই শ্রোতাগণ পরম উৎকর্ষতা লাভ করুন। এইমত, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদোক্ত। হেনকালে, যে সময়ে মহাপ্রভু প্রেমের আবেশে ছিলেন। সেই দেশ, সেই স্থানে অর্থাৎ মহাপ্রভু যেখানে শয়ন করিয়াছেন। 'জয়তি তেঽধিকং' অধ্যায় অর্থাৎ শ্রীভাগবতোক্ত রাসপঞ্চাধ্যায়ীর গোপী গীতের অধ্যায়। তব কথামৃত, এইটি ঐ অধ্যায়ের নবম শ্লোক। দুইজনার, প্রভু ও রাজার ॥১-৩॥

(১৩২ পা) 'তবেতি।' এই দ্বিতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

গোপীগণ কহিলেন, তোমার কথাই অমৃত-স্বরূপ। ঐ কথা, তোমার বিরহরূপ তাপে খিন্ন ব্যক্তিগণকে রক্ষা করে ; এমন কি, আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপবিশিষ্ট সংসারি জনগণের মৃত্যু পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা করে বা ত্রিতাপকে নাশ করিয়া জীবের স্বরূপানন্দকে প্রকাশ করে। অতএব তোমার কথামৃত, প্রসিদ্ধ অমৃত হইতেও শ্রেষ্ঠ ও জীবনরূপ। ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসনাদি আত্মারামগণ দেবভোগ্য অমৃতকে ঘৃণা করতঃ তোমার কথামৃতকে (পান করে) স্তব করেন। 'ঈড়িতঃ' ইহা বর্ত্তমানে 'ক্ত' প্রত্যয় অর্থাৎ এখনও স্তব করেন। তোমার কথা সংসারের পাপ ও পুণ্য-নাশক এবং শ্রবণমাত্রই সর্ব্বার্থ সাধক। অতএব তোমার কথা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ব্যাপক। তোমার এরূপ কথা যিনি গ্রহণ করেন, অক্ষয় ধন-দাতা বলিয়া তিনি বহুদাতা বা ধন্য হয়েন। অথবা, যিনি তোমার কথারূপ কীর্ত্তন মুমুক্ষুগণকে প্রদান করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বার্থদাতা ও মহাধনদাতা। কিম্বা, ভূরিদা, অর্থাৎ (ভূরি) বহুলদুঃখকে (দা) খণ্ডন করেন। অথবা, ভূরিদা অর্থাৎ এত দান করেন, যে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেও তাহা পরিশোধ করা যায় না। অথবা, ভূরিদা = অজনা ইতি ভূরিদাজনা অর্থাৎ যাহারা নামকে নিরূপণ করেন, তাহারা বহুদাতা ও পুনর্জ্জন্মরহিত হয়েন বা সর্ব্বযজ্ঞ ও সর্ব্বস্বদক্ষিণাদির যে ফল, তাহা লাভ করেন। অথবা, যিনি জন্মান্তরে বহুদান করিয়াছেন, তিনিই এ জন্মে তোমার নাম গ্রহণ করেন ॥ ২ ॥

(১৩২ পা) "ভূরিদা......যার নাহি নাহি অন্ত ॥" এই ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। পূর্ব্বসেবা, রথাগ্রে ঝাঁট দেওয়া। কৃপা উপজিল, কৃপা হইয়াছিল। অনুসন্ধান বিনু, সেই এই প্রতাপরুদ্র ইহা না জানিয়াও। নিসকড়ি, অন্নাদি ব্যতীত যে প্রসাদ ॥৪-৬॥

(১৩৩ পা) "ছেনাপানা .... প্রভুর মন ধায় ॥" এই ৭ম ও ৮ম পয়ারের ভাবার্থ সরল। ছেনাপানা, ছেনা ও সরবৎ। পৈড়, ডাব। কদলক, কলা। বীজতাল, তালশাঁস। নারঙ্গ হইতে কমলা পর্য্যন্ত লেমুজাতি। বীজপুর, দাড়িম। হরিবল্লভ ও সেবতি মিষ্টান্ন-বিশেষ। মরিচা লাড়ু, ঝালের লাড়ু। পদ্মচিনি, পদ্মমধুর সারে নির্ম্মিত চিনি। চন্দ্রকান্তি, বিড়ি কলাইয়ের রুটি। বিয়ড়ি কদমা, বিড়ি কলাইচূর্ণ মিশ্রিত কদমা। তক্র, ঘোল। কোলি, বদরী (কুল) কেয়াপত্র দ্রোণি, কেয়াফুলের পাতার দোনা ॥ ৭।৮ ॥

(১৩৩ পা) "পাঁতি পাঁতি...লোকে চমৎকার ॥" এই ৯ম হইতে ১২শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। পাঁতি পাঁতি করি, একটি একটি করিয়া। আকণ্ঠ পুরিয়া, উদর পরিপূর্ণ করিয়া। উবরিল

খায় সহস্রেক জন, সহস্রজন খাইতে পারে, এরূপ প্রসাদ থাকিল। তাঁরে, কাঙ্গালদিগকে। যোটন, যুড়িলেন॥৯-১২

(১৩৪ পা) "জয় গৌরচন্দ্র…হইলা আপনে॥" এই ১৩শ হইতে ১৬শ পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। আইটোটা, জুঁই ফুলের বাগান। নব দিন, রথযাত্রার দিন হইতে দশমী পর্য্যন্ত নয় দিন॥ ১৩-১৬॥

(১৩৪ পা) "নানোদ্যান… জলেত ভাসিয়া॥" এই ১৭শ হইতে ২০শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। জলমণ্ডুকবাদ্য, হস্ততলকে ভেকের ন্যায় করিয়া জলের উপরি আঘাত করিয়া বাদ্য। গুপ্ত, মুরারি। দত্ত, বাসুদেব। করহ বর্জ্জন, নিষেধ কর॥ ১৭ ২০॥

(১৩৫ পা) "এই মত……লয় কি কারণে॥" এই ২১শ হইতে ২৭শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। বৃক্ষ বল্লি, বৃক্ষ সমূহ। পুষ্পারাম, ফুলের বাগান। চিত্রবস্ত্র, রঙ্গিলা কাপড়। সুন্দরাচল, যে স্থানে গুণ্ডিচা মন্দির। রসবিশেষ শ্রবণ জন্য প্রভু স্বরূপকে বলিলেন, "যদ্যপি" ইতি।

জগন্নাথদেবের এই লীলা অবশ্য দ্বারকালীলা। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বিহার করিতে করিতে বৎসরের মধ্যে একবার শ্রীবৃন্দাবনের তুল্য উপবন সকল দর্শন করিবার জন্য রথযাত্রাস্থলে সুন্দরাচলে গমন করেন। গমনাগমনে পথে কয়েকদিন ঐ সকল উপবনেই বিহার করেন। বিহারকালে লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লয়েন না, ইহার কারণ কি ?॥ ২১-২৭॥

(১৩৬ পা) "স্বরূপ কহে……সৈন্য সাজাইয়া॥" এই ২৮শ হইতে ৩২৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে না লইবার কারণ বলিতেছেন, "স্বরূপ" ইতি।

স্বরূপ কহিলেন, কারণত স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। উপবন-বিহার অবশ্য বৃন্দাবনবিহার। বৃন্দাবনবিহারে লক্ষ্মীদেবীর অধিকার নাই। এই হেতু লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লন নাই। "প্রভু কহে" ইতি। প্রভু কহিলেন, বৃন্দাবনবিহারে লক্ষ্মীদেবীর অধিকার নাই সত্য, কিন্তু এই উপবনবিহারটি প্রকাশ্যবিহার, গুপ্তবিহার নহে, যেহেতু সঙ্গে সুভদ্রা ও বলরাম। অতএব লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লওয়ায় দোষ কি ? যদি বল, জগন্নাথের অন্তরে বৃন্দাবনবিহার বিভাত হওয়ায়, তৎকালে ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গ শোভা পায় না; তাহা হইলে তাহাতে দেবীর রোষ হয় কেন ? জগন্নাথের অন্তরে যাহাই থাকুক, তাহাতো অন্যে জানিতে পারেন না, প্রকাশ্যে উপবন-বিহারমাত্র, তাহাতে দেবীর রাগের কারণ কি ? "স্বরূপ" ইতি। স্বরূপ কহিলেন, প্রেমবতীর স্বভাবই ঈদৃশ। তাহারা কান্তের ঔদাস্যলেশ বা আভাস দেখিলেও ক্রোধ করেন। যথার্থ্যপক্ষে ঔদাস্য না হইয়া ঔদাস্যের ন্যায় প্রতীয়মান ঔদাস্যা-ভাস। সম্পুট, ডিবা। তারে, ভৃত্যগণকে। "দামোদর" ইতি। প্রভুকে হাস্য করিতে দেখিয়া স্বরূপ কহিলেন, প্রভো, হাসিবার কথা বটে, ইহা মান নয়, প্রচণ্ড রৌদ্ররস।

তথাহি রসামৃতে উত্তরে চতুর্থে,—

"নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ।
হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসো ভবেৎ॥"

ক্রোধরতি নিজোচিত বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে রৌদ্র ভক্তিরস হয়।

ঐছে (এই) প্রকার মান আমি আর কখন দেখি নাই বা শুনিতেও পাই নাই। দ্বারকায় সত্যভামাদেবীর মানের কথা শুনা যায়, সেও এরূপ নহে। সে মান কিরূপ তাহা বলিতেছেন, "মানিনী" ইতি। সত্যভামা দেবী যখন মানিনী

হইতেন, তখন তিনি ভূষণাদি ত্যাগ করিয়া মলিন বসনে অধোমুখে ভূমিলিখন করিতেন। হরিবংশে সত্যভামার ঈর্ষামান বর্ণনার সময় তাঁহাকে রোষবতী না বলিয়া রোষবতীর ন্যায় বলিয়াছেন,—

"রুষিতামিব তাং দেবীং স্নেহাৎ সঙ্কল্পয়ন্নিব।
ভীতভীতোঽতি শনৈর্বিবেশ যদুনন্দনঃ॥
রূপযৌবন-সম্পন্না স্বসৌভাগ্যেন গর্ব্বিতা।
অভিমানবতী দেবী শ্রুত্বৈবের্ষাবশং গতা॥"

একদা নারদ স্বর্গ হইতে একটি পারিজাত পুষ্প আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেন। শ্রীকৃষ্ণ উহা রুক্মিণীদেবীকে প্রদান করেন। রূপযৌবনসম্পন্না সত্যভামাদেবী শ্রীকৃষ্ণকৃত আদর হেতু অতিশয় গর্ব্বিতা ছিলেন। তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়গণের প্রধানা মনে করিতেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া তাঁহার রুক্মিণীদেবীর প্রতি ঈর্ষা জন্মিল। তিনি ঐ ঈর্ষার বশীভূত হইয়া মানিনী হয়েন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রতি স্নেহযুক্ত ছিলেন। অতএব তাঁহাকে রোষবতীর ন্যায় দেখিয়া, পাছে তাঁহার স্নেহের শৈথিল্য হয়, ভাবিয়া অতিশয় ভীত হয়েন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করেন। ইহাতে বুঝা যায়, স্নেহশালী কৃতাপরাধ নায়কের, নায়িকাকে ভয় হয় এবং প্রণয়িনী নায়িকার কৃতাপরাধ নায়কের প্রতি ঈর্ষাজনিত মান উৎপন্ন হয়। তাহাতে নায়িকাকে রোষবতীর ন্যায় দেখা যায়। ইহার নাম ঈর্ষামান। ইহা সহেতু অর্থাৎ কান্তের অপরাধ বা অপরাধাভাসই এই মানের হেতু। এই সহেতু মান সত্যভামাদি মহিষীবর্গে এবং চন্দ্রাবল্যাদি গোপীগণেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার মান আছে। ইহার নাম প্রণয়মান। ঐ মান কারণশূন্য, কান্তের অপরাধ বা অপরাধাভাসরূপ কারণের অপেক্ষা করে না। উহা প্রণয়াধিক্যে স্বতঃই উদিত হয়। উহা প্রণয়েরই বিলাস। ঐ মান কেবল ব্রজদেবীতেই দৃষ্ট হয়, অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। [illegible] ব্রজদেবীদিগের সহেতুক মানও মহিষীগণের সহেতুক মানের ন্যায় নহে। ব্রজদেবীগণের সহেতুক মানও অন্যত্র দুর্লভ এবং রসের নিধান।

ক্রিংহো অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী কি না মানিনী হইয়া নিজৈশ্বর্য্য প্রকাশ করতঃ সৈন্যসামন্ত লইয়া জগন্নাথকে আক্রমণ করিতে যাইতেছেন॥ ২৮-৩২॥

(১৩৬ পা) "প্রভু কহে… …দিগ্‌-দরশন॥" এই ১৩২ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কহিলেন, ব্রজের মান কি প্রকার? স্বরূপ বলিলেন, গোপীমান নদী শতধার অর্থাৎ মহিষীগণের মানের মূল, অন্যের সৌভাগ্যসহনে অসহিষ্ণুতা। আর গোপীগণের মানের মূল, কান্তের অসুখ্যা শঙ্কা।

নদী যেমন বাধা প্রাপ্ত হইয়া শতধারায় প্রবাহিত, হয় তদ্রূপ কান্তের অসুখ আশঙ্কায় গোপীগণের প্রেমপ্রবাহ মানরূপ বাধা দ্বারা বাধিত হইয়া শতধারায় প্রবাহিত হয়।

গোপীগণের প্রেম, মানের আকারে প্রকাশিত হইয়া প্রেয়সীকে প্রিয়ের পূজ্য করায়, প্রেমের অনুভব ও পরিমাণ করায় এবং স্বয়ং প্রিয়রূপে অনুভূত হয়। এই জন্য অলঙ্কারশাস্ত্রে বলেন,—

"মান্যতে প্রেয়সা যেন যৎ প্রিয়ত্বেন মন্যতে
মন্যতে বা মিমীতে বা প্রেমমানঃ স কথ্যতে।
মহাভাষ্যকৃতঃ কোঽসাবনুমান ইতি সূতে-
র্ল্যুড়ন্তোঽপি ন পুংলিঙ্গো মানশব্দঃ প্রদুষ্যতি॥"

যে মানহেতু প্রেয়সী প্রিয় কর্ত্তৃক পূজিত হয়েন, যাহা স্বয়ং প্রিয়রূপে অনুভূত হয়, যাহা হইতে প্রেমের অনুভব বা পরিমাণ করা যায়, তাহাকে প্রেমমান বলে। মহাভাষ্যকার "কোঽসৌ অনুমানঃ" এইরূপ পুংলিঙ্গ "মান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, অতএব অনট্‌ প্রত্যয়ান্ত মা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইলেও, মান শব্দের পুংলিঙ্গ প্রয়োগ দোষাবহ হয় না। মন ধাতুর উত্তর ঘঞ্‌ প্রত্যয় দ্বারাও মান শব্দ নিষ্পন্ন হয়। "কেহ কেহ

বলেন, ঈর্ষাজনিত বা প্রণয়জনিত কোপই মান। বস্তুতঃ মান ও কোপ স্বতন্ত্র বস্তু। মান প্রণয় নামক প্রেমেরই বিলাস বিশেষ। প্রেম কুটিল-স্বভাব বলিয়াই বৃদ্ধির অবস্থায় কখন ঈর্ষারূপ কারণ হইতে কখন বা কারণশূন্যভাবে স্বতঃই মানাকারে উত্থিত হয়। যখন উহা ঈর্ষারূপ কারণ হইতে উত্থিত হয়, তখন উহাকে সহেতুক, এবং যখন উহা অকারণে উত্থিত হয়, তখন উহাকে নির্হেতুক মান বলে। কোপ কটু ও সন্তাপজনক এবং মান মধুর ও স্নিগ্ধতা সম্পাদক। এইরূপ স্পষ্টভেদলক্ষণ সত্বেও মান ক্রিয়া বিশেষ সাম্যে কোপের আকারে দৃষ্ট হয় বলিয়া মানকে কোপ বলে। বস্তুতঃ মান, কোপ নহে, কোপাভাস মাত্র।

গোপীগণের স্বভাবভেদে তাঁহাদের প্রেমেরও বৃত্তিভেদ হয়। ঐ প্রেমবৃত্তির ভেদ অনুসারেই মানেরও প্রকারভেদ হয়। অসংখ্য গোপীর অসংখ্য স্বভাব ভেদে অসংখ্য প্রেমবৃত্তির প্রকাশ, তাহা হইতে অসংখ্য মানের উদ্ভব হয়। অতএব উহা না যায় কথন অর্থাৎ বর্ণনা করা যায় না। এক দুই ভেদে অর্থাৎ উহার বর্ণন অসম্ভব বলিয়াই দুই একটি মাত্র বর্ণন করিব ॥ ৩৩ ॥

(১৩৬ পা) 'মানে কেহো.....কভু বা উদাস ॥' এই ৩৪৫ হইতে ৩৭৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। এই তিন ভেদে অর্থাৎ মানবতী নায়িকা কেহ ধীরা, কেহ অধীরা, কেহ ধীরাধীরা ভেদে তিন প্রকার। ধীরা নায়িকার লক্ষণ বলিতেছেন, "ধীরা কান্ত দূরে" ইত্যাদি। প্রত্যুত্থান, অভ্যর্থনা। হৃদি, হৃদয়ে। আলিঙ্গিতে, আলিঙ্গন করিতে। তোষণ, তুষ্ট করণ। প্রিয় নিরসন, প্রিয়কে প্রত্যাখ্যান। অধীরা নায়িকার লক্ষণ বলিতেছেন, 'অধীরা নিষ্ঠুরবাক্যে' ইত্যাদি। 'কর্ণোৎপলে, কর্ণস্থিত পদ্ম দ্বারা। তাড়ে, তাড়না করে। ধীরাধীরা নায়িকার লক্ষণ বলিতেছেন, 'বক্র-বাক্যে' ইত্যাদি ॥ ৩৪-৩৭ ॥

(১৩৬ পা) "মুগ্ধা মধ্যা... ...পরম সন্তোষ ॥" এই ৩৮৫ হইতে ৪০৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। বয়স ভেদে নায়িকা তিন প্রকার ; মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা। মুগ্ধা যথা উজ্জ্বলে,—

"মুগ্ধা নববয়ঃ কামা রতৌ বামা সখীবশা।
রতিচেষ্টাস্বতিব্রীড়চারুগূঢ়প্রযত্নভাক্ ॥
কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা।
প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা ॥"

নবীনযৌবনা, ঈষৎকামবতী, রতিবিষয়ে বামা, সখীগণের অধীনা, রতিচেষ্টায় লজ্জাশীলা অথচ তদ্বিষয়ে গোপনে যত্নবতী. সাপরাধ প্রিয়তমের প্রতি সলজ্জদৃষ্টি সঞ্চারিণী, প্রিয় ও অপ্রিয় বচনে অশক্ত এবং মানবিষয়ে সর্ব্বদা পরাঙ্মুখী।

মধ্যা যথা উজ্জ্বলে,—

"সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী।
কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভবচনা মোহান্তসুরতক্ষমা।
মধ্যা স্যাৎ কোমলা কাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা ॥

যাঁহার কাম ও লজ্জা সমান, যিনি নবযৌবনা, যিনি কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভবচনা, মোহ পর্য্যন্ত সুরত ক্ষমা, মানে কখন কোমলা কখন কর্কশা, তিনিই মধ্যা।

প্রগল্‌ভা যথা উজ্জ্বলে,—

"প্রগল্‌ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা।
ভূরিভাবোদ্‌গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা।
অতি প্রৌঢ়োক্তিচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা ॥"

যিনি পূর্ণযৌবনা, মদান্ধা, বিপরীত সম্ভোগেচ্ছা-

শালিনী, প্রচুর ভাবোদ্গমে অভিজ্ঞা,' রস দ্বারা কান্তকে নিজায়ত্তকরণে সমর্থা, যাঁহার উক্তি ও চেষ্টা প্রৌঢ় ভাবাপন্ন, ও যিনি মানে অতিশয় কর্কশা, তিনি প্রগল্‌ভা।

মধ্যা প্রগল্‌ভা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা। ধীরাদি বিভেদ যথা,—

ধীরমধ্যা, অধীরমধ্যা, ধীরাধীরমধ্যা, ধীর প্রগল্‌ভা, অধীর প্রগল্‌ভা ও ধীরাধীরপ্রগল্‌ভা। ধীরমধ্যা হইতে ধীরপ্রগলভা পর্য্যন্ত নায়িকার লক্ষণ মধ্যের ভাবার্থ ব্যাখ্যায় ৩২।৩৩ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। "সন্তর্য্য নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ম্। যে কান্তা ক্রোধ বশতঃ নিষ্ঠুররূপে কান্তকে তাড়না করে, তাহাকে অধীর প্রগল্‌ভা বলে। ধীরাধীরার যে সকল গুণ ধীরাধীরপ্রগল্‌ভারও সেই সকল গুণ।

তার মধ্যে, পূর্ব্বোক্ত নায়িকাগণের মধ্যে। সবার স্বভাব তিন ভেদ অর্থাৎ নায়কের প্রেম, রূপ ও গুণাদির আধিক্য সাম্য এবং লঘুতা বশতঃ অধিকা, সমা ও লঘ্বী এই তিন প্রকার ভেদ। পুনরায় প্রত্যেকের প্রখরা, মধ্যা (সমা) ও মৃদ্বী (মৃদু) এই ত্রিবিধ ভেদ হয়।

তন্মধ্যে যিনি সদম্ভ বাক্য প্রয়োগ করেন এবং যাঁহার বাক্য কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, তাহাকে প্রখরা কহে। ইহার ন্যূন হইলে মৃদ্বী। সমতা হইলে মধ্যা কহে।

সেই সেই স্বভাবে অর্থাৎ সকলেই নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের বর্দ্ধন করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করেন। 'একথা' ইতি। ইহা শুনিয়া প্রভু অপার আনন্দ অনুভব করতঃ "কহ কহ" বলিয়া আরও অধিক শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। স্বরূপ কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর, গোপীগণও শুদ্ধ প্রেমরসগুণে প্রবীণা (প্রধানা)। গোপীপ্রেমে রসাভাস দোষের সম্বন্ধও নাই। এই হেতু কৃষ্ণের পরম সন্তোষ হয়। রসাভাসদোষ যথা সাহিত্যদর্পণে ৩ পরিচ্ছেদে,—

"অনৌচিত্যপ্রবৃত্তত্বে আভাসো রসভাবয়োঃ।"

রস অনুচিতরূপে প্রবৃত্ত হইলেই তাহাকে রসাভাস বলা যায় অর্থাৎ যে রসের যে ভাবে প্রবৃত্তি হওয়া উচিত, সেই রস যদি সেইভাবে প্রবৃত্ত না হয়, তবেই তাহাকে রসাভাস বলা যায়। শৃঙ্গার রসের স্থায়িভাব বা রতি, যদি উপপতিবিষয়িনী, মুনিপত্নী-বিষয়িনী ও গুরুপত্নী-বিষয়িনী হয়, অথবা যদি নায়ক ও নায়িকার সমান অনুরাগ না থাকে, কিম্বা ঐ রতি যদি বহু নায়কনিষ্ঠ বা নীচগত হয়, তবে ঐ রস রসাভাস বলিয়া গণ্য হয়। শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রে জানা যায়, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্ত্রী, তাহাদের কেবল কৃষ্ণনিষ্ঠ স্বাভাবিক প্রেম এবং শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ উভয়ের প্রতি উভয়ের তুল্যানুরাগ, ইত্যাদি সব কারণে, গোপীপ্রেম রসাভাস দোষরহিত।

পরশ্লোকে ইহার প্রমাণ করিতেছেন ॥ ৩৮-৪০ ॥

(১৩৭ পা) "এবমিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। "গোপিকার প্রেমে নাহি" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণ সত্যকাম, তাঁহার কামের অর্থাৎ সঙ্কল্পের কখনই ব্যভিচার হয় না। এই জন্য তিনি অনুরাগিনী অবলাগণের সহিত বিহার করেন। তিনি বিহারকালে সেই অনুরাগিনী অবলাগণের সুরতসম্বন্ধী হাবভাবাদি নিজ অন্তরে অবরোধ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের হাবভাবাদি দ্বারা এতই আকৃষ্টচিত্ত হয়েন যে, তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অবলাগণ তাঁহাতে অনুরাগিনী, অতএব তিনি কেমন করিয়া তাঁহা-

দিগকে ত্যাগ করিবেন? অনুরাগিনী অবলাগণকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না বলিয়াই, তাঁহাদের সহিত শরৎকালীন রসসকলের আশ্রয়ভূত রাত্রিসকল ব্যাপিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। শরৎ শব্দে যেমন শরৎ ঋতুকে বুঝায়, তেমনি বৎসরাত্মক কালকেও বুঝায়। অতএব শরৎকালীন রস সকলের আশ্রয়ভূত রাত্রি সকল ব্যাপিয়া বিহার বলিতে অনন্তকাল ব্যাপিয়া বিহারই বুঝিতে হয়। কাব্যমধ্যে কথ্যমান অর্থাৎ কবিগণ যাহা উৎকৃষ্ট বোধে গ্রন্থমধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। রস সকলের আশ্রয়ভূত এবং চন্দ্রকিরণে সমুজ্জল বলিতে রসাভাসাদি দোষবর্জ্জিত এবং উদ্দীপনান্বিত। গোপীগণের রতি, উপপতিবিষয়িনী নহে। কারণ উহা তাদৃশী হইলে, রস সকলের আশ্রয়ভূত বলিতেন না। যিনি রসাস্বাদনে পরম প্রবীণ, যিনি রসের সার আস্বাদন করেন, তিনি রসিকশেখর। শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর, অতএব তিনি যে রসাভাস আস্বাদন করেন নাই,তিনি যে রসের সার আস্বাদন করিয়াছেন, ইহা স্থির। শ্রীকৃষ্ণ রসের সার আস্বাদন করেন, ইহা স্থির হইলে, তিনি ঐ রস কোথায় আস্বাদন করেন, ইহাও নির্ণয় করিতে হয়। প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদন জগতেই হইয়া থাকে, কিন্তু সমস্ত জগতই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান দ্বারা মিশ্রিত। জগতের সকল ভক্তই বিধিমার্গের পথিক। বিধিমার্গের পথিকগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বুদ্ধিতেই ভজন করেন। ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তের সঙ্কোচ-গৌরবাদি স্বাভাবিক। সঙ্কোচ-গৌরবাদি হইতে প্রেমের শৈথিল্য ঘটে। শিথিল প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয় না। যে ভক্ত আপনাকে হীন ও ভজনীয় বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত বা প্রীত হয়েন না। যিনি যে ভাবে ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই ভাবেই অঙ্গীকার করেন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানরহিত ভক্তিই শুদ্ধভক্তি। রাগমার্গের পথিকগণ করেন। পুত্রাদি বুদ্ধিতে সঙ্কোচগৌরবাদি থাকে না। অতএব প্রেমের গাঢ়তা জন্মে। এই প্রেমেই শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয়। এই প্রেম বৈকুণ্ঠাদিরও দুর্লভ। এই শুদ্ধ প্রেম করুণাময় শ্রীভগবানের কৃপায় যখন প্রপঞ্চে প্রকট হয়, তখনই তিনি জগতে উক্ত রসসার আস্বাদন করেন। সখ্য ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে সমজ্ঞানে এবং বাৎসল্য ভক্তগণ হীনজ্ঞানে তাঁহাকে রসসার আস্বাদন করাইয়া থাকেন। মধুর ভক্তগণ শুদ্ধমাধুর্য্য বশতঃ সম্ভোগদশায় শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সমজ্ঞানে এবং বিরহে আপনা হইতে হীনজ্ঞানে সেবা করিয়া তাঁহাকে রসসার আস্বাদন করান। মধুররসের আবার স্বকীয় ও পরকীয় এই দুইভাবে অবয়ব সন্নিবেশ স্বীকৃত হয়। তন্মধ্যে পরকীয়ভাবেই রসের অতিশয় উল্লাস হয়। শ্রীবৃন্দাবনই ঐ পরকীয়ভাবের একমাত্র স্থান। এই পরকীয়ভাব নিয়ত বর্দ্ধনশীল বলিয়া ইহার অবধি নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহা কেবল শুদ্ধপ্রেমরসপ্রবীণ ব্রজবধূগণেই দৃষ্ট হয়। ব্রজ-বধূগণের মধ্যে আবার একমাত্র শ্রীরাধাতেই এই ভাব সীমান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রজ-বধূগণ পরকীয়াভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে তদ্ভাবেই অঙ্গীকার করেন। উহা তাঁহাদিগের স্বাভাবিক দাম্পত্যেরই আবরক ভাববিশেষ। উহা দাম্পত্য হইতে পৃথক্ নহে, দাম্পত্যেরই পরিপাক বিশেষ। উপপতি বিষয়ক মধুর রস আবার রসাভাস বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। অথচ ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরকীয় ভাবেই মধুর রসের পরমোৎকর্ষ অঙ্গীকৃত হয়। অতএব ঔপপত্য ভাবের যে লঘুত্ব, তাহা, প্রাকৃত নায়কপর, শ্রীকৃষ্ণপর নহে। ঔপপত্য ভাবের লঘুত্ব যে শ্রীকৃষ্ণপর নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে বিশেষ বলও আছে। যিনি সর্ব্বাবতারের মূল, তাঁহাতে কি কখন লঘুত্ব সম্ভব হয়? বিশেষতঃ তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণে

অবতার মিথ্যা হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিত্যপতি। এবং গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা হইলেও, শ্রীকৃষ্ণে গোপীগণের ঔপপত্যভাব এবং গোপীগণে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়াভাব অসম্ভব নহে; অঘটনঘটনাপটীয়সী শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রযোজিতা যোগমায়া তাঁহারই ইচ্ছানুসারে স্বাভাবিক দাম্পত্যকে আবরণ পূর্ব্বক ঔপপত্যের প্রকটনরূপ অঘটনঘটনা করিয়া থাকেন। অতএব ঐ শুদ্ধপ্রেম রসাভাস দোষ রহিত ॥ ৩ ॥

(১৩৭ পা) "বামা এক ...... আনন্দ সাগর ॥" এই ৪১৯ ও ৪২৯ পয়ারের ভাবার্থ সরল। শুদ্ধ-প্রেম-রস-প্রবীণ গোপীগণ আবার দক্ষিণা ও বামা ভেদে দ্বিবিধা।

বামা যথা—

"মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা।
অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ-ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে ॥"

যিনি মানগ্রহণ জন্য সর্ব্বদা উদ্যমশালিনী, সেই মানের শৈথিল্যে কোপনা হয়েন; নায়ক যাহার মান প্রসাদন করিতে অসমর্থ এবং প্রায়ই কঠিনার ন্যায় প্রতীয়মানা, তিনি বামা।

দক্ষিণা যথা—

যিনি মান নির্ব্বন্ধে অসমর্থা, যুক্তবচন প্রয়োগকারিণী ও নায়কবাক্যে শীঘ্রই প্রসন্না, তিনি দক্ষিণা।

নানাভাবে, বাম্যদক্ষিণাদি নানাবিধ ভাবে। রত্নখনি, প্রেমরত্নের উৎপত্তিস্থান। বয়সে মধ্যমা, পূর্ণ যৌবনা। বাম্যে, বাম্য প্রাখর্য্য প্রভৃতি ভাব প্রেমবিলাস হেতু শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ উপস্থিত হয়; কামার্ত্ত লোকের তাহা অনুভবের বিষয় হয় না ॥ ৪১।৪২ ॥

(১৩৭ পা) "অহেরিবেতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা গ্রন্থের ৭০ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। "বাম্য স্বভাবে" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৪ ॥

(১৩৭ পা) "এত শুনি... ... ...মূল কারণ ॥" এই ৪৩৯ হইতে ৪৬৯ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। এত শুনি, এই সব শুনিয়া। শ্রীরাধাপ্রেমকে অধিরূঢ় মহাভাব বলা যায়। দশবান্ হেম, দশবার অগ্নিতে দগ্ধ নির্ম্মল সুবর্ণের তুল্য। এই উপমায়, গোপীপ্রেম যে একবারেই কামশূন্য তাহা স্থির হইল। "কৃষ্ণ" ইতি। শ্রীরাধা যদি হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন, তবে বিবিধ ভাবরূপ বিভূষণে বিভূষিতা হইয়া থাকেন। বিবিধ ভাববিভূষণ কি, তাহা বলিতেছেন, "অষ্ট সাত্ত্বিক" ইত্যাদি।" সহজ প্রেম, স্বাভাবিক প্রেম। কিলকিঞ্চিত ভাব বলিতেছেন, "রাধা দেখি" ইতি। বর্জ্জন গমন, শ্রীরাধার গমন নিবারণ করে। হর্ষ সঞ্চারী, হর্ষ নামক সঞ্চারী ভাব ॥৪৩-৪৬॥

(১৩৮ পা) "গর্ব্বাভিলাষেতি।" এই পঞ্চম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। কিলকিঞ্চিত ভাব কাহাকে বলে, তাহা শ্লোকার্থে প্রকাশ করিলেন ॥ ৫ ॥

(১৩৮ পা) "আর সাত ভাব...... কোটীগুণ ॥ এই ৪৭৯ ও ৪৮৯ পয়ারের ভাবার্থ। আর সাত ভাব অর্থাৎ প্রথমে হর্ষ হয়, তাহাতে হাস্য, রোদন, ক্রোধ, অভিলাষ, ভয়, অসূয়া ও গর্ব্ব এই সাত ভাব। যাহার, যে ভাবের। পূর্ব্বোক্ত অষ্টভাব একত্র মিলনে কিরূপ হয়, তাহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন, "দধিখণ্ড"

ইত্যাদি। রাধাস্যনয়ন, শ্রীরাধার মুখ ও নয়ন ॥ ৪৭।৪৮ ॥

(১৩৮ পা) "অন্তঃস্মেরতয়েতি ॥" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "দানঘাটী পথে যবে" এই পূর্ব্ব পয়ারানুযায়ী এই শ্লোক। কিলকিঞ্চিত ভাব সকল শ্রীরাধার কোন কোন অঙ্গের ভুষণ, তাহা এই শ্লোকের অর্থে প্রকাশ করিলেন ॥ ৬ ॥

(১৩৮ পা) বাষ্পব্যাকুলেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীরাধার কিলকিঞ্চিত ভাব দর্শনে সঙ্গম হইতে কোটিগুণ আনন্দিত হয়েন তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৭ ॥

(১৩৯ পা) "এত শুনি… …বিলাস ভুষণ ॥" এই ৪৯৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। বিলাসাদি ভাবভুষার, বিলাসাদি ভাবরূপ অলঙ্কারের। বিলক্ষণ, অপেক্ষাকৃত বিশেষ ॥ ৪৯ ॥

(১৩৯ পা) "গতিস্থানেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। বিলাস ভাব কাহাকে বলে, তাহা এই শ্লোকের অর্থে প্রকাশ করিলেন ॥ ৮ ॥

(১৩৯ পা) "লজ্জা হর্ষ… …চঞ্চল করয় ॥" এই ৫০৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। এত ভাব, লজ্জা, হইতে ভয় পর্য্যন্ত। রাধা চঞ্চল করয়; রাধাকে চঞ্চল করে ॥ ৫০ ॥

(১৩৯ পা) "পুর" ইতি। এই নবম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। [illegible]

শ্রীরাধা যে চঞ্চলিত হয়েন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৯ ॥

(১৩৯ পা) "কৃষ্ণ আগে…ললিতালঙ্কার ॥" এই ৫১৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। তিন অঙ্গ, গ্রীবা, কটি ও জানু। ভঙ্গে, ভঙ্গি করিয়া। ললিতালঙ্কার, ললিত নামক ভুষণ ॥ ৫১ ॥

(১৪০ পা) "বিন্যাসেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ললিত নামক ভুষণ পর এই শ্লোক ॥ ১০ ॥

(১৪০ পা) "ললিত… …সতৃষ্ণ ॥" এই ৫২৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ললিত ভুষিত, ললিত ভাবে যুক্ত ॥ ৫২ ॥

(১৪০ পা) "হ্রিয়েতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "ললিত ভুষিত" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১১ ॥

(১৪০ পা) "লোভে কৃষ্ণ…. …ভাব বিভূষণ ॥ এই ৫৩৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। শ্রীরাধার কুট্টমিত ভাব বর্ণন করিতেছেন, "লোভে" ইতি। কঞ্চুক, কাঁচুলি। ভিতরে, অন্তরে। সুখ, প্রীতি। ভাব-বিভূষণ, ভাবরূপ অলঙ্কার ॥ ৫৩ ॥

(১৪০ পা) "স্তনেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। কুট্টমিত ভাব প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১২ ॥

(১৪০ পা) "কৃষ্ণ বাঞ্ছা…ভর্ৎসন।" এই ৫৪৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। কুট্টমিত ভাবে শ্রীরাধা কিরূপে ব্যবহার করেন [illegible] ॥ ৫৪ ॥

(১৪০ পা) "পাণিরোধমিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "কৃষ্ণবাঞ্ছা" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১৩ ॥

(১৪১ পা) "এই মত……করায় বিনতি ॥" এই ৫৫৯ হইতে ৫৭৯ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। সহস্রবদন, অনন্ত। বৃন্দাবনসম্পদ্, বৃন্দাবনের সম্পত্তি। কিশলয়, নব পত্র। আসোয়াথ, অশ্বাশ্ব্য। পুষ্পবাড়ি, গুণ্ডিচা মন্দির ॥ ৫৫-৫৭ ॥

(১৪১ পা) "রথের উপরে…প্রিয়সখী কাজ ॥" এই ৫৮৯ হইতে ৬০তম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। আউটে, আবর্ত্তন করে। "দধি মধ্যে" স্থানে "দধি মথে" পাঠ হইবে অর্থাৎ মথন করে। ঠাকুরাণী, লক্ষ্মীদেবী। ভায়, স্ফূর্ত্তি পায়। ঈশ্বর প্রভাব, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ঈশ্বরের প্রভাব অনুভব হয়। যাঁহা, শ্রীবৃন্দাবনে। না মাগে অন্য ধনে অর্থাৎ এত সম্পত্তি থাকিতে দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কিছু তাঁহারা প্রার্থনা করেন না। নৃত্য পরতীত অর্থাৎ গোপীগণের সহজ গমন দেখিলে, বিশ্বাস হয় যেন নৃত্য করিতেছেন। কৃষ্ণবংশী, কৃষ্ণের বংশী ॥৫৮-৬০॥

(১৪২ পা) "শ্রিয়ঃ কান্তা ইতি।" এবং "চিন্তামণিরিতি।" এই চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "চিন্তামণিময় ভূমি" এই পয়ার হইতে "কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা" এই পর্য্যন্ত পয়ার প্রমাণ এই দুইটি শ্লোক ॥ ১৪ ১৫ ॥

(১৪২ পা) "শুনি প্রেমাবেশে…… কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥" এই ৬১তম হইতে ৬৪-তম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। শুনি, বৃন্দাবনের সম্পত্তি শুনিয়া। সেই মূর্ত্তি, রাধা মূর্ত্তি। নিত্যানন্দ দূরে দেখি, নিত্যানন্দকে দূরে দেখিয়া। ভঙ্গী করি, ইঙ্গিত করিয়া। অষ্টদিনে, রথযাত্রার অষ্টদিবসে। ভিতর বিজয়, শ্রীমন্দিরে গমন। পূর্ব্ববৎ, প্রথম রথযাত্রায় যেরূপ করিয়াছেন ॥ ৬১-৬৪ ॥

(১৪৩ পা) "জগন্নাথের… …কৃষ্ণদাস ॥" এই ৬৫ হইতে ৬৭ পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। টুটি গেল, ছিঁড়িয়া গেল ॥৬৫।৬৭

ইতি চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে সুবোধিনী ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

(১৪৩ পা) "সার্ব্বভৌমেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই পরিচ্ছেদে ভক্তগণকে গৌড়ে বিদায়, সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভুর ভোজন বিলাস ও অমোঘের প্রতি প্রভুর কৃপা বর্ণিত হইবে ॥ ১ ॥

(১৪৩ পা) "জয় জয়… …আচার্য্য পূজিল ॥" এই ১ম হইতে ৩য় পর্য্যন্ত

পয়ারের ভাবার্থ সরল। এই মত, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের কথিত মত। আচার্য্য পূজিল, অদ্বৈতকে পূজা করিল ॥ ১-৩ ॥

(১৪৪ পা।) "রাধে কৃষ্ণেতি।" এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই, অদ্বৈত জীবের ন্যায় বিভিন্নাংশ নহে, পরন্তু স্বাংশ ইহা জানাইতে এবং শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ, ইহা প্রতিপন্ন করিতে এই শ্লোক বলেন। এই শ্লোক বলিয়া পূজা করেন ॥

(১৪৪ পা।) "যোহসি......করে নিমন্ত্রণ ॥" এই ৪র্থ পয়ারের ভাবার্থ। মুখবাদ্য করি অর্থাৎ অদ্বৈত সদাশিব তত্ত্ব বলিয়া মুখ বাদ্য করেন, ইহা শিবের সন্তোষকর। হাসে আচার্য্যেরে, অদ্বৈতের দিকে তাকাইয়া হাসেন। আচার্য্যের নিমন্ত্রণ, ইহা আশ্চর্য্য কথা। সেই কথা কি, বলিতেছেন,—

চৈতন্যভাগবতে অন্তে ১৭ অধ্যায়ে,—

একদিন অদ্বৈত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে রন্ধন করিতে করিতে মনে করিলেন, প্রভুর সঙ্গে অনেক সন্ন্যাসী আগমন করেন, তাহাদিগের ভোজনার্থ প্রভু অতিশয় ব্যস্ত হয়েন, তাঁহাতে তাঁহার ভোজন ভাল হয় না, যদি একাকী পাই, তবে মনের সাধে ভাল করিয়া ভোজন করাই। এমন সময় প্রভু একাকী সেখানে আসিলেন। পরে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে আর কেহই আসিতে পারিলেন না। তখন অদ্বৈত নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি জানিয়া ইন্দ্রকে স্তুতি করতঃ প্রভুকে নিজাভিমত ভোজন করান।

আচার্য্যের কথন যথা তত্রৈব,—

একদিন অদ্বৈত মহাপ্রভুর বাসায় উপস্থিত হইলে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? অদ্বৈত বলিলেন, জগন্নাথ দর্শন করিয়া। প্রভু কহিলেন, কিরূপে দর্শন করিলেন? অদ্বৈত কহিলেন, দর্শন করিয়া প্রদক্ষিণ করিলাম। প্রভু কহিলেন, আপনার হার হইল। যেহেতু দর্শন সময়ে পরিক্রমণ করিলে শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ দিতে হয়, তখন দর্শন হয় না; এই হেতু আমি একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকি। আচার্য্য কহিলেন, একথা বলিবার তুমিই অধিকারী, অন্য কেহ নহে। অতএব এ বিষয়ে তোমার নিকট সকলেরই হার ॥৪॥

(১৪৪ পা।) "কেহো... ...গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥" এই ৫ম হইতে ৯ম পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ সরল। কেহো ঘরভাত অর্থাৎ গৃহে রন্ধন করিয়া অন্ন দেন। গোপভাবগূঢ়,গোপনীয়গোপভাব। আবেশে বিলাইলা, শ্রীকৃষ্ণের জন্মোপলক্ষে নন্দ-গোপের আবেশে ধনাদি প্রদান করেন। পিতা মাতা জ্ঞানে অর্থাৎ প্রভু শচীনন্দন হইলেও অন্তরে শ্রীকৃষ্ণাভিমান বশতঃ পিতা মাতা বুদ্ধিতে নন্দবেশধারী কানাই খুটিয়াকে ও যশোদা বেশধারী জগন্নাথ মাহিতীকে প্রণাম করেন ॥ ৫-৯ ॥

(১৪৫ পা।) "বিজয়াদশমী... ...অন্ন সমর্পিল ॥" এই ১০ম হইতে ১৬শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। লঙ্কাবিজয় দিনে অর্থাৎ পুরাণান্তরের মতে বিজয়াদশমী দিনে, শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া লঙ্কা জয় করেন, এই উৎসব জগন্নাথবল্লভ নামক উদ্যান মধ্যে হয়। গড়, পরিখা। জগন্মাতা হরে, সীতাকে হরণ করে। রাসযাত্রা, আশ্বিনী পূর্ণিমায়। দীপাবলী, কালীপূজার রাত্রে দীপদান। অনর্গল, পাত্রাপাত্র বিচার

া করিয়া। কৈল আমি নিজধর্ম্ম নাশ, ইহা দৈন্যসূচক-বাক্য। ভ্রষ্ট, ভাজা। ান কথায়, মনে মনে নিমাইয়ের আহা-রের কথায় ॥১০-১৬॥

(১৪৬ পা) "এইমত……·…সবার পালন করিয়া ॥" এই ১৭শ হইতে ২৩শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তার প্রেমে, শচীদেবীর বাৎসল্য প্রেমে। আনি, আকর্ষণ করিয়া। সংস্কারি, পবিত্র করতঃ। শস্য, নারিকেলের মধ্যবর্ত্তী শাঁস। ভাজন, পাত্র। ভাসে, উচ্ছ্বসিত হয়। ফল, নারিকেল। হুড়ুম, মুড়ি, ইহা চাউল হইতে প্রস্তুত হয়। ওদন, অন্ন। যে আইসে, যে ধন উপস্থিত হয়। সরখেল, তত্ত্বাবধারক। সমাধানে, তত্ত্বাবধারণে। পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ॥ ১৭-২৩ ॥

(১৪৭ পা) 'কুলীনগ্রামিরে··· কৃষ্ণ প্রেমোদয় ॥' এই ২৪ হইতে ২৬শ পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। কুলীনগ্রামিরে, কুলীন গ্রামবাসিকে। বংশের হাত, বংশের হাতে। আনুষঙ্গ, একের প্রসঙ্গে অন্যের সিদ্ধিকে আনুষঙ্গ বলে ॥২৪-২৬॥

(১৪৭ পা) 'আকৃষ্টীতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "এক কৃষ্ণ নামে" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক।

যদি বল, দশাক্ষরাদি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রও মহাপাপকে বিনাশ করে ও মোক্ষকে দান করে। অতএব মন্ত্র হইতে নামের বিশেষত্ব কি? তদুত্তর, মন্ত্র হইতে নামের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা বলিতেছেন, "নো দীক্ষামিত্যাদি।" অর্থাৎ গুরুর নিকট হইতে সঙ্কল্প পূর্ব্বক মন্ত্রগ্রহণ দীক্ষা, তাহার যেমন অপেক্ষা আছে, নামের তদ্রূপ অপেক্ষা নাই। নামে চিত্তশুদ্ধির জন্য নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই। . এব শব্দ দ্বারা দেহশুদ্ধ্যাদির অপেক্ষাও নিরাস হইয়াছে। তথাহি—

নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নামানি লুব্ধকঃ।"

উচ্ছিষ্টাদিতে নামলুব্ধক ব্যক্তির হরিনাম গ্রহণে নিষেধ নাই। দশাক্ষরাদি মন্ত্রাদিতে দীক্ষাদির অপেক্ষা আছে, নামে উহা নাই; ইহাই বিশেষ। বস্তুতঃ মন্ত্রসকল নামাত্মক হেতু নাম ও মন্ত্র, ফল প্রদানে উভয়ে সমান, কিন্তু এই পদ্যকর্ত্তার, নামে পরম ঐকান্তিক প্রৌঢ় শ্রদ্ধা বশতঃ নামের এরূপ বৈশিষ্ট্য বলিয়াছেন। যদি বল, গুরুকরণ না করিয়া দীক্ষা গ্রহণে সর্ব্ব ফল লাভ হয় না, কিন্তু স্বতন্ত্ররূপে নাম গ্রহণ করিলে সর্ব্ব ফল সিদ্ধ হয়। অতএব নামই শ্রেষ্ঠ। দীক্ষার প্রয়োজন কি? তদুত্তর, তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বং প্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ ॥
তথাঽদীক্ষিতলোকানাং অন্নং বিষ্ঠা মূত্রবজ্জলম্।
অদীক্ষিতঃ কৃতং শ্রাদ্ধং গৃহীত্বা পিতরস্তথা।
নরকে চ পতন্ত্যেতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥
সহস্রৈরুপচারৈশ্চ ভক্তিযুক্তো যজেদ্ যদি।
তথাপ্যদীক্ষিতস্যার্চ্চা দেবা গৃহ্নন্তি নৈব হি ॥"

হে দেবি! অদীক্ষিত ব্যক্তি সিদ্ধি ও সদ্গতি প্রাপ্ত হয় না। অতএব অতি যত্নের সহিত গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইবে। অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ও জল বিষ্ঠা ও মূত্র তুল্য। পিতৃগণ অদীক্ষিত কৃত শ্রাদ্ধ গ্রহণ করিলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থান কাল পর্য্যন্ত নরকে পতিত থাকেন। ভক্তিযুক্ত হইয়া সহস্র সহস্র উপচার দ্বারা যদি পূজা করেন, তথাপি অদীক্ষিতের পূজা দেবতাগণ গ্রহণ করেন না। অতএব "সদ্গুরোরাহিতদীক্ষঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েদ্ ॥" সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষিত হইয়া সর্ব্ব কার্য্য সাধন করিবে। অতএব দীক্ষার নিত্যত্ব

শ্রবণ করা যায়। "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত" ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে দীক্ষার আবশ্যকত্ব সিদ্ধ হয়। আরও নামে গুরু-পাদপদ্মে ভক্তির উৎপাদকত্ব শ্রুত হওয়া যায়। অতএব দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক নাম-গ্রহণাদিতে ফলাধিক্য প্রতীত হয়। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাদর্শনজন্য ললিতার নিকট নারদের দীক্ষা এবং ব্রহ্মা, বেদব্যাস ও ধ্রুবাদিরও মন্ত্র গ্রহণ শ্রবণ করা যায়। তত্ত্ববিদ্‌গণ মন্ত্রেরও বৈশিষ্ট্য বলিয়াছেন, মন্ত্রৈকান্তি ব্যক্তির মন্ত্র গ্রহণে কালাদি নিয়ম নাই। তথাচ রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়—

"অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি গচ্ছং স্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।
মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদাভ্যসেৎ॥"

মন্ত্রৈকশরণ বিদ্বান্ ব্যক্তি শুচি ও অশুচি অবস্থায় বা গমনাদি সকল সময়েই মন দ্বারা মন্ত্র অভ্যাস করিবে। কিন্তু দীক্ষায় পুরশ্চর্য্যাদি অপেক্ষা আছে, নামে তাহা নাই। অথবা, শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মক এই মন্ত্র অর্থাৎ শ্রীশ্চ কৃষ্ণশ্চ শ্রীকৃষ্ণৌ তয়োর্নামেত্যেবম্।" রাধাকৃষ্ণ নামরূপ মন্ত্র রসনা স্পর্শমাত্রেই ফল প্রদান করে, অভ্যাস বা স্বস্বরা-দির অপেক্ষা করে না। এব শব্দ দ্বারা ফলানু-সন্ধান রহিত হইলেও অজ্ঞানবশতঃ অমৃত ভোজ-নের ন্যায় নামাত্মক এই মন্ত্র নিজফল প্রদান করে। মন্ত্রপদে সমস্ত শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র জানিবেন। ফল প্রকার বলিতেছেন, "আকৃষ্টীতি॥ ৩॥

(১৪৭ পা) "অতএব যার……মহা-সিদ্ধ জ্ঞানে॥" এই ২৭শ হইতে ৩০শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। এক কৃষ্ণ-নাম অর্থাৎ যাহার মুখে একবার কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করিবে। উচ্চ টঙ্গীতে, উচ্চ গৃহে। আড়ানি, বৃহৎ ব্যজন পাখা। মহাবিদগ্ধ, অতীব রসজ্ঞ। বাত, কথা। মহসিদ্ধ জ্ঞানে, মহাসিদ্ধ পুরুষ বলিয়া বোধ হইল॥ ২৭-৩০॥

(১৪৮ পা) "রঘুনন্দন………করাহ মরণ॥" এই ৩১শ হইতে ৩৪শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। দারুজলরূপে অর্থাৎ দারুরূপে জগন্নাথদেব ও জলরূপে গঙ্গা। তথাহি—

"যোঽসৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপো জনার্দ্দনঃ।
স এব দ্রবরূপেণ গঙ্গাম্ভো নাত্র সংশয়ঃ॥"

নিরঞ্জন, চিন্ময়দেব জনার্দ্দনই জলরূপা গঙ্গা হইয়াছেন।

লোভাইল, লোভ দেখাইলাম। কি লোভ দেখান, তাহা বলিতেছেন, "পরম" ইতি। পরম মধুর, অতিশয় মাধুর্য্যশালী। গুপ্ত, হে মুরারিগুপ্ত॥ ৩১-৩৪॥

(১৪৯ পা) "এইমত… …দূর করে সব॥" এই ৩৫শ হইতে ৩৮শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তুমিত প্রহ্লাদ, এই কথা বলিবার অভিপ্রায় এই, প্রহ্লাদ নৃসিংহ দেবের নিকট যেমন সকল জীবের মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও সকল জীবের মুক্তি প্রার্থনা করিতেছ। অথবা তুমি প্রহ্লাদ বলিয়াই এরূপ প্রার্থনা করিতেছ, অতএব ইহা তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। প্রহ্লাদের প্রার্থনা শ্রীভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে দেখুন। অনকৃত্য, অন্য কার্য্য। কেনে ভুঞ্জাইবে পাপফল অর্থাৎ তুমি যে জীবের পাপ গ্রহণ করিয়া নরকভোগ করিতে ও তাহাদের উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছ, তোমার প্রার্থনাতেই কৃষ্ণ উদ্ধার করিতে পারেন; তোমাকে কি জন্য পাপের ফল ভোগ করাইবেন॥ ৩৫-৩৮॥

(১৪৯ পা) "যস্মিতি।" এই চতু শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকা

আছে। "বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৪ ॥

(১৫০ পা) "তোমার··· ···কিবা বরে॥" এই ৩৯ ও ৪০ পয়ারের ভাবার্থ সরল। গড়খাই, পরিখা। রাই পূর্ণ, সর্ষপ পূর্ণ। কোটি কামধেনুপতির অর্থাৎ যিনি কোটি কামধেনুর অধিপতি, তাঁহার যেমন একটি ছাগী নষ্ট হইলে কোন ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপতি শ্রীকৃষ্ণের মায়ানাশে কোন ক্ষতি বোধ নাই ॥ ৩৯।৪০

(১৫০ পা) "জয় জয়েতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোকোক্ত "অজ্ঞজাগ জিত দোষগৃভীতগুণামিতি।" মায়া বিনাশ হইলে পরমেশ্বরের কিছুই ক্ষতি হয় না, ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥৫॥

(১৫০ পা) "এই মত··· ···স্বরূপ দামোদর॥" এই ৪১ হইতে ৪৪ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। যমেশ্বরে, যমেশ্বর নামক উদ্যানে, এখানে যমেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছে। মাস ভরি, মাসাবধি। নিজছায়া সঙ্গে, ছায়ামাত্র সঙ্গে অর্থাৎ একাকী ॥ ৪১—৪৪ ॥

(১৫১ পা) "প্রভুর ইঙ্গিত ..পৃথক্ ধরিল॥" এই ৪৫ হইতে ৪৮ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। আহরি, সঞ্চয় করিয়া। উভারিল, রাশিকৃত করিলেন। বড়িঘোল, ঘোলে বড়া ফেলা। দুগ্ধতুম্বি, দুগ্ধ পক্ক অলাবু (লাউ)। বেশারি, ঘট তরকারি। সাকরা, আনাইজ। ভ্রষ্টমাসমুদ্গাসূপ, ভাজা কলাই ও ভাজা মুগের দাউল। মধুরাম্ল, মিষ্টযুক্ত অম্ল। কাঞ্জি বড়া, কাঁজি মিশ্রিত বড়া। দুগ্ধলকলকী, চসিপিঠা। তাহা, পরমান্নে। রসালা, ক্ষিরাদি মিশ্রিত। মথিত দধি, ঘোল। ঝারি, গাড়ু। অমৃত গুটিকা, ছেনা বড়া। ৪৫-৪৮ ॥

(১৫২ পা) "হেনকালে······আম্বাদয়॥" এই ৪৯ হইতে ৫১ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। হেনকালে, যে সময়ে আহারীয় বস্তু প্রস্তুত হইল। সৌরভ্য, সুগন্ধ। আসন পীঠ, আসন ও পীড়ি। যে খাইবে অর্থাৎ যিনি এই সকল অন্ন ব্যঞ্জনাদি খাইবেন, তাহার শক্তি প্রভাবে এই সব রন্ধন নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥৪৯।৫১ ॥

(১৫২ পা) "ত্বয়োপযুক্তেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "কৃষ্ণের সকল শেষ" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। পরোক্ষ পূজাদিতে ও সাধক ভক্তগণ ভগবন্নির্ম্মাল্য ও বস্ত্রালঙ্করাদি উপভোগ করিয়া কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতিকে জয় করেন। সাধক ভক্তগণ মায়াকে ত্যাগ করিতে না পারিয়া মায়া-বিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ প্রার্থনা করেন। তাঁহারা মায়া ভয়ে ভীত নহেন, যে হেতু সর্ব্বত্রই তাঁহাদের তুল্যদৃষ্টি ॥ ৬ ॥

(১৫২ পা) "তথাপি··· ··· ···বারম্বারে॥" এই ৫২ হইতে ৫৪ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তথাপি, শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ হইলেও। জানি খাও যতেক যুয়ায়, তুমি যাহা খাও, তাহা যত হওয়া

উচিত, তাহা আমি জানি। প্রভু যাহা খান, তাহা সার্ব্বভৌম নির্ণয় করিতেছেন 'নীলাচলে' ইত্যাদি। অষ্টাদশ মাতা, দেবকী প্রভৃতি। তার লেখে, সেই সব অন্নের তুলনায়। উলটি, ঘাড় ফিরাইয়া। রাড়ী, বিধবা ॥ ৫২-৫৪ ॥

(১৫৩ পা) "দোঁহার……ত্যজিতে উচিত ॥" এই ৫৫ হইতে ৫৭ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। দোঁহার, সার্ব্বভৌম ও ষাঠী মাতার। দুই নহে যোগ্য, অমোঘকে বিনাশ করা এবং নিজ দেহকে ত্যাগ করা উচিত হয় না, যে হেতু দুই শরীর ব্রাহ্মণ অর্থাৎ দুইটি ব্রাহ্মণের শরীর। অতএব ব্রহ্মহত্যা হইবে ॥ ৫৫-৫৭ ॥

(১৫৩ পা) 'সন্তুষ্টেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 'পতিত হইলে' এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। পাতিত্য দোষে দূষিত পতিকে ভজনা করিবে না। ইহাই এই শ্লোকে প্রমাণ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন,—

"আশুদ্ধেঃ সম্প্রতীক্ষ্যোহি মহাপাতকদূষিতঃ।"

মহাপাতকদূষিত পতিকে শুদ্ধিকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে ॥ ৭ ॥

(১৫৩ পা)"সেই রাত্রে……বচন।" এই ৫৮ পয়ারের ভাবার্থ সরল। বিসূচিকা, আমাশায় প্রভুর প্রতি অনাদরই অমোঘের রোগের কারণ ॥ ৫৮ ॥

(১৫৩ পা) 'মহতেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। সার্ব্বভৌম যে শাস্ত্র বাক্য দুইটি পাঠ করেন, তন্মধ্যে এই একটি শ্লোক। অভিপ্রায় এই, কষ্টের সহিত যে অমোঘকে ত্যাগ করিতে হইত, দৈববশতঃ বিসূচিকা রোগ তাহার প্রাণ নাশ করিয়া অনায়াসে ত্যাগ করাইবে ॥ ৮ ॥

(১৫৪ পা) "আয়ুরিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। সার্ব্বভৌমোক্ত শ্লোকদ্বয়ের মধ্যে এইটি দ্বিতীয় শ্লোক ॥ ৯ ॥

(১৫৪ পা) "গোপীনাথাচার্য্য… … প্রসাদ ॥" এই ৫৯ হইতে ৬৩ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। দুইজনে, সার্ব্বভৌম এবং তাঁহার পত্নী। মাৎসর্য্য চণ্ডাল, পরের মঙ্গল অসহনরূপ চণ্ডাল অর্থাৎ চণ্ডালের যেমন হিতাহিত বোধ থাকে না, তদ্রূপ মাৎসর্য্য উদয় হইলে কোন হিতাহিত বোধ থাকে না। ইহা হৃদয়ে। যাহাতে পালক, যে পালক হয়, তাহার পাল্য বস্তুকে পালন করাই কর্ত্তব্য, নষ্ট করা উচিত নয় ॥ ৫৯-৬৩ ॥

(১৫৫ পা) 'ভট্ট কহে…কৃষ্ণদাস ॥" এই ৬৪ ও ৬৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। আসিচো, আসিতেছি। চিত্র, আশ্চর্য্য ভক্ত সম্বন্ধে, সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পত্নী সম্বন্ধে ॥ ৬৪।৬৫॥

ইতি পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সুবোধিনী ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

(১৫৫ পা) "গৌড়দ্যানমিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। গ্রন্থকার পূর্ব্বের ন্যায় পরিচ্ছেদোক্ত বিষয় শ্লোকার্থে প্রকাশ করিলেন।

মেঘের সহিত গৌরাঙ্গকে, অমৃতবর্ষণের সহিত গৌরাঙ্গদর্শনকে, উদ্যানের সহিত গৌরদেশকে, অনলের সহিত সংসারকে ও লতার সহিত মনুষ্যগণকে উপমা দিলেন। মেঘ যেমন বায়ুর উপরে থাকে, গৌরমেঘ তদ্রূপ নিজ-মহিমার উপর থাকেন। বায়ুর ন্যায় গৌর-মহিমা সর্ব্বগামী। অমৃতবর্ষণে যেমন দগ্ধ লতাদি পুনর্জীবিত হয়, তদ্রূপ গৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি দ্বারা আধ্যাত্মিকাদি তাপে দগ্ধ জীব পুনর্জীবন লাভ করে অর্থাৎ ত্রিতাপ বিনষ্ট হয়। অনলে যেমন অসহ্য উত্তাপ আছে, সংসারে তদ্রূপ আধ্যাত্মিকাদি তাপ আছে। তাপে যেমন সহজেই লতাগণ দগ্ধ হয়; তদ্রূপ সংসার তাপ দ্বারা সহজেই মনুষ্যগণ দগ্ধ হয়। ইত্যাদিরূপে মনীষিগণ সংলগ্ন করিয়া লইবেন॥১॥

(১৫৫ পা) "জয় জয়··· ··· ···দেয় বাসাস্থান॥" এই ১ম হইতে ৫ম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। বিমন, বিষণ্ণ। তাঁহারে, মহাপ্রভুকে। নহে নিবারণ, নিষেধ করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই। প্রেমভক্তি প্রকাশিতে, প্রেমভক্তি প্রচার করিতে। যদি বল, প্রেমভক্তি প্রচারার্থ নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়ে থাকিতে, মহাপ্রভু আজ্ঞা করেন, নিত্যানন্দ প্রভু সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া নীলাচলে গমন করেন কেন? তাহাতে গ্রন্থকার বলিতেছেন, "তথাপি চলিলা" ইত্যাদি অর্থাৎ মহাপ্রভুকে দেখিতে গমন করেন। যদি বল, মহাপ্রভু পূর্ব্বে শ্রীনিত্যানন্দের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন, 'আমি তোমার কীর্ত্তনে নাচিব' অতএব মহাপ্রভুকে দেখিতে নিত্যানন্দ প্রভু যান কেন? তাহাতে বলিতেছেন, "নিত্যানন্দ প্রেমচেষ্টা" ইতি। ঘাটি সমাধান, পথকর প্রদান। উড়িয়া পথের, উড়িষ্যা দেশের পথের॥ ১ ৫ ॥

(১৫৬ পা) "সে বৎসর······আপন ভবন॥" এই ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। সব ঠাকুরাণী, সকল ভক্তের স্ত্রীগণ। অচ্যুতজননী, সীতাঠাকুরাণী। ঘাটিয়াল, পথরক্ষক। প্রবোধে, পথরক্ষকগণ পথিকের প্রতি অত্যাচার করিয়া অর্থাদি লইত, শিবানন্দ তাহাদিগকে স্তুতিবাক্যে বুঝাইয়া সকলের বাসা দিতেন। আগুবাড়ি, অগ্রসর করিয়া॥ ৬-১০ ॥

(১৫৭ পা) "বাণীনাথ····· ···প্রভু শিক্ষাইল॥" এই ১১শ হইতে ১৬শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। বাপীতীরে, নরেন্দ্র সরোবর তীরে। ভক্ত্যে ভক্তিতে। তর্জ্জা, প্রহেলিকা বাক্য॥১১।১৬॥

(১৫৮ পা) "যাহার দর্শনে····বহে জল॥" এই ১৭শ হইতে ২০শ পয়ার

পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। বৈষ্ণবের তারতম্য বলিতেছেন, 'যাহার' ইত্যাদি অর্থাৎ যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনি বৈষ্ণব। যাঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনি বৈষ্ণবতর। যাঁহাকে দর্শন করিলে নিজের মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তিনি বৈষ্ণবতম। ওড়নষষ্ঠী, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ষষ্ঠি, এই দিনে জগন্নাথকে নূতন শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। মাড়ুয়া, মাড়যুক্ত। সঘৃণ, ঘৃণাযুক্ত। হঠে, ছলনায়। কড়ার চন্দন, শ্রীজগন্নাথের অঙ্গের নির্ম্মাল্য চন্দন। ডোর, ডুরি। ভবানীপুর, পুরী হইতে ছয়ক্রোশ ব্যবধান। 'রামানন্দ" ইতি। রামানন্দ রায় পদব্রজে গমন করিতে অসমর্থ বলিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে না আসিয়া পশ্চাৎ দোলায় চাপিয়া আসেন। তথাই, ভবানীপুরে। প্রণয়-বিহ্বল, প্রণয়ে বিবশ ॥ ১৭-২৩ ॥

(১৫৯ পা) "তার ভক্তি··· ···মহাপ্রসাদ আইল।" এই ২৪ হইতে ২৭ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তার ভক্তি, রাজার ভক্তি। প্রভুকৃপাশ্রুতে, প্রভুর কৃপা ও নিজের অশ্রুতে। উত্তরিবা, উপস্থিত হইবে। চতুর্দ্বারে, চৌদার নামক গ্রামে ॥ ২৪-২৭ ॥

(১৫৯ পা) "রাজার আজ্ঞায়··· ... প্রতিজ্ঞা রাখিলা॥" এই ২৮ হইতে ৩১ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ক্ষেত্র সন্ন্যাস, সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন ক্ষেত্রবাস। ইহঁ, নীলাচল। ত্বৎপাদ, তোমার চরণ। একেশ্বর, একাকী। তোমা লাগি, তোমার সঙ্গে। সেই সিদ্ধ হইল অর্থাৎ তোমার ইচ্ছা, প্রতিজ্ঞা সেবা ও ক্ষেত্র ত্যাগ করিবে; কটক পর্য্যন্ত আগমনে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। লঞা যেতে, লইয়া যাইতে। ভক্তকৃপাবশে, ভক্তের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া ॥ ২৮-৩১ ॥

(১৬০ পা) 'স্বনিগমমিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ভগবান্ ভক্তের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া যে ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেন, যে আমি এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করিয়া সাহায্যমাত্র করিব। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেন, আমি শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্র ধারণ করাইব। একদা ভীষ্ম বাণে বাণে অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র ধারণ করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে ধাবিত হন। যেমন স্বীয় প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন, তদ্রূপ মহাপ্রভুও গদাধরের বিচ্ছেদ দুঃখ সহ্য করিয়াও তাঁহার প্রতিজ্ঞা শ্রীক্ষেত্রবাস ও গোপীনাথ সেবা ইহা রক্ষা করিলেন ॥ ২ ॥

(১৬০ পা) "এইমত·········তাহার বর্ণন ॥" এই ৩২ ও ৩৩ পয়ারের ভাবার্থ সরল। এইমত, যেরূপে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন, তদ্রূপে। "প্রেমের বিবর্ত্ত" স্থানে "প্রেমের বৃত্তান্ত" পাঠ হইবে। "এইমত চলি প্রভু" ইতি। পয়ারে উক্ত হইল,—

প্রভু রেমুণা আসিয়া রায়কে বিদায় দিলেন। প্রথম পরিচ্ছেদে সূত্র মধ্যে উক্ত হইয়াছে, রায় ভদ্রক পর্য্যন্ত গমন করেন। বালেশ্বরের আড়াই

ক্রোশ পশ্চিমে রেমুণা ও পনর ক্রোশ দক্ষিণে ভদ্রক। অতএব উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য কি? তদুত্তর, উহা সে সময়ে ভদ্রক জিলার অন্তর্ভুক্ত থাকায় ভদ্রক পর্য্যন্ত বলেন ॥ ৩২। ৩৩ ॥

(১৬১ পা) "তবে ওড়্রদেশ……এই মত হয়॥" এই ৩৪ হইতে ৩৯ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ওড়দেশ, উৎকল দেশ। পাইতুঁ, পাইতাম ॥৩৪-৩৯॥

(১৬২পা) "যন্নামেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "তোমার দর্শন" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোকোক্ত "কুতঃ পুনস্তে" ইত্যাদি। যেমন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণমাত্র সবন যাগের যোগ্যতা লাভ করে, তদ্রূপ চণ্ডালাদি নীচজাতি ভগবন্নাম শ্রবণকীর্ত্তনাদি করিয়া সবন যাগের যোগ্যতা লাভ করে। যাহারা ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছে, তাহাদের আর কথা কি? ॥৩॥

(১৬২ পা)"তবে মহাপ্রভু……ইহা না লিখিল॥" এই ৪০ হইতে ৪৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। কৃপাশাটি, কৃপা করিয়া স্বীয় নির্ম্মাল্য বস্ত্র নাবিককে দেন। ইহা, এই পরিচ্ছেদে ॥ ৪০—৪৫ ॥

(১৬৩ পা) পুনরপি প্রভু…রাখিতে পারে॥" এই ৪৬ হইতে ৫০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। বদান্য ব্রাহ্মণ্য, ব্রাহ্মণ সকল বহু ধনপ্রদ। উপজীব্য, জীবিকা সম্পাদন কর্ত্তা। মর্কট বৈরাগ্য মর্কটের ন্যায় বৈরাগ্য—

অর্থাৎ বানর এরূপ কামার্ত্ত যে, স্ত্রী নিকটে না থাকিলে কখন কখন অস্বাভাবিক (পুরুষ) উপগত হয়। এরূপ ক্রোধান্ধ যে, রাজ্যাদি কিছু না থাকিলেও যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অঙ্গ বানরের প্রাণ নষ্ট করে ও নিজের প্রাণ হারায়। এতদূর লুব্ধ যে, কিরূপে পরের দ্রব্য অপহরণ করিব, এই অভিসন্ধিতে সর্ব্বদা ফেরে। বনে বাস করে তথাপি গৃহ প্রস্তুত করে না। এইরূপ বানরের ন্যায় যাহারা কাম, ক্রোধ ও লোভের সর্ব্বদা বশবর্ত্তি হইয়া বিরক্তের ন্যায় বাহ্য বেশাদিতে বিচরণ করে, তাহাদের সেই বৈরাগ্যকে মর্কট বৈরাগ্য বলে।

যথাযোগ্য, যথা সম্ভব। অন্তরনিষ্ঠা, অন্তরে কৃষ্ণনিষ্ঠ হও ॥ ৪৬-৫০ ॥

(১৬৪ পা) "এত কহি……আইনু গঙ্গাতীর॥" এই ৫১ হইতে ৫৭ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ অতিশয় সরল। যথাযুক্ত, শাস্ত্র বিহিত। আবরণে, লোকদ্বারা রক্ষা করণ বিষয়ে। ব্যবহারে, রাজনৈতিক কার্য্যে। রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র, রূপ রাজমন্ত্রী ও সনাতন রাজপ্রতিনিধি। প্রহেলী, বচনচাতুরী। সনাতন যে প্রহেলী বলেন, তাহা বলিতেছেন, "যাহা সঙ্গে" ইত্যাদি। পরিপাটী, উত্তম রীতি। অবধান, মনোযোগ ॥ ৫১—৫৭॥

(১৬৫পা) "ভক্তগণে……কৃষ্ণদাস॥" এই ৫৮ হইতে ৬০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। সবে, সাকল্যে ॥ ৫৮-৬০ ॥

ইতি মধ্যলীলায়াং ষোড়শ পরিচ্ছেদে সুবোধিনী ॥ ১৬ ॥

——

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

(১৬৫ পা) "গচ্ছন্নিতি।" ইহার তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই পরিচ্ছেদের কথিতবিষয় শ্লোকার্থে প্রকাশিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার বৃন্দাবনধামও সর্ব্বব্যাপী। মহাপ্রভু যে স্থানে গমন করেন, সেই স্থানই বৃন্দাবন। নচেৎ ব্যাঘ্রাদি স্বাভাবিক বৈররহিত হইবে কেন? পরমাত্মা সকলের প্রিয়। মহাপ্রভু পরমাত্মারূপে জীব হৃদয়ে প্রকাশ পান। অতএব পরম প্রিয় পরমাত্মা মহাপ্রভুকে বাহিরে দর্শন করিয়া ব্যাঘ্রাদি পশুগণ মহাপ্রভুর অনুগমন করে এবং পরমাত্মা সকল জীবের নিয়ন্তা বলিয়া মহাপ্রভু ব্যাঘ্রাদি পশুগণকে প্রেমোন্মত্ত ও কৃষ্ণমন্ত্র জাপক করেন। যে হেতু ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহ প্রেম দিতে পারে না॥ ১॥

(১৬৬ পা) "জয় জয়…করি ভিক্ষাটন॥" এই ১ম হইতে ৪র্থ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। কৈল মতি, ইচ্ছা করিল। "দিবেদন" স্থানে "নিবেদন" পাঠ হইবে। পাত্র, কমণ্ডলু। ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ, স্বাশ্রমোচিতাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যাহার হস্তে রন্ধিত অন্নাদি ভোজন করা যাইতে পারে। সুস্নিগ্ধ, প্রেমবান্। সেবা ভিক্ষাকৃত্য, সেবার জন্য ভিক্ষাকার্য্য। বস্ত্রাম্বুভাজন, বস্ত্র ও জলপাত্র। ভিক্ষাটন, ভিক্ষার জন্য ভ্রমণ॥ ১-৪॥

(১৬৬ পা) "তাহার বচন……পক্কে রুক্ষ॥" এই ৫ম হইতে ৭ম পয়ার ভাবার্থ সরল। পূর্ব্বরাত্রে, রাত্রির প্রথম ভাগে। মাইলা, মারিলেন॥ ৫-৭॥

(১৬৬ পা) "ধন্যাঃ স্মেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

শ্রীরাধার ভাবাবেশে মহাপ্রভু হরিণীগণের অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া এই শ্লোক পড়েন। হরিণীগণ স্বীয় পতির সহিত মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেবা করায়, ইহারা ধন্য। আমাদের পতি গোপগণ অতি ক্ষুদ্র, সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা সহ্য করিতে না পারায় আমরা অধন্য। বিপক্ষ ব্যতীত রসপুষ্টি হয় না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই ঐ গোপগণ কৃষ্ণসেবা সহ্য করিতে পারিতেন না। স্বরূপতঃ তাঁহারা পার্ষদভক্ত॥ ২॥

(১৬৭ পা) "হেনকালে…পড়িল॥" এই ৮ম পয়ারের ভাবার্থ সরল। হেনকালে, যে সময়ে শ্লোক পড়েন। দেখি, ব্যাঘ্রও মৃগের মিত্র ভাব দেখিয়া॥ ৮॥

(১৬৭ পা) "যত্রেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মহাপ্রভু যে বৃন্দাবনের গুণবর্ণনশ্লোক পড়েন, তাহা এই শ্লোক। বৃন্দাবনের গুণ কি, তাহা এই শ্লোকের অর্থে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন। বৃন্দাবনে প্রাকৃত ক্রোধ লোভাদির অবস্থান নাই। মহাপ্রভুর গমন স্থান বৃন্দাবন হওয়াতে, বনস্থলীও সুতরাং বৃন্দাবন হইয়াছেন। অতএব বৈরভাবযুক্ত ব্যাঘ্র ও মৃগাদির মিত্র ভাব উদিত হইল॥ ৩

(১৬৭ পা) "কৃষ্ণ কৃষ্ণ……হইল বৈষ্ণবে॥" এই ৯ম হইতে ১১শ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। বুলি, বলিয়া॥৯-১১॥

(১৬৮ পা) "গৌড় বঙ্গ… …করে নিমন্ত্রণ॥" এই ১২শ ও ১৩শ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ঝারিখণ্ড, বনপ্রদেশ অর্থাৎ ছোটনাগপুর হইয়া গমন করেন। ভিল্ল, পার্ব্বতীয় মনুষ্যজাতি। যে গ্রামে রহে অর্থাৎ মহাপ্রভু যে গ্রামে থাকেন, সেই গ্রামের যিনি ব্রাহ্মণ, তিনিই প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন।

সন্দেহ হইতে পারে, যে গ্রামে ব্রাহ্মণ নাই, সেখানে মহাপ্রভু কি করিতেন এবং ভট্টাচার্য্য কিরূপে শূদ্রের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন? যে হেতু শূদ্রান্ন গ্রহণে পতিত হয়।

তদুত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'যাহা বিপ্র নাহি' ইত্যাদি।

যেখানে ব্রাহ্মণ নাই, সেখানে মহাজন (সাধু) শূদ্রগণ আসিয়া ভট্টাচার্য্যকে নিমন্ত্রণ করতঃ মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতেন। মনু বলিয়াছেন, "বিশুদ্ধাত্তু প্রতিগ্রহঃ" বিশুদ্ধ ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ করিবে। অতএব ঐ শূদ্রগণ যখন মহাজন, তখন উঁহারা বিশুদ্ধ। অথবা, শুদ্ধিতত্ত্ব বলেন, "অযাচিতোপপন্নে তু নাস্তি দোষ প্রতিগ্রহে।" অযাচিত ভাবে দান উপস্থিত হইলে, তাহা গ্রহণে কোন দোষ নাই। "সাধুতঃ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ" সাধুগণ হইতে দান গ্রহণ করিবে; এই ন্যায় বশতঃও সাধু শূদ্রগণ অযাচিত ভাবে ভট্টাচার্য্যকে ভিক্ষা দিতেন বলিয়া কোন দোষ হইতে পারে না। পয়ারোক্ত "আসি সবে" এই বাক্যে অযাচিত ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অথবা, স্মৃতি বলেন, "ব্রাহ্মণস্য করস্পর্শাৎ সর্ব্বং যাতি পবিত্রতামিতি।" ব্রাহ্মণের করস্পর্শ প্রাপ্ত হইলে, সকল বস্তুই পবিত্র হয়। অতএব বলভদ্রের করস্পর্শে তণ্ডুলাদি পবিত্র হইত, সুতরাং উহা গ্রহণে মহাপ্রভুর কোন দোষ হয় না। অথবা, "নান্নাদোষেণ মস্করী" এই ন্যায় বশতঃ সন্ন্যাসীর যখন অন্নাদি দোষ সম্ভব হয় না, তখন স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুর কিরূপে দোষ হইতে পারে। অথবা, যেমন বিবাহ হইলে স্ত্রীলোকের গোত্রান্তর হয়, তদ্রূপ মনুষ্য বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে গোত্রান্তরিত হয় অর্থাৎ শুদ্ধতা লাভ করে। অতএব মহাজন (পবিত্র বৈষ্ণব) শূদ্রের নিকট মহাপ্রভুর ভিক্ষা দোষকর নহে। অথবা, চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে ৯ অঙ্কে উক্ত হইয়াছে,—কাশীমিশ্র মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিবার জন্য, কয়েকটি ব্রাহ্মণ পুরী হইতে বনপথে প্রভুর অজ্ঞাতে প্রভুর সহিত প্রেরণ করেন, তাঁহারাই ভিক্ষা দিতেন॥১২।১৩॥

(১৬৮ পা) "ভট্টাচার্য্য…… …স্বয়ং ভগবান্॥ এই ১৪ হইতে ১৭ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। অন্ন, আহারীয় বস্তু। সংহতি, সঞ্চয় করিয়া। তার বিপ্র, বলভদ্রের ভৃত্য ব্রাহ্মণ। শীতের প্রারম্ভে মহাপ্রভু বনপথে বৃন্দাবন গমন করেন বলিয়া ঝরণার গরম জলে স্নান করেন॥১৪-১৭॥

(১৬৯ পা) 'মূকমিতি।' এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। বলভদ্র এই শ্লোক বলিয়া প্রভুর স্তব করেন। কৃষ্ণের কৃপায় সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। অতএব আমার ন্যায় অধম কাকও গরুড় সমান হয়॥ ৪॥

(১৬৯ পা) "এইমত… …দেখিয়ে তাহাতে॥" এই ১৮ হইতে ২০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। এইমত, "মূকমিতি।" শ্লোকানুযায়ী। অন্য না মানিবে, অন্যের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিবে

না। দুই ভৃত্যবশ, তপনমিশ্র ও চন্দ্র শেখরের অধীন ॥ ১৮-২৩ ॥

(১৭০ পা) "নিরন্তর……স্বরূপ বিভেদ॥" এই ২৪ হইতে ২৮ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। নেত্রযুগে, দুই চক্ষুতে। সিংহের গর্জ্জন, সিংহ সদৃশ গর্জ্জন। প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে নিন্দা করিলেও বাক্‌দেবী সরস্বতী নিজপতিকে নিন্দা করিতে পারেন না বলিয়া নিন্দা-ছলে স্তব করেন। লোক প্রতারক, লোক সকলকে প্রতারণা করে। স্তুতি-পক্ষে, লোক সকলকে প্রকৃষ্টরূপে ভক্তি-দান করিয়া ত্রাণ করেন। মোহনবিদ্যা, মোহিত করিবার বিদ্যা। স্তুতিপক্ষে হ্লাদিনী শক্তি। মোহে, মোহিত হয়। মহা ঐন্দ্রজালী, মহা ভেল্কী প্রদর্শক। স্তুতিপক্ষে, ঐন্দ্র শব্দে মহৈশ্বর্য্য সুতরাং মহা ঐশ্বর্য্যশালী। বিকারে, বিক্রয় হইবে। ভাবকালী, ভাবুকতা। স্তুতি-পক্ষে, মহা ঐশ্বর্য্যশালি পুরুষের ভাবুকতা গোপন থাকিবে না। উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী। স্তুতিপক্ষে, ভগবান্ কাহারও অধীন নহেন বলিয়া স্বাধীন। দুইলোক নাশ, ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হয়। স্তুতিপক্ষে, ভগবানের সঙ্গ করিলে ইহকাল ও পরকালের ভোগ্য লোক নষ্ট হইয়া নিত্যধাম প্রাপ্তি হয়। তিন ভেদে নাম, বিগ্রহ দেহ ও স্বরূপ ভেদে। দেহ দেহী ইত্যাদি কৃষ্ণের নাম, দেহ ও স্বরূপ এই তিন একই তত্ত্ব অর্থাৎ চিদানন্দ স্বরূপ। অতএব এই তিনটি অভেদ। জীবের ধর্ম্ম, নাম ও দেহ স্বরূপ এবং স্বরূপ চিৎ; এই হেতু জীবের নাম, দেহ ও স্বরূপের ভেদ আছে ॥ ২৪-২৮ ॥

(১৭০ পা) "নামেতি।" পঞ্চম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "দেহ দেহী" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৫ ॥

(১৭০ পা) "অতএব.... চিদানন্দ ॥" এই ২৯ পয়ারের ভাবার্থ সরল। বিলাস, স্বরূপ। নামাদি তিনটি স্বপ্রকাশ হেতু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, উহা চিদানন্দ স্বরূপ ॥ ২৯ ॥

(১৭১ পা) "অতঃ শ্রীকৃষ্ণেতি।" এই ষষ্ঠ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "অতএব কৃষ্ণের" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক।

যদি বল, কৃষ্ণনাম যদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, তবে জিহ্বাদিতে কিরূপে স্ফুরিত হয়? তদুত্তর, "সেবোন্মুখে" ইতি। নাম স্বপ্রকাশ বলিয়া নাম গ্রহণে রসনাদি উন্মুখ হইলে নাম স্বয়ং প্রকাশিত হয়। যখন মৃগদেহ ত্যাগ সময়ে রাজা ভরত "নারায়ণায় নমঃ" ইত্যাদি নাম কীর্ত্তন ও কুম্ভীর কর্ত্তৃক গিলিত গজেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছেন, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নামাদি স্বপ্রকাশ ও চিদানন্দ স্বরূপ। ইহা স্বীকার না করিলে মৃগ ও গজাদির মুখে নামের উচ্চারণ সম্ভবে না ॥ ৬ ॥

(১৭১ পা) "ব্রহ্মানন্দ……নিজ বশ ॥" এই ৩০ পয়ারের ভাবার্থ সরল। নিজবশ অর্থাৎ কৃষ্ণের লীলারস ব্রহ্মজ্ঞানিকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অধীন করে ॥ ৩০ ॥

(১৭১ পা) "স্বসুখেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ

আছে। "ব্রহ্মানন্দ হৈতে" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। ব্রহ্মানন্দ হইতে শ্রীকৃষ্ণের লীলারসে পরিপূর্ণরূপে আনন্দ অনুভব হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলারস দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব আকৃষ্ট হয়েন ॥ ৭ ॥

(১৭১ পা) 'ব্রহ্মানন্দ..........মন ॥' এই ৩১৫. পয়ারের ভাবার্থ সরল। শ্রীকৃষ্ণের লীলা যেমন ব্রহ্মজ্ঞানিকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার গুণ ও আত্মারামগণকে আকর্ষণ করে ॥ ৩১ ॥

(১৭১ পা) "আত্মারামা" ইতি। এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ৫১ পৃষ্ঠায় দেখুন। "ব্রহ্মানন্দ হৈতে" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৮ ॥

(১৭১ পা) 'এহো সব......গন্ধে ॥' এই ৩২৫ পয়ারের ভাবার্থ। কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও গুণাদি আত্মারামগণকে আকর্ষণ করে, সে সকল কথা দূরে থাকুক; তাঁহার চরণের তুলসীর যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ মাত্র লাভ করিয়া বায়ুও আত্মারামগণের মন হরণ করে। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত সঙ্গ লব্ধ ব্যক্তিরও ভজনানন্দ ব্রহ্মানন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ। যে হেতু ভক্ত (তুলসী) সঙ্গ লব্ধ ব্যক্তি (বায়ু) আত্মারামের মন হরণে সমর্থ ॥ ৩২ ॥

(১৭১ পা) "তস্যেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 'এহো সব' পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। ব্রহ্মানন্দ হইতে ভক্তগণের সেবানন্দ শ্রেষ্ঠ, ইহা সমর্থন করিলেন ॥৯॥

(১৭২ পা) "অতএব... ... ...বলে বাহু তুলি ॥" এই ৩৩ হইতে ৩৬ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। অতএব ব্রহ্মানন্দ হইতে কৃষ্ণসেবানন্দ শ্রেষ্ঠ বলিয়া। তিন জনায়, তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর ও দুঃখিত বিপ্রকে। বেণী, যমুনা ও গঙ্গার মিলিত স্থানকে বেণী বলে। মাধব, বেণীঘাটের নিকটস্থ বিষ্ণুমূর্ত্তি। ভট্টাচার্য্য, বলভদ্র। বিশ্রান্তিঘাট অর্থাৎ বিশ্রামঘাট নামে খ্যাত যমুনার ঘাট; শ্রীকৃষ্ণ কংসবধের পর এই ঘাটে বিশ্রাম করেন। জন্মস্থান, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম স্থান ॥ ৩৩-৩৬ ॥

(১৭২ পা) "লোক হরি... ...মোর শিক্ষা ॥" এই ৩৭ হইতে ৪০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। গোপাল প্রকট সেবা, গোপালকে প্রকাশ ও সেবা প্রকাশ, ইহা চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখুন। তাঁহা, পুরী। শিক্ষা, গুরুর আচরিত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করা রূপ শিক্ষা ॥৩৭-৪০ ॥

(১৭৩ পা) "যদ্যদেতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। ইহার তাৎপর্য্য ভাবার্থ ব্যাখ্যার ৯৪ পৃষ্ঠায় দেখুন। 'পুরী গোসাঞি' পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥১০॥

(১৭৩ পৃ) 'যদ্যপি...... ধর্ম্মসার ॥' এই ৪১ ও ৪২ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ধর্ম্ম সার, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ॥ ৪১।৪২ ॥

(১৭৩ পা) "তর্ক ইতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "শ্রুতি স্মৃতি যত" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক।

তর্কের অপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ দাঁড়াইবার স্থান নাই।

যে যত যুক্তি দেখাইতে পারে, সেই জয়ী হয়। শ্রুতিগণ পৃথক্ পৃথক্ অধিকারিকে পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ দেওয়ায় প্রথমতঃ বিরুদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ বিরুদ্ধ নহে। ঋষিগণও পৃথক্ পৃথক্ অধিকারির জন্য পৃথক পৃথক কর্ত্তব্য বলায় উহাও প্রথমতঃ বিভিন্ন মত বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব নিজবুদ্ধি বলে কেহই শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব নিশ্চয় করিতে না পারায়, তাহাদের সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব গোপন স্থানে নিহিত রহিয়াছেন। এই হেতু পূর্ব্বতন বেদার্থবেত্তা বিশুদ্ধচেতা সাধুগণের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১১ ॥

(১৭৩ পা) "তবে সেই··· ···হুঙ্কার করিয়া ॥" এই ৪৩ ও ৪৪ পয়ারের ভাবার্থ সরল। লক্ষ সংখ্য লোক, লক্ষ লক্ষ লোক। চব্বিশঘাট, মথুরার নিকট অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যমুনার চর্ব্বিশ ঘাটে চব্বিশ তীর্থ। যথা,

১। অবিমুক্ত, ২। বিশ্রান্তি, ৩। সংসারমোচন, ৪। প্রয়াগ, ৫। কনখল, ৬। তিন্দুক, ৭। সূর্য্য, ৮। বটস্বামী, ৯। ধ্রুব, ১০। ঋষি, ১১। মোক্ষ, ১২। রোষ, ১৩। নব, ১৪। ধারাপতন, ১৫। সংযমন, ১৬। নাগ, ১৭। ঘটাভরণ, ১৮। ব্রহ্মলোক, ১৯। সোম, ২০। সরস্বতী, ২১। চক্র, ২২। দশাশ্বমেধ, ২৩। বিঘ্নরাজ, ২৪। কোটি।

স্বয়ম্ভু প্রভৃতি শিবলিঙ্গ। কুমুদ, কুমুদ বন। বহুলা, বহুল। পর্ব্বত। তাঁহা তাঁহা, তত্রত্য কুণ্ডে। গাভীঘটা, গোসমূহ ॥ ৪৩।৪৪ ॥

(১৭৪ পা) "গাভী দেখি ······শ্লোক পড়ে ॥" এই ৪৫ হইতে ৪৮ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। বাৎসল্যে গাভীগণ চাটে, অর্থাৎ ব্রজের পশুপক্ষীগণ কৃষ্ণনিষ্ঠ এই হেতু তাহারা বাৎসল্যে মহাপ্রভুর অঙ্গ চাটিয়াছিল। অথবা "পশুঃ পশ্যন্তি গন্ধেন" অর্থাৎ পশু গন্ধ দ্বারা দেখে, এই ন্যায় বশতঃ গোগণ মহাপ্রভুর অঙ্গগন্ধে চিনিতে পারেন, ইনিই শ্রীকৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণ এরূপ মূর্ত্তি কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন এবং কৃষ্ণের এই মূর্ত্তিতে কি রস আছে, ইহা আস্বাদন জন্য মহাপ্রভুর অঙ্গ লেহন করেন। বাট, পথ। দিল দরশন, নিত্যলীলার পরিকর অপ্রকটভাবে থাকিলেও প্রভুর সম্মুখে প্রকট হইলেন। গুণশ্লোক গুণ বর্ণন শ্লোক। পড়ে, পাঠ করে ॥ ৪৫-৪৮ ॥

(১৭৪ পা) "সৌন্দর্য্যমিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। কৃষ্ণের গুণ বর্ণন এই শ্লোক ॥১২॥

(১৭৪ পা) "শুকমুখে··· ···বর্ণন ॥" এই ৪৯ পয়ারের ভাবার্থ সরল। কৃষ্ণের বর্ণন, কৃষ্ণের গুণ বর্ণন। রাধিকা বর্ণন, রাধার গুণ বর্ণন ॥ ৪৯ ॥

(১৭৫ পা) "শ্রীরাধিকায়া ইতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীমতি রাধিকার গুণ বর্ণন এই শ্লোক ॥ ১৩ ॥

(১৭৫ পা) "পুনঃ ··· ··· পঠন ॥" এই ৫০ পয়ারের ভাবার্থ সরল। আর শ্লোক, শ্রীকৃষ্ণ যে মদনমোহন তৎপ্রমাণ অন্য শ্লোক ॥ ৫০ ॥

(১৭৫ পা) "বংশীধারীতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে মদনমোহন তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১৪ ॥

(১৭৫ পা) "রাধা সঙ্গে ইতি।"

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে মদনমোহন তৎ প্রমাণ শ্লোক শুক যে বলেন, তাহা শুনিয়া শারী যে পরিহাস পূর্ব্বক শ্লোক বলেন, তাহা এই শ্লোক। শ্রীরাধা সঙ্গে না থাকিলে কৃষ্ণের শোভা হয় না ॥১৫॥

(১৭৫ পা) "এত শুনি… …করেন অভ্যাসে ॥" এই ৫৩ হইতে ৫৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। উল্লাস, প্রেম জনিত আনন্দ। যদি বল, মহাপ্রভুর প্রেম উথলিয়া উঠায় কি, প্রেম বেশী হইয়াছিল, পূর্ব্বে কম ছিল? তদুত্তর, যেমন অগ্নিতাপে উচ্ছলিত দুগ্ধের পরিমান বৃদ্ধি না হইলেও অধিক পরিমিতের ন্যায় প্রতীতি হয়, তদ্রূপ উদ্দীপনাদি দর্শনে প্রেমও উচ্ছলিত হইয়া বর্দ্ধমানরূপে প্রতীত হয়। নির্ব্বাহ, সম্পন্ন। অভ্যাসে, যেমন গমনে প্রবৃত্ত ব্যক্তি অন্য চিন্তায় আবিষ্ট হইয়া গমনে মনঃ সংযোগ না থাকিলেও পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ পথে গমন করে, তদ্রূপ মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া শরীরাদিতে অনুসন্ধান না থাকিলেও পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ স্নান ও ভিক্ষাদি সম্পন্ন করিতেন ॥ ৫৩ ৫৫ ॥

(১৭৬ পা) "এই মত…কৃষ্ণদাস।" এই ৫৬ পয়ারের ভাবার্থ সরল। বারবন, যথা,

১। মধুবন, ২। তালবন, ৩। কুমুদবন, ৪। কাম্যকবন, ৫। বহুলাবন, ৬। ভদ্রবন, ৭। খদিরবন, ৮। মহাবন, ৯। লোহজঙ্ঘবন, ১০। বিল্ববন, ১১। ভাণ্ডীরবন, ১২। বৃন্দাবন।

পাথারে, সাগরে ॥ ৫৬ ॥

ইতি মধ্যলীলায়াং ষোড়শ পরিচ্ছেদে সুবোধিনী ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

(১৭৬ পা) "বৃন্দাবনে" ইতি। এই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই পরিচ্ছেদোক্তবিষয় শ্লোকার্থে প্রকাশিত হইল ॥ ১ ॥

(১৭৬ পা) "জয় জয়……প্রিয়ার সরসী ॥" এই ১ম ও ২য় পয়ারের ভাবার্থ সরল। আরিট গ্রাম, অরিষ্ট শব্দের অপভ্রংশ, এখানে বলরাম কংসের ভাতৃগণকে বিনাশ করেন। রাধাকুণ্ডবার্ত্তা, রাধাকুণ্ডের কথা; রাধাকুণ্ড আরিট গ্রামের দক্ষিণে। সেই ব্রহ্মণ, সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ। প্রিয়ার সরসী, রাধাকুণ্ড ॥ ১। ২ ॥

(১৭৬ পা) "যথেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৫৬ পৃষ্ঠায় দেখুন "তৈছে রাধাকুণ্ড" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২ ॥

(১৭৭ পা) "যেই কুণ্ডে…মজ্জিয়া।"

এই ৩য় পয়ারের ভাবার্থ সরল। তারে, যে স্নান করে, তাহাকে ॥ ৩ ॥

(১৭৭ পা) 'শ্রীরাধেবেতি।' এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 'যেই কুণ্ডে নিত্য' এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৩ ॥

(১৭৭ পা)'এইমত...ভঙ্গী উঠাইলা॥' এই ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ পয়ার ভাবার্থ সরল। স্মঙরিয়া, স্মরণ করিয়া। সুমনসরোবর, কুসুম সরোবর, ইহা রাধাকুণ্ডের নৈঋতকোণে ও গোবর্দ্ধনের পূর্ব্বভাগে। একশীলা, গোবর্দ্ধনের শিলাখণ্ড। গোবর্দ্ধন গ্রাম, গোবর্দ্ধনোপরি মানস গঙ্গার তীরে। হরিদেব, বজ্রনাভকর্ত্তৃক স্থাপিত মূর্ত্তি। মথুরা পদ্মের, পদ্মাকৃতি মাথুরমণ্ডলের। যার, হরিদেবের। ব্রহ্মাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন তীরস্থ। জানি, প্রভুর মনোভাব জানিয়া ॥ ৪-৬ ॥

(১৭৭ পা) 'অনারুরুক্ষব' ইতি। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিবেন না জানিয়া, গোপালদেব ম্লেচ্ছ ভয়ের যে ছল করেন, তাহার কারণ এই শ্লোকে বলিলেন। রাধাকান্তি দ্বারা আচ্ছাদিত নিজেকে নিজে দর্শন দিবার জন্য ম্লেচ্ছ ভয়ের ভঙ্গী উঠান। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য হইলে, তাঁহার ভক্তাভিমান হয় কেন? তদুত্তর, নিত্যলীলায় রাধার সহিত নিত্য সংযোগ থাকিলেও যেমন প্রকট প্রকাশে কখন বিরহস্ফূর্ত্তি হয়, তদ্রূপ প্রকাশবিশেষে স্বরূপাভিমান থাকিলেও কখন প্রকাশবিশেষে ভক্তাভিমান হয় ॥ ৪ ॥

(১৭৮পা)"অন্নকূট...শ্লোক পড়িয়া ॥" এই ৭ ও ৮ পয়ারের ভাবার্থ সরল। তুড়ুকধারী, অশ্বারোহী যবনসেনা। ভাগ, পলায়ন কর। কালযবন, দুষ্ট যবন। উজাড়, শূন্য। মানসগঙ্গা, গোবর্দ্ধন হইতে নিঃসৃত। এই শ্লোক, হন্তায়েতি শ্লোক ॥ ৭। ৮ ॥

(১৭৮ পা) "হন্তায়েতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হওতঃ নৃত্য করিতে করিতে এই শ্লোক পাঠ করেন। ইহার অভিপ্রায় এই, গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠভক্ত, ইহাঁর দর্শনে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিব। অথবা গোবর্দ্ধনের গুণ স্মরণ করিয়া এই শ্লোক পড়েন বা শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থান বলিয়া প্রেমের উদ্দীপক হয়েন ॥ ৫ ॥

(১৭৮ পা) 'গোবিন্দকুণ্ডাদি...দিন শেষ ॥' এই ৯ম পয়ারের ভাবার্থ সরল। এই শ্লোক, 'বাম' ইতি পর শ্লোক ॥৯॥

(১৭৮পা) 'বাম ইতি।' এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মহাপ্রভু এই শ্লোক পাঠ করেন ॥ ৬ ॥

(১৭৮ পা)"এইমত...মথুরা রহিয়া ॥" এই ১০ ও ১১ পয়ারের ভাবার্থ সরল। এইরূপে, যেরূপে মহাপ্রভুকে দর্শন দেন ॥ ১০।১১ ॥

(১৭৯পা) 'সঙ্কেত......গোসাঞি ॥" এই ১২ হইতে ১৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। নন্দীশ্বর, নন্দীশ্বর নামক পর্ব্বত, এখানে নন্দীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আছেন,

এখানে নন্দ মহাশয়ের বসতি। গোফা, ভজনার্থ নির্জ্জন গহ্বর ॥ ১২-১৫ ॥

(১৭৯ পা) "যদিতি।" এই সপ্তম শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৫০ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। ইহার তাৎপর্য্য ভাবার্থ ব্যাখ্যায় ১৯৭ পৃষ্ঠায় দেখিবেন ॥ ৭ ॥

(১৭৯ পা) "তবে...আসিয়া ॥" এই ১৬ পয়ারের ভাবার্থ সরল। শ্রীবন, বেলবন। লৌহবন, লৌহজ্ঞবন ॥ ১৬ ॥

(১৮০ পা) "আর দিন...বলে হরি হরি ॥" এই ১৭ হইতে ২০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। অক্রুরে, অক্রুরতীর্থের নিকট গ্রামে। তেতুলী-তলা, আমলী-তলা। একান্তে, এক পাশে। পরতেক, প্রত্যক্ষ ॥ ১৭-২০ ॥

(১৮০পা) "প্রভুসঙ্গে...রাত্রেযাত্রা ॥" এই ২১ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ফণিরত্নজলে, ফণিতে রত্ন জ্বলে। নিজ্ঞাজ্ঞানে, নিজের অজ্ঞান বশতঃ ॥ ২১-২৪॥

(১৮১ পা) "প্রাতঃকালে... স্ফুলিঙ্গের কণ ॥" এই ২৫ হইতে ২৮ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ভব্যলোক, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। স্থাণু, শাখাপল্লব হীন বৃক্ষ। জ্বলদগ্নি, জ্বলন্ত অগ্নি ॥ ২৫-২৮ ॥

(১৮১ পা) "হ্লাদিন্যেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৮ ॥

(১৮১ পা) "যন্ত্বেতি ॥" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "যেই মূঢ়" ইতি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৯ ॥

(১৮১ পা) "লোকে কহে... ...না যায় কথন ॥" এই ৩০ ও ৩১ পয়ারের ভাবার্থ সরল। জীব মতি, জীববুদ্ধি। তারে, ত্রাণ করে। পাবন, পবিত্র ॥৩০।৩১

(১৮২ পা) "যস্মাদেতি ॥" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ১৮২ পৃষ্ঠায় দেখুন। "তোমার নাম" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১০ ॥

(১৮২ পা) "এই মত...... ...দর্শন করিল ॥" এই ৩৩ ও ৩৪ পয়ারের ভাবার্থ। এইমত, পূর্ব্ব কথিত মত। তটস্থ লক্ষণ যথা,—

"স্বরূপান্তর্গতং সৎ যল্লক্ষ্যম্ ইতরব্যাবর্ত্তয়তি তত্তটস্থলক্ষণম্।"

যে লক্ষ্যবিষয় স্বরূপের অন্তর্গত হইয়া অন্যকে ব্যাবর্ত্তন (নিবৃত্ত) করে, তাহা তটস্থ-লক্ষণ। যেমন গরুর অলঙ্কারাদি।

এখানে মহিমা স্বরূপের অন্তর্গত হইয়া জগৎত্রাণরূপ কার্য্যকে নিরাকরণ করায়, মহিমা তোমার তটস্থ লক্ষণ। — স্বরূপলক্ষণ যথা,—

"তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বম্।"

লক্ষ্য বস্তু হইতে অভিন্ন হইয়া, যাহা লক্ষ্য বস্তুর জ্ঞাপক হয়, তাহা স্বরূপলক্ষণ। যেমন গোরুর শৃঙ্গাদি।

শ্যামকান্তি আচ্ছাদিত হইলেও তোমার স্বরূপভূত আকৃতি ও প্রকৃতি তোমাকে কৃষ্ণ বলিয়া জানাইতেছে। অতএব স্বরূপলক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন। সেই সব লোকে, যাঁহারা এইরূপ কথা বলিল তাঁহাদিগকে। "এই ঘাটে" ইত্যাদি।

অক্রুর যখন বৃন্দাবন হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে রথে লইয়া মথুরায় যান, তখন এই ঘাটে অক্রুর স্নান করিবার জন্য জলে নিমগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ

ও বলরামের সহিত বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন। তদবধি ইহার নাম অক্রূরতীর্থ হয়। ভাগবতে ১০স্ক ৩৯অ দেখুন।

"ব্রজবাসীলোক" ইত্যাদি।

যে সময়ে বরুণের ভৃত্য বরুণলোকে নন্দ মহাশয়কে লইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে আনিবার জন্য বরুণলোকে গমন করিলে, সপরিকর বরুণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তত্যাদি করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে লইয়া আসিলে, সরল হৃদয় নন্দরাজ বরুণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবাদি বৃত্তান্ত জ্ঞাতিগণের নিকট প্রকাশ করিলে, গোপগণ কৃষ্ণলোক দর্শন করিতে অভিলাষ করেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ এই ঘাটে সকলকে নিমগ্ন হইতে বলেন। পরে তাঁহারা সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোলোক দর্শন করেন। ভাগবতে ১০স্ক ২৮অ দেখুন॥ ৩৩।৩৪॥

(৮২ পা) "এত বলি... ...চলিলা লইয়া।" এই ৩৫ হইতে ৩৮ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। কান্দি, ক্রন্দন করিয়া। ফুকার, চিৎকার। কাঢ়িয়ে, বাহির করি। সোরাক্ষেত্র, বৃন্দাবনের পূর্ব্বাংশে। গড়বড়ি, ভীড়। মোর মাথা খায়, আমাকে উদ্বেগ দেয়॥ ৩৫-৩৮॥

(১৮৩ পা) "প্রেমী কৃষ্ণদাস... ...মহাস্তব্ধ হৈল।" এই ৩৯ হইতে ৪৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। সেই ত ব্রাহ্মণ, সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ। আসোয়ার, অশ্বারোহী। সুবর্ণ, মোহর। বাটোমাড়, পথদস্যু। মারি ডারিয়াছে, মারিয়া ফেলিয়াছে। পঞ্চজন, বলভদ্র, তাঁহার ভৃত্য, সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ, রাজপুত কৃষ্ণদাস ও মাথুর বিপ্র। দড়, চটুপটিয়া। সিকদার, সেনাধ্যক্ষ। অবহি, এখনি। প্রাণি, জান। তুরকি, অশ্বারোহী। ফুকারি, ডাকি। পিড়া, ঘোটকের পৃষ্ঠের আসন। মৃগী ব্যাধিতে অর্থাৎ হরিণ-নয়না শ্রীরাধার প্রেমজনিত যে ব্যাধি তাহাতে। কালাবস্ত্র, কালা বর্ণের বস্ত্র, ইহা মুসলমানের অতি পবিত্র। পীর, সিদ্ধ পুরুষ। স্বশাস্ত্র, কোরাণ। তারি, সেই কাল বস্ত্রধারী মুসলমানের॥ ৩৯—৪৫॥

(১৮৪) "প্রভু কহে.........নির্ণয় করিয়া॥" এই ৪৬ ও ৪৭ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু তাহাকে নিরুত্তর করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তব শাস্ত্র" ইত্যাদি।

শাস্ত্র সকল একবাক্যে পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব ও তাহাকেই জীবের পরা গতি বলিয়া প্রতিপাদন করিলেও, অজ্ঞ জীবের সৌভাগ্য উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত উহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। যাঁহার সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয় নাই, তিনি উহা দেখেন না বা বুঝেন না, দেখিয়াও দেখেন না, বুঝিয়াও বুঝেন না। এই হেতুই পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব লইয়া বিবাদ। ঐ বিবাদ ব্যর্থ লইলেও, উহার নিবৃত্তি হয় না। উহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও চলিবে বলিয়া অনুমান করা যায়। পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব লইয়া বিবাদ, যে নিতান্ত নিষ্ফল, তাহা সুনিশ্চিত। জীবের নিজের সত্তাজ্ঞান স্বাভাবিক। নাস্তিকেরও নিজ সত্তার জ্ঞান আছে। নাস্তিকগণও যখন নিজের সত্তার অপলাপ করিতে সাহসী হয় না, তখন পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব বা অসর্ব্বেশ্বরত্ব লইয়াই প্রকৃত আস্তিকতা বা নাস্তিকতা বলাই বোধ হয় সঙ্গত হইতেছে। ঐ অপলাপের ফল কি? পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া কি কেহ কখন ঐ উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিয়াছেন? কর্ম্মকেই সকল সুখ দুঃখের মূল ভাবিয়া, পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব কর্ম্মে আরোপিত করিয়া, যাঁহারা কেবল ঐহিক

কর্ম্মের পক্ষপাতী হন, তাঁহারা কি তদপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী পারলৌকিক কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ববাদির নিকট পরাজিত হন না? আবার যাঁহারা সার্ব্বভৌম পদরূপ ফল, যাহার এরূপ ঐহিককর্ম্মের ও পারমেষ্ঠ্যপদরূপ ফল যাহার এরূপ পারলৌকিক কর্ম্মের বিনাশাদি দোষ দেখাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সংস্কারশালী হইয়া কর্ম্মসাধিকা কারণ-রূপা প্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন, তাঁহারা কি কর্ম্মবাদী হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন? এইরূপে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্ববাদিগণ কর্ম্মবাদী হইতে গৌর-বান্বিত হইলেও তিনি কি কখন নিজাভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্তিত হন? প্রকৃতি কর্ত্রী, পুরুষ অকর্ত্তা হইয়াও প্রকৃতির সঙ্গ বশতঃ পুরুষে কর্ত্তৃত্বের আরোপে প্রকৃতিকৃত কর্ম্মের পুরুষ ফলভাগী হয়েন, এবং প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক অভ্যাস দ্বারা আপনাকে অকর্ত্তা স্থির করিতে পারিলেই উক্ত ফলভোগের অবসান হয়. ইহা অংশতঃ সত্য হইলেও, কেবল তাদৃশ অভ্যাস দ্বারা কি কেহ কখন প্রকৃতির সঙ্গ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছেন? অর্থাৎ করেন নাই। প্রকৃতি কি তাদৃশ অভ্যাসকারিকেও পুনঃ পুনঃ বলপূর্ব্বক নিজসঙ্গ করান না? ফলতঃ এই একমাত্র কারণ বশতঃ অর্থাৎ আপনা হইতে প্রকৃতির বল অত্যন্ত অধিক দেখিয়াই কি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানিগণ প্রকৃতির সত্যত্ব মিথ্যা করিতে বাধ্য হইয়া মায়াবাদী হন নাই? এইরূপে পর পর সূক্ষ্মবুদ্ধি লোকগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতের খণ্ডন পূর্ব্বক নিজমত সংস্থাপনে চেষ্টা পাইলেও পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব অপলাপ হেতু কোন মতই সুপ্রতিষ্ঠিত হইল না, কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। লাভের মধ্যে তাঁহারা মোক্ষপথের বাধাস্বরূপ কিছু কিছু বিভূতি লইয়া অর্থাৎ কর্ম্মবাদী আধিকারিক পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির কর্ত্রীত্ববাদী আসুরব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং মায়াবাদী দৈবব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া মোহিত হইলেন। অধিকন্তু উক্ত ত্রিবিধ মতের দেশব্যাপী বিষময় ফল প্রচ্ছন্নভাবে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রবেশ করিল। কেহ কর্ম্ম-বাদির কর্ম্মজালে মোহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি করিতে লাগিলেন। কেহ প্রকৃতি কর্ত্রীত্ববাদির অনুগত হইয়া যথেচ্ছাচার বশতঃ আসুরিক ভাব প্রাপ্ত হইলেন। কেহ মায়াবাদির ইন্দ্রজালে মোহিত হইয়া শূন্যময় সংসারে আপনাকেই দেখিতে লাগিলেন। বিক্ষেপকর কর্ম্মের জাল ছেদন করিবেন কি, তাহার আপনার কর্ম্ম আপনাকেই চঞ্চল করিয়া তুলিল। প্রকৃতির কর্ত্রীত্ব ও আপনার অসঙ্গত্ব ভাবিতে ভাবিতে প্রকৃতির বলে অসঙ্গকর্ত্তাকে অকর্ম্মকর্ত্তা করিয়া ফেলিল। সংসারকে স্বপ্ন বা ইন্দ্রজাল ভাবিতে গিয়া কারাগৃহে আবদ্ধ দীন পুরুষ আপনাকে মুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী ভাবিয়া যেরূপ উপহাসাস্পদ হয়, তদ্রূপ পদে পদে উপহাসাস্পদ হইতে হইল। পুরুষের সর্ব্বে-শ্বরত্বের মিথ্যা করিয়া জীবের কিছুই লাভ হইল না, সত্তামাত্রই অবশিষ্ট রহিল। বস্তুতঃ পুরুষ সর্ব্বেশ্বর। সেই সর্ব্বেশ্বরত্ব কি, তাহা বলিতে-ছেন, "ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ" ইত্যাদি। তাঁহার কলেবর শ্যামবর্ণ। ঐ কলেবর সচ্চিদানন্দাত্মক। তিনি পূর্ণব্রহ্ম, সকলের আত্মা, সর্ব্বগত, নিত্য, ও সকলের আদি। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা। তিনি কার্য্য ও কারণ জগতের আশ্রয়। তিনি সর্ব্বারাধ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও কারণেরও কারণ। তাঁহাতে ভক্তি করিলেই জীবের সংসার ক্ষয় হয়। তাঁহার চরণে প্রীতিই সকল পুরুষার্থের সার। মোক্ষানন্দ ঐ প্রেমানন্দের কণামাত্র। তাঁহার চরণ-সেবাতেই পূর্ণানন্দের লাভ হয়। শাস্ত্র সকল অগ্রে কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান স্থাপন করিয়া, পরে ঐ সকল খণ্ডন পূর্ব্বক, সর্ব্বেশ্বর পুরুষের ভজনই শেষে নিরূপণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বাপর বিধি, পূর্ব্ব ও পর বিধি।

পর, পরবিধি ॥৪৬।৪৭॥

(১৮৪পা) "ম্লেচ্ছ কহে… …চলি আইলা॥" এই ৪৮ হইতে ৫১ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। লৈতে, শাস্ত্রার্থ বোধ করিতে। ॥ ৪৮-৫১ ॥

(১৮৫ পা) "যেই যেই……কৃষ্ণ-দাস॥" এই ৫২ হইতে ৫৪ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ত্রিবেণী, যেখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী মিলিত হইয়াছেন। মকরস্নান, মাঘের স্নান। মূর্খরাজ, অতিশয় মূর্খ। মুণ্ডে, মস্তকে। পাড়ে, ফেলেন ॥৫২ ৫৪॥

ইতি মধ্যলীলায়াং অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সুবোধিনী ॥ ১৮ ॥

—

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

(১৮৫ পা) "বৃন্দাবনীয়ামিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদোক্ত বিষয় শ্লোকার্থে প্রকাশ করিলেন। শ্রীচৈতন্য, শ্রীরূপে যে, বৃন্দাবনের রস-কেলিবার্ত্তা প্রচারিকা শক্তি সঞ্চার করেন, তাহা এই পরিচ্ছেদে বলা হইবে। প্রাকৃত লোক সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মাতে প্রাকৃত সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করেন এবং অপ্রাকৃত রসকেলিবার্ত্তা প্রচারে শ্রীরূপে অপ্রাকৃত স্বরূপশক্তি সঞ্চার করেন, ইহাই বিশেষ। ১ ॥

(১৮৬ পা) "জয় জয় …ব্যবহার ॥" এই ১ম হইতে ৩য় পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। প্রভুকে মিলিয়া, প্রভুর সহিত মিলিয়া। বরিল, বরণ করিল। পুরশ্চরণ, মন্ত্রের চৈতন্যকরণ, নিয়ম পূর্ব্বক মন্ত্র জপকরণ। তথাহি—

"তত্র স্বেষ্টদেবতামন্ত্রসিদ্ধ্যর্থং তদ্দেবতাপূজা-পূর্ব্বকং তন্মন্ত্রজপহোমতর্পণাভিষেকব্রাহ্মণ ভোজনরূপপঞ্চাঙ্গকসাধনম্॥"

নিজ ইষ্টদেবতার মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সেই দেবতার পূজা পূর্ব্বক সেই মন্ত্রের জপ, হোম, তর্পণ, অভি-ষেক ও ব্রাহ্মণ ভোজনরূপ পঞ্চাঙ্গ সাধন যাহার, তাহাই পুরশ্চরণ।

ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চরণ করাইবার হেতু বলিতে-ছেন, "অচিরাতে" ইতি। ইহাতে প্রতিপন্ন হইল যে, কৃষ্ণমন্ত্র-উপাসনাতেও চৈতন্যচরণ পাওয়া যায়।

ভার, যে ধন আনিলেন। এক চৌঠি, অর্দ্ধেকের চতুর্থাংশের একাংশ। দণ্ড বন্ধ লাগি, রাজদ্বারে দণ্ড ও বন্ধন মোচন জন্য। ভাল ভাল বিপ্র, বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ। স্থাপ্য, গচ্ছিত। রহে মুদি ঘরে, বণিকের গৃহে যে দশ হাজার টাকা থাকিল, সনাতন তাহা ব্যয় করেন। নীলাদ্রি, নীলাচল ॥১-৩ ॥

(১৮৬ পা) "হেথা সনাতন... ... সর্ব্বকার্য্য নাশ॥" এই ৪ হইতে ৭ পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ সরল। হেথা, রামকেলিতে। সে মোর বন্ধন অর্থাৎ গৌড়ের রাজার প্রীতিতে আবদ্ধ হইয়া এ স্থান ছাড়িতে পারি না। সঙ্গে এক-জন, একজন রক্ষক সঙ্গে করিয়া। সে সভাতে, সনাতনের সভায়। কার্য্য-কাম, কাজকর্ম্ম। 'তোর বড়' অর্থাৎ তোর বড় ভাই (শ্রী প) দস্যুর ন্যায় সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। "হেথা অর্থাৎ তুমি অসুখের ভাণ করিয়া সমস্ত রাজকর্ম্ম নষ্ট করিতেছ॥ ৪-৭॥

(১৮৬ পা) 'সনাতন... ...গড়াগড়ি যায়॥" এই ৮ হইতে ১১ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। পলাইবা, আমার রাজ্যের সমস্ত রহস্য সনাতন জানে, সুতরাং যদি কোন বিপক্ষ রাজার সহিত যোগ দিয়া বিপদ ঘটায়, এই অভিপ্রায়ে বন্ধন করেন। উড়িয়া মারিতে, উড়িষ্যা দেশ জয় করিতে। দেবে দুঃখ অর্থাৎ উড়িয়াগণ দেবতার ভক্ত, তাহাদিগকে মারিলে দেবতাকে দুঃখ দেওয়া হয়। অথবা দেবতার মন্দিরাদি নষ্ট করিবে বা দেবসেবার অনিষ্ট করিবে; অতএব তোমার উড়িষ্যায় গমন কেবল দেবতার দুঃখ দেওয়া। বান্ধি রাখি, কারাগৃহে বদ্ধ করিয়া। সেই দুই চর, প্রভুর সম্বাদ জানিবার জন্য রূপগোস্বামী কর্ত্তৃক প্রেরিত চর। ছুটি, শীঘ্র। মাধব, বেণীমাধব॥ ৮-১১॥

(১৮৭ পা) "গঙ্গাযমুনা... ...তোমা দুইজন॥" এই ১২ হইতে ১৪ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। দুই গুচ্ছ তৃণ দণ্ডে ধারণ, দৈন্যসূচক। নানা শ্লোক, দৈন্যসূচক নানা শ্লোক। উঠে পড়ে অর্থাৎ প্রণাম করে বা প্রভুদর্শন জন্য উঠেন এবং প্রভুর করুণা দেখিয়া ভূমে পতিত হন॥ ১২-১৪॥

(১৮৭ পা) 'ন মে প্রিয় ইতি।' এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন তোমাদিগকে বিষয়রূপ কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন এবং তোমরা উহা ত্যাগ করিয়াছ, তখন তোমাদের প্রতি তাঁহার কৃপা হইয়াছে। তাঁহার কৃপায় ভক্তিদেবীরও কৃপা হইয়াছে। যেহেতু শাস্ত্র বলেন,—

"বিষয়াবিষ্টচিত্তস্য বিষ্ণ্বাবেশ সুদূরতঃ।
বারুণী দিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥"

বিষয়ে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তির বিষ্ণুর প্রতি আবেশ সুদূরাপহত। পূর্ব্বদিকে গমন করিলে কি পশ্চিম দিকস্থ বস্তুর লাভ হয়? অতএব ভক্তিতে রুচি উৎপন্ন হইলে ভক্তির-কৃপায় বিষয়ে বৈরাগ্য হয়। যাঁহাদের প্রতি ভক্তিদেবীর কৃপা হয়, তাঁহারা শ্বপচ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়-পাত্র হয়েন। তোমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ও কৃপাপাত্র, তখন আমারও প্রিয়পাত্র। অতএব আমার নিকট আইস। কাহাকে কখন শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করেন, তাহা বর্ণন করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের নিকট উচ্চ ও নীচ ব্যক্তি নাই। এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন হইল॥ ২॥

(১৮৭ পা) "এত পড়ি... ...শ্লোক পড়ি॥" এই ১৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। এত পড়ি, পূর্ব্বোক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া। দুঁহা, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভকে।

প্রভু কৃপা অর্থাৎ প্রভুর শ্রীচরণ ও আলিঙ্গনরূপ কৃপা। ॥ ১৫ ॥

(১৮৭ পা) 'নম ইতি।' এই তৃতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীরূপ ও বল্লভ যে নানা শ্লোক পাঠ করেন, তন্মধ্যে এই এক শ্লোক।

আমরা তোমাকে প্রণাম করি। তুমি কিরূপ, না মহাবদান্য অর্থাৎ দাতার শিরোমণি। কল্পবৃক্ষ ও কামধেনু দাতা হইলেও তাহাদের নিকট প্রার্থনা না করিলে প্রার্থিত বস্তু পাওয়া যায় না, কিন্তু তুমি বিষয়কীটস্বরূপ আমাদের বিষয় ছাড়াইয়া অযাচিতরূপে কৃপা করিলে। অতএব প্রার্থনা না করাতেই কৃপা কর বলিয়া তুমি মহাবদান্য। যদি বল, আমি কি প্রদান করি? তাহাতে বলিতেছেন, "কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়" অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহা প্রদান কর। এমন কি, তোমার নাম, শ্রীকৃষ্ণকে সম্যকৃরূপে অনুভব করায়। তোমার অঙ্গকান্তি পীতবর্ণ ও তুমিই শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৩ ॥

(১৮৮ পা) "যোঽজ্ঞানমত্তমিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মহাপ্রভু যে দাতার শিরোমণি, তাহা পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছেন। এক্ষণে এই শ্লোক দ্বারা সেই কৃপালুতা গুণকে প্রকাশ করিতেছেন। অথবা, নানা শ্লোক মধ্যে ইহা একটি শ্লোক ॥ ৪ ॥

(১৮৮ পা) 'তবে মহাপ্রভু…… .. সর্ব্বোত্তম ॥" এই ১৬ হইতে ২০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তারে, শ্রীরূপকে। উদ্ধার, উদ্ধার কর। "আড়াইল গ্রামে" এই স্থানে কোন গ্রন্থে 'আম্বুলি গ্রামে' এই পাঠ আছে (?)। ভটের বিস্ময় অর্থাৎ ইহাঁরা পরম পবিত্র ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জাত্যাভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক এত দৈন্য করিতেছে!

যেখানে ভক্তিদেবী যে পরিমাণে প্রকট হয়েন, সেখানে তাঁহার সহকারী দৈন্যও তাদৃশই প্রকট হইয়া থাকেন। যখন ইহাঁতে দৈন্যের পরাকাষ্ঠা দেখা যাইতেছে, তখন নিশ্চয়ই ভক্তির পূর্ণ কৃপা হইয়াছে।

এই চিন্তায় বল্লভ ভটের মন বিস্মিত হইল। প্রভুর হর্ষমন অর্থাৎ ভটের চমৎকারকারী রূপ ও অনুপমের প্রেম-ভক্তি দেখিয়া প্রভুর মনে হর্ষের উদয় হইল। তার বিবরণ অর্থাৎ ইহারা ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিয়াছে।

(১৮৮ পা) "অহোবতেতি।" এই শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ১১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন। "ইহাঁর মুখে" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৫ ॥

(১৮৮ পা) "শুনি… …লাগিলা ॥" এই ২১ পয়ারের ভাবার্থ সরল। শুনি, পূর্ব্বোক্ত শ্লোক শুনিয়া। তারে, বল্লভ ভটকে ॥ ২১ ॥

(১৮৮ পা) "শুচিরিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া যে সব শ্লোক পড়েন, তন্মধ্যে এই একটি ও পরে আর একটি বলিবেন ॥ ৬ ॥

(১৮৯ পা) "ভগবদ্ভক্তিহীনস্যেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে ॥ ৭ ॥

(১৮৯ পা) "প্রভুর… … …প্রসঙ্গে লইয়া ॥" এই ২২ হইতে ২৪ পয়ার

পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ভক্তিসার, প্রেম। উদ্ভট, প্রবলতর। ভয়ে ভট্ট অর্থাৎ মহাপ্রভু যমুনায় পুনরায় পতিত হন এই ভয়ে। মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্নকালীন স্নানাদি॥

(১৮৯ পা) "আনন্দিত.....হৈল॥" এই ২৫ হইতে ২৮ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। দিব্যাসন, উত্তম আসন। প্রভুর চরণে, প্রভুর সমীপে। তিরোহিতা, ত্রিহুতদেশীয়। শুনি, শ্লোক শুনিয়া॥২৮॥

(১৯০ পা) "শ্রুতিমিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। রঘুপতি মহাশয় এই শ্লোক পড়েন, ইহা শুনিয়া মহাপ্রভুর মহা প্রেমের আবেশ হয়।

বৈদিকগণ বেদকে, কর্ম্মিগণ মনু প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রণীত স্মৃতিকে ও ভবভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ মহাভারতকে যদি ভজনা করেন, তবে তাঁহারা উহা করুন, কিন্তু আমি ভবভয়-হরণ-বিষয়ে নন্দ মহাশয়কে প্রণাম করি। যাঁহার প্রাঙ্গণে পরংব্রহ্ম রহিয়াছেন। শ্রীনন্দকে প্রণাম দ্বারা যদি শ্রীনন্দনের কৃপা হয়, তবে তাঁহার দাস হইয়া সাক্ষাৎরূপে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিব॥ ৮॥

(১৯০ পা) "রঘুপতি......কহিল॥" এই ২৯ পয়ারের ভাবার্থ সরল। নমস্কার কৈল, পুর্ব্বোক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া প্রণাম করেন॥ ২৯॥

(১৯০ পা) "কম্প্রতীতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। প্রভুবাক্যে উপাধ্যায় এই শ্লোক বলেন॥ ৯॥

(১৯০ পা) "প্রভু কহে.....গদ্গদ স্বরে॥" এই ৩০ হইতে ৩২ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। আলুয়াইলা, অবশ হইতে লাগিল। নির্দ্ধার, নিশ্চয়। শ্রেষ্ঠ কহ কায়, কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার কর। পরং, সর্ব্বোৎকৃষ্টং। বাসস্থান, অযোধ্যা প্রভৃতি শ্যামরূপের বাসস্থান। বরা, শ্রেষ্ঠা। ধ্যেয়ং, ধ্যানের যোগ্য। কায়, কোন রসকে॥৩০-৩২॥

(১৯০ পা) "শ্যামমেবত্তি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মহাপ্রভু গদ্গদস্বরে এই শ্লোক পাঠ করেন॥ ১০॥

(১৯০ পা) "প্রেমাবেশে... ... ... করিলা গমন॥" এই ৩৩ ও ৩৪ পয়ারের ভাবার্থ সরল। তারে, উপাধ্যায়কে। প্রভুর নিমন্ত্রণ ভট্ট নিষেধ করেন কেন, তাহা বলিতেছেন, "প্রেমোন্মাদে" ইতি। চালাব, লইয়া যাইব॥ ৩৩৷৩৪॥

(১৯১ পা) "গঙ্গাপথে.....প্রচুর॥" এই ৩৫ ও ৩৬ পয়ারের ভাবার্থ সরল। মহাপ্রভু শ্রীরূপে শক্তি সঞ্চার করতঃ যে শিক্ষা দেন, তাহা কি বলিতেছেন, "কৃষ্ণতত্ত্ব" ইত্যাদি। প্রান্ত, সীমা। প্রবীণ, অভিজ্ঞ। দুঁহার, মহাপ্রভু ও রূপের। গ্রন্থে, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে॥ ৩৫৷৩৬॥

(১৯১ পা "কালেনেতি।" "যঃ প্রাগেবেতি।" ও "প্রিয়স্বরূপ ইতি।" এই পর পর একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোক তিনটির তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে॥ ১১-১৩॥

(১৯২ পা) "এইমত...... ...মঙ্গলাচরণে॥" এই ৩৭ হইতে ৪০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। এইমত, পুর্ব্বোক্ত শ্লোকানুযায়ী। সবার কৃপা গৌরবপাত্র

অর্থাৎ রূপ সনাতন বড় ভক্তের কৃপা-পাত্র ও ছোট ভক্তের গৌরবের পাত্র। স্থূলভিক্ষা, একান্ন ভোজন। মাধুকরী, মধুকরের বৃত্তি অর্থাৎ মধুকর যেমন পুষ্পকে ক্লেশ না দিয়া তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু মধু গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তদ্রূপ সন্ন্যাসী অধিক গ্রহণে গৃহস্থকে ক্লেশ না দিয়া এক এক গ্রাস মাত্র গ্রহণ করেন। ভোগ, শারীরিক সুখাদি। আশঙ্কা হইতে পারে, প্রধান রাজকর্ম্মচারী মহাভোগী রূপ ও সনাতন একেবারে কিরূপে ভোগ ত্যাগ করেন? তাহাতে বলিতেছেন, "চৈতন্যের কৃপা" ইতি ॥ ৩৭-৪০ ॥

(১৯২ পা) "হৃদি যস্যেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর মঙ্গলাচরণে শ্রীরূপ গোস্বামী যে শ্রীচৈতন্যের কৃপার বিষয় লিখিয়াছেন, তাহা এই শ্লোক ॥ ১৪ ॥

(১৯২ পা) "এই মত··· ··· ···এক বিন্দু॥" এই ৪১ পয়ারের ভাবার্থ সরল। "লোকভীড় ভয়ে" ইতি পূর্ব্ব বাক্যের উপসংহার করিতেছেন, "এই-মত" ইত্যাদি। চাখাইতে অল্প মাত্রায় আস্বাদন করাইতে। মহাপ্রভু শ্রীরূপের হৃদয়ে সর্ব্বতত্ত্ব বর্ণনশক্তি সঞ্চার করিলেও লৌকিক লীলানুরোধে বাহিরে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেন ॥৪১॥

(১৯২ পা) "এইত······বিচারি॥" এই ৪২ পয়ারের ভাবার্থ। এই ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য জীব বাস করে। প্রত্যেক জীবই চৌরাশীলক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করে।

তথাহি বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্॥
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ॥"

জীব নয় লক্ষবার জলজ যোনিতে, কুড়ি-লক্ষবার; স্থাবর যোনিতে, এগার লক্ষ বার; কৃমি যোনিতে, দশলক্ষবার; পক্ষিযোনিতে, ত্রিশ-লক্ষবার; পশুযোনিতে ও চারি লক্ষবার; মনুষ্য যোনিতে ভ্রমণ করে। পরে সাধন বলে সর্ব্বযোনি ত্যাগ করিয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়।

যদি বল, জীবের স্বরূপ কি? তাহাতে বলিতেছেন, "কেশাগ্র" ইতি। ঐ জীবের স্বরূপ কেশাগ্রের শতাংশের শত ভাগের এক ভাগ যেরূপ সূক্ষ্ম তদ্রূপ সূক্ষ্ম।

ঈশ্বর বিভুচিৎ; জীব অণুচিৎ। জীব অণু না হইয়া যদি বিভু হইত, তবে নিয়ম্য ও নিয়ন্তৃ-ভাব থাকিত না। ঈশ্বর কারণ, জীব কার্য্য। কারণ যেরূপ কার্য্যের নিয়ন্তা হয়, ঈশ্বরও তদ্রূপ জীবের নিয়ন্তা অর্থাৎ প্রবর্ত্তক। জীব কার্য্য হইলেও, জীবের স্বরূপতঃ উৎপত্তি নাই। জীব অনাদি ঈশ্বরের শক্তি। যেমন বায়ুর সহযোগে জল হইতে বুদ্বুদ হয়, তদ্রূপ পুরুষের সহযোগে প্রকৃতি হইতে জীবের প্রাণাদি উপাধি সকল উৎপন্ন হয়। সমুদ্রে যেমন নদী সকল বা মধুররসে অপর সকল রস লীন হয়, তদ্রূপ প্রলয়ে পুরুষেই উহা লীন হয়। নাম ও রূপের সহিত উপাধির উৎপত্তিতেই জীবের লয় জানিতে হইবে। উপাধিতে অভিমান ও অভিনিবেশ হয় বলিয়াই উপাধির উৎপত্তিতে জীবের উৎপত্তি এবং উপাধি

নাশেই জীবের নাশ স্বীকৃত হয়। ঐ জীব অতি সূক্ষ্ম পদার্থ ॥৪২॥

(১৯২ পা) "কেশাগ্রেতি।" এই পঞ্চদশ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "কেশাগ্রশতাংশ" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। জীবের স্বরূপ যে সূক্ষ্ম, তাহা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হইল ॥১৫॥

(১৯৩ পা) "বালাগ্রেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই শ্লোক দ্বারাও জীবের সূক্ষ্মত্ব প্রমাণিত করিলেন ॥ ১৬ ॥

(১৯৩ পা) "সূক্ষ্মাণামিতি।" ইহার তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। জীবের স্বরূপ যে সূক্ষ্ম, তাহা ভগবদ্বাক্যে প্রমাণিত হইল।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন, হে উদ্ধব! সূক্ষ্ম পদার্থ সকলের মধ্যে নিরতিশয় সূক্ষ্ম পদার্থ যে জীব, তাহা আমি অর্থাৎ উহা আমার চিৎ বিভূতি। জীবের সূক্ষ্মত্ব আমার অধীন। শ্রুতিও বলেন,—

"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো অস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সম্বিবেশেতি।"

এই অণুস্বরূপ জীব চিত্ত দ্বারা জ্ঞাতব্য, এই জীবে প্রাণ পঞ্চ প্রকারে প্রবেশ করে॥ ১৭ ॥

(১৯৩ পা) "অপরিমিতা ইতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

সন্দেহ হইতে পারে, পূর্ব্ব শ্লোকানুযায়ী ভগবান্ই যদি জীব হয়েন, এবং ঐ জীব যদি সর্ব্বগত বিভব হয়েন, তাহা হইলে শাস্ত্রে যে উক্ত হইয়াছে জীবগণ নিয়ম্য, এই নিয়ম থাকে না। এরূপ কথা বলিতে পার না; কারণ ভগবান্ হইতেই জীবের প্রকাশ শুনা যায়। ইহা বলিতেছেন, "অজনি চ যন্ময়মিত্যাদি।" শ্রুতি বলেন, "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামিতি।" ভগবান্ অন্তর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জীবগণের শাস্তা হয়েন ও জীব তাঁহার শাস্য হয়। অতএব ভগবান্ নিজাধীন বিভিন্নাংশ জীবকে নিজস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার নিয়ামক হয়েন। জীব ও ভগবানের শাস্য ও শাসকত্ব সিদ্ধ হইল, তাহাতে জীবের সেবকত্ব ভাবও সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে। অতএব ভগবানের প্রতি জীবের ভক্তি আচরণই, তাহার ধর্ম্ম, ইহাও সিদ্ধ হইল ॥ ১৮ ॥

(১৯৩ পা) "তার মধ্যে······জ্ঞানি শ্রেষ্ঠ ॥" এই ৪৩ ও ৪৪ পয়ারের ভাবার্থ সরল। তার মধ্যে, উৎপন্ন জীবগণের মধ্যে। ঐ জীবগণ স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ। জঙ্গম আবার (তির্য্যক) খেচর, জলচর ও ভূচর ভেদে ত্রিবিধ। তার মধ্যে, ভূচরের মধ্যে মনুষ্যের ভাগ অতিশয় অল্প। তার মধ্যে, ঐ অল্প মনুষ্যের মধ্যে বৌদ্ধ ও ম্লেচ্ছাদিই অনেক, বেদনিষ্ঠের ভাগ অল্প। বেদনিষ্ঠের মধ্যে আবার মুখে বেদ মানে অর্থাৎ মৌখিক বেদনিষ্ঠই অধিক, ইহারা বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম মানে না, অথচ মুখে বেদের কথা বলে। ধর্ম্মচারি মধ্যে অর্থাৎ প্রকৃত বেদনিষ্ঠের মধ্যে আবার কর্ম্মনিষ্ঠের ভাগই অধিক। জ্ঞাননিষ্ঠের ভাগ অল্প ॥ ৪৩,৪৪ ॥

(১৯৪ পা) "কোটি জ্ঞানি··· ··· ··· অশান্ত ॥" এই ৪৫ পয়ারের ভাবার্থ। কোটি কোটি জ্ঞানির মধ্যে একজন মুক্ত হয়। কোটি মুক্তের মধ্যে প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত দুর্লভ। প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম,

অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী লোক সকল অশান্ত।

কৃষ্ণভক্তের সংসারভয় থাকে না। শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র ত্রাতা জানিয়া তাঁহাতে ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপালক, অভক্তকে রক্ষা করেন না; এই হেতুই অভক্তের সংসারভয় উৎপন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত ভক্তের কোন ভয়ই উৎপন্ন হয় না॥ ৪৫॥

(১৯৪ পা) "মুক্তানামিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "কোটিমুক্ত মধ্যে" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক।

প্রশান্তাত্মা অর্থাৎ রাগাদি দ্বারা অকলুষিত চিত্ত বা প্রকৃষ্টভাবে শ্রীভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত মনা অথবা প্রকৃষ্টানন্দরূপ বা সর্ব্বোপদ্রবরহিত। মুক্তগণের মধ্যে যাঁহারা সিদ্ধ, সেই কোটি সিদ্ধগণের মধ্যে নারায়ণই পরম ভজনীয় যাঁহার, এরূপ ব্যক্তি সুদুর্লভ। অথবা, প্রাকৃত শরীর বিশিষ্ট হইলেও সেই দেহাভিমানশূন্য অতএব মুক্ত, এবং প্রাপ্ত সালোক্যাদি কোটি কোটি পুরুষের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাভিলাষী ব্যক্তি সুদুর্লভ॥ ১৯॥

(১৯৪ পা) "ব্রহ্মাণ্ড ... উপশাখার গণ॥" এই ৪৬ হইতে ৪৯ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে, কৃষ্ণ কৃপায় উপযুক্ত গুরুর লাভ হয় এবং গুরু-কৃপায় কৃষ্ণ কৃপা হয়, তাহাতে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্তি হয়। সেই বীজ, ভক্তিলতার বীজ। শ্রবণ কীর্ত্তন জল, শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ জল। ব্রহ্মলোক, সত্যলোক। তদুপরি, পরব্যোমের উপর। কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষ, কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষ। তাঁহা বিস্তারিত হয়, বৃন্দাবনে শাখাপত্রাদি বিস্তারিত হয়। ইহা, এই সংসারে থাকিয়া। যতদিন লতা কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় না করে, ততদিন যত্নসহকারে লতাকে আবরণ করিয়া রাখা, মালীর প্রধান কর্ত্তব্য, সেই কর্ত্তব্য কি তাহা বলিতেছেন, "যদি বৈষ্ণব" ইতি।

বৈষ্ণবাপরাধরূপ হাতীমাতা (মত্ত হস্তী) উত্থিত হইয়া লতার মূল উচ্ছেদ করিলে লতা শুকাইয়া যায়। বৈষ্ণবেরা সংসারকে চিদানন্দময় বোধ না করিলেও, কল্পনাময় বোধ করেন না; অতএব তিনি সংসারে বস্তুতঃ আসক্ত না হইলেও কার্য্যতঃ আসক্তের ন্যায় থাকায়, তদ্দর্শনে তাঁহাদিগের প্রতি দোষদৃষ্টি হইলেই বৈষ্ণবাপরাধ ঘটে। এই অপরাধ যাহাতে না ঘটে, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকাই উচিত। কেন না কৃষ্ণভক্তের নিকট অপরাধ হইলে, সেই অপরাধ প্রবল হইয়া ভক্তিবীজকে নষ্ট করে। তাতে মালী ইত্যাদি, মালী যেমন আবরণ করিয়া হস্তী হইতে লতাকে রক্ষা করে, তদ্রূপ সাধক যত্নপূর্ব্বক মহাপরাধ হইতে ভক্তিলতাকে রক্ষা করিবে। বৈষ্ণবাপরাধ বলিতে অন্য দশবিধ নামাপরাধ উপলক্ষিত হয়। বৈষ্ণবাপরাধের ন্যায় ভোগবাঞ্ছাদি উপশাখার প্রতিও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি, শাস্ত্র নিষিদ্ধ কার্য্যে চিত্তের অতিশয় আবেশ। লাভ, ধনাদিলাভ। প্রতিষ্ঠা, যশঃপ্রিয়তা। ইহারা, উপশাখা॥ ৪৬-৪৯॥

(১৯৪ পা) "সেকজল ...পুরুষার্থ॥" এই ৫০ হইতে ৫২ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল।

যদি উপশাখা জন্মায় তবে সেক জল পাইয়া উপশাখাই বৃদ্ধি পায়, মূল শাখা আর বৃদ্ধি পায় না। অতএব উপশাখা জন্মিলেই ছেদন করিয়া ফেলিবে। ভক্তিলতা কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করিলে,

মালী তদবলম্বনে অনায়াসেই বল্লতরুতে আরোহণ করিয়া সুপক্ব প্রেমফল পাড়িয়া আস্বাদন করেন। একবার কল্পবৃক্ষ লাভ হইলে, ঐ বৃক্ষের সাক্ষাৎ সেবন ভিন্ন মালীর আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না। কল্পবৃক্ষের সেবা দ্বারা প্রেমফলের আস্বাদন হইয়া থাকে। প্রেমই পরম পুরুষার্থ। ধর্ম্মাদি অপর পুরুষার্থ সকল, প্রেমের তুলনায় অতি তুচ্ছ ॥৫০।৫২॥

(১৯৪ পা) "ঋদ্ধেতি।" এই বিংশ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 'যার আগে তৃণ' পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২০ ॥

(১৯৫ পা।) 'শুদ্ধভক্তি……লক্ষণ কয়॥' এই ৫৩ পয়ারের ভবার্থ। ঐ প্রেম, শুদ্ধভক্তি হইতে আবির্ভূত হয়। অতএব সেই শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন, 'অন্য বাঞ্ছা' ইত্যাদি। তথাহি রসামৃতে—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য পূর্ণ, স্বীয় অত্যাশ্চর্য্য লীলা দ্বারা চরাচর বিশ্বের আকর্ষণকারী, পরম প্রেমাস্পদ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি আনুকূল্যময় অনুশীলনই ভক্তি বা ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। যে বস্তু যাহা, তাহাই তাহার স্বরূপ। স্বরূপের পরিচায়ক যে লক্ষণ, অর্থাৎ যে লক্ষণ স্বরূপের পরিচয় প্রদান করে, তাহাই স্বরূপলক্ষণ বা মুখ্যবিশেষণ। অনুশীলন শব্দটি শীল ধাতু হইতে উৎপন্ন। ক্রিয়া শব্দ দ্বারা যেমন কৃ ধাতুর অর্থমাত্রই উক্ত হয়; অনুশীলন শব্দ দ্বারা তদ্রূপ শীল ধাতুর অর্থমাত্রই উক্ত হইয়া থাকে। শীল ধাতুর অর্থ শীলন। ঐ শীলন দ্বিবিধ; প্রবৃত্ত্যাত্মক শারীর, মানস, বাচিক চেষ্টা ও প্রীতিবিষাদাত্মক প্রসিদ্ধ মানসভাব ও নিবৃত্ত্যাত্মক শারীর, মানস, বাচিকচেষ্টা ও প্রীতিবিষাদাত্মক প্রসিদ্ধ মানসভাব। মানসভাব, মনোবৃত্তি। প্রসিদ্ধ মানসভাব, স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাবসকল। প্রীতিবিষাদাত্মক, রাগদ্বেষাত্মক। বাচিক চেষ্টা, কীর্ত্তন। মানসচেষ্টা, স্মরণ। শারীর চেষ্টা, শ্রবণাদি। নিবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টা, ত্যাগ চেষ্টা। প্রবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টা, গ্রহণ চেষ্টা। আনুকূল্যময়, রুচিকর। অতএব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত বা তৎসম্বন্ধি বলিয়া পরম্পরায় শ্রীকৃষ্ণজন্য যে কিছু শারীরাদি চেষ্টা ও ভাব, তাহা যদি শ্রীকৃষ্ণের অরুচিকর না হইয়া রুচিকর হয়, তাহা হইলে, তাহা ভক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। অরুচিকর চেষ্টার বা ভাবের ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। ঐ ভক্তি সোপাধিকী ও নিরুপাধিকী ভেদে দ্বিবিধা। ভক্তির উপাধি দুইটি; একটি অন্যাভিলাষ, অপরটি অন্যমিশ্রণ, উপাধিবিশিষ্টা-ভক্তির নাম সোপাধিকী বা গৌণীভক্তি এবং উপাধিশূন্যা ভক্তির নাম নিরুপাধিকী বা মুখ্যা ভক্তি। মূলোক্ত উত্তমা শব্দের অর্থ মুখ্যা। অতএব পূর্ব্বোক্ত অনুশীলন যদি অন্যাভিলাষ শূন্য ও অন্যমিশ্রণ শূন্য হয়, তবে তাহাকে উত্তমা ভক্তি বলা যায়। এইটি ভক্তির তটস্থলক্ষণ বা গৌণ বিশেষণ। অন্যাভিলাষ, ভোগবাসনা ও মোক্ষবাসনা প্রভৃতি। অন্যমিশ্রণ, জ্ঞানকর্ম্মাদির আবরণ। জ্ঞানকর্ম্মাদি, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, সাংখ্য, অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি। অতএব পূর্ব্বোক্ত অনুশীলন যদি ভুক্তিমুক্তি-কামনা-রহিত হইয়া কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময় হয়, তবে তাহাকে উত্তমা ভক্তি বলা যায়। এই উত্তমা ভক্তি নির্গুণা, শুদ্ধা, কেবলা, মুখ্যা, অনন্যা, অকিঞ্চনা, ও স্বরূপসিদ্ধা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানাদির মিশ্রণ ও ভক্তি ভিন্ন অন্য অভিলাষের সম্পর্ক না থাকাতেই ভক্তির উত্তমত্ব বা শুদ্ধত্ব। ইতি সন্দর্ভঃ।

অতএব এই শুদ্ধাভক্তি হইতে প্রেম হয়। ক্রম, বলেন ॥ ৫৩॥

(১৯৫ পা) "সর্ব্বোপাধীতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। নারদ পঞ্চরাত্রোক্ত এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন, কেবল শুদ্ধাভক্তি হইতেই প্রেম উৎপন্ন হয়। তৎপরত্ব শব্দের অর্থ আনুকূল্য। সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত বলিতে অন্য-অভিলাষ শূন্য, সেবন বলিতে অনুশীলন, নির্ম্মল বলিতে জ্ঞান-কর্ম্মাদি শূন্য, হৃষীকেণ বলিতে শারীর, মানস ও বাচিক চেষ্টা দ্বারা; অন্য অর্থ নহে ॥ ২১ ॥

(১৯৫ পা) 'মদ্গুণেতি।' এই দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ শ্লোক দুইটির টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৫৪ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। ইহার তাৎপর্য্য ভাবার্থ ব্যাখায় ২০৩ পৃষ্ঠায় দেখুন। শ্লোকোক্ত অহৈতুকী বলিতে অন্যাভিলাষশূন্যা। অব্যবহিতা বলিতে জ্ঞান-কর্ম্মাদি-শূন্যা। নির্গুণ ভক্তিযোগ বলিতে উত্তমা ভক্তি। ভাগবতোক্ত এই শ্লোক দ্বারা শুদ্ধাভক্তি হইতে প্রেম হয়, ইহা প্রমাণ করিলেন ॥ ২২।২৩ ॥

(১৯৫ পা) "স এবেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। ভাগবতোক্ত এই শ্লোক দ্বারাও শুদ্ধাভক্তি হইতে প্রেম হয়, ইহা প্রতিপন্ন করিলেন।

নির্গুণ ভক্তিযোগ আত্যন্তিক অর্থাৎ সর্ব্ব ফলের অন্তিম ফল পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমরূপে পরিণত হয়। ইহাই প্রকৃত মুক্তি। যেখানে আত্যন্তিক শব্দে সাযুজ্য মুক্তি হয়, সেখানে উহা আত্যন্তিকরূপ অধিক ফলরূপে প্রসিদ্ধ। ভক্তিতে ফল কামনা না থাকায়, এখানে আত্যন্তিক বলিতে প্রেমই। যদি এরূপ বল, প্রেম মুক্তি নহে, সত্ত্বাদিগুণত্রয়কে নাশ পূর্ব্বক ভগবৎসাক্ষাৎকারই মুক্তি; তদুত্তর, ভগবৎসেবার অনুকূল সালোক্যাদি ও ভগবৎসাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত-পুরুষগণ স্বভাবতঃই শুদ্ধাভক্তি আচরণ করিয়া প্রেম লাভ করেন, ইহা প্রসিদ্ধ। ইহা বলিতেছেন, "যেনেতি।" অর্থাৎ তাঁহারা শুদ্ধা ভক্তিকে কখন ত্যাগ না করিয়া, প্রেম দ্বারা আমার সাক্ষাৎকার জন্য বিশেষরূপে সমর্থ হয়, অর্থাৎ প্রেমময় লীলা দেখেন। তাঁহাদের ন্যায় অন্যের, আমার সাক্ষাৎকার হয় না অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি আচরণ ব্যতীত আমার দর্শন দুর্লভ। অথবা, ভগবৎসেবার প্রতিকূল সালোক্যাদি-প্রাপ্তপুরুষগণের প্রেম না থাকায় আমার প্রেম-বিশেষপ্রাপ্তিজন্য শুদ্ধাভক্তিকে কখন তাঁহারা ত্যাগ করেন না ॥ ২৪ ॥

(১৯৫ পা) 'ভুক্তি.........না হয়। এই ৫৪ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা, ভোগ ও মোক্ষ বাসনা। সাধন করিলে, ভক্তি আচরণ করিলে ইহাতেও প্রতিপন্ন করিলেন, শুদ্ধাভক্তি ব্যতীত প্রেম হয় না ॥ ৫৪ ॥

(১৯৫ পা) "ভুক্তি-মুক্তিরিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। "ভুক্তিমুক্তি" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। ভোগ ও মোক্ষবাসনা হৃদয়ে থাকিলে ভক্তি আচরণে প্রেম হয় না কেন? তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন।

শুদ্ধাভক্তি আচরণকারির ভোগ ও মোক্ষ-কামনা সঙ্গত নহে। কারণ, ভোগবাসনাযুক্ত ভক্তির নাম সকামা ভক্তি। মোক্ষবাসনাযুক্ত ভক্তির নাম নিষ্কামা ভক্তি। সকামা ভক্তি হয়

রাজস, না হয় তামস বলিয়া, উহাকে সগুণ ভক্তিও বলা হইয়া থাকে। আর্ত্ত ও অর্থার্থী ব্যক্তিগণ উহার অধিকারী এবং স্বর্গাদি ভোগ উহার ফল। ঐ সকামা ভক্তি সাত্ত্বিকী হইলে, মোক্ষবাসনাযুক্ত হইয়া থাকে। তখন আর উহাকে সকামা না বলিয়া নিষ্কামা বলা হয়। মুমুক্ষুব্যক্তিগণই উহার অধিকারী। এই মোক্ষবাসনাযুক্ত নিষ্কামা ভক্তি প্রায়ই জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মদ্বারা মিশ্রিত হয়। কর্ম্ম দ্বারা মিশ্রিত হইলে, ইহাকে কর্ম্মমিশ্রা. যোগ দ্বারা মিশ্রিত হইলে, ইহাকে যোগমিশ্রা এবং জ্ঞান দ্বারা মিশ্রিত হইলে, ইহাকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা যায়। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির ফল চিত্তশুদ্ধি, যোগমিশ্রা ভক্তির ফল পরমাত্মা সাক্ষাৎকারের পর ক্রমমুক্তি এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফল ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর সদ্যোমুক্তি। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির অন্তর্গত নিষ্কাম কর্ম্মসকল সাক্ষাৎ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির ফল চিত্তশুদ্ধির উৎপাদন দ্বারা ভক্তিত্বের আরোপে ভক্তিরূপে সিদ্ধ অর্থাৎ তদাকারে আকারিত হয় বলিয়াই উহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলে। এরূপ যোগমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত আসনপ্রাণায়ামাদিসকল এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত জীবব্রহ্মৈক্য জ্ঞান সাক্ষাৎ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির সঙ্গ বশতঃ সিদ্ধ অর্থাৎ ভক্তির ফল মোক্ষ উৎপাদন দ্বারা ভক্তির আকারে আকারিত হয় বলিয়া, উহাদিগকে সঙ্গসিদ্ধা বলে। উত্তমা ভক্তি গুণ-সম্বন্ধরহিত বলিয়া নির্গুণ এবং উক্ত অপরাপর ভক্তি সকল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান ইহার অধীন ও মুখাপেক্ষী। উত্তমা ভক্তি কর্ম্মজ্ঞানাদির অধীন বা মুখাপেক্ষী নহেন। পরন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন। উত্তমা ভক্তি স্বাধীন ভাবেই কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, যোগের ফল ক্রমমুক্তি ও জ্ঞানের ফল সদ্যোমুক্তির সহিত নিজের ফল শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রভৃতি সমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন। যদিও এই উত্তমা ভক্তির শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গসকলকে আপাতত কর্ম্ম বলিয়া ও ভজনের অনুসন্ধানাদি অঙ্গসকলকে প্রথমতঃ জ্ঞান বলিয়া এবং ন্যাসমুদ্রাদি অঙ্গসকলকে আপাততঃ যোগ বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উহারা কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ নহে। ঐ গুলি সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপশক্তির পরমা বৃত্তি। শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ যে স্বরূপশক্তিসকল ঐ সকল বৃত্তির মূল ও আশ্রয়। সিদ্ধ ও সাধকের একত্র সম্মিলনের জন্য সাধকের শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় সমূহ ক্ষেত্ররূপেই নির্ম্মিত। সাধকের ইন্দ্রিয়গণ ঐরূপে নির্ম্মিত না হইলে, সিদ্ধগণের সহিত একত্র মিলন জন্য সাধকগণের সিদ্ধত্ব লাভের সম্ভাবনাই থাকিত না। নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্তির বৃত্তি সকল, অসিদ্ধ সাধকের আকর্ষণ জন্য তাহাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া, ইন্দ্রিয়গণের সহিত একীভূত হয় এবং সেই সেই ইন্দ্রিয়াদির আকারে আকারিত হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপে আবির্ভূত হয়েন। আনন্দময়ীবৃত্তির অবতারেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধকের সম্বন্ধে আনন্দদায়ক হয়। ইহা না হইলে, সাধকের আনন্দ হইত না। স্বরূপশক্তির বৃত্তি সাধকের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে প্রকাশ পাইলে, উহার দর্শনেই লোকে উহাদিগকে জ্ঞানকর্ম্মাদিরূপে অনুভব করেন। বস্তুতঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি কর্ম্মজ্ঞানাদির অতীত আনন্দময় বস্তু। ভুক্তি ও মুক্তিকে পিশাচী বলিবার তাৎপর্য্য এই, পিশাচী যেমন উল্মুকাদি প্রদর্শন দ্বারা শ্মশানাদিতে লইয়া প্রাণ বিনাশ করে, ভুক্তিমুক্তি স্পৃহাও তদ্রূপ স্বর্গ-সুখ ও মুক্তিসুখাদির প্রলোভন দ্বারা জীবকে সংসারে ও আকাশকুসুম তুল্য কৈবল্যে আসক্ত করিয়া স্বরূপের তিরোধান করিয়া দেয়॥ ২৫॥

(১৯৫ পা) "সাধনভক্তি··· ··· ··· সখ্যরতি আর॥" এই ৫৫ হইতে ৫৭ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। শ্রীরূপকারের

গুণাদি শ্রবণমাত্র তাঁহাতে যে অবিচ্ছিন্ন মনের প্রবাহরূপা গতি, তাহাই ভক্তি। ঐ ভক্তি ত্রিবিধ; সাধন, ভাব ও প্রেম। সাধনভক্তির বিষয় পূর্ব্বে বলিয়া, কিরূপে ভাব ও প্রেমভক্তি লাভ হয়, এখানে তাহা বলিতেছেন, সাধনভক্তি।" ইত্যাদি। তথাহি রসামৃতে—

"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা ॥"

যে ভক্তি শারীরিকাদি চেষ্টা দ্বারা সাধ্য এবং যাহা ভাব ভক্তিকে সাধিত করেন, তিনি সাধনভক্তি। গুরুপাদাশ্রয়, মন্ত্রদীক্ষাদি ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সমস্ত সাধনভক্তি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি আনুকূল্যময় অনুশীলনই ভক্তি। এখানে শ্রীকৃষ্ণে তৎসম্বন্ধি শ্রীগুরুর পদাশ্রয়াদিরূপ অনুশীলন আনুকূল্যময় হওয়াতে, ইহাও ভক্তি। এই সাধনভক্তি যখন হ্লাদিনীসমবেতসম্বিৎসার, প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ এবং প্রেমের অঙ্কুর ও রুচি দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক হয়েন, তখন ইহাঁকে ভাবভক্তি বলে। ইহার অপর নাম রতি।

অতএব সাধনভক্তি হইতেই রতির (ভাবের) উদয় হয়।

আপাততঃ বোধের জন্য ভক্তিকে ত্রিবিধা বলা হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ সাধন ও সাধ্যভেদে ভক্তি দুই প্রকার। সাধ্যভক্তি প্রিয়তাময়ী। সাধনভক্তি দ্বারা সাধনীয়া ঐ প্রিয়তাই শাস্ত্রে ভক্তিশব্দে উল্লিখিতা হইয়াছে। যথা—একাদশ স্কন্ধে, "ভক্ত্যাসঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুমিতি।" প্রবুদ্ধ কহিলেন, নরনাথ!! সাধন ভক্তিজনিত প্রেমভক্তি উপভোগ করিয়া পুলকিত শরীর ধারণ করিবে। উক্ত সাধ্যভক্তি আট প্রকার,—ভাব, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ, মান, অনুরাগ ও মহাভাব। পূর্ব্বোক্ত অনুশীলনের দুইটি অবস্থা। সাধন ও ভাব। বিষয়ভোগ সত্ত্বেও সৌভাগ্যবশতঃ যখন জীবের বহির্মুখতার নিবৃত্তি হয়, তখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফল এই সকল বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে এবং তত্ত্ববিষয়ক কিছু কিছু আলোচনার উদয় হইতে থাকে। এইরূপে অপ্রাকৃততত্ত্বে আলোচনা হইতে হইতে ক্রমশঃ চরমাবস্থায় উপনীত হয় এবং শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি তত্ত্ববিষয়ক ইন্দ্রিয় চেষ্টার উদয় হয়। ঐ চেষ্টা প্রথমে সাধনরূপে প্রকাশ পায়, উহার চরম ফল প্রেম। বাস্তবিক, প্রেমই জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম, কিন্তু যতদিন ভগবত্তত্ত্বের অভ্যুদয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত অপরিস্ফুট থাকে; তাহাতে কেবল জীবের অবস্থাভেদে সাধন ও ভাবরূপে কিঞ্চিৎ নৈমিত্তিকতা দেখা যায়। অতএব শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব বাসনারূপে আত্মাতে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধনভক্তি ঐ ভাবকে হৃদয়ে প্রকটিত করিয়া দেয়। এই জন্যই ভাবকে, সাধনভক্তি দ্বারা সাধনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে যাঁহাদের স্বাভাবিক রাগ আছে, তাঁহাদের পক্ষে সাধনভক্তির কোন প্রয়োজন নাই। স্থায়ী ও সঞ্চারী নামে ভাব দুই প্রকার। মহাভাব পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ অবস্থাকে ভাব প্রকাশ করে। নিত্যসিদ্ধ ব্রজজনে এই ভাব লক্ষিত হইলেও তাঁহাদের কৃপায়, প্রপঞ্চগত ভক্তগণ ঐ ভাব প্রাপ্ত হন। ভাবের গাঢ়তা অবস্থাই প্রেম।

তার, ভাবের। প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে, প্রেমের গাঢ়তা অনুসারে। প্রেম যথা—

তথাহি রসামৃতে—

"সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥"

যাহা হইতে চিত্ত অতিশয় স্নিগ্ধ হয় এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতা সম্পন্ন করে, সেই গাঢ়তাপন্ন ভাবকে পণ্ডিতেরা প্রেম বলেন। অতএব রতির গাঢ়তা অবস্থাই প্রেম। [illegible]

ও অতিপ্রসাদোত্থ ভেদে প্রেম দ্বিবিধ। ভাবোত্থ আবার বৈধ ও রাগানুগীয় ভেদে দুই প্রকার। অতিপ্রসাদোত্থ প্রেমও দুই প্রকার, মাহাত্ম্য-জ্ঞান-যুক্ত ও মাধুর্য্যমাত্র জ্ঞানযুক্ত। অন্তরঙ্গ ভক্ত্যঙ্গের নিরন্তর সেবা দ্বারা পরমোৎকর্ষকে প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে ভাবোত্থপ্রেম বলে। হরির স্বীয় স্বীয় সঙ্গদানাদিকেই অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম বলে।

প্রেমের গাঢ়তা অনুসারে প্রেমই স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব হয়। স্নেহাদির লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যদি বল, প্রেমের গাঢ়তানুযায়ী প্রেম কিরূপে স্নেহাদি হয়? তাহাতে সদৃষ্টান্তে বলিতেছেন, "যৈছে বীজ" ইত্যাদি। বীজ, ইক্ষুবীজ। খণ্ডসার, খাঁড়। শর্করা দলুয়া। শিতা, চিনি।

ইক্ষুবীজ হইতে যেমন রস হয়, তদ্রূপ সাধন ভক্তি হইতে ভাব হয়। ইক্ষুরস যেমন উত্তরোত্তর গাঢ় হইয়া উত্তম মিশ্রি হয়, তদ্রূপ ভাবও উত্তরোত্তর গাঢ় হইয়া মহাভাবাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব স্নেহাদি প্রেমের বিলাস বলিয়া, প্রেম নামে খ্যাত। দলুয়া চিনি ও চিনির যেরূপ ভেদ, তদ্রূপ রাগ ও অনুরাগের ভেদ। মিশ্রির যেমন উত্তমাদি ভেদে দ্বিবিধ, প্রেমও ভাব ও মহাভাব ভেদে দ্বিবিধ।

"এই সব" ইতি। প্রেম, স্নেহাদি কৃষ্ণভক্তিরস ও স্থায়ীভাব। এই ভাবে যদি বিভাব ও অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী (সঞ্চারী) প্রভৃতি ভাবের মিলন হয়, তবে ঐ রস অমৃতের ন্যায় অপূর্ব্ব আস্বাদ্য হয়; উহা সদৃষ্টান্তে বলিতেছেন, "যৈছে দধি" ইতি।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতি যখন শ্রবণাদি কর্তৃক উপস্থাপিত বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাব দ্বারা আস্বাদযোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ ভাবকে (রতিকে) ভক্তিরস বলা যায়। ভক্তিরস সাকল্যে বারটি। তন্মধ্যে সাতটি গৌণ ও পাঁচটি মুখ্য। বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, রৌদ্র ও বীভৎস এই সাতটি গৌণ এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস। প্রত্যেক রসেরই এক একটি করিয়া স্থায়ীভাব আছে। উৎসাহ, শোক, বিস্ময়, হাস, ভয়, ক্রোধ ও জুগুপ্সা এই সাতটি, বীরাদি সাতটি গৌণরসের স্থায়ীভাব। শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা এই পাঁচটি শান্তাদি পাঁচটি মুখ্যরসের স্থায়ীভাব।

"অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে॥"

হাস্য প্রভৃতি অবিরুদ্ধ ও ক্রোধাদি বিরুদ্ধভাব সকলকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে, তাহাই স্থায়ীভাব।

"বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে।
বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ॥"

যাহা দ্বারা ও যাহাতে স্থায়ীভাবাদির আস্বাদন করা যায়, তাহাই বিভাব। বিভাব দ্বিবিধ,—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার বিষয় ও আশ্রয় ভেদে দুই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরসের বিষয়ালম্বন এবং তাঁহার ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে রতি উৎসারিত হয় বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে বিষয়ালম্বন বলে এবং ঐ রতি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া উঁহাদিগকে রতির আশ্রয়ালম্বন বলে। যদ্দ্বারা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহার নাম উদ্দীপনবিভাব। আলম্বন বিভাবের চেষ্টা, রূপ ও ভূষণাদি এবং দেশকালাদিভাবের উদ্দীপন করে বলিয়াই ঐ সকলকে উদ্দীপন বিভাব বলে।

"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ।"

যাহা অন্তরস্থ ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে,

তাহাই অনুভাব। অনুভাব, মিশ্র ও সাত্ত্বিক ভেদে দ্বিবিধ। কেবল মানসিক অনুভাবের নাম সাত্ত্বিক অনুভাব এবং কায়, বাক্ ও মানসিক মিশ্রিত অনুভাবের নাম মিশ্র অনুভাব। নৃত্য, গীত ও হাস্য মিশ্র অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ স্বরভেদাদি আটটি সাত্ত্বিক অনুভাব।

"বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।
অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ॥"

যে সকল ভাব স্থায়ীভাবে কখন উন্মগ্ন, কখন নিমগ্ন হইয়া ঐ ভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, তাহাদিগকে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব বলে। ইহা নির্ব্বেদাদি ভেদে তেত্রিশটি। এক রতি ভক্ত ভেদে শান্তাদি পঞ্চ প্রকারে প্রকাশিত হয়। যাহা হইতে বিষয়োন্মুখতা ত্যাগ করিয়া মনের নিজানন্দে অবস্থিতি হয়, তাহাকে শম বলে। শম প্রধানদিগের প্রায়ই মমতাগন্ধরহিত ও পরমাত্ম-বুদ্ধিজনিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকে শান্তিরস বলে। যাঁহারা হরি হইতে নিজেকে ন্যূন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা হরির অনুগ্রাহ্য, কৃষ্ণ আমাদের আরাধ্য এরূপ জ্ঞানরূপ রতির নাম প্রীতি বা দাস্যরতি। যাঁহারা কৃষ্ণকে তুল্য বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদিগকে সখা বলে। শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস-ময়ী রতিকে সখ্যরতি বলে॥ ৫৫ ৫৭॥

(১৯৬ পা) "বাৎসল্যরতি......পঞ্চ প্রধান॥" এই ৫৮ পয়ারের ভাবার্থ।

"গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ।
অনুগ্রহময়ী তেষাং রতি বাৎসল্যমুচ্যতে॥"

যাঁহারা কৃষ্ণের গুরু বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করেন, তাঁহারা পূজ্য বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের অনুগ্রহময়ী রতির নাম বাৎসল্য রতি।

"মিথো হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণম্।
মধুরাপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সীর পরস্পর সম্ভোগের প্রথম কারণ; যাঁহার অপর নাম মধুর, মৃগাক্ষীর সেই রতির নাম প্রিয়তা বা মধুররতি।

পঞ্চবিভেদ, পঞ্চপ্রকার। পঞ্চভেদ, পঞ্চবিধ। শান্ত, দাস্যাদি রস, যথা,—

শান্তভক্তিরসের গুণ, শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা। এই রসের সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি নরাকার পরব্রহ্ম, চতুর্ভুজ নারায়ণ, পরমাত্মা ও শান্ত, দান্ত, শুচি, বশী প্রভৃতি গুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণই বিষয়ালম্বন। মমতারহিত, শ্রীভগবন্নিষ্ঠ, ভক্তিমার্গপ্রদর্শক সনকাদি আধি-কারিক ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। জ্ঞানিগণও মোক্ষ-বাসনা ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভক্তের কৃপায় যদি ভক্তিবাসনাযুক্ত হয়েন, তবে তাঁহারাও আশ্রয়া-লম্বন হয়েন। পর্ব্বতকাননাদিবাসী সাধুজনের সঙ্গ ও সিদ্ধক্ষেত্রাদি উদ্দীপন বিভাব। নাসাগ্র-দৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, নির্ম্মমতা ভগবদ্দ্বেষি-জনে বিদ্বেষরাহিত্য, ভক্তজনেও অতিশয় ভক্তির অভাব, মৌন, জ্ঞানশাস্ত্রে অভিনিবেশ প্রভৃতি অনুভাব। প্রলয়বর্জ্জিত অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক-ভাব। নির্ব্বেদ মতি ও ধৃতি প্রভৃতি সঞ্চারীভাব।

দাস্যভক্তিরসের গুণ, সেবা। এই রসের ঈশ্বর, প্রভু, সর্ব্বজ্ঞ ও ভক্তবৎসল প্রভৃতি গুণা-ন্বিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত, গৌরব-ভাবময়, শ্রীভগবন্নিষ্ঠ, নিজ আচরণ দ্বারা অন্যের উপকারক, দাস্যসেবাপরায়ণ, অধিকৃতভক্ত, আশ্রিতভক্ত, পারিষদ ও অনুগামী এই চারি প্রকার ভক্ত আশ্রয়ালম্বন। ব্রহ্মা, শঙ্করাদি অধি-কারিক দেবতারা অধিকৃত ভক্ত। আশ্রিতভক্ত; শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। কালীয় নাগ, জরাসন্ধ কর্ত্তৃক রুদ্ধ রাজগণ প্রভৃতি শরণ্য। প্রথমে জ্ঞানী থাকিয়া পরে মোক্ষেচ্ছা ত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা দাস্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই জ্ঞানিচর। সনকাদি মুনিগণ এই বিভাগের অন্ত-র্গত। যাঁহারা প্রথম হইতেই সেবানিষ্ঠ হন, তাঁহাদিগকে সেবানিষ্ঠ বলে। চন্দ্রধ্বজ, হরিহর ও বহুলাশ্ব [illegible] সেবানিষ্ঠ। [illegible] উদ্ধব,

দারুক ও শ্রুত দেবাদি ক্ষত্রিয়গণ ও উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ পারিষদ্। পুরে সুচন্দ্র ও মণ্ডনাদি এবং ব্রজে রক্তক, পত্রক ও মধুকণ্ঠাদি অনুগামী। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা সপরিবার শ্রীকৃষ্ণে যথোচিত ভক্তি করেন, তাঁহারা ধূর্য্যভক্ত। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গে অধিক আদরযুক্ত, তাঁহারা ধীরভক্ত। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভে গর্ব্বিত থাকিয়া কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, তাহারা বীরভক্ত। এই সকল সম্ভ্রমপ্রীতিযুক্ত ভক্তের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে গুরুত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট প্রদ্যুম্ন ও শাম্বাদি পাল্য। উক্ত ভক্ত সকল আবার নিত্যসিদ্ধ সাধনসিদ্ধ ও সাধক ভেদে ত্রিবিধ। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ, চরণধূলি ও মহাপ্রসাদ প্রভৃতি উদ্দীপনভাব। আজ্ঞা-পালনাদি অনুভাব। এই রসের তিনটি অবস্থা ;—প্রেম, স্নেহ ও রাগ। অধিকৃত ভক্তে ও আশ্রিত ভক্তে প্রেম পর্য্যন্ত স্থায়ী; পার্ষদ ভক্তে স্নেহ পর্য্যন্ত স্থায়ী ; পরীক্ষিৎ, দারুক ও উদ্ধবে রাগ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। রক্তকাদি ও প্রদ্যুম্নাদিতে সকলগুলিই দৃষ্ট হয়। এই রসে অযোগ, যোগ ও বিয়োগ এই তিনটি অবস্থা হয়। প্রথম দর্শনের পুর্ব্বের অবস্থার নাম অযোগাবস্থা। দর্শনের পর যে বিচ্ছেদ, তাহা বিয়োগাবস্থা। মধ্যাবস্থায় সঙ্গের নাম যোগাবস্থা। বিয়োগে—অঙ্গে তাপ, কৃশতা, জাগরণ, অনবস্থা, অধীরতা, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যুতুল্য অবস্থা। অযোগে—ঔৎসুক্যাদি। যোগে—সিদ্ধি ও তুষ্টি প্রভৃতি দশা।—ইতি প্রীতিসন্দর্ভ।

সখ্যভক্তিরসের গুণ, সম্ভ্রমরাহিত্য। এই রসে বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান্, সুবেশ ও সুখী প্রভৃতি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত, বিশ্বাসতাবময় শ্রীভগবদ্রিষ্ট, নিজ আচরণ দ্বারা অন্যের উপকারক, সখ্যসেবাপরায়ণ, কৃষ্ণসখাগণ আশ্রয়ালম্বন। সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখা ভেদে ঐ আশ্রয়ালম্বন চারি প্রকার। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিছু অধিক ও কিঞ্চিৎ বাৎসল্যযুক্ত, তাঁহারা সুহৃৎ। ব্রজে বলভদ্র, সুভদ্র ও মণ্ডলীভদ্র প্রভৃতি সুহৃৎ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিঞ্চিৎ ন্যূন ও কিঞ্চিৎ দাস্যমিশ্র, তাঁহারা সখা। ব্রজে বিশাল, বৃষভ ও দেবপ্রস্থ প্রভৃতি সখা। যাঁহারা বয়সে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য, তাঁহারা প্রিয়সখা। ব্রজে শ্রীদাম, সুদাম ও বসুদাম প্রভৃতি প্রিয়সখা। যাহারা প্রেয়সী-রহস্যের সহায় ও শৃঙ্গারভাবশালী, তাহারা প্রিয়নর্ম্মসখা। সুবল ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি প্রিয়নর্ম্মসখা। সখ্যে বাহুযুদ্ধ ক্রীড়া ও একশয্যায় শয়ন প্রভৃতি অনুভাব। অশ্রুপুলকাদি সমস্তই সাত্ত্বিকভাব। হর্ষগর্ব্বাদি সঞ্চারীভাব। সখ্যরতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রেম, স্নেহ, প্রণয় ও রাগ এই চারিটী নাম ধারণ করে। পুরে অর্জ্জুন, ভীমসেন ও শ্রীদাম বিপ্র প্রভৃতি সখা। এই সখ্যরসেরও দাস্যের ন্যায় বিয়োগে দশ দশা। অযোগে ঔৎসুক্যাদি ও যোগে সিদ্ধি ও তুষ্টি প্রভৃতি। ইতি সন্দর্ভ।

বাৎসল্যভক্তিরসের গুণ, স্নেহ। এই রসে কোমলাঙ্গ, বিনয়ী, সর্ব্বলক্ষণযুক্ত প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত ও শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অনুগ্রহপাত্র এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট, নিজ আচরণ দ্বারা অন্যের উপকারক, বাৎসল্যসেবাপরায়ণ পিত্রাদি গুরুজনগণ আশ্রয়ালম্বন। ঐ আশ্রয়ালম্বন ব্রজে যশোদা, নন্দ, রোহিণী, উপনন্দ ও তৎপত্নী প্রভৃতি এবং পুরে দেবকী, কুন্তী ও বসুদেবাদি। হাস্য, মৃদু-মধুর বাক্য ও বাল্যচেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। মস্তকাঘ্রাণ, আশীর্ব্বাদ ও লালনপালনাদি অনুভাব। স্তম্ভ স্বেদাদি সমস্ত ও স্তনদুগ্ধক্ষরণ এই নয়টি সাত্ত্বিকভাব। হর্ষ ও শঙ্কা প্রভৃতি সঞ্চারীভাব। এই রতির প্রেম, স্নেহ ও রাগ এই তিনটির উত্তরোত্তর অবস্থা দৃষ্ট হয়। ইহাতেও বিয়োগে পূর্ব্ববৎ দশটি দশা হয়।

মধুর ভক্তিরসের গুণ, অঙ্গ-সঙ্গ-সুখদান। এই রসে বেণুমাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য ও প্রেমমাধুর্য্যের আধারভূত নায়কচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়া-

লম্বন। মমতাযুক্ত, সম্ভোগভাবময়, শ্রীভগবন্নিষ্ঠ, নিজ আচরণ দ্বারা অন্যের উপকারক কান্তসেবা-পরায়ণ প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। মুরলীরব বসন্ত কোকিলধ্বনি, নবমেঘ, ময়ূরকণ্ঠ প্রভৃতি দর্শনাদি উদ্দীপন বিভাব। কটাক্ষ, হাস্য প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভাদি সমস্ত সাত্ত্বিকভাব সুদ্দীপ্ত পর্য্যন্ত। আলস্য ও উগ্রতা বর্জ্জিত নির্ব্বেদাদি সমস্ত সঞ্চারী ভাব। ইহাতে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব এই সকল অবস্থাই দৃষ্ট হয়। মধুর রসের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণে ধীরোদাত্তাদি ছিয়ানব্বই প্রকার নায়কগুণই দৃষ্ট হয়। আশ্রয়ালম্বন শ্রীরাধার তিনশত ষাইট্ প্রকার নায়িকাগুণই দৃষ্ট হয়। ইতি প্রীতিসন্দর্ভ।

কৃষ্ণভক্তিরস, দ্বাদশ প্রকার কৃষ্ণভক্তিরস। এ পঞ্চ প্রধান, শান্তাদি পাঁচটি শ্রেষ্ঠ ॥ ৫৮ ॥

(১৯৬ পা) "হাস্যাদ্ভুত......গণন ॥" এই ৫৯ ও ৬০ পয়ারের ভাবার্থ। কৃষ্ণভক্তিরস কি কি তাহা, পূর্ব্বে পাঁচটি বলিয়া অপর সাতটি বলিতেছেন, 'হাস্যাদ্ভুত' ইতি। শান্তাদি ভক্তে হাস্যাদি সপ্তবিধ গৌণী রতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা সপ্তবিধ গৌণরসরূপে প্রকাশ পায়। সঙ্কোচময়ী রতি দ্বারা আলম্বনজনিত যে কোন ভাববিশেষ স্বয়ং প্রকাশ পায়, তাহার নাম গৌণীরতি। অতএব শান্তাদি রতি যেমন নিজ আধারচ্যুত হয় না, তদ্রূপ হাস্যাদিও হয় না। হাসাদি কৃষ্ণলীলার অনুযায়ী কিয়ৎকাল কোন কোন ভক্তে স্থায়ী হয় বলিয়া হাস্যাদি, আগন্তুক [illegible]রস।

[illegible]ভক্তিরস। যথা রসামৃতে,—

"বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং হাসরতির্গতা। হাস্যভক্তিরসো নাম বুধৈরেষ নিগদ্যতে ॥"

বক্ষ্যমাণ বিভাবাদি দ্বারা হাসরতি পুষ্ট হইয়া হাস্যভক্তি-রস হয়। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণ সদৃশ চেষ্টাশালী বৃদ্ধ ও শিশু প্রভৃতি আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের উপযুক্ত বচন, বেশ এবং চরিত্রাদি উদ্দীপন বিভাব। নাসা, ওষ্ঠ ও গণ্ডস্থলের বিস্পন্দনাদি অনুভাব। হর্ষ, আলস্য, অবহিত্থা প্রভৃতি সঞ্চারী। হাসরতি স্থায়ী।

অথ হাসরতি,—

"চেতোবিকাশোহাস্যঃস্যাদ্বাগ্বেশেহাদি বৈকৃতাৎ। সদৃগ্বিকাশ নাসোষ্ঠকপোল স্পন্দনাদি কৃৎ ॥"

কৃষ্ণসম্বন্ধি চেষ্টোত্থঃ স্বয়ং সঙ্কুচিতাত্মনা। রত্যানুগৃহ্যমানোঽয়ং হাসো হাসরতির্ভবেৎ ॥"

বাক্য, বেশ, চেষ্টাদির বিকৃতি বশতঃ চিত্তের প্রকাশকে হাস বলে। নয়নের বিকাশ, নাসা, ওষ্ঠ, কপোলের স্পন্দনাদি উহার চেষ্টা। কৃষ্ণসম্বন্ধি চেষ্টাজনিত হাস স্বয়ং সঙ্কুচিত কৃষ্ণরতি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হাসরতি। ইহা স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহাসিত, অপহসিত ও অতিহসিত ভেদে ছয় প্রকার।

অদ্ভুত, অদ্ভুতভক্তিরস।

"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি। সা বিস্ময়রতির্নীতাদ্ভুতভক্তিরসো ভবেৎ ॥"

নিজোচিত বিভাবাদি দ্বারা বিস্ময়রতি যদি ভক্তগণের চিত্তে আস্বাদনীয়রূপে নীত হয়, তাহাকে অদ্ভুত ভক্তিরস বলে। ইহাতে লোকাতীত ক্রিয়া হেতু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ালম্বন। সর্ব্ববিধ ভক্তিই আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাবিশেষাদি উদ্দীপন। নেত্রবিস্তার, স্তম্ভ, অশ্রু, পুলকাদি অনুভাব। আবেগ, হর্ষ, জড়তা প্রভৃতি সঞ্চারী। বিস্ময়রতি স্থায়ী।

"লোকোত্তরার্থ[illegible]বিস্ময়[illegible] [illegible]
[illegible] পুলকাদয়ঃ [illegible]
পূর্ব্বোক্ত [illegible]বিস্ময়[illegible]।

লোকোত্তরার্থ দর্শনাদি হেতু চিত্তের বিস্তৃতিকে বিস্ময় বলে। নেত্রবিস্তারাদি উহার চেষ্টা। পূর্ব্বোক্ত রীতিতে নিষ্পন্ন বিস্ময়কে বিস্ময়রতি বলে। সাক্ষাৎ ও অনুমানভেদে এই রতি দ্বিবিধ।

বীর, বীরভক্তিরস।

"সৈবোৎসাহরতিঃ স্থায়ী বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ।
আনীয়মানা স্বাদ্যত্বং বীরভক্তিরসো ভবেৎ॥"

স্থায়ীভাবে উৎসাহরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্ত-হৃদয়ে স্বাদ্য হইয়া বীরভক্তিরস হয়। ইহাতে যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর ও ধর্ম্মবীর শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। তাদৃশ সুহৃদ্গণ আশ্রয়ালম্বন। আত্মশ্লাঘা, বাহ্বাস্ফোটন, স্পর্দ্ধা প্রভৃতি প্রতিযোধস্থ হইলে উদ্দীপন হয়। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাব। গর্ব্ব, আবেগ, ধৃতি, ব্রীড়া, মতি, হর্ষ ও স্মৃতি প্রভৃতি সঞ্চারী। উৎসাহরতি স্থায়ী।

"স্থেয়সী সাধুভিঃ শ্লাঘ্যফলে যুদ্ধাদিকর্ম্মণি।
সত্বরা মনসা শক্তিরুৎসাহ ইতি কীর্ত্ততে॥
কালানপেক্ষং তত্র ধৈর্য্যত্যাগোদ্যমাদয়ঃ।
সিদ্ধঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা স উৎসাহরতির্ভবেৎ॥"

যাহার ফল সাধুগণের প্রশংসার যোগ্য, সেই যুদ্ধাদিকর্ম্মে স্থিরতর মানসকে উৎসাহ বলে। কালবিলম্বের অসহন, ধৈর্য্যত্যাগ ও উদ্যম প্রভৃতি তাহার চেষ্টা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সিদ্ধ, এই উৎসাহকে উৎসাহরতি বলে। করুণ, করুণভক্তিরস।

"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈর্নীতা পুষ্টিং সতাং হৃদি।
ভবেচ্ছোকরতির্ভক্তিরসোঽয়ং করুণাভিধঃ॥"

সৎসকলের হৃদয়ে আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা শোকরতি পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে করুণভক্তিরস বলে। ইহাতে অনিষ্ট প্রাপ্তির আস্পদরূপে জ্ঞেয় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণভক্ত ও অপ্রাপ্ত ভগবদ্ভক্তি, ভক্তের বন্ধুবর্গ বিষয়ালম্বন। তত্তদ্রূপে কৃষ্ণাদির অনুভব কর্ত্তা আশ্রয়ালম্বন। কর্ম্ম, গুণ, রূপাদি উদ্দীপন। মুখশোষ, বিলাপ, শ্লথগাত্রতা, শ্বাস, ক্রোশন, ভূপাত ঘাত ও উরস্তাড়নাদি অনুভাব। অষ্টসাত্ত্বিক সঞ্চারী। শোকতাংশে পরিণতা শোকরতিই স্থায়ী। উপযুক্ত বলিয়া এই রস প্রায়ই শান্তাদিরস বর্জ্জিত।

"শোকস্ত্বিষ্টবিয়োগাদ্যৈশ্চিত্তক্লেশভরঃ স্মৃতঃ।
বিলাপপাতনিশ্বাসমুখশোষভ্রমাদিকৃৎ॥
পূর্ব্বোক্তবিধিনৈবায়ং সিদ্ধঃ শোকরতির্ভবেৎ॥"

ইষ্টবিয়োগাদি দ্বারা চিত্তের ক্লেশাতিশয়কে শোক বলে। বিলাপ, ভূমিপতন, মুখশোষাদি ইহার চেষ্টা। পূর্ব্বরীতি অনুসারে নিষ্পন্ন, ইহাকে শোকরতি বলে। রৌদ্র, রৌদ্রভক্তিরস।

"নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ।
হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসঃ স্মৃতঃ॥"

ক্রোধরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে পুষ্ট হইলে, রৌদ্ররস বলে। ইহাতে কৃষ্ণ, তাঁহার হিত ও অহিত এই ত্রিবিধ বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণবিষয়ে সখী ও জরতী প্রভৃতি হিত ও অহিতে সকল ভক্তই আশ্রয়ালম্বন। পরিহাসহাস্য বক্রোক্তি, কটাক্ষ ও অনাদর প্রভৃতি উদ্দীপন। রক্তনেত্রতা, ওষ্ঠদংশন, মৌন প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব। আবেগ, জড়তা, গর্ব্বাদি সঞ্চারী ভাব। ক্রোধরতি স্থায়ী।

"প্রাতিকূল্যাদিভিশ্চিত্তজ্বলনং ক্রোধ ঈর্য্যতে।
পারুষ্য-ভ্রূকুটিনেত্র-লৌহিত্যাদিবিকারকৃৎ।
এতৎপূর্ব্বোক্তবৎসিদ্ধং বিদুঃ ক্রোধরতিং বুধাঃ॥"

প্রাতিকূল্যাদি জনিত চিত্তজ্বলনকে ক্রোধ বলে। নিষ্ঠুর বচন, ভ্রূকুটি ও রক্তনেত্রাদিরূপ বিকার ইহার চেষ্টা। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে নিষ্পন্ন ক্রোধই ক্রোধরতি। বীভৎস, বীভৎসভক্তিরস।

"পুষ্টিং নিজবিভাবাদ্যৈর্জুগুপ্সারতিরাগতা।
অসৌ ভক্তিরসো ধীরৈর্বীভৎসাখ্য ইতীর্য্যতে॥"

স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত জুগুপ্সারতিকে পণ্ডিতেরা বীভৎসভক্তিরস বলে। ইহাতে শান্তাদিভক্ত বিষয় ও আশ্রয়ালম্বন। নিষ্ঠীবন, মুখ বাঁকা করা, ধাবন, কম্প, পুলকাদি অনুভাব। গ্লানি, শ্রম, উন্মাদ, মোহ, নির্ব্বেদাদি সঞ্চারী। জুগুপ্সারতি স্থায়ী।

"জুগুপ্সা স্যাদহৃদ্যানুভবাচ্চিত্তনিমীলনম্।
তত্র নিষ্ঠীবনং বক্ত্রকূণনং কুৎসনাদয়ঃ।
রতেরনুগ্রহাজ্জাতো সা জুগুপ্সারতির্ম্মতা॥"

অহৃদ্য বস্তুর অনুভবজনিত চিত্ত নিমীলন জুগুপ্সারতি। নিষ্ঠীবন, মুখকৌটিল্য ও কুৎসনাদি ইহার ক্রিয়া। শ্রীকৃষ্ণরতি কর্তৃক অনুগৃহীত রতিকে জুগুপ্সারতি বলে। বিবেক ও প্রায়িক ভেদে দ্বিবিধ। ভয়, ভয়ানক ভক্তিরস।

"বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং ভয়রতির্গতা।
ভয়ানকাভিধো ভক্তিরসো ধীরৈরুদীর্য্যতে॥"

স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত ভয়রতিকে পণ্ডিতেরা ভয়ানক ভক্তিরস বলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও দারুণ এই দুইটি আলম্বন। তন্মধ্যে ভক্তগণ অপরাধী হইলে, কৃষ্ণ হইতে ভয়; আর যাঁহারা স্নেহ বশতঃ সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট দর্শন করেন, এরূপ কৃষ্ণ-বন্ধুগণের দর্শন শ্রবণ বা স্মরণ হেতু দারুণ। এই দ্বিবিধ ভক্তই এই রসের আশ্রয়। ভ্রূকুটি প্রভৃতি উদ্দীপন। মুখশোষ, উচ্ছ্বাস, উদ্ঘূর্ণা, রক্ষাকর্ত্তার অন্বেষণাদি অনুভাব। অশ্রু ভিন্ন সাত্ত্বিকভাব। ত্রাস, মরণ, আবেগ, দৈন্যাদি সঞ্চারী। ভয়রতি স্থায়ী।

"ভয়ং চিত্তাদিচাঞ্চল্যমন্তঘোরেক্ষণাদিভিঃ।
আত্মগোপন-হৃচ্ছোস-বিদ্রব-ভ্রমনাদিকৃৎ।
নিষ্পন্নং পূর্ব্ববাদিদং বুধা ভয়রতিং বিদুঃ॥"

পাপ ও ভয়ানক দর্শনাদি দ্বারা চিত্তের সাতিশয় চাঞ্চল্যকে ভয় বলে। আত্মগোপন, ভ্রমাদি ইহার ক্রিয়া। ভয়কে ভয়রতি বলে।

শান্তাদি রসের আশ্রয়ালম্বন নিরূপণ করিতেছেন, 'শান্তভক্ত' ইত্যাদি। নবযোগেন্দ্র; কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমশ, করভাজন। সনকাদি; সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। ইহারা শান্তভক্ত। পুরে, দ্বারকায়। মধুররসে ভক্তমুখ্য অর্থাৎ ব্রজদেবীগণই মধুররসের মুখ্যভক্ত; মহিষীগণ ও লক্ষ্মীগণ গৌণভক্ত, ইহারা অসংখ্য॥ ৫৯।৬০॥

(১৯৬ পা) "পুনঃ কৃষ্ণরতি ……… ভয় হৈল॥" এই ৬১ ও ৬২ পয়ারের ভাবার্থ। পুনঃ কৃষ্ণরতি অর্থাৎ পঞ্চবিধ স্থায়ীভাবাখ্যা রতি দুই প্রকার অর্থাৎ আধার ভেদে দ্বিবিধ প্রকার হয়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যা কেবলা। কেবলারতির স্থান ও লক্ষণ বলিতেছেন, "গোকুলে" ইতি। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা মিশ্রারতির স্থান বলিতেছেন, "পুরীদ্বয়ে" ইতি। পুরীদ্বয়ে, মথুরা ও দ্বারকায়। মিশ্রা ও কেবলারতির ভেদ দেখাইতেছেন, "ঐশ্বর্য্যজ্ঞান" ইত্যাদি।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধানাতে, যে রতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধান হইয়াছে তাহাতে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা মিশ্রারতিতে প্রেমের বৃত্তিসকল যথেরূপে প্রসারতা লাভ করিতে না পারায় প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যা কেবলারতিতে প্রেমের বৃত্তিসকল পরাকাষ্ঠা লাভ করে বলিয়া, ঐ প্রেমের সঙ্কোচ বা বিকাশ দৃষ্ট হয় না। উহা সদা একরূপেই অবস্থান করে। কেবলার রীতি এই যে, তিনি ঐশ্বর্য্য দেখিলেও মানেন না। যথা, পূতনাবধাদি শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিয়াও স্ব-স্বভাবের সঙ্কোচ না হইয়া বৃদ্ধিই হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে প্রীতির সঙ্কোচ হয়, তাহার উদাহরণ দিতেছেন, "শান্ত" ইত্যাদি। মিশ্রারতিতে শান্ত ও দাস্যরসে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান কোন কোন স্থলে প্রেমের উদ্দীপন হয়, এবং বাৎসল্যে সখ্যে ও মধুররসে কোন কোন স্থলে প্রেমের সঙ্কোচন হয়। বাৎসল্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রেমকে সঙ্কুচিত করে, ইহা প্রথমে দেখাইতেছেন, "বসুদেব" ইতি। শ্রীকৃষ্ণ যখন

দেবকী ও বসুদেবের চরণ বন্দন করিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিয়া মনে ভয় পাইলেন ॥ ৬১।৬২ ॥

(১৯৬ পা) "দেবকীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিয়া দেবকী ও বসুদেব যে মনে ভয় পান, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক। অতএব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বাৎসল্যরসে প্রেম সঙ্কুচিত হইল ॥ ২৬ ॥

(১৯৬ পা) "কৃষ্ণের……বিনয় ॥" এই ৬৩ পয়ারের ভাবার্থ। সখ্যে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রেমকে সঙ্কুচিত করে, তাহা দেখাইতেছেন, "কৃষ্ণের" ইতি। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যদর্শনে ভীত হইয়া নিজের ধৃষ্টতার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ॥ ৬৩ ॥

(১৯৬ পা) "সখেতি ও মত্বেতি।" এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অর্জ্জুন যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তৎ-প্রমাণ এই শ্লোক। অতএব সখ্যে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে প্রেমের সঙ্কোচন হয় ॥ ২৭।২৮ ॥

(১৯৭ পা) "কৃষ্ণ যদি……হৈল ত্রাস ॥" ৬৪ পয়ারের ভাবার্থ। মধুর-রসে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রেমকে সঙ্কুচিত করে, তাহা দেখাইতেছেন, "কৃষ্ণ" ইতি। মধুররসাশ্রিতা রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্যে ত্যাগ ভয়ে ভীত হইলেন ॥ ৬৪ ॥

(১৯৭ পা) "তস্যাঃ ? দুঃখেতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণের ত্যাগ ভয়ে রুক্মিণী দেবী যে, ভীত হন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক। অতএব মধুরেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রেমকে সঙ্কোচ করে ॥ ২৯ ॥

(১৯৭ পা) "কেবলার……সে মানে ॥" এই ৬৫ পয়ারের ভাবার্থ। কেবলারতিতে প্রেমের বৃত্তিসকল পরা-কাষ্ঠা লাভ করে, তাহা বলিতেছেন, "কেবলার" ইতি। পূর্ব্বকথিত প্রকার প্রেমের সঙ্কোচবিকাশাদি গোকুলে দৃষ্ট হয় না। ব্রজবাসিরা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও তাহা মনে স্থান দেন না। ঐশ্বর্য্য না জানে, ঐশ্বর্য্য অনুভব করিতে পারে না।

যেমন প্রকৃত ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করে, অর্থাৎ আকাশের সাত্ত্বিকাংশ হইতে উৎপন্ন শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশের গুণ শব্দকে গ্রহণ করে, স্পর্শাদি গ্রহণ করে না, দর্শনেন্দ্রিয় রূপাদি গ্রহণ করে শব্দাদি গ্রহণ করে না; তদ্রূপ ভক্তের মন ও ইন্দ্রিয়াদির উপাদান রতি। যাঁহার ঐশ্বর্য্যপ্রধানারতি, তিনি ঐশ্বর্য্য অনুভব করেন। যাঁহার কেবলারতি, তিনি ঐশ্বর্য্য দেখিলেও অনুভব করিতে পারেন না। কেবলারতি ঐশ্বর্য্যকে আবৃত করিয়া রাখে, পরন্তু লবণাকরের ন্যায় ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের পোষক হয়।

নিজ সম্বন্ধ, আমার সখা, আমার পুত্র, আমার পতি; এরূপ সম্বন্ধ। মানে, স্বীকার করে ॥ ৬৫ ॥

(১৯৭ পা) "এষ্যা চোপনিষদ্ভি-রিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেও কেবলার প্রেম সঙ্কুচিত হয় না, ইহা দেখাইতে প্রথমে কেবলা বাৎসল্যরতির উদাহরণ দিতেছেন,

"ত্রয্যোক্তি।" ঐশ্বর্য্যদর্শনেও কেবলার প্রেম পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক। যশোদার শুদ্ধ বাৎসল্যরতি, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবর্জ্জিত। অতএব শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপদর্শনরূপ ঐশ্বর্য্য সম্যক্রূপে স্ফুরিত হইলেও, উৎপাতবোধে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পুত্রভাবে যশোদার বাৎসল্য রতি পুষ্ট হইয়াছিল॥ ৩০॥

(১৯১ পা) "তং মত্বেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। কেবলার প্রেম ঐশ্বর্য্য অনুভব করিতে পারেন না এবং ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও মনে স্থান দেন না ও নিজসম্বন্ধ মনে করেন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক।

যাঁহার আদি ও অন্ত নাই, পূর্ব্ব ও অপর নাই, যিনি জগতের পূর্ব্বে, পরে, মধ্যে ও বাহিরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য যশোদা ক্রমান্বয়ে গৃহস্থিত সমস্ত রজ্জু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কটি বেষ্টন করিলেও প্রত্যেক রজ্জুতে দুই আঙ্গুল করিয়া কম পড়িতে লাগিল। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ বিভুত্ব প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বিভুত্বাদ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেও কেবলারতির স্বভাবে যশোদা উহা অনুভব করিতে পারেন নাই। তিনি অতীন্দ্রিয়, অব্যক্ত, মনুষ্যরূপধারি শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পুত্র জানিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় উদূখলে বন্ধন করেন। কেবলারতি ঐশ্বর্য্যকে আচ্ছাদন করেন। অতএব কেবলারতিতে ঐশ্বর্য্য অনুভব হয় না॥ ৩১॥

(১৯৭ পা) "উবাহেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেও কেবলা সখ্যরতির প্রেম সঙ্কুচিত হয় না, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক। অঘবকাদি বধ হেতু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইলেও শ্রীদামাদির উহা অনুভূত হয় নাই। অনুভূত হইলে সখ্যবুদ্ধিতে শ্রীদাম কখনই স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারিতেন না॥ ৩২॥

(১৯৮ পা) "তত্র গত্বেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

ঐশ্বর্য্য দর্শনে কেবলা মধুররতির প্রেম সঙ্কুচিত হয় না, এই শ্লোকে তাহা প্রমাণ করিতেছেন। শ্রীরাধা বলিলেন, আমি চলিতে পারিব না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমার স্কন্ধে উঠ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল ঐশ্বর্য্যের একাংশ স্ফুরিত হইলে রাধার নিজভাবের সঙ্কোচ হইত, কখনই স্বাধীনভর্ত্তৃকাভাবে শ্রীরাধা স্কন্ধে উঠিবার ইঙ্গিত করিতে পারিতেন না॥ ৩৩॥

(১৯৮ পা) "পতিসুতেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

কেবলার প্রেম সঙ্কোচ হয় না, এই শ্লোকেও তাহা প্রমাণ করিতেছেন। শত শতবার শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইলেও, কেবলারতির অসাধারণপ্রভাবে গোপীগণের নিজভাবের চ্যুতি হয় নাই। যদি ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান হইত, তবে ভয়সঙ্কোচাদি বশতঃ আপনাদিগকে হীনজ্ঞানে; নিজভাবানুসারে প্রণয়মানের বশবর্ত্তিনী হইয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কিতব (শঠ) বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিতেন না। অতএব কেবলারতি ঐশ্বর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়া নিজরসের পুষ্টি করেন। ইহা প্রতিপন্ন হইল॥ ৩৪॥

(১৯৮ পা) "শান্তরসে······গাথা।" এই ৬৬ পয়ারের ভাবার্থ। শমতা সম্পন্ন যে স্থায়ী রতি, তাহাই শান্তরতি। বুদ্ধে অর্থাৎ বুদ্ধির কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতাই শান্তরসের স্বরূপ লক্ষণ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মিশ্রারতিতে শান্ত ও দাস্যরসে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান কোন কোন স্থলে প্রেমের অর্থাৎ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতার উদ্দীপন অর্থাৎ বৃদ্ধি পায়

তাহা এখানে দেখাইতেছেন, "শান্তরসে" ইতি। শান্তরসে সামান্যারতির লাভ হইলেও ইহাতে শম অর্থাৎ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতার প্রাচুর্য্য হেতু তৎ-প্রবৃত্তি প্রসিদ্ধা। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা বুদ্ধির বর্দ্ধক। শম শব্দের অর্থ যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা, তাহা শ্রীভগবান উদ্ধবকে নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন।

শ্রীমুখগাথা, শ্রীমুখের কথা ॥ ৬৬ ॥

(১৯৮ পা) 'শমো মন্নিষ্ঠতেতি।' শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "শান্তরসে" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। শ্রীভগবৎরতিমাত্রই রস। কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতারূপ কার্য্য দ্বারা রতিরূপ কারণ লক্ষিত হইতেছে। অতএব শান্তরতি ব্যতিত বুদ্ধির কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা দুর্লভ ॥ ৩৫ ॥

(১৯৮ পা) 'শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধে-রিতি।' শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোক উদ্ধবকে বলেন। "শমোমন্নিষ্ঠতা" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৩৬ ॥

(১৯৮ পা) "কৃষ্ণ বিনা ··· ··· দুই গুণে ॥" এই ৬৭ পয়ারের ভাবার্থ কৃষ্ণ বিনা অর্থাৎ কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বিষয়ে তৃষ্ণা ত্যাগ (স্পৃহানিবৃত্তি) শান্তরতির কার্য্য। অতএব অর্থাৎ কার্য্যদ্বারা শান্তরতি অনুমিত হয় বলিয়া, উহা শান্ত। সুতরাং শান্তরসের আশ্রয়কে একটি কৃষ্ণভক্ত বলিয়া জানি। যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনি স্বর্গ ও মোক্ষসুখকে নরকের যাতনা সদৃশ বলিয়া অনুভব করেন। শান্তের দুইটি গুণ, একটি শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা, অপর অন্যবিষয়াদিতে স্পৃহাশূন্য।

যদিও কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগকে শান্তের দুই গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তথাপি কৃষ্ণনিষ্ঠার কার্য্য তৃষ্ণাত্যাগ, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ "শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন। অতএব দাস্যরসে হয় দুই গুণ ॥" এই পয়ারের অর্থের অসঙ্গতি হয়। যেহেতু শান্তের দুই গুণে দাস্যের তিন গুণ হয়। অতএব কার্য্য ও কারণের অভেদ স্বীকার করিয়া শান্তের এক গুণ বলিতে হইবে। বুঝাইবার জন্য ঐরূপ ভেদ করিয়াছেন ॥ ৬৭ ॥

(১৯৯ পা) "নারায়ণপরা ইতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ৯৪ পৃষ্ঠায় দেখুন। কৃষ্ণভক্ত যে স্বর্গ ও মোক্ষকে নরকতুল্য অনুভব করেন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৩৭ ॥

(১৯৯ পা) "এই দুই······প্রবীণ ॥" এই ৬৮ পয়ারের ভাবার্থ। আকাশের শব্দ গুণ যেমন তেজ, বায়ু, জল ও পৃথিবীতে থাকে; তদ্রূপ শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৎকার্য্য তৃষ্ণাত্যাগ এই দুই গুণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরে আছে। শান্তের স্বভাব বলিতেছেন, "শান্তের" ইতি।

শ্রীকৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন শান্তের স্বভাব। আমার প্রভু, আমার সখা, আমার পুত্র, আমার পতি এরূপ কোন মমতা শান্তে নাই। কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দময় স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া কৃষ্ণে নিষ্ঠা ও তদ্ভিন্ন বিষয়ে তৃষ্ণাত্যাগ হয়। ইহাই শান্তের স্বভাব। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান যে রসের উদ্দীপক হয়েন, তাহা মমতাযুক্ত নহে। যোগিগণের প্রায় ব্রহ্মানন্দরূপ সুখ-স্ফূর্ত্তি হইয়া

থাকে, কিন্তু এই সুখ অতি অল্পতর, আর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্ফূর্ত্তিরূপ যে ঈশময় সুখ তাহাই প্রচুরতর। এই সুখেতে শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎকার-তাই গুরুতর হেতু। শান্তভক্তগণ ভগবৎসাক্ষাৎ-কারমাত্রই কৃতার্থ হন ॥ ৬৮ ॥

(১৯৯ পা) "কেবল……নিরন্তর ॥" এই ৬৯ পয়ারের ভাবার্থ। শান্তরসে কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দময়ত্ব বোধ হয়। দাস্যে কি জ্ঞান হয়, বলিতেছেন, "পূর্ণৈশ্বর্য্য" ইতি। ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণে প্রভু জ্ঞান, দাস্যে (দাসরসে) হয়। সুতরাং শান্তরস অপেক্ষা প্রভু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে মমতা দাস্যরসের কার্য্য। দাসভক্তগণ প্রভুজ্ঞানে সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা সুখ দেন।

রসামৃতসিন্ধুকার এই দাস্যরসকে প্রীতভক্তি-রস বলেন। আলোচিত বিভাব দ্বারা ভক্তগণের চিত্তে প্রীতি আস্বাদনীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, এ কারণ ইহা প্রীতভক্তিরস বলিয়া সম্মত। অনুগ্রহপাত্রের সম্বন্ধে দাসত্ব ও লালনীয়ত্ব হেতু এই প্রীতরস দুই প্রকারে ভিন্ন হয়। সম্ভ্রমপ্রীত ও গৌরব-প্রীত। দাসাভিমানি ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণে সম্ভ্রম-বিশিষ্টা প্রীতি উৎপন্ন হয়। এই সম্ভ্রমোত্তরা প্রীতি পূর্ব্ববৎ পুষ্ট হইলে সম্ভ্রমপ্রীতি বলে। দাসভক্ত চারি প্রকার ; অধিকৃত, আশ্রিত, পারি-ষদ ও অনুগ। ব্রহ্মা, শিবাদি অধিকৃত। শরণাগত, জ্ঞানি, সেবানিষ্ঠ, ইহাঁরা আশ্রিত। কালিয়নাগ ও জরাসন্ধ কর্ত্তৃক রুদ্ধ রাজগণ শরণাগত। শৌনকাদি জ্ঞাননিষ্ঠ। শ্রুতদেবাদি সেবানিষ্ঠ। উদ্ধবদারুকাদি পার্ষদ। অনুগ দাস দ্বিবিধ ; পুরস্থ ও ব্রজস্থ। সুচন্দ্রাদি পুরস্থ অনুগ। রক্তকাদি ব্রজস্থ অনুগ। পার্ষদ ত্রিবিধ, ধুর্য্য, ধীর, ও বীর। আমি শ্রীকৃষ্ণের লালনীয় এরূপ অভিমানকারির শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে উত্তরোত্তর গুরুত্ব জ্ঞানময়প্রীতি হয়, এই প্রীতি বিভাবাদি দ্বারা পুষ্ট হইলে গৌরবপ্রীতি বলে। কনিষ্ঠত্ব ও পুত্রত্ব অভিমান ভেদে লাল্য দ্বিবিধ। সারণাদি কণিষ্ঠত্বাভিমানী। প্রদ্যুম্নাদি যদুকুমারগণ পুত্রত্বাভিমানী ॥ ৬৯ ॥

(১৯৯ পা) "শান্তের…বিশ্বাসময় ॥" এই ৭০ পয়ারের ভাবার্থ। শান্তের গুণ, কৃষ্ণনিষ্ঠা। অধিক সেবন, শান্ত হইতে অধিক গুণ সেবা। অতএব, শান্তের গুণ দাস্যে থাকায়। দুই গুণ, কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণসেবা। বিশ্বাসময় অর্থাৎ সম্ভ্রম ও গৌরবশূন্য ॥ ৭০ ॥

(১৯৯ পা) "কান্ধে চড়ে… … … লালনপালন ॥" এই ৭১ ও ৭২ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ক্রীড়ারণ, সুহৃদরণ। কৃষ্ণসেবে, কৃষ্ণকে সেবা করে। কৃষ্ণকে করায় আপন সেবন, কৃষ্ণ দ্বারা নিজের সেবা করান। ইহাই সখ্যরসের কার্য্য। বিশ্রম্ভপ্রধান, শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসময়। তিন গুণ, কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবা ও সম্ভ্রম-রাহিত্য। মমতা অধিক, দাস্য হইতে অধিক মমতা। লালনপালন ইহা সেবা ॥ ৭১।৭২ ॥

(১৯৯ পা) "সখ্যের…জ্ঞানিগণে ॥" এই ৭৩ পয়ারের ভাবার্থ। অগৌরবসার অগৌরবের পরাকাষ্ঠা। তাড়নভর্ৎসন, ইহা লালনের অন্তর্গত। ভক্তবশগুণ, নিজের ভক্তবশ্যতাগুণ। কহে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানিগণে, ঐশ্বর্য্যানুভাবকারী জ্ঞানি-গণকে দেখান ॥ ৭৩ ॥

(১৯৯ পা) "ইতীদৃকিতি ॥" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ

আছে। "সে অমৃতানন্দে" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৩৮ ॥

(১৯৯ পা) "মধুররসে...হৈল মন। এই ৭৪ হইতে ৭৬ পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। সমস্ত ভক্তিরসের গুণ মধুরে পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে, তাহা দেখাইতেছেন, 'মধুররসে' ইতি।

মধুররসে, রসের পরাকাষ্ঠা। এই রসে সকল রসের সমাহার হওয়ায় সকল রসেরই গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রসে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ, বাৎসল্যের লালন ও কান্তার নিজাঙ্গ দ্বারা সেবন এই পঞ্চ গুণই দৃষ্ট হয়। যেমন আকাশাদির গুণ পর পর ভূতে অর্থাৎ বায়ু প্রভৃতিতে থাকে। মধুর রস স্বাদাধিক্যে সকল রস হইতে চমৎকারিত্ব উৎপাদন করে। ইহা স্বকীয় ও পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ সংস্থান।

কৈল দরশন, সূত্রমাত্র করিলাম। করিহ ভাবন, চিন্তা করিবে। রসসিন্ধু পারে, রস-সাগরের অপর সীমা ॥৭৪.৭৬॥

(২০০ পা) "প্রভাতে...চন্দ্রশেখর কৈলা ॥" এই ৭৭ হইতে ৮০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। আমার বচন, আমার বাক্য প্রতিপালন। ভট্টাচার্য্যে, বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে ॥ ৭৭-৮০ ॥

(২০০ পা) 'ভিক্ষা করাই... ... কৃষ্ণদাস ॥' এই ৮১ হইতে ৮৩ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। কতি, কোথাও। নিষ্ঠা হৈল, স্থির হইল ॥ ৮১-৮৩ ॥

ইতি মধ্যলীলায়াং উনবিংশ পরিচ্ছেদে সুবোধিনী ॥ ১৯ ॥

বিংশ পরিচ্ছেদ।

(২০১ পা) 'বন্দ ইতি।' প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই পরিচ্ছেদে সনাতনশিক্ষা বর্ণিত হইবে। গ্রন্থকার তদ্বিষয় শ্লোকার্থে প্রকাশ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপায় নীচ (পতিত বা অজ্ঞ) ব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক হয় বলিয়া আমি (গ্রন্থকার) সনাতনশিক্ষা বর্ণনবিষয়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করি।

শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ? দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ও অচিন্ত্য প্রভাববিশিষ্ট। দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলাতে বুঝাইতেছে, সকল দেশে, সকল সময়েই তাঁহার প্রভাব নিত্য রহিয়াছে, যে স্থানে বা যে সময়েই হউক না কেন, জীব তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই, সকল সময়েই তিনি কৃপা করিবেন। শরণাগত সনাতনের গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া,মহাপ্রভু তাহাকে পুনরায় কারাগার হইতে মুক্ত করেন। যদি বল, নিজ বুদ্ধি কৌশলে কারাগার হইতে সনাতন মুক্ত হয়েন ও সাধন-বলে মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। এরূপ বাক্য নিতান্ত অসঙ্গত; যেহেতু ভগবৎকৃপা ব্যতীত

কেহ কি কখন মায়া বা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন? পারেন নাই। অতএব মহাপ্রভুর শরণ লওয়াই কর্ত্তব্য॥ ১॥

(২০১ পা) "জয় জয়… … …রহি গেল॥" এই ১ম হইতে ৫ম পয়ারের ভাবার্থ সরল। বন্দিশালে, কারাগারে। হেনকালে, যখন সনাতন বন্দী ছিলেন। জিন্দপীর, সিদ্ধপুরুষ। খলিপা প্রণীত কেতাব, মহম্মদ প্রণীত কোরাণ শাস্ত্র। গোসাঞা, পরমেশ্বর। ডাঁড়ুকা, পায়ের বন্ধন শৃঙ্খল॥ ১-৫॥

(২০১ পা) "কিছু ভয়… …কর পরে॥" এই ৬ হইতে ১০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। দরবেশ, ফকির।

"দরবেশ হঞা আমি মক্কা চলি যাব" সনাতনের এই উক্তিতে কেহ যেন মনে না করেন, যে সনাতন ফকির হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করতঃ মক্কা গমন করেন। কেন না, হোসেন শাহ যখন সনাতনকে দেখিতে আসেন, তখন সনাতনকে পণ্ডিতগণ সহ শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র বিচার করিতে দেখেন। যিনি মুসলমান হইবেন, তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রের শ্রবণের প্রয়োজন কি? এবং তাৎকালীন নিরপেক্ষ ধার্ম্মিক পণ্ডিতগণ মুসলমান সভায় শ্রীভাগবত চর্চ্চা করিবেনই বা কেন? কেবল যবন প্রহরীকে বুঝাইবার জন্য ঐরূপ কথা বলেন। মুসলমানের সন্ন্যাসীকে দরবেশ বলে ও তাহাদের প্রধান তীর্থস্থান মক্কা। সনাতনের বাক্যের তাৎপর্য্য এই, আমি সন্ন্যাসী হইয়া বৃন্দাবন যাইব।

গড়িদ্বার পথ, গৌড়নগরের গড়ের দ্বার হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত পথ। ভুমিক, জমীদার। হাতগণিতা, যাহারা হাত গণনা দ্বারা গুহ্য বিষয় বলিতে পারে। ভুঞা, ভুমিক। ঈশান, সনাতনের সঙ্গী ব্রাহ্মণ॥ ৬-১০॥

(২০২ পা) "রাজবন্দী… …প্রভুর আগমনে॥" এই ১১ হইতে ১৬ পয়ার পর্য্যন্ত সরল। ছুটাইলে, অব্যাহতি করাইলে। হাজিপুর, বিহারপ্রদেশে মজঃফরপুর জিলার অন্তর্গত নগর। গোসাঞির, সনাতনের। "তিনলক্ষ মুদ্রা" ইতি। শ্রীকান্ত সেন গৌরেশ্বরের আদেশে বার্ষিক দেয় ঘোটকের মূল্য-স্বরূপ তিনলক্ষ টাকা লইয়া দিল্লীর পাতসাহকে দিতে যাইতেছিলেন। টঙ্গী, উচ্চমঞ্চ। ছুটিবার কথা, কারা-মুক্ত হইবার কথা। ভদ্র, পরিষ্কার। তেঁহো, শ্রীকান্ত সেন॥ ১১-১৬॥

(২০২ পা) "চন্দ্রশেখর………… শোধিতে॥" এই ১৭ হইতে ২০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। মোরে না ছুঁইও, দৈন্যসূচক বাক্য। আত্মপবিত্রিতে, নিজকে পবিত্র করিতে॥ ১৭-২০॥

(২০৩ পা) "ভবদ্বিধেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ১২ পৃষ্ঠায় দেখুন। "ভক্তিবলে" ইতি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। যিনি তীর্থকেও মহাতীর্থ করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করিতে পারেন॥ ২॥

(২০৩ পা) "ন মে প্রিয় ইতি। শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলামধ্যের ১৮৭ পৃষ্ঠায় দেখুন।

যদি বল, আমি অতি নীচ, আমাকে স্পর্শ করিয়া কিরূপে পবিত্র হইবেন? তদুত্তরে, এই শ্লোক বলিতেছেন। চণ্ডালও ভক্তিমান

হইলে যখন শ্রীহরির ন্যায় আদরনীয় ও পূজ্য হয়, তখন তুমিও ভক্তিমান্ হওয়াতে শ্রীহরির ন্যায় আদরনীয়। অতএব তুমি নীচসঙ্গী হইলেও তোমার স্পর্শন যোগ্য হইতেছে। তুমি ভক্তিমান্ হওয়াতে পরম পবিত্র; তুমি ভক্তিবলে যখন ব্রহ্মাণ্ড শোধন করিতে পার, তখন নিজের পবিত্রতা হেতু তোমাকে আমি স্পর্শ করি ॥ ৩ ॥

(২০৩ পা) "বিপ্রাদিতি। শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে আছে। "তোমা স্পর্শি" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক।

যদি বল, ব্রাহ্মণ, পৃথিবীর দেবতা; তিনিই ব্রহ্মাণ্ড শোধন করিতে পারেন। ব্রাহ্মণকে যে স্পর্শ করিবে সেই পবিত্র হইবে। আমাকে স্পর্শ করিলে পবিত্র কিরূপে হইবে? তদুত্তরে, এই শ্লোকে বলিলেন। দ্বাদশগুণযুক্ত ও গর্ব্বসমন্বিত ব্রাহ্মণ হইতে ভক্তিমান্ ও গর্ব্বরহিত চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ। প্রথমে তুমি ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার ভক্তিমান্; সুতরাং তোমার স্পর্শনে পবিত্র হয় ॥ ৪ ॥

(২০৩ পা) "তোমা দেখি......... নিরূপণ ॥" এই ২১ পয়ারের ভাবার্থ। কৃষ্ণভক্ত সাতিশয় পবিত্র বলিয়াই, তোমাকে নয়নদ্বারা দেখিয়া নয়ন পবিত্র করিতেছি, স্পর্শ করিয়া দেহকে পবিত্র করিতেছি এবং তোমার গুণ গাই (বর্ণন করিয়া) জিহ্বাকে পবিত্র করিতেছি। অতএব ভক্তসঙ্গ সকল ইন্দ্রিয়ের ফল, ইহা শাস্ত্রে নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

(২০৩ পা) "অক্ষ্ণোরিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শাস্ত্রনিরূপণ এই শ্লোক। "তোমা দেখি" ইতি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৫ ॥

(২০৩ পা) "এত কহি... ...ইহাঁ লঞা ॥" এই ২২ হইতে ২৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। মহারৌরব, অতি কষ্টপ্রদ নরকরূপ বিষয়। ছুটিলা, কারামুক্ত হইলে। এই বেশ ফকিরের বেশ। ইহাঁ, সনাতনকে ॥ ২২-২৫ ॥

(২০৪ পা) "ভদ্র করাইয়া .... বার বার ॥" এই ২৬ হইতে ৩০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ভদ্র, ক্ষৌরাদি। দুই বহির্ব্বাস ইত্যাদি, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক সনাতন গোস্বামী পরমৈকান্তিকের বেশ বহির্ব্বাস ও কৌপীন ধারণ করিয়া ও প্রপঞ্চ বস্তুতে আসক্তি শূন্য হইয়া রাগমার্গীয় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কেহ বলেন,বেশ শব্দের অপভ্রংশ ভেক।

সনাতন গোস্বামী তপন মিশ্রের নিকট হইতে পরিধেয় বস্ত্র প্রার্থনা করিয়া, তদ্দ্বারা সন্ন্যাস বেশ গ্রহণ করায় বুঝাইতেছে। প্রপঞ্চ বস্তুগত বিষয়াদিতে আসক্তিশূন্যতাই প্রকৃত সন্ন্যাস, নচেৎ কোন বেশ গ্রহণে সন্ন্যাস হয় না। এই হেতু ইহাকে যুক্তবৈরাগ্য বলে। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী কখন স্ত্রী স্পর্শ করিবেন না। তথাহি দাসগোস্বামির শিক্ষাপটলে,—

"প্রকৃতিস্পর্শমাত্রেণ, গৃহিনা সহমিশ্রতা।
চিকিৎসায়াং ধনং লব্ধা বৈষ্ণবত্বং ন তিষ্ঠতি ॥"

স্ত্রীগণকে স্পর্শমাত্র, গৃহির সহিত সম্বন্ধ ও চিকিৎসায় ধন গ্রহণ দ্বারা বৈষ্ণব-সন্ন্যাসির বৈষ্ণবত্ব থাকে না। তথাহি মহাপ্রভুর উক্তি,

"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কটবৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥ ইত্যাদি।"

সকলের গোঁফ দাড়ি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তথাহি স্মৃতি,

"কেশশ্মশ্রুনখাদিনাং কর্ত্তনং সংপ্রসাধনং।
সংপ্রসাধনং পবিত্রীকরণমিতি ॥"

শ্মশ্রু (গোঁফ দাড়ির), নখাদির কর্ত্তন সংপ্রসাধন অর্থাৎ পবিত্রী করণ। তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—

"ব্রতানামুপবাসানাং শ্রাদ্ধাদীনাঞ্চ সংযমে।
ন করোতি ক্ষৌরকর্ম্ম অশুচিঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

ব্রত, উপবাস, শ্রাদ্ধাদি ও সংযমে ক্ষৌরকর্ম্ম না করিলে সমস্ত কর্ম্ম অশুচি হয়।

মহানিমন্ত্রণ, অধিকদিনের জন্য নিমন্ত্রণ। লিব, গ্রহণ করিব। ভোট কম্বল, মকরস্নান করিয়া মহাপ্রভুর কাশীতে আগমনের পূর্ব্বে সনাতন কারামুক্ত হয়েন, তৎকালে শীত নিবারণার্থ শ্রীকান্ত সেন সনাতনকে কম্বল দেন॥ ২৬-৩০॥

(২০৪ পা) "সনাতন.........তত্ত্ব নিরূপণ॥" এই ৩১ হইতে ৩৬ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্ন স্নান। প্রামানিক, বিজ্ঞ। "তিন মুদ্রার ইতি। কম্বলের মূল্য তিন মুদ্রা। অতএব সম্পত্তি থাকিতে ভিক্ষা করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয় ও লোকে উপহাস করে। তার শক্তি, সনাতনের ক্ষমতা। তাঁর শক্ত্যে, মহাপ্রভুর শক্তিতে। তাঁরে মহাপ্রভুকে। ইহা, এক্ষণে॥ ৩১-৩৬॥

(২০৪ পা) "কৃষ্ণস্বরূপেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 'আপনে মহাপ্রভু' পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। মহাপ্রভু যে সনাতনকে উপদেশ দেন, গ্রন্থকার এই শ্লোকে তাহা বলিলেন॥ ৬॥

(২০৫ পা) "তবে সনাতন.........সত্যমানি॥" এই ৩৭ পয়ারের ভাবার্থ। তবে, মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার নিকট প্রয়োজনীয় বিবিধ বিষয়ে প্রশ্ন করণে সমর্থ হইলে। দন্তে তৃণ লঞা, ইহা অজ্ঞত্ব প্রকাশককার্য্য। গ্রাম্যব্যবহারে, লৌকিক ও রাজকীয় বিচার কার্য্যে॥ ৩৭

(২০৫ পা) "কৃপা করি......হিত হয়॥" এই ৩৮ পয়ারের ভাবার্থ। যদি কৃপা করিয়া উদ্ধার করিলেন, তবে বলুন, আমি কে? আমি যে প্রতিনিয়ত আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে তাপিত হইতেছি, ইহারই বা কারণ কি? আমার কর্ত্তব্য কি? কি করিলে আমার হিত হয়?

এস্থলে চারিটি প্রশ্নের মধ্যে প্রথম প্রশ্ন আমি কে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, সর্ব্বদা তাপত্রয়ে আমি তাপিত কেন? প্রথম প্রশ্নটি দুইপ্রকারে হইতে পারে। যথা, ১। জগৎ জীবজড়াত্মক। এই জীবজড়াত্মক জগতে পরস্পর-বিভিন্ন-স্বভাববিশিষ্ট দুইটি সামর্থ্য বা শক্তি পরিলক্ষিত হয়। একটি জীবসামর্থ্য, অপরটি জড়সামর্থ্য; একটি দেহী বা চিৎ, অন্যটি দেহ বা অচিৎ। জগতে সামর্থ্য দুইটি না হইয়া একটি হইলে অর্থাৎ কেবল দেহী বা কেবল দেহ হইলে, আমি কে, এরূপ প্রশ্ন উঠিত না। সামর্থ্য দুইটি হওয়াতেই, আমি দেহ না দেহী, এই প্রশ্নটি মনে উত্থিত হয়। দেহ অর্থাৎ শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোনটি আমি, আমি যদি শরীর হই, তবে মানসতাপ কেন আমাকে জারে? আমি যদি মন হই, তবে শারীরতাপ কেন আমাকে জারে? যদি শরীর ও মন হইতে অতিরিক্ত দেহী আমি হই, তবে তাপত্রয় কেন আমাকে জারে? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে তাপ তিন প্রকার। আধ্যাত্মিক শারীর ও মানস ভেদে দ্বিবিধ। বাতপিত্তশ্লেষ্মার বৈষম্য নিমিত্ত শারীর তাপ। কাম, ক্রোধ, লোভমোহাদি জনিত মানস

তাপ। মানুষ, পশু, পক্ষী, সরিসৃপাদি জন্য আধিভৌতিক তাপ। গ্রহাদি জন্য আধিদৈবিক তাপ। ২। আবার শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বীকার হইতে, আমি কে, আমি শক্তি না শক্তিমান্, এরূপ প্রশ্ন উঠে। আমি চিৎশক্তি হইলে, আমার তাপত্রয় কেন? বা আমি শক্তিমান্ সচ্চিদানন্দময় হইলে, আমাকে ত্রিতাপ তাপ দেয় কেন? অতএব আমি কে? ॥ ৩৮ ॥

(২০৫ পা) "সাধ্যসাধন............ স্বভাব॥" এই ৩৯ পয়ারের ভাবার্থ। আমি বিষয়-কূপে পতিত হইয়া জীবন অতিবাহিত করায়, সাধ্য বা সাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসাতেও আমার অধিকার নাই। অতএব এই সব বিষয় এবং এতদ্ভিন্ন আরও যদি কিছু জানিবার প্রয়োজন থাকে, তাহাও আমাকে উপদেশ করুন। মহাপ্রভু কহিলেন, সনাতন! শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে পূর্ণ কৃপা করিয়াছেন। তুমি সকল তত্ত্বই বিদিত আছ। তোমার ত্রিতাপও নাই। তথাপি যে ঈদৃশ প্রশ্ন করিতেছ, তাহা কেবল তোমার বিদিত বিষয়ের দৃঢ়তার জন্য। সাধুগণের স্বভাব এই যে, তাহারা জ্ঞাত বিষয়ের দৃঢ়তা করণজন্য পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করেন ॥ ৩৯ ॥

(২০৫ পা)"অচিরাদিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে ॥ ৭ ॥

(২০৫ পা) "যোগ্যপাত্র...ভেদ প্রকাশ॥" এই ৪০ ও ৪১ পয়ারের ভাবার্থ। তুমি ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তনের যোগ্যপাত্র। আমি তোমাকে সকল তত্ত্বই বলিতেছি শ্রবণ কর। সনাতনকৃত প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, 'জীবের' ইতি।

আমি দেহ না দেহী, এই প্রশ্নটির মীমাংসার জন্য, দেহ ও দেহীর স্বরূপনির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। দেহ গুণক্রিয়াত্মক ও দেহী জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মক। দেহের স্বরূপভূত বা কারণভূত গুণ ও ক্রিয়া আবার পরস্পর-সাপেক্ষ। গুণ ব্যতীত ক্রিয়া ও ক্রিয়া ব্যতীত গুণ প্রকাশ পায় না। অতএব গুণ ও ক্রিয়াসকল লইয়াই দেহ। তন্মধ্যে গুণসকল উপাদান ও ক্রিয়াসকল দেহের নিমিত্তকারণ। যেহেতু গুণসকলের সংযোগে দেহের উৎপত্তি এবং বিয়োগে দেহের বিনাশ দৃষ্ট হয়। এক মহীয়সী মায়াকেই আবার ঐ সকল গুণ-ক্রিয়ার মূল বলিয়া স্বীকার করা হয়। কেহ কেহ মায়াকে মূল না বলিয়া পরমাণুসকলকেই উহার মূল বলেন, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে; যেহেতু গুণক্রিয়ার মূল অণু না হইয়া বিভু হওয়াই সঙ্গত। গুণের জ্ঞানে দেশ কারণ। বাহ্যজগতের গুণ বহুপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই ঐ সকল গুণ দেশবৃত্তিত্বকে (অবস্থানকে) অপেক্ষা করে। দেশবৃত্তিত্ব ব্যতীত গুণের ধারণা হয় না। গুণের পরিবর্ত্তনের ধারণা করা যায়, কিন্তু দেশসম্বন্ধরহিত গুণ বুঝা যায় না। গুণের অভাব ধারণা করা যায়, কিন্তু দেশের অভাব বুদ্ধির অতীত। অতএব দেশের বিভুত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। কেননা, দেশকে বিভু না বলিয়া অণু বুঝিতে হইলে, পরে দেশের অভাবও বুঝিতে হয়। ক্রিয়ার মূলও অণু না হইয়া বিভু হওয়া উচিত। ক্রিয়ার জ্ঞানে কালই কারণ। ক্রিয়া বহুপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই ঐ সকল ক্রিয়া কালবৃত্তিত্বকে অপেক্ষা করে অর্থাৎ কাল ব্যতীত ক্রিয়া দেখা যায় না। ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন ধারণ করা যায়, কিন্তু কালসম্বন্ধরহিত ক্রিয়া বুঝিতে পারা যায় না। ক্রিয়ার অভাবের ধারণা হয়, কিন্তু কালের অভাব বুদ্ধির অতীত। তাহা হইলে কালের বিভুত্ব অবশ্য

স্বীকার্য্য। বিভুত্বের ন্যায় নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিত্বও দেশ ও কালের রহিয়াছে। দেশ গুণের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী এবং কালও ক্রিয়ার নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী। দেশ গুণের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তি হইয়া গুণসকলের দৈশিকসম্বন্ধের ঘটক হয়; আর কাল ক্রিয়ার নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া ক্রিয়াসকলের কালিক-সম্বন্ধের ঘটক হয়। গুণ ও ক্রিয়া যেমন পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে, দেশ ও কাল তদ্রূপ পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে। কাল ব্যতীত দেশের এবং দেশ ব্যতীত কালের ধারণা করা যায় না। গুণক্ষোভের নিমিত্তকারণস্বরূপ কাল ব্যতীত গুণের অপ্রকাশ হয় বলিয়া, গুণের আশ্রয় দেশ, জ্ঞানের বিষয় নহে এবং গতির বা উপাদানস্বরূপ দেশ ব্যতীত ক্রিয়ার অপ্রকাশ হয় বলিয়া, ক্রিয়ার আশ্রয় কাল, জ্ঞানের বিষয় নহে। দেশ ও কাল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন গুণাংশের ও ক্রিয়াংশের সম্বন্ধঘটকরূপে পরস্পর-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট জ্ঞেয় বস্তুর সহিত জ্ঞানের বিষয় হয়। জাতি যেমন ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত জ্ঞানের বিষয় হয় না, দেশ ও কাল তদ্রূপ গুণক্রিয়ার সাহায্য ব্যতীত জ্ঞানের বিষয় হয় না। এরূপ হইলেও জাতিজ্ঞান যেরূপ ব্যক্তিজ্ঞানের নিয়তপরবর্ত্তী ফল, দেশকালজ্ঞান তদ্রূপ গুণক্রিয়ার নিয়তপরবর্ত্তী ফল নহে, পরন্তু নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। ঐ দেশ ও কাল মায়াশক্তির দুইটি প্রান্ত। গুণাত্মক দেশ মায়াশক্তির অন্ত্য-প্রান্ত এবং ক্রিয়াত্মক কাল উহার আদ্যপ্রান্ত। মায়াশক্তির ঈষৎ-কম্পনজনিত গুণক্ষোভ হইতেই কারণ-বারির উৎপত্তি। ঐ কারণবারি ক্রমশঃ স্পন্দিত হইয়া স্পন্দনতারতম্যে অংশতঃ মহদাদি তত্ত্ব-সমূহের আকারে পরিণত হয়। পরে উক্ত মহদাদি তত্ত্বসকল নিজের মধ্যস্থ স্পন্দনাত্মক কালের প্রেরণায় ঘূর্ণনে ঘূর্ণিত পরমাণু, অণু বা দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব ধারণ করিয়া এই বিচিত্র গুণময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করে। তাপ, আলোক, শব্দ, তড়িৎ ও ভিন্ন ভিন্ন গুণ-নাম-বিশিষ্ট আকর্ষণ সকল জড়া প্রকৃতির অন্তর্নিহিত একই স্পন্দনাত্মক ক্রিয়াসামর্থের প্রকাশ ভেদ মাত্র। যে জড়শক্তির স্পন্দন হইতে এই বিচিত্র জগতের উৎপত্তি, ঐ স্পন্দন এবং জড়শক্তি একই তত্ত্ব কি না, এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য। জড়বিজ্ঞান তন্নির্ণয়ে অসমর্থ। কেন না, তাপাদি বিভিন্ন প্রকাশ সকল জড়ের সহজ ধর্ম্ম? অথবা জড়াতীত কোন বস্তুর সামার্থ্যবিশেষের প্রেরণজনিত আগন্তুক ধর্ম্ম? ইহা জড়বিজ্ঞান নিরূপণ করিতে অক্ষম। অধ্যাত্মবিজ্ঞান বলেন, তাপাদি বিভিন্ন প্রকাশ সকল জড়ের সহজ ধর্ম্ম নহে, পরন্তু জড়াতীত কোন বস্তুর সামার্থ্যবিশেষের প্রেরণাজনিত আগন্তুক ধর্ম্ম। তাহার কারণ, পরমাণুতে যে ক্রিয়াশক্তি অনুমিত হয়, তাহা পরমাণুতে থাকে না, পরমাণুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অবকাশাত্মক দেশেই থাকে। উহা জড়পরমাণুর ধর্ম্ম নহে, কিন্তু জড়সত্তা প্রকাশিকা চিদ্বৃত্তি। জড়ে ক্রিয়া করা ভিন্ন জড়ের সহিত উহার অপর কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। ক্রিয়া যে জড়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। ক্রিয়ার কারণ ইচ্ছা। ঐ ইচ্ছাও আবার স্বয়ংসিদ্ধা নহে; কারণ ইচ্ছার মূলে জ্ঞান অপরিহার্য্য। অতএব জগতে জড়সামর্থ্যের ন্যায় জড়াতীত জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মক জীবসামার্থ্যও সিদ্ধ হইতেছেন। এই জীব (দেহী) আমি। জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস; ইহাই জীবের স্বরূপ। দেহী জীবশক্তি না শক্তিমান্? ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্ন। এই প্রশ্নটির মীমাংসার উত্তরে মহাপ্রভু বলিতেছেন, "কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি" ইতি।

প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, যে দেহের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াদির উপাদানার্থ জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়া-বিশিষ্ট জীব স্বীকৃত হইলেন, তিনি সেই দেহের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে সমর্থ কি না? তিনি সমর্থ হইলে আর তাঁহা হইতে অতিরিক্ত জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়া বিশিষ্ট

চিদ্বস্তুর স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। যদি সমর্থ না হন,তবে তাঁহা হইতে অতিরিক্ত জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়া-বিশিষ্ট চিদ্বস্তু বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। অণুজীবের যে সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্ব অসম্ভব, তাহা সর্ব্ব-বাদিসম্মত। এই জন্যই বেদান্তসূত্রে জীবের জগৎকর্তৃত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। মায়াধীন জীবের সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব অসম্ভব হেতু প্রকৃতির বিবিধ বৈচি-ত্র্যের অন্তরালে এক মায়াধীন বিভুচৈতন্যের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। তিনিই শক্তিমান্ পুরুষ। জীবজড়াত্মক জগৎ তাঁহারই শক্তিবৈচিত্র্য। জীবাদি সর্ব্বশক্তিসমন্বিত সেই পুরুষই এই জগ-তের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই এই সৃষ্টজগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন।

স্বয়ং ভগবান, শ্রীকৃষ্ণই ঐ পুরুষ। তিনিই শক্তিবর্গের মূলাশ্রয়। তিনিই শক্তিমান্ ও পর-ব্রহ্ম, শক্তিসকল তাঁহার বিশেষণ। ব্রহ্ম বা পর-মাত্মা তাঁহারই আবির্ভাবভেদে নামভেদ মাত্র। তিনিই সূর্য্যস্থানীয়। জীবসকল তাঁহার মণ্ডল হইতে বহির্গত কিরণপরমাণুস্থানীয়। কিরণ-পরমাণুসকল যেমন স্বরূপতঃ সূর্য্যাংশ বলিয়া সূর্য্য বলিয়াই গণ্য হয়; তদ্রূপ অণু জীবাত্মা বিভু পরমাত্মার শক্ত্যংশ বলিয়া নিজাংশী পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারেন "সোঽহম্" আমি সেই বস্তু। সূর্য্যকিরণ যেমন সূর্য্যাংশ বলিয়া সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশাদিধর্ম্ম-বিশিষ্ট; তদ্রূপ জীবাত্মা পরমাত্মার শক্ত্যংশ বলিয়া পরমাত্মার ন্যায় জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়া বিশিষ্ট। জীব যখন বাহ্যবিষয়ের গ্রহণে উন্মুখ হন, তখন তাঁহার ক্রিয়া বৃত্তির প্রকাশ হয়। যখন অন্তর্মুখ হন, তখন তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তির প্রকাশ হয়। যখন শান্ত বা কৃষ্ণনিষ্ঠ হন, তখন তাঁহার জ্ঞানবৃত্তির প্রকাশ হয়। ঐ তিনটী বৃত্তি জীবের স্বাভাবিকী। জীবের সত্তার সহিত উক্ত বৃত্তিত্রয়ের সত্তাও অবশ্য স্বীকার্য্য। জীবের সত্তা কেহই অস্বীকার করেন না। উহা সকলের অনুভবসিদ্ধ। উহা অন্য প্রমাণের অপেক্ষা করে না। "আমি আছি" এই এই জ্ঞান আত্মার জ্ঞানবৃত্তির প্রমাণ। ইচ্ছা ও ক্রিয়া জ্ঞানেরই প্রকাশবিশেষমাত্র। অতএব আত্মার অস্তিত্বের সহিত আত্মবৃত্তি জ্ঞানাদিরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অতএব জীব শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির ন্যায় তাঁহা-রই প্রকাশ সামর্থ্য, অতএব তাঁহা হইতে অভিন্ন হইয়াও, নিজের মায়াধীনত্ব ও অণুত্বাদিহেতু, মায়াধীশত্ব ও বিভুত্বাদি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন। অতএব জীব শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশ॥ ৪০। ৪১॥

(২০৫ পা) "সূর্য্যাংশু......প্রকার হয়॥" ৪২ পয়ারের ভাবার্থ। "সূর্য্যাংশু" স্থলে "সূর্য্যাংশ" পাঠ হইবে। যেমন সূর্য্যের অংশ কিরণ, যেমন অগ্নির জ্বালা-চয় (স্ফুলিঙ্গসমূহ) সূর্য্য ও অগ্নি হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, তদ্রূপ জীবশক্তিও অভিন্ন হইয়া ভিন্ন। তাহার কারণ, ছায়া যেমন সূর্য্যকে আবরণ করিতে পারে না, কিন্তু সূর্য্যাংশ কিরণকে আব-রণ করে, অন্ধকার যেমন অগ্নিরাশিকে আবরণ করিতে পারে না; কিন্তু স্ফুলি-ঙ্গকে আবরণ করে, তদ্রূপ মায়া সর্ব্ব-শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করিতে পারে না, কিন্তু তদংশ জীবকে মোহিত করেন। অতএব চিদ্রূপ জীব অভিন্ন হইয়াও মায়াধীনত্বাদি হেতু শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন। যে মায়া জীবশক্তিকে মোহিত করে, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের একটি শক্তি। এতদ্ব্যতীত আরও একটি শক্তি শ্রীকৃষ্ণের আছে, তাহা স্বরূপশক্তি। এই শক্তি ত্রয় আগন্তুক নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বাভা-বিকী শক্তি। অতএব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি তিন প্রকার। ৪২॥

(২০৪ পা) "একদেশেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের যে শক্তিত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মায়াশক্তির প্রমাণ এই শ্লোক দ্বারা করিতেছেন।

দাহকতা ও প্রকাশকতাদি শক্তিবিশিষ্ট অগ্নির প্রভাবিস্তার যেমন প্রকাশকতা শক্তিরই কার্য্য, তদ্রূপ সর্ব্বশক্তিপরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির কার্য্য জগৎ। মায়াশক্তিই বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করেন। অতএব মায়াশক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি॥ ৮॥

(২০৫পা) "শক্তয় ইতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। সৃষ্ট্যাদি উৎপাদনকারিণী মায়াশক্তি যে শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী, তাহা এই শ্লোকে প্রমাণ করিতেছেন।

অগ্নির উষ্ণতা যেমন স্বাভাবিকী, মণি ও মন্ত্রাদির অচিন্ত্যশক্তি যেমন স্বাভাবিকী, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তি স্বাভাবিকী ও অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরা। ঐ শক্তি অস্বীকার করিলে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় না। দাহানুকূল-শক্তি যেমন অন্য দাহপ্রতিবন্ধক-শক্তি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত তাঁদৃশী শক্তির ব্যাঘাত করিতে অন্য কেহই সমর্থ হয় না, যে হেতু তাঁহার শক্তি অপ্রতিহতা॥ ৯॥

(২০৫ পা) "কৃষ্ণের ···জীবশক্তি॥" এই ৪৩ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি প্রধানতঃ ত্রিবিধা। চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি ও জীবশক্তি।

চিচ্ছক্তি হইতে ধামপরিকরাদির, জীবশক্তি হইতে জীবসমূহের ও মায়াশক্তি হইতে জগতের প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহাই শক্তির পরিণতি অর্থাৎ অবস্থান্তর। জীবশক্তি নিজের স্বপ্রকাশভাব হইতে বিচ্যুত ও অসম্যক্ প্রকাশ স্বভাব হওয়াতেই, জীবশক্তিকে স্বপ্রকাশস্বভাবা অন্তরঙ্গাশক্তি ও অপ্রকাশস্বভাবা বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্ত্তিনী তটস্থাশক্তি বলা হয়। ঐ শক্তিত্রয়ই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত হেতু ভক্তপর্য্যায়॥ ৪৩॥

(২০৬ পা) "বিষ্ণুশক্তিরিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ৪৯ পৃষ্ঠায় দেখুন। "কৃষ্ণের" ইতি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক তিনটি॥ ১০—১২॥

(২০৬পা) "অপরেয়মিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৮৮ পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থব্যাখ্যায় ২৬০ পৃষ্ঠায় দেখুন। জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। অতএব আমি কে, এই প্রশ্নের উত্তর হইল। আমি জীবশক্তিই, শরীরাদি আমি নহি॥ ১৩॥

(২০৬ পা) "কৃষ্ণভুলি······ডুবায়॥" এই ৪৪ পয়ারের ভাবার্থ। আমি চিদ্রূপা জীবশক্তি, আমাকে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তাপিত করে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, "কৃষ্ণভুলি" ইত্যাদি।

জীব স্বরূপতঃ জ্ঞানাদিসমন্বিত হইলেও, নিজের অণুত্ব ও বহিশ্চরত্ব হেতু, আশ্রয়তত্ত্ব বিভুর জ্ঞানাভাব-প্রযুক্ত অনাদিকাল হইতে পরতত্ত্ব বিমুখ। এই পরতত্ত্ব বৈমুখ্যই জীবের ছিদ্র। এই দ্বারাই মায়া তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। মায়ার প্রবেশে জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়া যায়। ইহাতে জীবের কৃষ্ণ-বিস্মৃতি ঘটে। তাহাতেই মায়া জীবকে প্রকৃতিগুণ দ্বারা বন্ধন করিয়া বিবিধ সংসার দুঃখ দেয়। যেমন মহারাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত রাজ্যের রাজার নিয়ম সেই রাজ্যে প্রচলিত থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্ববৈমুখ্যরাজ্যের রাজ্ঞী মায়াশক্তি; শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ জীবগণ ঐ রাজ্যের প্রজা। মায়া তাদৃশ জীবগণকে নিজের অধীনস্থ জানিয়া বহু দুঃখ দেন। কিরূপে বহু দুঃখ দেন,

দৃষ্টান্তের সহিত তাহা বলিতেছেন, "কভু স্বর্গে" ইত্যাদি। রাজা যেমন দণ্ড্য (দণ্ডযোগ্য) ব্যক্তিকে জল মধ্যে চুবায় অর্থাৎ নিমগ্ন ও উত্তোলন করে; অধিকক্ষণ চুবাইয়া রাখিলে হয়ত প্রাণ নষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে যাতনা দেওয়া হয় না। অতএব বার বার যাতনা দিবার জন্য এক একবার উঠায়,—তদ্রূপ মায়া জীবকে নরক যাতনা প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াও মধ্যে মধ্যে এক একবার স্বর্গাদি-সুখ দিয়া আবার সংসার যাতনা প্রদান করতঃ নরকে নিপাতিত করেন। তত্ত্বদৃষ্টিতে স্বর্গ ও নরক এক বস্তু, যেহেতু উভয়স্থানেই জীব স্বাধীন নন ॥ ৪৪ ॥

(২০৬ পা) 'ভয়মিতি।' শ্লোকের তাৎপর্য্য। 'কৃষ্ণভুলি' ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক।

সংসারচক্রে ভ্রমণকারী জীব স্বভাবতঃ ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়াই মায়ার অধীন হইয়াছে। ঈশ্বরবিমুখ জীবকে মায়া আবরণ করিয়া থাকে। মায়ার আবরণে জীবের ঈশ্বরবিস্মৃতি হয়। তাহাতে জীবের স্বরূপজ্ঞানও অন্তর্হিত হয়। আত্মস্বরূপের জ্ঞান অন্তর্হিত হইলে বিপর্য্যয় ঘটে। বিপর্য্যয় বলিতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ; এই ত্রিবিধ দেহে পর পর আত্মার অভিমান ও পরে তাহাতে অভিনিবেশ। সত্ত্বগুণপ্রধান কারণশরীরে আত্মার জ্ঞানশক্তির প্রকাশদর্শনে উহাতে অভিনিবেশ জন্মিলেই জীবের কারণশরীর দ্বারা বন্ধন হয়। রজোগুণপ্রধান সূক্ষ্মশরীরে আত্মার ইচ্ছাশক্তির প্রকাশদর্শনে উহাতে অভিনিবেশ জন্মিলেই জীবের সূক্ষ্মশরীর দ্বারা বন্ধন হয়। তমোগুণ প্রধান স্থূলশরীরে আত্মার ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ-দর্শনে উহাতে অভিনিবেশ জন্মিলেই জীবের স্থূলশরীর দ্বারা বন্ধন হয়। উক্ত বন্ধনই জীবের তাপত্রয়ের কারণ। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি দেহ-বন্ধনের ভয় হইতে মুক্তিলাভের জন্য গুরুতে, দেবতা ও প্রিয়তাবুদ্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন ॥১৪॥

(২০৬ পা) "শাস্ত্র……ছাড়য় ॥" এই ৪৫ পয়ারের ভাবার্থ। "কৈছে হিত হয়" প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, "শাস্ত্র" ইতি।

আত্মবিষয়ক অজ্ঞানবিশিষ্ট জীব-সমাজে "আত্মা আছেন ও আত্মা নাই" এরূপ বিভিন্ন মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে। উক্ত বিভিন্ন মতবাদের খণ্ডনজন্য জীবগণ পরস্পর ঘোরতর বিবাদ করে। উহা নিষ্ফল হইলেও সহসা নিবৃত্ত হয় না। এই হেতু পরমকারুণিক সাধু ও শাস্ত্র সকল তাহাদিগকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করেন। তাহাতে জীবগণ প্রথমতঃ ইহাই জ্ঞাত হন যে, তাঁহারা চিন্ময় বস্তু এবং পরিদৃশ্যমান বাহ্যজগৎ জড়বস্তু। পরে তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারেন যে, যে ব্রহ্মাণ্ডে বা দেহে অবস্থিত হইয়া বা যাহার সাহায্যে তাঁহারা জানিতেছেন বা ইচ্ছা করিতেছেন বা ক্রিয়া করিতেছেন, উহা তাঁহাদের আয়ত্তাধীন নহে, পরন্তু কোন এক অচিন্ত্য শক্তিশালী পুরুষের শক্তি দ্বারা নিয়মিত। এইরূপে যখন শ্রীকৃষ্ণের পরমাশ্রয়ত্ব অবধারিত হয়, তখনই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন। যদি সৌভাগ্য-ক্রমে জীব একবার কৃষ্ণোন্মুখ হন, তবে তিনি নিস্তার পান ও মায়া তাঁহাকে ত্যাগ করেন ॥ ৪৫ ॥

(২০৬ পা) "দৈবীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "সেই জীব নিস্তরে" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১৫ ॥

(২০৬ পা) 'মায়ামুগ্ধ………হয় জ্ঞান ॥" এই ৪৬ পয়ারের ভাবার্থ। মায়ামুগ্ধ জীবের আপনা হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না; তজ্জন্যই শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি করুণা করিয়া বেদ ও পুরাণশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া-

ছেন। তিনি শাস্ত্ররূপে, গুরুরূপে ও অন্তর্যামিরূপে নিজেকে জানান। অতএব শাস্ত্র ও গুরু হইতেই জীবের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়। তাহাতেই জীব শ্রীকৃষ্ণকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিদিত হন ॥ ৪৬ ॥

(২০৬ পা) "বেদশাস্ত্র···আস্বাদন।" এই ৪৭ ও ৪৮ পয়ারের ভাবার্থ। বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটি বিষয় উক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে গ্রন্থপ্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্যবস্তু ও তদ্বিষয়ক ভজনই তাঁহার প্রাপক। এই হেতু, শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তির প্রাপ্যপ্রাপকতালক্ষণ সম্বন্ধ। ঐ ভক্তি আবার সাধ্য ও সাধন ভেদে দ্বিবিধ। শ্রবণাদি সাধনভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ সাধন নহে। সাধ্যভক্তিরূপ প্রেমের পরম্পরায় কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন হয়েন। এইজন্যই শ্রবণাদি সাধনভক্তিকে অভিধেয় ও প্রেমরূপ সাধ্যভক্তিকে প্রয়োজন বা পুরুষার্থ বলে। প্রেম মহাধন, পুরুষার্থের শিরোমণি। প্রেমদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যসেবা হইতে উত্থিত আনন্দের লাভ হয়। প্রেমের দুইটি কার্য্য। মধুর শ্রীকৃষ্ণের করানই প্রেমের প্রথম কার্য্য এবং সেবা করাইয়া শ্রীকৃষ্ণরস আস্বাদন করানই প্রেমের দ্বিতীয় কার্য্য। প্রেমের উক্ত কার্য্যদ্বয় সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অনুভবের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ-রস আস্বাদন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দলাভের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের সেবা ॥ ৪৭। ৪৮ ॥

(২০৭ পা) "ইহাতে···তারে ভক্তি॥" এই ৪৯ হইতে ৫৩ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। মায়ামুগ্ধ জীবের যেরূপে তাপাদি নষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন, "ইহাতে দৃষ্টান্ত" ইত্যাদি।

একদা এক দরিদ্রের গৃহে একজন সর্ব্বজ্ঞ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এত দুঃখী কেন? তোমার এরূপ দুঃখভোগ করা উচিত হয় না। তোমার পিতা তোমার জন্য প্রচুর ধন রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ঐ ধন তোমার গৃহমধ্যে প্রোথিত আছে। সর্ব্বজ্ঞের এরূপ বাক্যে দরিদ্র যেমন অজ্ঞাত ধনের উদ্দেশ (অনুসন্ধান) করে; ঐছে, এইরূপ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ যেমন গুপ্তধনের সন্ধান বলিয়া দেয়; তদ্রূপ বেদপুরাণাদি জীবের গুপ্তধন বা আরাধ্যতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ করেন। ধনে যেমন সর্ব্বজ্ঞবাক্য তাৎপর্য্যের অনুবন্ধ (সম্বন্ধ), তদ্রূপ সকল শাস্ত্রই কৃষ্ণের সম্বন্ধ উপদেশ করেন। দরিদ্র যেমন সর্ব্বজ্ঞবাক্যে বাপের ধন আছে, এই মাত্র জানিল; জ্ঞানে নাহি পায় অর্থাৎ কোথা আছে, কিরূপে পাওয়া যায়, তাহা জানিতে পারে না; তৎপ্রাপ্তির উপায় সর্ব্বজ্ঞ বলেন, তদ্রূপ শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশে পরোক্ষ জ্ঞান হয়, কিন্তু উহা সাধন ব্যতীত হয় না; যখন কৃষ্ণপ্রাপ্তির অভিলাষ হয়, তখন গুরু সাধনের উপদেশ দেন। সর্ব্বজ্ঞ দরিদ্রকে ধনপ্রাপ্তির উপায় বলিতেছেন, "এইস্থানে" ইত্যাদি। দক্ষিণদিক্ খনন করিলে, ধন পাইবে না, অনেক ভীমরুল ও বোল্‌তা উঠিবে। পশ্চিমদিক্ খনন করিলে, ধন পাইবে না; কারণ ঐ দিকে এক যক্ষ আছে, সে ধন প্রাপ্তির বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। উত্তরদিকেও ধন পাইবে না, কারণ ঐ দিকে এক বৃহৎ সর্প আছে, সে তোমাকে গ্রাস করিবে। পূর্ব্বদিক্ খনন করিলেই ধন পাইবে।

সর্ব্বজ্ঞের বাক্যানুসারে দরিদ্র যেমন পিতৃধন পাইয়া দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রবাক্যানুসারে কার্য্য করিয়া মায়ামুগ্ধ জীব সংসারদুঃখ হইতে মুক্ত হয়। শাস্ত্রোপদেশ যথা,—"এইস্থানে ধন যদি" ইত্যাদি। কর্ম্মমার্গই সংসারের দক্ষিণ:

দিক। কর্ম্মমার্গকে প্রথমতঃ সংসারদুঃখনিবারণের উপায় বলিয়াই বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম দ্বারা সংসার দুঃখ নষ্ট হয় না। কর্ম্ম সকাম। উহার ফল অবশ্যম্ভাবী। নিষিদ্ধকর্ম্মের ফল নরকাদি দুঃখ। বিহিতকর্ম্মের ফল স্বর্গাদি সুখ। ঐ সুখ চিরস্থায়ী নহে, উহারও নাশ আছে। অতএব বিহিতকর্ম্ম দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অসম্ভব। নিত্যকর্ম্মও ফলরহিত নহে। নিত্যকর্ম্মও চিত্তশুদ্ধি ও প্রত্যবায়পরিহারের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। অতএব নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে দুঃখ অপরিহার্য্য। কর্ম্মের ফলসকল ভীমরুল ও বোল্‌তার ন্যায় উত্থিত হইয়া কর্ম্মিকে দুঃখ প্রদান করে। জ্ঞানমার্গই সংসারের উত্তর দিক্‌। ঐ জ্ঞানমার্গ ফলকামনারহিত হইলেও, ঐ মার্গে সাযুজ্য বা নির্ব্বাণরূপ অজগরের বাস। জ্ঞানী সিদ্ধ হইলেই, ঐ অজগর তাহাকে গ্রাস করে। অজগর কর্ত্তৃক গ্রস্ত জীব নিজের সত্তা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলেন। অতএব সাধনকালে তিনি সমাধিতে যে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন, তাহাও তাঁহার সিদ্ধিকালে থাকে না। অষ্টাঙ্গযোগই পশ্চিমমার্গ। ঐ পথে সিদ্ধিরূপ এক যক্ষ বাস করে। সে ধারণার সময়েই উত্থিত হইয়া সাধককে অভিভূত করিয়া ফেলে, আর অগ্রসর হইতে দেয় না। অতএব ঐ সিদ্ধিরূপ যক্ষের উপদ্রবে যোগসাধক ব্রহ্মানন্দলাভে বঞ্চিত হয়। এই সকল কারণে কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বমার্গরূপ ভক্তির আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। কর্ম্মের ফল ভুক্তি, জ্ঞানের ফল মুক্তি ও যোগের ফল সিদ্ধি প্রভৃতি কোন কামনাই ভক্ত করেন না। ভক্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভক্তিরই বশ। তথাহি শ্রুতি,

বিজ্ঞানঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।"

বিজ্ঞানরূপা ও আনন্দরূপা শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি একমাত্র ভক্তিযোগ দ্বারাই দর্শনীয়া ॥৪৯—৫৩॥

(২০৭ পা) "ন সাধয়তীতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদির ১৩৫পৃষ্ঠায় দেখুন। 'ঐছে শাস্ত্র' পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥১৬॥

(২০৭) "ভক্ত্যাহমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্যশ্লোকার্থেপ্রকাশ আছে। "ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥১৭॥

(২০৭ পা) "অতএব……প্রয়োজন হয় ॥" এই ৫৪ ও ৫৫ পয়ারের ভাবার্থ। ভক্তিই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া বেদে ভক্তিকেই অভিধেয় অর্থাৎ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন ধনের লাভে সুখভোগরূপ ফলের লাভ ও তাহার সঙ্গেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়; তদ্রূপ ভক্তির লাভে প্রেমরূপ ফলের লাভ ও তল্লাভে কৃষ্ণরস আস্বাদনের সহিত সংসারদুঃখের নিবৃত্তি হয়। প্রেমসুখই ভক্তির মুখ্য ফল এবং দুঃখনিবৃত্তি আনুসঙ্গিক ফল। অতএব দুঃখনিবৃত্তি জীবের প্রয়োজন নহে, প্রেমই প্রয়োজন ॥৫৪,৫৫॥

(২০৭ পা) "বেদশাস্ত্রে…………. মায়াবদ্ধ।" এই ৫৬ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণই বেদশাস্ত্রের সম্বন্ধ (প্রতিপাদ্যবিষয়) কর্ত্তব্য শ্রবণাদি সাধনভক্তি অভিধেয় (বক্তব্যবিষয়) প্রেমই প্রয়োজন (পুরুষার্থ)। শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রাপ্তির গৌণ সাধন শ্রবণাদিভক্তি এবং মুখ্যসাধন প্রেমই, বেদাদিশাস্ত্রের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। ঐ তিনের জ্ঞান হইলে মায়ার বন্ধন আপনা হইতেই ছিন্ন হইয়া যায় ॥৫৬॥

(২০৭ পা) "ব্যামোহায়েতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "বেদাদি সকল" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥১৮॥

(২০৮ পা) "গৌণ……কৃষ্ণকে॥" এই ৫৭ পয়ারের ভাঁবার্থ। বেদশব্দ সকল গৌণবৃত্তি ও মুখ্যবৃত্তি দ্বারা এবং বেদবাক্য সকল অন্বয় ও ব্যতিরেক-সম্বন্ধ দ্বারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ করেন। অন্বয় সম্বন্ধকে বুঝাইবার জন্য ব্যতিরেকসম্বন্ধের প্রয়োজন। যাঁহার সত্তায় জগতের সত্তা, তাহা অন্বয়। যাঁহার অসত্তায় জগতের অসত্তা, তাহা ব্যতিরেক। বেদের সমস্ত প্রতিজ্ঞাই শ্রীকৃষ্ণপর। মহাপ্রভু সম্বন্ধতত্ব নির্দ্দেশ করিতেছেন ॥৫৭॥

(২০৮ পা) "কিং বিধত্ত ইতি।" শ্লোক কয়টির তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। বেদের প্রতিজ্ঞা সকল যে শ্রীকৃষ্ণপর, তাহা ভগবদুক্ত শ্লোক দুইটি দ্বারা প্রতিপালন করিতেছেন। "গৌণ মুখ্য" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোকদ্বয় ॥১৯।২০॥

(২০৮ পা)"কৃষ্ণের……সর্ব্বাশ্রয়॥" এই ৫৮ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত (কালিক পরিচ্ছেদশূন্য) বিভু (দৈশিকপরিচ্ছেদ শূন্য) বা নিত্য এবং পূর্ণ। তাঁহার বৈভবও অনন্ত। সৎ, চিৎ ও আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। শক্তি ও শক্তিকার্য্যসকলই তাঁহার বৈভব। তাঁহার শক্তি প্রধানতঃ তিনটি চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। শ্রীকৃষ্ণের শক্তির কার্য্য বলিতেছেন, "বৈকুণ্ঠে" ইতি। বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ড সকল শ্রীকৃষ্ণের শক্তিকার্য্য। তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠ তাঁহার স্বরূপশক্তির কার্য্য এবং ব্রহ্মাণ্ড সকল তাঁহার জীবশক্তি ও মায়া-শক্তির কার্য্য। স্বরূপ, শক্তি ও শক্তিকার্য্য এই তিনের তিনিই একমাত্র আশ্রয় ॥৫৮॥

(২০৮ পা) "দশমে দশমমিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদির ২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

দশমস্কন্ধে চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি-রূপ ভক্তগণের আশ্রয়স্বরূপ মূর্ত্তিধারী পরমানন্দ-ময় যদুকুলসাগরে ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। "স্বরূপ শক্তি" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২১ ॥

(২০৮ পা) "কৃষ্ণের……সর্ব্বেশ্বর॥" এই ৬০ পয়ারের ভাবার্থ। স্বরূপ, শক্তি ও শক্তিকার্য্যের শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আশ্রয় ইহা নির্দ্দেশ করতঃ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বিচার করিতেছেন, "কৃষ্ণের" ইত্যাদি। যিনি ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই অদ্বয়জ্ঞান তত্ব। তিনি সকলের আদি, সকলের অংশী। তিনি কিশোরশেখর। তিনি চিদানন্দ বিগ্রহ, সকলের আশ্রয় ও সকলের ঈশ্বর (নিয়ন্তা) ॥৬০॥

(২০৮ পা) "ঈশ্বরঃ পরম ইতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদির ২৫ পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থ ব্যাখ্যায় ৭১ পৃষ্ঠায় দেখুন। "অদ্বয়জ্ঞানতত্ব" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২২ ॥

(২০৮ পা) "স্বয়ং……নিত্যধাম॥" এই ৬১ পয়ারের ভাবার্থ সরল। পরনাম অপর নাম ॥৬১॥

(২০৯ পা) "এতে চাংশকলাইতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির২২পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থব্যাখ্যায় ৫৭ পৃষ্ঠায় দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ তৎ-প্রমাণ এই শ্লোক।

সূত গোসাই, যে সকল অবতারের নাম পূর্ব্বে বলিলেন, ও পরেও যে সকল অবতারের নাম বলি-বেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষের অংশ, কেহ বা পুরুষের কলা; কিন্তু বিংশতিতম অবতারে যাঁহার নামোল্লেখ হইল, সেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, পুরুষের অংশ বা কলা নহেন,পরন্তু অংশী। নারায়ণও ভগবান্, অতএব পুরুষের অংশী, ইহা সত্য, কিন্তু নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ নহেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ নারায়ণের ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা হইতে সিদ্ধ বলিয়া গৌণ এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা স্বয়ং সিদ্ধ বলিয়া মুখ্য জানিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

(২০৯ পা) 'জ্ঞান······প্রকাশে ॥' এই ৬২ পয়ারের ভাবার্থ। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানির সম্বন্ধে জীব হইতে অতিরিক্ত-বিশেষণ-প্রকাশরহিত শুদ্ধ-বিশেষ্যরূপব্রহ্মস্বরূপে, যোগির সম্বন্ধে অন্তর্যামিত্বাদি-মায়িক-প্রকাশযুক্ত-পরমাত্মস্বরূপে ও ভক্তের সম্বন্ধে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতশ্রীভগবদ্রূপে প্রকাশ পান ॥ ৬২ ॥

(২০৯পা)"বদন্তি তদিতি।"শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ১৮ পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থব্যাখ্যায়৩৫পৃষ্ঠায়দেখুন। 'জ্ঞান যোগ' পয়ারপ্রমাণএইশ্লোক ॥২৪॥

(২০৯ পা) "ব্রহ্ম·········ভাসে ॥" এই ৬৩ পয়ারের ভাবার্থ। ব্রহ্ম কি, তাহা বলিতেছেন, "ব্রহ্ম" ইতি। নির্ব্বি-শেষ প্রকাশরূপ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তি। সূর্য্য যেমন লোকদৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময়রূপেই দৃষ্ট হন, মূর্ত্তরূপে হন না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও জ্ঞানির জ্ঞানে জ্যোতিরূপেই দৃষ্ট হন, মূর্ত্তরূপে দৃষ্ট হন না ॥ ৬৩ ॥

(২০৯ পা) 'যস্য প্রভেতি।' শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ১৮ পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থব্যাখ্যার ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন। "ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২৫ ॥

(২০৯ পা) 'পরমাত্মা...অবতংস ॥' এই ৬৪ পয়ারের ভাবার্থ। পরমাত্মা কি, তাহা বলিতেছেন, "পরমাত্মা" ইতি। যিনি পরমাত্মা, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারও আত্মা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৬৪ ॥

(২০৯ পা) 'কৃষ্ণমেনমিতি।' শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "আত্মার আত্মা" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২৬ ॥

(২০৯ পা) 'অথৈবেতি।' শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ১৯ পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থব্যাখার ৪৩পৃষ্ঠায় দেখুন। "পরমাত্মা যেহো" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২৭ ॥

(২০৯ পা) 'ভক্ত্যে······বিস্ময় না হয় ॥" এই ৬৫ হইতে ৬৭ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরি-পূর্ণ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত স্বরূপের অনুভব হয়। শ্রীকৃষ্ণের একই মূর্ত্তি অনন্তরূপে প্রকাশ পায়। ঐ অনন্তরূপ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত। যথা, স্বয়ংরূপ

তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ। স্বয়ংরূপ আবার স্বয়ং ও প্রকাশ এই দুইরূপে স্ফূর্ত্তি হয়।

যে রূপ স্বতঃসিদ্ধ, তাহাই স্বয়ংরূপ। ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন গোপমূর্ত্তিধারী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণরূপই স্বয়ংরূপ। ঐ স্বয়ংরূপ যদি যুগপৎ অনেকস্থানে প্রকট হইয়াও বহুত্ববোধ উৎপাদন না করিয়া একত্ব বোধ করায়, তবে তাঁহাকে প্রকাশ বলে। প্রকাশ স্বয়ংরূপ হইতে পৃথক্ নহে, স্বয়ংরূপই। ঐ প্রকাশ কোনরূপ ভেদের মধ্যে গণ্য হয় না। ঐ প্রকাশ আবার মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। মুখ্যপ্রকাশকে মুখ্য এবং গৌণপ্রকাশকে বিলাস বলে। মুখ্যপ্রকাশ আবার বৈভব ও প্রাভব ভেদে দ্বিবিধরূপে প্রকাশ পায়। যে প্রকাশে আকৃত্যাদির অভেদ হেতু স্বয়ংরূপের সহিত—বর্ণমাত্র ভেদ হইলেও—ঐক্যত্ব বোধ করায়, তাহাকে মুখ্যপ্রকাশের বৈভব প্রকাশ বলে। এই হেতু দেবকী-নন্দনকে বৈভব প্রকাশ বলা উচিত। যে প্রকাশে আকৃত্যাদির ভেদ হেতু স্বয়ংরূপ হইতে ভিন্ন বোধ করাইয়া স্বভাবগত অভেদ ভাব উৎপন্ন করে তাহাকে প্রাভব প্রকাশ বলে। মুখ্যপ্রকাশ কি, তাহা বলিতেছেন, "এক বপু" ইত্যাদি। রাসে ও মহিষী-বিবাহে যে বহুমূর্ত্তির প্রকাশ হয়, তাহা মুখ্য বা বৈভবময় প্রকাশ। "প্রাভব প্রকাশ এই শাস্ত্র-পরসিদ্ধ" এইস্থানে "বৈভবপ্রকাশ এই শাস্ত্র-পরসিদ্ধ" এই পাঠ হইবে। লিপিকর প্রমাদে বৈভব স্থানে প্রাভব শব্দ হইয়াছে। মুখ্যপ্রকাশকে বৈভব প্রকাশ বলিবার কারণ, মুখ্য প্রকাশে বিস্ময়ের প্রাধান্য থাকায় উহাকে বৈভবপ্রকাশ বলিয়াছেন। শ্রীভাগবতে ১০স্ক ৬৯অ ২য় শ্লোকে শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন,

"[illegible] বিস্ময়মেব প্রাধান্যেন দর্শয়ং [illegible] তাদৃশ-[illegible] বৈভব দর্শনার্থ [illegible]।"

শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়জনক-প্রধান মুখ্য প্রকাশের তাদৃশ বৈভব-দর্শন জন্য নারদ দ্বারকায় আগমন করেন। অতএব বিস্ময়জনকতা হেতু উহা বৈভব। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকাশকে কায়ব্যূহ বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকাশ সৌভরি প্রভৃতি ঋষিগণের ন্যায় কায়ব্যূহ হইলে, তদ্দর্শনে কায়ব্যূহনির্ম্মাণ-কুশল নারদাদি ঋষিগণের বিস্ময় উৎপন্ন হইত না। শ্রীকৃষ্ণের প্রাভবপ্রকাশ ও বিলাসমূর্ত্তিসকল দর্শন করিয়া নারদাদির বিস্ময় জন্মিতে দেখা যায় না ॥ ৬৫—৬৭ ॥

(২০৯ পা) "চিত্রমিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ১৩পৃষ্ঠায় দেখুন। বৈভবময় মুখ্যপ্রকাশ পর প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২৮ ॥

(২০৯পা) "সেই বপু...নামবিভেদ ॥" এই ৬৮ পয়ারের ভাবার্থ। সেই বপু, প্রকাশিতদেহ। পৃথক, অন্যবিধআকারে। ভাসে, প্রকাশ পায়।

যে প্রকাশে প্রকাশিত দেহ ও আকার ভিন্ন-রূপে প্রকাশ পায় এবং অভিমান ও বেশের ভেদ হয়, তাহার নাম প্রাভব। "নাম বৈভব" স্থানে "নাম প্রাভব" পাঠ হইবে, লিপিকর প্রমাদে ঐরূপ ঘটিয়াছে। যদি বল, দেহ, আকার, অভিমান ও বেশ যদি স্বয়ংরূপ হইতে ভিন্ন হইল, তবে, তাহাকে প্রাভব প্রকাশ কিরূপে বলিতেছ ? প্রকাশের যে লক্ষণ করিয়াছ, তাহার অব্যাপ্তি হইয়াছে এবং মূর্ত্তিরও ভেদ হইয়াছে, তদুত্তরে বলিতেছেন, "অনন্ত" ইতি। শ্রীকৃষ্ণ অনন্তরূপে প্রকাশ পাইলেও, তাঁহার মূর্ত্তিভেদ স্বীকৃত হয় না। তাঁহার একমূর্ত্তিতে অনন্তমূর্ত্তির প্রকাশই স্বীকৃত হয়। তিনি অনন্তপ্রকাশে অনন্তমূর্ত্তি হন না, তাঁহার একমূর্ত্তিই অনন্তমূর্ত্তিতে দৃষ্ট হয়। তাঁহার এক মূর্ত্তির বিবিধ আকার, বিবিধ বর্ণ, বিবিধ অস্ত্র বিবিধ বেশ, [illegible] ॥ ৬৮ ॥

(২০৯ পা) "অন্যে চেতি" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "অনন্ত প্রকাশে" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥২৯॥

(২১০ পা) "বৈভব প্রকাশ…ক্ষত্রিয় জ্ঞান ॥" এই ৬৯ ও ৭০ পয়ারের ভাবার্থ। কোন্ কোন্ মূর্ত্তি বৈভব ও প্রাভব প্রকাশ তাহা বলিতেছেন, "বৈভব" ইত্যাদি। ব্রজে শ্রীবলরাম কৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ। শ্রীবলরামের বর্ণমাত্র ভিন্ন হইলেও আকারাদি সকলই শ্রীকৃষ্ণের সমান। অতএব বর্ণ-ভেদ হইলেও স্বয়ংরূপের সহিত আকৃত্যাদির অভেদ হেতু, উহা বৈভব প্রকাশ হইতেছে। দেবকীনন্দন কখন চতুর্ভুজ ও কখন দ্বিভুজ হন, তন্মধ্যে দ্বিভুজ মূর্ত্তিটিই বৈভব প্রকাশ। চতুর্ভুজ মূর্ত্তিটি প্রাভব প্রকাশ। "প্রাভববিলাস অর্থাৎ প্রাভবপ্রকাশ। বৈভবপ্রকাশে ভাবভেদ না থাকায়, উহা স্বয়ংরূপ মধ্যে পরিগণিত হয়। অতএব স্বয়ংরূপে গোপবেশ ও গোপাভিমান হইয়া থাকে। এই হেতু ব্রজস্থ বলরামের বর্ণভেদ হইলেও গোপবেশ এবং গোপাভিমান থাকায়, ইনি বৈভব প্রকাশ। প্রাভবে বেশ ও ভাবের ভেদ আছে, তজ্জন্য চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণের ক্ষত্রিয়বেশে ক্ষত্রিয়াদি অভিমান হয়। অতএব উহা প্রাভব। ৬৯। ৭০ ॥

(২১০ পা) "সৌন্দর্য্য…দরশনে ॥" এই ৭১ ও ৭২ পয়ারের ভাবার্থ।

"প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃথক্।" অর্থাৎ প্রকাশ স্বয়ংরূপ হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া এখানে স্বয়ংরূপ শব্দে প্রকাশ এবং উপলক্ষণ দ্বারা বৈভব প্রকাশ বুঝিতে হইবে।

বৈভবপ্রকাশে গোপবেশে ও গোপাভিমান হয়। প্রাভবপ্রকাশে ক্ষত্রিয়বেশ ও ক্ষত্রিয়াভিমান হয়। ইহাই বৈভব ও প্রাভবপ্রকাশের পার্থক্য। স্বয়ংরূপে যাদৃশ সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধ প্রকাশ পায়, প্রাভবপ্রকাশে তাদৃশ সৌন্দর্য্যাদি প্রকাশ পায় না।

রুক্মিণী সান্ত্বনাদিস্থলে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজপ্রকট হইলেও, সে সময়ে, "আমি কৃষ্ণ" এই অভিমান থাকে, কিন্তু পরব্যোমনাথ বা বাসুদেবাদি বলিয়া অভিমান হয় না, সুতরাং তাদৃশ চতুর্ভুজও সেই দ্বিভুজের প্রকাশ, কিন্তু স্বয়ংরূপের প্রাভবপ্রকাশ। স্বয়ংরূপ ও বৈভবপ্রকাশের সৌন্দর্য্যাদিদর্শনে প্রাভবপ্রকাশেরও ক্ষোভ জন্মে। তাহার উদাহরণ দিতেছেন, "মথুরাতে যৈছে" ইতি ॥৭১।৭২॥

(২১০ পা) "উদ্‌গীর্ণাদ্ভুতমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। স্বয়ংরূপের সৌন্দর্য্যাদি দর্শনে প্রাভব প্রকাশের যে, ক্ষোভ হয়, তাহা এই শ্লোকে প্রমাণ করিলেন। "মথুরাতে" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৩০ ॥

(২১০ পা) "অপরিকলিতপূর্ব্ব" ইতি। শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৪৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ-চিত্র অবলোকনে অর্থাৎ প্রতিবিম্ব দর্শনে যে ক্ষুভিত হন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক।৩০॥

(২১০ পা) "সেই বপু…চারি জন॥" এই ৭৪ হইতে ৭৬ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। "সেই বহু" ইতি। যে রূপ স্বয়ংরূপের সহিত অভেদে বিরাজিত হইয়াও আকৃত্যাদি দ্বারা অন্যের ন্যায় প্রকাশ পায়, তাঁহাকে তদেকাত্মরূপ বলে। পূর্ব্বে স্বয়ংরূপ বলিয়া তদেকাত্মরূপ বলিতেছেন

ইহাকে কায়ব্যূহ বলাও যায়। তদেকাত্মরূপ আবার বিলাস ও স্বাংশ ভেদে দ্বিবিধ। যে রূপ লীলাবিশেষসম্পাদনার্থ ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইয়াও শক্তিতে প্রায়ই মূলরূপের তুল্য হয়,তিনি বিলাস। বিলাস ও স্বাংশের ভেদে, বিলাস ও স্বাংশের প্রকার স্বীকার করিলে। মুখ্য প্রকাশে যেমন বৈভব ও প্রাভবের ভেদ বলা হইয়াছে তদ্রূপ বিলাসেও বৈভব ও প্রাভব দ্বিবিধ স্বীকৃত হয়।

যে বিলাসে অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তি প্রকটিত হয়, তাহাকে বৈভব প্রকাশ বলে। যে বিলাসে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি প্রকটিত হয়, তাহাকে প্রাভব প্রকাশ বলে। বিলাসের আবার বিলাস স্বীকার করিলে অনন্ত প্রকার ভেদ হয়। বিলাসের বৈভব কি, তাহা বলিতেছেন, "প্রাভব" ইতি। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিজন মুখ্য অর্থাৎ প্রথম কায়ব্যূহ বা বিলাসের বৈভবপ্রকাশ। "প্রভাববিলাস" স্থানে "বৈভব-বিলাস" পাঠ হইবে॥ ৭৪-৭৬॥

(২১০ পা) 'ব্রজে ... ...ভেদে ভাসে॥' এই ৭৭ পয়ারের ভাবার্থ।

যদি বল, ব্রজের বলরাম যদি বিলাস না হইয়া বৈভবপ্রকাশ হয়, তবে মথুরার বলরাম কোন প্রকাশ? তদুত্তরে, বলিতেছেন, "ব্রজে" ইতি। রামের (বলরামের) ব্রজে গোপভাব এবং পুরে (দ্বারকা ও মথুরায়) ক্ষত্রিয়ভাব। সেই ক্ষত্রিয়ভাবে বলরামের বর্ণ ও বেশাদির ভেদ থাকায় মথুরার বলরাম বিলাস, কিন্তু ব্রজে বলরামের বর্ণ-ভেদ ব্যতীত অন্য কোন বেশাদির ভেদ না থাকায়, ঐ মূর্ত্তি বৈভবপ্রকাশ। অতএব বলরাম এক মূর্ত্তিতেই গোপ ও ক্ষত্রিয়াদিভাবে প্রকাশ পান বলিয়া, ব্রজে বলরাম বৈভবপ্রকাশ, মথুরায় বিলাস এবং দ্বারকায় বৈভববিলাস। "প্রাভব-বিলাস" স্থানে "বৈভববিলাস" পাঠ হইবে। শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মথুরায় বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ (বলরাম); বৈভববিলাস দ্বারকায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ॥ ৭৭॥

(২১১ পা) "আদিচতুর্ব্যূহ......... নারায়ণরূপে॥ এই ৭৮ ও ৭৯ পয়ারের ভাবার্থ। আদিচতুর্ব্যূহ, দ্বারকাস্থ প্রথম চতুর্ব্যূহ। প্রাকট্যকারণ, প্রকাশের হেতু। এই চারি, দ্বারকাস্থ চতুর্ব্যূহ। 'প্রভাববিলাস' স্থানে 'বৈভব বিলাস' পাঠ হইবে। এই চারি হৈতে, দ্বারকাস্থ চতুর্ব্যূহ হইতে। "বৈভব-বিলাস" স্থানে "প্রাভববিলাস" পাঠ হইবে। পূর্ব্বরূপে, দ্বারকায় চতুর্ব্যূহরূপে শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রকাশ পান, তদ্রূপে। শ্রীকৃষ্ণের প্রভাববিলাস বৈকুণ্ঠে নারায়ণ ও চব্বিশ মূর্ত্তি॥ ৭৮।৭৯॥

(২১১ পা) 'তাহা হইতে......... ব্রজেন্দ্রনন্দ॥' এই ৮০ ও ৮১ পয়ারের ভাবার্থ। তাহা হইতে, নারায়ণরূপ হইতে। আবরণরূপে, নারায়ণের আবরণরূপে। যার বাস, যে চতুর্ব্যূহের স্থিতি। চারিজনের, বাসুদেবাদি চারিজনের প্রত্যেকের তিন তিন মূর্ত্তি। যাহা হৈতে, যে বাসুদেবাদি চারি মূর্ত্তি হইতে কেশবাদি বিলাসগণের প্রকাশ। চক্রাদি ধারণের তারতম্য বশতঃ কেশবাদি বিলাসগণের নামও বিভিন্ন। ইঁহারা বিলাসের প্রকাশ; ইহা দেখাইতেছেন, "বাসুদেবের" ইত্যাদি। এ অন্য গোবিন্দ অর্থাৎ সঙ্কর্ষণের বিলাস যে গোবিন্দ উক্ত হইল, ইনি অন্য গোবিন্দ, ইনি নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ নহেন॥ ৮০।৮১॥

(২১১ পা) "প্রদ্যুম্নের··· ··· ······ অষ্টজন ॥" এই ৮২ হইতে ৮৪ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। মার্গশীর্ষে, অগ্রহায়ণ মাসে। রাধাদামোদর অর্থাৎ কার্ত্তিকমাসের দেবতা দামোদর হইতে নন্দনন্দন রাধাদামোদর ভিন্ন। দ্বাদশ তিলক যথা,—

ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রম, বাম কুক্ষে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম স্কন্ধে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ ও কটিতে দামোদর এই দ্বাদশ স্থানে দ্বাদশ নাম চিন্তা করিয়া তিলক করতঃ ন্যাস করিবে। তিলকরচনাবিষয়ে অঙ্গুলি-নিয়ম স্মৃতি,

"অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তা তর্জ্জনী মোক্ষসাধনী ॥"

অনামা অভীষ্টদাত্রী, মধ্যমা আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকরী, অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিসাধক এবং তর্জ্জনী মোক্ষসাধনী। যাহা নাসামূল হইতে আরম্ভ করিয়া কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অতীব সুন্দর ও মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট, সেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্রই হরিমন্দির বলিয়া কথিত হয়। নাসিকার তৃতীয় ভাগই নাসামূল শব্দে অভিহিত। ভ্রূযুগলের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ছিদ্র রচনা করিতে হয়। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণপার্শ্বে সদাশিব ও মধ্যস্থলে শ্রীহরি অধিষ্ঠিত থাকেন; সুতরাং মধ্যস্থল লেপন করিবে না। পাদ্মে উক্ত হইয়াছে,

"যচ্ছরীরং মনুষ্যানামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ ॥"

তিলকরহিত মানব দেহ দর্শন করিতে নাই, উহা শ্মশানসদৃশ। তত্তৎস্থান, আচমনে ওষ্ঠাদিস্থান। এই চারিজনের বাসুদেবাদি চারিজনের ॥ ৮২-৮৪ ॥

(২১১ পা) "বাসুদেবের··· ··· ··· বিভূতি ॥" এই ৮৫ হইতে ৮৮ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। বিলাসের প্রকাশ বলিয়া বিলাসের বিলাস বলিতেছেন, "বাসুদেবের" ইত্যাদি। এই চব্বিশ মূর্ত্তি অর্থাৎ দ্বাদশমাসের দ্বাদশ দেবতা, বাসুদেবাদির পুরুষোত্তমাদি অষ্টমূর্ত্তি এবং বাসুদেবাদি চারিজন; সাকল্যে চব্বিশ মূর্ত্তি। অস্ত্রধারণ ভেদে, অস্ত্রধারণের প্রকার ভেদে। পৃথক্ বৈকুণ্ঠ, ভগবদ্ধাম মাত্রেরই নাম বৈকুণ্ঠ। অতএব বাসুদেবাদি চারিজন ও তাহাদের বিলাসমূর্ত্তি যাহা বলা হইল অর্থাৎ এই চব্বিশজনের পরব্যোমে পৃথক্ পৃথক্ ধাম আছে। পূর্ব্বাদি ইত্যাদি অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে তিনজনের তিনলোক, অগ্নিকোণে তিনজনের তিনলোক এইরূপে পরব্যোমের অষ্টদিকে চব্বিশমূর্ত্তির পৃথক্ পৃথক্ লোক বিদ্যমান আছে। যদ্যপি ইত্যাদি যদিও পরব্যোমে সকল মূর্ত্তিরই পৃথক্ পৃথক্ লোক আছে, তথাপি তন্মধ্যে কাঁহার কাঁহারও ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সন্নিধান আছে ॥ ৮৫-৮৮ ॥

(২১১ পা) "এক কৃষ্ণলোক··· ··· শুন সনাতন ॥" এই ৮৯ হইতে ৯১ পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ।

পূর্ব্বোক্ত পরব্যোম মধ্যে নারায়ণ নিত্য বিরাজিত। কৃষ্ণলোকের বিভূতি যে শ্রীগোলকধাম, তাহা পরব্যোমের উপরে অবস্থিত। গোলক যে কৃষ্ণলোকের বিভূতি, সেই কৃষ্ণলোক কয় প্রকার, তাহা বলিতেছেন, "এক কৃষ্ণলোক" ইতি। "তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে" পূর্ব্ব পয়ারে যে বলিয়া-

ছেন, চব্বিশ মূর্ত্তির পরব্যোমে পৃথক্ পৃথক্ স্থান থাকিলেও, তন্মধ্যে কাঁহারও ব্রহ্মাণ্ডে সন্নিধান আছে। ব্রহ্মাণ্ডে কোন স্থানে কোন মূর্ত্তির সন্নিধান আছে, তাহা বলিতেছেন, "মথুরাতে কেশবের" ইত্যাদি।

মায়াপুরে হরিদ্বারে। সপ্তদ্বীপ যথা' জম্বু. প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, কুশ, শাক ও পুষ্কর। নবখণ্ড যথা, ভারত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, উত্তর-কুরু, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, হরিবর্ষ ও কিং-পুরুষবর্ষ এই নবখণ্ডে জম্বুদ্বীপ বিভক্ত। করেন বিলাস, ক্রীড়া করেন। "সর্ব্বত্র" ইতি। ক্রীড়ার জন্য ভগবানের যে সর্ব্বত্র প্রকাশ হয়; তাহার কারণ বলি-তেছেন, "ভক্তে সুখ দিতে।" ইতি। ভক্তে সুখ দেওয়া মুখ্যকারণ, ধর্ম্ম-স্থাপন ও অধর্ম্ম বিনাশ গৌণকারণ। ইহার মধ্যে, প্রকাশবিলাসাদি মূর্ত্তির মধ্যে। কারো, কোনমূর্ত্তি। অবতারে গণন, অবতার মধ্যে গণ্য হন। "অস্ত্র-ধৃতি" ইত্যাদি; সনাতন, অস্ত্রধারণের প্রকার ভেদে যে নামের ভেদ হয়, সেই চক্রাদি অস্ত্রধারণের প্রকার বলিতেছি, শ্রবণ কর। "দক্ষিণাধো" ॥ ৮৯-৯১ ॥

(২১২ পা) "দক্ষিণাধো…চক্রাদি-ধারণ ॥" এই ৯২ হইতে ৯৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। দক্ষিণাধ ইত্যাদি; প্রত্যেক মূর্ত্তির চারি অস্ত্র বলিব। তন্মধ্যে প্রথম অস্ত্র নিম্নস্থ দক্ষিণ করে, দ্বিতীয় অস্ত্র ঊর্দ্ধস্থ দক্ষিণ করে, তৃতীয় অস্ত্রঊর্দ্ধস্থ বাম করে, চতুর্থ অস্ত্র অধঃস্থ বাম করে। যেমন বাসুদেবের নিম্নস্থ দক্ষিণ করে গদা, ঊর্দ্ধস্থ দক্ষিণ করে শঙ্খ; ঊর্দ্ধস্থ বামকরে চক্র ও অধঃস্থ বামকরে পদ্ম। এইরূপ সঙ্কর্ষণাদির মূর্ত্তি-ভেদে যে প্রকার বলিব, তাহা এই নিয়মে বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ, নন্দনন্দন হইতে ভিন্ন। সিদ্ধার্থ-সংহিতায় যে চব্বিশ মূর্ত্তি বলেন, তাহা বলিয়া, হয়-শীর্ষ পঞ্চরাত্রোক্ত ষোল মূর্ত্তির উল্লেখ করিতেছেন। তার মত, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের মত ॥ ৯২—৯৫ ॥

(২১২ পা) "কেশব-ভেদে……পর-কাশে ॥" এই ৯৬ পয়ারের ভাবার্থ। কেশবভেদে ইত্যাদি; এই কেশব,মাধব ও নারায়ণাদি যে পূর্ব্বোক্ত কেশব নারা-য়ণাদি হইতে ভিন্ন তাহা অস্ত্র ধারণেই বোধ হইতেছে। নবদিশে, নবদিকে। নবমূর্ত্তি কি কি, তাহা পর শ্লোকে বলি-ছেন ॥ ৯৬ ॥

(২১২ পা) "চত্বার"ইতি। শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশআছে। বাসু-দেবাদি নয়জনই নবব্যূহ ॥ ৩২ ॥

(২১২ পা)"প্রকাশ…দিগ্‌দরশন ॥" এই ৯৭ হইতে ৯৯ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ও বিলাসের বিবরণ বলিলাম; এক্ষণে স্বাংশের ভেদ শ্রবণ-কর।

যিনি বিলাস সদৃশ হইয়াও বিলাসাপেক্ষা ন্যূনশক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকেই স্বাংশ বলা যায়। সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার সকল এবং মৎস্যাদি লীলা-বতারসকল স্বাংশের মধ্যে গণ্য হন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অবতার ছয় প্রকার। "পুরুষাবতার" ইত্যাদি। "বাল্য" ইত্যাদি, বাল্য ও পৌগণ্ড শরীরের ধর্ম্ম বলিয়া সেই সেই অবস্থাভেদে,উঁহাকে পৃথক্ অবতার বলা হয় না। শ্রীকৃষ্ণের অবতার অনন্ত; সুতরাং তাহার গণনা করা যায় না। তবে যে গণনা করি, তাহা শাখাচন্দ্রন্যায় তুল্য।

শাখাচন্দ্রন্যায় যথা, কোন ব্যক্তি কাহার নিকট "চন্দ্র কোথায়," জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলে ঐ দেখ বৃক্ষশাখার নিকট চন্দ্র, তখন সেই চন্দ্র-

র্শনকারী ব্যক্তি শাখার নিকট চন্দ্র দেখিয়া, শাখা তিক্রম করিলে দেখে চন্দ্র দূরবর্ত্তী। আপাততঃ চন্দ্রজ্ঞানের জন্য যেমন বৃক্ষশাখা দেখান হয়; তদ্রূপ প্রথমতঃ অবতার জ্ঞানের জন্য কতিপয় অবতার দেখাইলাম। প্রপঞ্চে শ্রীভগবানের অবতার আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইলেও উহা অসম্ভব নহে; কারণ, অচিন্ত্যশক্তিশালি শ্রীভগবানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। এই জন্য শ্রীভগবানের অবতার সকল সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে ধর্ম্মজনসমাজে সমাদৃত হয়। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই অবতারের উল্লেখ করেন। অতএব অবতার য কল্পনার সামগ্রী নহেন, উপেক্ষার বস্তু নহেন, উপহাসের বিষয় নহেন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। দর্শন ও বিজ্ঞান উহার পোষকতা করেন। বিশেষতঃ বিশ্বের আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ মঙ্গলই শ্রীভগবানের অবতারে প্রতিষ্ঠিত আছে। বিশ্বকার্য্যার্থ শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণই অবতার। ঐ অবতার কখন অলৌকিকরূপে অর্থাৎ পিত্রাদিকে অপেক্ষা না করিয়া এবং কখন লৌকিকরূপে অর্থাৎ পিত্রাদি হইতেই হইয়া থাকে। অংশাবতার, গুণাবতার ও আবেশাবতার ভেদে; উক্ত অবতার ত্রিবিধ। অংশাবতার আবার পুরুষাবতার, লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতার ভেদে চারি প্রকার। গুণাবতার সত্ত্বাদিগুণ ভেদে ত্রিবিধ। আবেশাবতার শ্রীভগবদাবেশ ও তচ্ছক্ত্যাবেশ ভেদে দ্বিবিধ। উক্ত অংশাবতারাদি অবতারের অধিকাংশই স্বাংশ বা আবেশ। যিনি স্বয়ংরূপ, তিনিও কখন কখন ধরাধামে অবতরণ করেন। তাঁহার অবতার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঐ স্বতন্ত্র স্বয়ংরূপের বিষয় পরে বলা হইবে। আপাততঃ দ্বারান্তর দ্বারা অবতরণই উক্ত হইতেছে॥ ৯৭—৯৯॥

(২১৩ পা) ‘অবতারা’ ইতি। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ‘অনন্তাবতার কৃষ্ণের’ পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক॥ ৩৩॥

(২১৩পা) “প্রথমে … প্রকার।” এই ১০০ পয়ারের ভাবার্থ। সৃষ্ট্যাদিজন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে পুরুষাবতার করেন। ঐ পুরুষ তিন প্রকার॥ ১০০॥

(২১৩ পা) “বিষ্ণোস্ত্রিতি।” শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৫৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। “সেইত পুরুষ” পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক॥ ৩৪॥

(২১৩পা) ‘অনন্তশক্তি … তাহার প্রকাশ॥’ এই ১০১ হইতে ১০৩ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্ট্যাদিকার্য্য কিরূপে করেন, তাহা বলিতেছেন, “অনন্তশক্তি।” ইত্যাদি। কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তিই প্রধান, এই হেতু ইচ্ছামাত্রই শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। চিত্তাধিষ্ঠাতা, চিত্তের অধিষ্ঠাতা। তিনের তিন শক্তি, কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, বাসুদেবের জ্ঞানশক্তি ও সঙ্কর্ষণের ক্রিয়াশক্তি। প্রপঞ্চরচন, সৃষ্ট্যাদি কার্য্য। প্রাকৃতাপ্রাকৃত, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড এবং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদি। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সঙ্কর্ষণ চিচ্ছক্তি দ্বারা গোকুল ও বৈকুণ্ঠ সৃজন করেন। যদিও গোকুল ও বৈকুণ্ঠ সৃষ্টির অযোগ্য, যে হেতু চিচ্ছক্তিই বৈকুণ্ঠাদিরূপে অনাদিকাল হইতে বিলাস পাইতেছেন। অতএব নিত্য, তথাপি সঙ্কর্ষণের ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ হয়॥ ১০১—১০৩॥

(২১৩ পা) “সহস্রপত্রমিতি।” শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মূলসঙ্কর্ষণ চিচ্ছক্তি দ্বারা যে বৈকুণ্ঠাদি প্রকাশ করেন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক॥ ৩৫॥

(২১৩ পা) "মায়া দ্বারা ··· দাহ-শক্তি ॥" এই ১০৪ হইতে ১০৬ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তিঁহো, সঙ্কর্ষণ। তাহাতে, জড়রূপা প্রকৃতিতে। জড়-রূপা প্রকৃতি কিরূপে সৃষ্টি করেন, তাহা উদাহরণের সহিত দেখাইতেছেন, "লৌহ" ইতি। অগ্নিতে উত্তপ্ত লৌহ যেমন দগ্ধ করে ॥ ১০৪—১০৬ ॥

(২১৩ পা) "এতৌ হি বিশ্বস্যেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ঈশ্বরশক্তি দ্বারা প্রকৃতি পরি-চালিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করেন, ইহাই শ্লোকে প্রমাণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

(২১৪ পা) "সৃষ্টি হেতু ··· হইলা প্রথম ॥" এই ১০৭ পয়ারের ভাবার্থ সরল। সেই মূর্ত্তি, সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি। সবার, অংশাদি অবতারগণের। মায়া অব-লোকিতে, দূর হইতে মায়াকে অব-লোকন করিবার জন্য। পুরুষরূপে অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে প্রথম অবতীর্ণ হন। অতএব ইহাকে প্রথম পুরুষ বলে।

'প্রলয়লীন, বাসনাবদ্ধ, পরমেশ্বরবিমুখ জীব-গণের প্রতি করুণাবশতঃ শ্রীভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। বাসনাবদ্ধ জীব সৃষ্টসংসারে কর্ম্ম করিতে করিতে শুদ্ধ হইয়া আমার সাম্মুখ্য লাভ করুক, এইরূপ ইচ্ছা হইতেই শ্রীভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ পায়। সৃষ্টীচ্ছাকারী পরমেশ্বর পুরুষরূপ স্বীকার করিয়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করেন। ঐ ঈক্ষণে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার বিনাশে স্পন্দনরূপ ক্ষোভ উৎপন্ন হয়। গুণ-ক্ষোভে অব্যক্তা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী মূর্ত্তিতে প্রকাশ পান। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের নিলীন বৃত্তিসকলের স্পন্দন বা অভ্যুদয়ই উহাদের ক্ষোভ। সত্ত্বাদি-গুণ তিনটি পরস্পরের অভিভব, উপকার, পরি-ণাম ও সংসর্গ দ্বারা নিজ নিজ বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে গুণত্রয়ের বৃত্তির অভ্যুদয়ে ক্রমান্বয়ে মহদাদিতত্ত্বসকল উৎপন্ন হয়। প্রথমপুরুষই তত্ত্বসকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রকৃতির অন্তর্য্যামী। ইনি মহাবিষ্ণু ও সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি নামে কথিত হন। ইঁহার রূপ বিরাট ॥ ১০৭ ॥

(২১৪ পা) "জগৃহে পৌরুষমিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৬৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। শ্রীভগবান্ মূলসঙ্কর্ষণ যে পুরুষরূপে অবতীর্ণ হন, তৎপ্রমাণ শ্লোক ॥ ৩৭ ॥

(২১৪ পা) "আদ্যোঽবতার" ইতি। শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদির ৬৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। প্রথমপুরুষ মূলসঙ্কর্ষণের অবতার তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৩৮ ॥

(২১৪পা) "সেই পুরুষ···নাহি গতি ॥" এই ১০৮ পয়ারের ভাবার্থ সরল। সেই পুরুষ, প্রথম পুরুষ। ইহার সবিশেষ আদির পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখুন ॥ ১০৮ ॥

(২১৪ পা) "প্রবর্ত্তত" ইতি। শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। বিরজানদীর অপর পারে পরব্যোমে মায়ার গতি নাই, তাহা এই শ্লোকে প্রমাণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

(২১৪ পা) "মায়ার যে······ সমর্পণ ॥" এই ১০৯ পয়ারের ভাবার্থ সরল। বৃত্তি, বিকাশ। প্রধান, প্রকৃতি। সেই পুরুষ, প্রথম পুরুষ। মায়াপানে, মায়ার প্রতি। অবধান, ঈক্ষণ ॥ তাতে, প্রকৃতিতে ॥ ১০৯ ॥

(২১৪) "দৈবাদিতি।" ও "কাল-

বৃত্ত্যেতি।" শ্লোক দুইটির তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। প্রথমপুরুষ প্রকৃতিতে জীবনামক শক্তি আধান করেন, তাহা এই শ্লোক দুইটিতে প্রমাণ করিলেন ॥ ৪০।৪১ ॥

(২১৩ পা) "তবে মহত্তত্ত্ব ··· ··· মায়া পর ॥" এই ১১০ ১১১ পয়ারের ভাবার্থ। মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। ত্রিবিধ অহঙ্কার, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার। যাহা হৈতে, যে ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে। দেবতা, ইন্দ্রিয় ও ভূতের প্রচার (কার্য্য)। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতা, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় ও তামসিক অহঙ্কার হইতে ভূতের কার্য্য হয়। সর্ব্বতত্ত্ব অর্থাৎ চিত্ত, বুদ্ধি, মনঃ ও অহঙ্কার। এঁহো ইনি অর্থাৎ প্রথমপুরুষ। ধাম, বসতি। মায়াপর, মায়াতীত ॥১১০।১১১॥

(২১৫ পা) "যস্যৈকনিশ্বসিতেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদির ৬৪পৃষ্ঠায় দেখিবেন ॥ ৪২ ॥

(২১৫ পা) "সমস্ত ··· ··· মহত্ত্ব ॥" এই ১১২ পয়ারের ভাবার্থ। ইহোঁ, প্রথমপুরুষ। প্রথমপুরুষের মহত্ত্ব বলিয়া, দ্বিতীয়পুরুষের মহত্ত্ব ও প্রয়োজন বলিতেছেন,

মহদাদি ক্ষিত্যন্ত অসংহত কারণতত্ত্বসমূহকে পরস্পর মিলিত করিবার জন্য প্রথমপুরুষ অংশতঃ বহুরূপ হইয়া উহাদের মধ্যে প্রবেশ করেন। এই প্রবিষ্ট অংশই দ্বিতীয়পুরুষ। ইহাঁর প্রবেশের পূর্ব্বে তত্ত্বসকল অন্তর্নিহিত-ক্রিয়াশক্তিপ্রভাবে পরস্পর অসংহত অবস্থায় একমাত্র স্বাভাবিক সরল গতিতে অনন্ত আধারে নীহারের ন্যায় বিচরণ করে। সরল গতির পরিবর্ত্তন বা বক্রভাব বিরুদ্ধশক্তির বাধা ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। আবার উক্ত বক্রভাব ব্যতীত অবয়বসন্নিবেশও সম্ভব হয় না। অতএব প্রথমপুরুষের দ্বিতীয়পুরুষরূপে প্রপঞ্চমধ্যে অবতরণের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়পুরুষ প্রপঞ্চে অবতরণ করতঃ স্বীয় প্রবল আকর্ষণ দ্বারা তত্ত্বসকলকে বক্রগতি প্রাপিত করেন। এইরূপে তত্ত্বসকল বক্রগতিবিশিষ্ট, পরস্পর সম্মিলিত, পঞ্চীকৃত, চক্রাবর্ত্তে আবর্ত্তিত ও আকুঞ্চিত হইয়া কৈন্দ্রিক আকর্ষণ অভিভব করিয়া কেন্দ্রবিচ্ছিন্ন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আকার ধারণ করে। কেন্দ্রবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ডসকল দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হয় না; যেহেতু সমষ্টির অবয়ব ব্যষ্টি বস্তুসকল সমষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া উহার সমান্তর অক্ষরেখাতেই পরিভ্রমণ করে। দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি নামে উক্ত হন। ইনিও বিরাটরূপী ॥ ১১২ ॥

(২১৫ পা) "সেই পুরুষ ... মায়াপার ॥" এই ১১৩ হইতে ১১৭ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। সেই পুরুষ, প্রথমপুরুষ। একৈক মূর্ত্তে, এক এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। সেই জলে, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জল স্তম্ভন করিয়া। তিঁহো, দ্বিতীয় পুরুষ। স্পর্শ নাহি মায়াসনে, মায়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। যাঁহার, দ্বিতীয়পুরুষের। গুণ অবতার, তিনগুণের নিয়মনের জন্য অবতার।

অয়স্কান্তের সন্নিধানে যেমন জড় লৌহের গতিশক্তি হয়, তদ্রূপ জড়গুণ স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে না পারায়; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিনের সন্নিধানে জড়গুণ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের স্ব স্ব কার্য্যে সামর্থ্য হয়।

অধিকার, অধিকারী ॥১১৩—১১৭॥

(২১৫ পা) "তৃতীয় ... যায় গণন ॥" এই ১১৮ ও ১১৯ পয়ারের ভাবার্থ। গুণ অবতার, সত্ত্বগুণের নিয়ামকরূপে অবতার। তুই অবতার, ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী ও পালনকর্ত্তা। তিহোঁ, তৃতীয় পুরুষ।

দ্বিতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্টব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্ম। স্থূল সৃষ্টির জন্য দ্বিতীয়পুরুষ হইতে বিবিধ অবতার সকল প্রাদুর্ভূত হয়। তন্মধ্যে যিনি পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, তিনিই তৃতীয়পুরুষ। ইনি ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী। ইনি ক্ষীরোদশায়ী ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি নামে কথিত হন। ইনি চতুর্ভুজ। ইহাঁকে পরমাত্মা বলে।

মহাপ্রভু কহিলেন, সনাতন! সংক্ষেপে তোমাকে পুরুষাবতার বলিলাম। এক্ষণে লীলাবতার বলিব। শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার অসংখ্য, উহার বর্ণনা করা যায় না। অতএব উহার দুই চারিটি প্রধান লীলাবতারের উল্লেখ করিব, ইহাতেই অন্য লীলাবতার বুঝিবে। শ্রীকৃষ্ণের যে সকল অবতারে চেষ্টারহিত, বিবিধবৈচিত্র্যপূর্ণ, নিত্য নূতন উল্লাসতরঙ্গ দ্বারা তরঙ্গায়িত স্বেচ্ছাধীন কার্য্য সকল দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকেই লীলাবতার বলে। লীলাবতার সকল পূর্ণ, অংশ ও আবেশ ভেদে ত্রিবিধ। উহার মধ্যে অধিকাংশই অংশাবতার ও আবেশাবতার। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণাবতার। পূর্ব্বে যে স্বয়ংরূপের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্রীকৃষ্ণই সেই স্বয়ংরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে অনেকগুলি লীলাবতারের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান লীলাবতারের উল্লেখ করি। যথা, মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন ও বরাহাদি।

মৎস্য। ব্রাহ্মকল্পে মৎস্যাবতারের বারদ্বয় আবির্ভাব শ্রবণ করা যায়। তন্মধ্যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অবসানে হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া অপহৃত বেদের আহরণ জন্য একবার এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে ভাবী বৈবস্বতমনু রাজা সত্যব্রতকে কৃপা করিবার জন্য আর একবার মৎস্যদেবের অবতার উক্ত হয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে প্রতি মন্বন্তরেই একবার করিয়া মৎস্যাবতারের আবির্ভাব হয়। এই অবতারে এক কল্পের সুরক্ষিত বীজ অপর কল্পে নীত হইতে দেখা যায়। সংহিতাদিতেও এই অবতারের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়।

কূর্ম্ম। কল্পের আদিতে পৃথিবীধারণজন্য যে কূর্ম্ম প্রকট হন, তিনিই পুনর্ব্বার চাক্ষুষ মন্বন্তরে আবির্ভূত হইয়া পৃষ্ঠদেশে মন্দরপর্ব্বত ধারণ করিয়া সমুদ্রমন্থন কার্য্য সমাধা করেন। বেদে এই অবতারেরও বহুল প্রচার দেখা যায়।

রাঘবেন্দ্র। বৈবস্বতমন্বন্তরীয় চতুর্ব্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতায় শ্রীভগবান্ ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের সহিত শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতরণ পূর্ব্বক রাক্ষসকুল বিনাশ করেন।

নৃসিংহ। চাক্ষুষমন্বন্তরে সমুদ্র মন্থনের পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ নৃসিংহরূপে অবতরণ পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুর বিনাশ ও প্রহ্লাদের ত্রাণ করেন। বেদে ইহাঁর উল্লেখ দেখা যায়।

বামন। শ্রীভগবান্ ব্রাহ্মকল্পে ক্রমান্বয়ে তিনবার বামনরূপে অবতীর্ণ হন। প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে বাস্কলিনামক দৈত্যের যজ্ঞে, দ্বিতীয়তঃ বৈবস্বতমন্বন্তরে ধুন্ধু নামক অসুরের যজ্ঞে এবং তৃতীয়তঃ ঐ মন্বন্তরের সপ্তম চতুর্যুগে কশ্যপ হইতে অদিতিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিরাজার যজ্ঞে গমন করিয়া ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করেন। সংহিতাতে ও আরণ্যকে ইহার উল্লেখ আছে।

বরাহ। ব্রাহ্মকল্পে বরাহদেবের বারদ্বয় আবির্ভাব শ্রুত হয়। প্রথম স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারজন্য ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে কৃষ্ণবর্ণ চতুষ্পাদ বরাহ এবং দ্বিতীয় চাক্ষুষমন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধার ও প্রাচেতস দক্ষের দৌহিত্র হিরণ্যাক্ষের বিনাশের জন্য জল হইতে শুক্লবর্ণ নৃবরাহ আবির্ভূত হন। ইহার বাসস্থান বৈকুণ্ঠ ও মহর্লোক। বরাহাদি তির্য্যগ্‌রূপী বা নৃবরাহাদি

মিশ্ররূপী অবতার সকল কাল্পনিক নহে। যেহেতু ইহাদের মন্ত্রোপাসনাদি উক্ত হয়। শতপথাদি-ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয়াদি সংহিতাতে ও আরণ্যকে ইহাদের উল্লেখ দেখা যায় ॥ ১১৮।১১৯ ॥

(২১৬ পা) "মৎস্যাশ্বেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মৎস্যাদি যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৪৩ ॥

(২১৬ পা) "লীলাবতারের……… ব্যবহার ॥" এই ১২০ পয়ারের ভাবার্থ। মহাপ্রভু লীলাবতারের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়া গুণাবতার বলিতেছেন, "ব্রহ্মা" ইত্যাদি।

স্থূল বা চরাচরসৃষ্টিরজন্য গুণাবতারের প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে সৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা রজোগুণের অবতার, সংহারের জন্য তমোগুণের অবতার, পালনের নিমিত্ত সত্বগুণের অবতার, প্রকৃতির তিনটী গুণ পুরুষের নিয়মাধীন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে আবির্ভূত পুরুষ গুণত্রয়ের পরিচালন কর্ত্তা। তাঁহারা যে ভাবে পরিচালন করেন, গুণ সকল সেই ভাবেই পরিচালিত হয়। এইরূপ গুণের সহিত গুণাবতারের নিয়ম্য-নিয়ামকতারূপ সম্বন্ধকে যোগ বলে। অতএব গুণাবতার সকল কখনই এরূপ সম্বন্ধ ভিন্ন অপর কোনরূপে গুণবদ্ধ হয় না। ব্যবহার, কার্য্য ॥ ১২০ ॥

(২১৬ পা) "ভক্তি মিশ্র……… ধরি ॥" এই ১২১ পয়ারের ভাবার্থ। হিরণ্যগর্ভ ও বৈরাজ ভেদে ব্রহ্মা দ্বিবিধ।

যিনি কেবল ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করেন, সেই সমষ্টি জীবাত্মক সূক্ষ্মরূপকে হিরণ্যগর্ভ বলে। যিনি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত সেই লোকাত্মক স্থূলরূপের নাম বৈরাজ। মহাপ্রভু এখানে বৈরাজ ব্রহ্মার কথাই বলিতেছেন। কোন মহাকল্পে জীবও ভক্তিমিশ্র-উপাসনাপ্রভাবে ব্রহ্মা হন। প্রথমপুরুষ ঐ মহোত্তম জীবের মন রজোগুণ দ্বারা বিভাবিত করিয়া দ্বিতীয়পুরুষ দ্বারা সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া ব্যষ্টিসৃষ্টি করেন ॥ ১২১ ॥

(২১৬ পা) "ভাস্বান্ যথেতি" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। পুরুষবিশেষ জীবে নিজশক্তি সঞ্চার করতঃ যে, জগৎ সৃষ্টি করেন, তৎপ্রমাণ সদৃষ্টান্ত শ্লোক।

ব্রহ্মার বর্ণনায় উপলক্ষণ দ্বারা শিবেরও প্রাপ্তি হইতেছে। কোন কল্পে মহোত্তম জীব শিব হইলে, পুরুষ তাহাতে সংহারশক্তি সঞ্চার করেন। অতএব ব্রহ্মা ও শিবের অগত সমূহের বিধান কর্ত্তৃত্ব উক্ত হইতেছে ॥৪৪॥

(২১৬ পা) "কোন কল্পে……ব্রহ্মা হয় ॥" এই ১২২ পয়ারের ভাবার্থ সরল। যোগ্য জীব, মহোত্তম জীব। ঈশ্বর, দ্বিতীয় পুরুষ ॥ ১২২ ॥

(২১৬ পা) "যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গাল্য আদির ৭০পৃষ্ঠায় দেখুন। "কোন কল্পে" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৪৫ ॥

(২১৬ পা) "নিজাংশ……হৈতে নারে ॥" এই ১২৩ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণ নিজাংশ (দ্বিতীয়পুরুষের) কলায় (অংশে) তমোগুণ অঙ্গীকার করিয়া সংহার জন্য রুদ্ররূপ ধারণ করেন। শিবই একাদশ ব্যূহাত্মক রুদ্র নামে খ্যাত। ভিন্নাভিন্নরূপ, উপাধি দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন এবং পরমাত্মার অংশরূপে অভিন্ন। ভিন্নাভিন্নরূপ কিরূপ, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন, "দুগ্ধ যেন" ইত্যাদি। দুগ্ধাভ্যন্তর,

হইতে পৃথক। হৈতে নারে, পারে না। ॥ ১২৩ ॥

(২১৭ পা) "ক্ষীরং যথেতি" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "মায়া সঙ্গে" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক।

ইহাতে শিব ও কৃষ্ণের কার্য্যকারণভাব-মাত্রাংশে দধি ও দুগ্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। দার্ষ্টান্তিক কারণ নির্ব্বিকার বলিয়া চিন্তামণি প্রভৃতির ন্যায় অচিন্ত্যশক্তি দ্বারাই কার্যরূপে প্রকাশ পান। শিব কার্য্য ও শ্রীকৃষ্ণ কারণ। তথাহি শ্রুতিঃ—

"একো হ বৈ পুরুষো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন শঙ্করঃ স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ তত এতে ব্যাজয়ন্ত বিশ্বো হিরণ্যগর্ভোঽগ্নির্বরুণরুদ্রেন্দ্রা ইতি।

একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা ও শঙ্কর ছিলেন না, সেই নারায়ণ চিন্তা করিয়াছিলেন, তদন্তর বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ, অগ্নি, বরুণ, রুদ্র ও ইন্দ্রাদি প্রকাশ পাইয়াছিলেন। তথাহি,—

"স ব্রহ্মণা সৃজতি রুদ্রেণ নাশয়তি। সোঽনুৎপত্তিলয় এব হরিঃ কারণরূপঃ পরঃ পরমানন্দঃ।"

কারণরূপ পরমানন্দ হরি ব্রহ্মা দ্বারা সৃজন ও রুদ্র দ্বারা নাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃতগুণ-রহিত মায়াতীত সাক্ষাৎপুরুষ। অতএব ইনি কারণ। গুণমিশ্রণহেতু শিবের কার্য্যত্ব স্বীকৃত হয়। এই হেতু শ্লোকে বলিতেছেন, "বিকার-বিশেষযোগাৎ।" অতএব কৃষ্ণ হইতে রুদ্রমূর্ত্তি ভিন্ন। ইহা প্রতিপন্ন হইল। তবে যে, কোন কোন শাস্ত্রে উভয়ের অভেদ বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহার সমাধান হেতু বলিতেছেন, "ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ" অর্থাৎ কারণ হইতে শম্ভু ভিন্ন নহে। বস্তুতঃ শিব ও কৃষ্ণ এক নহেন। শিব ত্রিগুণ-সম্বৃত এবং কৃষ্ণ নির্গুণ। দৃষ্টান্তে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দুগ্ধ যেমন দধি হইতে পারে, কিন্তু দধি আর সেই দুগ্ধরূপ কারণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না; তদ্রূপ কৃষ্ণ হইতে শিব, ইহা সত্য, পরন্তু সেই শিব কৃষ্ণ নহেন। কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নতার ন্যায় কৃষ্ণ ও শিব অভেদ। ঋক্‌বেদশিরে উক্ত হইয়াছে,

"অথ নিত্যো নারায়ণঃ। ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ। শিবশ্চ নারায়ণঃ। শক্রশ্চ নারায়ণঃ। কালশ্চ নারায়ণঃ। দিশশ্চ নারায়ণঃ। অধশ্চ নারায়ণঃ। ঊর্দ্ধঞ্চ নারায়ণঃ। অন্তর্ব্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং জগত্যাং জগদিত্যাদি।"

ইহার অর্থ সহজ আছে। ব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—

"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।"

তোমা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি সৃজন করি ও শিব তোমার অধীন হওতঃ সংহার করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ হইতে শিব ভিন্নাভিন্নরূপ। কখন ব্রহ্মা, কখন স্বয়ং বিষ্ণুই শিবরূপ ধারণ করেন। আবার কখন পুণ্যকারী জীবও শিব হয়েন। যিনি বৈকুণ্ঠের অন্তর্গত শিবলোকে সদাশিবরূপে বিরাজিত, তিনি গুণাবতার নহেন; তিনি নির্গুণ এবং নারায়ণের ন্যায় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বিশেষ ॥ ৪৬ ॥

(২১৭ পা) "শিবঃ শক্তিযুত ইতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শিব যে প্রকৃতিশক্তিসংযুক্ত ও তমোগুণাবিষ্ট, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক।

গুণসম্বৃত অর্থাৎ তমোগুণাবিষ্ট বা তমঃ স্বভাব। শক্তিযুক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিশক্তিসঙ্গী। শৈবতন্ত্রে নির্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহপ্রস্তাবেও শিবের প্রকৃতিশক্তিসঙ্গের প্রয়োজন নিরূপিত হইয়াছে। শিব তমোগুণবিশিষ্ট না হইলে প্রলয় কার্য্য সম্ভব হয় না। অহঙ্কারাত্মক হেতু রুদ্র নামে উক্ত হন। তিনি ত্রিবিধাহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা। অতএব জীবের ন্যায় গুণযুক্ত নহেন। উপাসকের অনুরোধ বশতঃ শিব ত্রিগুণ বিশিষ্ট হইয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

(২১৭ পা) "হরির্হীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। বিষ্ণু যে, মায়ার ও গুণের অতীত তৎ-প্রমাণ এই শ্লোক।

পূর্ব্বে যে তৃতীয় পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনিই গুণাবতার বিষ্ণু। ইনি স্বাধীন সত্ত্বাদি-গুণবিশিষ্ট বলিয়া সত্ত্বাদিগুণের প্রবর্ত্তক। অতএব ইনি প্রকৃতির অতীত এবং প্রকৃতিনির্ম্মিত শরীর (উপাধি) রহিত। বিষ্ণু সত্ত্বস্বভাবহেতু কূটস্থ, নিত্য ও নির্দ্দোষ জ্ঞানানন্দ মূর্ত্তি দ্বারা স্বভক্তগণকে নিজামুগুণ সত্ত্বফল প্রদান করেন। বিষ্ণু প্রতিবিম্বের ন্যায় ব্যবধান নহেন বলিয়া সাক্ষাৎ পুরুষ বা ঈশ্বর, সুতরাং প্রকৃতির উপাধি-রহিত। গুণগ্রহণে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। সর্ব্বদৃক্ বলাতে বিষ্ণু যে, শিব ব্রহ্মাদি সকলের দ্রষ্টা, ইহা স্থির হইল। উপদেষ্টা বলায় বিষ্ণু যে, শিব ব্রহ্মাদি সকলের আদি ও সাক্ষী, তাহাও প্রতিপন্ন হইল। অতএব ইহাকে ভজন করিলে নির্গুণফল লাভ হয়। রজস্তমঃপ্রচুর স্বভাববিশিষ্ট হেতু ব্রহ্মা শিব মোক্ষপ্রদানে সমর্থ নহেন; কিন্তু স্বশক্তির অনুসারে অর্থকামাদি প্রদানে সমর্থ ॥ ৪৮ ॥

(২১৭ পা) "পালনার্থ... ...হেন গায় ॥ এই ১২৬ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণ পালনজন্য বিষ্ণুরূপে অবতরণ করেন।

সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত ইত্যাদি অর্থাৎ দৃষ্টান্তস্থলে সত্ত্ব-গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ব্রহ্মা ও রুদ্র রজস্তমো দ্বারা সৃষ্টি নাশ করেন, তদ্রূপ বিষ্ণুও সত্ত্বগুণ দ্বারা পালন করেন; বস্তুতঃ বিষ্ণুতে মায়াতীত গুণ আছে; তদ্দ্বারা পালন করেন। অধিকাংশেই কৃষ্ণ সদৃশ। তবে কৃষ্ণ অংশী বিষ্ণু স্বাংশ, এইজন্য উভয়ের ন্যূনাধিক্য স্বীকৃত হয়। গুণমায়া পর মায়াতীত গুণ ॥ ১২৬ ॥

(২১৭ পা) "দীপার্চ্চিরেবেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "স্বরূপ ঐশ্বর্য্য" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক।

যদি বল, কৃষ্ণ অংশী ও বিষ্ণু অংশ, ইহা বেদে বলে, ইহা বলিয়া বেদোক্ত প্রমাণ না দিয়া, ব্রহ্মসংহিতোক্ত প্রমাণ দ্বারা উহা প্রমাণিত করেন কেন? তদুত্তর, সংহিতা বেদ মধ্যে গণ্য হয়েন বলিয়া, ইহাও বেদ। অথবা, অপৌরুষের বাক্য বা মহাপুরুষের নিশ্বাসোৎপন্ন বেদ সকল ব্রহ্মার মুখ হইতে বহির্গত হয়। সংহিতা ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হওয়ায়, ইহাকে ব্রহ্মসংহিতা বলে। অতএব ইহা বেদই। যদিও গোবিন্দের অংশের অংশ কারণার্ণবশায়ী, তাঁহার অংশ গর্ভো-দশায়ী, তাঁহার অবতার বিষ্ণু; তথাপি মহাদীপ হইতে ক্রম পরম্পরায় প্রকাশিত সূক্ষ্ম নির্ম্মল দীপ জ্যোতীরূপাংশে মহাদীপের সহিত যেমন সমান; তদ্রূপ বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের সমান ॥ ৪৯ ॥

(২১৮ পা) "সৃজামি তদিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ব্রহ্মা ও শিব যে, আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৫০

(২১৮ পা) "মন্বন্তরাবতার.........চল্লিশ ॥" এই ১২৮ পয়ারের ভাবার্থ। মহাপ্রভু মন্বন্তরাবতারে কথা বলিতে-ছেন। এককল্পে অর্থাৎ ব্রহ্মার এক দিনে চৌদ্দটি মনু হয়। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরা-বতার যে যে মন্বন্তরে আবির্ভূত হন, সেই সেই মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত পালন করাতে ইহাদিগকে মন্বন্তরাবতার বলে। মন্বন্তরাবতার যথা;—

১। যজ্ঞ, ইনি লীলাবতার মধ্যে গণ্য হন; রুচি হইতে আকূতিতে প্রকট হইয়া দিজপুত্র

যমাদির সহিত সায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করেন। ২। বিভু, ইনি পিতা বেদশিরা হইতে জননী তুষিতাতে আবির্ভূত ও নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য উপদেশ দেন। ৩। সত্যসেন, ইনি ধর্ম্ম হইতে সুনৃতাতে প্রাদুর্ভূত হইয়া ইন্দ্রশত্রুগণকে বিনাশ করেন। ৪। হরি, ইনি হরিমেধা হইতে হরিণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইন্দ্রশত্রু বিনাশ ও গজেন্দ্র উদ্ধার করেন। ৫। বৈকুণ্ঠ, ইনি শুভ্র হইতে বিকুণ্ঠাতে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডগত বৈকুণ্ঠলোক রচনা করেন। ৬। অজিত, ইনি বৈরাজ হইতে সম্ভূতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ মন্বন্তরপালন ও কূর্ম্মাদিরূপধারণ করেন। ৭। বামনদেব। ৮। সার্ব্বভৌম, ইনি দেবগুহ্য হইতে সারস্বতীতে প্রাদুর্ভূত হইয় পুরন্দর নামক ইন্দ্র হইতে স্বর্গরাজ্য হরণ করিয়া বলিরাজকে অর্পন করিবেন। ৯। ঋষভ, ইনি আয়ুষ্মান্ হইতে অম্বুধরাতে জন্মগ্রহণ করিয়া শম্ভু নামক ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য দিবেন। ১০। বিশ্বক্সেন, ইনি বিশ্বসৃক বিপ্র হইতে বিসূচিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবরাজ শম্ভুর সহিত সখ্যতা করিবেন। ১১। ধর্ম্মসেতু, ইনি আর্য্যক্ হইতে বৈধৃতাতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজমন্বন্তরপালন করিবেন। ১২। সুধামা, ইনি সত্যবহা হইতে সুনৃতাতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজমন্বন্তর পালন করিবেন। ১৩। যোগেশ্বর, ইনি দেবহোত্র হইতে বৃহতীতে জন্মগ্রহণ করিবেন। ১৪। বৃহদ্ভানু, ইনি সত্রায়ণ হইতে বিনতাতে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ১২৮ ॥

(২১৮ পা) "শতেক বৎসর…… অবতার নাম ॥" এই ১২৯ ও ১৩০ পয়ারের ভাবার্থ সরল। পর্য্যন্ত, শেষ। কোন কোন মন্বন্তরে কোন কোন মন্বন্তরাবতার হয়, তাহা বলিতেছেন; "সায়ম্ভুবে" ইত্যাদি। অবিধান নাম ॥ ১২৯।১৩০ ॥

(২১৮ পা) "যুগ অবতার……… যুগ ধর্ম্ম ॥" এই ১৩১পয়ারের ভাবার্থ। যিনি যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করেন, তিনি যুগাবতার। যুগাবতার চারিটি। সত্যযুগে শুক্লনামক, ত্রেতাযুগে রক্তনামক, দ্বাপরে শ্যামনামক ও সাধারণ কলিতে কৃষ্ণনামক যুগাবতার হয়। এস্থলে মহাপ্রভু বৈবস্বতমনুর অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের যুগাবতারের কথা বলিতেছেন, "শুক্লরক্ত" ইত্যাদি ॥ ১৩১ ॥

(২১৮ পা) "আসন্নিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদির ২৯ পৃষ্ঠায় ও তাৎপর্য্য ভাবার্থব্যাখ্যায় ৯৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। "শুক্লরক্ত, ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৫১ ॥

(২১৮ পা) "সত্যযুগের……ধরি ॥" এই ১৩২ পয়ারের ভাবার্থ সরল। সত্যযুগের ধর্ম্ম বলিতেছেন, "সত্যযুগের" ইত্যাদি।

কর্দ্দমেরে বর দিলা, অর্থাৎ ব্রহ্মা নিজপুত্র কর্দ্দমকে প্রজাসৃষ্টি করিতে অনুমতি করিলে, কর্দ্দম সত্যযুগে ভগবানের সন্তোষ জন্য দশ হাজার বৎসর সরস্বতীতীরে তপস্যা করিলে, ভগবান শুক্ল তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলে; কর্দ্দম দৈন্য সহকারে স্তব করিয়া নিজের অভিপ্রায় জানাইলে; ভগবান্ শুক্ল বলিয়াছিলেন, তোমার অভিপ্রায় আমি পূর্ব্ব হইতেই জানি। আমার অর্চ্চন বৃথা হয় না। অতএব ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশস্থ সায়ম্ভুব মনু নিজকন্যা দেবহূতিকে তোমায় সম্প্রদান করিবার জন্য পরশ্বদিন আগমন করিবেন। সেই দেবহূতিতে তোমা হইতে নয়টি কন্যা উৎপন্ন হইবে, সেই কন্যাগণকে ঋষিগণ বিবাহ করিয়া সৃষ্টিবৃদ্ধি করিবেন এবং আমিও তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া সাংখ্য দর্শন

প্রণয়ন করিব। ইহা বর দেন। বিশেষ বিবরণ ভাগবতে ৩স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে আছে।

ধ্যান, যোগাঙ্গধ্যান। ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম বলিতেছেন, "ত্রেতাযুগে" ইতি। যজ্ঞ, কর্ম্মকাণ্ড ॥ ১৩২ ॥

(২১৮ পা) "কৃতে শুক্ল ইতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "সত্যযুগের" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৫২ ॥

(২১৮ পা) "ত্রেতায়ামিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "ত্রেতাযুগে" ইতি পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৫৩ ॥

(২১৮ পা) "কৃষ্ণপদার্চ্চন⋯কর্ম্ম।" এই ১৩৩ পয়ারের ভাবার্থ সরল। দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম বলিতেছেন, "কৃষ্ণপাদার্চ্চন" ইতি। কৃষ্ণপাদার্চ্চন, কৃষ্ণের চরণ সেবা। কৃষ্ণবর্ণে, কৃষ্ণবর্ণ সগাবতারে ॥ ১৩৩ ॥

(২১৯ পা) "দ্বাপরে ভগবানিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদির ৩০পৃষ্ঠায় দেখুন। "কৃষ্ণপাদার্চ্চন" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৫৪ ॥

(২১৯ পা) "নমস্ত ইতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই শ্লোক দ্বারা দ্বাপরের উপাস্য নির্ণয় করিলেন। ৫৫ ॥

(২১৯ পা) "এই মন্ত্রে⋯সঙ্কীর্ত্তন ॥" এই ১৩৪পয়ারের ভাবার্থ সরল। এই মন্ত্রে, নমস্তে বাসুদেবায় মন্ত্রে। কৃষ্ণার্চ্চন, শ্রীমূর্ত্তিপূজা। কলিযুগের ধর্ম্ম বলিতেছেন, "কৃষ্ণ নাম" ইত্যাদি। প্রবর্ত্তন, প্রচার ॥ ১৩৪ ॥

(২১৯ পা) "কৃষ্ণবর্ণমিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদির ৩১ পৃষ্ঠায় ও তাৎপর্য্য ভাবার্থব্যাখ্যায় ১০৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। "পীতবর্ণ ধরি তবে" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৫৬ ॥

(২১৯ পা) "আর তিন⋯⋯ফল পায় ॥" এই ১৩৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। আর, বিশেষ। সত্যাদি তিনযুগের ধ্যানাদিতে যে ফল হয়, কলিতে কৃষ্ণনামে সেই ফল হয় ॥ ১৩৫ ॥

(২১৯ পা) "কলেরিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। তিনযুগের ধ্যানাদিতে যে বস্তু লাভ হয়, কীর্ত্তন দ্বারা তাহাই লাভ হয়। অথবা কীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম পুরুষার্থ প্রেমের লাভ হয়। ইহা প্রমাণ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

(২১৯ পা) "কৃতে যদ্ধ্যায়ত ইতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "আর তিনযুগে" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোকে ॥ ৫৮ ॥

(২১৯ পা) "ধ্যায়ন্নিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "আর তিনযুগে" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৫৯ ॥

(২২০ পা) "কলিমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। কীর্ত্তন দ্বারা সকলস্বার্থ লাভ হয়, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৬০ ॥

(২২০ পা) "পূর্ব্ববৎ⋯অবতার ॥" এই ১৩৬পয়ারের ভাবার্থ সরল। পূর্ব্ববৎ লিখি যবে, যদি পূর্ব্বের ন্যায় বিস্তার

করিয়া বলি। বুদ্ধে বৃহস্পতি, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায়। নীচাচার, নীচের ব্যবহার ॥ ১৩৬ ॥

(২২০ পা) "প্রভু কহে...লক্ষণ বিচার ॥" এই ১৩৭ পয়ারের ভাবার্থ। প্রভু কহিলেন, শাস্ত্র দ্বারায় যেমন অন্য অবতার জানা যায়, তদ্রূপ শাস্ত্রবাক্যে কলির অবতার স্বীকৃত হয়। অবতার নাহি কহে অর্থাৎ মহাপ্রভু স্বয়ং, কলির অবতার এবং কলিতে আমিই অবতার ইহা না বলিয়া, মুনি বাক্য দ্বারা প্রকারান্তে তাহা বলিতেছেন। মুনিসকল লক্ষণ বিচার দ্বারা কলির অবতার নির্দ্দেশ করেন ॥ ১৩৭ ॥

(২২০ পা) "যস্যাবতারেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "মুনি সব জানি" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৬১ ॥

(২২০ পা) "স্বরূপ লক্ষণ...... লক্ষণে ॥" এই ১৩৮ পয়ারের ভাবার্থ। মুনিগণ যেরূপে তত্ত্ব বিচার করেন, তাহা বলিতেছেন, 'স্বরূপলক্ষণ' ইত্যাদি। স্বরূপলক্ষণ কি, বলিতেছেন, 'আকৃতিতে।' ইতি। তটস্থলক্ষণ কি, বলিতেছেন, 'কার্য্যদ্বারে' ইতি। উক্ত দুই লক্ষণে মুনিগণ যে তত্ত্ব নিরূপণ করেন, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন, "ভাগবতারম্ভে" ইত্যাদি। এই দুই লক্ষণে, স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণে ॥ ১৩৮ ॥

(২২০ পা) "জন্মাদ্যস্যেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ৭৯পৃষ্ঠায় দেখুন। বেদব্যাস মঙ্গলাচরণে যে স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ দ্বারা পরমেশ্বর নিরূপণ করিয়াছেন,তাহা এই শ্লোকে॥৬২॥

(২২০ পা) "এই শ্লোকে.....দূর হৈল ॥" এই ১৩৯ পয়ারের ভাবার্থ। এই শ্লোকে, জন্মাদ্যস্যেতি শ্লোকে। পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, আকার ও স্বভাবের স্বরূপলক্ষণ জানা যায়। অতএব এস্থলে 'পর' শব্দ দ্বারা আকার ও 'সত্য' শব্দ দ্বারা পরমেশ্বরের স্বভাব জ্ঞান হওয়াতে, ইহা স্বরূপলক্ষণ। কার্য্য দ্বারায় যে জ্ঞান, তাহা তটস্থলক্ষণ। অতএব বিশ্বসৃষ্ট্যাদি ও ব্রহ্মাকে বেদ পড়ান কার্য্য দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞান হওয়াতে ইহা তটস্থলক্ষণ। অতএব উভয় লক্ষণ দ্বারা পরমেশ্বর-তত্ত্ববোধ হইল ॥ ১৩৯ ॥

(২২১ পা) "এই সব...সংশয় ॥" এই ১৪০ ও ১৪১ পয়ারের ভাবার্থ। উভয় লক্ষণে যেমন পরমেশ্বরতত্ত্ববোধ হয়, তদ্রূপ মুনিগণ ঐ উভয় লক্ষণে অন্য অবতার জানেন। অবতার সময়ে অবতার জগতে প্রকট হওয়ায়, তাঁহার আকার, স্বভাব ও কার্য্য দর্শন করিয়া, ঐ দুই লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে কেহ ঈশ্বর বলিয়া জানেন।

সনাতন কহিলেন, প্রভো! এরূপই হইলে; শাস্ত্রে এই কলিতে কৃষ্ণাবতারের পীতবর্ণ আকার ও প্রেমদান কার্য্য উক্ত হইয়াছে। অতএব এই কলিতে পীতবর্ণ যাঁহার আকার হইবে এবং প্রেমদান ও সঙ্কীর্ত্তন প্রচার যাঁহার কার্য্য হইবে; তিনিই কৃষ্ণাবতার বা কৃষ্ণ, ইহা সুনিশ্চয়। যেহেতু পীতবর্ণ আকারের স্বরূপলক্ষণ ও প্রেমদানাদি কার্য্যে তটস্থলক্ষণ দ্বারা অবতারতত্ত্ব নিরূ-

পিত হইতেছে। এরূপঅবতার পুরুষ কোথায় আছেন, তাহা সুনিশ্চয় করিয়া বলুন, আমার সংশয় যাউক। মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত সনাতনের বাস্তবিক সংশয় হয় নাই বা সংশয় হইতে পারে না। কারণ ভগবান বলিয়াছেন, আমি ভক্তের নিকট নিজেকে কখনই গোপন রাখিতে পারি না। তবে যে, সনাতন সংশয়ের কথা বলিয়াছেন, তাহা কেবল কলির দুর্ভাগ্য জীবের জন্য। একেতো কলির জীব দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রভুর অবতার স্বীকার করে না, তাহাতে আবার মহাপ্রভু আপনাকে আপনি গোপন করিলে, কোনরূপেই চৈতন্যতত্ত্ব জানিতে পারিবে না। এই হেতুই সনাতন বলিলেন, এই কলির অবতার কে, স্পষ্ট করিয়া বলুন, তাহাতে জীবের সংশয় যাউক ও তোমার তত্ত্ব অনুভব করুক। অথবা, মহাপ্রভু নিজতত্ত্ব নিজে বলিবেন না, সনাতনও ছাড়িবেন না, মহাপ্রভুর মুখ হইতে তাঁহার তত্ত্ব জানিবার বা জগতে জানাইবার জন্য ঐরূপ কথা বলেন ॥ ১৪০।১৪১ ॥

(২২১ পা)"প্রভু কহে···মুখ্যজন ॥" এই ১৪২পয়ারের ভাবার্থ সরল। চাতুরালি, চতুরতা ॥ ১৪২ ॥

(২২১ পা)"শক্ত্যাবেশ···সঞ্চারণ ॥" ১৪৩ ও ১৪৪ পয়ারের ভাবার্থ। মহাপ্রভু যুগাবতারের কথা বলিয়া শক্ত্যাবেশ অবতারের বিষয় বলিতেছেন, "শক্ত্যাবেশ" ইত্যাদি। শক্ত্যাবেশ দ্বিবিধ; মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য, সাক্ষাৎ শক্ত্যাবেশ। গৌণ, আভাস শক্ত্যাবেশ; ইহাকে বিভূতি বলে। শক্ত্যাবেশ অবতার বলিতেছেন, "সনকাদি" ইত্যাদি। ইহাঁরা মুখ্য শক্ত্যাবেশ অবতার। কে কোন্ শক্তি দ্বারা আবিষ্ট তাহা বলিতেছেন, "সনকাদ্যে" ইত্যাদি ॥ ১৪৩।১৪৪ ॥

(২২১ পা) "জ্ঞানশক্ত্যাদীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। আবেশাবতার প্রমাণ শ্লোক॥৬৩॥

(২২১ পা) "বিভূতি···ভাবাবেশ ॥" এই ১৪৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। "শক্তি ভাবাবেশে" স্থলে কোন পুথিতে পাঠ আছে "শক্ত্যাভাসাবেশে" ইহা গৌণ শক্ত্যাবেশ ॥ ১৪৫ ॥

(২২১ পা) "যদ্যদিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "জগৎ ব্যাপিল" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥৬৪॥

(২২১ পা) "অথবেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ১৯পৃষ্ঠায় দেখুন। "জগৎ" ইতি পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৬৫ ॥

(২২১ পা) "এইত কহিল······লীলাক্রমে ॥" এই ১৪৬ পয়ারের ভাবার্থ। মহাপ্রভু আবেশাবতার বলিয়া স্বয়ং রূপের অবতার বলিতেছেন, "বাল্য পৌগণ্ড" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়স ধর্ম্মী (বিশেষ্য বা নিত্য) বাল্য ও পৌগণ্ড ধর্ম্ম (বিশেষণ) তাহার বিচার শুন অর্থাৎ উহা কিরূপে নিত্য হয়, তাহা শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকটলীলা করিতে ইচ্ছা করেন, তখন প্রথমে মাতা ও পিতাদি ভক্তগণকে প্রকট করাইয়া পরে নিজে প্রকট হন। নিদর্শনস্বরূপ ঋগ্বেদের তৃতীয় অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায় দেখুন,

"ওঁ মাতা চ যত্র দুহিতা চ ধেনূ সবর্দুঘে ধাপয়তে সমীচী। ঋতেস্য তে সদসি ত্বমীলে ইন্দ্রস্ম হদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥"

যত্র মাতা (যত্র শ্রীগোকুলে মাতা শ্রীযশোদা) যত্র দুহিতা (গোকুলে যোগমায়া জাতা) ধেনূ (গাবৌ জগতঃ প্রীণয়িত্রৌ) সমীচী (পরস্পরং সঙ্গতে সত্যৌ) ধাপয়তে (অন্যোন্যং পায়য়েতে

দুগ্ধং, রোহিণী যশোদেতি বা) সবর্দুঘে (সবরঃ শ্রীয়স্ত ক্ষীরপয়স্ত রসস্ত দোগ্ধ্র্যৌ) ঋতস্ত (সত্যস্ত ধনস্ত বা) সদসি (স্থানে শ্রীনন্দালয়ে) তম্ (শ্রীযশোদোৎসঙ্গলালিতং শ্রীকৃষ্ণম্) ঈলে (স্তৌমি) অন্তঃ (শ্রীনন্দস্যান্তঃপুরে স্থিতং শ্রীকৃষ্ণং) মহৎ (মহান্তম্) একং (মুখ্যং) দেবানাম্ (ইন্দ্রাদীনাং প্রীত্যর্থম্) অসুরত্বম্ (অস্যতি)।

দেবগণ বলিতেছেন, যে গোকুলে যশোদা-গর্ভ হইতে যোগমায়া ভগবতী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে স্থানে গাভিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে দুগ্ধ প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করাইতেছেন, যে স্থানে যশোদা ও রোহিণী নিজ নিজ স্তনদুগ্ধ দ্বারা উভয়কে পরিতৃপ্ত করাইতেছেন। সেই মাতৃক্রোড়স্থ কৃষ্ণ বলরামকে আমরা স্তব করি। যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করাইবার জন্য ও দৈত্যগণকে বিনাশ করিতে নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া যশোদা ও রোহিণী কর্তৃক সর্ব্বদা লালিত হইতেছেন; সেই জননীদ্বয়কে স্তব করি। এই মন্ত্রার্থ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা ও নিত্য পারিষদগণের অগে প্রকট সিদ্ধ হইতেছে।

তথাহি যজুর্ব্বেদে বিংশাধ্যায়ে দশমমন্ত্রঃ—

"ওঁ প্রতিক্ষত্রে প্রতিতিষ্ঠামি রাষ্ট্রে প্রত্যশ্বেষু প্রতিতিষ্ঠামি গোষু। প্রত্যঙ্গেষু প্রতিতিষ্ঠাম্যাত্মন্ প্রতিপ্রাণেষু প্রতিতিষ্ঠামি পুষ্টে প্রতিদ্যাবা পৃথিব্যোঃ প্রতিতিষ্ঠামি যজ্ঞে॥"

(হরিঃ প্রতিজ্ঞাং করোতি অহং সর্ব্বেশ্বরঃ) প্রতিক্ষত্রে (ক্ষত্রিয়জাতৌ) প্রতিতিষ্ঠামি (প্রতিষ্ঠাযুক্তো ভবামি) রাষ্ট্রে (ভগবদ্ভাগবতাচার্য্য কৈঙ্কর্য্যরতস্য রাজ্ঞঃ যুধিষ্ঠিরস্য, নন্দস্য চ শ্রীবৈষ্ণবরাজ্যে) প্রত্যশ্বেষু (পূর্ব্বোক্ত রাজ্ঞঃ অশ্বকার্য্যেষু সারথ্যাদিষু সর্ব্বদা) গোষু (গবাং সমূহেষু বা গোকুলেষু সর্ব্বদা) প্রতিতিষ্ঠামি প্রত্যঙ্গেষু (বৈষ্ণবরাজচতুরঙ্গিণীসেনাসু যথা অঙ্গেষু কর-পাদাদ্যবয়বেষু) প্রতিতিষ্ঠামি আত্মন্ (আত্মনি চিত্তে) প্রাণেষু পুষ্টে (ভগবদ্ভক্তিযুক্তপুষ্টিমার্গে চ) প্রতিতিষ্ঠামি দ্যাবাপৃথিব্যোঃ প্রতিতিষ্ঠামি যজ্ঞে (মদীয়ারাধনার্থে মখে) প্রতিতিষ্ঠামি (যত্র ভগবদ্ভক্তা মৎপ্রাপ্ত্যর্থং মদীয়ারাধনং কীর্ত্তনং কুর্ব্বন্তি তত্রৈব বসামি)

ব্রহ্মাদি দেবগণ যশোদা ক্রোড়স্থ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিলে, তিনি যে প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিয়াছিলেন; তাহা এই মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। আমি ক্ষত্রিয় মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছি। ভক্তরাজ নন্দের রাজ্যে গোগণের রক্ষার্থ বা গোকুলে সম্প্রতি সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিব। যাঁহারা ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের দাসত্ব স্বীকার করেন এরূপ বৈষ্ণবরাজ্যে যুধিষ্ঠিরের চতুরঙ্গিনীসৈন্যমধ্যে থাকিয়া সারথ্যাদিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিব। অথবা ভক্তগণের প্রাণমধ্যে সর্ব্বদা মূর্ত্তিমান রূপে বাস করিয়া, তাঁহাদের সর্ব্বত্র প্রভুত্ব প্রকাশ করাইব। ভক্তিপথ প্রদর্শক ভক্তগণের নিকট সর্ব্বদা বাস করিব। স্বর্গস্থ ও মর্ত্ত্যস্থ ভক্তবৃন্দ আমার কৃপাপ্রাপ্তি কামনায় যে যে স্থানে আমার উপাসনালক্ষণ কীর্ত্তন করিবেন, সেই সেই স্থানে আমি সর্ব্বদা বাস করিব।

তথাহি অথর্ব্বসংহিতার দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমানুবাকে,

"নক্তং জাতাস্যোষধে রামে কৃষ্ণে অসিক্নি চ।"

(হে) ঔষধে (বৈষ্ণবদাহশমনি যোগমায়ে) নক্তং (রাত্রৌ) রামে (বলরামে) কৃষ্ণে (চ প্রাদুর্ভূতে সতি) ত্বং জাতা অসি (ভবসি) অসিক্নি (অসিক্নী অবৃদ্ধা তরুণীতি)

হে বৈষ্ণবদাহশমনি যোগমায়ে, শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাবের পর, তুমি তাঁহাদের তরুণী অনুজা হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলে। ইত্যাদি প্রমাণে স্বয়ং রূপাবতারের সিদ্ধ হইল॥ ১৪৬॥

(২২১ পা) "বয়স ইতি।" শ্লোকের

তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "বাল্য পৌগণ্ড" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥৬৬॥

(২২২ পা) "পূতনাদির ......ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥" এই ১৪৭ হইতে ১৪৯পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ।

যাহা সকল কালে থাকে তাহা নিত্য, যাহা থাকে না তাহা অনিত্য। অতএব বাল্য ও পৌগণ্ড সকল কালে না থাকায় উহা অনিত্য এবং তাৎকালিক লীলাও সুতরাং অনিত্য হইয়া পড়িতেছে; এরূপ আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন, বাল্য ও পৌগণ্ডকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে লীলা নিত্য হয়। মহাপ্রভু ইহা বলিলেন।

ঐ লীলা কিরূপে নিত্য তাহা দেখাইতেছেন, "পূতনাদির" ইত্যাদি "নিগম পুরাণ" ইত্যন্ত। এইমত সব লীলা ইত্যাদি গঙ্গার স্রোত যেমন অবিচ্ছিন্ন, তদ্রূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের পূতনাদি বধ লীলা ক্রমে ক্রমে প্রকট হওয়াতে লীলা অবিচ্ছিন্ন হইল; সুতরাং নিত্য। বিচ্ছিন্ন বস্তুসকল কালে থাকে না, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন বস্তুসকল কালে থাকে। অতএব নিত্য। তাহার উদাহরণ দিতেছেন, "জ্যোতিশ্চক্রে" ইত্যাদি। সপ্তদ্বীপাম্বুধি, সপ্তদ্বীপ সমুদ্র ॥ ১৪৭—১৪৯ ॥

(২২২ পা) "সওয়া শত...পূর্ণতর ॥" এই ১৫০ ও ১৫১পয়ারের ভাবার্থ সরল। পূর্ণৈশ্বর্য্য, অখিলগুণ ॥ ১৫০।১৫১ ॥

(২২২ পা) "হরিঃ পূর্ণতম ইতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "ব্রজে কৃষ্ণ" পয়ার প্রমাণ এই তিনটি শ্লোক ॥ ৬৭—৬৯ ॥

(২২২ পা) "এক কৃষ্ণ.........দিগ্ দরশন ॥" এই ১৫২ পয়ারের ভাবার্থ সরল। স্বরূপ, মুখ্য প্রকাশ। স্বরূপ-বিচার স্বয়ংরূপাবতারের বিচার। ইহার, স্বয়ংরূপের ॥ ১৫২ ॥

(২২৩ পা) "ইহা যেই...কৃষ্ণদাস ॥ এই ১৫৩ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ইহ, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপাবতার, 'লীলাবতা-রাদি। তার, শ্রবণকারির ॥ ১৫৩ ॥

ইতি মধ্যলীলায়াং বিংশপরিচ্ছেদে সুবোধিনী ॥ ২০ ॥

—

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

(২২৩ পা) "অগত্যেকগতিমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ষষ্ঠ শ্লোকে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, মহাপ্রভু সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, ভক্তি, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া এই পরিচ্ছেদে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যতত্ত্ব বলিতেছেন। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য অনন্ত বলিয়া, এখানে তাঁহার কিঞ্চিৎ বলিবেন। শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যতত্ত্ব বা লীলা

আলোচনায় তাঁহার সর্ব্বেশ্বরত্বও সিদ্ধ হইবে। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর হইলে, জগতে তাঁহার অবতরণের প্রয়োজন কি? তদুত্তর, তাঁহার অবতরণে মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী এই ত্রিবিধ লোকই তৎপরায়ণ হইয়া তদীয় দাস্যলাভে সমর্থ হয়েন বিষয়িগণ শ্রবণসুখদজ্ঞানে তাঁহার লীলার আলোচনায় ক্রমশঃ তৎপরায়ণ হইয়া তদীয় দাস্যধর্ম্ম লাভ করেন। মুমুক্ষুগণও ভবৌষধজ্ঞানে লীলার আলোচনায় দাস্য প্রাপ্ত হন। মুক্তপুরুষগণের মধ্যে জ্ঞানিগণ আনন্দদায়কজ্ঞানে তদীয় লীলার আলোচনায় ক্রমশঃ মমতালাভে কৃতার্থ হন এবং ভক্তগণ দুস্ত্যজজ্ঞানে উহার আলোচনায় উত্তরোত্তর অধিকতর আনন্দলাভে কৃতার্থ হন। তাঁহার অবতার নিখিল বিশ্বের আকর্ষক। বিশেষতঃ তাঁহার নরলীলা মধুর, হইতেও সুমধুর। তিনি বাল্যলীলায় বালক্রীড়া দ্বারা সর্ব্বপ্রাণিমনোহর প্রকৃত বালক। পৌগণ্ড ও কৈশোর লীলাও তদ্রূপ চিত্তাকর্ষক। তাঁহার সকললীলাই মধুর এবং আনন্দময়। শ্রীকৃষ্ণের অবতার ঐতিহাসিক রহস্য, গল্প নহে। তিনি মনুষ্যনাট্যে বিশ্বরঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া নিজলীলা প্রচার করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন মনুষ্যনাট্যে জগতে অবতীর্ণ হন; তখন তাঁহার পার্ষদবর্গও তাঁহার ন্যায় মনুষ্যনাট্য স্বীকার করিয়া তাঁহার অবতরণের পূর্ব্বে ও পরে জগতে অবতরণ করেন। তাঁহার পার্ষদগণের অবতারে একটি ঘোরতর সংগ্রাম হয়; কারণ, তদ্দেখি অসুরগণেরও তদীয় পার্ষদের ন্যায় জগতে আবির্ভাব শ্রুত হয়। পার্ষদগণ জ্ঞানভক্তির প্রচার দ্বারা ধর্ম্মস্থাপনে সাক্ষাৎ সহায় হন। অতএব ইঁহারা মিত্রপক্ষ। অসুরগণ উক্ত কার্য্যের বাধা উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মস্থাপনের পরম্পরায় সহায় হন। অতএব ইহারা অরিপক্ষ। উভয় পক্ষের একসময়ে আবির্ভাবে সুরাসুর যুদ্ধ অনিবার্য্য সুতরাং ইহাতে মানবলীলায় উপসংহার দৃষ্ট হয়। মানবলীলায় উপসংহার হইলেও, লীলার পরিসমাপ্তি হয় না; অপ্রকটে অনন্ত প্রকাশে দেবলীলা হয়। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রভৃতি সকলই নিত্য। আথর্ব্বণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,

"গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে বৃন্দাবনমধ্যে সহস্রদলপদ্মমধ্যে কল্পতরোর্মূলে অষ্টদলকেশরে গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ পীতাম্বরো দ্বিভুজো ময়ূরপিচ্ছশিরো বেণুবেত্রহস্তো নির্গুণঃ সগুণঃ নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টো বিরাজতে। দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চেতি। যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিরিতি। অগ্রে চ তস্যাদ্যাপ্রকৃতী রাধিকা নিত্য নির্গুণসর্ব্বালঙ্কারশোভিতা প্রসন্নাশেষলাবণ্যসুন্দরীতি।"

মাথুরমণ্ডলে গোকুল নামক বৃন্দাবনে সহস্রদলপদ্মমধ্যে কল্পবৃক্ষমূলে অষ্টদলকেশরে শ্যামবর্ণ পীতাম্বর, দ্বিভুজ, ময়ূরপিচ্ছধারী, বেণুবেত্রধারী, প্রাকৃতগুণ ও উপাদানজ শরীর রহিত, নিখিল অপ্রাকৃতগুণ ও দেহ বিশিষ্ট এবং লীলাময় গোবিন্দ নিত্যই বিরাজিত। যাঁহাদের অংশে লক্ষ্মী ও দুর্গাদি শক্তিগণ প্রকাশ পান; সেই রাধিকা ও চন্দ্রাবলী গোবিন্দের উভয় পার্শ্বে রহিয়াছেন। নিত্য সমস্ত অপ্রাকৃত গুণরূপ অলঙ্কারে শোভিতা, প্রসন্না ও অশেষ লাবণ্যসুন্দরী গোবিন্দের পরা প্রকৃতী শ্রীরাধা সম্মুখে বর্ত্তমান। অতএব অপ্রকটে সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময়ী লীলা নিত্য। শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণের সেই ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যতত্ত্ব কিঞ্চিৎ বলিব অর্থাৎ মহাপ্রভু যে, সনাতনকে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যতত্ত্ব উপদেশ দেন, তাহা এই পরিচ্ছেদে তাঁহার কণামাত্র বলিব ॥ ১ ॥

(২২৩ পাঃ) "জয় জয়......কোন ছার॥" এই ১ ও ২পয়ারের ভাবার্থ।

"জয় জয়" পয়ার দ্বারা গ্রন্থকার মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া, ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যতত্ত্ব কণামাত্র বলিবার জন্য মহাপ্রভুর বাক্য

দ্বারা বক্তব্য বিষয় আরম্ভ করিতেছেন, "সর্ব্ব-স্বরূপের" ইত্যাদি। মহাপ্রভু কহিলেন, সনাতন, শ্রবণ কর, পূর্ব্বে যে সব স্বরূপের অর্থাৎ অবতারের কথা বলিয়াছি, পরব্যোম ধামে, তাঁহাদের বাস। নিত্যধাম গোলক ও পরব্যোম ভেদে দ্বিবিধ। গোলকের নামান্তর কৃষ্ণলোক। দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিনরূপে কৃষ্ণলোকের অবস্থিতি। কৃষ্ণলোক পদ্মের কর্ণিকাস্থানীয় এবং পরব্যোম উহার দল (পত্র) স্থানীয়। সেই পরব্যোমে পৃথক্ পৃথক্ অবতারের পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ আছে। অবতার অনন্ত বলিয়া, তাঁহাদের ধাম বৈকুণ্ঠও অনন্ত। অতএব উহা নির্ণয় করা যায় না। ভক্তগণ ভক্তিভাবিত অন্তরে পরব্যোমকে পদ্মের দলরূপে দর্শন করেন। উহা ভক্তগণ কর্ত্তৃক দৃশ্য হইলেও, পরিচ্ছিন্ন নহে। ভক্তগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট পরব্যোমের বিস্তার বলিতে, বৈকুণ্ঠের বিস্তার বলিতেছেন,

"শত সহস্রাযুত" ইতি। আনন্দ চিন্ময়, ব্যাপক ও ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহার এক স্থানে থাকে, সেই পরব্যোমের বর্ণনা অসম্ভব। পরব্যোমের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণলোকের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছেন, "অনন্ত-বৈকুণ্ঠ" ইত্যাদি। কর্ণিকার, কর্ণিকাতে। এই মত, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্থাৎ যাঁহার ধাম ও পারিষদ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, তাঁহার অবতারও ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ। ব্রহ্মা, শিব, ও অনন্ত যাঁহার অবতারগণের অন্ত পান না, ছার জীব কিরূপে তাঁহার অন্ত পাইবে? অর্থাৎ পায় না॥ ১।২॥

(২২৩ পা) "কো বেত্তীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ব্রহ্মা ও শিবাদি যে, শ্রীকৃষ্ণা-বতারগণের অন্ত পান না, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উক্ত শ্লোক দ্বারা তাহা দেখাইতে-ছেন। "এই মত" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভূমন্ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। আপনার তত্ত্ব ও লীলা আপনি ব্যতীত অন্যে কে জানে? অর্থাৎ কেহ জানে না। অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর ব্যাখ্যা অসম্ভব বলিয়া বেদও মূকের ন্যায় আপনার কোন অর্থ বলিতে পারে না এবং পরিচ্ছিন্ন বেদ আপনার একদেশে অবস্থান করায়, আপনাকে জানেন না। হে ভগবন্ অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত, তোমা হইতে ন্যূন-শক্তিযুক্ত আমি (ব্রহ্মা) ও শিবাদি, সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত আপনাকে যখন বিশেষরূপে জানিতে পারি না, তখন পামরগণ আপনাকে কিরূপে জানিবে? হে পরাত্মন্ অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামিন্, আপনি সকলের হৃদয়ে অতি গোপনভাবে বাস করেন বলিয়া, আপনার অংশ জীবও আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে না। হে যোগেশ্বর অর্থাৎ দুর্ঘট-ঘটনসমর্থ, আপনি অসম্ভবকেও সম্ভব করেন বলিয়া, আপনার তত্ত্ব দুর্গম। আরও সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন বুদ্ধির অগম্য, তদ্রূপ আপনার লীলা কোথায়, কিরূপে, কোন সময়ে, বা কতপ্রকারে প্রকাশ পায় তাহাও বুদ্ধির অগোচর। কারণ; আপনি সচ্চিদানন্দবিলাসরূপ নিজশক্তিকে বিস্তার করিয়া লীলা করেন। অতএব সেই অবতার-গণের লীলা, কে জানিতে পারে? আপনি যদি নিজশক্তিকে বিস্তার না করিয়া ক্রীড়া করেন, তবেই আপনার তত্ত্ব ও লীলা জানা যায়; নচেৎ ঐ লীলা জানিতে কেহই সমর্থ নহে। অতএব আপনার তত্ত্ব আপনিই জানেন। সেই তত্ত্বোপ-দেশের জন্য আপনিই অবতীর্ণ হন॥ ২॥

(২২৪ পা) "এই মত···যার অন্ত।" এই ৩ পয়ারের ভাবার্থ। এইমত অর্থাৎ

শ্রীকৃষ্ণের যেমন রূপ ও লীলা অনন্ত, তদ্রূপ তাঁহার সদ্‌গুণও অনন্ত ॥ ৩ ॥

(২২৪ পা) "গুণাত্মন ইতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "এই মত কৃষ্ণের" পয়ার প্রমাণ শ্লোক।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার গুণ সকলের মাহাত্ম্য ও সংখ্যা নিরূপন করিতে কে সমর্থ হয়? অর্থাৎ কেহই সমর্থ নহেন। তাহার কারণ, এই জগতের জীবগণের মঙ্গলনিমিত্ত, আপনি অবতীর্ণ হইয়া, তাহাদের জন্য আপনার গুণসকলকে প্রকট করেন। যে গুণে যে জীবের যেরূপ হিত হয়, জীবের জন্য তদ্রূপ গুণ প্রকট হয়। দেবমনুষ্যাদি অবস্থাভেদে জীব অনন্ত এবং তাহাদের স্বভাবও অনন্ত; সুতরাং জীবগণের জন্য বিবিধ প্রকারে প্রকটিত আপনার গুণও অনন্ত। অতএব দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন নিজলোকে বিহরণশীল আপনার পরম অনন্ত গুণগণের গণনা অসম্ভব। যদিও পার্থিব পরমাণু অনন্ত; তথাপি শ্রীসঙ্কর্ষণাদি পুরুষগণের জ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের পরমাণু, হিমকনা ও নক্ষত্র সকলের গণনা সম্ভব হয়। যাঁহার রোমকূপে পরমাণু প্রমাণ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড যাতায়াত করিতেছে, সেই সর্ব্বাংশী, মহাপুরুষ আপনার গুণ সমূহের গণনা কিরূপে সম্ভব হয়? অতএব আপনার গুণ সকল অতি দুর্ব্বোধ। ইহা প্রকৃত গুণ হইলে আমাদের (ব্রহ্মাদির) দুর্ব্বোধ হইত না। আপনার গুণগণ অপ্রাকৃত বলিয়া শ্রীসঙ্কর্ষণাদিরও দুর্ব্বোধ হইয়াছে ॥ ৩ ॥

(২২৪ পা) "ব্রহ্মাদি···গণন ॥" এই ৪পয়ারের ভাবার্থ সরল। ব্রহ্মাদি বহু, ব্রহ্মাদি বহু মুনিগণ ॥ ৪ ॥

(২২৪ পা) "নান্তং বিদামীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "ব্রহ্মাদি বহু" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। মায়িক ও অমায়িক উভয়বিধ শক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের গুণ অনন্ত হেতু উহার বর্ণন অসম্ভব ॥ ৪ ॥

(২২৪ পা) "সেহো রহু···সতৃষ্ণ ॥" এই ৫পয়ারের ভাবার্থ। সেহে রহু অর্থাৎ ব্রহ্মা, অনন্ত, শিব ও সনকাদি দূরে থাকুক সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ নিজগুণের অন্ত না পাইয়া, উহার অন্ত জানিতে তৃষিত হন ॥ ৫ ॥

(২২৪ পা) "দ্যুপতয় এবেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "সেহো রহু" পয়ার প্রমাণ শ্লোক।

"নিজগুণের অন্ত না পায়" ইহার প্রমাণ "ন যসুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি" ইতি। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ যদি নিজ গুণের অন্ত না পান, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতার হানি হয়; তদুত্তরে বলিতেছেন, "যদন্তরাগুনিচয়া "ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

(২২৫ পা) "সেহো রহু···তার এক বিন্দু ॥" এই ৬ হইতে ৮ পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ সরল। সেহো রহু অর্থাৎ ঐ কথাও ত্যাগ কর; শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতরণ করিলে, যদি তাঁহার সেই অবতারলীলা বিচার করিতে ইচ্ছা করা যায়, তবে মন ঐ লীলার বা গুণের অন্ত পায় না। তাহার কারণ দেখাইতেছেন,— "প্রাকৃতাপ্রাকৃত" ইত্যাদি। প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কি, তাহা বলিতেছেন, "অনন্ত বৈকুণ্ঠ" ইত্যাদি। এমত, এরূপ সৃষ্টি। হয় অবধূত, ঔদাসীন্য অবলম্বন করে। 'প্রাকৃত সৃষ্টি কি, তাহা বলিতে-

ছেন, "কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ অসংখ্য শ্রীকৃষ্ণের গোবৎসের সহিত। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মার মোহনার্থ অসংখ্য গোধন ও গোপবালক এবং তাঁহাদের বসনভূষণাদি সমস্তই স্বয়ং রচনা করিয়া ব্রহ্মাকে ঐ সকল আবার চতুর্ভুজ নারায়ণের আকারে দর্শন করাইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা মোহিত হইয়া বহু স্তুতির পর বলেন, "যে কহে কৃষ্ণের বৈভব" ইত্যাদি। বাঙ্মনোগম্য, বাক্য ও মনের বিষয়। তার, অমৃতরূপ বৈভব সমুদ্রের ॥ ৬—৮ ॥

(২২৫ পা) "জানন্ত এবেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "যে কহে কৃষ্ণের" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৬ ॥

(২২৫ পা) "কৃষ্ণের মহিমা……… ব্যাখ্যানে ॥" এই ৯ ও ১০ পয়ারেব ভাবার্থ। "বহু" স্থানে "রহু" পাঠ হইবে। শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথাও পরিত্যাগ কর। কেননা. সেই মহিমা কে জানিবে? অর্থাৎ কেহই জানিতে পারে না। বৃন্দাবনভুমির আশ্চর্য্য বিভুত্ব দেখ। "ষোলক্রোশ" ইত্যাদি।

শাস্ত্র বলেন, বৃন্দাবন ষোলক্রোশ ভূমি। সেই ষোলক্রোশ বৃন্দাবনের একদেশে অসংখ্য বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছিল। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্য্য। সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্য সমুদ্রের কণামাত্র বলিলাম। এইরূপে বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্য-সাগর স্ফূরিত হওয়ায়, তাহাতে তাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়াদি ডুবিয়া গেল এবং ভাগবতের শ্লোক একটি পাঠ করিয়া, নিজেই অর্থ করেন ॥ ৯।১০ ॥

(২২৬পা) "স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয় ইতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য গ্রন্থেই বলা হইতেছে। মহাপ্রভুর যে, ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তাহা এই শ্লোক। পরে ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছেন ॥ ৭ ॥

(২২৬ পা) "পরম … নাহি আন। এই ১১ পয়ারের ভাবার্থ সরল। স্বয়মিতি।" শ্লোকোক্ত "অসাম্যাতিশয়ঃ" পদের অর্থ করিতেছেন। "পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ" ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

(২২৬ পা) "ঈশ্বর" ইতি। শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ২৫ পৃষ্ঠায় এবং তাৎপর্য্য ভাবার্থে ৭১পৃষ্ঠার দেখুন। পরম ঈশ্বর পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৮ ॥

(২২৬ পা) ব্রহ্মা … অধীশ্বর ১২ পয়ারের ভাবার্থ। "স্বয়মিতি" শ্লোকোক্ত "ত্র্যধীশঃ" পদের অর্থ করিতেছেন, "ব্রহ্মা বিষ্ণু" ইতি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের ঈশ্বর হইয়াও, যাঁহার আজ্ঞাকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণই ত্র্যধীশ ॥ ১২ ॥

(২২৬ পা) "সৃজামিতি" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। ব্রহ্মা ও শিব যে আজ্ঞাকারী, তাহা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৯ ॥

(২২৬ পা) "এ সামান্য…অধীশ্বর। এই ১৩ পয়ারের ভাবার্থ। এ সামান্য অর্থাৎ "ব্রহ্মা শিব" ইতি পূর্ব্ব পয়ারে যে ত্র্যধীশের অর্থ করিয়াছি. তাহা সামান্য অর্থ; অন্য অর্থ শ্রবণ কর। "জগৎ কারণ" ইত্যাদি। স্থূল, সূক্ষ্ম ও সমষ্টির অন্তর্যামী তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম

এই তিন পুরুষ জগতের ঈশ্বর হইয়াও যাঁহার অংশ, সেই শ্রীকৃষ্ণই ত্র্যধীশ্বর ॥১৩॥

(২২৬ পা) "যস্যৈকেতি। শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৬৪ পৃষ্ঠায়। দেখুন। শ্রীকৃষ্ণের অংশ তিন পুরুষ, এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ১০ ॥

(২২৬) "এই অর্থ ... লীলাসার ॥ "এই ১৪ পয়ারের ভাবার্থ। এই অর্থ বাহ্য অর্থাৎ এই যে অর্থ করিলাম, তাহাও বাহ্য। গূঢ় অর্থ শ্রবণ কর। ত্র্যধীশের গূঢ় অর্থ বলিতেছেন "তিন আবাস" ইত্যাদি। গোলোক বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময় অন্তঃপুর। সেই অন্তঃপুরে পিতা, মাতা ও বন্ধুগণ, যোগমায়ারূপ দাসী এবং মধুর রাসাদি-লীলাসকল বিরাজ করেন। সেই অন্তঃপুর অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের ভাণ্ডার ॥ ১৪ ॥

(২২৬ পা) "করুণেতি" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 'মধুরৈশ্বর্য্যমাধুর্য্য'পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥১১॥

(২২৭ পা) "তার তলে ··· আছে ভরি। "এই ১৫ পয়ারের ভাবার্থ। সেই অন্তঃপুরের তলে পরব্যোম নামক মধ্যম আবাস অর্থাৎ বৈঠকখানা বাড়ী। সেই মধ্যম আবাস শ্রীকৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার এবং সেখানে অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ বিরাজ করেন ॥ ১৫ ॥

(২২৭ পা) "গোলোকনাম্নীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। গোলোকের তলে পরব্যোম, তাহার তলে মহেশধাম, তাহার তলে দেবী-ধাম ; ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ১২ ॥

(২২৭পা) "প্রধানেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। দেবী-ধাম শ্রীকৃষ্ণের বহির্বাটী। দেবী-ধামই ব্রহ্মাণ্ড বা প্রকৃতি বা পাদ বিভূতি। শ্লোকের অর্থ পরে বলিতেছেন ॥১৩।১৪॥

(২২৭ পা)"তার তলে···অভিধান। "এই ১৬ ও ১৭ ভাবার্থ। পরব্যোমের তলে বিরজার পরে ব্রহ্মাণ্ডই বাহ্যাবাস (বহির্ব্বাটি) ইহার অধীশ্বরী প্রাকৃত-সম্পদ্রূপা জগল্লক্ষ্মী। মায়া তাঁহার দাসী। এই স্থানে জীবগণ বাস করেন। এ তিন ধাম অর্থাৎ হরিধাম মহেশধাম ও দেবীধাম ইহার শ্রীকৃষ্ণ অধীশ্বর বলিয়া ত্র্যধীশ্বর। গোলোক ও পরব্যোম প্রকৃতির পর বলিয়া উহা ত্রিপাদবিভূতি। মায়িক বিভূতির এক পাদ নাম ॥১৬।১৭ ॥

(২২৮ পা) "ত্রিপাদিতি। শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ত্রিপাদ বিভূতি ও পাদবিভূতি পয়ার প্রমাণ শ্লোক।১৫ ॥

(২২৮ পা) "ত্রিপাদ ··· কৃষ্ণেরে ॥ এই ১৮ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদবিভূতি বাক্য ও মনের অগোচর। সেই ত্রিপাদবিভূতির কথা দূরে থাকুক, পাদবিভূতিরই অন্ত পাওয়া যায় না। পরিদৃশ্যমান্ সৌরজগত্ একটি ব্রহ্মাণ্ড। এমন ব্রহ্মাণ্ড অগণ্যই আছে। [illegible]

ব্রহ্মাণ্ডেই একজন করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা আছেন। উহাঁদের সাধারণ নাম চিরলোকপাল, একপাদ বিভূতির বিস্তার বলিতেছেন, "একদিন ইতি" আদি "নাহি পরিমাণ" ইত্যন্ত ॥ ১৮ ॥

(২২৮ পা) "কৃষ্ণ কহেন ... শশক রহিলা"॥ এই ১৯ হইতে ২১ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। দশবিশশত ইত্যাদি কোন ব্রহ্মার দশ মুখ, কাহার কুড়ি মুখ, কাহার একশত, কাহার এক হাজার, কাহার দশ হাজার, কাহার কোটী, কাহার অর্ব্বুদ মুখ, কোন ব্রহ্মার মুখ গণনাতীত। ইহাদের সহিত লক্ষ-কোটি বদনযুক্ত রুদ্রগণ ও লক্ষকোটি-নয়নসমন্বিত ইন্দ্রগণ আসিলেন। ফাঁফর, অত্যাশ্চর্য্য ॥১৯—২১ ॥

(২২৮ পা) "আসি সব···সে দেখিল" এই ২২ হইতে ২৪ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। দ্বারকাদি বিভু অর্থাৎ দ্বারকাদি-ধাম যে ব্যাপক, এই তাহার প্রমাণ। উহা দেখাইতেছেন, "আমারি ব্রহ্মাণ্ডে" ইতি।

"একত্র মিলনে" এই পয়ারে সন্দেহ হইতে পারে, আগত ব্রহ্মাগণ যদি কেহ কাহাকেও না দেখিয়া থাকেন, তবে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা উহাদিগকে কিরূপে দেখেন? তদুত্তর, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় দেখেন। পূর্ব্বে অর্থাৎ ব্রজলীলায় আপনা কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া, যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, তাহা অদ্যে প্রত্যক্ষ করিলাম। ব্রহ্মা পূর্ব্বে যাহা নিশ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা পর শ্লোকে বলিতেছেন ॥২২—২৪ ॥

(২২৮ পা) "জানন্ত এবেতি" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা মধ্যের ২২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন। "পূর্ব্বে আমি" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ১৬ ॥

(২২৯ পা) "কৃষ্ণ কহে ··· উমাণ ॥" এই ২৫ ও ২৬ পয়ারের ভাবার্থ সরল। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আহূত ব্রহ্মাগণের শত বা সহস্র বদন হইবার কারণ বলিতেছেন, "কৃষ্ণ কহে" ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের পাদ-বিভূতির যখন পরিমাণ হয় না, তখন ত্রিপাদবিভূতি পরব্যোমের কে উমাণ (নির্ণয়) করে ॥২৫।২৬ ॥

(২২৯ পা) "তস্যাঃ পার ইতি।" পরব্যোম যে ত্রিপাদবিভূতি, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক। ১৭ ॥

(২২৯ পা) "তবে কৃষ্ণ···ভগবান্" এই ২৭ পয়ারের ভাবার্থ। ত্র্যধীশ্বরের অন্য গূঢ় অর্থ বলিতেছেন, "ত্রিশব্দেতে" ইত্যাদি। গোকুল, মথুরা ও দ্বারা-বতীর যিনি অধীশ্বর, তিনি ত্র্যধীশ্বর। তিন ধাম তাঁহার স্বরূপৈশ্বর্য্য দ্বারা পূর্ণ অতএব শ্রীকৃষ্ণই ত্র্যধীশ্বর ॥২৭ ॥

(২২৯ পা) "পূর্ব্ব উক্ত ··· শ্লোক পড়িল ॥" এই ২৮ হইতে ৩০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। "স্বয়মিতি।" সপ্তম শ্লোকোক্ত "লোকপালৈঃ কিরীটে-ত্যাদির" অর্থ বলিতেছেন, "পূর্ব্ব উক্ত।" ইত্যাদি। তার মণি, মুকুটের মণি ॥ শ্লোকোক্ত "মায়াজালমধ্যাণ্ডেতির অর্থ বলিতেছেন, "নিজ চিচ্ছক্ত্যে" ইত্যাদি। এক শ্লোক, যদ্দর্শ্যোতি শ্লোক ॥২৮।২৯।৩০ ॥

(২২৯ পা) "যদ্দর্শ্যোতি" শ্লোকের

তাৎপর্য্য "কৃষ্ণের যতেক খেলা।" ইত্যাদি পয়ারে ব্যক্ত হইবে ॥ ১৮ ॥

(২২৯ পা) "কৃষ্ণের যতেক…লীলা হৈতে ॥" এই ৩১ ও ৩২ পয়ারের ভাবার্থ। শ্লোকোক্ত "যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং" ইহার অর্থ করিতেছেন, "কৃষ্ণের যতেক" ইত্যাদি।

বৈকুণ্ঠাদিতে শ্রীকৃষ্ণের যত কিছু লীলা বা স্বরূপ আছে, তন্মধ্যে বাল্যকৌমারাদিবিষয়মনুষ্যলীলা, সকললীলার শ্রেষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা বৈকুণ্ঠাদিতে নাই। অতএব ইহা সর্ব্বোত্তমা। ইহার কারণ, "যোগমায়া" ইতি পর পয়ারে বলিবেন। অথবা যে লীলা শ্রীকৃষ্ণের বৈভবজ্ঞ ব্রহ্মাদিরও বিস্ময় উৎপাদন করেন। যিনি নরলীলা করেন, তাহার স্বরূপ বলিতেছেন, "নরবপু" ইতি। শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য বহু মূর্ত্তি থাকিলেও, নরের ন্যায় দেহ তাঁহার নিজরূপ। অতএব ঐরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের ঐ নরদেহ, কিরূপ তাহা বলিতেছেন, "গোপবেশ" ইত্যাদি। যাঁহার দেহ মনুষ্যের ন্যায়, তাঁহার লীলাও তদ্রূপই হওয়া উচিত, এই হেতু বলিতেছেন, "নরলীলা" ইতি। নরদেহের অনুরূপ নরলীলা। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত রূপ হইলেও, প্রধানতঃ তাঁহার দুইটি রূপ; একটি পরমেশ্বর রূপ, একটি মধুর রূপ। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বররূপে অতিক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র হন এবং অতি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ হন, ইত্যাদিরূপে তিনি অনন্তরূপে প্রকাশ পান। এই রূপটি ধারণার অতীত। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বর রূপ দর্শন করিয়া ভীত হয়েন এবং তাঁহার প্রেমের সঙ্কোচ হয়। শ্রীকৃষ্ণের যে রূপটি সাম্য, ভক্তগণের আনন্দদায়ক, প্রেমবর্দ্ধক এবং যাহাতে সৎ, চিৎ ও আনন্দের উৎকর্ষ আছে, তাহাই মধুররূপ। শ্রীকৃষ্ণের [illegible] ঐরূপটিই মধুররূপ। হে সনাতন, এই [illegible] কথা শ্রবণ কর। যে রূপের "ইতি। যে মধুর রূপের এক বিন্দু রূপ ত্রিভুবনকে ডুবায় অর্থাৎ ত্রিভুবনের সমস্ত রূপকে পরাজয় করে এবং সর্ব্ব প্রাণির চিত্ত আকর্ষণ করে।

শ্লোকোক্ত, "স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা" ইহার অর্থ করিতেছেন, "যোগমায়া" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণের নরবপু যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ বলিতেছেন, যোগমায়া ইতি। বিশুদ্ধসত্ত্বের পরিণাম স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি যোগমায়ার শক্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণ সামার্থ্য লোকে দেখাইবার জন্য ভক্তগণের গোপনীয় রত্নস্বরূপ এই ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যাত্মক নররূপ নিত্যলীলা হইতে প্রকট করেন। ইহাতে নিত্যলীলার রূপটি যে দ্বিভুজ নরবপু তাহা প্রতিপন্ন হইল। শ্রীকৃষ্ণ যে রূপে যোগমায়ার প্রভাব জগতকে দেখান, সেই রূপটি যে সামান্য বা লৌকিক নহে, পরন্তু আলৌকিক, তাহাও সিদ্ধ হইতেছে, ইহাতে ঐ রূপের হেয়ত্বাদি দোষও নিরাস পাইল। নিত্যলীলা ব্যতীত যোগমায়ার বল শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠাদিতেও প্রকাশ করেন নাই। অতএব স্বরূপভূতা যোগমায়ার বল প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণের নরবপুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অথবা, রাস ও মহিষীবিবাহে নিজ যোগমায়ার প্রভাবক যে প্রকাশমূর্ত্তি, তাহা লোকে ভক্তগণকে দেখাইতে নিত্যলীলা হইতে নরবপু প্রকট করেন। অতএব নরবপু শ্রেষ্ঠ ॥৩১।৩২ ॥

(২৩০ পা) রূপ দেখি…গোপীগণ মন ॥ এই ৩৩ ও ৩৪ পয়ারের ভাবার্থ। শ্লোকোক্ত "স্বস্য চ বিস্মাপনং" ইহার অর্থ করিতেছেন, "রূপ দেখি" ইতি।

শ্রীকৃষ্ণ নিজের মধুর রূপ দর্শন করিয়া, নিজেই বিস্মিত হন এবং ঐ মধুররূপে কত মধুরত্ব আছে, তাহা জানিতে অভিলাষী হয়েন। ইহা চিত্রপটাদিদর্শনে প্রসিদ্ধি আছে। অতএব নরাকার মধুর রূপ ও ঐরূপের লীলা সর্ব্বোত্তম। শ্লোকোক্ত "সৌভগর্দ্ধেঃ [illegible]" ইহার অর্থ

করিতেছেন, "স্বসৌভাগ্য" ইতি। "ভূষণভূষণাঙ্গম্" ইহার অর্থ বলিতেছেন. ভূষণের ইতি।

ভূষণ অঙ্গে পরিলে অঙ্গের শোভা হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপের এমনিই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য যে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্থিত ভূষণ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ দ্বারা ভূষিত হয়। একেতো ভূষণের শোভাবর্দ্ধক শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ, তাহাতে আবার মনোহর ত্রিভঙ্গরূপ। ইহার উপর আবার ধনুকের ন্যায় ভ্রূর নৃত্য হইতেছে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ মধুর, তাহাতে ত্রিভঙ্গরূপে আরও মধুর, পুনশ্চ ভ্রূধনুর নৃত্যে অতি সুমধুর রূপ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মধুররূপের কার্য্য বলিতে ভ্রূধনুর নৃত্য কিরূপ তাহা বলিতেছেন, "তেরছ "ইতি। তেরছ, বক্র। নেত্রান্তবাণ, কটাক্ষবাণ। শ্রীকৃষ্ণ ভ্রূধনুতে দৃঢ়রূপে বক্র কটাক্ষবাণ যোজনা করতঃ গোপীগণের মনকে বিদ্ধ করেন। কটাক্ষবাণ সরল হইলে, টানিয়া খোলা সহজসাধ্য, ঐ বাণ বক্র হওয়াতে, বাহির করা দুঃসাধ্য ; ইহা বুঝাইতেছে। শ্রীরাধা বলিয়াছেন,—

"দ্রবিনং ভবনমপত্যং তাবন্মিত্রং তথাভিজাত্যঞ্চ।
উপযমুনং বনমালী যাবন্নেত্রে ন নর্ত্তয়তি ॥"

যমুনাকুলে শ্রীকৃষ্ণ যে পর্য্যন্ত নৃত্যবিশিষ্ট কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ না করেন, সেই পর্য্যন্তই ধন, গৃহ, অপত্য, মিত্র, ও সৎকুলত্ব থাকে। বাণবিদ্ধ হইলে ঐ সব থাকে না॥ ৩৩। ৩৪॥

(২৩০ পা) "ব্রহ্মাণ্ড উপরে ··· ··· গোপীগণ।" এই ৩৫ ও ৩৬ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূধনুর নৃত্য বলিয়া ভূষণের শোভাবর্দ্ধক মনোহর ত্রিভঙ্গ মধুররূপের কার্য্য বলিতেছেন, "ব্রহ্মাণ্ড" ইতি।

শ্রীকৃষ্ণের মধুররূপ ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোমস্থ স্বরূপগণের অর্থাৎ বিলাস ও স্বাংশাদির মন বল পূর্ব্বক [illegible], অর্থাৎ বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীনারায়ণাদি স্বরূপগণ শ্রীকৃষ্ণের মধুররূপ দর্শন করিয়া "আহা কি সুন্দর রূপ, আহা কি সদ্গুণ ইত্যাদি" বলিয়া বিস্মিত হয়েন। এই মধুররূপদর্শনজন্য মহাকালপুরের অধিপতি মৃত ব্রাহ্মণ-বালকগণকে নিজ ধামে লইয়া যান, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। অতএব মধুররূপ স্বরূপগণের চমৎকারোৎপাদক, ইহা সিদ্ধ হইল। এমন কি, সেদবাক্যসকল যাঁহাদিগকে পতিব্রতার শিরোমণি বলেন, তাঁহারাও এই মধুর রূপে আকর্ষিত হন। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিজন্য লক্ষ্মীগণের তপস্যা দ্বারাই, তাঁহাদের আকর্ষণ সিদ্ধ হইতেছে।

কটাক্ষবাণ দ্বারা গোপীবিদ্ধকারী, মাধুর্য্য দ্বারা স্বরূপগণের বিস্ময়কারী ও লক্ষ্মীগণের আকর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বলিতেছেন, "চড়ি" ইতি। শ্রীকৃষ্ণ গোপীর মনোরূপ রথে আরোহণ করিয়া মন্মথের (কামের) মনকে মথন করেন। এইহেতু তাঁহার নাম মদনমোহন। স্বয়ং নবকন্দর্প শ্রীকৃষ্ণ, পঞ্চশরের (কামের) দর্প জয় করিয়া, গোপীগণ লইয়া রাস বিহার করেন। গোপীর মনোরূপ রথে চড়াতে ও প্রাকৃতাপ্রাকৃত কামের দর্প চূর্ণ করায় শ্রীকৃষ্ণ যে, রতিসংগ্রামের প্রধান যোদ্ধা তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। কামের দর্প চূর্ণ করিতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কেহই সমর্থ নহে। মহাদেব প্রাকৃত কামকে ভস্ম করিলেও অপ্রাকৃত কামের দর্প চূর্ণ করিতে পারেন নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণের মধুররূপই শ্রেষ্ঠ ; যাহাতে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় কামই মোহিত হন ॥৩৫।৩৬॥

(১৩০ পা)"নিজ সম···অশ্রুধার ॥" এই ৩৭পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণের অপর কার্য্য বলিতেছেন. "নিজসম" ইতি।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ নিজতুল্যসখার সহিত স্বচ্ছন্দে গোচারণ করতঃ বিহার করেন। যাঁহার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণির অঙ্গ পুলকিত হয় ও প্রেমাশ্রু পতিত হয়। [illegible] হইতে পারে, বংশীধ্বনিশ্রবণে [illegible]

পুলকিত বা তাহার প্রেমাশ্রু পতিত হইতে পারে, স্থাবর প্রাণীর কিরূপে হয়? তদুত্তর, উভয় প্রাণীই পুলকিত হয়; ইহা ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা উহা বলিলাম না। কোন পদকর্ত্তা বলেন,—

প্রথম রন্ধ্রের গানে, ব্রহ্মার ভাঙ্গয়ে ধ্যানে,
দ্বিতীয়তে যমুনা উজান।
তৃতীয় রন্ধ্রের কথা শুন বৃষভানুসুতা,
পবনের হত হয় জ্ঞান ॥
চতুর্থ রন্ধ্রের গানে, ব্রজগোপীর বাজে কানে,
উনমত ভ্রমরীর প্রায়।
বসন পড়িতে নারে, নীবীবন্ধ খসি পড়ে,
এলোকেশে সেই পথে ধায় ॥
পঞ্চম রন্ধ্রের স্বরে, আপনে সে ধেনু ফিরে,
পুনঃ ধেনু যাইতে না পারে।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু, যেখানে বাজয়ে বেণু,
আগে আসি মোর মুখ হেরে ॥
ষষ্ঠ রন্ধ্রেতে প্রায়, শুষ্কতরু প্রাণ পায়,
পাষাণ আপনি দ্রব হয়।
গাভী তৃণ নাহি খায়, চিত্রপুত্তলীপ্রায়,
কোকিলাদি স্বরভঙ্গ হয় ॥
সপ্তম রন্ধ্রের গীতে, কদম্বাদি বিকশিতে,
ষড় ঋতু বহে এক তারে।
অষ্টম রন্ধ্রের গান, গায় সদা তব নাম,
অবহেলে বাঁশী এই করে ॥
শুনহ আমার মর্ম্ম, অসাধ্য বাঁশীর কর্ম্ম,
ত্রিলোক মোহিত বাঁশীর গানে।
বাঁশীর যতেক গুণ, কি করিব নিরূপণ;
শিবরাম কি কহিতে জানে ॥

এই পদে স্থাবর ও জঙ্গম সর্ব্ব প্রাণির পুলকাদি বর্ণন হইয়াছে। ৩৭।

(২৩০ পা) "মুক্ত মালা…লীলামৃতধারা॥" এই ৩৮ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ বা রূপ বলিতেছেন, "মুক্ত মালা" ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ নব মেঘসদৃশ। অতএব তিনি নবজলধর। ইহা উপমালঙ্কার। মেঘ যেমন জগতে জল বরিষণ দ্বারা জগতের শস্য বৃদ্ধি করেন, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ জগত শস্য অর্থাৎ জগতের ভক্তগণের সম্বন্ধে নিজের অমৃতরূপা লীলাধারা বরিষণ করিয়া, তাঁহাদের আনন্দ বৃদ্ধি করেন। জলধরের জল দ্বারা যেমন শস্য পুষ্ট হয়; তদ্রূপ ভক্তগণ লীলা দ্বারা পুষ্ট হন। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ, মেঘের বর্ণ; শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি, মেঘের গর্জ্জন; শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত ধারা, মেঘের বারিধারা; ইত্যাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণের ও মেঘের গুণ সমান বটে; কিন্তু মেঘের উদয় হইলে বকপক্ষিগণ উড়িয়া বেড়ায়, ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয় এবং বিদ্যুৎ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণমেঘে ঐ সব কোথায়? তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণের গলায় যে মুক্তার মালা তাহাই বকপঙ্ক্তি সদৃশ, শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের ময়ূর-পুচ্ছই ইন্দ্র-ধনু এবং শ্রীকৃষ্ণের পীতাম্বরই বিদ্যুৎ। মেঘের বিদ্যুৎ চঞ্চল; শ্রীকৃষ্ণমেঘের বিদ্যুৎ স্থির। ইত্যাদিরূপে মনীষিগণ সংলগ্ন করিয়া লইবেন ॥ ৩৮ ॥

(২৩০ পা) "মাধুর্য্য … … মথুরা-নাগরী ॥" এই ৩৯ ও ৪০ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণ, ভগবত্তার সার যে মাধুর্য্য, তাহা ব্রজেই প্রচার করেন। ইহা ব্যাসপুত্র শুকদেব লোকে জানাইতে ভাগবতশাস্ত্রে স্থানে স্থানে বর্ণন করিয়াছেন, যাহা শুনিয়া ভক্তগণ মত্ত হন। মহাপ্রভু কর্ত্তৃক বর্ণিত অন্য প্রসঙ্গ বলিবার জন্য, গ্রন্থকার বলিতেছেন, "কহিতে" ইতি।

মথুরানাগরীগণ ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও গোপীগণের ভাগ্যবর্ণন, যে শ্লোক পড়িয়াছিলেন, মহাপ্রভু কৃষ্ণের মধুরগুণ বলিতে বলিতে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, সনাতনের হাতে ধরিয়া, মথুরানাগরী কর্ত্তৃক বর্ণিত সেই শ্লোক [illegible]

সন্দেহ হইতে পারে, মহাপ্রভু মধুররস বর্ণন করিতে করিতে গোপীর ভাগ্য বর্ণন করেন কেন? তদুত্তর "শ্লোক পড়ে" ইতি। অর্থাৎ প্রেমের আবেশে মহাপ্রভু গোপীভাগ্য বর্ণন করেন। অথবা, গোপীগণই শ্রীকৃষ্ণের মধুররস অত্যধিকরূপে আস্বাদন করেন, তজ্জন্য তাঁহাদের সেই ভাগ্য বর্ণন করেন. শ্রীকৃষ্ণরস-আস্বাদনে গোপী ব্যতীত অন্য কেহ তাদৃশভাগ্য লাভ করেন নাই। অতএব তাদৃশভাগ্য বর্ণনযোগ্য বলিয়া, বর্ণিত হইতেছে ॥ ৩৯।৪০ ॥

(২৩০ পা) "গোপ্যস্তপঃ কিমিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৪৯ পৃষ্ঠায় দেখুন। মথুরানাগরীগণ ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও গোপীভাগ্যবর্ণন, যে শ্লোক পাঠ করেন, তাহা এই শ্লোক। "তারুণ্যামৃত" ইত্যাদি পর পয়ারে ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছেন ॥ ১৯ ॥

(২৩০ পা) "তারুণ্যামৃত...উদ্দাম ॥" এই ৪১ পয়ারের ভাবার্থ। শ্লোকোক্ত "অমুষ্যরূপং" ইহার অর্থ করিতেছেন, "তারুণ্যামৃত" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য বর্ণন করিতে তাঁহার যৌবনকে অমৃত সমুদ্র বলিলেন। সমুদ্রের যে যে গুণ আছে, শ্রীকৃষ্ণের যৌবনসমুদ্রে সেই সেই গুণ আছে। সাধারণ সমুদ্র ভয়োৎপাদক কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের যৌবনসমুদ্র আনন্দোৎপাদক বলিয়া, উহা অমৃত স্বরূপ। সমুদ্র যেমন অতলস্পর্শী, শ্রীকৃষ্ণের যৌবনও তদ্রূপ বর্ণনাতীত। সমুদ্র যেমন জলে পরিপূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ নিত্য যৌবনে পরিপূর্ণ। সমুদ্র যেমন তীরকে ভগ্ন করে, শ্রীকৃষ্ণের যৌবন তদ্রূপ পতিব্রতার ধর্ম্ম নষ্ট করে। সমুদ্রে যেমন ভয়ঙ্কর জলজন্তু আছে, শ্রীকৃষ্ণের যৌবনে তদ্রূপ [illegible] ইত্যাদিরূপে মনীষিগণ সংলগ্ন করিয়া লইবেন। অথবা, সমুদ্রে পতিত হইলে, জীবনের আশঙ্কা আছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের যৌবনামৃত সমুদ্রে পতিত হইলে, মরণের আশঙ্কা নাই, কিন্তু বিরহাদিজনিত বহু কষ্টের আশঙ্কা আছে। শ্রীকৃষ্ণের যৌবন সমুদ্রের তরঙ্গ বলিতেছেন, "তরঙ্গ" ইতি। যৌবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লাবণ্যই যৌবনসমুদ্রের তরঙ্গ। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্য তরঙ্গের নিকট জগতের সকল সৌন্দর্য্যই পরাভব হয়। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন নিজকূলকে নষ্ট করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যতরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত মোহিত করিয়া ধৈর্য্য নষ্ট করতঃ তাঁহাকে আকর্ষণ করে। যৌবনসমুদ্রের আবর্ত্ত (ঘূর্ণা) বলিতেছেন, "তাহাতে" ইতি। সঞ্চারী স্থায়ী প্রভৃতি ভাবগণই যৌবনসমুদ্রে আবর্ত্তরূপে উত্থিত হয়। ঘূর্ণা বায়ু ব্যতীত জলের ঘূর্ণা হয় না বলিয়া বলিতেছেন, "বংশী" ইতি। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর ধ্বনিই চক্রবাত (ঘূর্ণাবায়ু)। ঘূর্ণা বায়ুতে যেমন জলের ঘূর্ণন হয়, তদ্রূপ বংশীধ্বনিতে জড়তা. নৃত্য, ব্যাধি ও উন্মাদ প্রভৃতি নানা ভাবের উদয় হয়। জলের আবর্ত্তে তৃণপতন প্রয়োজন হেতু বলিতেছেন, "নারী" ইতি। বংশীধ্বনি দ্বারা সেই আবর্ত্তে নারীর মনতৃণকে ডুবায়, আর ঐ তৃণকে উঠিতে দেয় না ॥ ৪১ ॥

(২৩০ পা) "সখি হে...নারায়ণে ॥" এই ৪২ পয়ারের ভাবার্থ। শ্লোকোক্ত "গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্" ইহার অর্থ করিতেছেন, "সখি হে" ইতি।

মথুরানাগরীগণ পরস্পর বলিতেছেন, হে সখি, ব্রজগোপীগণ কি তপস্যা করিয়াছিলেন, যে এরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন; সেই ফল কি, তাহা বলিতেছেন, "কৃষ্ণরূপ" ইতি।

শ্লোকোক্ত "দৃগ্ভিঃ পিবন্তি" ইহার অর্থ করিতেছেন, "কৃষ্ণরূপ" ইতি।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের-রূপমাধুর্য্যকে নেত্রভরি পান করিয়া অর্থাৎ চক্ষের সাধ মিটাইয়া দর্শন করতঃ নেত্র, দেহ ও মনকে প্রশংসার যোগ্য করেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারই দেহ, মন ও নেত্র প্রশংসার যোগ্য। যিনি দর্শন করেন নাই, তাঁহার নেত্রাদি বৃথা বা নিন্দনীয়। অতএব গোপীগণ কোন্ তপস্যার বলে শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়াছেন? আমরা যদি গোপীগণের তপঃ কি, জানিতে পারিতাম, তবে সেই তপস্যা করিতাম। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ-রূপে এমন কি মাধুর্য্য আছে; যাঁহার জন্য, মথুরানাগরী তোমরা, তপস্যা করিতে চাহিতেছ? তাহাতে বলিতেছেন, "যে মাধুরীর ইত্যাদি। এস্থলে মথুরানাগরীগণ মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়াও গোপীগণের ভাগ্যলাভে গোপী-গণের তপস্যার অনুসন্ধিৎসু হওয়ায়, প্রতিপন্ন হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা স্বীকার না করিলে, এই শ্লোক অপ্রসঙ্গ হয়।

শ্লোকোক্ত "অসমোর্দ্ধ" ইহার অর্থ করিতেছেন, "সে মাধুরীর" ইতি। ঊর্দ্ধ অধিক।

শ্রীকৃষ্ণরূপে যে মাধুরী আছে, তাহার অধিক বা সমান মাধুরী অন্যত্র নাই। এমন কি, পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণের যে স্বরূপগণ অর্থাৎ বিলাসাদি-মূর্ত্তিসকল আছেন; সেই সব মূর্ত্তিতেও শ্রীকৃষ্ণের সমান মাধুরী নাই। অধিক মাধুরী অন্যত্র অসম্ভব। যিনি পরব্যোমের অধিকারী, যিনি অবতার সকলের অবতারী অর্থাৎ যাঁহা হইতে পুরুষাবতারাদিগণ হয়েন, সেই শ্রীনারায়ণেও এত মাধুরী নাই, যত মাধুরী শ্রীকৃষ্ণরূপে আছে। অতএব অসমোর্দ্ধ ও অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য দর্শনজন্য আমরা মথুরানাগরী, গোপীকৃত তপস্যা করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি ॥৪২॥

(২৫০ পা।) তাতে সাক্ষী...কার্য্য জানি। এই ৪৩ ও ৪৪ পয়ারের ভাবার্থ।

শ্রীকৃষ্ণরূপে যে মাধুর্য্য আছে, শ্রীনারায়ণে তাহা নাই; ইহার প্রমাণ করিতেছেন, "তাতে" ইত্যাদি। সাক্ষী, প্রমাণ। পতিব্রতার শ্রেষ্ঠা শ্রীনারায়ণের প্রিয়তমা লক্ষ্মী যে মাধুর্য্য আস্বাদন জন্য কামভোগাদি ত্যাগ করতঃ তপস্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণে যে মাধুর্য্য আছে, তাহা যদি নারায়ণে থাকিত, তবে লক্ষ্মী নারায়ণের সেবাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতেন না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্য অসমোর্দ্ধ।

শ্লোকোক্ত "অনন্যসিদ্ধম্" ইহার অর্থ করিতেছেন, "সেইত" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া, অন্য-সিদ্ধিরহিত অর্থাৎ শ্রীনারায়ণাদিতে ঐ মাধুর্য্যের সিদ্ধি হয় না। এই হেতু শ্রীকৃষ্ণই মাধুর্য্যাদিগুণের আকর। শ্রীকৃষ্ণের অন্য সব প্রকাশমূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ-দত্তগুণ সব প্রকাশ পায়. অতএব শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য স্বাভাবিক ॥৪৩।৪৪॥

(২৫১ পা) "গোপীভাব...সুলভ॥" এই ৪৫ ও ৪৬ পয়ারের ভাবার্থ। শ্লোকোক্ত "অনুসবাভিনবং". ইহার অর্থ করিতেছেন, "গোপীভাব" ইত্যাদি।

যদি বল, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য সর্ব্বদা এক ভাবেই যদি দর্শন করেন, তবে মাধুর্য্য দর্শনে গোপীগণের পুনঃ পুনঃ চমৎকার কিরূপে হয়? তাহাতে বলিতেছেন, গোপীভাব ইতি। গোপীগণের ভাবরূপ দর্পণের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন রূপে প্রকাশ পায়। অতএব প্রতিক্ষণে নবরূপে প্রকাশিত মাধুর্য্য দর্শনে গোপীগণ চমৎকৃত হয়েন। প্রতিক্ষণে নব নবরূপে প্রকাশিত মাধুর্য্যের বৃদ্ধি প্রকার বলিতেছেন, দুঁহে ইতি। দর্পণ যত পরিষ্কার হয়, তত পরিষ্কার মুখ যেমন দেখা যায়, তদ্রূপ গোপীভাবদর্পণ শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যকে প্রতি-ক্ষণেই নব নবরূপে বর্দ্ধিত করেন, এবং মুখ

নবরূপে বর্দ্ধিত শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য দ্বারা আবার গোপীভাবদর্পণ নির্ম্মল হয়, তাহাতে আবার কৃষ্ণমাধুর্য্য বৃদ্ধি পায়; এইরূপে গোপীভাব ও শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য উভয় উভয়কে পরমহর্ষে বৃদ্ধি করাইয়া, উভয়েই চমৎকৃত হয়েন। অতএব গোপীর ভাব নব নব এবং শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যও নব নব। এস্থলে প্রতিপন্ন হইল, গোপীভাব-দর্পণের সম্মুখেই কেবল শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য বর্দ্ধিত হয়, অন্যত্র হয় না অর্থাৎ গোপীভাবেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য অনুভব হয়, অন্যভাবে হয় না। এইহেতু মথুরা-নাগরীগণ গোপীভাব-প্রাপ্তি-কামনায় গোপীগণের তপস্যা কি, তাহা পরস্পরে জিজ্ঞাসা করেন। শ্লোকোক্ত "দুরাপং" শব্দের অর্থ করিতেছেন, "কর্ম্ম" ইত্যাদি।

যদি বল, ব্রজে গোপীভাব দ্বারা যদি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি পায়, তবে অন্যদেশীয় রমণীগণ, ব্রজে গমন করিয়া ঐ মাধুর্য্য দর্শন করুক? তাহাতে বলিতেছেন, "দুরাপমিতি।" লক্ষ্মীর যখন দুর্লভ, তখন অন্যের কিরূপে সুলভ হইবে? যদি বল, তপস্যা কর না কেন? তাহাতে বলিতেছেন, "কর্ম্ম" ইতি। কর্ম্মজপাদিতে কৃষ্ণমাধুর্য্য দুর্লভ অর্থাৎ অনুভব হয় না। কৃষ্ণমাধুর্য্য কিরূপে অনুভব হয়, তাহা বলিতেছেন, "কেবল" ইতি। যে ব্যক্তি রাগানুগামার্গে কেবল অনুরাগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তিনিই তন্মাধুর্য্য অনুভব করেন ॥ ৪৫।৪৬ ॥

(২৩১ পা) "সেইরূপ ... হিত ॥" এই ৪৭ ও ৪৮ পয়ারের ভাবার্থ। শ্লোকোক্ত "একান্তধামযশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য" ইহার অর্থ করিতেছেন, "সেইরূপ" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাশ্রিত সেইরূপ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময়। সর্ব্বদিব্যগুণরূপ রত্নের আলয়। শ্রীকৃষ্ণের দিব্যগুণের রত্নালয়তা বলিতেছেন, "আনের" ইতি। শ্রীনারায়ণাদিতে যদিও ষড়ৈশ্বর্য্যাদি বৈভব আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত। অতএব শ্রীকৃষ্ণই সকলের অংশী ও আশ্রয়। শ্রী, লজ্জাদি যে ষোড়শ শক্তির কথা শ্রবণ করা যায়, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। অতএব শ্রীকৃষ্ণের সমান সুশীলাদি দিব্যগুণ শ্রীনারায়ণাদি অন্য কাহারও নাই। শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃতাপ্রাকৃত সকল জগতের হিত করেন ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥

(২৩১ পা) "কৃষ্ণ দেখি......... আস্বাদন ॥" এই ৪৯ পয়ারের ভাবার্থ।

সর্ব্বসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনকারিগণ পলককে নিন্দা করেন। ব্রজে গোপীগণ বিধিকে নিন্দা করেন। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "সেই সব" ইতি। কৃষ্ণদর্শনকারি ব্যক্তিগণ নিমেষকে এবং গোপীগণ যে বিধিকে নিন্দা করেন, তৎপ্রমাণ শ্লোক মহাপ্রভু পাঠ করিয়া এবং তাহার অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখমাধুর্য্য আস্বাদন করেন ॥ ৪৯ ॥

(২৩১ পা) "যস্যাননমিতি।" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "কৃষ্ণ দেখি" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২০ ॥

(২৩১ পা) "অটতীতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদির ৪৯ পৃষ্ঠায় দেখুন। "ব্রজে বিধি" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২১ ॥

(২৩১ পা) "কামগায়ত্রী......... সমাজ ॥" এই ৫০ ও ৫১ পয়ারের ভাবার্থ।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের মুখমাধুর্য্য বর্ণন করিতে কোন সখির উক্তি দ্বারা মুখমাধুর্য্য বলিতেছেন, "কামগায়ত্রী" ইতি। মন্ত্ররূপ কামগায়ত্রী কৃষ্ণের নিজরূপ হন। কামগায়ত্রীর সাড়ে চব্বিশ অক্ষর। এক একটি অক্ষর এক একটি চন্দ্র; সুতরাং সাড়ে চব্বিশটি চন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণ ঐ চন্দ্রসমূহকে উদয় করিয়া ত্রিজগতকে কামময়

করিলেন। যখন প্রাকৃত এক চন্দ্র রসিকার রস বৃদ্ধি করে, তখন অপ্রাকৃত সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র জগতকে কামময় না করিবে কেন? সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র কোথায় উদয় হয়, তাহা পরে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখই দ্বিজরাজ অর্থাৎ চন্দ্রগণের রাজা; ঐ রাজা শ্রীকৃষ্ণদেহরূপ সিংহাসনে উপবেশন করতঃ ও অন্য সাড়ে তেইশ চন্দ্রগণকে সঙ্গে লইয়া কামরাজ্য শাসন করেন॥ ৫০।৫১॥

(২৩২ পা) "দুই গণ্ড···যার গান॥" এই ৫২ ও ৫৩ পয়ারের ভাবার্থ। অপর সাড়ে তেইশ চন্দ্রের স্থিতি বলিতেছেন, "দুই গণ্ড" ইত্যাদি।

নির্ম্মল দর্পণের চতুর্দ্দিকে যদি মণি থাকে, তবে তাহা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়, যাঁহার গণ্ডস্থলদ্বয়; সেই মণিময়সুদর্পণের উজ্জ্বলতাকে পরাস্ত করে, সেই দুইটি গণ্ড দুইটি পূর্ণচন্দ্র। ললাটের অষ্টমী চন্দ্রটি অর্দ্ধচন্দ্র। চন্দনবিন্দুটি পূর্ণচন্দ্র। অতএব সর্ব্বসমেত সাড়ে চারিটি চন্দ্র হইল। করস্থিত দশটি নখ দশটি চন্দ্র। উহারা বংশীর উপর নৃত্য করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীধ্বনি করেন, তখন জ্ঞান হয়, দশটি চন্দ্র তদুপরি নৃত্য করিতেছেন। বংশীর রবই ঐ চন্দ্রগণের গান। পদস্থিত দশটি নখ দশটি চন্দ্র। উহারা তলে অর্থাৎ পৃথিবীতে নৃত্য করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন গমন করেন, তখন জ্ঞান হয়, দশটি চন্দ্র নৃত্য করিতেছে। নূপুরের ধ্বনিই উহাদের গান। অতএব শ্রীকৃষ্ণ এই সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র প্রকাশ করিয়া জগতকে কামময় করেন, ইহা সিদ্ধ হইল॥ ৫২।৫৩॥

(২৩২ পা) "নাচে···আপ্যায়িত॥" এই ৫৪ ও ৫৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। জগতকে কামময় করিবার, অন্য হেতু বলিতেছেন, "নাচে" ইত্যাদি। নেত্রলীলাকমল, নেত্রলীলাপদ্ম। বিলাসী রাজা, শ্রীকৃষ্ণ। পসারি, বিস্তার করিয়া। স্মিতজ্যোৎস্নামৃতে, হাস্যরূপ জ্যোৎস্নামৃতে॥ ৫৪।৫৫॥

(২৩২ পা) "বিপুল···নিন্দন॥" এই ৫৬ ও ৫৭ পয়ারের ভাবার্থ। বিলাসী-রাজার মন্ত্রী বলিতেছেন, "বিপুল" ইতি। মদনমদ-ঘূর্ণন, মদনমদে ঘূর্ণিত, অথবা, মদনের মদকে যিনি ঘুরাইয়া দেন। জননেত্ররসায়ন, দর্শনকারিগণের চক্ষুর উজ্জ্বলকরণ।

যদি বল, শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাইয়া বিধাতাকে নিন্দা করে কেন? তাহাতে বলিতেছেন, "দ্বিগুণ" ইতি। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তৃষ্ণালোভ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, অথচ দুই আঁখি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপ অভিলষিতরূপে দর্শন করিতে না পারিয়া মনে ক্ষোভ হয়, তজ্জন্য দুঃখে বিধাতাকে নিন্দা করেন॥ ৫৬।৫৭॥

(২৩২ পা) "না দিলেক···চালন॥" এই ৫৮ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ। বিধাতাকে কি বলিয়া নিন্দা করেন, তাহা বলিতেছেন, "না দিলেক" ইত্যাদি। বোল ধরে কথা শুনে।

সমুদ্র হইতে চন্দ্র উত্থিত হইয়া সমুদ্রকে বৃদ্ধি করেন বলিয়া এখানে বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গই মাধুর্য্যসমুদ্র, শ্রীকৃষ্ণমুখই চন্দ্র এবং হাস্য সেই মুখচন্দ্রের কিরণ। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "এ তিনে" ইতি। এ তিনে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গমাধুর্য্য-সমুদ্রে, মুখচন্দ্রে ও হাস্যজ্যোৎস্নায়॥ ৫৮-৬০॥

(২৩২ পা) "মধুরং মধুরমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য পর পয়ারে বলা হইবে। মহাপ্রভু শ্রীহস্ত চালন করিয়া যে শ্লোক পড়েন, তাহা এই শ্লোক॥ ২২॥

(২৩২ পা) "সনাতন...একবিন্দু॥"

এই ৬১ পয়ারের ভাবার্থ। মধুরমিতি শ্লোকের মহাপ্রভু অর্থ করিতেছেন।

মহাপ্রভু কহিলেন, সনাতন, "মোর মন" ইত্যাদি। সান্নিপাত ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন জল পান করিতে ইচ্ছা করিলে, বৈদ্য তাহাকে জল পান করিতে দেয় না; তদ্রূপ সান্নিপাতবিশিষ্ট আমার মন শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের অমৃতসমুদ্র সব পান করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু দুর্দ্দৈব বৈদ্য মাধুর্য্যামৃতের এক বিন্দু পান করিতে দেয় না; ইহা মহাপ্রভুর দৈন্যোক্তি ॥ ৬১ ॥

(২৩২ পা) "কৃষ্ণাঙ্গ…যার পূর ॥" এই ৬২ ও ৬৩ পয়ারের ভাবার্থ।

শ্লোকোক্ত "মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ" ইহার অর্থ করিতেছেন, "কৃষ্ণাঙ্গ" ইত্যাদি। "মধুরং মধুরং বদনং মধুরং" ইহার অর্থ করিতেছেন, "তাতে" ইত্যাদি। "মৃদুস্মিতং মধুরং" ইত্যাদির অর্থ করিতেছেন, "মধুর হৈতে" ইত্যাদি ॥ ৬২।৬৩ ॥

(২৩২ পা) "স্মিতকিরণ…গণে ॥" এই ৬৪ ও ৬৫ পয়ারের ভাবার্থ।

হাস্যকিরণরূপ সুকর্পূর অধররূপ মধুপুরে প্রবেশ করে এবং সেই সুকর্পূরমিশ্রিত অধর হইতে মধু ত্রিভুবনকে মত্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণাধরমধুপানে সকলেই মত্ত হয়। অথবা সুকর্পূরমিশ্রিত মধু বংশীছিদ্ররূপ আকাশে, আকাশের গুণ শব্দে প্রবেশ করিয়া বংশীধ্বনিরূপে পরিণত হইয়া ত্রিভুবনকে মত্ত করে। স্মিতসুকর্পূরমিশ্রিত মধু বংশীধ্বনিরূপে পরিণত হইয়া কিরূপে ত্রিভুবনকে মত্ত করে, তাহা বলিতেছেন, "সে ধ্বনি" ইত্যাদি। বংশীধ্বনি সকলের কর্ণে প্রবেশ করিয়া কি করেন, তাহা বলিতেছেন, "সবা" ইত্যাদি ॥ ৬৪ ৬৫ ॥

(২৩৩ পা) "সে ধ্বনি… নারীগণে ॥" এই ৬৬ ও ৬৭ পয়ারের ভাবার্থ। বংশীধ্বনির গুণ ও কার্য্য বলিতেছেন, "সে ধ্বনি" ইত্যাদি। উদ্ধত, দুরন্ত,। যেই, বংশীধ্বনি।

তার আগে কেবা গোপীগণে অর্থাৎ যে বংশীধ্বনি পরস্ত্রী লক্ষ্মীগণকে আকর্ষণ করে; সেই পতিব্রতা লক্ষ্মীগণের তুলনায় গোপীগণ কে? অর্থাৎ স্বস্ত্রী গোপীগণকেতো আকর্ষণ করিবেই; অথবা যে ধ্বনি দ্বারা বৈকুণ্ঠস্থ পতিব্রতা লক্ষ্মীগণ আকর্ষিত হয়, তাহাদের তুলনায় গ্রাম্যকুলবালিকা ও পশুপালিকা গোপীগণ কে? অর্থাৎ বৈকুণ্ঠস্থ লক্ষ্মীগণের আকর্ষণকারী ধ্বনি গোপীগণকেতো আকর্ষণ করিবেই। ধ্বনি নারীগণকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের কি অবস্থা করে, তাহা বলিতেছেন, "নীবীখসায়" ইত্যাদি। নীবী, বস্ত্র। বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনয়ন করেন এবং লোকধর্ম্ম, লজ্জাদি ত্যাগ করায়। ধ্বনি এইরূপভাবে নারীগণকে নাচায় ॥ ৬৬।৬৭ ॥

(২৩৩ পা) "কাণের…তোমারে ॥" এই ৬৮ ও ৬৯ পয়ারের ভাবার্থ। বংশীধ্বনির অপর কার্য্য বলিতেছেন, "কাণের" ইত্যাদি। তা, কাণের মধ্যে। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "পুনঃ কয়" ইতি। "আন কহিতে" ইত্যাদি মহাপ্রভুর বাক্য। তোমারে সনাতনের ॥ ৬৮।৬৯ ॥

(২৩৩ পা) "আমিত…কৃষ্ণদাস ॥" এই ৭০ হইতে ৭২ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। যাই বহি, ভাসিয়া যাই ॥৭০।৭২॥

ইতি মধ্যলীলায়াম্ একবিংশপরিচ্ছেদে সুবোধিনী ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

(২৩৩ পা) "বন্দ" ইতি। শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

এই পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু সনাতনকে অভিধেয় বা ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করিবেন; ইহাই গ্রন্থকার শ্লোকার্থে প্রকাশ করিলেন। ভগবান্ সকলকে মুক্তি দেন, কিন্তু নিজবশকারিণী ভক্তি সহসা দেন না বলিয়া, উহা অতি রহস্যময়ী। শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে ঐ ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব তিনি দয়ার সাগর। কোন পদকর্ত্তা বলিয়াছেন,

"(যদি) না গৌরাঙ্গ হ'ত কি মেনে হইত,
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা, প্রেমরসে সীমা,
জগতে জানাতো কে? ইত্যাদি।"

শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীগৌরাঙ্গকে অধীন করিতে পারে, এরূপ সন্ধান, আজ জগতের সমক্ষে স্বয়ং প্রকাশ করিলেন॥ ১॥

(২৩৩ পা) "জয় জয়······নিশ্চয়॥" এই ১ম পয়ারের ভাবার্থ। এইত কহিল, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিল। "এইত" ইত্যাদি, মহাপ্রভুর বাক্য। কৃষ্ণ এক সার অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধতত্ত্ব। সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তিকেই অভিধেয় কহিয়াছেন। "অভিধীয়তে অনেন ইতি অভিধেয়ম্।" ভক্তিদ্বারাই সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাত হন বলিয়া, ভক্তিই অভিধেয়॥ ১॥

(২৩৩ পা) "শ্রুতির্মাতেতি॥ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। সর্ব্বশাস্ত্রে ভক্তিকেই অভিধেয় বলেন, এই হেতু মুনিগণ তৎসম্বন্ধে যে শ্লোক নির্ণয় করেন, তাহা এই শ্লোক॥২॥

(২৩৪ পা) "অদ্বয়জ্ঞান······গণন॥" এই ২ পয়ারের ভাবার্থ।

আশঙ্কা হইতে পারে, শ্রুতি বলেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অর্থাৎ এই সমস্তই ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নাই। শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন বস্তু কিছুই নাই; তাহা হইলে অভিধেয় কৃষ্ণভক্তি, কে আচরণ করিবে? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন পদার্থ যদি থাকে, তবে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভক্তি আচরণ সম্ভব হয়, আর যদি না থাকে, তবে ঐ ভক্তি, কে আচরণ করিবে? ইহার উত্তরে, সেই ভক্তি, কে আচরণ করিবে, তাহা বলিবার জন্য প্রথমে সঙ্ক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বলিতেছেন, "অদ্বয়" ইত্যাদি। অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, স্বরূপে, স্বরূপবিলাসরূপে, স্বরূপশক্তিরূপে, স্বরূপশক্তিবিলাসরূপে, স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপে ও স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিলাসরূপে নিত্য বিরাজিত। স্বরূপ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; স্বরূপবিলাস, শ্রীবলরাম ও শ্রীনারায়ণ; স্বরূপশক্তি, শ্রীরাধিকা; স্বরূপশক্তিবিলাস, শ্রীচন্দ্রাবলী ও শ্রীলক্ষ্মী; স্বরূপশক্তিবৃত্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব; স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিলাস, বিশুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ। অবতার সকল স্বরূপবিলাসের অংশ। পরিকর সকল স্বরূপশক্তির বা স্বরূপশক্তি বিলাসের অংশ। স্বরূপবিলাসের অংশভূত অবতারগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বলিয়া গণ্য হন। তটস্থাশক্তিরূপ জীব সকল শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। এই সকল স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত বৈকুণ্ঠে ও ব্রহ্মাণ্ডে বিহার করেন। বিভিন্নাংশজীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া গণ্য॥ ২॥

(২৩৪ পা) "সেই বিভিন্নাংশ……নিকট যায়॥" এই ৩ ও ৪ পয়ারের ভাবার্থ। বিভিন্নাংশ জীব আবার নিত্য-মুক্ত ও নিত্যসংসার ভেদে দুই প্রকার। ঐ দ্বিবিধ জীব কিরূপ, তাহা বলিতে-ছেন, "নিত্যমুক্ত" ইত্যাদি।

যাঁহারা নিত্য শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখ, তাহারাই নিত্যমুক্ত। তাঁহারা পার্ষদমধ্যে গণ্য হন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ সুখ নিত্য ভোগ করেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে নিত্য অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে বহির্মুখ, তাঁহারাই নিত্যসংসার। তাহারা অনাদি-বহির্মুখতা বশতঃ সংসারে বদ্ধ হইয়া সংসার-দুঃখ ভোগ করেন। তাঁহাদের বহির্মুখতা নিবন্ধনই মায়া তাঁহাদিগকে বন্ধন করিয়া সংসারদুঃখ প্রদান করেন। ঐ সংসারদুঃখ আধ্যাত্মিকাদি ভেদে ত্রিবিধ। এইজন্য সংসারদুঃখকে ত্রিতাপ বলে। জীব, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়াই ত্রিতাপ ভোগ করে। সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে যে জীব সাধুরূপ বৈদ্য লাভ করেন, তিনিই তদুপদেশে সংসার-রোগ হইতে মুক্ত হন। সাধু-বৈদ্যের উপদেশরূপ মন্ত্রের বলেই, মায়াপিশাচীর আবেশ ত্যাগ হইয়া যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিতাপেরও নিবৃত্তি হয়। তখনই জীব কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া পুনশ্চ কৃষ্ণের নিকট গমন করেন। অতএব মায়াবিনাশজন্য নিত্যসংসার জীবই কৃষ্ণ-ভক্তি-আচরণ করিবেন ; ইহা প্রতিপন্ন হইল॥৩।৪॥

(২৩৪ পা) "কামাদীনামিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য। "কামক্রোধের" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক।

কোনসময়ে এক ব্রাহ্মণ দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বনমধ্যে ঐ ব্রাহ্মণ একদা দেবর্ষি নারদকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে মনে করিল, আজ আমার শুভদিন, এই আগত ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া কয়েকদিন স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণ চালাইতে পারিব। ইহা স্থির করিয়া, নারদের আগমন প্রতীক্ষায় বৃক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করিল। পরে ঐ স্থানে নারদ আগমন করিলে, তাঁহার পথ অবরোধ পূর্ব্বক ঐ দস্যু কহিল, ঠাকুর, তোমার যাহা কিছু আছে, তাহা আমায় দাও, নচেৎ তোমার প্রাণ নষ্ট করিয়া যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করিব। দেবর্ষি নারদ তখন উহাকে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিলেন। নারদের মুখে তত্ত্বোপদেশ শুনিয়া ঐ দস্যুর নিজকৃত দুষ্কর্ম্মের পরিণাম হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন নারদের শ্রীচরণ ধরিয়া দস্যু কহিল, প্রভো, এই সকল দুষ্কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি নাই? নারদ কহিলেন, বৎস, এতকাল তুমি কামাদির দাস হইয়া কামাদির সেবা করিয়া বহুবিধ পাপে লিপ্ত হইয়াছ ; এক্ষণে যদি তুমি দ্বারকায় গমন করিয়া যদুপতির দাস হইয়া, তাঁহার সেবা কর, তবে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। দস্যু কহিল, দেব, আমি মহাপাপী, কিরূপে আমি দ্বারকায় প্রবেশ করিব? এবং কিরূপেই বা সেই যদুপতিকে চিনিতে পারিব? নারদ কহিলেন, যখন তুমি যদুপতির শরণ লইতেছ, তখন তাঁহার কৃপায় দ্বারকায় প্রবেশ করিতে পারিবে। পরে যদুপতির রূপ বর্ণনা করিয়া নারদ বলিলেন, মৎকর্ত্তৃক বর্ণিত রূপ যাঁহার দেখিবে, তিনিই যদুপতি। অনন্তর নারদের উপদেশে, ঐ দস্যু ব্রাহ্মণ কামাদির দাসত্ব ত্যাগ করিয়া যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের দাস হইবার জন্য দ্বারকায় গমন করিয়া যদুসভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে যদুপতে! আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনার নিজ-সেবাকার্য্যে আমাকে নিয়োগ করুন ; আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই প্রতিপালন করিব। যদি বলেন, "সেবা, অতি কঠিন কার্য্য ; সুতরাং তাহা পারিবে না। তদুত্তর, আমার পক্ষে সেবা-কার্য্য, তত কঠিন নহে ; কারণ, আমি যখন

কামাদি ছয়জনের বহুপ্রকারে সেবা করিয়াছি. তখন আর একজনের (আপনার) সেবা করিতে পারিব না ? অবশ্যই পারিব। অতএব আপনার সেবা প্রদান করুন। যদি বলেন, কামাদি ছয় প্রভুগণকে ত্যাগ করিলে কেন ? তদুত্তর. কামাদি ছয়জন যখন যে আজ্ঞা করিত, তখনই সেই আজ্ঞা পালন করিতাম; এমন কি, তাহারা যে দুষ্ট আজ্ঞা অর্থাৎ যাহাতে আমার অধোগতি হয়, এরূপ আজ্ঞা করিতেন; তাহাও আমি প্রাণপণে প্রতি-পালন করিতাম। তাহাতে আমায় পুরস্কার দেওয়া দূরে থাকুক, আমার প্রতি তাহাদের দয়াও হইত না। পুরস্কারের বিনিময়ে তাহারা সর্ব্বদা আমায় পদাঘাত করিত অর্থাৎ ত্রিতাপে দগ্ধ করিত। তথাপি আমি প্রাণপণে তাহাদের আজ্ঞা পালন করিলেও, তাহারা আমায় পদাঘাত করিতে লজ্জিত হইত না বা তাহাদের পদাঘাতের নিবৃত্তি হইত না। এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও বহুকাল তাহাদের সেবা করিবার পর, আপনার কৃপায় সাধু-বৈদ্যরূপ নারদের উপদেশ-বলে, আমার ভক্তি লাভ হইয়াছে। এইহেতু কামাদি প্রভুগণকে ত্যাগ করিয়া, আপনার শরণ লইয়াছি, এক্ষণে নিজদাস্যে আমাকে নিযুক্ত করুন। আমি আপনার সেবা করিতে সক্ষম হইব। এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হইল, কামাদির দাস ঐ দস্যু ব্রাহ্মণ যেমন নারদের উপদেশে. কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিল; তদ্রূপ সাধুরূপ বৈদ্যের উপদেশরূপ মন্ত্রে জীবের মায়াপিশাচীর ত্যাগ হইয়া কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় এবং জীব শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করেন ॥ ৩ ॥

(২৩২ পা) "কৃষ্ণভক্তি……বল ॥" এই ৫ পয়ারের ভাবার্থ। ভক্তিদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ লভ্য হয়েন বলিয়া, সকল সাধ-নের মধ্যে কৃষ্ণভক্তিই সর্ব্বপ্রধান অভিধেয়।

যদি বল, শাস্ত্রে কোথাও কোথাও যে কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানকে অভিধেয় বলিয়াছেন, তদুত্তর, "ভক্তিমুখ" ইত্যাদি। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান, এই তিনটিই ভক্তিমুখাপেক্ষী। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের ফল ভক্তিফলের তুলনায় অতি তুচ্ছ। কর্ম্মাদি ঐ অতিতুচ্ছ নিজফলও আবার ভক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে প্রদান করিতে সমর্থ হয় না ॥৫॥

(২৩৬ পা) "নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ভক্তির সাহায্য ব্যতীত কর্ম্মাদি নিজ নিজ ফল প্রদান করিতে পারে না, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক।

নারদ বেদব্যাসকে এই শ্লোক বলেন, ভক্তি-রহিত কর্ম্ম ও যোগ কিছু কিছু সিদ্ধি উৎপাদন করিয়াই নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল সিদ্ধি চিরস্থায়িনী হয় না। ভক্তিরহিত জ্ঞানও তদ্রূপ অকিঞ্চিৎকর। যখন ভক্তির ফল অপেক্ষা জ্ঞানের ফল তুচ্ছ, তখন সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মের এবং যোগের ফল যে আরও তুচ্ছ, তাহা কৈমুত্যিক ন্যায়ে জানা যায়। অতএব কর্ম্মাদি ভক্তিমুখা-পেক্ষী বলিয়া কৃষ্ণভক্তিই সর্ব্বপ্রধান অভিধেয় ॥৪॥

(২৩২ পা) "তপস্বিন" ইতি। শ্লোকের তাৎপর্য্য। "কৃষ্ণভক্তি বিনা দিতে নারে ফল" এই পয়ার প্রমাণ "ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণম্ ॥"

ভক্তিরহিত ব্যক্তির কর্ম্মাদি সর্ব্বসাধন বিফল হয়; এই শ্লোকে তাহাই বলিলেন। তপস্বী, জ্ঞানী। দানশীল, কর্ম্মী। শ্রীভগবানে তপস্যাদি অর্পণ ব্যতীত সেই সেই তপস্যাদির পরম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব ভক্তি ব্যতীত কর্ম্মাদি নিজ নিজ ফল প্রদানে সমর্থ নহেন; ইহা সিদ্ধ হইল। তথাহি, "সর্ব্বাসামপি সিদ্ধিনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্।" অর্থাৎ হে ভগবন্, তোমার পাদপদ্মসেবাই সকল সিদ্ধির মূল। সন্দেহ হইতে পারে, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে;—

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্তত্ত্ব তং পশ্যেত।"

অর্থাৎ জ্ঞানের কৃপাতেই বিশুদ্ধসত্ব হইয়া জীব ব্রহ্মকে দেখেন। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানের প্রসাদে যখন ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়; তখন ভক্তির অপেক্ষা কি? তদুত্তর, জ্ঞান দ্বিবিধ; বিশেষ ও অবিশেষ। বিশেষ জ্ঞানটি ভক্তি এবং অবিশেষ জ্ঞানটি ব্রহ্মজ্ঞান বা কেবল জ্ঞান। "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্" ইত্যাদি চতুঃশ্লোক দ্বারা অন্তর্য্যামিরূপে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বিশেষ জ্ঞান বা ভক্তি উপদেশ দেন; ইহা প্রসিদ্ধি আছে। ভক্তিলক্ষণোক্ত অনুশীলন শব্দের ভাবরূপ অর্থের ক্রোড়ীকরণে বিশেষজ্ঞান বলিতে ভক্তিকেই বুঝায়। যদি বল, ভক্তিকে একবার জ্ঞানাবরণশূন্য বলিয়া আবার বিশেষজ্ঞান বল কেন? তদুত্তর, ভক্তির ভাবরূপ বৃত্তি জ্ঞানই। জ্ঞান ও ভাব উভয়েই অন্তঃকরণের বৃত্তি। ঐ জ্ঞান দ্বিবিধ; বৃত্তিজ্ঞান ও ফলজ্ঞান। অন্তঃকরণ যখন জ্ঞেয় বস্তুর আকারে আকারিত হয়, তখন তাহাকে বৃত্তিজ্ঞান বলে। জ্ঞেয় বস্তুর প্রকাশে যে বিচারজনিত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে ফলজ্ঞান বলে। স্বপ্রকাশ বিষয়ি আত্মার জ্ঞানই বৃত্তিজ্ঞান এবং আত্মা দ্বারা প্রকাশ্য ঘটপটাদি বিষয় সকলের বিচার জনিত অর্থাৎ এটি ঘট, এটি পট ইত্যাদিরূপ জ্ঞানই ফলজ্ঞান। বৃত্তিজ্ঞান বিচার-নিরপেক্ষ অতএব স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বাভাবিক। ফলজ্ঞান বিচারনিষ্পন্ন, অতএব অন্যের দ্বারা প্রকাশ্য বলিয়া কৃত্রিম। নির্গুণ, নির্ব্বিষয় অন্তঃকরণ আত্মার আকারে আকারিত হইলেই, তাহাকে আত্মজ্ঞান বা বৃত্তিজ্ঞান বলা যায়। আত্মার ফলজ্ঞান হয় না। অন্তঃকরণ ঘটপটাদি বিষয়ের আকারে আকারিত হইলে, বুদ্ধিস্থ চিদাভাস কর্তৃক বিচার পূর্ব্বক ঘটাদিবিষয়ক অজ্ঞানের অপসারণ দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা ফলজ্ঞান। ভাবরূপা অন্তঃকরণের স্বাভাবিকী বৃত্তি আবার পূর্ব্বোক্ত স্বপ্রকাশ আত্মজ্ঞান হইতেও বিশেষ। আত্মজ্ঞান অন্তঃকরণের চিৎসত্তারূপা বৃত্তি। ভাব অন্তঃকরণের চিৎসত্তার সাররূপা বৃত্তি। ভাব আনুকূল্যাদিবিশিষ্টা আনন্দরূপা বৃত্তি বলিয়া, উহাকে চিৎসত্তার সাররূপা বৃত্তি বলে। অতএব ভক্তিই বিশেষজ্ঞান। এই বিশেষজ্ঞানরহিত তপস্যাদি ফল বৃথা হয় বলিয়া, ভক্তি অপেক্ষিত হয়। কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না, তাহা পর পয়ারাদিতে প্রমাণ করিতেছেন। কেবল জ্ঞানে ইষ্টসিদ্ধ হইলে, চতুঃসনাদির ভক্তি আচরণ ব্যর্থ হয়॥ ৫॥

(২৩৫ পা) "শুদ্ধ·········বিনে॥"

এই ৬ পয়ারের ভাবার্থ। ভক্তি ব্যতীত কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না।

কেবল জ্ঞানে কিছুই লাভ হয় না, নিজের সত্তামাত্রই অবশিষ্ট থাকে, আর কিছুই সঞ্চয় হয় না, কেবল স্বাভাবিক সত্তাজ্ঞানই থাকে। অতএব উহা অকিঞ্চিৎকর। কেবল জ্ঞানের হেয়ত্ব প্রতিপাদনে কর্ম্ম ও যোগের হেয়ত্ব প্রতিপন্ন হইল জানিবেন॥ ৬॥

(২·৫ পা) "শ্রেয়ঃ সৃতিমিতি।"

শ্লোকের তাৎপর্য্য। "শুদ্ধজ্ঞান" ইতি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, যাঁহার প্রসাদে অভ্যুদয় ও অপবর্গ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মঙ্গলই লাভ করা যায়, সেই ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া, যাহারা কেবল জ্ঞানের জন্য ক্লেশ করে, তোমার সর্ব্বেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া যাহারা কেবল আত্মজ্ঞানের জন্য চেষ্টা করে, তাহাদের ক্লেশমাত্রই লাভ হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে না। তথাহি গীতায়াং,—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।"

ব্রহ্মে আসক্তচিত্তকারিগণের অধিকতর ক্লেশ হয়। অতএব ভক্তিরহিত ক্লেশযুক্ত জ্ঞানে মুক্তি হয় না। যে অবস্থাকে, জ্ঞানিগণ মুক্তি বলিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত মুক্তি নহে॥ ৭॥

(২৩৬ পা) "কৃষ্ণোন্মুখে .... জ্ঞানে ॥" এই ৭ পয়ারের ভাবার্থ।

অবিদ্যা কল্পিতমিথ্যাত্বজ্ঞাপক জ্ঞানকে অর্থাৎ মায়ার নাশক ও আত্মজ্ঞানোদয়কে জ্ঞানিগণ মুক্তি বলেন। ঐ মুক্তির জন্য জ্ঞানিগণ প্রভুত ক্লেশ স্বীকার করেন। কিন্তু কৃষ্ণোন্মুখ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে শরণাপন্ন জীব ঐ মুক্তি অনায়াসেই লাভ করিয়া থাকেন। অতএব জ্ঞানির মুক্তি. প্রকৃত মুক্তি নহে। প্রকৃত মুক্তি ভক্তি ব্যতীত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলে যখন মায়া হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তখন তজ্জন্য প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করার প্রয়োজন কি ?

(২৩৬ পা) "দৈবী হ্যেযেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২০৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। জ্ঞানী যে মুক্তির জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করেন, কৃষ্ণোন্মুখ জীব তাহা অনায়াসেই লাভ করেন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৭ ॥

(২৩৬ পা) "কৃষ্ণের...পড়ি সঙ্গে ॥" এই ৮ পয়ারের ভাবার্থ সরল। তাহা, আমি নিত্যদাস ইত্যা।

শ্রীকৃষ্ণের ভজন না করিয়া জীব বর্ণ ও আশ্রম আচাররূপ স্বধর্মের আচরণ করিলেও, ঐ স্বধর্ম তাঁহাকে মায়াবন্ধন হইতে মোচন দূরে থাকুক, নরকযাতনা হইতেও মোচন করিতে পারে না। অতএব জীব শ্রীকৃষ্ণভজন না করিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করতঃ স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারাও রৌরবে পতিত হয়। শ্রীকৃষ্ণভক্তি ব্যতীত কর্ম্মির স্বধর্ম্মাচরণরূপ কর্ম্মও কর্ম্মিকে উদ্ধার করিতে পারে না ॥ ৮ ॥

(২৩৬ পা) "মুখবাহূরুপাদেভ্য ইতি। শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "চারিবর্ণাশ্রমী" এই পয়ার প্রমাণ "ব এষাং পুরুষমিতি।" শ্লোক ॥ ৮।৯ ॥

(২৩৬ পা) "জ্ঞানী.........বিনে ॥" এই ৯ পয়ারের ভাবার্থ।

কর্ম্মির ন্যায় জ্ঞানীও আত্মজ্ঞানের উদয়ে আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন; কিন্তু কৃষ্ণভক্তিবর্জ্জিত তাঁহার সেই জ্ঞান যে চিত্তশুদ্ধিও করিতে পারে নাই, তাহা বুঝিতে পারেন না। অতএব তাঁহারও অধঃপতনই হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

(২৩৬ পা) "যেঽন্যে ইতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। কৃষ্ণভক্তিবর্জ্জিত জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানির যে অধঃপতন হয়, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১০ ॥

(২৩৭ পা) "কৃষ্ণ......অধিকার ॥" এই ১০ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যতুল্য; মায়া অন্ধকারসদৃশী। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানে মায়ার অধিকার নাই।

ভক্তিদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণসূর্য্যের উদয় হয়, তাহাতে মায়ান্ধকার থাকিতে পারে না। কেবল জ্ঞান, যোগ ও কর্ম্মের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদয় না হওয়াতে মায়ান্ধকারও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় না। অতএব ভক্তই প্রকৃত জীবন্মুক্ত।

(২৩৭ পা) "শশ্বৎ প্রশান্তমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "কৃষ্ণ সূর্য্যসম" ইতি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১১ ॥

(২৩৭ পা) "বিলজ্জমানয়েতি" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "যাঁহা কৃষ্ণ" ইতি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১২ ॥

(২৩৭ পা) "কৃষ্ণ..তৌ.....পার ॥" এই ১১ পয়ারের ভাবার্থ। ঐ সকল জীব যদি একবার বলে, "কৃষ্ণ আমি

তোমার" তাহা হইলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে মায়াবন্ধন হইতে মোচন করেন ॥ ১১ ॥

(পা। ২৩৭) "সক্রদেবেতি। শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।" "কৃষ্ণ তোমার" এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১৩ ॥

(২৩৮ পা) "ভুক্তি.........ভজয় ॥" এই ১২ পয়ারের ভাবার্থ। ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধিকামী অর্থাৎ কর্ম্মী, যোগী ও জ্ঞানী যদি সুবুদ্ধি হন, তবে তাঁহারা কৃতার্থতা লাভের জন্য ছয়ভক্তিযোগদ্বারা কৃষ্ণকে ভজন করেন ॥ ১২ ॥

(২৩৮ পা) "অকাম ইতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "ভুক্তিমুক্তি" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১৪ ॥

(২৩৮ পা) "অন্যকামী ··· ভুলাইব এই ১৩ পয়ারের ভাবার্থ সরল। আমা. আমাকে। মুখ, মূর্খ ॥ ১৩ ॥

(২৩৮ পা) "সত্যদিশতীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "কৃষ্ণ কহে" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১৫ ॥

(২৩৮ পা) "কাম···অভিলাষে ॥" এই ১৪ পয়ারের ভাবার্থ। যিনি কামনা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তিনি কৃষ্ণরস পাইয়া কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের দাস্য অভিলাষ করেন ॥ ১৪ ॥

(২৩৮ পা) "স্থানাভিলাষীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "কাম লাগি" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। ধ্রুব মহাশয় রাজ্যকামনায় শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, পরে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া রাজ্যকামনা ত্যাগ করিয়া তাঁহার দাস্য অভিলাষ করেন। ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ১৬ ॥

(পা ২৩৯) "সংসারে······তীরে ॥" এই ১৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। তরে, সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয় ॥ ১৫ ॥

(২৩৯ পা) "নৈবমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "সংসারে" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক। ভগবদ্ভজনে অধমেরও ভগবদ্দর্শন হয়। শ্রীকৃষ্ণভজনে শূদ্রাদি সকলের অধিকার এবং তদ্দর্শনে সকলেই যোগ্য। অক্রূর মহাশয় সদৈন্য বলিলেন, আমি অধম হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে বঞ্চিত হইব না। বস্তুতঃ অক্রূর মহাশয় অধম নহেন, যেহেতু পূর্ব্বে তাঁহাকে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। অধম ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণদর্শন কিরূপে হয়; তাহা সদৃষ্টান্তে বলিতেছেন, যেমন নদী-প্রবাহে নীয়মান তৃণকাষ্ঠাদির মধ্যে কখন কোনটি তীর প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মভোগরূপ কালপ্রবাহে নীয়মান জীবগণের মধ্যে অজামিলাদির ন্যায় নামাভাসেও কখন কোন জীব তীরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। কৃপালুতাদি মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের দর্শন তাঁহার মাহাত্ম্য প্রভাবেই লাভ হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণের ভজনাভাসেও কখন জীবের ভগবদ্দর্শন ঘটে ॥ ১৭ ॥

(২৩৯ পা) "কোন ভাগ্যে··· ··· উপজয় ॥" এই ১৬ পয়ারের ভাবার্থ। অধম জীবের ভাগ্যোদয়ে কি হয়, তাহা বলিতেছেন, "কোন" ইত্যাদি।

কোন অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যের উদয়ে যখন কাহারও সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখন জাতরতি সাধুর সঙ্গ লাভ হয় এবং তাঁহার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণে রতি হয় ॥ ১৬ ॥

(২৩৯ পা।) "ভবাপবর্গ ইতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "কোন ভাগ্যে" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১৮ ॥

(২৩৯ পা) "কৃষ্ণ যদি…আপনে ॥" এই ১৭ পয়ারের ভাবার্থ। সাধুকৃপায় লব্ধরতি কোন ভাগ্যবানের প্রতি যদি কৃপা করেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে আচার্য্যরূপে ও অন্তরে অন্তর্যামিরূপে যথাযোগ্য উপদেশ দেন ॥ ১৭ ॥

(২৩৯ পা) "নৈবেতি।" উনিশ শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৮ পৃষ্ঠার দেখুন। "গুরু অন্তর্যামিরূপে পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ১৯ ॥

(২৩৯ পা) "সাধুসঙ্গে … … যায় ক্ষয় ॥" ১৮ পয়ারের ভাবার্থ। সাধুসঙ্গে কি লাভ হয়, তাহা বলিতেছেন, "সাধু-সঙ্গে" ইত্যাদি।

সাধুসঙ্গের গুণে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। সাধুর কৃপা ব্যতীত কেবল সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি হয় না বলিয়া,' পয়ারে "যদি হয়" বলিলেন। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে ও সাধুসেবায় সাধুকৃপা হয়। সাধুসঙ্গ সাধুকৃপার দ্বারস্বরূপ বলিয়া বলিলেন, "সাধুসঙ্গ" ইত্যাদি। যদি কাহারও সাধুসঙ্গের গুণে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়, তবে তিনি ভক্তির ফল প্রেম প্রাপ্ত হন। প্রেমের সিদ্ধিতে তাঁহার সংসারও ক্ষয় হয় ॥ ১৮ ॥

(২৩৯ পা) "যদচ্ছয়েতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "সাধুসঙ্গে" আদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ২০ ॥

(২৩৯ পা) "মহৎকৃপা…যায় ক্ষয় ॥" এই ১৯ পয়ারের ভাবার্থ।

যদি বল, সাধুকৃপা ব্যতীত কি ভক্তি লাভ হয় না? ভক্তি ব্যতীত কি কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না? তাহাতে বলিতেছেন, "মহৎকৃপা" ইত্যাদি। সাধু-কৃপা ব্যতীত কোন কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কোনরূপেই ভক্তি লাভ হয় না। যাঁহার ভক্তি লাভ হয় না, তাঁহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরের কথা, সংসারেরও ক্ষয় হয় না ॥ ১৯ ॥

(২৪০ পা) "রহুগণেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "মহৎকৃপা" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ২১ ॥

(২৪০ পা) "নৈষামিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "মহৎকৃপা" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ২২ ॥

(২৪০ পা) "সাধুসঙ্গ……হয় ॥" এই ২০ পয়ারের ভাবার্থ। সকলশাস্ত্রেই এক-বাক্যে সাধুসঙ্গের মহিমাকীর্ত্তন করেন। সাধুসঙ্গের অতুল প্রভাব। অত্যল্প কাল সাধুসঙ্গেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় ॥ ২০ ॥

(২৪০ পা) "তুলয়ামেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "সাধুসঙ্গ" ইতি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক।

সুমেরু পর্ব্বতের সহিত যেমন সর্ষপের তুলনা হয় না, তদ্রূপ সাধুসঙ্গের ফলের সহিত মোক্ষাদির তুলনা হয় না। যেহেতু সাধুসঙ্গ দ্বারা সুদুর্লভ ভক্তির লাভ হয়। অতএব ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা। ইহা স্বীকার না করিলে, পূর্ণজ্ঞানী সনকাদির ভক্তি কামনা অপ্রসঙ্গ হয় ॥ ২৩ ॥

(২৪০ পা) "কৃষ্ণ…দিঞা ॥" এই ২১ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে উপদেশ দিয়াছেন ॥ ২১ ।

(২৪০ পা) "সর্ব্বগুহ্যতমমিত্যাদি।" শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে যে উপদেশ দেন, তাহা এই দুইটি শ্লোক ॥২৪।২৫॥

(২৪১ পা) "পূর্ব্ব আজ্ঞা।…ভজয় ॥" এই ২২ পয়ারের ভাবার্থ।

অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আজ্ঞা সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম, যোগ এবং জ্ঞান এই তিনটি বেদোক্ত ধর্ম্ম। শেষোক্ত ভক্তিযোগরূপ আদেশই বলবান্। পূর্ব্ব ও পরবিধির মধ্যে যেমন পরবিধি বলবান্, তদ্রূপ শেষোক্ত ভক্তি-যোগ বলবান্। এই শেষোক্ত বলবান্ আদেশের বলে, যদি কাহারও ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়, তবে তিনি সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভজনেই মনোনিবেশ করেন। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে যে আজ্ঞা করেন, তাহা লঙ্ঘন করিলে পাপ হইবার সম্ভাবনা। তদুত্তর, শ্রীকৃষ্ণ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরি-ত্যজ্যেতি" শ্লোকেই পুনরায় অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, তুমি আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব যে আজ্ঞাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছ, সেই সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। আমার শেষ আজ্ঞাকেই বলবতী বলিয়া গ্রহণ কর। আমি তোমাকে ঐ সকল ধর্ম্মের ত্যাগজন্য সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত করিব। অতএব ভক্তিই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ॥ ২২ ॥

(২৪১ পা) "তাবৎ কর্ম্মাণীতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা ৯৩ পৃষ্ঠায় দেখুন।

বিষয়ে নির্ব্বেদবিশিষ্ট ত্যাগী পুরুষ জ্ঞান-যোগের অধিকারী। আর সকাম পুরুষ সকলই কর্ম্মাধিকারী। কর্ম্মাধিকারী কর্ম্ম করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত না বিষয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় বা আমার কথা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্তই কর্ম্ম করিবেন। বিষয়ে নির্ব্বেদ জন্মিলে তিনি জ্ঞানযোগির সঙ্গে জ্ঞানী হইয়া আমার ভজন করিবেন, আর বিষয়ে নির্ব্বেদ না জন্মিয়া যদি আমার কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে, তবে ভক্তি-যোগির সঙ্গে ভক্ত হইয়া আমার ভজন করিবেন। "পূর্ব্ব আজ্ঞা" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২৬ ॥

(২৪১ পা) "শ্রদ্ধা……হয় ॥" এই ২৩ পয়ারের ভাবার্থ।

শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ বিশ্বাস বা সুদৃঢ় নিশ্চয়। যাঁহার বিশ্বাস হয়, তিনি আর কর্ম্ম করেন না, কৃষ্ণে ভক্তিই করেন। কৃষ্ণে ভক্তি করিলে, কর্ম্মত্যাগজন্য প্রত্যবায় হয় না; কারণ, কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সকল কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয়। সকাম কর্ম্মসকল বন্ধজনক বলিয়া হেয়। নিষ্কামকর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ভক্তিমুক্তির সহায় হয় বলিয়া উপাদেয়। স্ত্রী-পুত্রাদি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবগণের সেবা পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের সেবনই নিষ্কাম কর্ম্ম। সর্ব্বভূতের সেবাও শ্রীভগবানেরই সেবা হইলেও সাক্ষাৎ নহে, পরম্পরায়। পরম্পরায় সেবা হইতে সাক্ষাৎ সেবাই শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ ভগবৎসেবা দ্বারা সকলসেবাই সকলকর্ম্মই সিদ্ধ হয় ॥ ২৩ ॥

(২৪১ পা) "যথা তরোরিতি। শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণসেবা দ্বারাই সকল কর্ম্ম ও সকল সেবা সিদ্ধ হয়, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ২৭ ॥

(২৪১ পা) "শ্রদ্ধাবান্…উত্তম ॥" এই ২৪ পয়ারের ভাবার্থ সরল। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই ভক্তিযোগের অধিকারী। শ্রদ্ধাভেদে ভক্তির অধিকারী তিন প্রকার যথা, উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। শ্রদ্ধায় উত্তম অধিকারী, কে, তাহা বলিতেছেন

"শাস্ত্রযুক্তে" ইত্যাদি। মধ্যম অধিকারির নির্ণয় করিতেছেন, "শাস্ত্রযুক্তি" ইত্যাদি। কনিষ্ঠ অধিকারী বলিতেছেন, "যাহার" ইত্যাদি। কনিষ্ঠ অধিকারী ক্রমে ক্রমে উত্তম হইবেন॥ ২৪॥

(২৪১ পা) "শাস্ত্রে যুক্তৌ চেতি।" এই শ্লোক দুইটির তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "শাস্ত্রযুক্ত্যে" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক দ্বয়॥ ২৮।২৯॥

(২৪২ পা) "রতিপ্রেম ··· লক্ষণ॥ এই ২৫ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রদ্ধার তারতম্যে যেমন উত্তমাদির ভেদ, তদ্রূপ রতি ও প্রেমের তারতম্যে উত্তমাদির ভেদ জানিতে হইবে। ইহা শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে॥ ২৫॥

(২৪২ পা) "সর্ব্বভূতেষ্বিত্যাদি।" শ্লোক তিনটির তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

রত্যাদির তারতম্যে উত্তমাদির ভেদ এই শ্লোক তিনটিতে উক্ত হইয়াছে। জাতরতি ও অজাতরতি ভেদে রতি দ্বিবিধ। অজাতরতি ভক্তই কনিষ্ঠ ভক্ত। এই কনিষ্ঠ ভক্ত আবার শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাজাতভক্তিবিশিষ্ট ও লোক-পরম্পরা প্রাপ্তশ্রদ্ধাজাতভক্তিবিশিষ্ট ভেদে দ্বিবিধ। প্রথমোক্ত ভক্তই মুখ্য কনিষ্ঠ ভক্ত এবং শেষোক্ত ভক্তই গৌণ কনিষ্ঠ ভক্ত। গৌণ কনিষ্ঠ ভক্তের সর্ব্ব-আদর-লক্ষণ ভক্তগণের অনুদয় হেতু, তিনি কেবল প্রতিমাতেই হরিবুদ্ধিতে পূজা করেন; হরিভক্তজনের বা অন্যের পূজা করেন না। অতএব ইনি সম্প্রতি ভক্তির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, ইহাই বুঝিতে হইবে॥ ৩০—৩২॥

(২৪২ পা) "সর্ব্ব···সঞ্চরে॥" এই ২৬ পয়ারের ভাবার্থ সরল। শ্রীকৃষ্ণভক্তের সকল মহাগুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কারণ, শ্রীকৃষ্ণের গুণ সকল শ্রীকৃষ্ণভক্তে সঞ্চারিত হয়॥ ২৬॥

(২৪২ পা) "যস্যাস্তীতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদির ৯৪ পৃষ্ঠায় দেখুন। "সর্ব্ব মহাগুণ" ইতি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক॥ ৩৩॥

(২৪২ পা) "সেই সব···মৌনী॥" এই ২৭ পয়ারের ভাবার্থ সরল। বৈষ্ণবের যে সকল মহাগুণ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছেন "সেই সব" ইত্যাদি॥ ২৭॥

(২৪৩ পা) "তিতিক্ষব" ইতি। শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। বৈষ্ণবের যে গুণ সকল দৃষ্ট হয়, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক॥ ৩৪॥

(২৪৩ পা) "মহৎসেবামিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণভক্ত যে কৃপালু প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক॥ ৩৫॥

(২৪৩ পা) "কৃষ্ণভক্তি···সাধুসঙ্গ॥" এই ২৮ পয়ারের ভাবার্থ সরল। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গেই কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়॥ ২৮॥

(২৪৩ পা) "ভবাপবর্গ" ইতি। শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন। "কৃষ্ণভক্তি" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ৩৬॥

(২৪৩ পা) "অতঃ আত্যন্তিকমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই শ্লোকটিই "কৃষ্ণভক্তি" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ৩৭॥

(২৪৩ পা) "কৃষ্ণপ্রেম···অঙ্গ॥"

এই ২৯ পয়ারের ভাবার্থ। সাধুসঙ্গের পর সাধনাঙ্গ দ্বারা সাধ্য কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। অতএব সাধুসঙ্গই মুখ্য ॥ ২৯ ॥

(২৪৩ পা) "সতামিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা আদির ১১ পৃষ্ঠায় দেখুন। "কৃষ্ণপ্রেম" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৩৮ ॥

(২৪৩ পা) "অসৎসঙ্গ...আর ॥" এই ৩০ পয়ারের ভাবার্থ। সাধুসঙ্গ যেমন কৃষ্ণপ্রেমলাভে অবশ্য প্রয়োজনীয়; তেমনি অসৎসঙ্গত্যাগও অবশ্য প্রয়োজনীয়। পরস্ত্রীসঙ্গকারী ও কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্যক্তিগণই অসাধু। ঈদৃশ অসাধুকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩০ ॥

(২৪৩ পা) "ন তথাস্যেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। পরস্ত্রী-সঙ্গকারি ব্যক্তির সঙ্গ যে সর্ব্বথা পরিত্যজ্য, এই শ্লোকে তাহার প্রমাণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

(২৪৪ পা) "সত্যং শৌচমিত্যাদি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। স্ত্রীসঙ্গির সঙ্গে যে কি মহান্ অনিষ্ট হয়, তাহা এই শ্লোকদ্বয়ে প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৪০।৪১ ॥

(২৪৪ পা) "বরংহুতেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। স্ত্রীসঙ্গির সঙ্গত্যাগের ন্যায় কৃষ্ণভক্তিরহিত ব্যক্তিরও সঙ্গত্যাগ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য; এই শ্লোকে তাহা প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৪২ ॥

(২৪৪ পা) "মা দ্রাক্ষীরিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বত্র ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

(২৪৪ পা) "এই সব...শরণ ॥" এই ৩১ পয়ারের ভাবার্থ সরল।

এই সব ছাড়ি অর্থাৎ পরস্ত্রীকামুকব্যক্তির ন্যায় চঞ্চলমতি ও দেহাত্মবুদ্ধিব্যক্তিরও সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এবং বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক অকিঞ্চন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে হইবে ॥ ৩১ ॥

(২৪৪ পা) 'সর্ব্বধর্ম্মানিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গালা মধ্যের ৬৫ পৃষ্ঠায় দেখুন। "এই সব ছাড়ি" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৪৪ ॥

(২৪৪ পা) "কঃ পণ্ডিত" ইতি। শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "হেন কৃষ্ণ ছাড়ি" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৪৫ ॥

(২৪৫ পা) "বিজ্ঞজনের...প্রমাণ ॥" এই ৩৩ পয়ারের ভাবার্থ সরল। অন্য ত্যজি, অন্য দেবাদির উপাসনা ত্যাগ করিয়া। তাতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট জন, অন্যের শরণাপন্ন হন না; এ বিষয়ে ॥ ৩৩ ॥

(২৪৫ পা) "অহো বকীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

উদ্ধব প্রমাণ এই শ্লোক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট উদ্ধব অন্যের শরণাপন্ন না হইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লয়েন। উদ্ধব এই শ্লোক বলেন। "বিজ্ঞজনের" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥৪৬॥

(২৪৫ পা) "শরণাগত...সমর্পণ ॥" এই ৩৪ পয়ারের ভাবার্থ।

একই লক্ষণ অর্থাৎ যিনি সংসার ভয়ে ভীত হইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁহাকে শরণাগত বলা যায়। আর যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অকিঞ্চন বলা যায়। অতএব শরণাগত ও অকিঞ্চন একই হইতেছেন। তার মধ্যে অর্থাৎ আত্মসমর্পণ উহাদেরই অন্তর্গত। কারণ, দেহ ও দৈহিক বিষয়ের ত্যাগরূপ আত্মসমর্পণ করিয়াই শরণাগত বা অকিঞ্চন হওয়া যায়॥ ৩৪॥

(২৪৫ পা) "আনুকূল্যস্যেত্যাদি।" শ্লোক দুইটির তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

"শরণাগত" পয়ারোক্ত শরণাপত্তির আকার ছয়টি। ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন। ঐ ছয়টি শরণাপত্তির মধ্যে রক্ষাকর্ত্তার স্বরূপে অঙ্গীকরণই মূল শরণাপত্তি; কারণ, শরণাপত্তি শব্দে আশ্রয়রূপে বা রক্ষকরূপে বোধিত হয়। অপর পাঁচটি উহার অঙ্গ। শরণাগত কে, তাহা বলিতেছেন "তবাস্মীতি" ॥ ৪৭।৪৮॥

(২৪৫ পা) "শরণ......আত্মসম।" এই ৩৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা বলিতেছেন, "কৃষ্ণ তারে" ইতি। তৎকালে অর্থাৎ যে সময়ে আত্মসমর্পণ করে, সেই সময়েই॥ ৩৫॥

(২৪৫ পা) "মর্ত্ত্যোযদেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "কৃষ্ণ তারে" ইতি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক॥ ৪৯॥

(২৪৬ পা) "এবে সাধন......... মহাধন॥" এই ৩৬ পয়ারের ভাবার্থ।

মহাপ্রভু সনাতনকে কহিলেন, সর্ব্বোৎকৃষ্টা ভক্তি দ্বিবিধা; সাধন ও সাধ্য ভক্তি। এক্ষণে সাধনভক্তির বিবর বলিতেছি শ্রবণ কর। যাহা হইতে সাধ্যভক্তিরূপ প্রেম লাভ হয়, তাহাই সাধনভক্তি॥ ৩৬॥

(২৪৬ পা) "কৃতিসাধ্যেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। সাধনভক্তি প্রমাণ এই শ্লোক॥ ৫০॥

(২৪৬ পা) "শ্রবণাদি......গায়॥" এই ৩৭ পয়ারের ভাবার্থ।

সাধনভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন, শ্রবণাদি ক্রিয়াসকলই সাধনভক্তির স্বরূপলক্ষণ; কারণ, উহারা সাধনভক্তি হইতে অভিন্ন ও সাধনভক্তির পরিচায়ক। প্রেমভক্তির জনকতা উহার তটস্থ-লক্ষণ; প্রেমভক্তির উৎপাদন কার্য্য সাধনভক্তি না হইয়াও সাধনভক্তির বোধক হয়। যদি বল, নিত্যসিদ্ধ প্রেমের আবার উৎপত্তি কি? তদুত্তর, হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ প্রেমের প্রকাশই তাহার উৎপত্তি। শ্রবণাদিক্রিয়ারূপা সাধনভক্তি নিত্য-সিদ্ধ প্রেমকে হৃদয়ে প্রকট করিয়াই তাহার উৎপাদিকা হয়েন। "নিত্যসিদ্ধ" ইতি। অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু; উৎপাদ্য নহেন। প্রেম উৎপাদ্য না হইলেও, শ্রবণাদি সাধনভক্তি দ্বারা নির্ম্মল চিত্তেই প্রেমের উদয় হয় বলিয়াই, প্রেমকে সাধ্য এবং শ্রবণাদিকে সাধন বলে। "সেইত" ইতি॥ ৩৭॥

(২৪৬ পা) "তস্মাত্তারতেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শাসনবিধিমুখ ও শাসননিষেধ-মুখ ভেদে দুই প্রকার শাস্ত্রশাসন বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে এই শ্লোক শাসনবিধি-মুখ পর প্রমাণ॥ ৫১॥

(২৪৬ পা) "মুখবাহুরিতি।"

শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। এই শ্লোকটি শাসন-নিষেধমুখ পর প্রমাণ ॥ ৫২,৫৩ ॥

(২৪৬ পা) "স্মর্ত্তব্যঃ সততমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শাসনবিধি ও নিষেধমুখ, উভয়-বিধ শাস্ত্রশাসনপর এই শ্লোক ॥ ৫৪ ॥

(২৪৭ পা) "বিবিধাঙ্গ......অল্প সঙ্গ ॥" এই ৩৮ হইতে ৪৩ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। সাধনভক্তির অঙ্গ বহুবিধ। ঐ সাধনাঙ্গ সঙ্ক্ষেপতঃ চতুঃষষ্টি প্রকার, ইহা বলিতেছেন, "গুরু পদাশ্রয়" ইতি পয়ার হইতে "কার্ত্তিকাদিব্রত" পয়ার পর্য্যন্ত।

বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ নিজের অবস্থা বিজ্ঞাপন করা। উহা প্রার্থনাময়ী, দৈন্যময়ী ও লালসাময়ী ভেদে ত্রিবিধা। অনুব্রজ্যা অর্থাৎ পশ্চাদ্গমন। জপ তিন প্রকার যথা, উপাংশু, বাচিক ও মানসিক। উক্ত চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গের মধ্যে প্রথম দশটি অর্থাৎ "গুরুপাদাশ্রয়" পয়ার হইতে "বিপ্রবৈষ্ণব-পূজন" এই পয়ার পর্য্যন্ত সাধনভক্তির উপক্রম-স্বরূপ ও গ্রহণীয়। তৎপরবর্ত্তী "সেবানামা-পরাধাদি" পয়ার হইতে "উদ্বেগ না দিবে" পয়ার পর্য্যন্ত দশটি ত্যাজ্য। অবশিষ্টগুলি অর্থাৎ "শ্রবণ কীর্ত্তন" পয়ার হইতে "কার্ত্তিকাদিব্রত" পয়ার পর্য্যন্ত কয়েকটি অনুষ্ঠেয়। সর্ব্বশেষ পাঁচটি অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির সেবা, এই কয়েকটি সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ প্রভাবশালী। এই পাঁচের অল্প লাভ হইলেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রকট হয় ॥ ৩৮—৪৩ ॥

(২৪৭ পা) "শ্রদ্ধা বিশেষত" ইতি। শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন" ইতি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৫৫,৫৬ ॥

(২৪৭ পা) "দুরূহাদ্ভুতেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "কৃষ্ণপ্রেম জন্মে এই পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৫৭ ॥

(২৪৮ পা) "এক অঙ্গ........ ভক্তগণ ॥" এই ৪৪ ও ৪৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গের একটি বা অনেকটিতে নিষ্ঠা জন্মিলেই প্রেমলাভ হইতে পারে ॥ ৪৪।৪৫ ॥

(২৪৮ পা) "শ্রীবিষ্ণোরিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গের একটিতে নিষ্ঠা জন্মিলেই যে প্রেমলাভ হয়, তাহা শ্লোকে প্রমাণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥

(২৪৮ পা) "অম্বরীষাদি......... সাধন ॥" এই ৪৬ পয়ারের ভাবার্থ। চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গের অনেকটিতে নিষ্ঠা জন্মিলে যে প্রেম হয়, তাহা প্রমাণ করিতেছেন, "অম্বরীষাদি" ইতি ॥ ৪৬ ॥

(২৪৮ পা) "স বৈ মনঃ কৃষ্ণেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "অম্বরীষাদি" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৫৯।৬০ ॥

(২৪৯ পা) "কাম ত্যজি...নহে ঋণী ॥" এই ৪৭ পয়ারের ভাবার্থ।

শাস্ত্রশাসন হইতে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বকামনা ত্যাগ পূর্ব্বক যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহার আর দেবাদির ঋণ থাকে না। দেবাদির ঋণ যথা—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো. বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥"

অধ্যাপনাকে ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণকে পিতৃযজ্ঞ, হোমকে দেবযজ্ঞ, বলিকে ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি-সৎকারকে নৃযজ্ঞ বলে। এই পঞ্চ যজ্ঞ ॥ ৪৭ ॥

(২৪৯ পা) "দেবর্ষিভূতেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "কাম ত্যজি" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৬২ ॥

(২৪৯ পা) "বিধিধর্ম্ম............ প্রায়শ্চিত্ত ॥" এই ৪৮ পয়ারের ভাবার্থ।

এইরূপ যিনি বিধিধর্ম্ম অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মসকল ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণ ভজন করেন, তিনি আর নিষিদ্ধ পাপাচারে রত হন না। যদি কখন অজ্ঞানতা বশতঃ কোন পাপ উপস্থিত হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে শোধন করিয়া লন। তজ্জন্য তাঁহাকে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না ॥৪৮॥

(২৪৯ পা) "স্বপাদমূলমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "বিধিধর্ম্ম" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৬৩ ॥

(২৪৯ পা) "জ্ঞান.....অঙ্গ ॥" এই ৪৯ পয়ারের ভাবার্থ।

জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে। তত্ত্ব-বিচারাত্মক জ্ঞান ও দুঃখসহনাত্মক বৈরাগ্য অতিশয় কঠোরস্বভাব। ভগবন্মাধুর্য্যানুভবাত্মিকা ভক্তি অতিশয় কোমল স্বভাবা। অতএব কঠোরস্বভাব জ্ঞান ও বৈরাগ্য কোমলস্বভাবা ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। তথাহি—

"কর্ম্মবিক্ষেপকং তস্য বৈরাগ্যং রসশোষকম্।
জ্ঞানং হানিকরং তত্তচ্ছোধিতং ত্বনুযাতি তাম্ ॥"

শুদ্ধ-অশুদ্ধ-আদি-বিচার-সাপেক্ষ কর্ম্ম, চিত্তের বিক্ষেপক, কঠোর বৈরাগ্য সরস হৃদয়কে নীরস করে, "সোহহং" জ্ঞান উপাস্য-উপাসকভাবের হানিকর, অতএব উহাদের কোনটিই ভক্তির অনুগত নহে। তবে যদি উহারা শোধিত হয়, অর্থাৎ কর্ম্ম যদি ভগবৎপরিচর্য্যাবিশিষ্ট হয়, বৈরাগ্য শ্রীকৃষ্ণের জন্য ভোগত্যাগময় হয় এবং জ্ঞান যদি শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানাত্মক সুতরাং উপাস্যোপাসক-ভাবময় হয়, তবে উহারা ভক্তির অধীভূত হয় ॥ ৪৯ ॥

(২৪৯ পা) "তস্মান্মদ্ভক্তেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "জ্ঞান বৈরাগ্য" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৬৪ ॥

(২৪৯ পা) "অহিংসা.....সঙ্গ ॥" এই ৫০ পয়ারের ভাবার্থ। যমনিয়মাদি জ্ঞান ও যোগের অঙ্গসকলও কৃষ্ণভক্তকে পৃথক্ সাধন করিতে হয় না। উহারা আপনাপনি কৃষ্ণভক্তের অনুগত হয় ॥ ৫০ ॥

(২৪৯ পা) "এতে নেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "অহিংসা" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৬৫ ॥

(২৪৯ পা) "বৈধিভক্তি...নামে ॥" এই ৫১ পয়ারের ভাবার্থ। বিধিভক্তি বলিয়া রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ বলিতে-ছেন,

রাগাত্মিকা নাম্নী মুখ্যা ভক্তি ব্রজবাসিগণের নিজ সম্পত্তি অর্থাৎ উহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-রূপ ব্রজপরিকরগণের স্বাভাবিকী বৃত্তি। সাধক জীবগণ তাঁহাদের অনুগত হইয়া ভজন করিলে, গঙ্গপ্রবাহের পৃথিবীতে সঞ্চারের ন্যায় ঐ বৃত্তি সাধক জীবেও সঞ্চারিত হয় এবং তখন সাধকের সেই ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলে ॥ ৫১ ॥

(২৫০ পা) "ইষ্টে স্বারসিকীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে ॥ ৬৬ ॥

(২৫০ পা) "ইষ্টে গাঢ় ... ... প্রকৃতি ॥" এই ৫২ পয়ারের ভাবার্থ।

ইষ্টবস্তুবিষয়িনী প্রেমময়ী তৃষ্ণাই রাগের স্বরূপলক্ষণ এবং তজ্জন্য ইষ্টে আবিষ্টতাই রাগের তটস্থলক্ষণ। ঐ রাগময়ী রাগাত্মিকা ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া যদি কোন ভাগ্যবান্ জীবের তাদ্বিষয়ে লোভ হয়, তবেই তিনি ব্রজবাসিজনের ভাবের অনুগত হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহার সেই লোভোৎপত্তির পক্ষে শাস্ত্রযুক্ত্যাদির কোনরূপ অপেক্ষা দৃষ্ট হয় না॥ ৫২॥

(২৫০ পা) "বিরাজন্তীমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। রাগানুগা ভক্তির প্রমাণ এই শ্লোক॥ ৬৭॥

(২৫০ পা) "তত্তদ্ভাবাদীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। লোভোৎপত্তি দ্বারা রাগানুগা ভক্তির লাভ হয়, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক॥ ৬৮॥

(২৫০ পা) "বাহ্য……সেবন।" এই ৫৩ পয়ারের ভাবার্থ। রাগানুগা ভক্তির সাধন কি, তাহা বলিতেছেন।

রাগানুগার সাধন বাহ্য ও আন্তর ভেদে দ্বিবিধ। বাহ্যে সাধকদেহে শ্রবণাদি সাধন এবং অন্তরে নিজসিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া দিবানিশি ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবন করিতে হয়॥ ৫৩॥

(২৫০ পা) "সেবেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "বাহ্য আভ্যন্তর" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক॥ ৬৯॥

(২৫১ পা) "নিজাভীষ্ট…হঞা॥" এই ৫৪ পয়ারের ভাবার্থ সরল। কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত। পাছেত লাগিয়া, অনুসরণ পূর্ব্বক। ॥ ৫৪॥

(২৫১ পা) "দাস সখা…গণন॥" এই ৫৫ পয়ারের ভাবার্থ। রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবানুযায়ী দাস, সখা, পিতা ও প্রেয়সী হন॥ ৫৫॥

(২৫১ পা) "ন কহিচিদিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "দাস সখা" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক॥৭১

(২৫১ পা) "এইমত…কৃষ্ণদাস॥" এই ৫৬ ও ৫৭ পয়ারের ভাবার্থ।

এইমত অর্থাৎ বাহ্যে শরীরাদি চেষ্টা দ্বারা এবং অন্তরে নিজাভিলষিত সিদ্ধদেহ ভাবনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া যিনি রাগানুগা ভক্তি আচরণ করেন, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতির অঙ্কুরে রতি ও ভাব হয়; যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন এবং প্রেমসেবা লাভ হয়। অভিধেয়তত্ত্ব সংক্ষেপে বলিলেন॥ ৫৬।৫৭॥

ইতি মধ্যলীলায়াং দ্বাবিংশপরিচ্ছেদে সুবোধিনী॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

(২৫২ পা) "চিরাদদত্তমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদে প্রয়োজনতত্ত্ব (প্রেম) বলিবেন বলিয়া, এই শ্লোক দ্বারা প্রেমামৃত প্রদানকারি শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করিলেন॥ ১॥

(২৫২ পা) "জয় জয়⋯ভাব নাম ॥" ১ম পয়ারের ভাবার্থ।

...তন, এক্ষণে ভক্তির ফল (প্রয়োজন) প্রেমের ... শ্রবণ কর; যাহাতে ভক্তিরসের জ্ঞান হয়। ...ষ্ণে রতি গাঢ় হইলে তাহাকে প্রেম বলে। ...া রতির নাম ভাব। এই ভাব আবার ...ভক্ত্যুত্থ ও রাগভক্ত্যুত্থ ভেদে দ্বিবিধ। ...ধভক্ত্যুত্থ ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র এবং রাগ-...ত্যুত্থ শুদ্ধ। এই হেতু রতির মিশ্রা ও কেবলা ...টি নাম হইয়াছে। কেবলা রতি কেবল ...ধুর্য্যজ্ঞানময়ী। ইহার স্থান গোকুলে। ঐশ্বর্য্য-...ানমিশ্রা মিশ্রারতি পুরদ্বয়ে ও বৈকুণ্ঠাদিতে দৃষ্ট ...য়। মিশ্রারতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান দ্বারা কোথাও ...প্রেমের উদ্দীপন এবং কোথাও উহার সঙ্কোচন ...য়। কেবলা রতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই হয় না। ...থন হইলে তাদৃশ ভক্ত যেখানে ঐশ্বর্য্য দেখেন, ...সেখানে নিজ সম্বন্ধ স্বীকার করেন না ॥ ১ ॥

(২৫২ পা) "শুদ্ধসত্ত্বেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ভাব কি, বলিলেন ॥ ২ ॥

(২৫৩ পা) "এই দুই⋯সনাতন ॥" এই ২ পয়ারের ভাবার্থ। এই দুই ভাবের অর্থাৎ মিশ্রা ও কেবলা ভাবের। কেবলা ভাব প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ। মিশ্রাভাব উহার তটস্থা লক্ষণ ॥ ২ ॥

(২৫৩ পা) "সম্যকিতি। শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই শ্লোকে প্রেমের লক্ষণ বলিলেন ॥ ৩ ॥

(২৫৩ পা) "অনন্যমমতেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। এই শ্লোকে প্রেমভক্তির লক্ষণ বলিলেন ॥ ৪ ॥

(২৫৩ পা) "কোন ভাগ্যে⋯ধাম ॥" এই ৩য় হইতে ৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। সাধনভক্ত্যে অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তন সাধন ভক্তি দ্বারা। নিবর্ত্তন, নাশ। সর্ব্বানন্দধাম, সর্ব্বানন্দ স্বরূপ ॥ ৩ ৫ ॥

(২.৩ পা) "আদৌ শ্রদ্ধেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্লোকোক্ত ক্রমানুযায়ী সাধনে সাধকের প্রেম হয়; ইহা দেখাইলেন। "কোন ভাগ্যে" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৫।৬ ॥

(২৫৩ পা) "সতামিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ১১ পৃষ্ঠায় দেখুন। সাধুসঙ্গ দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণে রতি লাভ হয়, তৎপ্রমাণ শ্লোক ॥ ৭ ॥

(২৫৩ পা) "যাহার⋯⋯⋯কয় ॥" এই ৬ পয়ারের ভাবার্থ।

যাহার হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ও তদীয় ভক্তগণের কৃপায় প্রপঞ্চগত ভক্তসকলের চিত্তবৃত্তিতে হ্লাদিন্যাদি স্বরূপশক্তির বৃত্তির সারাংশ ভাব সঞ্চারিত হয়, তাহাতে অর্থাৎ তাঁহার চিত্তে এতেক অর্থাৎ ক্ষান্তি প্রভৃতি নয়টি প্রীতির অঙ্কুর দৃষ্ট হয়। ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

(২৫৪ পা) "ক্ষান্তিরব্যর্থেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ক্ষান্তি প্রভৃতি নয়টি প্রীত্য-ঙ্কুরের কথা বলিলেন ॥ ৮।৯ ॥

(২৫৪ পা) "এই নব⋯নাহি হয় ॥" এই ৭ পয়ারের ভাবার্থ।

প্রেমের অঙ্কুর স্বরূপ এই নয়টি চিহ্ন যাঁহার চিত্তে প্রকাশ পায়, তিনি প্রাকৃতক্ষোভে ক্ষুব্ধ হন না। প্রাকৃতক্ষোভে ক্ষুব্ধ না হওয়ার নাম ক্ষান্তি ॥ ৭ ॥

(২৫৪ পা) "তং গোপযান্তমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত ধারণ করিয়াছেন, তাহাদের চিত্ত প্রাকৃতক্ষোভে ক্ষুব্ধ হয় না; ইহাই এই শ্লোকে প্রমাণ করিলেন। রাজা পরীক্ষিতের চিত্ত তক্ষকদংশনরূপ প্রাকৃতক্ষোভে অর্থাৎ মৃত্যুর কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ হয় নাই। ইহাতে ক্ষান্তি দেখান হইল॥ ১০॥

(২৫৪ পা) "কৃষ্ণের... ...যায়॥" এই ৮ পয়ারের ভাবার্থ। ভাবোৎপন্ন ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত সময় বৃথা যায় না। ইহাতে অব্যর্থ কালত্ব দেখান হইল॥ ৮॥

(২৫৪ পা) "বাগ্ভিরিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হওয়ায়, অব্যর্থ কালত্ব হইল। "কৃষ্ণের সম্বন্ধ" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ১১॥

(২৫৪ পা) "ভুক্তি·········ভায়॥" এই ৯ পয়ারের ভাবার্থ। স্বর্গাদি ভোগ, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সুখাদিতে ভাবোৎপন্ন ব্যক্তির সর্ব্বত্র বিরাগ হয়। ইহাতে বিরাগ দেখান হইল॥ ৯॥

(২৫৪ পা)) "যো দুস্ত্যজানিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। নিখিল ভোগ্য বস্তুতে ভরতের যে অরোচকতা তাহাই বিরক্তি। "ভুক্তি সিদ্ধি" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ১২॥

(২৫৪ পা) "সর্ব্বোত্তম···মানে॥" এই ১০ পয়ারের ভাবার্থ। ভাবোৎপন্ন ব্যক্তি সর্ব্বোত্তম অর্থাৎ মহারাজ বা ব্রাহ্মণ হইলেও, নিজেকে হীন বোধ করেন। ইহাতে অভিমানশূন্যতা দেখাইলেন॥ ১০॥

(২৫৫ পা) "হরৌ রতিমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মহারাজ ভগীরথ স্বীয় উৎকৃষ্টতা সত্ত্বেও যে নীচ জাতিকে বন্দনা করিতেন, তাহা মানশূন্যতা। "সর্ব্বোত্তম" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ১৩॥

(২৫৫ পা) "কৃষ্ণ·········জানে॥" এই ১১ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিবেন অর্থাৎ দেখা দিবেন বলিয়া ভাবোৎপন্ন ব্যক্তি দৃঢ় করিয়া জানেন। ইহাতে আশাবন্ধ দেখাইলেন॥ ১১॥

(২৫৫ পা) "ন প্রেমেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চয় পাইব বলিয়া যে আশা, তাহা আশাবন্ধ। "কৃষ্ণ কৃপা" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ১৪॥

(২৫৫ পা) "সমুৎকণ্ঠা...প্রধান।" এই ১২ পয়ারের ভাবার্থ। ভাবোৎপন্ন ব্যক্তির নিজাভিষ্টলাভের জন্য যে গুরুতর লোভ তাহার নাম সমুৎকণ্ঠা॥ ১২॥

(২৫৫ পা) "ত্বচ্ছৈশবমিতি। শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। "সমুৎকণ্ঠা" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ১৫॥

(২৫৫ পা) "রোদনেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।" "নামগানে" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ১৬॥

(২৫৫ পা) "মধুরমিতি।" শ্লোকের

তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "কৃষ্ণলীলাস্থানে" পয়ারপ্রমাণ শ্লোক॥১৬॥

(২৫৬ পা) "কৃষ্ণে রতি ..বুঝায় ॥ এই ১৬ পয়ারের ভাবার্থ।

প্রভু কহিলেন, সনাতন, শ্রীকৃষ্ণে রতি হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বলিলাম। অন্তঃকরণের স্নিগ্ধতাই রতির লক্ষণ। এই রতি যদি মুমুক্ষু প্রভৃতিতে লক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহা রতিপদ বাচ্য নহে। মুক্ত পুরুষগণ নিখিল কাম ত্যাগ করিয়া যে রতিকে অন্বেষণ করেন, যাহা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অতিশয় গোপনীয় এবং যে রতি ভক্তগণকে সহসা দেওয়া হয় না। ভুক্তি, মুক্তি ও কাম হেতু, বিশুদ্ধ ভক্তির অনধিকারি কর্ম্মি ও জ্ঞানিদের হৃদয়ে সেই ভগবৎসম্বন্ধীয়া রতির কিরূপে সম্ভাবনা হইতে পারে ? এই রতি-চিহ্ন দর্শন করিয়া অনভিজ্ঞ জনের চমৎকার বোধ হয় সত্য, কিন্তু অভিজ্ঞজন উহাকে রতির আভাস বলেন। অতএব কর্ম্মি ও জ্ঞানিগণের ঐরূপ ভাব রত্যাভাস। ছায়া ও প্রতিবিম্ব ভেদে রত্যাভাস দুই প্রকার। ক্ষুদ্রকৌতূহলময়ী চঞ্চলা, দুঃখহারিণী ও কথঞ্চিৎ রতির সদৃশা রতির নাম ছায়া। যাহা শ্রম ব্যতীত অভীষ্ট সাধন করে, যাহা দুই একটি বাষ্পাদিরূপ রতিচিহ্নে লক্ষিত ও যাহা ভোগ ও মোক্ষসুখ প্রকাশ করে, সেই রতির নাম প্রতিবিম্ব। ভক্তের অনুগ্রহ হেতু রত্যাভাসও ভাবত্ব প্রাপ্ত হয়। যদি ভক্তের নিকট অপরাধ হয়, তবে রত্যাভাসও ক্ষীণ হয়। এক্ষণে প্রেমের চিহ্ন শ্রবণ কর। যাহার কৃষ্ণ-প্রেম উদিত হয়, তাহার বাক্য, কার্য্য ও আকার বিজ্ঞজনে বুঝিতে পারে না॥ ১৬॥

(২৫৬ পা) "ধন্যস্যায়মিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "যার চিত্তে" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ১৯॥

(২৫৬ পা) "এবং ব্রত ইতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৮৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। এই শ্লোকে প্রেমোৎপন্ন ব্যক্তির কার্য্যাদি বলিলেন॥ ২০॥

(২৫৬ পা) "প্রেমা ক্রমে......হয় বশ॥" এই ১৭ হইতে ১৯ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ।

ভাবের পরিপাকাবস্থাই প্রেম। প্রেমে চিত্ত মসৃণ ও অতিশয় মমতা দ্বারা অঙ্কিত হয়। বস্তুতঃ গাঢ় ভাবই প্রেম নামে অভিহিত হয়। প্রেমের উত্তরোত্তর গাঢ়তায় কি নাম হয়, তাহা সদৃষ্টান্তে বলিতেছেন—"যৈছে বীজ" ইতি। ইহা যৈছে ইত্যাদি অর্থাৎ ইক্ষু হইতে রস, রস হইতে গুড়, গুড় হইতে খণ্ডসার ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে নির্ম্মল ও আস্বাদ্য হয়, তদ্রূপ ভাব হইতে প্রেম, প্রেম হইতে স্নেহ ইত্যাদিরূপে ক্রমশঃ নির্ম্মল ও আস্বাদ্য হয়। প্রেম অপেক্ষাকৃত গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলেই স্নেহ নাম পায়। স্নেহাবস্থায় প্রিয়বস্তুর ক্ষণিক বিরহও সহ্য হয় না। স্নেহ পরিপক্ক হইয়া নূতন মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার জন্য কৌটিল্য ধারণ করিলে উহাকে মান বলে। মান যখন বিশ্রম্ভ ধারণ করিয়া অর্থাৎ গৌরব-রহিত হইয়া বিষয়াশ্রয়ের সর্ব্বথা একত্ব স্থাপন করে, তখন উহাকে প্রণয় বলে। প্রণয়ের উৎকর্ষে যখন চিত্তে অতিশয় দুঃখকেও সুখ বলিয়া বোধ হয়, তখন উহাকে রাগ বলে। রাগের পরিপাকই অনুরাগ। ইহাতে প্রিয়বস্তু নিত্য নূতনরূপে প্রকাশ পায়। ঐ অনুরাগ আবার যখন সীমান্তপ্রাপ্ত হইয়া নিজের বৃত্তিভূত উদ্দীপ্ত সাত্বিকাদি ভাব সকল দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে, তখন উহাকে ভাব বলে। অধিকারি ভেদে, ভাব পাঁচ প্রকার। যথা শান্তাদি॥১৭-১৯॥

(২৫৬ পা) "প্রেমাদিক... ... ...

চমৎকারকারী॥" এই ২০ হইতে ২২ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ।

শান্তাদি পঞ্চ রস স্থায়ী। ঐ পঞ্চ স্থায়ীভাবে প্রেম স্নেহাদি মিলিত হইয়া কৃষ্ণভক্তিরসরূপে পরিণত হয়। ঐ রস চারি প্রকার; বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচার। যেমন দধি মরিচখণ্ড ও কর্পূর মিলনে রসালা নাম প্রাপ্ত হইয়া আস্বাদনে অপূর্ব্ব হয়, তদ্রূপ বিভাবাদি মিশ্রণে স্থায়ীভাব আস্বাদনে অপূর্ব্ব হয়। বিভাবাদি কি, তাহা বলিতেছেন, "দ্বিবিধ বিভাব" ইত্যাদি "চমৎকারকারী" ইত্যন্ত॥ ২০-২২॥

(২৫৬ পা) "পঞ্চবিধ···নাম তার॥" এই ২৩ হইতে ২৬ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। সবাতে, সকল রস হইতে।

শান্তাদি স্থায়ীভাবে প্রেম-স্নেহাদি কিরূপভাবে প্রকাশ পায়, তাহা বলিতেছেন, "শান্তরসে" ইত্যাদি। শান্তরসে প্রেম পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়। দাস্যে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়। সখ্য ও বাৎসল্যে অনুরাগ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। ভাব ব্রজদেবীগণে আরম্ভ হইতেই দৃষ্ট হইয়া পরিশেষে মহাভাবরূপে পরিণত হয়। মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দুই প্রকার। অধিরূঢ় মহাভাব আবার মোদন ও মাদন ভেদে দ্বিবিধ। মোদনাখ্য মহাভাবই বিরহে মোহন নামে উক্ত হয়॥ ২৩-২৬॥

(২৫৭ পা) "মাদনে··· ··· ··· ··· মহিষীগণে॥" এই ২৭ হইতে ৩০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ।

মাদনে বিরহ হয় না। চুম্বনাদি ভেদে ইহা অনন্ত প্রকার। মোহনে দিব্যোন্মাদ জন্মে এবং ইহাতে উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়। প্রজল্পাদি ভেদে চিত্রজল্প দশ প্রকার। মোদনাখ্য মহাভাবের উদয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের এবং কান্তাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণেরও ক্ষোভাতিশয় উৎপন্ন হয়। মাদনে সর্ব্বভাবের উদ্‌গম হয় এবং উহা কেবল শ্রীরাধাতেই দৃষ্ট হয়। শৃঙ্গার অর্থাৎ স্থায়ীভাব বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বিপ্রলম্ভ আবার পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস ভেদে চতুর্বিধ। অঙ্গসঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তিনী উৎকণ্ঠাময়ী রতির নাম পূর্ব্বরাগ। প্রিয়ের সমীপে থাকিয়াও অত্যন্ত অনুরাগ বশতঃ তদ্বিরহবোধের নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। প্রেমের দূরগমনের নাম প্রবাস। মহিষীগণেরও প্রেম-বৈচিত্ত্য হয়॥ ২৭-৩০॥

(২৫৭ পা) "কুররীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "প্রেমবৈচিত্ত্য" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥২১॥

(২৫৭ পা) "ব্রজেন্দ্রনন্দন··· ··· ঠাকুরাণি॥" এই ৩১ পয়ারের ভাবার্থ সরল। প্রেমের অবলম্বন বলিতেছেন ॥৩১॥

(২৫৭ পা) "নায়কানামিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "ব্রজেন্দ্রনন্দন" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ২২॥

(২৫৭ পা) "দেবীতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৪৩ পৃষ্ঠায় দেখুন। "নায়িকার" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ২৩॥

(২৫৭ পা) "অনন্ত···ভক্তকাণ॥" এই ৩২ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণের গুণ বলিতেছেন॥ ৩২॥

(২৫৭ পা) "অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গ ইত্যাদি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণের চৌষট্টি গুণ কি কি তাহা বলিলেন॥ ২৪-৩৬॥

(২৬০ পা) "অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা" ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে

প্রকাশ আছে। শ্রীরাধার অনন্তগুণের মধ্যে পঁচিশ গুণ বর্ণন করিলেন ॥২৭-৪১॥

(২৬১ পা) "নায়িকা…লক্ষণ।" এই ৩৪ পয়ারের ভাবার্থ সরল। নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকা শ্রীরাধা ভক্তিরসের বিষয় ও আশ্রয় নামক আলম্বন। যৈছে রস হয়, যেরূপ রস উৎপন্ন হয় ॥ ৩৪ ॥

(২৬১ পা) "নির্ধূতেত্যাদি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "যৈছে রস হয়" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৪২-৪৫ ॥

(২৬১ পা) "এই…আস্বাদনে ॥" এই ৩৫ পয়ারের ভাবার্থ। বিষয় ও আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া যে ভক্তি-রসের উদ্‌গম হয়, তাহা ভক্তগণই আস্বা-দন করেন, অভক্তগণ পারে না ॥ ৩৫ ॥

(২৬১ পা) "সর্ব্বথৈবেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "এই রসাস্বাদ" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৪৬ ॥

(২৬১ পা) 'অনাসক্তস্যেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

আশঙ্কা হইতে পারে, বিষয়িগণই অভক্ত; কেন না, বিষয় ভোগাদি দ্বারা চিত্ত বিষয়ে আবিষ্ট হয়, তাহাতে চিত্ত শ্রীভগবানে কিরূপে আবিষ্ট হইবে? অতএব উঁহারা অভক্ত। অভক্তের ভক্তি লাভ হয় না। বিষয়ত্যাগে বৈরাগ্য হয় এবং তাহাতেই ভক্তি প্রাপ্ত হয়। তদুত্তর, বিষয় ভোগ করিলেই যে, চিত্ত বিষয়ে আবিষ্ট হয়, এরূপ কোন নিয়ম নাই। বিষয়ত্যাগ করিয়া শুষ্ক বৈরাগ্যে ভক্তি লাভ হয় না। অতএব ভক্তির বাধক তাদৃশ বৈরাগ্যাভ্যাসাপেক্ষা বিষয় ভোগ করা উচিত। কারণ, প্রাকৃত বুদ্ধিতে ভগবৎসম্বন্ধি-বস্তুর পরিত্যাগকে ফল্গু বৈরাগ্য বলে। ভগবৎ-সম্বন্ধিবস্তু বলিতে ভগবৎ-প্রসাদাদি। উহার পরিত্যাগ দুই প্রকার, ভগবৎপ্রসাদির অপ্রার্থনা ও প্রাপ্তপ্রসাদাদির অনঙ্গীকার। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিষয়াদিকে ভগবৎসম্বন্ধী বস্তু বলিয়া অনাসক্ত হওতঃ বিষয়াদি ভোগ করিয়াও ভক্তি লাভ করে। বিরাগী উহা ত্যাগ করিয়া অপরাধ বশতঃ ভক্তি লাভ করিতে পারে না। অতএব উহা শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য। যদি বল, বিষয় ভোগ করিয়া কিরূপে বিষয়ে আসক্তিশূন্য হওয়া যায়? তদুত্তর, বিষয় ভোগ করতঃ ভক্তিতে রুচি উৎপন্ন হইলে, আপনা হইতেই চিত্ত বিষয়ে অনাসক্ত হয়। শ্রীভাগবতে ১স্ক ২ অধ্যায়ে,—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥"

শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ উৎপন্ন হইলেই বিষয়ে অনাসক্ত চিত্ত হয় এবং অহৈতুকী ভক্তির লাভ হয়। অতএব শুষ্ক বৈরাগ্য অপেক্ষা অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয়োপভোগরূপ বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ। এরূপ বৈরাগ্যে ভক্তিতে প্রবেশ হয়। ইহাকে যুক্ত বৈরাগ্য বলে। যুক্ত অর্থাৎ বিষয়া-দিতে যুক্ত হইয়াও যে বৈরাগ্য অর্থাৎ অনাসক্ত তাহাই যুক্ত বৈরাগ্য ॥ ৪৭ ॥

(২৬২ পা) "সংক্ষেপে…নিষেধিল।" এই ৩৬ ও ৩৭ পয়ারের ভাবার্থ সরল। "যুক্ত" ইতি। যুক্ত বৈরাগ্যের মর্য্যাদা উপদেশ করিলাম। তোমরা শুষ্ক বৈরা-গ্যের পক্ষপাতী না হইয়া, যুক্তবৈরাগ্যের পক্ষপাতী হইও। শুষ্কজ্ঞান ও শুষ্ক বৈরাগ্য সম্বন্ধে সাবধান থাকিও ॥৩৬-৩৭॥

(২৬২ পা) "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামি-ত্যাদি।" শ্লোক আটটির তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

ভক্তগণ সর্ব্বোপরঞ্জক যে সকল গুণ ধারণ

করেন, তাহা এই শ্লোক কয়েকটিতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন। শুষ্কজ্ঞান ও শুষ্কবৈরাগ্য আচরণ দ্বারা শ্লোকোক্ত গুণ সকল লাভ হয় না এবং শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয় হওয়া যায় না। কেবল যুক্ত বৈরাগ্যই ঐ গুণ সকলের লাভ হয়; ইহা প্রতিপন্ন হইল। অতএব যুক্তবৈরাগ্যের মর্য্যাদা স্থাপন হইল ॥ ৪৮-৫৫ ॥

(২৬৩ পা) "চীরাণি কিমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

যদি বল, অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয়োপভোগ করিলে যুক্তবৈরাগ্য আচরণ করা হয়। অন্ন, বস্ত্রাদির প্রার্থনা ব্যতিরেকে কিরূপে বিষয় ভোগ হয়? তদুত্তরে, এই শ্লোক বলিলেন। অন্নাদির চেষ্টা করা ভক্তগণের অনুচিত। তথাহি,

"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কিমু ভক্তানুপেক্ষতে ॥"

ভোজন ও আচ্ছাদনের জন্য বৈষ্ণবগণ বৃথা চিন্তা করেন। কারণ, বিশ্বপালক শ্রীকৃষ্ণ কি ভক্তগণকে উপেক্ষা করেন? অথবা, যাথাযোগ্য বিষয়ভোগ কিরূপ, তাহা এই শ্লোকে বলিলেন ৫৬

(২৬৩ পা) "তবে সনাতন·········অগোচর ॥" এই ৩৮ ও ৩৯ পয়ারের ভাবার্থ। তবে, মহাপ্রভু উপদেশ করিলে। "গোলোকেতে স্থিতি" স্থানে "গোলোকের স্থিতি" পাঠ হইবে।

শাস্ত্রবিরোধ পরিহারের জন্য বা সন্দেহ দূর করিবার জন্য সনাতন মহাপ্রভুকে যে সব সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করেন, মহাপ্রভু তাহার সুসিদ্ধান্ত করিলেন। মহাপ্রভু কর্তৃক সুসিদ্ধান্তের মধ্যে গ্রন্থকার কয়েকটি বিষয় বলিতেছেন, "হরিবংশে" ইত্যাদি। উত্তর দ্বারা প্রশ্ন নিরূপিত হয়। প্রথমে সনাতন কহিলেন, প্রভো, শ্রীকৃষ্ণের গোলোকধাম কোথায়? প্রভু কহিলেন, হরিবংশে গোলোকের স্থিতি নির্ণয় করিয়াছেন।

"স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ।
তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥
তস্যোপরি গবাংলোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি।
স হি সর্ব্বগতঃ কৃষ্ণ মহাকাশোগতো মহান্ ॥
উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী।
যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোপি পিতামহম্ ॥
গতিঃ শমদম ঢ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃতকর্ম্মণাম্।
ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরাগতিঃ ॥
গবামেব তু গোলোকো দুরারোহো হি সা গতিঃ।
স তু লোকস্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা ॥"

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিলে পর, পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দ্বারা ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করেন। ইন্দ্র কহিলেন, স্বর্গের উপরি ব্রহ্মর্ষিগণের আশ্রিত ব্রহ্মলোক। এখানে স্বর্গ বলিতে স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। কেন না, শ্রীভাগবতে ২ স্ক ৫ অ ৪১ শ্লোকে ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন,—

"ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধ্না ইতি বা লোককল্পনা ॥"

ত্রিলোক কল্পনা পক্ষে তাঁহার পাদ দ্বারা ভূর্লোক, নাভিদ্বারা ভুবর্লোক এবং মস্তক দ্বারা স্বর্লোক কল্পিত হইয়াছে। এখানে যেমন ব্রহ্মা স্বর্লোক অর্থে স্বর্গ হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত পঞ্চলোককে বলিলেন; তদ্রূপ পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত স্বর্গ শব্দে ব্রহ্মাণ্ডসীমাপ্রাপ্ত সত্যলোক পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় হেতু ব্রহ্মময় বৈকুণ্ঠলোক। যদুক্তং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য লোক বৈকুণ্ঠাখ্যঃ।" ব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠ নামক যে লোক, তাহাই ব্রহ্মলোক। যদিও ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে আবরণ সকল, আবরণের বাহিরে মুক্তিপদ, তাহার উপরি শিবলোক, তাহার উপরি বৈকুণ্ঠ; ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইলেও, আবরণাদির লোকত্ব প্রসিদ্ধ না থাকায়, কেবল উর্দ্ধতা মাত্র অপেক্ষা করিয়া; অথবা, স্বর্গের লোকত্ব প্রসিদ্ধ হেতু তাহার উপর বলিলেন, বৈকুণ্ঠের

পরম মাহাত্ম্য সিদ্ধ হয়; এইজন্য স্বর্গের ঊর্দ্ধ ব্রহ্মলোক বলিয়াছেন। যদি বল, "পরংব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমো ভবান্" এবং "পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ" ইত্যাদি বচনে পরংব্রহ্ম শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়; কেবল ব্রহ্ম শব্দে কৃষ্ণ বোধিত হয় না। তদুত্তর, গীতায় "অহমাত্মা গুড়াকেশঃ সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ" বৃহৎনামে "আত্মতত্ত্বাধিপঃ" ও "পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম যে, শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব বিভূতি সকলের নাম শ্রীকৃষ্ণের নাম মধ্যে পর্য্যবসান হয় বলিয়া, কোথাও ব্রহ্ম শব্দে শ্রীকৃষ্ণ বোধিত হন। ব্রহ্মলোক ব্রহ্মর্ষিগণের অর্থাৎ ব্রহ্মময় ঋষিগণ বা নারদাদি ভক্তগণের সেবিত অর্থাৎ নিত্য আশ্রিত। ঐ লোক কাহার প্রাপ্য, তাহা বলিতেছেন, "তত্রেতি।" "সোমঃ" অর্থাৎ "উময়া সহ বর্ত্তত ইতি সোমঃ শ্রীশিবঃ। উমার সহিত যিনি বর্ত্তমান, সেই সপত্নীক শিবের ঐ ধাম প্রাপ্য; "জ্যোতিষাং" অর্থাৎ "জ্যোতির্ব্রহ্ম তৎস্বরূপানাং মুক্তানাম্" অর্থাৎ মুক্ত-পুরুষগণের প্রাপ্য; "মহাত্মনাম্" অর্থাৎ মুক্তির তুচ্ছতা অনুভব করতঃ তাহাতে অনাদর পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিপর সনকাদি তুল্য মহাত্মাগণের প্রাপ্য। যদি বল, সোম শব্দে চন্দ্র, জ্যোতি শব্দে গ্রহ-নক্ষত্রাদি অর্থ শাস্ত্রসঙ্গত। তদুত্তর, ঐরূপ অর্থ অসঙ্গত, কেন না, ধ্রুবলোকের নিম্নে চন্দ্র ও জ্যোতির্গণের গতি, মহর্লোকে উঁহাদের গতি না থাকায় সত্যলোকে উঁহাদের গতি নাই। অতএব সর্ব্বোপরি বৈকুণ্ঠে উঁহাদের গতি কিরূপে সম্ভব হইবে? অতএব ঐরূপ অর্থ অসঙ্গত।

"তস্যোপরীতি।" সেই বৈকুণ্ঠের উপরি গোলোক। যদি বল, ব্রহ্মঘনত্ব হেতু অপরিচ্ছিন্ন বৈকুণ্ঠের উপরি কোন লোকের সম্ভব হয় না। তদুত্তর, অপরিচ্ছিন্ন মুক্তিপদের ঊর্দ্ধে যেমন কোন বিশেষ দ্বারা শিবলোক নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং শিবলোকের উপরি শিবলোক হইতে কোন অনির্ব্বচনীয় উৎকর্ষ দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক পরিকল্পিত হয়; তদ্রূপ শ্রীভগবানের বিলাসরূপ শক্তি বিশেষ বিলাসিত কোন অনির্ব্বচনীয় উৎকর্ষাতিশয় দ্বারা বৈকুণ্ঠের উপরি গোলোক; এরূপ বাক্য সুসিদ্ধ হইল। "সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হীতি।" অর্থাৎ সাধ্যগণ সেই গোলোক পালন করেন। সাধ্যাঃ অর্থাৎ মহাত্মাগণের ভজনীয়া; কিম্বা আমাদের (ইন্দ্রাদি-লোকপালগণের), ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্ত্তাগণের, সনকাদি শান্তভক্তগণের, শিবাদি রুদ্রগণের ও নারদাদি ভক্তগণের পরম অভীষ্টসিদ্ধির জন্য (সাধ্যা অর্থাৎ বহুতর আরাধনার যোগ্য তোমার নিত্য প্রিয় নন্দাদি গোপগণ সেই গোলোককে পালন করেন অর্থাৎ অধিকার করিয়া উপভোগ করেন। অথবা, হে কৃষ্ণ, তোমার সাধ্যাঃ অর্থাৎ নানাবিধ ভাববিশেষ দ্বারা সাধনীয়া অর্থাৎ বশীকরণ-যোগ্যা গোলোকবাসি গোপগোপী প্রভৃতি ঐ ধামকে পালন করেন। অথবা, হে কৃষ্ণ, সাধ্যা অর্থাৎ গোলোকবাসিগণের মধ্যে পরম প্রিয়তমা ও সর্ব্বপ্রধানা শ্রীরাধাদি গোপীগণ বিচিত্র লীলা দ্বারা ঐ ধামকে পালন করেন অর্থাৎ ধামের মাহাত্ম্য অতিশয় পোষণ করেন। প্রাকৃত আকাশের নাম স্বল্পাকাশ, তাহার বাহিরে মহাকাশ; তাহাতে গোলোক বর্ত্তমান। কিম্বা নিত্যত্ব অপরিচ্ছিন্নত্ব, নীরূপত্ব ও ব্যাপকত্ব সাম্যে আকাশ শব্দে ব্রহ্ম, মহাকাশ শব্দে পরংব্রহ্ম। সেই পরংব্রহ্ম যাহাতে বিদ্যমান। অথবা, পরম নিবিড় শ্যাম কান্তি দ্বারা মহাকাশ সদৃশ আকাশ ভগবান্; তদ্গত সচ্চিদানন্দঘনত্বাদি দ্বারা ভগবান্ হইতে অভিন্ন ও ভগবৎস্বরূপ বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ হইতে মাহাত্ম্যবিশেষ দ্বারা সেই গোলোক শ্রেষ্ঠ ও মহাকাশগত। এইহেতু বলিয়াছেন, সর্ব্বলোকোপরি বিদ্যমান বৈকুণ্ঠের উপরি গোলোক। "উপর্য্যুপরীতি।" অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি এই বৃন্দাবনে থাকিলেও তাদৃশ লোকে আপনার গতি। শান্তিপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন;—

"এবং বহুবিধৈরূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাম্।
ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয় গোলোকঞ্চ সনাতনম্ ॥"

আমি বহুবিধরূপে পৃথিবীতে, ব্রহ্মলোকে ও গোলোকে বিচরণ করি। বৈকুণ্ঠে যাদৃশী গতি, গোলোকে তাদৃশী গতি নহে, তদপেক্ষা অতীব দুর্জ্ঞেয়া। যেহেতু সেই গতি তপোময়ী অর্থাৎ দুর্বিতর্ক্যা বলিয়া সমাধি দ্বারা লভ্যা। এইহেতু পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও উহা আমরা জানিতে পারি নাই। নিজপালক নন্দাদির সহিত গোগণের নিবাস বলিয়াই, সেই লোকের নাম গোলোক হইয়াছে, তাহা সদৃষ্টান্তে বলিতেছেন, "গতিরিত্যাদি।" সুকৃতকর্ম্ম-জনগণের মধ্যে শমদমাদিযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রাপ্য স্থান দেবলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত; বিষ্ণুতে অর্পিতচিত্ত-ব্যক্তিগণের প্রাপ্যস্থান পরমোৎকৃষ্ট ও পুনরাবৃত্তি-রহিত বৈকুণ্ঠ এবং গোগণের অর্থাৎ গোপগোপীগণের প্রাপ্যস্থান গোলোক। যদি বল, কেবল গোগণের বাসস্থান গোলোক, এ কথা ব্যাখ্যা করিলেই পূর্ব্বোক্ত "সাধ্যাঃ" শব্দোক্ত গোপগোপীগণের বাস স্বতঃই প্রতিপন্ন হইত? গোগণশব্দের উপলক্ষণ করিবার প্রয়োজন কি? তদুত্তর, যেমন পার্থিব মথুরামণ্ডলে ব্রজ, গোকুল প্রভৃতি শব্দ দ্বারা গো, গোপগোপীগণের নিবাসস্থান বুঝায়; তদ্রূপ "গোগণের লোক," ব্রজ-গোষ্ঠাদি শব্দের দ্বারাও গোপগোপীগণের নিবাস বুঝায় বলিয়া, এখানে গোগণের গোলোকে নিবাস বলা হইয়াছে। হে কৃষ্ণ, মৎকৃত উপদ্রব অর্থাৎ দারুণ বর্ষা, শীলা-বর্ষণ ও অশনিপাত দ্বারা যে লোক ব্যথিত হইয়াছিল, তুমি সেই লোককে রক্ষা করিয়াছ। যদিও নিত্যত্ব ও আনন্দঘনত্ব হেতু কদাপি গোলোক কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন উপদ্রব দ্বারা ব্যথিত হয় না; তথাপি তাৎকালিক উপদ্রব দ্বারা সেই লোক দুঃখিত হইয়াছিল বলিয়া যে অনুভব হইয়াছিল, তাহা অজ্ঞানতা নিমিত্ত স্বদৃষ্টানুসারে নিজের অপরাধ বিশেষ জানাইবার জন্য ইন্দ্র ঐ কথা বলেন; ইহা জানিতে হইবে।

সনাতন-কৃত অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন, "মৌষললীলা" ইত্যাদি। শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্ধে বর্ণিত যাদবগণের প্রতি ব্রহ্মশাপে যদুকুল ক্ষয়। কৃষ্ণের অন্তর্ধান অর্থাৎ মহাভারতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবী পরিত্যাগ। কেশাবতার অর্থাৎ মহাভারতে ও বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে, হরি নিজের মস্তক হইতে শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটি কেশ উৎকর্ত্তন করেন। তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ কেশের অবতার বলরাম এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশের অবতার শ্রীকৃষ্ণ। এই সকল লীলা মায়াময় অর্থাৎ ভোজবিদ্যার ন্যায় প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও মিথ্যা। লীলার নিত্যত্ব গোপন করিবার জন্য এই মায়িক লীলার প্রকটন ॥ ৩৯ ॥

(২৬৩ পা) "তুমি যে···কৃষ্ণদাস ॥" এই ৪০ পয়ারের ভাবার্থ সরল। মাথে, মস্তকে। করে, হস্ত ॥ ৪১ ॥

ইতি মধ্যলীলায়াং ত্রয়োবিংশপরিচ্ছেদে সুবোধিনী ॥ ২২ ॥

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

(২৬৪ পা) "আত্মারামেতীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার যাহা বলিবেন, তাহা শ্লোকার্থে প্রকাশ করিয়া মঙ্গলাচরণ করিলেন। এই পরিচ্ছেদে "আত্মারামাঃ" শ্লোকের একষষ্টি প্রকার অর্থ করিবেন। এই শ্লোকের অর্থ দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হয় বলিয়া সূর্য্যের সহিত শ্লোকের, কিরণের সহিত শ্লোকার্থের, অন্ধকারের সহিত অজ্ঞা-

নের এবং উদয়পর্ব্বতের সহিত শ্রীচৈতন্যের উপমা দিয়া সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীচৈতন্যকেই প্রণাম করিলেন। "আত্মারামাঃ এই বিসর্গের ইতি শব্দ পরে বিসর্গের লোপ হইয়া আর সন্ধি হয় না; কিন্তু ছন্দের অনুরোধে গ্রন্থকার "আত্মারামেতি" বলিলেন ॥ ১ ॥

(২৬৪ পা) "জয় জয়···ব্যাখ্যান ॥" এই ১ম পয়ারের ভাবার্থ সরল। তবে, মহাপ্রভু সনাতনকে বর দিলে। পূর্ব্বে রাজকার্য্য ত্যাগের পূর্ব্বে ॥ ১ ॥

(২৬৪ পা) "আত্মারামা" ইতি ॥" এ শ্লোকের অর্থাৎ এই "আত্মারামা" শ্লোকের ॥ ২ ॥

(২৬৪ পা) "আশ্চর্য্য···প্রকাশে ॥" এই ২য় পয়ারের ভাবার্থ সরল। আশ্চর্য্য শুনিয়া অর্থাৎ এই শ্লোকের আঠার প্রকার অর্থ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। তোমা সবা সঙ্গে, কৃষ্ণভক্ত সঙ্গে ॥ ২ ॥

(২৬৪ পা) "একাদশ···প্রাপ্তি ॥" এই ৩য় পয়ারের ভাবার্থ। মহাপ্রভু "আত্মারামা" শ্লোকের একাদশ পদকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া আত্মা শব্দের অর্থ করিতেছেন, "আত্মা শব্দে" ইতি। আত্মা শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন ও যত্নাদি সাতটি॥৩॥

(২৬৪ পা) "আত্মেতি।" আত্মা শব্দে ব্রহ্ম ও দেহাদি যে সাতটি অর্থ, তাহা প্রমাণ করিলেন ॥ ৩ ॥

(২৬৪ পা) "এই সাতে···মিলন ॥" এই ৪ পয়ারের ভাবার্থ। "রসে যেই" স্থানে "রমে যেই" পাঠ হইবে।

এই সাতে অর্থাৎ ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৈর্য্য, বুদ্ধি ও স্বভাব এই সাতটির মধ্যে কোনটিতে যিনি রমণ করেন, তিনি আত্মারাম। ইহারা কিরূপে আত্মারাম, তাহা পরে বলিব। মুন্যাদি অর্থাৎ চ, মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা, অপি, উরুক্রমে, কুর্ব্বন্তি, অহৈতুকীং. ভক্তিং, ইত্থম্ভূতগুণঃ, হরিঃ। এই দশটি পদের প্রথমে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া পাছে (পরে) এই সব অর্থের মিলন করিয়া ॥ ৪ ॥

(২৬৪ পা) "মুনি. শব্দে······ঋষি-মুনি ॥" এই ৫ পয়ারের ভাবার্থ। মুন্যাদি দশটি পদের অর্থ করিতে প্রথমে মুনয়ঃ পদের অর্থ করিতেছেন, "মুনি" ইতি। মুনি শব্দের প্রথমার বহুবচনে "মুনয়ঃ" হয়। অতএব মুনি শব্দে মননশীল, মৌনী, তপস্বী, ব্রতী, যতি, ঋষি, মুনি অর্থ বুঝায় ॥ ৫ ॥

(২৬৪ পা) "নির্গ্রন্থ······নির্দ্ধন ॥" এই ৬ পয়ারের ভাবার্থ। মুন্যাদি দশটি পদের মধ্যে নির্গ্রন্থ পদের অর্থ করিতেছেন, "নির্গ্রন্থ" ইতি। নির্গ্রন্থ শব্দের অর্থ অবিদ্যাগ্রন্থহীন অর্থাৎ মায়াতীত বা বিধিনিষেধাতীত; জ্ঞানাদিবিহীন অর্থাৎ মূর্খ, ম্লেচ্ছাদি নীচ, ধনসঞ্চয়ী (বিষয়ী) ও নির্দ্ধন (দরিদ্র) ॥ ৬ ॥

(২৬৫ পা) "নির্নিশ্চয়ে" ইতি। "নির্গ্রন্থ শব্দে" ইত্যাদি পয়ারোক্ত নির্গ্রন্থ পদের অর্থ যাহা করিয়াছেন, তাহা প্রমাণিত করিলেন ॥ ৪।৫ ॥

(২৬৫ পা) "উরুক্রম...ত্রিভুবন ॥" এই ৭ পয়ারের ভাবার্থ। মুন্যাদি দশটি পদের মধ্যে উরুক্রম পদের অর্থ করিতেছেন, "উরুক্রম" ইতি।

উরুক্রমের শব্দের অর্থ বৃহৎ (বড়) যার ক্রম। ক্রম শব্দের অর্থ বলিতেছেন, "ক্রম শব্দে" ইতি। পাদবিক্ষেপণ, শক্তি, কম্প, পরিপাটী, শক্তি দ্বারা ধারণাদি ও আক্রমণ। শ্রীকৃষ্ণের পদচালনে ত্রিভুবন কম্পিত হয় বলিয়া, উরুক্রম বলিতে শ্রীকৃষ্ণই ॥ ৭ ॥

(২৬৫ পা) "বিষ্ণোবিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "চরণচালনে" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, পৃথিবীর কম্প দৃষ্ট হইল ॥ ৬ ॥

(২৬৫ পা) "বিভুরূপে......রচন ॥" এই ৮ পয়ারের ভাবার্থ।

শ্রীকৃষ্ণ বিভুরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া থাকেন। ইহাতে আক্রমণ এবং ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ ও পোষণ করার শক্তি প্রকাশ পাইল। পরিপাটী দেখাইতেছেন, "মাধুর্য্য" ইতি। প্রপঞ্চ রচনায়, চালন ও কম্প কার্য্য দৃষ্ট হয়। অতএব ক্রম শব্দে শক্তি, পরিপাটী, কম্প, পাদবিক্ষেপনাদি কয়েকটি অর্থের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণই বোধিত হইল ॥ ৮ ॥

(২৬৫ পা) "ক্রমঃ শক্তাবিতি।" "ক্রম শব্দে" ইত্যাদি পয়ারোক্ত ক্রম শব্দের অর্থ যাহা করিয়াছেন, তাহা প্রমাণ করিলেন ॥ ৭ ॥

(২৬৫ পা) "কুর্ব্বন্তি......কহয় ॥" এই ৯ পয়ারের ভাবার্থ সরল। মুন্যাদি দশটি পদের মধ্যে কুর্ব্বন্তি পদের অর্থ করিতেছেন, "কুর্ব্বন্তি" ইতি। কুর্ব্বন্তি পদের অর্থ শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য ভজন করেন ॥ ৯ ॥

(২৬৫ পা) "স্মরিতেতি।" "কুর্ব্বন্তি" ইতি পয়ার প্রমাণ এই সূত্র ॥ ৮ ॥

(২৬৫ পা) "হেতু শব্দে... ... ... উপর সবার ॥" এই ১০ ও ১১ পয়ারের ভাবার্থ। মুন্যাদি পদের মধ্যে অহৈতুকীং পদের অর্থাৎ হেতু শূন্য; ইহার অর্থ করিতে হেতু শব্দের অর্থ করিতেছেন, "হেতু শব্দে কহে" ইত্যাদি। এই যাঁহা অর্থাৎ অনন্ত প্রকার ভুক্তি, অষ্টাদশ সিদ্ধি ও সালোক্যাদি পাঁচপ্রকার মুক্তি যাহাতে নাই, তাহা অহৈতুকী ভক্তি।

অষ্টাদশ সিদ্ধি যথা,—অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, বশিতা, ঈশিতা, কামাবসায়িতা, অনুর্ম্মিমত্ত্ব, দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, মনোজব, কামরূপতা, পরকায়প্রবেশ, ইচ্ছামৃত্যু, দেবক্রীড়াপ্রাপ্তি, সঙ্কল্পানুরূপসিদ্ধি ও অপ্রতিহতাজ্ঞতা। ভক্তি শব্দের অর্থ নববিধা ভক্তি। নববিধা কি, তাহা বলিতেছেন, শ্রবণাদি সাধনভক্তি একটি এবং প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগাদি আটটি প্রেমভক্তি। ঐ প্রেমভক্তি আবার রতিলক্ষণাদি নামে প্রচারিত হয়। মহাভাব, সকলের উপর। "হেতু শব্দে" পয়ার হইতে "শ্রীকৃষ্ণকৌতুকী" পয়ার পর্য্যন্ত অহৈতুকী পদের অর্থ করিলেন। ভক্তি পদের অর্থ করিতেছেন "ভক্তি শব্দের অর্থ" এই পয়ার হইতে "অর্থের মহিমা" পয়ার পর্য্যন্ত ॥ ১০।১১ ॥

(২৬৬ পা) "শান্তভক্তের......তুল্য হয় ॥" এই ১২ ও ১৩ পয়ারের ভাবার্থ।

শান্ত দাস্যাদি পাঁচ প্রকার ভক্তগণ মধ্যে কোন্ ভক্ত, আট প্রকার প্রেমভক্তিতে কোন পর্য্যন্ত অধিকারী হন, অর্থাৎ কাহার রতি কোন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তাহা বলিতেছেন, "শান্তভক্তের" ইত্যাদি। অতএব ভক্তি বলিতে সাধন হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে।

মুন্যাদি দশটি পদের মধ্যে "ইত্থম্ভূত গুণঃ" পদের অর্থ করিতেছেন, "ইত্থম্ভূত গুণঃ শব্দের" ইত্যাদি। ইত্থম্ভূত পদের

প্রথমে অর্থ বলিতেছেন, ইত্থম্ভূত শব্দে পূর্ণানন্দময়; যাহার নিকট ব্রহ্মানন্দ তৃণতুল্য তুচ্ছ হয়॥ ১২।১৩॥

(২৬৬ পা) "ত্বৎসাক্ষাদিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৮৭ পৃষ্ঠায় দেখুন। "যার আগে" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক॥ ৯॥

(২৬৬ পা) "সর্ব্বাকর্ষক...সার॥" এই ১৪ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ। পূর্ণানন্দময়ের লক্ষণ বলিতেছেন, "সর্ব্বাকর্ষক" ইত্যাদি।

ইত্থম্ভূত অর্থাৎ এই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আকর্ষণ করেন, আনন্দ প্রদান এবং আশ্চর্য্যান্বিত করেন, ভুক্তি, সিদ্ধি ও মুক্তি কামনা ত্যাগ করান, শাস্ত্রযুক্তি ছাড়াইয়া অলৌকিক শক্তি ও গুণ দ্বারা জীবকে নিজকৃপায় বন্ধন করেন। ইত্যাদি প্রকার শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব বলিয়া, তিনি পূর্ণানন্দময়। অথবা যাঁহাতে শ্রেষ্ঠ মাধুর্য্য আছে, তিনি পূর্ণানন্দময়। যে মাধুর্য্যে সকলে আকর্ষিত, আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হন। যে মাধুর্য্যলোভে জীবগণ শাস্ত্রযুক্তি, ভুক্তি, সিদ্ধি ও মুক্তি প্রভৃতি ত্যাগ করেন। "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (১।১।১২) বেদান্তের এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে, "এতৎ স্বয়মানন্দঃ পরানপ্যানন্দয়তি যথা প্রচুরধনঃ পরেভ্যো ধনং দদাতীতি প্রাচুর্য্যার্থে ময়ড়িতি।" অর্থাৎ যেমন প্রচুর ধন থাকিলে অন্যকে প্রদান করে; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়া জীবকে আনন্দিত করেন। প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয়। অতএব "সর্ব্বাকর্ষক" ইত্যাদি পয়ারোক্ত স্বভাববিশিষ্ট হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণানন্দময়। পূর্ণানন্দময়ত্বই ইত্থম্ভূত পদের অর্থ॥ ১৪-১৬॥

(২৬৬ পা) "গুণ... ... ...গুণে॥" এই ১৭ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত পয়ারের ভাবার্থ। "ইত্থম্ভূতগুণঃ" পদের মধ্যে ইত্থম্ভূতের অর্থ করিয়া গুণ শব্দের অর্থ করিতেছেন, "গুণ শব্দের অর্থ" ইত্যাদি।

সৌরভাদি অর্থাৎ আদি পদে লীলা ও বংশীধ্বনি প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের গুণে সকলে আকৃষ্ট হয়, ইহা সংক্ষেপে দেখাইতে, প্রথমে সনকাদির কথা বলিতেছেন, "সনকাদির মন" ইত্যাদি॥ ১৭-১৯॥

(২৬৬ পা) "তস্যারবিন্দেতি।" শ্লোকের টীকা বাঙ্গলা মধ্যের ১৭১ পৃষ্ঠায় দেখুন। "সনকাদির মন" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ১০॥

(২৬৬ পা) "পরিনিষ্ঠিত" ইতি। শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "শুকদেবের মন" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ১১॥

(২৬৬ পা) "স্বসুখেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ১৭১ পৃষ্ঠায় দেখুন। এই শ্লোকটিও "শুকদেবের" পয়ার প্রমাণ॥ ১২॥

(২৬৬ পা) "বীক্ষ্যালকেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "শ্রীঅঙ্গে শ্রীরূপে" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক॥ ১৩॥

(২৬৭ পা) "শ্রুত্বা গুণানিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "রূপগুণ শ্রবণে" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক॥ ১৪॥

(২৬৭ পা) "কস্যানুভাবস্যেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ৭২ পৃষ্ঠায় দেখুন। "বংশীগীতি" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ১৫॥

(২৬৭ পা) "কা স্ত্র্যঙ্গেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

"যোগ্যভাবে" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥১৬॥

(২৬৮ পা) "গুরুতুল্য···কৃষ্ণগুণ ॥" এই ২৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। পূর্ব্ব পয়ারে বলিয়াছেন, প্রাকৃতাপ্রাকৃত জগতের নরনারীগণ যথাযোগ্য ভাবে বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়; সেই যোগ্য-ভাব কি, তাহা এখানে বলিতেছেন, "গুরুতুল্য" ইত্যাদি।

বংশীধ্বনিতে যশোদাদি গোপীগণ বাৎসল্যে, ব্রজের গোপগণ কেহ দাস্যে, কেহ সখ্যে শ্রীরাধাদি গোপীগণ কান্তাভাবে আকর্ষিত হয়। কোন পদকর্ত্তা বলিয়াছেন,—
"বলাই শুনিছে বাঁশী, দাদাগো বলাই।
শ্রীদাম শুনিছে বাঁশী, চল গোঠে যাই ॥
যশোদা শুনিছে বাঁশী, দেগো ক্ষীর ননী।
রাধিকা শুনিছে বাঁশী, কোথা বিনোদিনী ॥ইত্যাদি।"
বংশীতে চেতন ও অচেতন পদার্থ প্রেমে মত্ত হয় ॥ ২৫ ॥

(২৬৮ পা) "ত্রৈলোক্যেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৬৭ পৃষ্ঠায় দেখুন। "পক্ষী মৃগ" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ১৭ ॥

(২৬৮ পা) "হরি শব্দের... ... ... সংহারণ ॥" এই ২৬ পয়ারের ভাবার্থ সরল। মুন্যাদি দশটি পদের মধ্যে হরিঃ পদের অর্থ বলিতেছেন, "হরি শব্দের" ইত্যাদি। যৈছে তৈছে, যে কোন প্রকারে। যোই কোই, যে কেন হউক না। সংহারণ, বিনাশ ॥ ২৬ ॥

(২৬৮ পা) "যথাগ্নিরিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "যৈছে তৈছে" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ১৮ ॥

(২৬৮ পা) "তবে করে... ...অর্থ সাত ॥" এই ২৭ হইতে ২৯ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। হরি শব্দ চারিবিধ পাপ বিনাশ করিয়া আর কি করেন, তাহা বলিতেছেন, "তবে করে" ইত্যাদি। কর্ম্ম অবিদ্যা, কর্ম্ম ও মায়া। মুন্যাদি দশটী পদের মধ্যে চ ও অপি শব্দের অর্থ বলিতেছেন, "চ অপি" ইত্যাদি ॥২৭-২৯॥

(২৬৮ পা) "চান্বাচয়" ইতি। চ শব্দের যে সাতটি অর্থ প্রধান, তাহা প্রমাণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

(২৬৮ পা) "অপি সম্ভাবনেতি।" অপি শব্দের যে সাতটি অর্থ বিখ্যাত, তাহা প্রমাণ করিলেন ॥ ২০ ॥

(২৬৮ পা) "এই একাদশ···যাঁর সম ॥" এই ৩১ ও ৩২ পয়ারের ভাবার্থ।

এই একাদশ পদের অর্থাৎ আত্মারামা এই শ্লোকের অন্তর্গত আত্মারামাঃ, চ, মুনয়ঃ, নির্গ্রন্থাঃ ইত্যাদি যে এগারটি পদ আছে, তাহাদের প্রত্যেক পদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিলাম; এক্ষণে শ্লোকার্থ শুন। "আত্মারামাঃ (আত্মনি ব্রহ্মণি রমন্তে ইতি জ্ঞানিনঃ) চ অপি নির্গ্রন্থাঃ (অপি) মুনয়ঃ (মননশীলাঃ সন্তঃ) উরুক্রমে (শ্রীকৃষ্ণে) অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।" পূর্ব্বে আত্মা শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন ইত্যাদি যে অর্থ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এখানে আত্মা শব্দে ব্রহ্ম অর্থ এবং মুনি শব্দে মৌনী অর্থাৎ মননপরায়ণ অর্থ গ্রহণ করতঃ ঐ শ্লোকের একটি অর্থ দেখাইতেছেন। আত্মা শব্দে যে ব্রহ্ম বুঝায়, সেই ব্রহ্ম কি পদার্থ, তাহা বলিতেছেন, "ব্রহ্ম শব্দের অর্থ-তত্ত্ব" ইত্যাদি ॥ ৩১।৩২ ॥

(২৬৮ পা) "বৃহত্ত্বাদিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

"ব্রহ্ম শব্দের" পয়ার প্রমাণ শ্লোক। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু। যাঁহার সমান স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্য অন্যের নাই, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ॥ ২১॥

(২৬৮ পা) "সেই ব্রহ্ম……নাহি আন॥" এই ৩৩ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীনারায়ণাদি শ্রীকৃষ্ণের রূপে আকৃষ্ট হয়েন বলিয়া, ব্রহ্ম শব্দে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বোধিত হন। শ্রীকৃষ্ণই অদ্বিতীয় জ্ঞানতত্ত্ব। ইহা ব্যতীত অন্য তত্ত্ব নাই; সকল তত্ত্বই ঐ অদ্বিতীয় জ্ঞানতত্ত্বের অন্তর্ভূত॥ ৩৩॥

(২৬৮ পা) "বদন্তীতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। "অদ্বিতীয়জ্ঞান" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥২২॥

(২৬৯ পা) "সেই…নাহি আন॥" এই ৩৪ পয়ারের ভাবার্থ। কালত্রয়ে অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছুই না থাকায়, শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয় তত্ত্ব॥ ৩৪॥

(২৬৯ পা) "অহমেবেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৯ পৃষ্ঠায় দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে এই শ্লোক বলেন। কালত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কিছু থাকে না; তৎপ্রমাণ এই শ্লোক॥ ২৩॥

(২৬৯ পা) "আত্মা শব্দে…স্বরূপ॥" এই ৩৫ পয়ারের ভাবার্থ।

আত্মা শব্দের ব্রহ্ম অর্থ করিয়া, সেই ব্রহ্ম কি, তাহা বলিলেন। এক্ষণে অর্থান্তর বলিতেছেন, অথবা আত্মা শব্দে বৃহত্ত্ববিশিষ্ট স্বরূপ, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বসাক্ষী পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বোধিত হয়। সর্ব্বব্যাপকত্ব ও সার্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ যাঁহার আছে, তিনি আত্মা। অতএব বৃহত্ত্ব, সার্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বব্যাপকত্বাদি গুণ শ্রীকৃষ্ণের থাকায়, শ্রীকৃষ্ণই আত্মা, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে॥ ৩৫॥

(২৬৯ পা) "আততত্বাদিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। সার্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বব্যাপকত্বাদি গুণবিশিষ্ট পদার্থ যে আত্মা, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক॥ ২৪॥

(২৬৯ পা) "সেই কৃষ্ণ…প্রকাশে॥" এই ৩৬ পয়ারের ভাবার্থ সরল। শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির সাধন; বলিতেছেন, "সেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি।" ইত্যাদি। সেই কৃষ্ণ অর্থাৎ অদ্বয়তত্ত্ব বা সর্ব্বব্যাপকত্বাদি গুণবিশিষ্ট কৃষ্ণ॥ ৩৬॥

(২৬৯ পা) "বদন্তীতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। "তিন সাধনে" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ২৫॥

(২৬৯ পা) "ব্রহ্ম আত্মা…ভগবান্ পায়॥" এই ৩৭ হইতে ৩৯ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ।

ব্রহ্ম ও আত্মা শব্দের বিশেষ অর্থে শ্রীকৃষ্ণ বোধিত হয়; আর রূঢ়িবৃত্তিতে অর্থাৎ সঙ্কেতে নির্ব্বিশেষ ও অন্তর্য্যামী বোধিত হয়। জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ও যোগমার্গে অন্তর্য্যামিরূপ প্রকাশ হয়। ভক্তি দুই প্রকার বলিয়া, ভক্তিতে ভগবানের প্রকাশও দুই প্রকার; ইহা বলিতেছেন, "রাগভক্তি" ইত্যাদি। "ভাগবত্বে" স্থানে "ভগবত্বে" পাঠ হইবে। রাগ ও বৈধী ভেদে ভক্তি দ্বিবিধা; রাগভক্তিতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং বৈধীভক্তিতে পূর্ণভগবান্ নারায়ণরূপে প্রকাশ পান। ইহাই বলিতেছেন, "রাগভক্ত্যে" ইতি॥ ৩৭-৩৯॥

(২৬৯ পা) "নায়মিতি।" শ্লোকের

টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ৭৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। "রাগভক্ত্যে" পয়ার প্রমাণ শ্লোক।

(২৬৯ পা) "বিধি.........যায় ॥" এই ৪০ পয়ারের ভাবার্থ। বৈধীভক্তি দ্বারা পার্ষদদেহ ও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়। অতএব বৈধীভক্তিতে নারায়ণরূপ প্রকাশ পায় ॥ ৪০ ॥

(২৬৯ পা) "যচ্চ ব্রজন্তীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "বিধিভক্তি" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ২৭ ॥

(২৬৯ পা) "সেই......মোক্ষ কাম আর ॥" এই ৪১ পয়ারের ভাবার্থ। সেই অর্থাৎ বৈধীভক্তির উপাসক আবার তিন প্রকার যথা, কাম, অকাম, সর্ব্ব-কাম ও মোক্ষকাম ॥ ৪১ ॥

(২৬৯ পা) "অকাম ইতি।" ইহার টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। "সেই উপাসক" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ২৮ ॥

(২৭০ পা) "বুদ্ধিমানের...জন ॥" এই ৪২ পয়ারের ভাবার্থ। "অকাম" শ্লোকোক্ত উদারধীঃ শব্দের অর্থ বুদ্ধি-মান্ অর্থাৎ বিচারজ্ঞ।

অজাগল স্তনন্যায় অর্থাৎ ছাগলের গলায় যে স্তন থাকে, সেই স্তন দ্বারা যেমন কোন কার্য্য হয় না, তদ্রূপ স্বাভাবিক প্রবলা ভক্তি ব্যতীত অন্য সাধনে কোন ফল পাওয়া যায় না বলিয়া, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন ॥ ৪২ ॥

(২৭০ পা) "চতুর্ব্বিধেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "অতএব হরি ভজে" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ২৯ ॥

(২৭০ পা) "আর্ত্ত অর্থার্থী......... শুদ্ধভক্তি পায় ॥" এই ৪৩ হইতে ৪৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। চতুর্ব্বিধেতি শ্লোকোক্ত আর্ত্ত আর্থার্থী দুইজন সকামী এবং জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী দুইজন মোক্ষ-কামী। তত্তৎ, সেই সেই। কৃষ্ণ কৃপায় বা সাধুসঙ্গে সকামী ও মোক্ষকামী শুদ্ধ-ভক্তিমান্ হইয়া নিষ্কামী হয়েন ॥৪৩-৪৫॥

(২৭০ পা) "সৎসঙ্গাদিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "সাধুসঙ্গ" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৩০ ॥

(২৭০ পা) "দুঃসঙ্গ......কামনা ॥" এই ৪৬ পয়ারের ভাবার্থ। দুঃসঙ্গ কি, তাহা বলিতেছেন, "দুঃসঙ্গ" ইতি। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কামনা বা কৈতব অর্থাৎ আত্মাকে যাহাতে বঞ্চনা করা হয়, সেই মোক্ষ প্রভৃতি সবাই দুঃসঙ্গ। লয়ে আত্মার জ্ঞান হয় না বলিয়া, উহা আত্ম-বঞ্চনা ॥৪৬

(২৭০ পা) "ধর্ম্ম ইতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন। মোক্ষ যে কৈতব, তাহা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৩১ ॥

(২৭০ পা) "সত্যমিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। "সকাম ভক্ত" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৩২ ॥

(২৭০ পা) "সাধুসঙ্গ...পরকাশ ॥ **এই ৪৮ ও ৪৯ পয়ারের ভাবার্থ সরল।**

এই তিনে, সাধুর সঙ্গ ও কৃষ্ণের কৃপা এবং ভক্তির স্বভাবে। "আত্মারামাঃ" ব্যাখ্যা করিবার জন্য অর্থের আভাস বলিয়া, এক্ষণে অর্থ করিতেছেন ॥৪৮।৪৯

(২৭১ পা) "জ্ঞানমার্গে...ভজন ॥" এই ৫০ ও ৫১ পয়ারের ভাবার্থ।

আত্মা শব্দে যদি ব্রহ্ম হয়; জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মের উপাসক দুই প্রকার; এক কেবল ব্রহ্মোপাসক, অর্থাৎ আত্মার ব্রহ্মসম্পত্তির জন্য ব্রহ্মের উপাসক, অপর মোক্ষাকাঙ্ক্ষী অর্থাৎ মুক্তির নিমিত্ত ব্রহ্মের উপাসক। কেবল ব্রহ্মোপাসক আবার সাধক অর্থাৎ অপ্রাপ্ত ব্রহ্মতাদাত্ম্য, ব্রহ্মময় অর্থাৎ প্রাপ্ত-ব্রহ্মতাদাত্ম্য এবং প্রাপ্তব্রহ্মলয় অর্থাৎ ব্রহ্মলীন ভেদে তিন প্রকার। ভক্তি ব্যতীত কেবল জ্ঞানে মুক্তি হয় না বলিয়া, জ্ঞানী ভক্তির সহিত জ্ঞান সাধন করিয়া ব্রহ্মে লীন হয়; কিন্তু ভক্তির স্বভাব প্রাপ্তব্রহ্মলয় ব্যক্তিকে ব্রহ্ম হইতে আকর্ষণ করিয়া দিব্যদেহ প্রদান করতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করায়। তখন প্রাপ্তব্রহ্মলয় ব্যক্তি ভক্তদেহ পাইলে কৃষ্ণ-গুণের স্মরণ হয় এবং সেই গুণে আকৃষ্ট হইয়া শুদ্ধ ভজন করেন। "আত্মারামাঃ" শ্লোকের এই একটি অর্থ হইল ॥ ৫০।৫১ ॥

(২৭১ পা) "মুক্তা অপীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "ভক্তদেহ" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৩৩ ॥

(২৭১ পা) "জন্ম হৈতে...ভজন ॥" এই ৫২ পয়ারের ভাবার্থ।

কেবল ব্রহ্মোপাসকের যে, তিন প্রকার ভেদ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রাপ্তব্রহ্মলয় ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন; ইহা বলিয়া, ব্রহ্মময় ব্যক্তিও শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন; ইহা বলিতেছেন, "জন্ম হৈতে" ইত্যাদি জন্ম হই-তেই শুক ও সনকাদি প্রাপ্তব্রহ্মতাদাত্ম্য। ইহারাও শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন। শ্রীকৃষ্ণের কোন গুণে সনকাদি আকৃষ্ট হন, তাহা বলিতেছেন, "সনকাদ্যে" ইতি। শ্রীকৃষ্ণের সৌরভে সনকাদি আকৃষ্ট হন। "আত্মারামাঃ" শ্লোকের আর একটি অর্থ হওয়ায় সাকল্যে দুইটি অর্থ হইল ॥ ৫২ ॥

(২৭১ পা) "তস্যারবিন্দেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ১৭১ পৃষ্ঠায় দেখুন। "সনকাদ্যে" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৩৪ ॥

(২৭১ পা) "ব্যাসকৃপায় ..ভজন ॥" এই ৫৩ পয়ারের ভাবার্থ। যদি বল, শুকদেব কোন গুণে আকৃষ্ট হন? তাহাতে বলিতেছেন, "ব্যাসকৃপায়" ইতি ॥ ৫৩ ॥

(২৭১ পা) "হরেরিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "ব্যাসকৃপায়" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥৩৫॥

(২৭১ পা) "নবযোগেশ্বর......... বিবরণ ॥" এই ৫৪ পয়ারের ভাবার্থ।

প্রাপ্তব্রহ্মলয় ও ব্রহ্মময় এই উভয় ব্যক্তিই কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, ইহা বলিয়া সাধক জ্ঞানী যে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন; তাহা দেখাইতেছেন, "নবযোগেশ্বর" ইত্যাদি। নবযোগেশ্বরগণ জন্ম হইতেই জ্ঞানমার্গের সাধকজ্ঞানী। ইহারাও ব্রহ্মা, শিব ও নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণগুণ শ্রবণ করিয়া, তাহাতে আকৃষ্ট হওতঃ শ্রীকৃষ্ণভজন করেন। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ইহা উক্ত হইয়াছে। "আত্মারামা" শ্লোকের এই অর্থে তিন প্রকার অর্থ হইল ॥ ৫৪ ॥

(২৭১ পা) "অক্লেশামিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ

আছে। নবযোগেশ্বরগণ ব্রহ্মার মুখে যে কৃষ্ণগুণ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥৩৬॥

(২৭১ পা) "মোক্ষাকাঙ্ক্ষী··· ··· ভজন ॥" এই ৫৫ পয়ারের ভাবার্থ।

কেবল ব্রহ্মোপাসকের ন্যায় মোক্ষাকাঙ্ক্ষীও তিন প্রকার যথা, মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্তস্বরূপ অর্থাৎ বিদেহ। সাকল্যে জ্ঞানী ষড়্‌বিধ। জ্ঞানির ষাড়্‌বিধ্য বশতঃ শ্লোকটিতে পৃথক্ পৃথক্ ছয়টি অর্থের প্রাপ্তি হইতেছে। ত্রিবিধ মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর মধ্যে মুমুক্ষুর কৃষ্ণভজন বলিতেছেন, "মুমুক্ষু" ইতি। সাংসারিক জন্যই মুমুক্ষু; তাহারা মুক্তির জন্য ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, শ্লোকটির পৃথক্ পৃথক্ চারিটি অর্থ হইল ॥ ৫৫ ॥

(২৭২ পা) "মুমুক্ষব" ইতি। শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "মুক্তি লাগি" পয়ার প্রমাণ শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ উপাসনাই যে মুক্তির উপায়, তাহাও প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩৭ ॥

(২৭২ পা) "সেই সবের ··· ··· ছাড়ায় ॥" এই ৫৬ পয়ারের ভাবার্থ। সাধুসঙ্গে সেই সবের অর্থাৎ মুমুক্ষুগণের কৃষ্ণগুণ স্ফূর্ত্তি পায় এবং শ্রীকৃষ্ণ ভজনের ইচ্ছা হয় ও মুক্তির ইচ্ছা ত্যাগ করায় ॥ ৫৬ ॥

(২৭২ পা) "অহো মহাত্মন্নিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "সেই সবের" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥৩৮॥

(২৭২ পা) "নারদের ··· ··· তার পায় ॥" এই ৫৭ পয়ারের ভাবার্থ।

[illegible]

বলিতেছেন। "নারদের" ইতি। শৌনকাদি মুনিগণ সাধু নারদের সঙ্গে মুক্তীচ্ছা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজন করেন। তন্মধ্যে কেহ কৃষ্ণের দর্শনে বা তাহার কৃপায় তাহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, যে গুণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ভজন করেন, তাহা পর শ্লোকে দেখাইতেছেন ॥ ৫৭ ॥

(২৭২ পা) "অস্মিন্নিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "নারদের সঙ্গে" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৩৯ ॥

(২৭২ পা) "জীবন্মুক্ত ··· ··· মজে ॥" এই ৫৮ পয়ারের ভাবার্থ।

ত্রিবিধ মোক্ষাকাঙ্ক্ষির মধ্যে জীবন্মুক্ত অনেকপ্রকার হইলেও প্রধানতঃ দুই প্রকার; যথা,—ভক্তিদ্বারা জীবন্মুক্ত ও জ্ঞানে জীবন্মুক্ত। তন্মধ্যে ভক্তিদ্বারা জীবন্মুক্তই কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ভজন করেন। শুষ্কজ্ঞানে অর্থাৎ "অহং ব্রহ্ম" বুদ্ধিতে জীবন্মুক্ত অপরাধী হয়। শ্লোকটির পাঁচপ্রকার অর্থ হইল ॥ ৫৮ ॥

(২৭২ পা) "যেহন্যে" ইতি। শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। "শুষ্কজ্ঞানে" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৪০ ॥

(২৭২ পা) "ব্রহ্মভূত" ইতি। শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ৬৫ পৃষ্ঠায় দেখুন। "ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৪১ ॥

(২৭২ পা) "অদ্বৈতবীথীতি।" "শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ১০৪ পৃষ্ঠায় দেখুন। "ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥৪২॥

(২৭২ পা) "[illegible]

পায় ॥" এই ৫৯ পয়ারের ভাবার্থ সরল। শ্লোকের ছয় প্রকার অর্থ করিলেন ॥৫৯॥

(২৭৩ পা) "মুক্তিহীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। প্রাপ্তস্বরূপ প্রমাণ শ্লোক ॥ ৪৩ ॥

(২৭৩ পা) "ভয়মিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২০৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। "কৃষ্ণবহির্ম্মুখদোষে" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৪৪ ॥

(২৭৩ পা) "ভক্তি ··· হয়॥" এই ৬১ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ভক্ত্যে, ভক্তিদ্বারা ॥ ৬১ ॥

(২৭৩ পা) "দৈবী হ্যেষেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২০৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। ভক্তি দ্বারা মুক্তি হয়, তৎপ্রমাণ শ্লোক ॥ ৪৫ ॥

(২৭৩ পা) "শ্রেয়ঃ সৃতিমিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন। ভক্তি বিনা ভক্তি হয় না, তৎপ্রমাণ শ্লোক ॥ ৪৬ ।

(২৭৩ পা) "যেঽন্যে ইতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। "ভক্তি বিনা" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৪৭ ॥

(২৭৩ পা) "মুখবাহুরিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। "ভক্তিবিনা" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৪৮ ॥

(২৭৩ পা) "ভক্ত্যে ... ভজয় ॥" এই ৬২ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ভক্তি দ্বারা মুক্তি পাইলে, মুক্ত অবশ্য কৃষ্ণভজন করেন ॥ ৬২ ॥

(২৭৩ পা) "মুক্তা অপীতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৭১ পৃষ্ঠায় দেখুন। "ভক্ত্যে মুক্তি" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৪৯ ॥

(২৭৩ পা) "এই ছয় ··· জন কহে ॥" এই ৬৩ হইতে ৬৬ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ।

এই ছয় আত্মারাম অর্থাৎ সাধক, ব্রহ্মময়, প্রাপ্তব্রহ্মলয়, মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত এবং প্রাপ্তস্বরূপ এই ছয় জনই আত্মারাম। শ্লোকোক্ত চকার শব্দে পৃথক্ পৃথক্ অর্থের বোধ হওয়াতে ছয় প্রকার আত্মারাম প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণভজন করেন বুঝাইল। মুনয়ঃ সন্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমননে আসক্ত হওতঃ। যাহা যেই যুক্ত অর্থাৎ যেখানে যেরূপ অর্থের সঙ্গতি হয় সেখানে নির্গ্রন্থা শব্দে মায়াতীত এবং মূর্খ অর্থ যোগ করিতে হইবে। অতএব এখানে নির্গ্রন্থা শব্দে মায়াতীত বুঝাইতেছে। শ্লোকের ছয়প্রকার অর্থ করিয়া আর এক প্রকার অর্থ বলিতেছেন "চ শব্দে" ইত্যাদি। ইতরেতর অর্থাৎ অন্যোন্যার্থ ॥ ৬৩-৬৬ ॥

(২৭৩ পা) "স্বরূপানামিতি।" ইতি সূত্রের তাৎপর্য্য সূত্রার্থে প্রকাশ আছে।" "এক আত্মারাম শব্দ" পয়ার প্রমাণ এই সূত্র ॥ ৫০ ॥

(২৭৩ পা) "তবে যে ··· বিভেদ ॥" এই ৬৭ পয়ার হইতে ৬৯ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ।

আত্মারাম আত্মারাম ছয়বার বলিয়া একশেষ সমাসে আত্মারামাঃ পদ হয়, সুতরাং ষড়্‌বিধ আত্মারাম ও শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন। এখানে চ শব্দে অপর সমুচ্চয় অর্থ বোধ হইতেছে। এখানে অপি শব্দের অর্থ সম্ভাবনা। ষড়্‌বিধ আত্মারাম মায়াতীত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণমননে আসক্ত হওতঃ কৃষ্ণভজন করেন। এই একটি অর্থ

দ্বারা শ্লোকের সাতপ্রকার অর্থ হইল। অপর অর্থ বলিতেছেন, "অন্তর্যামি" ইত্যাদি। আত্মা শব্দে ব্রহ্ম অর্থ করিয়া, এখানে পরমাত্মা অর্থ গ্রহণ করিয়া আত্মারাম শব্দের অন্যপ্রকার অর্থ বলিতেছেন। পরমাত্মার (অন্তর্যামির) উপাসক যাঁহারা, তাঁহারা আত্মারাম অর্থাৎ যোগী। ঐ যোগী সগর্ভ অর্থাৎ ধ্যানাদি-আলম্বনবিশিষ্ট এবং নিগর্ভ অর্থাৎ ধ্যানাদি-আলম্বনরহিত ভেদে দ্বিবিধ। সগর্ভ আবার তিনপ্রকার। নিগর্ভ আবার তিন-প্রকার ॥ ৬৭-৬৯ ॥

(২৭৪ পা) "কচিদিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "অন্তর্যামি" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৫১ ॥

(২৭৪ পা) "ভক্ত্যা দ্রবদিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। আত্মারাম যোগী যে, কৃষ্ণ-ভজন করেন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥৫২॥

(২৭৪ পা) "যোগারুরুক্ষু ··· ··· প্রকার ॥" এই ৭০ পয়ারের ভাবার্থ সরল। সগর্ভ যোগী যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ় ও প্রাপ্তসিদ্ধি ভেদে তিন-প্রকার যেমন ভেদ ; তদ্রূপ নিগর্ভ যোগী ও যোগারুরুক্ষু প্রভৃতি ভেদে তিন প্রকার। অতএব সকল্যে যোগী ছয় প্রকার ॥ ৭০ ॥

(২৭৪ পা) "আরুরুক্ষোরিতি।" শ্লোক দুইটির তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "যোগারুরুক্ষু" পয়ার প্রমাণ শ্লোক। প্রাপ্তসিদ্ধ বলিতে সিদ্ধ-যোগী ॥ ৫৩।৫৪ ॥

(২৭৫ পা) "এই ছয় ··· সমর্থ।" এই ৭১ ও ৭২ পয়ারের ভাবার্থ।

আত্মারামাঃ (আত্মনি পরমাত্মনি রমন্তে ইতি যোগিনঃ) চ (অপি) নিগ্রন্থাঃ (মায়াতীতাঃ) অপি মুনয়ঃ (মননশীলাঃ সন্তঃ) উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ ॥ অর্থাৎ ষড়্বিধ যোগীগণ ও নিগ্রন্থ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণমননপরায়ণ এবং কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন। যোগীর ষাড়্বিধ্য বশতঃ শ্লোকটিতে পৃথক্ পৃথক্ ছয়টি অর্থের লাভ হইল। অতএব সাকল্যে ত্রয়োদশ অর্থের লাভ হইল ॥ ৭১।৭২ ॥

(২৭৫ পা) "এই সব ··· চরণে ॥" এই ৭৩ পয়ারের ভাবার্থ। এই সব অর্থাৎ ঐ ছয়প্রকার যোগী যখন কৃষ্ণ-ভজনা করেন, তখন উহাদিগকে শান্ত ভক্ত বলে।

আত্মা শব্দে ব্রহ্ম, মন ও স্বভাবাদি ভেদে যে আটপ্রকার অর্থ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এখানে আত্মা শব্দে মন অর্থ গ্রহণ করিয়া আর একটি অর্থ করিতেছেন, "আত্মা শব্দে" ইত্যাদি। আত্মারামাঃ (আত্মনি মনসি রমন্তে ইতি মনো-রমণশীলাঃ) অপি (সাধুসঙ্গবলাৎ) মুনয়ঃ নিগ্রন্থাঃ চ (সন্তঃ) উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ। অর্থাৎ মনোরূপ সূক্ষ্ম শরীরে রমণশীল ব্যক্তিগণ ও সাধুসঙ্গবলে মননশীল, মায়াতীত ও কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন ॥ ৭৩ ॥

(২ ৫ পা) "উদরমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "সাধুসঙ্গে সেহ" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥৫৫

(২৭৫ পা) "এহো ... হঞা ॥" এই ৭৪ পয়ারের ভাবার্থ। এহো অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টি ঋষিগণ অর্থাৎ মনোরূপ সূক্ষ্ম-শরীরে রমণশীল ব্যক্তিগণ। এই অর্থটির সহিত চতুর্দ্দশ অর্থের লাভ হইল।

আত্মা শব্দে যত্ন অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্লোকটির অপর একটি অর্থ করিতেছেন, "আত্মা শব্দে"

ইত্যাদি। মুনয়ঃ অপি আত্মারামাঃ (যত্নশীলাঃ) নির্গ্রন্থাঃ চ (সন্তঃ) উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ। অর্থাৎ মুনিগণও যত্নশীল ও মায়াতীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন। অতএব কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া মুনিগণ কৃষ্ণভজন করেন। এই অর্থটির সহিত পঞ্চদশ অর্থের লাভ হইল ॥ ৭৪ ॥

(২৭৫ পা) "তস্যৈবেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "আত্মাশব্দে যত্ন" পয়ার প্রমাণ শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণভক্তি দুষ্প্রাপ্য বলিয়া মুনিগণ তন্নিমিত্ত যত্নশীল হয়েন, ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৫৬ ॥

(২৭৬ পা) "অচিরাদেবেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২০৫ পৃষ্ঠায় দেখুন। যত্নদ্বারা ভক্তিলাভ হয় বলিয়া, মুনিগণ ভক্তির জন্য যত্ন করেন। এই শ্লোকটিও "আত্মাশব্দে" পয়ার প্রমাণ ॥ ৫৭ ॥

(২৭৬ পা) "চ শব্দে ··· প্রেমে।" এই ৭৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। যত্নাগ্রহ অর্থাৎ যত্ন ও আগ্রহ ব্যতীত ভক্তি বা প্রেম উৎপন্ন হয় না। অতএব ভক্তি সুদুর্ল্লভা ॥ ৭৫ ॥

(২৭৬ পা) "সাধনৌঘৈরিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "যত্নাগ্রহ" পয়ার প্রমাণ শ্লোক। আসঙ্গ অর্থাৎ যত্ন, আগ্রহ বা আসক্তি রহিত নানা সাধনে ভক্তি উৎপন্ন হয় না; ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৫৮ ॥

(২৭৬ পা) "তেষামিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। যত্ন অর্থাৎ আসক্তি দ্বারাই ভক্তি লাভ হয়, তাহা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

(২৭৬ পা) "আত্মা শব্দে ··· ··· ভজন ॥" এই ৭৬ পয়ারের ভাবার্থ। আত্মা শব্দে ধৃতি অর্থ এবং মুনি শব্দে পক্ষী বা ভ্রমর অর্থ ও নির্গ্রন্থ শব্দে মূর্খ অর্থ গ্রহণ করতঃ শ্লোকটির অপর অর্থ বলিতেছেন, "আত্মা শব্দে ধৃতি" ইত্যাদি।

নির্গ্রন্থাঃ (মূর্খাঃ নীচাদয়ঃ) মুনয়ঃ (পক্ষিণঃ ভ্রমরা বা) অপি আত্মারামাঃ (ধৈর্য্যশীলাঃ সন্ত) চ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ। অর্থাৎ মূর্খ পক্ষি বা ভ্রমরগণ ধৈর্য্যশীল হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন। অথবা নীচাদি ব্যক্তিগণ। কোথাও কৃষ্ণ কৃপা, কোথাও সাধু কৃপা বশতঃ উভয়ের ভজনে প্রবৃত্তি হয় ॥৭৬॥

(২৭৬ পা) "প্রায়ো বতাম্বেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মূর্খ পক্ষিগণ যে ধৈর্য্যশীল হইয়া কৃষ্ণভজন করেন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৬০ ॥

(২৭৬ পা) "এতেঽলিনস্তবেতি।" শ্লোক দুইটির তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মূর্খ ভ্রমরগণ যে ধৈর্য্যশীল হইয়া কৃষ্ণভজন করেন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক ॥ ৬১.৬২ ॥

(২৭৭ পা) "সরসীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "ধৈর্য্যবন্তহঞা" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥৬৩॥

(২৭৭ পা) "কিরাতেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। নীচাদি ব্যক্তিগণ কৃষ্ণভজন করেন, তৎপ্রমাণ শ্লোক ইত্যাদি অর্থে ষোড়শ প্রকার অর্থের লাভ হইল ॥ ৬৪ ॥

(২৭৭ পা) "কিম্বা ধৃতি .. হয়॥" এই ৭৭ পয়ারের ভাবার্থ। আত্মা শব্দে ধৃতির অন্যার্থ করতঃ শ্লোকের অন্য অর্থ করিতেছেন, "কিম্বা" ইত্যাদি।

নির্গ্রন্থাঃ মুনয়ঃ অপি চ আত্মারামাঃ (আত্মনি ধৃতৌ রমন্তঃ ভগবৎসম্বন্ধলাভতো দুঃখাভাবাৎ ভগবৎপ্রেমলাভতঃ উত্তমাপ্তেঃ চ পূর্ণাঃ চাঞ্চল্য-রহিতাঃ সন্তঃ) উরুক্রমে ভক্তিং কুর্ব্বন্তি ইত্যাদি। অর্থাৎ নির্গ্রন্থ মুনিগণও ভগবৎসম্বন্ধলাভপ্রযুক্ত দুঃখের অভাব হেতু এবং ভগবৎপ্রেমলাভপ্রযুক্ত উত্তমাপ্তি হেতু পূর্ণ অর্থাৎ চাঞ্চল্যরহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন। এই অর্থের সহিত সপ্তদশ অর্থের লাভ হইল॥ ৭৭॥

(২৭৭ পা) "ধৃতিঃ স্যাদিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "ধৃতি শব্দে নিজপূর্ণতা" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ৬৫॥

(২৭৭ পা) "মৎসেবয়েতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৫৪ পৃষ্ঠায় দেখুন। "কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন" পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥ ৬৬॥

(২৭৮ পা) "হৃষীকেশমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ধৈর্য্য কি, তাহা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিলেন॥ ৬৭॥

(২৭৮ পা) "চ অবধারণে ··· কৃষ্ণ পায়॥" এই ৭৯ হইতে ৮১ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। আত্মা শব্দে বুদ্ধি অর্থ গ্রহণ করিয়া অপর অর্থ বলিতেছেন, "আত্মা শব্দে" ইত্যাদি।

বিশেষ বুদ্ধি দ্বারা যিনি রমণ করেন, তিনি আত্মারাম। পণ্ডিত ও মূর্খ ভেদে উহা দুই প্রকার। মুনয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) নির্গ্রন্থাঃ (মূর্খাঃ) চ অপি আত্মারামাঃ (বুদ্ধিবিশেষবিশিষ্টাঃ সন্তঃ) উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি ইত্যাদি। অর্থাৎ পণ্ডিতগণ এবং মূর্খগণ উভয়েই বুদ্ধি-বিশেষবিশিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন। এই অর্থের সহিত অষ্টাদশ অর্থের লাভ হইল। কৃষ্ণ-কৃপায় সাধুসঙ্গ ঘটিলে পণ্ডিত ও মূর্খের বিচার-বুদ্ধি অর্থাৎ বিশেষ বুদ্ধি হয়। পরে সকল ছাড়িয়া কৃষ্ণভক্তি করে॥ ৭৯-৮১॥

(২৭৮ পা) "অহং সর্ব্বস্যেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। পণ্ডিতগণ বুদ্ধিবিশেষবিশিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক॥ ৬৮॥

(২৭৮ পা) "তে বৈ বিদন্তীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মূর্খগণ বুদ্ধিবিশেষবিশিষ্ট হইয়া ভক্তি করেন, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক॥৬৯॥

(২৭৮ পা) "বিচার করিয়া ··· তাঁরে পায়॥" এই ৮২ পয়ারের ভাবার্থ।

যদি বল, ঐ বুদ্ধিবিশেষ লাভের সাধন কি? তাহাতে বলিতেছেন, "বিচার" ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আমার ভজনীয়; ইহা বিচার করতঃ শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিলে; শ্রীকৃষ্ণ সেই বুদ্ধিবিশেষ প্রদান করেন; যাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়॥৮২॥

(২৭৮ পা) "তেষামিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। "সেই বুদ্ধি দেন পয়ার প্রমাণ শ্লোক॥৭০॥

(২৭৮ পা) "সৎসঙ্গ ··· প্রেমো-দয়॥" এই ৮৩ পয়ারের ভাবার্থ সরল। বুদ্ধি বিশেষ লাভের সাধন বলিতেছেন, "সৎসঙ্গ" ইত্যাদি। ভাগবত নাম অর্থাৎ ভাগবত পাঠ ও নামকীর্ত্তন।

ক অল্প করয় অর্থাৎ পাঁচটির মধ্যে কান একটির অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করে ॥৮৩

(২৭৮ পা) "দুরূহাদ্ভুতেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৪৭ পৃষ্ঠায় দেখুন। "এই পঞ্চ মধ্যে" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৭১ ॥

(২৭৮) "উদার ... ভক্তিসিদ্ধি॥ 'এই ৮৪ পয়ারের ভাবার্থ। বুদ্ধিবিশেষ-বিশিষ্ট ব্যক্তি নানা কামনায় শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিলেও ভক্তি লাভ করেন ॥৮৪॥

(২৭৯ পা) "অকাম ইতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। বুদ্ধিবিশেষবিশিষ্ট ব্যক্তি যে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, তৎপ্রমাণ শ্লোক ॥ ৭২ ॥

(২৭৯ পা) "ভক্তির···আকর্ষিঞা ॥' এই ৮৫ পয়ারের ভাবার্থ।

যদি বল, নানাবিধ কামনায় কৃষ্ণভজন করিলে শুদ্ধ ভক্তির লাভ কিরূপে হয়? তাহাতে বলিতেছেন, "ভক্তির" ইত্যাদি। কামনা থাকিলেও ভক্তির স্বভাব ক্রমশঃ ঐ কামনা ত্যাগ করায় এবং কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট করাইয়া শুদ্ধ ভক্তির উদয় করায় ॥ ৮৫ ॥

(২৭৯ পা) "আত্মারামা ইতি।" এবং "সত্যং দিশতীতি।" শ্লোক দুই-টির টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ৫১ পৃষ্ঠায় এবং ২৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। "ভক্তির স্বভাব পয়ার প্রমাণ এই দুই শ্লোক ॥৭৩।৭৪॥

(২৭৯ পা) "আত্মা শব্দে···ভজয় ॥" এই ৮৬ হইতে ৮৮ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ।

আত্মা শব্দের স্বভাব অর্থ গ্রহণ করিয়া অন্য অর্থ বলিতেছেন, "আত্মা শব্দে" ইত্যাদি। মুনয়ঃ (ব্যাসশুকসনকাদয়ঃ) নির্গ্রন্থাঃ (মূর্খনীচাদয়ঃ বা পশ্বাদয়ঃ) চ অপি আত্মারামাঃ (আত্মনি ভগবদ্দাসোঽহং ইতি অভিমানাত্মকে স্বভাবে রমন্তে যে তে তাদৃশাঃ সন্তঃ) উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি ইত্যাদি। অর্থাৎ সনকাদি মুনিগণ এবং মূর্খনীচাদি বা পশু নির্গ্রন্থ জনগণও 'আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস' এই প্রকার অভিমানাত্মক স্বভাবে রত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন। এই অর্থের সহিত ঊনবিংশ অর্থের লাভ হইল ॥ ৮৬-৮৮ ॥

(২৭৯ পা) "ধন্যেয়মদ্যেতি।" এবং "গো গোপকৈরিতি।" শ্লোক দুইটির তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে "প্রকাশ আছে। কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হওতঃ স্থাবর ও জঙ্গম জীব যে কৃষ্ণভজন করেন, তৎপ্রমাণ শ্লোক ॥ ৭৫,৭৬ ॥

(২৮০ পা) "বনলতা ইতি।" এবং "কিরাতেতি।" শ্লোক দুইটির টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ৮১ এবং ২৭৭ পৃষ্ঠায় দেখুন। মূর্খ, নীচ ও পশুগণ 'অহং দাস' এই অভিমানাত্মক স্বভাবে কৃষ্ণভজন করেন, তৎপ্রমাণ শ্লোক ॥ ৭৭।৭৮ ॥

(২৮০ পা) "আগে তের···ভজন॥" এই ৮৯ পয়ারের ভাবার্থ।

আত্মা শব্দে দেহ অর্থ গ্রহণ করতঃ শ্লোকটির অপর চারিটি অর্থ বলিতেছেন, "আত্মা শব্দে দেহ" ইত্যাদি। আত্মারামাঃ (আত্মনি দেহে রমন্তে যে তে) অপি নির্গ্রন্থাঃ মুনয়ঃ চ (সন্তঃ) উরু-ক্রমে ভক্তিং কুর্ব্বন্তি ইত্যাদি। অর্থাৎ দেহরত ব্যক্তিগণও নির্গ্রন্থ মুনি হইয়াও শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন। ঐ দেহরত আত্মারাম কর্ম্মনিষ্ঠ ও তপস্বী ভেদে দুই প্রকার। যাজ্ঞিকাদিই কর্ম্মনিষ্ঠ। উঁহাদের প্রত্যেকেই আবার দেহোপাসক ও দেহোপাধিব্রহ্মোপাসক ভেদে দ্বিবিধ। সাকল্যে দেহরত আত্মারাম চতুর্ব্বিধ। কেহ বলেন, দেহরত ব্যক্তিই দেহোপাধিব্রহ্মোপাসক, কর্ম্মনিষ্ঠ,

তপস্বী ও সর্ব্বকাম ভেদে চারিপ্রকার। এ পক্ষেও দেহরত আত্মারাম চতুর্ব্বিধ। অতএব চারিপ্রকার অর্থের সহিত ত্রয়োবিংশ অর্থের লাভ হইল। চতুর্ব্বিধ দেহারামী সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন করেন ॥৮৯॥

(২৮০ পা) "উদরমিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৭৫ পৃষ্ঠায় দেখুন। "দেহে রমে" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৭৯ ॥

(২৮০ পা) "কর্ম্মণীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "দেহারামী" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৮০ ॥

(২৮০ পা) "যৎপাদসেবেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "তপস্বী প্রভৃতি।" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৮১ ॥

(২৮১ পা) "স্থানাভিলাষীতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। "দেহারামী সর্ব্বকাম" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৮২ ॥

(২৮১ পা) "এই চারি···অর্থ কয় ॥" এই ৯৩ হইতে ৯৬ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ।

পূর্ব্বে যেমন চ শব্দের সমুচ্চয় অর্থ গ্রহণ করিয়া আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ অর্থাৎ আত্মারাম ও মুনিগণ কৃষ্ণ ভজন করেন এরূপ অর্থ করা হইয়াছে; তদ্রূপ চ শব্দের অন্বাচয় অর্থাৎ প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্ত অর্থ গ্রহণ করতঃ আর একটি অর্থ হয়। যথা "রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বনে বিহরতি" এ স্থলে বনে বিহার একের প্রাধান্য ও অন্তের অপ্রাধান্ত হয়। যেমন বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয় অর্থাৎ হে বটু, ভিক্ষায় যাও, গো আনয়ন কর; এখানে চ শব্দের অন্বাচয় অর্থে ভিক্ষায় গমন প্রাধান্ত; গো আনয়ন অপ্রাধান্ত বুঝায়, তদ্রূপ চ শব্দ দ্বারা শ্লোকটিরও ঐরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। মুনয়ঃ আত্মারামাঃ চ নির্গ্রন্থাঃ (সন্তঃ) উরুক্রমে ইত্যাদি অর্থাৎ মুনিগণ প্রধানতঃ এবং জ্ঞানিগণ অপ্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন। এই অর্থের সহিত চতুর্ব্বিংশ অর্থের লাভ হইল ॥ ৯৩-৯৬ ॥

২৮১ পা) "চ এবার্থে ··· সঙ্গম ॥" এই ৯৭ পয়ারের ভাবার্থ।

চ শব্দের এবার্থ অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থ এবং অপি শব্দের গর্হা (নিন্দা) অর্থ গ্রহণ করিয়া অপর অর্থ বলিতেছেন, "চ এবার্থে" ইত্যাদি। মুনয়ঃ চ আত্মারামাঃ অপি নির্গ্রন্থাঃ (সন্তঃ) উরুক্রমে ইত্যাদি অর্থাৎ মুনিগণ আত্মারাম হইয়াও নির্গ্রন্থ হওতঃ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন। এই অর্থের সহিত পঞ্চদশ অর্থের লাভ হইল। আত্মারাম হইয়াও অর্থাৎ জ্ঞানির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উহাকে নিন্দাকরতঃ ইত্যাদি বুঝাইল ॥ ৯৭ ॥

(২৮১ পা) "নির্গ্রন্থ শব্দ ··· ধড়-ফড়ি।" এই ৯৮ হইতে ১০০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ।

নির্গ্রন্থ শব্দে ব্যাধাদি নির্দ্ধন অর্থ গ্রহণ করিয়া অপর অর্থ বলিতেছেন, "নির্গ্রন্থ" ইত্যাদি। নির্গ্রন্থাঃ (ব্যাধাদয়ঃ) অপি আত্মারামাঃ মুনয়ঃ চ (সন্তঃ) উরুক্রমে ইত্যাদি। অর্থাৎ নির্গ্রন্থ ব্যাধ প্রভৃতিও আত্মারাম ও মুনি হইয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন। এই অর্থের সহিত ষড়্বিংশ অর্থের লাভ হইল। ব্যাধও সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন করেন। ইহার প্রমাণ করিতেছেন, "এক ভক্ত ব্যাধের কথা শুন" ইত্যাদি পয়ারে। যে ভক্ত ব্যাধের কথা বলিতেছেন, উহা পদ্মপুরাণোক্ত ইতিহাস। ভগ্নপদ, পা ভাঙ্গা ॥ ৯৮-১০০ ॥

(২৮১ পা) আর কথোদূরে ··· না করিবে ॥" এই ১০১ হইতে ১০৪ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। ব্যাধের আকার বর্ণন করিতেছেন, "শ্যামবর্ণ" ইত্যাদি। প্রয়াণ পথ, যাইবার পথ।

মৃগাবাঘাম্বরে অর্থাৎ মৃগ বা ব্যাঘ্র চর্ম্মরূপ বস্ত্র ॥ ১০১-১০৪ ॥

(২৮২ প) "ব্যাধ কহে ··· দুই জনে ॥" এই ১০৫ হইতে ১০৭ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। কদর্থি না দিয়া ইত্যাদি অর্থাৎ কষ্ট দিয়া প্রাণ নষ্ট করিও না, তাহাতে প্রচুর পাপ হয়। কদর্থিয়া, কষ্ট দিয়া। তারা, তোমা কর্ত্তৃক হত জীবগণ ॥ ১০৫-১০৭ ॥

(২৮২ পা) 'তবে সেই···সাধুবর্য্য ॥" এই ১০৮ ও ১০৯ পয়ারের ভাবার্থ সরল। মৃগাদি তিনে অর্থাৎ মৃগ, শূকর ও শশক। পর্ব্বতে অর্থাৎ হে পর্ব্বত মুনে। হরিভক্ত্যা, হরিভক্তি দ্বারা। সাধুবর্য্য, শ্রেষ্ঠভক্ত ॥ ১০৮,১০৯ ॥

(২৮২ পা) 'এতেনেতি।' শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৪৯ পৃষ্ঠায় দেখুন। "হরিভক্ত্যা" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৮৩ ॥

(২৮২ পা) "তবে সেই ... স্পর্শমণি ॥" এই ১১০ পয়ারের ভাবার্থ সরল। বস্ত্র ফিরাইঞা নৃত্যটি আনন্দজনক ॥ ১১০ ।

(২৮৩ পা) 'অহো ধন্য ইতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "নারদেরে কহে" পয়ার প্রমাণ শ্লোক। সাধুসঙ্গ প্রভাব বর্ণন শ্লোক ॥ ৮৪ ॥

(২৮৩ পা) "নারদ কহে ··· বত্রিশ প্রকার ॥" এই ১১১ ও ১১২ পয়ারের [illegible] সরল। সাধুসঙ্গ প্রভাবজ্ঞান [illegible] [illegible] যে কত প্রভাব, তাহার [illegible] করিয়া অন্য অর্থ বলিতেছেন, "আর অর্থ শুন" ইত্যাদি ॥ ১১১।১১২ ॥

(২৮৩ পা) "আত্মা শব্দে ... অর্থের প্রকাশ ॥" এই ১১৩ হইতে ১১৭ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ।

আত্মা শব্দে ভগবান্ অর্থ গ্রহণ করিয়া বত্রিশ প্রকার অর্থ করিতেছেন, "আত্মা শব্দে" ইত্যাদি। আত্মারামাঃ (ভক্তাঃ) মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাঃ চ অপি উরুক্রমে ইত্যাদি। অর্থাৎ ভক্ত মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন। ঐ ভক্ত বিধিমার্গ ও রাগমার্গ ভেদে দুই প্রকার। রাগমার্গের ভক্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। বিধিমার্গের ভক্ত পূর্ণ ভগবান্ শ্রীনারায়ণকে প্রাপ্ত হন। অতএব ভগবানে যে রমে, সেই আত্মারাম। বৈধী ভক্ত আবার জাতরতি সাধক, অজাতরতি সাধক, পার্ষদ (নিত্যসিদ্ধ) ও সাধনসিদ্ধ ভেদে চারিপ্রকার। রাগী ভক্ত ঐরূপ জাত ও অজাতরতিসাধক, পার্ষদ এবং সিদ্ধ ভেদে চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে প্রত্যেকে অর্থাৎ জাতরতি সাধক দাস, সখা, পিতামাতা ও কান্তাভাবাপন্ন ভেদে চতুর্ব্বিধ; অজাতরতিসাধক দাস্যাদি ভেদে চতুর্ব্বিধ; পার্ষদভক্ত দাস্যাদি ভেদে চতুর্ব্বিধ এবং সাধনসিদ্ধ ভক্তও দাস্যাদি ভেদে চতুর্ব্বিধ। অতএব বৈধীভক্ত ষোড়শপ্রকার এবং রাগী ভক্ত ঐরূপ ভাবে ষোড়শপ্রকার; সুতরাং সাকল্যে ভক্ত বত্রিশপ্রকার। তন্মধ্যে প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করায়, দ্বাত্রিংশৎ অর্থের লাভ হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত ষড়বিংশ এবং এই দ্বাত্রিংশৎ অর্থ মিলিয়া আটান্নপ্রকার অর্থের লাভ হইল ॥ ১১৩-১১৭ ॥

(২৮৩ পা) 'ইতরেতর···একবার ॥" এই ১১৮ পয়ারের ভাবার্থ।

পূর্ব্বে [illegible] এখানে [illegible] [illegible]

(পূর্ব্বোক্তাঃ অষ্টাধিকপঞ্চাশৎসংখ্যকাঃ) আত্মারামাঃ মুনয়ঃ চ নির্গ্রন্থাঃ অপি উরুক্রমে ইত্যাদি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আটান্ন প্রকার আত্মারাম ও মুনিগণ নির্গ্রন্থা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন। আটান্নবার আত্মারাম রাখিয়া শেষে সব লোপ করিলে, এক আত্মারাম শব্দ থাকে ॥ ১১৮ ॥

(২৮৩ পা) "সরূপাণামিতি।" সূত্রটি "শেষে সব" পয়ার প্রমাণ ॥ ৮৫ ॥

(২৮৩ পা) "আটান্ন ··· অর্থ তার ॥" এই ১১৯ হইতে ১২১ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ।

যেমন অশ্বত্থবৃক্ষাঃ চ বটবৃক্ষাঃ চ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগের পর সমাসে কেবলমাত্র বৃক্ষাঃ পদ নিষ্পন্ন হয়, এবং এই বনে বৃক্ষ সকল ফলবান্ এই বাক্যে বৃক্ষ সকল বলিতে অশ্বত্থবৃক্ষ ও বটবৃক্ষাদি বুঝায়; তদ্রূপ আত্মারামাঃ বলিতে পূর্ব্বোক্ত আটান্নপ্রকার আত্মারাম বুঝাইতেছে। অতএব এই অর্থের সহিত উনষষ্টি অর্থের লাভ হইল ॥ ১১৯-১২১ ॥

(২৮৩ পা) "নির্গ্রন্থা ··· উচ্চার ॥" এই ১২২ পয়ারের ভাবার্থ।

চ শব্দের সমুচ্চয় অর্থ এবং অপি শব্দের অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থ গ্রহণ করিয়া আর একটি অর্থ বলিতেছেন. "সর্ব্ব সমুচ্চয়ে "ইত্যাদি। আত্মারামাঃ (চ) মুনয়ঃ (চ) নির্গ্রন্থাঃ চ উরুক্রমে অপি (এব) অহৈতুকীম্ (এব) ভক্তিম্ (এব) কুর্ব্বন্তি (এব) হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ। অর্থাৎ শ্রীহরির এমনি গুণ যে, কি আত্মারাম জ্ঞানিগণ, কি মুনিগণ, কি নির্গ্রন্থ ব্যক্তিগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতে ভক্তি করেন। এই অর্থের সহিত ষাট্‌প্রকার অর্থের লাভ হইল ॥ ১২২ ॥

(২৮৪ পা) "আত্মা শব্দে···ধ্যান ॥" এই ১২৩ পয়ারের ভাবার্থ।

আত্মা শব্দে জীব অর্থ গ্রহণ করিয়া আর একটি অর্থ বলিতেছেন। জীব বলিতে ব্রহ্মা হইতে সামান্য কীট পর্য্যন্ত সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের জীব [illegible] আত্মারামাঃ (জীবাঃ) অপি [illegible] [illegible] সন্তঃ) উরুক্রমে ইত্যাদি অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ জী[illegible] [illegible]গ্রন্থ ও মুনি হইয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি [illegible] এই অর্থের সহিত সাকল্যে একষষ্টি অর্থের লাভ হইল ॥ ১২৪ ॥

(২৮৪ পা) বিষ্ণুশক্তিরিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৮৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। ক্ষেত্রজ্ঞ জীবলক্ষণ পয়ার প্রমাণ শ্লোক। আত্মা শব্দে যে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব, তাহা অমরকোষোক্ত "ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ" বচনে প্রমাণ করিলেন ॥ ৮৮।৮৯ ॥

(২৮৪ পা) "ভ্রমিতে ··· তরঙ্গে ॥" এই ১২৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। ক্ষেত্রজ্ঞ জীব সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে সাধুর সঙ্গ পাইলে শ্রীকৃষ্ণভজন করেন। সনাতন, তোমার সদ্গুণে এবং ভক্তিবলে শ্লোকের এই একষষ্টিপ্রকার অর্থ স্ফুরিত হইল ॥ ১২৫ ॥

(২৮৪ পা) "ভক্ত্যেতি" এবং "অহং বেত্তীতি।" শ্লোক দুইটির তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। ভক্তি দ্বারাই যে কেবলমাত্র ভাগবতার্থ বোধ হয়, তৎপ্রমাণ শ্লোক ॥ ৯০।৯১ ॥

(২৮৪ পা) "অর্থ শুনি···চমৎকার ॥" এই ১২৬ ও ১২৭ পয়ারের ভাবার্থ সরল।

শ্লোকের অর্থ শুনিয়া সনাতন বিস্মিত [illegible] মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া বলিলেন, প্রভো! [illegible] সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। তোমার নিশ্বাসে [illegible] [illegible] হইল [illegible]

নিশ্বাসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদ ইত্যাদি।" প্রশ্নোত্তরে, প্রশ্ন ও উত্তরে ॥ ১২৬।১২৭ ॥

(২৮৪ পা) "ব্রহীতি।" র তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ । শৌনকাদি ঋষিগণ এই শ্লো প্রশ্ন করেন ॥ ৯২ ॥

(২৮৪ পা) "কৃষ্ণে স্বধাম ২।৩। শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শুকঋষি এই শ্লোক দ্বারা প্রশ্নের উত্তর দেন ॥ ৯৩ ॥

(২৮৫পা) "এইত কহিল ...... স্ফুরণ ॥" এই ১২৮ হইতে ১৩০ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। এই দৃষ্টে, ভাগবতের পৌর্ব্বাপর্য্য-পর্য্যালোচনা দ্বারা। দিশা, নির্ণয়। তার দিশা, স্মৃতির নির্ণয় ॥ ১২৮-১৩০ ॥

(২৮৫ পা) "তথাপি ... আচমন ॥" এই ১৩১ পয়ারের ভাবার্থ। মহাপ্রভু সনাতনকে বৈষ্ণবস্মৃতি প্রচার জন্য সূত্র বলিতেছেন, 'তথাপি' ইত্যাদি। অর্থাৎ তুমি যাহা প্রচার করিতে ইচ্ছা করিবে, শ্রীকৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে থাকিয়া তাহা স্ফূর্ত্তি করাইলেও, যে স্মৃতি প্রচার করিবে, তাহার কিছু সূত্র বলি। সর্ব্বকারণ শ্রীগুরুর চরণাশ্রয়ের কারণ প্রথমে লিখিবে।

যদি বল, গুরুচরণাশ্রয়ের প্রয়োজন কি ? তদুত্তর,

"কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ।

ভক্তের্ম্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্গুরুং ভজেৎ ॥

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তদীয় ভক্তের সঙ্গ হইতে ভক্তির মাহাত্ম্য শুনিয়া; ঐ ভক্তিলাভে ইচ্ছা হইলে, সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করিবে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ভক্তিলাভেচ্ছার উদয় হইলেও কেবল দুঃখসাগরতরণের ইচ্ছাতেও ভক্তিলাভের অভিলাষ হয়। ইহলোকে দুঃখ পরম্পরায় নিত্য অনুভব হয়, পরলোকেও দুঃসহ দুঃখসকল ভোগ করিতে হয়। অতএব সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ উহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন। ভাগবতে দশমে বেদস্তুতিতে,—

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
ন ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃত কর্ণধারা জলধৌ ॥"

যাহারা ইহলোকে শ্রীগুরুর চরণ ত্যাগ করিয়া প্রাণায়ামাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া মনোরূপ অশ্বকে সংযত করিতে যত্নবান্ হয়, তাহারা নাবিক রহিত নৌকাস্থিত বণিকসকলের সমুদ্রে পতনের ন্যায় উপায়ক্লিষ্ট ও বহুদুঃখাকুল ভবসাগরে পতিত হয়। অতএব ভবসাগর পারের উপায়স্বরূপ শ্রীগুরুচরণ। শাস্ত্রজ্ঞ ভগবন্নিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইহা শ্রুতি পুরাণাদিতে কথিত আছে।

গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ সংক্ষেপে বলা হইতেছে ;

তথাহি মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্,—
অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।

বিশুদ্ধবংশজাত, নিজেও বিশুদ্ধ, নিজাশ্রমোচিত আচারপরায়ণ, গৃহী, ক্রোধশূন্য, শাস্ত্রজ্ঞ, সুবেশ, তরুণ, তত্ত্ববিচারক, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল ইত্যাদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি গুরু হইবার যোগ্য। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥"

উচ্চ বংশে জাত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্যক্তিও যদি বৈষ্ণব না হন, তবে তাঁহাকে গুরু করিবে না। যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, তিনিই বৈষ্ণব, অপর অবৈষ্ণব।

বহুভোজী, দীর্ঘসূত্রী, বিষয়াদিলোলুপ, দুষ্ট, অকথ্যভাষী, গুণনিন্দক, বহুদানগ্রাহী, ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত গুরুকে ত্যাগ করিবে, কেননা, পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত ব্যক্তি ঈশ্বর তুল্য হইলেও শিষ্যকে শ্রীভ্রষ্ট করেন। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

পিতুর্দীক্ষা যতের্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনাম্।
বিবিক্তাশ্রমিণাং দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা॥

পিতা, যতি, বনবাসি এবং নিন্দিতাশ্রম-সেবি কর্তৃক দীক্ষা মঙ্গলদায়িকা হয় না। শুদ্ধ বংশজাত, শ্রীমান্, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, পবিত্রচরিত্র, বুদ্ধিমান্ দম্ভশূন্য, গুরুভক্ত, দেবভক্ত প্রভৃতি গুণযুক্ত ব্যক্তিই শিষ্য হইবার যোগ্য।

অলস, মলিন, দাম্ভিক, কৃপণ, শঠ, পণ্ডিতমানী, পরদাররত, দুরাত্মা, পরপীড়ক ইত্যাদি গুণযুক্ত ব্যক্তি শিষ্যের অনুপযুক্ত। যাহারা গুরুর শাসন সহ্য করিতে পারে না, তাহারাও শিষ্যের অযোগ্য। যদি কেহ লোভ বশতঃ পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত ব্যক্তিকে শিষ্য করেন, তিনি দরিদ্র ও স্ত্রীপুত্রবিহীন হইয়া অন্তে নরক-যাতনা ভোগ করতঃ তির্য্যক্-যোনি প্রাপ্ত হন।

দুঁহা পরীক্ষণ অর্থাৎ গুরু ও শিষ্য পরস্পরের পরীক্ষা।

শ্রুতি বলেন,—"নাসম্বৎসরবাসিনে দেয়াৎ।" এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত একত্র বাস না করিয়া মন্ত্র দিবে না। তথাহি সারসংগ্রহে,—

রাজ্ঞি চামাত্যজা দোষাঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥

যেমন অমাত্যের পাপ রাজাতে, স্ত্রীর পাপ নিজপতিতে উপগত হয়, তদ্রূপ শিষ্যার্জ্জিত পাপ গুরু প্রাপ্ত হন। অতএব সদ্‌গুরু একবর্ষ নিজাশ্রিত শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া মন্ত্র দিবেন। পরীক্ষার পর দীক্ষা দান ও গ্রহণ কর্ত্তব্য।

সেব্য ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণই সেব্য।

চরাচর জগতের মোহনার্থ কোন কোন পুরাণ ও আগমাদি [illegible] অন্যান্য দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিলেও, সকল শাস্ত্র বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া নিশ্চয় করেন।

মন্ত্রবিচারণ, মন্ত্রের উদ্ধার।

মন্ত্রোদ্ধার জন্য ছয়টি চক্র তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা, কুলাকুলচক্র, অর্থাৎ সাধক ও মন্ত্রের স্বকুলত্বাদি বিচার, রাশিচক্র; নক্ষত্রচক্র; অকথহচক্র, অকডমচক্র ও ঋণিধনিচক্র। এই ছয় চক্র দ্বারা মন্ত্রবিচার গুরুর নিকট জানিবেন। বাহুল্য ভয়ে লেখা হইল না।

মন্ত্র অধিকারী অর্থাৎ কিরূপ ব্যক্তি মন্ত্রগ্রহণে অধিকারী।

তথাহি অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

শুচিব্রততমাঃ শূদ্রা ধার্ম্মিকা দ্বিজসেবকাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চান্যে প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
লোকাশ্চাণ্ডালপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ॥

পবিত্রব্রতবান্, ধর্ম্মনিষ্ঠ, বিপ্রসেবাপরায়ণ শূদ্রগণ, পতিব্রতা স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য প্রতিলোমজ ও অনুলোমজ চাণ্ডালাদি সকলেই মন্ত্র গ্রহণে অধিকারী হইতে পারে। গুরুসিদ্ধসাধ্যাদি মন্ত্রদানে নিজকুল, পরকুল, বালত্ব, প্রৌঢ়ত্ব, স্ত্রীত্ব, নপুংসকত্ব, সুপ্ত প্রবোধনকাল, ঋণিধনাদি বিচার করিয়া মন্ত্র দিবেন।

মন্ত্রসিদ্ধাদি শোধন অর্থাৎ মন্ত্রের সিদ্ধসাধ্যাদি শোধন। আদি পদে স্বকুল, পরকুলাদি বিচার।

তথাহি সারদাতিলকে,—

সিদ্ধঃ সিদ্ধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপহোমতঃ।
সুসিদ্ধো গ্রহণমাত্রেণ অরির্মূল কৃন্তনঃ। ইত্যাদি॥

তন্ত্রোক্ত নিরূপিত সময়ে সিদ্ধমন্ত্র, জপ ও হোম দ্বারা সাধ্যমন্ত্র, সুসিদ্ধমন্ত্র গ্রহণমাত্র সিদ্ধ হয়। অরিমন্ত্র মন্ত্রবীজকে ধ্বংস করে, তন্ত্রনির্দিষ্ট কালে সিদ্ধসিদ্ধমন্ত্র, তদপেক্ষা দ্বিগুণকালে সিদ্ধসাধ্যমন্ত্র, [illegible]

সিদ্ধমন্ত্র সিদ্ধ হয়। সাধ্যসিদ্ধ মন্ত্র দ্বিগুণসময়ে, সাধ্যসুসিদ্ধমন্ত্র ত্রিগুণিত সময়ে সিদ্ধ হয়; সিদ্ধারি-মন্ত্র বন্ধুগণকে, সাধ্যসাধ্যমন্ত্র সুখাদিকে, সাধ্যারিমন্ত্র কলত্রজগণকে নাশ করে। সুসিদ্ধসিদ্ধমন্ত্র অর্দ্ধজপে, সুসিদ্ধসাধ্যমন্ত্র দ্বিগুণজপে সুসিদ্ধসুসিদ্ধমন্ত্র গ্রহণমাত্র সিদ্ধ হয়। সুসিদ্ধারি স্বগোত্রকে, অরিসিদ্ধ পুত্রকে, অরিসাধ্য কন্যাকে, অরিসুসিদ্ধ ভার্য্যাকে এবং অরি-অরি সাধককে বিনাশ করে। সিদ্ধাদি শোধন গুরুর নিকট জানিবেন। নৃসিংহ, সূর্য্য, বরাহ, শিব, প্রণব, বৈদিক, স্বপ্নপ্রাপ্ত, স্ত্রীজাতিদত্ত, একাক্ষর, ত্র্যক্ষর ও মালামন্ত্রে সিদ্ধাদি শোধন করিতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ তুল্য শক্তিশালী গোপালমন্ত্রের কিছুই বিচার করিতে হয় না।

দীক্ষা, মন্ত্র গ্রহণ।

দ্বিজাতির যেমন উপনয়ন না হইলে বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির দেবার্চ্চনাদিতে অধিকার হয় না। অতএব সকলেই দীক্ষিত হইবেন। দীক্ষাকাল,—

চৈত্রমাসে দীক্ষা বহুদুঃখপ্রদা হয়। বৈশাখে রত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠে মরণ, আষাঢ়ে বন্ধুনাশ, শ্রাবণে ভয়, ভাদ্রে প্রজাহানি আশ্বিনে সর্ব্বশুভ, কার্ত্তিকে ধনবৃদ্ধি, অগ্রহায়ণে শুভ, পৌষে জ্ঞানহানি, মাঘে মেধাবৃদ্ধি, ফাল্গুনে সর্ব্ববশ্যত্ব হয়। রবি, বৃহস্পতি, সোম, বুধ ও শুক্রবারে দীক্ষা প্রশস্ত। রোহিণী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, পুষ্যা ও শতভিষা নক্ষত্রে দীক্ষা প্রশস্ত। অশ্বিনী, রোহিণী, স্বাতি, বিশাখা, হস্তা ও জ্যেষ্ঠাতেও দীক্ষা হইতে পারে। দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, দশমী, ত্রয়োদশী ও পূর্ণিমাতে দীক্ষা প্রশস্ত।

শুভ, সিদ্ধ, আয়ুষ্মান্, ধ্রুব, প্রীতি, সৌভাগ্য, [illegible] ও হর্ষণযোগে দীক্ষাতে প্রশস্ত। বৃষ, সিংহ, [illegible] ও মীনলগ্ন দীক্ষার প্রশস্ত। [illegible]

[illegible]

সৎ-তীর্থে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে, শ্রাবণীপূর্ণিমায় ও চৈত্রশুক্লাচতুর্দ্দশীতে মাসাদিশুদ্ধির অপেক্ষা নাই। তন্ত্রসাগরে উক্ত হইয়াছে,—কোনভাগ্যে সদ্‌গুরুর লাভ হইলে, তাঁহার আজ্ঞামাত্র দীক্ষিত হইবেন; দেশকালাদি বিচার করিবেন না। গ্রামে, অরণ্যে ক্ষেত্রে, দিবসে বা রাত্রে যে সময়েই হউক সদ্‌গুরুর লাভ হইলেই দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ক্রিয়াময়ী, কলাত্মা, বর্ণময়ী ও বেধাময়ী ভেদে দীক্ষা চতুর্ব্বিধা। এখানে ক্রিয়াময়ী দীক্ষার সংক্ষেপ প্রয়োগ বলা হইবে। অন্য ত্রিবিধা দীক্ষা গুরুর নিকট জানিবেন। দীক্ষা প্রয়োগ,—

মন্ত্রগ্রহণের পূর্ব্বদিনে শিষ্য সংযত থাকিয়া মন্ত্রগ্রহণদিনে স্নানাদি করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন পূর্ব্বক তিলক ও মালাধারণ করতঃ বলিবেন,—এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীগুরবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীনারায়ণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। পরে আতপতণ্ডুল ও দুর্ব্বা লইয়া বলিবেন—(শূদ্র ওঁ স্থানে নমঃ পাঠ করিবেন।)

"কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ দীক্ষা কর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং পুণ্যাহং পুণ্যাহং। কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ দীক্ষাকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি তিনবার পড়িবে। কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ দীক্ষাকর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধি তিনবার পড়িবে। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্বদেবাঃ স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।"

এই মন্ত্র দ্বারা তণ্ডুলগুলি ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া কৃতাঞ্জলি হওতঃ বলিবেন,—

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপাঃ পবনো দিকপতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্।"

পরে [illegible]

[illegible]

অমুকাক্ষরমন্ত্রগ্রহণমহং করিষ্যে। পরে গুরুকে বরণ করিবেন।

ওঁ দেবো বা দ্রবিণোদা পূর্ণাঃ বিবষ্টাসিচম্।
উদবাসিঞ্চধ্বমুপবাপিস্নুধ্বমাসিদ্বো দেবভূহস্তে॥

পরে গুরুকে আসন দিয়া বলিবেন,—ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্। গুরু-উক্তি, ওঁ সাধ্বহমাসে। শিষ্য-উক্তি, ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্। গুরু উক্তি, ওঁ অর্চ্চয়। পরে শিষ্য পুষ্প, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা গুরুকে পূজা করিয়া তাঁহার দক্ষিণজানু ধরিয়া বলিবেন, বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ইত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকমন্ত্রোপদেশকর্ম্মণি অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকম্ এভির্গন্ধাদি-ভিরভ্যর্চ্চ্য গুরুত্বেন ভবন্তমহং বৃণে। গুরু উক্তি, ওঁ বৃতোঽস্মি। শিষ্যোক্তি, ওঁ যথাবিহিতং গুরুকর্ম্মকুরু। গুরু উক্তি, ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।

পরে গুরু আচমন, মণ্ডপের দ্বারে সামান্যার্ঘ্য-স্থাপন, অর্ঘ্যজল দ্বারা নিজশরীর ও দ্বারদেশের অভ্যুক্ষণ, দ্বারদেবতার পূজা, মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাস্তুপুরুষাদির পূজা, দীক্ষামণ্ডলনির্ম্মাণ, বিঘ্নোৎসারণ, আসনগ্রহণ, পাত্রাসাদন, দীপ-প্রজ্বালন, গুর্ব্বাদিবন্দন, করশোধন, দিগ্‌বন্ধন, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ন্যাস, মুদ্রা মানস ও বাহ্য পূজা। পরে যথাবিধি সংস্থাপিত ঘটে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যথোক্তবিধানে হোম করিয়া শিষ্যকে অগ্নির নিকটে অভিষেকমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শোধিত ঘটস্থ জল দ্বারা অভিষেক করিয়া শিষ্যসংক্রান্ত আত্মদেবতাকে পূজা করিবেন।

পরে গুরু হুং ফট্ মন্ত্র দ্বারা শিষ্যের শিখাবন্ধন করিয়া তাহার মস্তকে ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিয়া "অমুকমন্ত্রং তে দদামি" ইহা বলিয়া শিষ্য হস্তে জল দিবেন। শিষ্য বলিবেন, "দদস্ব।" পরে গুরু ঋষ্যাদিযুক্ত মন্ত্র শিষ্যদেহে ন্যাস করিয়া [illegible] মন্ত্র দিবেন। পরে শিষ্য ঐ মন্ত্র জপ [illegible]

গুরুচরণে পতিত থাকিবেন। গুরু নিম্নোক্ত বাক্য পাঠ করিয়া শিষ্যকে উঠাইবেন।

"উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোসি সম্যগাচারবান্ ভব।
কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ কান্তিরতুলা বলারোগ্যং সদাস্তু তে॥

পরে স্বশক্তিরক্ষার্থ ঐ মন্ত্র গুরু একশতবার জপ করিবেন। পরে শিষ্য কুশ, তিল ও জল লইয়া "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ইত্যাদি কৃতৈতৎ অমুকমন্ত্রগ্রহণপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে" এই মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণান্ত করিয়া গুরুর প্রসাদ ভোজন করিবেন।

প্রাতঃস্মৃতিকৃত্য অর্থাৎ শৌচ আচমন হইতে উপচারে অর্চ্চন পর্য্যন্ত।

কাশীখণ্ডে বলিয়াছেন, শিশ্নে একবার, মলদ্বারে পাঁচবার, বামকরে দশবার, দুই হাতে সাতবার, দুই পায়ে এক এক বার গৃহীগণ শৌচসাধন মৃত্তিকা লেপন করিবে। গৃহী অপেক্ষা ব্রহ্মচারী দ্বিগুণ, বাণপ্রস্থ ত্রিগুণ ও ভিক্ষু চারিগুণ শৌচাচরণ করিবে। দিবাতে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, রাত্রে তাহার অর্দ্ধ আচরণ করিবে। রুগ্নাবস্থায় তদর্দ্ধ, চৌরাদি দ্বারা আক্রান্ত পথে তদর্দ্ধ, স্ত্রীজাতির পক্ষে তদর্দ্ধ ব্যবস্থেয়। বল্মীক, মুষিকোদ্ধৃত, সলিলমধ্যস্থ প্রভৃতি মৃত্তিকা শৌচকর্ম্মে গ্রহণ করিতে নাই।

আচমনবিধি, মধ্যের অষ্টমে ৯১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে॥ ১৩১॥

(২৮৫ পা) "দন্তধাবন···প্রবোধন॥"

এই ১:২ পয়ারের ভাবার্থ।

আয়ুর্ব্বলং যশোবর্চ্চঃ প্রজা পশুবসূনি চ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো দেহি বনস্পতে॥

অথবা, সোমোরাজায়মাগমন্ স মে [illegible] সংমার্জ্জয়তে যশসা চ ভগেন বা।"

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ [illegible]

[illegible]

করিবে। চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, রবিবার, প্রতিপদ, নবমী, ষষ্ঠী ও শনিবারে কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন নিষেধ। ঐ দিনে, তৃণ, বৃক্ষবল্কল বা পত্র দ্বারা দন্তধাবন করিবে।

স্নানবিধি গদ্যের অষ্টমে ভাবার্থে ৯১ পৃষ্ঠায় দেখুন।

সন্ধ্যা বৈদিকী ও তান্ত্রিকী ভেদে দ্বিবিধা। বৈদিকী সন্ধ্যা গুরুর নিকট জানিবেন। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা যথা, মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা করিতে করিতে "শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি" মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ ধ্যানোদ্দিষ্ট শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে কামগায়ত্রী পাঠ করিয়া "ইদমর্ঘ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দিবেন। পরে সূর্য্যমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া দশবার কামগায়ত্রী জপ করিয়া "ক্ষমস্ব" মন্ত্রে জপ সমাপন পূর্ব্বক "ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" মন্ত্রে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবেন। শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনার্থ উপস্থিত হইয়া অগ্রে গুরুকে সেবা করিবে। স্মৃতি মহার্ণবে বলিয়াছেন,—

"রিক্তপাণি র্ন পশ্যেত রাজানং ভিষজং গুরুম্॥"

রাজা, চিকিৎসক ও গুরুর সহিত রিক্তহস্তে সাক্ষাৎ করিতে নাই।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ তিলক। সম্প্রদায় ভেদে উহার রচনা বিভিন্ন। দশাঙ্গুলপ্রমাণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র উত্তম, নবাঙ্গুল মধ্যম ও অষ্টাঙ্গুল কনিষ্ঠ।

চক্রাদিধারণ, দক্ষিণবাহুতে চক্রচিহ্ন, বাম ও দক্ষিণ উভয় বাহুতে শঙ্খ বামবাহুতে গদা, [illegible] দিবে পুনরায় চক্রধারণ করিতে হয়। [illegible] পদ্ম, বক্ষে খড়্গ, মস্তকে সশর শরাসন [illegible] করিবে। কাষ্ঠাদি দ্বারা চক্রাদির বিম্ব [illegible] করিয়া লইতে হয়।

[illegible] অর্থাৎ মালাধারণ। তুলসীকাষ্ঠ [illegible]

করিবে, পরে ধূপধূম স্পর্শ করাইয়া ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিবে।

"তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতে মালে কৃষ্ণজনপ্রিয়ে।
বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভাম্॥
যথা ত্বং বল্লভা বিষ্ণোর্নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়া।
তথা মাং কুরু দেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়াম্॥
দানে লা ধাতুরুদ্দিষ্টো লাসি মাং হরিবল্লভে।
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্যস্তেন মালা নিগদ্যতে॥"

এই প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিয়া মালাধারণ করিবে।

তুলসী আহরণ, তুলসীচয়ন। তন্মন্ত্র যথা,—

তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি॥
মোক্ষৈকহেতোঃ ধরণী প্রশস্তে
বিষ্ণোঃ সমস্তস্য গুরোঃ প্রিয়েতি।
আরাধনার্থং বরমঞ্জরীকং
লুনামি পত্রং তুলসি ক্ষমস্ব॥

এই মন্ত্র বলিয়া প্রণাম করতঃ দক্ষিণ হস্তে এক একটি পত্র ও মঞ্জরী চয়ন করিবে। স্নান না করিয়া কখন তুলসীচয়ন করিতে নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও রবিবারে তুলসীচয়ন করা নিষেধ থাকিলেও হরিভক্তেরা কেবলমাত্র দ্বাদশীতেই তুলসীচয়ন করেন না।

বস্ত্র, পীঠ ও মন্দির সংস্কারবিধি হরিভক্তিবিলাসে দেখিবেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে দেবগৃহে গমন করতঃ ভাগবতোক্ত প্রভৃতি বা [illegible] অন্যান্য স্তব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জাগরিত করিয়া আরতি করিবেন। ইহাই [illegible] ১৩২।

[illegible]

নৈবেদ্য। [illegible] যথা,—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দন। পঞ্চাশৎ উপচার যথা,—হরিভক্তিবিলাসের একাদশবিলাসোক্ত ৬৪ উপচার হইতে মঙ্গলারতি, নীরাজন মহানীরাজন, নৈবেদ্যার্পণ, পরিধেয়, উত্তরীয়, দিব্যবস্ত্র, তীর্থনির্মাল্যধারণ, কৌস্তুভাদিভূষণ ও মুকুটাদি কয়েকটি বাদ দিলে ৫০ হইতে পারে।

পঞ্চকাল পূজা, অর্থাৎ অতি প্রত্যূষে, প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও আরতি প্রভৃতি করিতে হয়। শ্রীমূর্ত্তির লক্ষণ বিংশ পরিচ্ছেদে দেখিবেন॥ ১৩৩॥

(২৮৫ পা) "বৈষ্ণবলক্ষণ···ভোজন॥" ১৩৪ পয়ারের ভাবার্থ। বৈষ্ণব, শঙ্খ, জল, গন্ধ, পুষ্প ও ধূপাদির লক্ষণ হরিভক্তিবিলাসে দেখিবেন বা গুরুর নিকট জানিবেন। জপাদির বিধিও হরিভক্তিবিলাসে দেখিবেন। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে উক্ত হইল না॥ ১৩৪॥

(২৮৫ পা) "অনিবেদ্য ··· ভক্তির লক্ষণ॥" এই ১৩৫ হইতে ১৩৭ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ। অনিবেদ্য ত্যাগ হইতে ভাগবতশ্রবণ পর্য্যন্ত বিষয়গুলির বিধি পূর্ব্বে সঙ্ক্ষেপে বলা হইয়াছে।

একাদশ্যাদিব্রত নিত্যকর্ম। সূতকাদি অশৌচে ও শ্রাদ্ধবিষয়ে একাদশী নিত্য। একাদশী সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধা। বিদ্ধা একাদশী আবার পূর্ব্ব ও উত্তরবিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধা। প্রতিপদাদি তিথিগণ রবির এক উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অপর উদয় পর্য্যন্ত থাকিলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ তিথি বলে। একাদশী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে [illegible]

[illegible] মুহূর্ত্ত। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাদৃশ দুই মুহূর্ত্ত হইতে যদি একাদশী আরম্ভ হয়, তবে তাহাকে সম্পূর্ণা একাদশী বলে; নচেৎ উহা বিদ্ধা। পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ দশমীবিদ্ধা একাদশী সকলেরই পরিত্যাজ্যা। পূর্ব্ববিদ্ধা একাদশী আবার সন্দিগ্ধা, সংযুক্তা ও সঙ্কীর্ণা ভেদে ত্রিবিধা। একাদশী যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তিনদণ্ডব্যাপিনী হয়, তবে উহা সন্দিগ্ধা। দুইদণ্ড ব্যাপিনী হইলে সংযুক্তা। সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্টিদণ্ডব্যাপিনী হইলে সঙ্কীর্ণ একাদশী বলা হয়। ধর্ম্মফলাভিলাষী ব্যক্তি এই ত্রিবিধা দশমীবিদ্ধা একাদশীকেই ত্যাগ করেন। একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া, দ্বাদশীর দিনে, দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশীর দিনে, অথবা অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিপদের দিনে গমন করিলেই দশমীবেধহীনা সম্পূর্ণা একাদশীকে ত্যাগ করিতে শাস্ত্র উপদেশ দেন। একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশীর দিনে গমন করিলে, সম্পূর্ণা একাদশীকে ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে একাদশী ব্রত করা কর্ত্তব্য; ইহা স্মার্ত্তেরাও অস্বীকার করেন না। অন্যান্য তিথিমলের ন্যায় একাদশীর তিথিমল যে অগ্রাহ্য নহে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তিথি কখন কখন ষষ্টিদণ্ডের অধিক হইয়া পরদিনে গমন করে; ঐ পরদিনগামিনী তিথিকে তিথিমল বলা হয়। তিথিমল সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য হইলেও একাদশী তিথির মল গ্রাহ্য।

দ্বাদশী প্রভৃতির বৃদ্ধিতেও যে একাদশী ত্যাগের ব্যবস্থা আছে, তাহা বলা হইতেছে। শুদ্ধা একাদশী বৃদ্ধি পাইয়া যদি পরদিন কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্ট হয়, অথচ দ্বাদশীর বৃদ্ধি হয় না, উহাকে উন্মীলনী মহাদ্বাদশী বলে। একাদশীর বৃদ্ধি না হইয়া কেবল দ্বাদশীর বৃদ্ধি হইলে, উহাকে ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী বলে। একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীর যোগ হইলে, [illegible] যোগবিরহে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী বলে। পূর্ণিমা [illegible] অমাবস্যা [illegible] অধিক [illegible]

[illegible]

দ্বাদশী বলে। পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযোগে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী জয়ানাম্নী মহাদ্বাদশী হয়। শুক্লপক্ষে শ্রবণা নক্ষত্র যোগে বিজয়ানাম্নী মহাদ্বাদশী হয়। পুষ্যা-যোগে পাপনাশিনী নাম্নী মহাদ্বাদশী এবং রোহিণী যোগে জয়ন্তীনাম্নী মহাদ্বাদশী হয়। এই অষ্টমহা-দ্বাদশী উপস্থিত হইলে শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য। তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—

"দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ সমাখ্যাতা যাঃ পুরাণবিচক্ষণৈঃ।
তাসামেকাপি চ হতা হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥"

সুধীগণ কর্তৃক পুরাণে যে অষ্টমহাদ্বাদশী বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে একটিমাত্র ত্যাগ করিলেও সেই ত্যক্তা দ্বাদশীবর্জ্জনকারির পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট হয়। একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশীর সহিত মিশ্রিত হইলে ঐ দ্বাদশীমিশ্রা একাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য। দ্বাদশী বৃদ্ধি বা অবৃদ্ধির অপেক্ষা নাই। দ্বাদশী বৃদ্ধি না হইলে উন্মীলনী বলিয়া, দ্বাদশী বৃদ্ধি হইলে একাদশীমিশ্রা দ্বাদশী একাদশী বলিয়া উপোষ্যা হইবেন। একাদশীর বৃদ্ধি না হইয়া কেবল দ্বাদশীর বৃদ্ধি হইলে, একাদশীর পরবর্ত্তিনী ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা দ্বাদশী বাঞ্জুলী বলিয়া উপোষ্যা হইবেন। তথাহি পদ্মপুরাণে—

শুক্লপক্ষে তথা কৃষ্ণে যদা ভবতি বাঞ্জুলী।
একাদশীদিনে ভুক্ত্বা দ্বাদশ্যাং কারয়েদ্ব্রতম্॥

শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষে বাঞ্জুলী হইলে একাদশীতে আহার করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করিতে হয়। দ্বাদশীর মধ্য অগ্রাহ্য হইবে। এক দিবসে প্রথমে অল্পমাত্র একাদশী, মধ্যে ক্ষীণা দ্বাদশী ও অন্তে ত্রয়োদশী হইলে, ত্রিস্পৃশা বলিয়া উপোষ্যা হইবেন। ত্রয়োদশীর ক্ষয় হইলে পক্ষবর্দ্ধিনী দ্বাদশীতে উপবাস না হইয়া একাদশীতে উপবাস হইবে; কারণ, ঐ স্থলে দ্বাদশীতে উপবাস করিলে, নৃসিংহচতুর্দ্দশীর অনুরোধে পারণের লোপ অথবা পারণের অনু-রোধে চতুর্দ্দশীব্রতের লোপ হইতে পারে। আর শুদ্ধ বা অশুদ্ধ যে কোন মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে পুনর্ব্বসু, শ্রবণাদি যোগে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী চারিটি মহাদ্বাদশীই উপোষ্যা। তথাহ ব্রহ্মপুরাণে,—

"তামুপোষ্য নরো ঘোরে নরকে নৈব মজ্জতীত্যাদি।"

জয়ানাম্নী দ্বাদশীতে উপবাস করিলে ভীষণ নরকে পতিত হয় না। ব্রহ্মপুরাণোক্ত "দ্বাদশ্যাস্তু নিরাহার" ও "জয়ন্ত্যান্তু নিরাহারঃ" এবং "ইমা-মেকামুপোষ্যৈব" ইত্যাদি বচনে বিজয়া প্রভৃতি দ্বাদশীতেই উপবাস করিতে বলিলেন। পুনর্ব্বসু প্রভৃতি নক্ষত্র সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে প্রবৃত্ত হওয়া চাই। উহারা সূর্য্যোদয়ের পর প্রবৃত্ত হইলে মহাদ্বাদশী হইবে না। ঐ সকল নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয়ের সময় হইতে প্রবৃত্ত হয়, তবে দিনমান অপেক্ষায় অধিক বা সমান কিম্বা ন্যূন হইলেও মহাদ্বাদশী হইবে। আর যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হয়, তবে দিনমানাপেক্ষা অধিক বা সমান হইলেই হইবে, ন্যূন হইলে হইবে না।

জয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী স্থলে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত, বিজয়া স্থলে অন্ততঃ বেলা দেড়প্রহর পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা চাই। দেড়প্রহর পর্য্যন্ত দ্বাদশী না থাকিলে, ত্রয়োদশীর ক্ষয়ে চতুর্দ্দশীতে পারণ ঘটিবে, চতুর্দ্দশীতে পারণ, কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না। উপবাস দিন তিথি ও নক্ষত্র বর্দ্ধিত হইয়া পরদিনে গমন করিলে, তিথির আধিক্যে নক্ষত্রান্তে দ্বাদশীর প্রথমপাদ ত্যাগ করিয়া তিথির মধ্যেই; আর নক্ষত্রাধিক্যে তিথি ও নক্ষত্র উভয়েরই মধ্যেই পারণ করিতে হইবে; কারণ দ্বাদশীতিথির লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। পারণদিনে যদি দ্বাদশী না থাকে, এবং রোহিণী ও শ্রবণা-নক্ষত্র বৃদ্ধি পায়, তবে নক্ষত্র মধ্যেই; আর যদি পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে নক্ষত্রান্তে পারণ করিতে হইবে।

পক্ষকৃত্য বলিলেন। মাসকৃত্য অর্থাৎ অগ্রহায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি-মাসের মাসকৃত্য সকল যথাবিধি পালন করিতে হইবে। হরিভক্তিবিলাসে সবি-শেষ দেখিবেন।

ফাল্গুনকৃত্যে শিবরাত্রিব্রত। ভগবৎপ্রীতির জন্য বৈষ্ণবগণ শিবরাত্রি ব্রত করেন। ত্রয়োদশী বিদ্ধা চতুর্দ্দশী বৈষ্ণবগণ ত্যাগ করেন, কখনই বিদ্ধাব্রত করেন না। চৈত্রকৃত্যে শ্রীরামনবমী শুদ্ধা গ্রাহ্যা ও পূর্ব্ববিদ্ধা ত্যাজ্যা; কিন্তু একাদশীব্রতভঙ্গের সম্ভাবনা ঘটিলে, পূর্ব্ববিদ্ধাও গ্রাহ্য হয়েন। নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী শুদ্ধাই গ্রাহ্যা। ভাদ্রকৃত্যে জন্মাষ্টমী। কেবল অষ্টমীতে উপবাস অপেক্ষা রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে উপবাস করিলে ফলাতিশয় হয়। ঐ রোহিণী যদি অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমীর সহিত সংযোগ পায়, অথবা রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে সোমবার বা বুধবারের লাভ হয়, কিম্বা তাদৃশ অষ্টমী যদি নবমী সংযুক্তা হয়; তাহা হইলেও মহাফলা হয়।

কিন্তু ঐ রোহিণীর প্রভৃতির যোগ না হইলেও কেবল অষ্টমীতেই উপবাস করিবে; কারণ, অষ্টমীতে উপবাসই বিধি; রোহিণ্যাদির যোগ কেবল বৈশিষ্ট্যবোধক। অষ্টমীতে উপবাস না করিলে, ব্রত লোপ ঘটিয়া থাকে। ঐ অষ্টমীতে সপ্তমী বিদ্ধা হইলে, সর্ব্বথা ত্যাজ্যা। রোহিণীর, সোম বা বুধবারের যোগ হইলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে উপবাস কর্ত্তব্য নহে। সপ্তমীবিদ্ধ-রহিতা বা শুদ্ধা অষ্টমী না পাইলে, নবমীতেও উপবাস হইবে। শুদ্ধা অষ্টমী পাইলে, নক্ষত্রাদির যোগ হউক বা না হউক, ঐ দিবসেই উপবাস হইবে। যদি শুদ্ধা অষ্টমী সূর্য্যোদয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়া বৃদ্ধিক্রমে পরদিনে গমন করে এবং পরদিনে যদি অষ্টমী মুহূর্ত্তের ন্যূন বা অন্যূন কাল ব্যাপিয়া থাকে এবং নক্ষত্র ও বারের যোগ না হয়, তবে পূর্ব্বদিন উপবাস হইবে। পরদিন নক্ষত্র ও বারের যোগ হইলে পরদিন উপবাস হইবে। শুদ্ধাষ্টমী দুই দিন হইলে, যে দিন অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী পাইবে, সেই দিন উপবাস হইবে। দুই দিনই অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী পাইলে পূর্ব্বদিন, না পাইলে পরদিন উপবাস হইবে। যদি পূর্ব্বদিন সোম বা বুধবার যোগ হয়, তবে পূর্ব্বদিন উপবাস হইবে। পারণদিনে তিথির বৃদ্ধিক্রমে অষ্টমী থাকিলে, অষ্টমী তিথির অন্তে এবং নক্ষত্রের বৃদ্ধি-ক্রমে নক্ষত্র থাকিলে রোহিণীর অন্তে পারণ হইবে। কেহ কেহ বলেন, ব্রতেই যখন নক্ষত্রের অপেক্ষা নাই, তখন পারণে নক্ষত্রের অপেক্ষা কেন? তিথিঘটিত ব্রতে তিথিরই অপেক্ষা। উপবাসদিনে অষ্টমী ষাটদণ্ড হইয়া পরদিনে গমন করিলেও অল্পক্ষণই থাকে; পরদিনের কৃত্য করিতে করিতে উক্ত তিথিমান শেষ হয়; অতএব উৎসবান্তে পারণের বিধান হইয়াছে। এই মতে তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের বৃদ্ধি হইলেও উৎসবান্তে বা তিথ্যন্তেই পারণ উক্ত হয়, উভয়ের অন্তে পারণ উক্ত হয় না।

শ্রবণদ্বাদশী মাসকৃত্যের মধ্যে। মাসকৃত্য মলমাসে হয় না। অতএব শুদ্ধ ভাদ্রের শুক্লাদ্বাদশী শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা হইলে শ্রবণদ্বাদশী বলে। শ্রবণ-দ্বাদশী উপস্থিত হইলে এবং উহা মহাদ্বাদশীলক্ষণ-যুক্তা না হইলে, কেহ কেহ সমর্থপক্ষে একাদশী ও দ্বাদশী এই দুইটি ও অসমর্থপক্ষে কেবল দ্বাদশীতে উপবাসের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, শ্রবণাদ্বাদশীও যখন মহাদ্বাদশীলক্ষণযুক্তা না হইলে উপোষ্যা হয়েন না এবং মহাদ্বাদশী উপস্থিত হইলে, যখন একাদশী ত্যাগ করিয়াও মহাদ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হয়, তখন শ্রবণ-দ্বাদশীতেও তাহাই না হইবে কেন? দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ না হইয়া কেবল একাদশীতেই যদি উহার যোগ হয়, তবে একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিতে হইবে; ইহাকে শ্রবণৈকাদশী বলে। কিন্তু ঐ শ্রবণাযুক্তা একাদশীর রাত্রি প্রভৃতি কোন সময়েও যদি দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ না হয়, তবেই উক্ত যোগ দিবসকে শ্রবণৈকাদশী বলে। অন্যথা ঐ যোগদিবসের উপবাসকে শ্রবণৈকাদশীর উপবাস না বলিয়া বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগের উপবাস বলা হইবে। কারণ

একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণা একদিনে হইলে, ঐ যোগদিবসকে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ বলে। বিষ্ণুশৃঙ্খল উপস্থিত হইলে, উহার বিশেষত্ব হেতু বৈষ্ণবগণ ঐ দিনই উপবাস করেন। বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ দুই প্রকার। একাদশীর সহিত শ্রবণস্পৃষ্ট দ্বাদশীর যোগে সামান্য এবং শ্রবণস্পৃষ্ট একাদশী ও শ্রবণস্পৃষ্ট দ্বাদশীর পরস্পর যোগে বিশেষ। উভয়এই যোগদিনই উপোষ্য। পরদিন মহাদ্বাদশী না ঘটিলে, পূর্ব্বদিন শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হউক বা না হউক পূর্ব্বদিনই উপোষ্যা হইবেন। কারণ, পূর্ব্বদিন শ্রবণার যোগে বিষ্ণুশৃঙ্খল হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খল বলিয়া এবং বিষ্ণুশৃঙ্খল না হইলে শ্রবণৈকাদশী বলিয়া উপোষ্যা হইবেন; আর পূর্ব্বদিন যদি শ্রবণার যোগ ও মহাদ্বাদশী না হয়, তবে একাদশীর অত্যাজ্যত্ব হেতু একাদশী বলিয়াই উপোষ্যা হন। বুধবারে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হইলে, উহাকে দেবদুন্দুভিযোগ বলে। উক্ত যোগের অধিকতর মাহাত্ম্য। মহাদ্বাদশী হইলে উপবাসদিনে বৃদ্ধিবশতঃ তিথি ও নক্ষত্রের পরদিনে গমন হইলে নক্ষত্রান্তে তিথিমধ্যেই পারণ করিতে হইবে। নক্ষত্রের আধিক্যে বা সাম্যেও তিথি ত্যাজ্য হইবে না। তিথির অভাব হইলে ত্রয়োদশীতে পারণ হইবে।

সামান্য বিষ্ণুশৃঙ্খলস্থলে তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের পরদিনগমনে তিথ্যাধিক্যে নক্ষত্রান্তে এবং নক্ষত্রাধিক্যে বা তিথি ও নক্ষত্র সমান হইলেও দ্বাদশী অতিক্রম দোষাবহ বলিয়া দ্বাদশীতিথিমধ্যেই পারণ হইবে। তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপ্তিতে, রাত্রিপারণ নিষিদ্ধ বলিয়া দিবাভাগে যথাকালেই পারণ হইবে। বিশেষ বিষ্ণুশৃঙ্খলস্থলে দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ হইবে। এ স্থলে দ্বাদশীর ক্ষয় হয় বলিয়াই, ত্রয়োদশীতে পারণ বিধান জানিবেন। শ্রবণদ্বাদশীর উপবাসদিনে এবং বিষ্ণুশৃঙ্খল হইলে পারণ দিনেই বামনদেবের উৎসব হইবে। বামনব্রতে উপবাসের বিধান নাই, কেবল উৎসবই কর্ত্তব্য। শ্রবণদ্বাদশী কিম্বা সামান্য বিষ্ণুশৃঙ্খলে বিদ্ধা ত্যাগ কর্ত্তব্য। বিশেষ বিষ্ণুশৃঙ্খলে বিদ্ধা ত্যাগ অসম্ভব; কারণ উহাকে বিজয়া বলে।

কার্ত্তিকমাসের দীপান্বিতা অমাবস্যার পর শুক্লাপ্রতিপদের নাম দ্যূতপ্রতিপৎ। উহা পরবিদ্ধা ত্যাজ্যা ও পূর্ব্ববিদ্ধাই গ্রাহ্যা। ঐ দিন গো ও গোবর্দ্ধনাদি পূজা করিতে হয়।

রাসযাত্রা।—যে দিন প্রদোষে মুহূর্ত্তের অন্যূন পূর্ণিমা হইবে, সেই দিনই রাস আরম্ভ হইবে। দুই দিনে প্রদোষে মুহূর্ত্তের অন্যূন পূর্ণিমা হইলে পরদিন, না হইলে পূর্ব্বদিন রাসারম্ভ হইবে।

কেহ বলেন, যে দিন রাকানাম্নী পূর্ণিমা, সেই দিনই রাসারম্ভ কর্ত্তব্য। পূর্ণিমা দ্বিবিধা; অনুমতি ও রাকা। যে পূর্ণিমায় সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কলাহীন চন্দ্রের উদয় হয়, তাহাকে অনুমতি বলে। যে পূর্ণিমায় সূর্য্যাস্তের পর পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, তাহাকে রাকা বলে। যে দিন অপরাহ্ণ-ত্রিমুহূর্ত্তব্যাপিনী পূর্ণিমা হয়, সেই দিন রাকা পূর্ণিমা। দিনমানকে পাঁচ ভাগ করিয়া তাহার চতুর্থ ভাগকে অপরাহ্ণ বলে। অপরাহ্ণের পরিমাণ তিন মুহূর্ত্ত বা ছয় দণ্ড। অতএব দিবা আঠার দণ্ডের পর যদি ছয় দণ্ড পূর্ণিমা থাকে, তবে তাহাকে রাকা বলে। কারণ ঐ দিনেই পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়।

কেহ বলেন, যে দিন অভিজিৎসময় অর্থাৎ দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্ত বা মধ্যাহ্নব্যাপিনী পূর্ণিমা সেই দিনই রাসারম্ভ কর্ত্তব্য।

কেহ বলেন, রাসযাত্রাতেও পূর্ব্ববিদ্ধা পূর্ণিমা বর্জ্জনীয়া। বস্তুতঃ রাকা পূর্ণিমার গুণাধায়কত্ব হেতু এবং অমূলকত্ব হেতু অপর মত অনাদরণীয়।

এই সবের বিদ্ধা ত্যাগ ইত্যাদি অর্থাৎ একাদশী, রামনবমী, জন্মাষ্টমী ও নৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রভৃতি ব্রতের শুদ্ধা তিথিই গ্রাহ্যা, পূর্ব্ববিদ্ধা ত্যাজ্যা, ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

এবং ক্ষেয়ানি বাক্যানি বিদ্ধাব্রতপরাণি তু।
অবৈষ্ণবপ্রমাণ্যোব শুক্রমায়া কৃতানি বা ॥
ইথঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি ব্রতত্যাগ ন বৈষ্ণবৈঃ।
বিদ্ধেষহঃসু কার্য্যাণি তাদৃগ্‌দোষগণাশ্রয়াৎ ॥"

বিদ্ধোপবাসের প্রতি যে সমস্ত বচন আছে, তৎসমস্তই অবৈষ্ণববিষয়ক বা শুক্রমায়াকল্পিত জানিবেন। এরূপ জন্মাষ্টম্যাদি ব্রতসমূহ বিদ্ধাদিনে করা বৈষ্ণবগণের অকর্ত্তব্য, করিলে পূর্ব্বোক্ত মহাদোষসকল উপস্থিত হয়। উপবাসাদি ব্রত নিবৃত্তিরূপ কর্ম্ম। একাদশ্যাদি ব্রত নিত্যকর্ম্ম। যাহা আচরণ না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাহা নিত্য ও মুখ্য; ইহা সাধারণ নিয়ম। যাহাতে ভগবত্তোষণরূপ ফল বিশেষ লাভ হয়, তাহা নিত্য ও মুখ্য; ইহা অসাধারণ নিয়ম। অথবা যাহা আচরণ করিলে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় তাহাই মুখ্যতর। অতএব একাদশ্যাদি ব্রত আচরণ না করিলে প্রত্যবায় এবং আচরণে ভক্তিলাভ হেতু, উহা সকল লোকের পক্ষে মুখ্যতর ও নিত্য বিষয়ে অবশ্য আচরণীয়। ১৩৫-১৩৭।

(২৮৫ পা।) "সর্ব্বত্র ... লিখিয়া ॥" এই ১৩৮ ও ১৩৯ পয়ারের ভাবার্থ। শ্রীমূর্ত্তিনির্ম্মাণ ও বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ-বিধি হরিভক্তিবিলাসে ১৮ ও ২০ বিলাসে দেখিবেন।

মহাপ্রভু কহিলেন, সনাতন, বৈষ্ণবগণের আচরণীয় কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সামান্য সদাচার সঙ্ক্ষেপে বলিলাম; তুমি ইহাকে বিস্তার করিয়া লিখিবে। নিজগ্রন্থ অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে। সনাতনে প্রসাদ, সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ প্রদানরূপ কৃপা ॥ ১৩৮।১৩৯ ॥

(২৮৫ পা।) "গৌড়েন্দ্রস্যেত্যাদি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। কর্ণপূর সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর প্রসাদ নিজগ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই শ্লোক ॥ ১৪১৫ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ প্রবোধিনী ॥২৪॥

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

(২৮৭ পা।) "বৈষ্ণবীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। গ্রন্থকার পরিচ্ছেদোক্ত বিষয় শ্লোকার্থে বলিলেন ॥ ১ ॥

(২৮৭ পা।) "জয় জয় ... নিবেদন ॥" এই ১ম হইতে ৩য় পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। এইমত, পূর্ব্বপরিচ্ছেদোক্তরূপে। তারে, সনাতনকে। পূর্ব্বে লিখিয়াছি, আদির সপ্তমে বলিয়াছি। ইহা, এই পরিচ্ছেদে। শেখর, চন্দ্রশেখর ॥ ১-৩॥

(২৮৭ পা) "ভক্ত দুঃখ...মন কাণ ॥" এই ৪ হইতে ৭ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। হেনকালে, যে সময় মহাপ্রভু সন্ন্যাসির মন ফিরাইতে মনে করিলেন

সেই সময়ে। বিপ্র, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে, আদির সপ্তমে ॥ ৪-৭ ॥

(২৮৮ পা) "সূত্র ··· মুক্তি হয় ॥" এই ৮ ও ৯ পয়ারের ভাবার্থ সরল। আচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য। মুখ্যার্থ, সরলার্থ বা সন্দেহ নিরসন অর্থ ॥ ৮।৯ ॥

(২৮৮ পা) "শ্রেয়ঃ সৃতিমিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২০৫ পৃষ্ঠায় দেখুন। "ভক্তি বিনু" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ২ ৷

(২৮৮ পা) "যেহন্যে" ইতি। শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২০৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। "ভক্তিবিনু" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৩ ॥

(২৮৮ পা) "ব্রহ্ম শব্দে...উপহাস ॥" ১০ পয়ারের ভাবার্থ সরল। তাহে, সবিশেষ ভগবানে। হান, নষ্ট। তাহা, চিচ্ছক্তি ॥ ১০ ॥

(২৮৮ পা) "হ্লাদিন্যেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ১৮১ পৃষ্ঠায় দেখুন। "শ্রুতি পুরাণ" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৪ ॥

(২৮৮ পা) "নাতঃ পরমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে চিদানন্দময়, তাহা এই শ্লোকে প্রমাণ করিলেন ॥ ৫ ॥

(২৮৯ পা) "দৃষ্টং শ্রুতিমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। 'চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণ' প্রমাণ শ্লোক ॥ ৬ ॥

(২৮৯ পা) "তদ্বা ইদমিতি" এবং "অবজানন্তীতি।" এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণদেহকে যে মায়িক বলা মহাপাপ এবং শ্রীকৃষ্ণদেহ মায়িক নহে, তৎপ্রমাণ এই শ্লোক। ৭।৮ ॥

(২৮৯ পা) "তানহমিতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। শ্রীকৃষ্ণদেহকে যাহারা মায়িক বলে, তাহাদের কি গতি হয়, তাহা প্রমাণ করিলেন ॥ ৯ ॥

(২৮৯ পা) "সূত্রে পরিণাম ··· ··· অন্যরীতে ॥" এই ১২ হইতে ১৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। পরমার্থ বিচার ইত্যাদি অর্থাৎ কোথায় শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাইয়া সংসার তরিব, শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দ দেহের বিচার করিব; তা না হইয়া শ্রীকৃষ্ণদেহকে মায়িক বলিয়া বিবাদ করতঃ অপরাধে মজিব। সেই, প্রকাশানন্দের শিষ্য। তাতে, অদ্বৈতবাদ স্থাপনের চেষ্টা থাকায়। অন্যরীতে, অন্যপ্রকারে ॥ ১২-১৫ ॥

(২৯০ পা) "ভগবত্তা ··· সত্যমানি ॥" এই ১৬ হইতে ১৯ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। অতএব, ভগবত্তা স্বীকার করিলে অদ্বৈত স্থাপন করা যায় না বলিয়া। সেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে ইত্যাদি অর্থাৎ যে যে গ্রন্থকর্ত্তা যে যে গ্রন্থ করিয়াছেন, সেই সেই গ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্তা নিজমত স্থাপন করিতে চেষ্টা করায়; শাস্ত্রের সহজ অর্থ বুঝা যায় না। ইহার কারণ বলিতেছেন, "মীমাংসক" ইত্যাদি ॥ ১৬ ১৯ ॥

(২৯০ পা) "তর্কোপ্রতিষ্ঠ" ইতি। শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ১৭৩

পৃষ্ঠায় দেখুন। "মহাজন" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ১০ ॥

(২৯০ পা) "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ... ... ক্ষমাইল ॥" এই ২০ হইতে ২৫ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। এ সব বৃত্তান্ত অর্থাৎ "আচার্য্যের আগ্রহ এই পয়ার হইতে "সেই ভক্তনার" এই পয়ার পর্য্যন্ত প্রকাশানন্দের কথা শুনিয়া। সেই, বিপ্র, মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ। "প্রভু কহে" ইত্যাদি পয়ারোক্ত মহাপ্রভুর বাক্যগুলি দৈন্যসূচক। তিঁহো কহে, প্রকাশানন্দ বলিলেন ॥ ২০ ২৫ ॥

(২৯০ পা) "জীবন্মুক্তেতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। মহাপ্রভুর নিন্দায় প্রকাশানন্দের যে অপরাধ হইয়াছে; তাহা এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন ॥ ১২ ॥

(২৯১ পা) "ন বৈ ভাগবত" ইতি। শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "তোমার চরণস্পর্শি" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ১৩ ॥

(২৯১ পা) "প্রভু কহে ... গণন ॥" এই ২৬ পয়ারের ভাবার্থ সরল। অপরাধ-চিহ্ন, অপরাধের চিহ্ন ॥ ২৬ ॥

(২৯১ পা) "যস্থিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ১৬১ পৃষ্ঠায় দেখুন। "জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ১৪ ॥

(২৯১ পা) "মুক্তানামপীতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ১৯৪ পৃষ্ঠায় দেখুন। শ্রীকৃষ্ণদাস যে সকলের পূজ্য, তাহা প্রমাণ করিলেন ॥ ১৫ ॥

(২৯১ পা) "আয়ুঃ শ্রিয়মিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ১৫৪ পৃষ্ঠায় দেখুন। "সর্ব্বনাশ হয়" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ১৬ ॥

(২৯১ পা) "নৈষামিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ২৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন। "এবে তোমার" পর পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ১৭ ॥

(২৯১ পা) "এবে তোমার ... হয় জ্ঞান ॥" এই ২৮ হইতে ৩১ পয়ার পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। তাহাই, বিন্দুমাধব-মন্দিরে। অতি তুচ্ছজ্ঞান, অত্যল্পজ্ঞান। আমি জীব অতি তুচ্ছজ্ঞান ইত্যাদি বাক্য মহাপ্রভুর দৈন্যোক্তি। আপন সূত্রের ইত্যাদি অর্থাৎ বেদান্ত সূত্রার্থ ভাগবত শাস্ত্র ॥ ২৮-৩১ ॥

(২৯১ পা) "প্রণবের .. কৈল ॥" এই ৩২ পয়ারের ভাবার্থ। প্রণবের যে অর্থ তাহা গায়ত্রীতে উক্ত হইয়াছে। গায়ত্রীর অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

সাধারণের অবগতির জন্য বেদপ্রতিপাদ্য প্রণব ও গায়ত্রীর টীকা প্রদত্ত হইল।

প্রণবার্থ যথা, ওঁমিতি অকার-উকার-মকারাত্মকোঽয়ং শব্দঃ। অবতি ইতি ওম্, অবধাতোর্ম্মন্ প্রত্যয়ে কৃতে তস্যাতোলোপঃ গুণঃ ইতি সূত্রেণ ওমিতি শব্দস্য সিদ্ধিঃ। অবধাতু রক্ষণে ইচ্ছোৎপাদনে গতৌ স্পৃহায়াং প্রবেশে তৃপ্তৌ শোভায়াং শ্রবণে ব্যাপ্তৌ আলিঙ্গনে প্রার্থনে সত্তায়াং বৃদ্ধৌ গ্রহণে বধে সামর্থ্যে অবগমে কারণে চ। অত্র অকারো বৈ সর্ব্বাবাক্ ইতি শ্রুতেঃ; অকারো ভগবদ্বাচকঃ। অক্ষরাণামকারোঽস্মি ইতি গীতাস্মরণাৎ। অকারো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতৌ। সর্ব্ববাচক-

কারণাত্মাভিধানাৎ সর্ব্বাচ্চাকারণমেবেতি কারণবাচকোঽয়মকার। তেন কারণত্বোপযুক্তাঃ, জ্ঞানশক্ত্যাদয়ঃ রক্ষকত্বোপযুক্তাঃ, দয়াবাৎসল্যাদয় অপি অবোপলক্ষন্তে। উকারো লক্ষ্মীবাচকঃ। উ শব্দে ইত্যস্মাৎ ক্বিপ্। উ অনুকম্পাযুক্তা বিস্ময়জনকশক্তিযুক্তা শ্রীভগবৎপ্রিয়া শ্রীরাধিকা অত্র যুক্তা। রাধ্ স-সিদ্ধৌ নিষ্পাদনে পাকে সাধনে ব্যাপ্তৌ তোষে অনুমায়াঞ্চ, রাধধাতোরচ্ অজাদ্যন্তটাপ্ রাধা। বিরংসয়া রমণীয়দেহত্বেনাবির্ভূতা গোলোকস্থ পুরুষোত্তমার্দ্ধাঙ্গস্বরূপা শক্তিঃ, প্রধান গোপিকা শ্রীবৃষভানুসুতা উকারঃ শব্দবাচ্যা গৃহ্যতে। "অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ। উকারেণোচ্যতে রাধা মকারঃ জীববাচকঃ॥" ইতি পাদ্মসংহিতায়াং প্রণবার্থঃ প্রতিপাদিতঃ। উ ইতি অবধারণবাচকো বা। তদেবাগ্নিস্তদায়ুস্তচ্চন্দ্রমা ইতি এবাকারস্থ স্থানে উকারস্য প্রয়োগাৎ শ্রীরাধাসহিতঃ শ্রীকৃষ্ণ এব প্রতিপাদ্যতে। মকারো জীববাচকঃ। পঞ্চবিংশাক্ষরো মকারঃ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মক-প্রধানাপ্যাতিরিক্তং জীবাত্মানমাহ। মন অববোধনে, ইত্যস্মাৎ ক্বিপ্ প্রত্যয়ে কৃতে মকারশব্দো নিষ্পন্নঃ। মকারস্য জ্ঞানস্বরূপত্বং জ্ঞানগুণকত্বঞ্চার্থঃ। তদেবমর্থঃ, মকারবাচ্যো জীবঃ, অকার-উকারাখ্যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণায় আত্মানং সমর্পয়েৎ। অত্র অকারোকারোলুপ্তচতুর্থীকপদম্। তথা চ শ্রুতিঃ, ব্রহ্মণে ত্বা মহসে ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। যে তু প্রথমান্তমকারং কৃত্বা মকারসামানাধিকরণ্যেন জীবব্রহ্মণোরৈক্যং বর্ণয়ন্তি তে ভ্রান্তাঃ শ্রুতিশব্দবিরোধং জানন্তোঽপি ন জানন্ত্যেব। পঞ্চরাত্রে চৈবং প্রণবার্থো বর্ণিতঃ, "অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ। উকারেণোচ্যতে লক্ষ্মীঃ মকারো জীববাচকঃ॥"

অস্যার্থ—অকার, উকার ও মকারাত্মক শব্দ প্রণব। অবধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করিলে ওম্ শব্দের সিদ্ধি হয়। অব ধাতুর অর্থ যথা,—রক্ষণ, ইচ্ছোৎপাদন, প্রাপ্তি, জ্ঞান, স্পৃহা, প্রবেশ, তৃপ্তি, শোভা, শ্রবণ, ব্যাপ্তি, আলিঙ্গন, প্রার্থনা, সত্তা, বৃদ্ধি, গ্রহণ, বধ, সামর্থ্য, অবগম ও কারণ। অকারো বৈ সর্ব্বাবাক্ এই শ্রুতি প্রমাণে, অকার শ্রীভগবানের বাচক। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, অক্ষর সকলের মধ্যে আমি অকার। বিষ্ণুই অকার ইহা শ্রুতি বলেন। অকার সর্ব্ববাচকের কারণ। বেদাদি সকল শাস্ত্রের বাচ্য এবং সর্ব্বকারণ শ্রীকৃষ্ণের বাচক অকার; এই হেতু জ্ঞান, শক্ত্যাদি, দয়া বাৎসল্যাদি গুণ উপলক্ষিত হয়। উকার লক্ষ্মীবাচক। উ শব্দের উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়। উকারের অর্থ অনুকম্পযুক্তা বিস্ময়জনকশক্তিবিশিষ্টা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধা। রাধ্+অচ্+আপ্ প্রত্যয় দ্বারা রাধাপদ সিদ্ধ। রাধ্ ধাতুর অর্থ সিদ্ধি, নিষ্পাদন, পাক, সাধন, ব্যাপ্তি, তুষ্টি, অনুমা। রমণেচ্ছা দ্বারা রমণীয়দেহস্বরূপে আবির্ভূতা গোলোকস্থ শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা শক্তিপ্রধানাগোপী বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধাই উকার শব্দের বাচ্য; ইহা প্রতিপন্ন হইল। পদ্মসংহিতায় প্রণবের অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন, সর্ব্বলোকের একমাত্র নায়ক শ্রীকৃষ্ণ অকার শব্দে, শ্রীরাধা উকার শব্দে এবং জীব মকার শব্দে কথিত হয়। অথবা, উকার অবধারণ বাচক। অকার স্থানে উকার প্রয়োগ হেতু শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ এরূপ অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে। মকার জীববাচক। ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চবিংশাক্ষর মকারের অর্থ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মক প্রধানের অতিরিক্ত জীবাত্মা। মন+ক্বিপ্ প্রত্যয়ে মকার শব্দ নিষ্পন্ন হয়। মন্ ধাতুর অর্থ অববোধন। মকারের জ্ঞানস্বরূপত্ব ও জ্ঞানগুণকত্ব অর্থের প্রাপ্তি হইতেছে। সুতরাং মকারবাচ্য জীব। মকার অর্থাৎ জীব অকার এবং উকার নামক শ্রীরাধাকৃষ্ণে আত্মনিবেদন করিবেন; ইহাই প্রণবের অর্থ। অতএব অকার উকার অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধতত্ত্ব। আত্মনিবেদনটি অভিধেয় তত্ত্ব প্রতিপন্ন হইল। শ্রুতিও বলেন, জীব ব্রহ্মে আত্মাকে যোজনা করিবেন।

যাঁহারা সামানাধিকরণ্য দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের অভেদত্ব বর্ণনা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত।

গায়ত্রীর টীকা—ভবতি ইতি ভূঃ। ভূ সত্তায়াং প্রাপ্তৌ ব্যাপ্তৌ শুদ্ধৌ চিন্তনে মিশ্রণে চ। ভূ ইত্যস্মাৎ ক্বিপ্, শ্রীহরের্নারায়ণস্য বাচকঃ। ভূরিতি বাগ্নিঃ, ভূরিতি বিষ্ণুব্যাপকঃ। ভূরৈশ্বর্য্য-বাচকঃ। ভবতীতি ভুবঃ ভুবর্লোকঃ। ভুব ইতি বায়ুরিতি শ্রুতেঃ। ভুবো বীর্য্যং নিরূপিতম্। স্ববঃ শ্রীঃ গৃহ্যতে। স্ববরিত্যাদিত্যো শ্রুতেঃ, জগদীশ্বরঃ। মহঃ মহর্লোকে। মহঃ পূজায়াং দীপ্তৌ বৃদ্ধৌ পূজনে চ। মহস্ ইত্যস্মাদিক প্রত্যয়ঃ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ। মহ ইতি চন্দ্রমা ইতি শ্রুতেঃ। মহঃ পরং যশঃ। জনঃ জনলোকে। জন জননে, ইত্যস্মাদচ্। জায়তে ইতি জন জগৎকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণঃ। পূর্ব্বো হি জাতঃ সঃ উ গর্ভে অন্তঃ স বিজায়মানঃ স জনিষ্য-মানঃ, ইতি শ্রুতেঃ। জনঃ বৈরাগ্যম্। তপঃ তপ-লোকে। তপ দাহে ঐশ্বর্য্যে চ, ইত্যস্মাদসুন্ প্রত্যয়ে কৃতে নিষ্পন্নোহয়ং শব্দঃ, ভগবদ্বাচকঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-যুক্তঃ শ্রীকৃষ্ণ এব। যস্য জ্ঞানময়ং তপ ইতি শ্রুতেঃ, তপজ্ঞানম্। সতে সাধবে হিতম ইতি সত্যম্, ভক্তবৎসলঃ সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীমন্নারায়ণঃ। সত্যমিতি সত্যলোকে চ। সাবিত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষিঃ গায়ত্রী-ছন্দঃ সবিতা দেবতা ভগবদ্ভক্তিপ্রাপ্ত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। দেবস্য চেতনাচেতনাত্মকজগৎ-ক্রীড়ায়াং মোদমানস্য নিরতিশয়কান্তিযুক্তস্য নিরতিশয়স্তুতিযুক্তস্য শ্রীবৃন্দাবনবিহারযুক্তস্য শ্রীরাসক্রীড়ায়াং মোদমানস্য গোপীনাং মদনিবার-কস্য। দিবধাতোঃ পচাদ্যচ্। সবিতুঃ সকলজগৎ-স্রষ্টুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য। সুধাতোরচ্ প্রত্যয়ঃ। বরেণ্যং সর্ব্বৈঃ ভগবদ্ভক্তৈঃ প্রার্থনীয়ম্। বৃধাতোরেণ্য প্রত্যয়ঃ। বৃ বরণে সেবায়াম্ আবরণে চ। বরণীয়ং, ইয়ঙাদেশেন পাদপূর্ত্তিঃ করণীয়া ইতি পিঙ্গলা-চার্য্যানুশাসনম্। "ইয়াদিঃ পূরণ" ইতি পিঙ্গল সূ। চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রীতি শ্রুতেঃ। সদা বৈষ্ণবৈঃ শ্রীকৃষ্ণ এব সেবনীয় বরণীয়শ্চ। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ ইত্যাদি শ্রুত্যা শ্রীকৃষ্ণস্য পরমাত্মনো বরণীয়ত্বমুক্তম্। যথা কন্যা স্বাভিমতমেব স্বপতিত্বেন বৃণুতে, বরোহপি তাদৃশীং কন্যাং স্বীয়ত্বেন, তথা ভগবান্ স্বদাসত্বেনাত্মীয়-ত্বেনাঙ্গীকারং করোতি ইত্যুচ্যতে। ভর্গঃ তদ্বৎ তেজঃ সর্ব্বেষাং ভগবদ্ভক্তানাম্ অজ্ঞানান্ধকার-নিরোধকত্বেন তেজঃ শব্দাভিধেয়ত্বম্। ভ্রস্জ পাকে ইত্যস্মাৎ ঘঞ্। ভগদেশে কুত্বম্। সর্ব্ব-কর্ম্মফলপাকহেতুত্বাৎ সম্ভজনাদ্বা ভর্গঃ। "আদি-ত্যান্তর্গতং বর্চো ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যু-বিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ॥" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ। "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেহখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥" ইতি গীতায়াং স্বয়মেব ভগবতা উক্তম্। স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে ইতি শ্রুতেঃ। ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন ইত্যাদিক মন্ত্রান্তসন্ধেয়ম্। তৎ বেদান্তপ্রসিদ্ধম্। তেজো ভর্গঃ, ধীমহি ধ্যায়েম হি ইত্যর্থঃ। দেবস্য ভর্গঃ ইত্যত্র তেনস্থ রাহোঃ শিরবৎ ঔপচারিকঃ। আদিত্যমণ্ডলান্তর্বর্ত্তিনং তেজোময়ং পুরুষোত্তমং চিন্তয়ামীত্যর্থঃ। এষোহন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্ময়শ্মশ্রুঃ হিরণ্ময়কেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীক-মেবাক্ষীণীতি ছান্দোগ্য শ্রুতেঃ। যো যৎ সবিতৃ-তেজঃ নঃ অস্মাকং ধিয়ঃ হানোপাদানাদি-বিষয়াণি উপাসনাত্মপযুক্তানি সর্ব্বাণি বিশেষজ্ঞানাদি প্রেমাদীনি প্রচোদয়াৎ প্রেরয়ৎ প্রেরয়তু ইতি বা। যৎ ইত্যত্র য ইতি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। ধিয়ঃ ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্। অনয়া গায়ত্র্যা তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপা গঙ্গাপ্রবাহবৎ অবিচ্ছিন্না মনোবৃত্তিরূপা বা ভক্তিঃ স্বানুষ্ঠানমুখেন প্রতি-পাদিতা ভবতি, জগৎকারণস্যৈব উপাস্যত্বাৎ। কারণন্তু ধ্যেয়ঃ ইতি শ্রুতেঃ। যো দেবঃ সবিতা-স্মাকং ধিয়ো ধর্ম্মাদিগোচরাঃ প্রেরয়ৎ তস্য তত্ত্বর্গস্তদ্বরেণ্য মুপাস্মহে ইতি শ্রুতেঃ। "আদিত্যা-

মণ্ডলে ধ্যায়েৎ পরমাত্মানমব্যয়ম্। বিষ্ণুং চতুর্ভুজং কৃষ্ণং কমলাসনমধ্যগম্॥ কিরীটহারকেয়ূর-কটককুণ্ডলশোভিতম্। মুরলীধারিণং দেবং পীত-বাসসমচ্যুতম্। প্রসন্নবদনং রত্নকুণ্ডলং চিন্তয়ে-দ্ধরিম্॥ সন্ধ্যাস্বেবং জপেন্মন্ত্রং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্। অধিষ্ঠাত্রী তু গায়ত্রী সাম্নাচপ্ত্যা প্রযত্নতঃ। রাধিকারূপিণী লক্ষ্মী মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রীদেবতা। রক্তশ্বেত তথানীলবস্ত্রাভরণভূষিতা। গায়ত্রীরূপিণীং ধ্যায়েৎ রাধিকাং কৃষ্ণবল্লভাম্॥" ইতি পঞ্চরাত্রম্।

অস্যার্থ—ভূ ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রত্যয়ে ভূঃ হয়। ভূ শব্দে সত্তা, প্রাপ্তি, ব্যাপ্তি, শুদ্ধি, চিন্তন ও মিশ্রণ বা অগ্নি, বিষ্ণু, অর্থ। ভূঃ ঐশ্বর্য্যবাচক। ভুবঃ অর্থাৎ ভুবর্লোক। ভুবঃ শব্দে বীর্য্য নিরূপিত হয়। সুবঃ শব্দে শ্রী অর্থ। মহঃ অর্থাৎ মহর্লোক। মহঃশব্দে পূজা, দীপ্তি, বৃদ্ধি অর্থ। মহস্+অক্-মহঃ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। শ্রুতিতে মহঃ শব্দে চন্দ্র বলেন। মহঃ বলিতে শ্রেষ্ঠ যশঃ। জনঃ অর্থাৎ জনলোক বা জন+অচ্=জনঃ অর্থাৎ জগৎকর্তা শ্রীকৃষ্ণ। জনঃ বলিতে বৈরাগ্য। তপ+অসুন্=তপঃ তপলোক অর্থাৎ সর্বৈশ্বর্য্যযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ। তপ শব্দে দাহ ও ঐশ্বর্য্য অর্থ। জ্ঞানময় তপ যাঁর এই শ্রুতিবাক্যে তপঃ শব্দে জ্ঞান। সাধবে হিতং এই অর্থে সত্য অর্থাৎ ভক্তবৎসল সর্ব্বান্তর্যামী নারায়ণ। সাবিত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দ গায়ত্রী দেবতা সবিতা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্তি জন্য জপে নিযুক্ত হউন। দেবস্য অর্থাৎ চেতন ও অচেতনাত্মক জগৎক্রীড়ায় মোদমান, এবং নিরতিশয় কান্তি ও স্তুতিযুক্ত শ্রীবৃন্দাবনবিহারযুক্ত রাসক্রীড়ায় মোদমান ও গোপীগণের মদনিবারক শ্রীকৃষ্ণের। দিব্+পচাদ্যচ্ দেবঃ তস্য দেবস্য। সবিতুঃ অর্থাৎ সকল জগৎস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের। বরেণ্যং অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণ কর্তৃক প্রার্থনীয়। বৃ+রেণ্য= বরেণ্য। বৃ শব্দে বরণ, সেবা ও আবরণ অর্থ। ইয়াদিঃ পূরণঃ এই পিঙ্গল সূত্র দ্বারা বৃ+ইয়ুঙ= বরণীয় পদ হয়। গায়ত্রীর চব্বিশ অক্ষর, ইতি শ্রুতি। ভক্তগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বদা বরণীয় ও সেবনীয়। যমেবৈষ বৃণুতে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বরণীয়ত্ব উক্ত হইয়াছে। যেমন কন্যা নিজাভিমত ব্যক্তিকেই পতিত্বে বরণ করে, বরও তাদৃশী কন্যাকে স্বীয়ত্বরূপে গ্রহণ করে, তদ্রূপ ভগবান্ ভক্তকে স্বদাসত্ব বা আত্মীয়স্বরূপে অঙ্গীকার করে। ভর্গঃ অর্থাৎ সেই সেই তেজঃ। যাহা ভক্তগণের অজ্ঞানান্ধকারকে নাশ করে, তাহাই তেজঃ শব্দে কথিত হয়। অথবা, ভ্রস্জ অর্থ পাক। ভ্রস্জ+ঘঞ্+কুত্ব=ভর্গঃ অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফলপাকহেতু সকলের পালক শ্রীকৃষ্ণ। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, আদিত্যান্তর্গত ভর্গ নামক তেজঃ মুমুক্ষুগণের জন্ম মৃত্যু ও ত্রিতাপকে বিনাশ করেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, আদিত্যগত যে তেজ সমুদায় জগতকে আলোকিত করিতেছে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ অবস্থিতি করিতেছে, সে সকল তেজই আমার বলিয়া জানিবে। সদা মন্ত্রের অর্থ দেখুন। তৎ অর্থাৎ বেদ প্রসিদ্ধ। ধীমহি অর্থাৎ ধ্যান করিব। রাহুর শিরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার তেজের ভেদ ঔপচারিক সূর্য্যমণ্ডলান্তবর্ত্তি তেজোময় শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিব ইহাই ধীমহি শব্দের অর্থ। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ১ম ৬ খণ্ডে বলিয়াছেন, এই আদিত্যমণ্ডলের মধ্যে যে হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হন, তাঁহার শ্মশ্রু হিরণ্ময়, কেশ হিরণ্ময়। এক কথায়, তাঁহার নখাগ্র হইতে কেশ পর্য্যন্ত সকলই সুবর্ণ। তাঁহার পুণ্ডরীক সদৃশ তেজস্বী চক্ষুর্দ্বয় কপিপৃষ্ঠের অধঃপ্রান্তের ন্যায় আরক্তিম। তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। যো অর্থাৎ সবিতৃতেজ নঃ অর্থাৎ আমাদিগের ধিয় অর্থাৎ হানোপাদানাদি বিষয় বুদ্ধ্যাদি সকলকে প্রেমাদিতে প্রেরণ করুন। ধিয়ঃ দ্বিতীয়া বহুবচন। শ্রীকৃষ্ণ উপাস্যত্বহেতু, এই গায় জপ দ্বারা তৈলধারার বা গঙ্গাপ্রবাহের ন্যা

অবিচ্ছিন্না স্মৃতিসন্তানরূপা বা মনোবৃত্তিরূপা কৃষ্ণ-ভক্তি প্রতিপাদিতা হয়েন। শ্রুতি বলেন, যে সবিতা অর্থাৎ জগৎস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের ধর্ম্মাদিগোচরা বুদ্ধ্যাদিকে প্রেরণ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের সেই তেজকে এবং সেই বরেণ্য শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করি। পঞ্চরাত্রে বলেন, আদিত্যমণ্ডলে পদ্মাসনস্থ কীরীটকেয়ূরহার প্রভৃতি দ্বারা শোভিত, পীতবস্ত্র ও মুরলীধারি, শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিবে। ভক্তিমুক্তিপ্রদায়ক ঐ পুরুষকে ত্রিসন্ধ্যা জপ ও ধ্যান করিবে। তদনন্তর রক্ত, শ্বেত তথা নীলবস্ত্র ও ভূষণেভূষিতা মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা গায়ত্রী-রূপিণী কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকাকে ধ্যান করিবে। প্রণব ও গায়ত্রীর অর্থ আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, প্রণবের অর্থ গায়ত্রীতে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। গায়ত্রীর অর্থও আবার চতুঃশ্লোকী ভাগবতে অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে। আদির প্রথম পরিচ্ছেদে ৮ পৃষ্ঠায় চতুঃশ্লোকীর ব্যাখ্যা দেখিবেন ॥ ৩২ ॥

(২৯২ পা) 'আত্মাবাস্যমিতি।' শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে।

"ভাগবতের" পয়ার প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোক দ্বারা দেখাইলেন, উপনিষদ্ ও ভাগবত এক কথাই বলেন। ঈশোপনিষদে, ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথামাগৃধঃ কস্যস্বিৎধনম্॥" অতএব উপনিষদ্ ও ভাগবতের একমত হইল। এরূপ ভাবে সর্ব্বত্র জানিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

(২৯২ পা) 'এক শ্লোক....সবন ॥" ৩৫ পয়ারের ভাবার্থ সরল। যে ঋক্ হইতে যে সূত্রের প্রকাশ হইয়াছে, সেই সূত্রের অনুরূপ শ্লোক আবার ভাগবতে নিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব বেদ, উপ-নিষদ্ ও সূত্রের যে অভিপ্রায়, শ্রীভাগ-বতেরও তাহাই অভিপ্রায় জানিতে হইবে। ভাগবতের যাহা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন, বেদ ও বেদান্তেরও তাহাই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। চতুঃ-শ্লোকীতে উহা নির্ণীত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

(২৯২ পা) 'জ্ঞানমিতি।' শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোক ॥ ১৯ ॥

(২৯২ পা) "যাবানহমিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৯ পৃষ্ঠায় দেখুন। "সৃষ্টের পূর্ব্বে" পর পয়ারে ইহার অর্থ প্রকাশ করিতেছেন ॥ ২০ ॥

(২৯২ পা) "অহমেবেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৯ পৃষ্ঠায় দেখুন। "অহমেব" পর পয়ারে ইহার অর্থ করিতেছেন ॥২১॥

(২৯৩ পা) "ঋতেঽর্থমিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ৯ পৃষ্ঠায় দেখুন। "মায়াকার্য্য" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ২২ ॥

(২৯৩ পা) 'এতাবদিতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ১০ পৃষ্ঠায় দেখুন। "অভিধেয়" ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ২৩ ॥

(২৯৩ পা) 'যথা মহান্তীতি।' শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ১০ পৃষ্ঠায় দেখুন। 'আমাতে যে' ইত্যাদি পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ২৪ ॥

(২৯৩ পা) "বিসৃজতীতি।" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "ভক্ত আমা' পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ২৫ ॥

(২৯৩ পা) "সর্ব্বভূতেষু" এবং

"গায়ন্ত্য উচ্চৈরিতি" শ্লোক দুইটি "যাহা নেত্র পড়ে" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥২৬।২৭॥

(২৯৪ পা) "বদন্তি" "ভগবানেক" ও "এতে চাংশেতি।" শ্লোক তিনটি দ্বারা প্রমাণ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব॥২৮-৩০

(২৯৪ পা) "ভক্ত্যাহং" "ন সাধয়তি" ও "ভয়মিতি।" শ্লোক তিনটিতে অভিধেয়ভক্তি বলিলে. ৩১-৩৩ ॥

(২৯৪ পা) "স্মরন্তঃ" ও "এবং ব্রত" ইতি। শ্লোক দুইটি "এবে শুন প্রেম" পয়ার প্রমাণ ॥ ৩৪।৩৫ ॥

(২৯২ পা) "অর্থোঽয়মিতি" "সর্ব্ববেদেতি" ও "সর্ব্ববেদান্তসারমিতি।" শ্লোক তিনটির তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "নিজকৃত" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৩৬-৩৯ ॥

(২৯৫ পা) "জন্মাদ্যস্যেতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা মধ্যের ৭৯ পৃষ্ঠায় দেখুন। এই শ্লোকোক্ত "সত্যং পরং" সম্বন্ধ এবং "ধীমহি" প্রয়োজন ॥ ৪০ ॥

(২৯৬ পা) "ধর্ম্ম ইতি।" শ্লোকের টীকা ও বাঙ্গলা আদির ১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন। ইহাতে প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিলেন ॥৪১॥

(২৯৬ পা) "নিগমকল্পতরোরিতি" ও "বয়ন্তু নেতি॥" শ্লোক দুইটির তাৎপর্য্য শ্লোকার্থে প্রকাশ আছে। "কৃষ্ণভক্তি" পয়ার প্রমাণ শ্লোক ॥ ৪২।৪৩ ॥

(২৯৭ প) "তবে বায় সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম পাইয়া" এই পয়ারে ছদ্ম স্থলে ছল পাঠ হইবে। অপর পয়ারার্থ সরল।

(৩০০ পা) "কৃষ্ণলীলামৃত ... ... নিবেদন॥" এই ৮৪ ও ৮৫ পয়ারের ভাবার্থ।

গ্রন্থকার বলিতেছেন, নদী কখন পর্ব্বত কখন বৃহৎ সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া শত শত ধারায় প্রবাহিত হওতঃ যেমন সকলের আনন্দপ্রদান করেন, তদ্রূপ চৈতন্যলীলারূপ অক্ষয় সরোবর হইতে কৃষ্ণলীলারূপ নদী শত শতধারায় দিকে প্রবাহিত হয়। অক্ষয় সরোবর বলাতে বুঝা যায়, চৈতন্যলীলা সরোবর শুষ্ক হয় না। দশদিক বলাতে সর্ব্বত্র সকল স্থান বুঝাইতেছে। সেই সরোবরে মনোহংস বিচরণ করাও ॥ ৮৪।৮৫ ॥

(৩০০ পা) "কৃষ্ণভক্তি...আহার॥" এই ৮৬ ও ৮৭ পয়ারের ভাবার্থ। গ্রন্থকার দৈন্য পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছেন।

পদ্ম ব্যতীত সরোবর শোভা পায় না বলিয়া কৃষ্ণভক্তের সিদ্ধান্তসমূহকে পদ্ম বলিলেন এবং চৈতন্যলীলা হইতে কৃষ্ণভক্তি প্রচার হওয়াতে চৈতন্যলীলাকে সরোবর বলিলেন। কুমুদবন বলিতে পদ্মবন। পদ্মের মধু বলিতেছেন, প্রেমরস। মধুপান প্রয়োজনহেতু মনকে মধুপ বলিলেন। পদ্ম রাত্রিদিন প্রস্ফুটিত থাকায় অপ্রাকৃত পদ্ম বুঝাইতেছে। হংসগণ কি আহার করেন, তাহা বলিতেছেন, "কৃষ্ণকেলি" ইত্যাদি ॥ ৮৬।৮৭ ॥

(৩০০ পা) "সেই সরোবরে ... ... জগজন॥" এই ৮৮ ও ৮৯ পয়ারের ভাবার্থ। চৈতন্যলীলা সরোবরে বিলাস করিলে কি হয়, তাহা বলিতেছেন, "খণ্ডিবে" ইত্যাদি। তাতে. সাধু মহাত্মারা মেঘ বর্ষণ করিলে ॥ ৮৮.৮৯ ॥

(৩০০ পা) "চৈতন্যলীলা ... ... কৃষ্ণদাস॥" এই ৯০ হইতে ৯৩ পর্য্যন্ত ভাবার্থ সরল। মাধুর্য্যপ্রাচুর্য্য. প্রচুর মধুর। মৃতান্বিত, অমৃতযুক্ত ॥ ৯০-৯৩ ॥

ইতি মধ্যলীলায় পঞ্চবিংশে সুবোধিনী টিপ্পনী ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ড সম্পূর্ণম্ ॥